সহজ ডাক্তারী শিক্ষা

ডাক্তার

এস, সি, দাস

সঙ্কলিত।

প্রকাশক—

শ্রীশরৎচন্দ্র শীল।

৬৩।১ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট,

পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

নব সংস্করণ।

সন ১৩৩৮ সাল।

মূল্য ২৲ দুইটাকা

প্রকাশক—
শ্রীশরৎচন্দ্র শীল।
১০।১ নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট,
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—এস, সি, শীল।
অন্নপূর্ণা প্রেস"
১৪ নং লক্ষ্মীদত্তের লেন,
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

ভূমিকা

ঈশ্বরানুগ্রহে বহু আয়াসে অধুনা-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বলিত এই সুবৃহৎ "সহজ ডাক্তারী শিক্ষা" সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে অধুনা-প্রচলিত সকল প্রকার চিকিৎসা পদ্ধতিই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং যাহাতে যে কোন প্যাথি বা চিকিৎসা-মতে সকল রোগ চিকিৎসা করা যায় তৎবিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। ইহাতে যেমন মানব দেহের গঠন, অবয়বাদির কার্য্যকারিতা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে সরল ভাষায় সকল তথ্য লিখিত হইয়াছে তেমনি রোগোৎ-পত্তির কারণ, প্রতিকারোপায় ও চিকিৎসা পদ্ধতিও ঐরূপ বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। এইজন্য কি শিক্ষার্থী, কি মফঃস্বলবাসী ডাক্তার সকলেই ইহা পাঠে সবিশেষ লাভবান হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ইহাতে লিখিত দেহতত্ত্ব, ধাত্রিবিদ্যা ইত্যাদি দুরূহ বিষয় গুলি যাহাতে সহজে বোধগম্য হয় তজ্জন্য প্রয়োজনীয় চিত্র সমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এখন শিক্ষার্থী ও সাধারণে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ উপকার পাইলেও সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

—০-

বিষয়	পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিষয়	পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোগ লক্ষণ প্রকরণ :—

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

বিষয়	পৃষ্ঠা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

সূচীপত্র সমাপ্ত।

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা

—— ০:*****:০ ——

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেহতত্ত্ব।

মানবদেহের গঠন ও ক্রিয়া প্রণালী—

দেহতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে মানব দেহে কোন্ কোন্ দ্রব্য ও আভ্যন্তরীক যন্ত্র কোথায় কিরূপভাবে অবস্থিত থাকিয়া কি কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, তাহা জানা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। সেই কারণ প্রথমেই মানবদেহের গঠন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। স্থূলতঃ যে যে দ্রব্যে আমাদের দেহ সংঘটিত তাহারই তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) **কঙ্কাল দেহ** অর্থাৎ মানব দেহের অস্থি সমাবেশ (Skeleton).

(২) মাংসপেশী (Muscles).
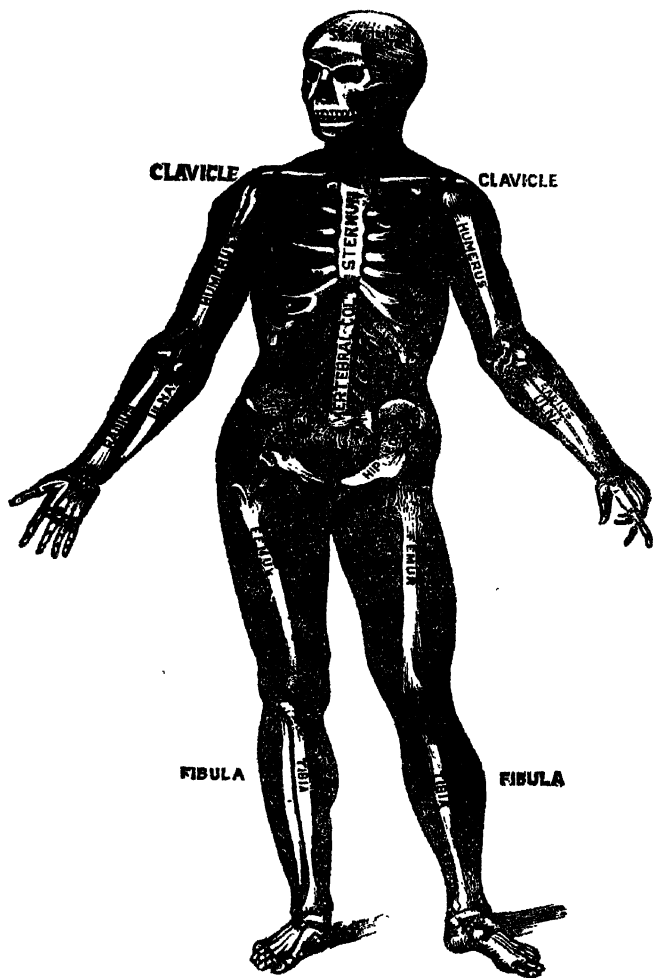
(৩) পরিপাক যন্ত্র (Digestive organs).

(৪) **রক্ত সঞ্চালন যন্ত্র** organs of circulation of the blood).

(৫) **শ্বাস প্রশ্বাস যন্ত্র** (Respiratory organs).

(৬) **মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলী** (Brain and Nervous System).

(৭) **ইন্দ্রিয় সমূহ** (The senses).

অস্থিদেহ সর্ব্বশুদ্ধ ২১৭খানি বিভিন্নাকৃতি ও আকার বিশিষ্ট অস্থি সমষ্টি দ্বারা গঠিত। এই অস্থিদেহের দ্বারা অনেকগুলি উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। (১) ইহা শরীরের প্রধান অবলম্বন (২) আভ্যন্তরীক যন্ত্র সমুহ অস্থিদেহের ভিতর অবস্থিতি করায় ইহা ঐ যন্ত্রগুলির আশ্রয় ও আবরণ হইয়া থাকে। (৩) ইহা আমাদিগকে নড়িবার ক্ষমতা দান করে। চিত্র দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে শক্ত দৃঢ় অস্থিগুলি পা হইতে শরীরের উপরিভাগের প্রধান আশ্রয়স্থল স্বরূপ হইয়া আছে। এই দৃঢ় অস্থিদেহ ব্যতীত যে কোন অবস্থাতেই আমাদের শরীর সোজা থাকিবার অযোগ্য হইয়া পড়িত। ইহা ব্যতীত মস্তক ও বক্ষ পঞ্জর লক্ষ্য করিলেই (ছবি দেখ) দেখিতে পাইবে কিরূপে আমাদের অস্থিদেহ আভ্যন্তরীক যন্ত্রগুলির আবরণ স্থল হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। মানব দেহের সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক, মস্তকের খুলির আবরণে রক্ষিত হয় এবং এই কারণেই মস্তকের অস্থিগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একটী দৃঢ় বাক্সের আকার ধারণ করিয়াছে। ঠিক এইরূপে পঞ্জরাস্থি আমাদের কোমল আভ্যন্তরীক যন্ত্র হৃদয় ও ফুসফুসদ্বয়কে রক্ষা করে। পরিশেষে ইহাও লক্ষ্য করা উচিত যে আমাদের হাত ও পায়ের অস্থিগুলি, যাহা দ্বারা আমাদের শরীরের গতি নির্দ্ধারিত হয়, কিরূপ ঘন পেশী সমাবিষ্ট ;

ঐ অস্থিগুলি এত পেশী সমবেষ্টিত বলিয়াই আমরা উহাদের ঠিক আকৃতি দেখিতে পাইতেছি না। (ছবি দ্রষ্টব্য)

অস্থিদেহ বিভাগ।

আমাদের দেহের কাঠাম এই অস্থিদেহকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা—মস্তক, মধ্যদেশ ও অবয়বাদি; মস্তকাস্থি বলিতে মস্তিষ্কের আবরণী ও মুখমণ্ডলের অস্থিগুলিকে বুঝাইয়া থাকে। নিম্নে মস্তকাস্থিগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

মস্তকাস্থি বা শিরোদেশ।

কঙ্কাল দেহের এই অংশ দুইভাগে বিভক্ত যথা—মুখ ও মস্তক।
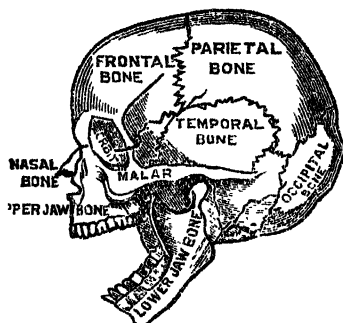
শিরোদেশের সম্মুখভাগ মুখ এবং ইহার ঊর্দ্ধ ও পশ্চাৎ ভাগ মস্তক। এই মস্তক একটী গহ্বর-মস্তিষ্ক নামক কোমল স্নায়বীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে, কপালাস্থির নিম্নভাগে দুইদিকে দুই চক্ষু-কোটর। জীবদ্দশায় এই কোটরদ্বয়ই চক্ষুদ্বয়ের অবস্থান স্থান। তন্নিম্নে দুইদিকে দুইখানি গণ্ডাস্থি (upper Jaw-bones) একত্র সংযুক্ত হইয়াছে।

ইহাই মুখ গহ্বরের উপরিভাগ। উহার নীচে চিবুকাস্থি (Lower Jaw bones). দুই দিকে দুই কর্ণ গহ্বরের নীচে সংলগ্ন। উহাই মুখ গহ্বরের নিম্নভাগ। কপালাস্থির নিম্নে মধ্যরেখার দুই পার্শ্বে দুই খানি নাসিকাস্থি (Nasal bones) একত্র সংলগ্ন হইয়া নাসিকা গহ্বরের উৎপত্তি করিয়াছে। এক চিবুকাস্থি ব্যতীত মস্তকের ও মুখের অস্থিগুলি পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। কেবল চিবুকাস্থিই ওপরে ও নীচে নড়িতে পারে। এই শিরোভাগ মেরুদণ্ডের উপরে অবস্থিত। শিরোদেশের অস্থিগুলির নাম ও সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মুখ ও মস্তিকাস্থি লইয়া শিরোদেহ সংঘঠিত, উহাদের মধ্যে মস্তিকাস্থি বা ক্রেনিয়ম (Cranium) আবার আটখানি বিভিন্ন অস্থি দ্বারা গঠিত।

একখানি "ফ্রনটাল বোন" বা অস্থি যাহা দ্বারা আমাদের কপাল বা মস্তকের পুরোভাগ গঠিত হয়। দুইখানি পেরিট্যাল (Perietal) অস্থি যাহা সংযুক্ত হইয়া আমাদের মস্তিষ্কের পার্শ্বদ্বয়, উপরিভাগ ও পশ্চাৎভাগ গঠিত হইয়াছে।

দুইখানি টেম্পোরাল (Temporal) অস্থি যাহা কর্ণদ্বয়ের চতুঃপার্শ্বে রহিয়াছে এবং রগ দুইটী গঠন করিয়াছে।

একটী অক্সিপিটাল (Occipital) অস্থি যাহা দ্বারা মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের নিম্নাংশ গঠিত হইয়াছে। একটী স্ফিনইডাল (Sphenoidal) যদ্বারা মস্তিষ্কের তলদেশ আবরিত রহিয়াছে এবং একখানি "এথমইডাল (Ethmoidal) অস্থি যাহা মস্তিষ্কাস্থি বা ক্রেণিয়াম ও মুখাস্থি উভয়ের মধ্যে নাসিকার মূলে অবস্থিত বলিয়া মস্তিষ্কের আংশিক তলদেশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এই অস্থি চালুনির ন্যায়

ছিদ্রযুক্ত। এই ছিদ্রগুলির দ্বারা মস্তিষ্ক হইতে আঘ্রাণ-স্নায়ুমণ্ডলী নাসা গহ্বরে গিয়া সংযুক্ত হইয়াছে।

আমাদের মুখ সর্ব্বশুদ্ধ ১৪খানি অস্থি দ্বারা গঠিত, যথা:—দুই-খানি নাসিকাস্থি, দুইখানি স্পঞ্জি বোন বা অস্থি (যাহা নাসিকাগ্র ভাগে আছে এবং বেঁকান বা মোচড়ান যায়), দুইখানি ল্যাক্রিম্যাল অস্থি ইহা চক্ষুকোটর হইতে নাসা গহ্বর পর্য্যন্ত চক্ষুর জল আসিবার রাস্তা করিয়া দেয়। একখানি "ভোমার" অস্থি যাহা দুই নাসারন্ধ্রের ব্যবধান সাধিত করে, দুইখানি "মোলার অথবা চিক বোন" বা গণ্ডাস্থি; দুইখানি "আপার ম্যাক্সিলারি বা আপার জ বোন" যাহাতে বয়স্কলোকের আটটী দাঁত থাকে, এবং যাহা নড়ে না, দুইখানি "প্লেট বোন" যাহা দ্বারা আমাদের তালু গঠিত হয় এবং একটা "লোয়ার ম্যাক্সিলারী বা লোয়ার জ বোন" যাহাতে ১৬টী দন্ত অবস্থিত এবং যাহা উপর নীচে এবং উভয়পার্শ্বে নড়ান যায় এবং যাহা কর্ণদ্বয়ের নিকট গ্রন্থি দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

কঙ্কালদেহের মধ্যভাগ বা মেরুদণ্ড—

ইহা আমাদের মস্তককে ধারণ করিয়া থাকে এবং ইহার সহিত আমাদের হাত এবং পা সংলগ্ন থাকে। ইহা দুইটী গহ্বর বিশিষ্ট। উপরের গহ্বরটীকে "থোরাক্স" বা বক্ষ গহ্বর বলে এবং নীচেরটীকে "এবডোমেন্" বা নিতম্বদেশ বলে। মেরুদণ্ডাস্থি ৫৩খানি অস্থির সমষ্টি দ্বারা গঠিত এব মস্তক হইতে নিতম্বদেশের শেষ পর্য্যন্ত দণ্ডাকারে অবস্থিত।
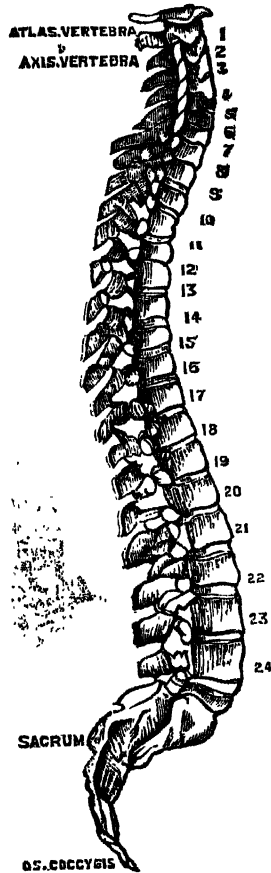
গলদেশ ৭খানি “সারভিক্যাল ভারটিব্রি” বা গলদেশাস্থি দ্বারা গঠিত। বক্ষপঞ্জর ৩৭খানি অস্থি নির্ম্মিত তন্মধ্যে ১২খানি “ডরস্যাল ভারটিব্রি” বক্ষের পশ্চাতে থাকে, ২৪খানি পঞ্জরাস্থি যাহার দুইখানি

করিয়া প্রত্যেক ডরস্থাল ভারটিব্রিতে সংলগ্ন থাকে এবং একখানি ষ্টারনাম বা বক্ষাস্থি আছে। (১ম চিত্র)

নিতম্বদেশ ৯খানি অস্থি সংঘঠিত। ৫ খানিকে "লাম্বার ভারটিব্রি" বা কোমরাস্থি, একখানিকে অস বা সেক্রাম. ২খানিকে অসা ইনন্মিনেটা ও ১খানি কক্‌সিজিয়া বলে; বয়স হইলে শেষস্থ চারখানি মিলিয়া গিয়া "পেলভিস" নামে অভিহিত হয়। কেবলমাত্র মেরুদণ্ড সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩ খানি পৃথক অস্থি দ্বারা গঠিত এবং উপর্য্যুপরি অবস্থিত। প্রত্যেক মেরুদণ্ডাস্থির মধ্যভাগে ছিদ্র থাকায় সমস্ত মেরুদণ্ডটীর মধ্যভাগ বরা-বর ছিদ্রযুক্ত এবং এই ছিদ্র মস্তক পহইতে মেরুদণ্ডের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। জীবদ্দশায় মেরুদণ্ডের এই ছিদ্রাংশ মেরু দ্বারা পূর্ণ থাকে। মেরু মস্তিষ্কের অংশ স্নানবীয় পদার্থে গঠিত। উহা মস্তক হইতে বাহির হইয়া লম্বমানভাবে নিতম্বাস্থির শেষ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। মেরুদণ্ডাস্থির প্রত্যেক দুইখানির মধ্যস্থ অপরিসর পথে স্নায়ুমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইয়া থাকে। মেরুদণ্ডাস্থির অংশগুলি উপর্য্যুপরি অবস্থিত হইলেও প্রত্যেক অংশই একখানি "কার্টিলেজ" বা কোমলাস্থি দ্বারা বিভক্ত।

মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ উপরাংশ হইতে অধিকতর ভার বহনে সমর্থ বলিয়া উপরাংশের অস্থিগুলি অপেক্ষা নিম্নাংশের অস্থিগুলি বৃহদাকার বিশিষ্ট ও অধিকতর শক্ত।

মেরুদণ্ডের প্রত্যেক অংশের মধ্যে কোমলাস্থি থাকায় মেরুদণ্ডটীকে সহজেই কতক পরিমাণে এদিক ওদিক করা যায়। মেরুদণ্ডের প্রত্যেক
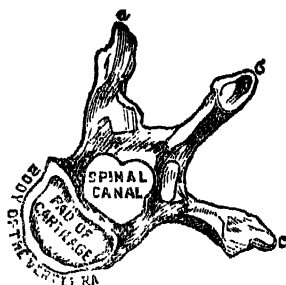
অস্থির তিনটী অংশ বাহির হইয়া আছে। মধ্যের অস্থিটী স্পাইনাস প্রোসেস (Spinous Process) এবং পার্শ্বের দুইটীকে ট্রান্সভার্স প্রোসেস (Transverse Process) বলে। এই পার্শ্বের অংশগুলিতে সবল পেশী সংলগ্ন থাকায় শরীর সোজা করিতে ও বাঁকাইতে সহায়তা করে।

পঞ্জরাস্থি—ডরস্যাল ভারটিব্রির প্রত্যেক অস্থির সহিত এক জোড়া পঞ্জরাস্থি (Ribs) সংযুক্ত আছে, এইরূপে ১২খানি "ডরস্যাল ভারটিব্রার সহিত সর্ব্বশুদ্ধ ২৪খানি পঞ্জর সংলগ্ন আছে।
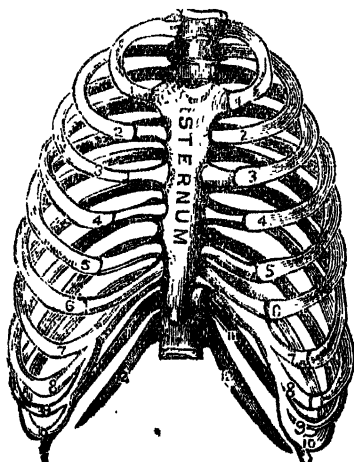
ইহাদের মধ্যে আবার ১৪খানি পঞ্জরাস্থি "ষ্টারনাম" বা বক্ষাস্থির সহিত কার্টিলেজ দ্বারা সংলগ্ন আছে, অবশিষ্ট ৬খানি বা প্রত্যেক দিকের তিনখানি বক্ষাস্থির সহিত সংলগ্ন নহে। প্রথমোক্ত ১৪খানি পঞ্জরকে ট্রু রিব এবং শেষোক্ত ৬খানি পঞ্জরকে ফল্‌স রিব কহে। ফল্‌স রিবগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। ফল্‌স রিবগুলির মধ্যে দুই-খানি আবার ফ্লোটিং রিব নামে অনেক সময়ে অভিহিত হইয়া থাকে।

পঞ্জরগুলি বক্ষাস্থির সহিত দৃঢ় সংলগ্ন নহে বলিয়া উপর এবং নীচে আসিতে পারে। পঞ্জরাস্থির অস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থস্থান দৃঢ় পেশী দ্বারা অধিকৃত থাকে, এই পেশীগুলি ইন্‌টার কস্‌ট্যাল মাস্‌ল (Inter-costal muscle) নামে পরিচিত, বাহির এবং ভিতর লইয়া দুই সেট এরূপ পেশী আছে ; এই পেশীগুলির একসেট পঞ্জরগুলিকে উপরে উঠায়, আর এক সেট পঞ্জরগুলিকে নিম্নে নামায়। পঞ্জরাস্থির এই উঠা নামা আমাদের জীবনধারণ পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ; কারণ এই উঠা নামা দ্বারায় আমাদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। পঞ্জরগুলি যখন উপরে উঠে, থোরাক্স বা পঞ্জর গহ্বর তখন বর্দ্ধিত হয় এবং পঞ্জরাভ্যন্তরে অবস্থিত ফুসফুসদ্বয়ও বায়ু পূর্ণ হইয়া বর্দ্ধিতায়তন বিশিষ্ট হয়। তার পর পঞ্জরগুলি নামে এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জরগহ্বর ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হয়, ষ্টারনাম বা বক্ষাস্থি (Sternum) বক্ষের মধ্যভাগে হাত দিলে এই অস্থি অনুভূত হয়। ইহা ১৪খানি পঞ্জর ব্যতীত আর এক খানি অস্থির সহিত সংযুক্ত ; ঐ অস্থির নাম "কলার বোন বা ক্লেভি-কল (Collor Bone or Clavicle).

অবয়বাদি—

প্রত্যেক মানবের দুইটী হাত উপরস্থ এবং দুই পা নিম্নস্থ অবয়ব বলিয়া পরিচিত।

বাহুদ্বয়—পৃষ্ঠের উপরিভাগে মেরুদণ্ডের দুইপার্শ্বে ত্রিকোণাকার চওড়া দুইখানি অস্থি অবস্থিত। এই অস্থিগুলিকে "শোলডার ব্লেড্স" (Shoulder blades) বলে, ইহাদের প্রত্যেকের এককোণ, এবং বক্ষের উপরস্থ দুইদিকে যে দুইখানি সরু অস্থি কলার বোন নামে পরিচিত এবং যাহার একদিক বক্ষাস্থির সহিত সংযুক্ত, তাহাদের অপরদিক স্কন্ধস্থলে মিলিত হইয়াছে। ইহার সহিত লম্বা একখানি অস্থি (Humerus) ঐ সন্ধিস্থলে এমনভাবে মিলিত যে বাহুর উপরার্দ্ধ সবদিকে নাড়ান ও ঘোরান যায়। বাহুর নিম্নার্দ্ধভাগ রেডিয়াস ও আল্না (Radius and ulna) নামক দুইখানি অস্থি দ্বারা গঠিত। এই দুইখানি অস্থি উপরার্দ্ধের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সন্ধিস্থলের নাম কনুই (Elbow) এই দুইখানি পরস্পর এমনভাবে অবস্থিত যে বাহুর উর্দ্ধভাগকে স্থির রাখিয়া এই নিম্নভাগ ঘুরান ফেরান চলে। বাহুর সহিত হস্ত যেখানে মিলিত তাহাকে মণিবন্ধ (Wrist) বলে। মণিবন্ধে ৮খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। ইহারই নীচে করতল—পাঁচখানি লম্বা লম্বা অস্থিতে গঠিত। এই এই পাঁচ অস্থির সহিত হাতের পাঁচটী অঙ্গুলি সংযুক্ত। পঞ্চাঙ্গুলির মধ্যে অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি এবং বাকী চার অঙ্গুলীর প্রত্যেকটীতে ৩খানি করিয়া ১২খানি অস্থি বিদ্যমান আছে।

পদদ্বয়—উরু, জঙ্ঘা ও পদতল, পদদ্বয়ের এই তিনভাগ। উরুতে একখানি অস্থি, ইহা বড়, লম্বা এবং সবিশেষ কঠিন। উহা

উর্দ্ধভাগে নিতম্বাস্থির সহিত এবং নিম্নে জানু সন্ধিতে মিলিত হইয়াছে। জঙ্ঘা দুইখানি লম্বা অস্থিদ্বারা গঠিত; ঐ দুই অস্থির নাম টাইবিয়া ও ফিবিউলা। জঙ্ঘার অস্থিদ্বয় নীচেরদিকে পদতলের অস্থিসমূহের সহিত মিলিত। এই সন্ধিস্থলের নাম গুল্ফ (ankle) গুল্ফ পদতলের প্রশ-মাংশ। এখানে ৭খানি অস্থি দৃঢ়ভাবে মিলিত; উহার সহিত পদতলের পাঁচখানি লম্বা অস্থি সংযুক্ত। এই পাঁচখানি অস্থির অপরদিকে পায়ের পাঁচটী আঙ্গুল বিদ্যমান। হস্তাঙ্গুলীর ন্যায় পায়ের অঙ্গুলিও সর্ব্বশুদ্ধ ১৪খানি ছোট ছোট অস্থির দ্বারা গঠিত। শরীরের সকল অস্থিই চর্ম্মাকৃতি আবরণে আবৃত এবং সন্ধিস্থলগুলি সমধিক মোটা শক্ত চামড়ায় বেষ্টিত।

দন্ত—পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির সর্ব্বশুদ্ধ ৩২টী দাঁত আছে, ১৬টী উপরে এবং ১৬টী নিম্নে। এই দাঁতগুলি চিরস্থায়ী বলিয়া পরিচিত। শিশুর ৬ মাস হইতে ৯ মাস বয়সের মধ্যে প্রথম দন্তোৎগম আরম্ভ হয়। এই দাঁতগুলিকে "দুধে দাঁত" বলে, কারণ ৬।৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে এই দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়া চিরস্থায়ী দন্তোৎগম হইয়া থাকে। কসের সর্ব্বশেষ দিকে দুই পার্শ্বে দুইটী দুইটী করিয়া চারিটী দাঁত সর্ব্বশেষ উত্থিত হয়। ইহারাই (Wisdom teeth) বা "আক্কেল দাঁত" নামে পরিচিত; কারণ এই দাঁতগুলি প্রায়ই ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে উদ্গত হয় না। দাঁতগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হইয়া থাকে এবং তাহাদের কার্য্য দ্বারা তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করা হয়। ৮টী ইনসি-সারস্ বা কাটিবার জন্য, ৪টী শ্ব দন্ত বা কুকুরের দন্তের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, ৮টী বাই-কাসপিড্স বা ফল্স গ্রাইণ্ডার্স এবং ১২টী মোলার বা প্রকৃত গ্রাইণ্ডার্স বলিয়াই অভিহিত হয়।

লিগামেণ্ট বা অস্থি বন্ধনী—শরীরস্থ অস্থিগুলিকে গ্রন্থির সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখাই এই লিগামেণ্ট বা অস্থি বন্ধনীর কার্য্য। ইহারা অস্থিগুলিকে সীমাবদ্ধভাবে ইতঃস্তত নড়িবার ক্ষমতা দান করিয়া থাকে।

মাংসপেশী—কঙ্কাল দেহের উপরিভাগে সর্ব্বত্রই মাংস-পেশী সমূহ আবৃত। একটী পেশী অগণ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশীতন্তুর সমষ্টি; শরীরে গতি সম্পাদনই এই মাংসপেশীর প্রধান কার্য্য। শরী-রের প্রত্যেক অংশের গতিই এই মাংসপেশীর আকুঞ্চন দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে শরীরে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্য-কারী অবয়ব হস্ত পদাদির জন্য সবল সুদৃঢ় ও বৃহদাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপেশীর প্রয়োজন। এই মাংসপেশীগুলিকে অধিকতর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিলে আবার এই পেশীগুলি দৃঢ়তর ও বৃহত্তর হইয়া থাকে। সেই কারণেই ব্যায়ামের দ্বারা পেশীগুলির উন্নতি সাধিত হয় এবং কেরাণীগণ অপেক্ষা কামারের হাতের মাংসপেশীগুলি সাধারণতঃই পুষ্টাকৃতির হইয়া থাকে। এই মাংসপেশী আবার দুই প্রকারের আছে। কতকগুলি আমাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলে তাহারা ইচ্ছাধীন, (Voluntery) আর কতকগুলি আছে যাহাদের কার্য্য আমাদের ইচ্ছার উপর আদৌ নির্ভর করে না তাহাদিগকে স্বাধীন (Involuntery) বলা হয়। এরূপে পেশীগুলি বিভক্ত না হইলে আমাদের নিদ্রার সহিতই আমাদের মৃত্যু হইত। এই স্বাধীন পেশীগুলি আমরা নিদ্রিত থাকি বা জাগ্রত থাকি কোন সময়েই কার্য্য হইতে বিরত থাকে না। তাহাদের কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাদের কার্য্য করিয়া থাকে। এই স্বাধীন পেশীগুলির মধ্যে আবার শিরাস্থ, হৃদস্থ, পাক-স্থলীস্থ, পিত্তস্থলীস্থ ইত্যাদি শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদির কার্য্য নিয়ন্ত্রক-

পেশীগুলিকে কখন কখন যান্ত্রিক (Organic) পেশীও বলা হইয়া থাকে। ইহাদের সঙ্কোচনে ইহাদের মধ্যস্থ দ্রব্য এই যন্ত্রগুলির বাহিরে আনীত হয়। এইরূপে হৃদয় হইতে রক্ত, পাকস্থলী হইতে খাদ্য, পিত্তস্থলী হইতে পিত্ত ইত্যাদি বাহির হইয়া থাকে।

পেশীর কার্য্যের সহায়তায় আমরা সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারি মস্তিষ্ক স্নায়ুর সাহায্যে এই পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। আমাদের শরীরের কোন অংশ চালনার প্রয়োজন বা ইচ্ছা হইলেই আমাদের মস্তিষ্কে এই ইচ্ছার প্রতিক্রিয়া হয়, এবং সেই অংশের স্নায়ুমণ্ডলী এই প্রতিক্রিয়া-নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাংসপেশীকে কার্য্যকরী করিয়া সেই অংশের গতি সাধিত করে। মৃতের এই ইচ্ছা শক্তির অভাবে তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা থাকে না। ফলে আকুঞ্চনই পেশীর কার্য্য এবং তাহাই আমাদের দেহে কি বাহিক, কি আভ্যন্তরীক সর্ব্ববিধ গতিরই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

গাত্র চর্ম্ম বা ত্বক—আমাদের দেহের বহিরাবরণই গাত্রচর্ম্ম বা ত্বক (Skin) এই ত্বক ব্যবচ্ছেদ করিলে তিনটী পৃথক স্তর দেখিতে পাই। ত্বকের সর্ব্ব নিম্ন স্তরকে কিউটিস্ বা প্রকৃত চর্ম্ম বলা হয় (Cutis or true Skin) ইহারই উপরে আর একটী অতি সূক্ষ্ম স্তর আছে যাহাকে বেসমেণ্ট মেমব্রেণ (Basement membrne) বলা হয়। ইহার উপরিভাগে অর্থাৎ ত্বকের বাহির স্তরকে কিউটিবেল্ বা এপিডারমিস্ কহে। কিউটিস বা প্রকৃত চর্ম্ম রক্তবাহী কৈশিক জালাবৃত, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পেশীসূত্র সম্বলিত এবং স্নায়ুমণ্ডলী পরিব্যাপ্ত। এই কারণেই সামান্য আঘাত বা স্পর্শও অনুভূত হয় এবং সামান্য আঁচড়ে বা কাটিয়া গেলেও এত রক্তপাত হয়। ইহার উপরে যে বেসমেণ্ট মেমব্রেণ আছে তাহাতে বর্ণাত্মক পদার্থ থাকে। এই বর্ণ জাতিগত।

এই বর্ণাত্মক পদার্থ নিগ্রোদের শরীরে কাল, চীনাদের হরিদ্রা, আমেরিকার আদীম নিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের তাম্রবর্ণের হইয়া থাকে। কিউটিক্‌ল্ বা চর্ম্মের বাহির স্তর ক্ষুদ্র পাতলা কাঁটা বিশিষ্ট চর্ম্মকোষ গঠিত উহা নিম্নস্থ কোমলাংশকে রক্ষা করে। এই আবরণটী প্রায় স্বচ্ছ এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে দেখিলে মাছের আঁইশের ন্যায় অথবা সর্পের চর্ম্মের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে, শরীরে ফোস্কা উঠিলে এই বহিরাবরণই উত্থিত হয়। ইহাতে কোন স্নায়ু বা রক্তস্থালী নাই। সেইজন্য ইহা দ্বারা কোন কষ্টই অনুভূত হয় না, অথবা কাটিয়া গেলে রক্ত বাহির হয় না। উপরোক্ত স্তর তিনটী লইয়াই আমাদের গাত্র চর্ম্ম বা ত্বক গঠিত। এই ত্বক কেবলমাত্র আমাদের শরীরের আবরণই নহে, পরন্তু ইহা শরীরস্থ দূষিত পদার্থ বহিষ্কারের একটী প্রধান যন্ত্র স্বরূপ। ত্বক ঘর্ম্ম নিঃসারণীগ্রন্থি সমূহের সাহায্যে এই কার্য্য করিয়া থাকে। ত্বকের উপরে অসংখ্য ঘর্ম্ম নিঃসরণীগ্রন্থি আছে; ইহারা পরস্পরের পার্শ্বে অবস্থিত এবং চর্ম্মের উপরিভাগে গর্ত্তমুখে শেষ হইয়াছে। এই ছিদ্রগুলি ত্বকের ছিদ্র বা পোর্স (Pores) এই ঘর্ম্মবাহী ছিদ্রগুলি ১/৩০০ইঃ ব্যাসযুক্ত, সিকি ইঞ্চি লম্বা নল বিশিষ্ট, এবং এই নলগুলি স্ক্রুপের আকার বিশিষ্ট। শরীরস্থ সমুদয় ঘর্ম্মবাহী নলগুলি পরস্পর মুখে মুখে জোড়া দিলে ত্রিশ মাইল লম্বা একটী নলে পরিণত হইবে। এই নলগুলি শরীরের নর্দ্দামা স্বরূপ। রক্তের দূষিতাংশ ঘর্ম্মরূপে ত্বকের এই সমস্ত ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যায়। এই সকল দূষিত পদার্থ এইরূপে বাহির হইতে না পারিলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফল স্বরূপ শীঘ্রই আমরা পীড়িত হইয়া পড়ি। প্রতিদিন কোনরূপ কষ্টকর ব্যায়াম ব্যতীতও আমরা এক পাইণ্ট বা অর্দ্ধবোতল দূষিত পদার্থ ঘর্ম্মরূপে পরিত্যাগ করিয়া

থাকি। শরীরে ময়লা থাকার জন্য এই সকল ত্বকের ছিদ্র মুখ বুজিয়া যাইলে ঘর্ম্ম নিঃসরণে বা রক্তের দূষিত পদার্থ ত্যাগে ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে, এবং তাহার ফলস্বরূপ আমরা অনতিবিলম্বেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ি। ত্বকের উপর আর এক প্রকার গ্রন্থি আছে, যাহাদিগকে তৈল নিঃসরণী গ্রন্থি বলে। এই গ্রন্থি সমূহ নিঃসৃত তৈল সাহায্যে আমাদের গাত্রচর্ম্ম নরম থাকে এবং চর্ম্মকে মৃত্যু ও ফাটা হইতে রক্ষা করে। এই গ্রন্থিগুলিকে সিবেসাস বা ফ্যাট গ্লাণ্ড (Sebaccous or Fat Glands) বলে নখ এবং চুল বহিরাবরণের ভিন্নাকৃতি মাত্র। চুলগুলি (Cutis) বা প্রকৃত চর্ম্মের উপরে উদ্গত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্ক ও মেরু—স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলই মস্তিক ও মেরু। মস্তক গহ্বরই মস্তিষ্কের অবস্থান স্থান, এবং উহা হইতে মেরু বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া নিতম্বদেশের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। স্নায়ু পদার্থ জমাট ঘৃতবৎ নরম। মস্তিষ্কের উপরিভাগে চারিদিকে পাংশুবর্ণের একটী স্তর তরঙ্গায়িতভাবে অবস্থিত। বাকী সমস্ত ভাগটাই শ্বেতবর্ণ স্নায়ব পদার্থে গঠিত। এই স্নায়ব পদার্থের সূক্ষ্ম গঠন কেবলমাত্র অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখা যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য স্নায়ুকোষ (Nerve cells) এবং তৎসংলগ্ন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু সূত্র (Nerve-fibres) মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ শ্বেতাংশ স্নায়ুকোষ ও অসংখ্য সূক্ষ্ম স্নায়ু সূত্রে গঠিত। এই সূক্ষ্ম স্নায়ুসূত্রগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া স্থূলতর রজ্জুর আকারে কেন্দ্রস্থল হইতে বহির্গত হইয়া শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। অবশ্য এই প্রসারণে স্থূলরজ্জু ক্রমান্বয়ে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মাকারে শরীরময় এমন কি ত্বকে পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। স্নায়ুকোষগুলি চেতনা ও ইচ্ছাশক্তির যন্ত্র,
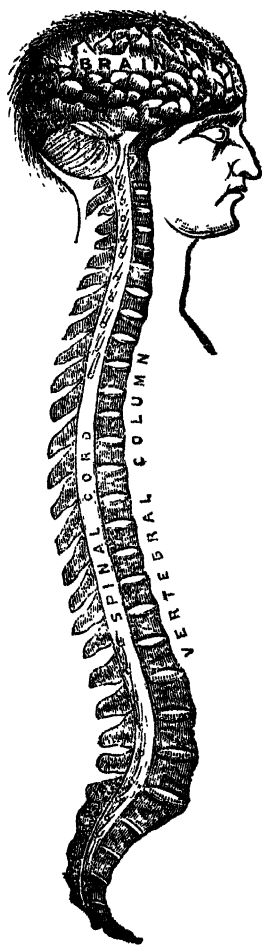
স্নায়ুসূত্রগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি চেতনা বাহক (Sensory) আর কতকগুলি গতি বিধায়ক (Motor). । যে গুলি বাহ্যিক ও

আভ্যন্তরীক অনুভূতি বহন করিয়া স্নায়ুকোষে সংবাদ দেয়, সেইগুলিকে চেতনাবাহী বা সেনসরি। আর কতকগুলি স্নায়ুকোষ হইতে প্রেরণা লইয়া আসিয়া যথা প্রয়োজনীয় পেশীগুলিকে সঙ্কোচনে প্রবৃত্ত করায় ইহাদিগকে গতি বিধায়ক বা মোটর কহে।

স্নায়ুসূত্রে কোথাও দুইপ্রকার স্নায়ুই মিলিত, আর কোথাও বা একই প্রকার। মস্তিষ্ক হইতে ১২ জোড়া স্নায়ু রজ্জু বহির্গত হইয়া দেহের নানাস্থানে ব্যাপ্ত। ইহার পাঁচজোড়া স্নায়ু রজ্জু আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সহিত এবং অন্যগুলি মুখ, জিহ্বাদি স্থলের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই স্নায়ুরজ্জুগুলি কোন একস্থলে ছিন্ন বা বিকৃত হইলে, মস্তিষ্কের সহিত সেই স্নায়ুর অধিকৃত স্থল সকলের সম্বন্ধ থাকে না। চেতনাবাহী স্নায়ু বিকৃত হইলে, চেতনার লোপ এবং গতি বিধায়ক স্নায়ুর বিকৃতি ঘটিলে মাংসপেশীর আকুঞ্চন শক্তি লুপ্ত হয়। যে স্থলে দুই প্রকারের স্নায়ুরই বিকৃতি ঘটে, সেই স্থানটী অসাড় ও অনড় হইয়া যায়।

আমাদের মস্তিষ্ক তিনটী পৃথক অংশে বিভক্ত, এবং একজন পুরুষের সমুদয় মস্তিষ্কের ওজন সাধারণতঃ ৩।০ পাউণ্ড হইয়া থাকে। বিভাগগুলি নাম, যথা—সেরিব্রাম (Cerebrum) বৃহন্মস্তিষ্ক, সেরিবেলাম (Cerebellum) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক এবং মেডিউলা অবলংগেটা (Medulla oblongata). মেরু মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ নলের মধ্য দিয়া নিতম্বদেশের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই মেরু ও মস্তিষ্কের মত স্নায়ব পদার্থ এবং স্নায়ুকোষ ও স্নায়ুসূত্রে গঠিত। মেরুর মধ্যভাগ পাংশুবর্ণ ও বহিরাংশ শ্বেতবর্ণ। ইহার দুইপার্শ্ব হইতে ডাইনে ও বাঁমে একজোড়া করিয়া ৩২ জোড়া স্নায়ুরজ্জু বাহির হইয়া শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এই স্নায়ু রজ্জুর

প্রত্যেকটী দুইপ্রস্ত স্নায়ুসূত্র গুচ্ছের সম্মিলনে গঠিত। এই সব স্নায়ুরজ্জুর মধ্যেও দুইপ্রকার স্নায়ুসূত্র থাকে। কতকগুলি চেতনাবাহী, যাহারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীক সকল প্রকার অনুভূতি মেরুকেন্দ্রে পৌঁছিয়া দেয় ও কতকগুলি গতি বিধায়ক, যাহারা চেতনাবাহী স্নায়ুর সংবাদানুযায়ী যথাযোগ্য গতির প্রেরণা অনুযায়ী পেশীগুলির আকুঞ্চন দ্বারা তাহাদের গতি সাধন করিয়া থাকে। মেরু শক্তির আধার; এবং স্নায়ুসূত্রের মধ্যে কতকগুলি সংবাদ বাহক ও কতকগুলি প্রেরণা বাহক। ইহারা ঠিক টেলিগ্রাফের তারের ন্যায় কার্য্য করে। তন্মধ্যে যেগুলি সংবাদ বহন করিয়া মেরুদণ্ডে পৌঁছায়, সেগুলিকে অন্তর্ম্মুখী (Afferent) এবং যেগুলি মেরু হইতে প্রেরণা লইয়া আসিয়া পেশীগুলিকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করায় সেগুলিকে বহির্ম্মুখী (Efferent) বলা হয়। দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের কার্য্য সম্পাদনের জন্য মেরুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে। সেইজন্য কোন স্নায়ুসূত্রের কোনও অংশে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিলে সেই স্নায়ুর অধিকার স্থলের সহিত সেই স্নায়ুর কেন্দ্রস্থলের সম্বন্ধ বিছিন্ন হইয়া যায় এবং সেই কারণে শরীরের সেই অংশে চেতনা ও গতির কার্য্য অসম্ভব হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থাকেই পক্ষাঘাত (Paralysis) বলে।

এই সব কার্য্যের কতকগুলি স্বতঃই হইয়া থাকে, আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এই ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়াগুলিকে (Reflex actions) রিফ্লেক্স একসান্সবলে। মোটের উপর কেন্দ্রস্থ (মস্তিষ্ক ও মেরুর) স্নায়ুকোষগুলি মনন শক্তির আধার ও তদনুযায়ী কর্ম্মের বিধায়ক। স্নায়ুসূত্রের কতকগুলি নিজ নিজ অধিকার মধ্যে যথা প্রয়োজন সংবাদ বহন করিয়া কেন্দ্রস্থ নির্দ্দিষ্ট স্নায়ুকোষে বহন করে, আর কতকগুলি ঐ সব স্নায়ুকোষ হইতে প্রেরণা বহন করিয়া নিজ নিজ

অধিকার স্থলে মাংসপেশীগণকে উত্তেজিত করে। তাহাতেই দেহের প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল সাধিত হইতেছে।

কেন্দ্র অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরু ছাড়া আরও এক স্নায়ুপ্রণালী আছে। তাহার নাম সিমপ্যাথিটিক নার্ভাস সিষ্টেম (Sympathatic Nervous System) মেরু-নিঃসৃত স্নায়ুরজ্জুগুলির অংশবিশেষ বিভিন্ন কোষ শ্রেণীতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের দুইপাশে অবস্থিত। এই সব কোষগুলি স্নায়ুসূত্র দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত এবং উহার সূত্রগুলি বক্ষঃ ও উদর গহ্বরস্থ যন্ত্রগুলি পর্যান্ত ব্যাপ্ত। শরীরের ধমনীগুলির সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের উপরে এই স্নায়ু ও স্নায়ুকোষের বিশেষ অধিকার; কোথায় অধিক বা অল্প রক্তের প্রয়োজন এই কোষগুলিই তাহার নিয়ন্ত্রক। ইহা ব্যতীত হৃদয়, পাকস্থালী ফুসফুস বা শ্বাসযন্ত্র ইত্যাদির উপরেও ইহাদের আধিপত্য আছে।

থোর‍্যাক্স বা বক্ষ গহ্বর—এই গহ্বর মধ্যে হৃদয় ফুসফুসদ্বয়, বায়ুনালী এবং খাদ্যনালী অবস্থিত। হৃদয় সর্ব্বশরীরে রক্ত চালনার প্রধান যন্ত্র এবং বক্ষ গহ্বরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহা মুষ্ট্যাকৃতি এবং চারিটী কোষে বিভক্ত। ইহার উপরে এবং নীচে দুইটী করিয়া কোষ আছে। উপরস্থ কোষদ্বয়কে অরিকল্‌স (Auricles) এবং নিম্নস্থ কোষদ্বয়কে ভেনট্রিকল্‌স (Ventricl.s) বলে। সুতরাং অরিকল্‌সদ্বয়ের একটীকে বাম, অপরটীকে দক্ষিণ অরিকল্‌ বলে, সেইরূপ দক্ষিণ ও বাম ভেনট্রিকল্‌ ও বলা হয়। হৃদযন্ত্রের সমস্তই মাংসপেশী সম্বলিত এবং সর্ব্বক্ষণই ইহারা কার্য্য করিতে থাকে।

ফুসফুস—বক্ষগহ্বরের ভিতর হৃদয়ের দুইপার্শ্বে দুইটী ফুসফুস অবস্থিত। এই ফুসফুসদ্বয় অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষের
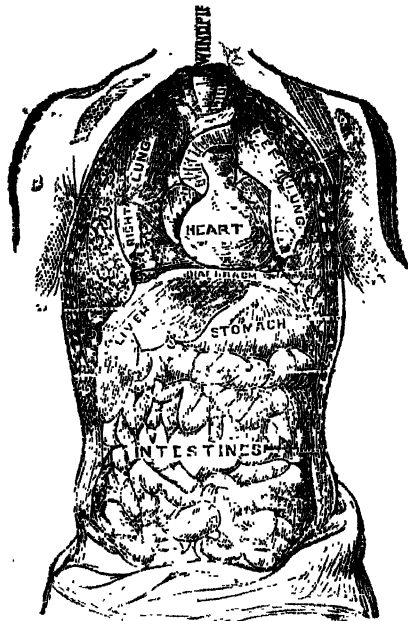
দ্বারা গঠিত (Air cells) ঐ কোষগুলি বিন্দু বিন্দু বায়ুদ্বারা পূর্ণ এবং উহাদের চতুর্দ্দিকের পরদায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরার জালিকা বিস্তৃত। নাসিকা গহ্বর ও মুখ গহ্বরের সংশ্রবে একটী স্থূল শ্বাসনালী গলদেশ দিয়া বক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব্বে দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই গলদেশস্থ শ্বাসনালীকে ট্রেকিয়া বা বায়ুনালী এবং ইহার যে দুই শাখা ফুসফুসদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদিগকে ব্রণকাই (Bronchi) এই দ্বিধা বিভক্ত শ্বাসনালীর একভাগ বাম ফুসফুসের জন্য, অপরভাগ দক্ষিণ ফুসফুসের জন্য। ফুসফুসের ভিতর উহা বহু শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মতম আকারে ফুসফুসের বায়ুকোষের

সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই শ্বাস ক্রিয়ায় বায়ু গতায়তের পথ। শিরার জালিকার মধ্য দিয়া সমস্ত শরীরের দূষিত রক্ত প্রবাহিত হইবার সময় ঐ সব কোষস্থ বায়ুর সংস্পর্শে, রক্ত বিশোধিত হয়। দূষিত রক্ত হৃদ্‌যন্ত্রের দক্ষিণভাগ হইতে ফুসফুসে প্রবেশ করে, এবং ফুসফুসের মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং বিশোধিত হইয়া পুনরায় হৃদ্‌যন্ত্রে (বামভাগে) উপস্থিত হয়। নিরন্তর এই কার্য্য চলিতেছে। সুতরাং বাহিরের বায়ু নিরন্তর ফুসফুসে প্রবেশ করা আবশ্যক। বায়ুস্থ অক্সিজেন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দূষিত রক্ত শোধন করে। তাহাতে বায়ুর অক্সিজেন নষ্ট হয় এবং উৎপন্ন কার্ব্বনিক এসিড, বাষ্প ও অন্যান্য আবর্জ্জনা ফুসফুসস্থ বায়ুতে মিশে। সুতরাং এই দূষিত বায়ু বাহির করিয়া দেওয়ারও প্রয়োজন। নিরন্তর বহির্জগতের বায়ু ফুসফুসে গ্রহণ করিয়া ফুসফুসস্থ দূষিত বায়ু বাহিরে বাহির করিয়া দেওয়ার নামই শ্বাসক্রিয়া। নিশ্বাস লইলে ফুসফুস স্ফীত হয় তাহাতে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাসে ফুসফুস সঙ্কুচিত হয় অর্থাৎ দূষিত বায়ু বাহির হইয়া পড়ে। বক্ষ গহ্বরের নিম্নভাগে ডায়াফ্রাম (Diaphragm) নামক একটী প্রশস্ত মাংসপেশী যাহা বক্ষ গহ্বরের সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ এবং পার্শ্বদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে, ঐ পেশী নিয়মিতরূপে উপরে উঠিয়া এবং নীচেরদিকে নামিয়া ফুসফুসের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণের সহায়তা করিতেছে। ইহা ব্যতীত বক্ষ পঞ্জরের পেশীগুলিও এই কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে। এ সমস্ত ক্রিয়াই স্নায়বীয় শাসনে সংসাধিত হইতেছে। প্রতি মিনিটে আমরা ১৬।১৭ বার শ্বাসপ্রশ্বাস সম্পন্ন করিয়া থাকি এবং প্রতি নিশ্বাসে ২০—৩০ ঘনফুট বায়ু আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং প্রশ্বাসে উহা বাহির হইয়া যায়।

এবডোমেন বা নিতম্ব দেশ—ইহা মেরু-দণ্ডের নিম্নস্থ গহ্বর। ইহা বক্ষ গহ্বর হইতে পেশী নির্ম্মিত পর্দ্দা দ্বারা পৃথকীভূত রহিয়াছে। এই পর্দ্দাখানি পেশী নির্ম্মিত বলিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের সাহায্যে উপর নিচু হইয়া বক্ষ গহ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি সাধন করিয়া থাকে। নিতম্ব প্রদেশে পাকস্থলী, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অন্ত্র, যকৃৎ, পিত্তাশয়, প্লীহা, ক্লোমকোষ (Pancven) মূত্রকোষ এবং মূত্রাশয় অবস্থিত।

পাকস্থলী—ইহা দুইটী ছিদ্র বিশিষ্ট বক্রাকৃতি থলি বিশেষ। খাদ্যনালীর শেষভাগে পাকস্থলীর যে ছিদ্র আছে তাহাকে কার্ডিয়াক অরি-ফিস্ (Cardiac orifice) বলে, অন্য ছিদ্রটী ক্ষুদ্র অন্ত্রের মুখে অবস্থিত, ঐ ছিদ্রটীকে পাইলোরাস (Pylorus) বলে। পাকস্থলিটী ঠিক বক্ষ গহ্বরের নিম্ন পর্দ্দা বা ডায়াফ্রামের নিম্নেই অবস্থিত এবং নিতম্ব গহ্বরের বামদিকে থাকে। ইহাই পরিপাকের প্রধান যন্ত্র। ভুক্তদ্রব্য এই স্থানেই রূপান্তরিত হইয়া রক্তকোষে প্রবেশের উপযুক্ত অবস্থায় আসে, পরিশেষে বিশোধিত হইয়া প্রকৃত রক্তে পরিণত হইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। অন্ননালী ডায়াফ্রামকে ঠিক মধ্যস্থলে ছিদ্র করিয়া পাক-স্থলীতে সংযুক্ত হইয়াছে।

অন্ত্রদ্বয়—ইহারা একটী লম্বা নল বা নালী প্রায় আঁকিয়া বাঁকিয়া অবস্থিতি করে, এবং নিতম্ব গহ্বরের অধিকাংশ স্থান পূর্ণ করিয়া থাকে। ইহা পাকস্থলীর দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ হইয়া মলদ্বারে শেষ হইয়াছে। এই অন্ত্রনালীকে সমান করিয়া ধরিলে দৈর্ঘ্যে ১২ গজ হইয়া থাকে। এই অন্ত্রনলী আকারের জন্য বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র অন্ত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। পাইলোরাস হইতে অন্ত্রের আরম্ভ ;

অন্ত্রের প্রথমাংশকে, ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small Intestine) ও শেষ ভাগকে বৃহদন্ত্র (Large Intestine) বলে। বৃহদন্ত্রটী তিন অংশে বিভক্ত, যথা—এসেণ্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন, এবং ডিসেণ্ডিং কোলন। (Ascending Colon, Transverse Colon and Descending Colon).

যকৃত (Lever) ইহা ডায়াফ্রামের নিম্নে উদর গহ্বরের দক্ষিণে, উপরে অবস্থিত। ইহা শরীরস্থ রসোৎপাদক যন্ত্র সকলের মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ ; দৈর্ঘ্যে ১২ ইঞ্চি প্রস্থে ৬।৭ ইঞ্চি, এবং ওজনে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড হইয়া থাকে। ইহা দেখিতে গাঢ় রক্তবর্ণ এবং অন্যান্য গ্রন্থির ন্যায় ইহাও অগণ্য জীবকোষে গঠিত। ঐ সকল জীবকোষের পার্শ্ব দিয়া রক্তবাহী ধমনী ও শিরার শাখা প্রশাখা এবং পিত্তবাহী নালীর শাখা প্রশাখা বিস্তারিত। ঐ সকল কোষ হইতে পিত্তনিঃসৃত হইয়া পিত্তবাহী নালীর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখা বহিয়া ক্রমে শাখা বহিয়া, মূল-নালী বহিয়া অবশেষে অন্ত্রের প্রথমাংশে আসিয়া পড়ে, এবং ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করে। যখন অন্ত্রে পরিপাক ক্রিয়া হয় না, তখন পিত্তবাহী নালীর অন্ত্রমুখ বন্ধ থাকে। তখন বেশী পিত্ত নিঃসৃত হয় না, যাহা হয় তাহা যকৃতের নিম্নে অবস্থিত পিত্তাধার বা গল ব্লাডারে (Gall-bladder) সঞ্চিত হয়। প্রতিদিন যকৃত হইতে ১ সের হইতে ১॥০ সের পর্য্যন্ত পিত্ত নিঃসৃত হইয়া থাকে।

প্যান ক্রিয়াস বা ক্লোমকোষ (Pancreas) ইহা যকৃত হইতে ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট পাকস্থলীর পশ্চাতে অবস্থিত, এবং দৈর্ঘ্যে ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি পরিমাণ বিশিষ্ট। ইহা হইতে যে রস নিঃসৃত হয়, তাহাকে প্যান ক্রিয়ার রস বা ক্লোমরস (Pancreatic Juice)

করে। এই রস ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্যে যে স্থানে পিত্ত পতিত হয়, সেই স্থানেই ইহার নিঃসৃত রসও পতিত হয়। এই রস ক্ষুদ্র অন্ত্রে পৌছিবার জন্য যে নলী আছে তাহাকে প্যানক্রিয়াটীক ডাক্ট (Pancriatic Duct) বলে।

প্লীহা—ইহা নিতম্ব গহ্বরের বামভাগে পাকস্থলীর পশ্চাতে অবস্থিত। ইহা গাঢ় রক্তবর্ণের কোমল থস্‌থসে প্রকৃতির, ইহার প্রকৃত কার্য্য এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। ক্লোমকোষ এবং প্লীহা পাকস্থলীর পশ্চাতে অবস্থিত বলিয়া চিত্রে দেখা যাইতেছে না।

মূত্রকোষ—(Kidney) নিতম্ব দেশের মেরুদণ্ডের প্রত্যেক পার্শ্বে ফরাসী দেশীয় সীমের আকারের ৪ ইঃ দীর্ঘ ২ ইঃ প্রস্থ বিশিষ্ট মুত্রকোষদ্বয় অন্ত্রের পশ্চাতে চর্ব্বির উপর অবস্থিত। এই মুত্রকোষগুলি বাদামী রংয়ের। রক্ত হইতে "ইউরিয়া" নামক বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া শরীরের বাহির করিয়া দেওয়াই এই মুত্রকোষগুলির প্রধান কার্য্য। ঐ সব কোষের শিরা প্রশাখা হইতে ইউরিয়া ও অন্যান্য ধাতবলবণ বিন্দু বিন্দু জলের সহিত প্রতি নিয়ত নিঃসৃত হইতেছে এবং মূত্রকোষ সংলগ্ন মূত্রবাহী নালী (Ureter) দিয়া কুক্ষি গহ্বরের ভিতর মুত্রাশয়ে (Bladder) আসিয়া জমিতেছে। যখন বেশী সঞ্চিত হয় তখন স্নায়ুমণ্ডলীর প্রেরণায় মুত্রাধারের পেশী সকলের আকুঞ্চনে ঐ সঞ্চিত জলবৎ পদার্থ মূত্ররূপে শরীরের বাহির হইয়া যায়।

যে সকল যন্ত্র শরীরস্থ রক্ত হইতে কিছু গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অথবা যাহা হইতে কোন রস নির্গত হয়, সেই সকল যন্ত্রকে "কোষ" বলা যায়। যেমন মুত্রকোষ রক্ত হইতে ইউরিয়া গ্রহণ করে, যকৃত

কোষ হইতে পিত্ত নিঃসৃত হয়। সেইরূপ ঘর্ম্মকোষ হইতে ঘর্ম্মরূপে দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমাদের শরীর যে সমস্ত যন্ত্র সমষ্টি দ্বারা গঠিত সে সমস্ত যন্ত্রের একরূপ বিবরণ দেওয়া হইল। এক্ষণে আমাদের শরীর যে সমস্ত দ্রব্য দ্বারা গঠিত, সেই সমস্ত দ্রব্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে। আমাদের শরীর সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী দ্রব্যে গঠিত, তন্মধ্যে চারিটিই সর্ব্বপ্রধান ; ঐ চারি বস্তুর নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল, যথা— অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন, ও কার্ব্বণ। অক্সিজেন জীবনীশক্তি পরিপোষক এবং দাহ্য। নাইট্রোজেন অক্সিজেনের বিপরীত ধর্ম্ম বিশিষ্ট, কিন্তু এই নাইট্রোজেন আমাদের শরীরের গঠন কার্য্যের প্রধান উপাদান এবং জীবন ধারণের জন্য আমরা প্রত্যহ অধিক পরিমাণে নাইট্রোজেন না গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারি না। হাইড্রোজেন, অক্সিজেনের সহিত জলের আকারে শরীরে বিদ্যমান। কার্ব্বণ বা কয়লা অনেক প্রকারে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং আমাদের শরীরের তন্ত্রীগুলিই কার্ব্বণ। হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের সং-মিশ্রণে গঠিত। ইহার পরে এই সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে।

পরিপাক ক্রিয়া ও তাহার যন্ত্র সকল—

মুখ গহ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া খাদ্য যাইবার যে অন্ননালী আছে, সেই অন্ননালী হইতে অন্ত্রনালীর শেষ পর্য্যন্ত যে নলী বিস্তৃত, তাহাকে কখন কখন "এলিমেণ্টারি কেনাল" বলে (Elementary Canal) এই নলের উপরিভাগ যাহা মুখের পশ্চাতে অবস্থিত, তাহাকে ফেরিংস (Pharynx) বলে। নিম্নাংশকে গালেট বলে (Gullet) এই গালেট বক্ষগহ্বরের মধ্য দিয়া ডায়াফ্রাম ভেদ করিয়া নিতম্ব গহ্বরে প্রবেশ করতঃ পাকস্থলীর সহিত মিশিয়াছে। এলিমেণ্টারি কেনালের অবশিষ্টাংশ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্রদ্বয় দ্বারা গঠিত।

বয়স্ক ব্যক্তির মুখ গহ্বরে ৩২টী দাঁত আছে। খাদ্য দ্রব্য এই দন্ত সকল দ্বারা পিষ্ট হয় এবং জিহ্বা খাদ্যগুলিকে পর পর আনিয়া দন্তগুলির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পেষণ কার্য্যের সহায়তা করে। ইহাকে চর্ব্বণ বলে, এবং ইহাই পরিপাক ক্রিয়ার প্রথম অঙ্গ। এই চর্ব্বণ পরিপাক কার্য্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সেই জন্য সকল খাদ্য গলাধঃকরণের পূর্ব্বে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করার প্রয়োজন। এই কারণে চর্ব্বণ করিয়া না খাইয়া গিলিয়া খাইলে প্রায়ই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিয়া উদরাময়, ডিস্পেপসিয়া প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। মুখে খাদ্য দ্রব্য কেবলমাত্র চর্ব্বিত হয় না; পরন্তু লালাস্রাবী কোষ সকল হইতে লালা সংমিশ্রিত হয়। জিহ্বাতে ও বিউক্যাল (Buccal) নামক কোষ সকল অবস্থিত থাকায় তাহাদের স্রাব ও খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়। লালাদ্বারা সমুদয় শ্বেতসার শর্করাতে পরিণত হয়। এই শ্বেতসার লালা মিশ্রিত না হইলে অমিশ্রিত অবস্থায় থাকে,

কিন্তু চিনিতে পরিণত হইলে পাকস্থলীতে শীঘ্রই মিশ্রিত হইয়া যায়, এবং রক্তের অংশরূপে রক্তে শোষিত হইয়া যায়। তারপর পেশী-গণের সঙ্কোচন দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য অন্ননালী হইতে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে। এইস্থানে পাকস্থলী স্রাবিত পাচক রসে ভুক্তদ্রব্য আরও পরিপক্ক হয়। পাকস্থলীর রস শ্বেতসারের উপর কার্য্যকরী না হইলে নাইট্রোজিন জাতীয় বা যবক্ষার ঘটিত অংশের পরিপাক আরম্ভ হয়। মাংস পনীর, রুটী ইত্যাদি এই জাতীয় খাদ্য। যবক্ষার অংশের পরিপাক কার্য্য এবং লালা সংমিশ্রিত শ্বেতসারের পরিপাক কার্য্য এই পাকস্থলীতেই নিষ্পন্ন হয়। ভুক্তদ্রব্য এইস্থানে গলিত ঘন রস-বৎ পদার্থে পরিণত হয়। ভুক্ত দ্রব্যের এই অবস্থা উপস্থিত হইলে পাকস্থলীর দ্বিতীয় দ্বার খুলিয়া যায় এবং তখন এই পক্কান্ন রস (Chyme) পাকস্থলী হইতে অন্ত্র মধ্যে প্রবেশ করে। এখন ভুক্তদ্রব্যের পক্কান্ন রস সামান্য শ্বেতসার জাতীয়, সামান্য যবক্ষার জাতীয় এবং সমস্ত ঘৃত জাতীয় পদার্থ বহন করে। ঘৃত জাতীয় পদার্থ পক্কান্ন রসের উপর বড় বড় বিন্দু বিন্দু আকৃতিতে ভাসিতে থাকে। এই অবস্থায় পাইলোরাসের মধ্য দিয়া ভুক্ত দ্রব্যাংশ ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রথমাংশ ডিওডিনাম (Deodenum) এ প্রবেশ করে। এই স্থানে ক্লোমরস ও পিত্তরসের সংমিশ্রণে পক্কান্ন রস ঘন হরিদ্রাভ সাদা কর্দ্দমবৎ পদার্থে পরিণত হয়, যাহাকে কাইল বলে (Chyle).। এই কাইল পেশীর সঙ্কোচনে ধীরে ধীরে অন্ত্র মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং কাইলে সমুদয় সারাংশ বিন্দু বিন্দু করিয়া ল্যাকটিল (Lacteals) সমূহ দ্বারা গৃহীত হয়। এই ল্যাকটীল সমূহ প্রধানতঃ ঘৃত জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে ; যদিও তাহারা শর্করা ও যবক্ষার জাতীয় কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াও থাকে। পিত্তের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য পক্কান্ন রসকে পচন হইতে

রক্ষা করা। পক্কান্ন রস ল্যাকটীল সমূহ দ্বারা শোধিত হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালী প্রণালী দিয়া উদর মধ্যস্থ বৃহন্নালীতে (Thoracic Duct) প্রবেশ করে এবং উহা হইতে গলদেশস্থ বৃহৎ শিরা মধ্যে প্রবেশ করিয়া (Subclavian vein) রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে। অন্ত্র মধ্যস্থ এই পক্কান্ন রস শোষক যন্ত্রগুলি অতি ক্ষুদ্র। অনুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের মত দেখায় এবং উহার মধ্যে রক্তবাহী ধমনী ও শিরা এবং রসবাহী নালী দেখা যায়। রসবাহী নালীর রস দেখিতে দুগ্ধের মত। শোষণ ব্যতীত অন্ত্র মধ্যে অবশিষ্ট অংশের পরিপাকও কিছু কিছু হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে অন্ত্রগাত্রে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে তাহা হইতে পাচক রস নির্গত হয়। এইরূপে বক্রী পরিপাকান্তে পক্কান্ন রস ধীরে ধীরে অন্ত্রমধ্যে শোষিত হইতে হইতে অগ্রসর হইয়া বৃহদন্ত্রের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানেও পক্কান্নরসের অবশিষ্টাংশের শোষণ ক্রিয়া চলিতে থাকে। এইরূপে তরলাংশের শোষণ হইয়া গেলে অবশিষ্টাংশ (যাহা শরীরের কার্য্যোপযোগী নহে) তাহা ক্রমে গাঢ় হইয়া অবশেষে কঠিনাকার ধারণ করে, এবং অন্ত্র গাত্রের আকুঞ্চনে মলরূপে বহির্গত হইয়া যায়। জলপান করিলে অথবা কোন খনিজ পদার্থ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে তাহা শীঘ্রই এলিমেণ্টারী কেনাল দ্বারা শোধিত হয় অথবা মুখ গহ্বরে বা পাকস্থলীতে শীঘ্রই রূপান্তরীত হইয়া রক্তে পরিণত হয়। এইরূপে খাদ্যদ্রব্য হইতে রক্তের সৃষ্টি হইয়া সর্ব্বদা শরীরে ক্ষয় নিবারণ ও পোষণ সাধিত হইয়া থাকে।

রক্ত—শরীরস্থ লালবর্ণের অস্বচ্ছ তরল পদার্থ যাহা আমাদের সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চালিত হয়, আমাদের নিকট তাহা রক্ত নামে পরিচিত।

শরীরের প্রত্যেক অংশ কঠিন এবং তরল এই রক্ত হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং রক্তে শরীরস্থ সমস্ত সারাংশই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি কিরূপে আমাদের ভুক্ত দ্রব্য হইতে আমাদের শরীরের সারাংশ রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আমাদের শরীর হইতে যে রক্ত পাওয়া যায় তাহা জলাপেক্ষা ঘন, চটচটে তরল পদার্থ; যাহা একই পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যদি এক ফোঁটা তাজা রক্ত পরিষ্কার একখানি কাঁচের উপর রাখা যায় এবং একটী ক্ষমতাশালী অনুবীক্ষণ সাহায্যে উহা পরীক্ষা করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে একপ্রকার তরল বর্ণহীন পদার্থের মধ্যে লাল এবং সাদা বিন্দু বিন্দু পদার্থ ভাসিতেছে। ঐ বর্ণহীন তরল পদার্থকে "লিকার স্যাঙ্গুইনিস" (Liquor Sanguinis)বলে এবং লাল ও সাদা ভাসমান বিন্দুগুলিকে লাল ও সাদা রক্তকণিকা বলে। ঐ সকল কণিকাদের বেশীরভাগই পীতাভাযুক্ত রক্তবর্ণ ও গোলাকার। উহাদের এক একটীর ব্যাস ১/৩২০০ ইঞ্চি এবং ১বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের মধ্যে ১০,০০০,০০০ গুলি গোলাকার রক্তকণিকা ধরিতে পারে। শ্বেত কণিকাগুলি রক্তকণিকা অপেক্ষা বড় এবং জীবিতাবস্থায় ইহাদের আকার সতত পরিবর্ত্তনশীল। এই কণিকাগুলির মধ্যভাগে কোষবীজ (Nucleus) থাকে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে কোষবীজের মধ্যে বালুকার মত কতকগুলি কণা দৃষ্ট হয়। রক্তকণিকাগুলি অক্সিজেন গ্রহণ করিতে সক্ষম। নিশ্বাস গ্রহণকালে বাহিরের বায়ু যখন ফুসফুসের মধ্যে যায়, তখন বায়ুকোষের চারিধারে প্রবাহিত রক্ত স্রোতের রক্তবর্ণ কণিকাগুলি গৃহীত বায়ুর অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের সর্ব্বত্র তাহা বন্টন করে। এইরূপে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে।

রক্ত শরীরের বাহির হইলেই জমাট বাঁধে—তাহাতে রক্তের কতকাংশ জমিয়া কাদার মত হয় এবং জলীয়াংশ পৃথক হইয়া পড়ে। এই জলীয়াংশে অনেক সার পদার্থ মিশ্রিত থাকে, লবণাদি এবং যবক্ষার জাতীয় শ্বেতসার। তাহা ছাড়া অক্সিজেন, কার্ব্বণিক এসিড এবং কিয়ৎপরিমাণে নাইট্রোজেন বাষ্প রক্তে মিশ্রিত থাকে। সোডা ও পটাশ জাতীয় লবণের সহিত ভুক্ত দ্রব্যের মাখনাংশ (তৈল, ঘৃত ইত্যাদি) মিশ্রিত থাকায় উহা শারীরিক পোষণ কার্য্যের উপযোগী হইয়াছে।

রক্তের ক্রিয়া—(১) সর্ব্বদা ক্রিয়া দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত তন্ত্রী সমূহের ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধন করে (২) ইহা ফুসফুস হইতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের সমস্ত অংশে বণ্টন করিয়া দেয় এবং নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বণের সহিত মিলিত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত তন্ত্রী সমূহের ধ্বংস সাধন করে। (৩) রক্তই শরীরস্থ সমস্ত আবর্জ্জনার নর্দ্দামা স্বরূপ তাহাদিগকে শরীরের বাহিরে নির্গত করিয়া দেয়। (৪) শরীরে সদাসর্ব্বদা যে সমস্ত রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সাধিত হইতেছে তাহা হইতে যে উত্তাপ উৎপন্ন হয়, রক্ত প্রবাহে বাহিত হইয়া শরীরের সর্ব্বাংশে সমান উত্তাপ রক্ষিত হয়। (৫) রক্ত শারীরিক কতকগুলি যন্ত্রের রস সরবরাহ করিয়া থাকে, যেমন মুখস্থ লালারস, পাকস্থলীর পাচক রস, যকৃতস্থ পিত্তরস ইত্যাদি।

রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া—হৃদয় হইতে ধমনী দ্বারা রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সর্ব্বাবয়বে পরিভ্রমণ করিয়া শিরা সমূহের সাহায্যে আবার হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। হৃদয় হইতে সর্ব্বাবয়বে এবং অবয়ব সমূহ হইতে আবার হৃদয়ে রক্তের আবর্ত্তনকে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া

কহে। রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্রগুলি, যথা—হৃদয়, ধমনী সকল, কৈশিকা-নাড়ী সকল ও শিরা সমূহ। (Heart, Artereis. Capillaries and the Veins).

হৃদ্‌যন্ত্র—ইহাই রক্ত সঞ্চালনী প্রণালীর কেন্দ্র। মাংস-পেশী দ্বারা ইহা গঠিত, এবং বক্ষ গহ্বরে ফুসফুসদ্বয়ের মধ্যে সম্মুখে ও নীচের দিকে ঈষৎ বামভাগে অবস্থিত। হাত মুঠা করিলে যেরূপ হয় ইহা দেখিতে প্রায় তদ্রূপ ত্রিকোণাকার ও প্রায় তত বড়। ইহা চারিটী প্রকোষ্ঠে বিভক্ত—দক্ষিণার্দ্ধে উপরে ও নীচে দুইটী এবং বামার্দ্ধে উপরে নীচে দুইটী। দুইদিকে প্রকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে দ্বার আছে। সেই দ্বার উপরের দিক হইতে নীচেরদিকে খোলে ও আবদ্ধ হয়। দক্ষিণ দিকের উপরের প্রকোষ্টে শরীরের দূষিত রক্ত বাহিয়া আনিয়া মোটা শিরা প্রবেশ করিয়াছে। ফুস-ফুসের বায়ুকোষস্থ বায়ুর অক্সিজেনে রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া ফুসফুসান্ত-র্গত শিরা বাহিয়া প্রথমে হৃদয়ের বামদিকে উপরের প্রকোষ্ঠে পড়ে এবং তাহার পরে নিম্ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া তথা হইতে বৃহদ্ধমণী দিয়া বহির্গত হইয়া শরীরের মধ্যে প্রবাহিত হয়।

হৃদযন্ত্র নিয়মিতরূপে আকুঞ্চিত ও সম্প্রসারিত হইয়া রক্ত প্রবাহের শক্তি সৃষ্টি করিতেছে। দুইদিকের উপরের প্রকোষ্ঠদ্বয় একসঙ্গে আকু-ঞ্চিত হয়। তাহাতে দুইদিকের উর্দ্ধ প্রকোষ্ঠের রক্ত দুইদিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে। ক্ষণকাল পরে দুইদিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠ দ্বয় আকুঞ্চিত হয়। তাহাতে দক্ষিণদিকের উর্দ্ধ প্রকোষ্ঠ হইতে দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসের দিকে এবং বামদিকের প্রকোষ্ঠ হইতে শরীরের সর্ব্ব-দিকে ধাবিত হয়। আকুঞ্চনের পরে সম্প্রসারণ তৎপরে একটু বিরাম আবার পুনরায় ঐরূপ আকুঞ্চন, সম্প্রসারণ ও বিরাম, মৃত্যু পর্য্যন্ত

হৃদযন্ত্রের এইরূপ কার্য্য চলিয়া থাকে। একজন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তির হৃদযন্ত্র প্রতিমিনিটে ৭০—৮০ বার আকুঞ্চিত ও সম্প্রসারিত হইয়া থাকে।

ধমনী (Arteries) ইহা হৃদযন্ত্রের বামদিকের নীচের প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া এবং ক্রমশঃ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার করিতেছে। ইহার আকার নলের মত এবং এই নল স্থিতি স্থাপকতা গুণ বিশিষ্ট অর্থাৎ রক্তের চাপে ইহা সম্প্রসারিত ও আকুঞ্চিত হইয়া থাকে। হৃদযন্ত্রের বাম প্রকোষ্ঠের আকুঞ্চনে ধমনীতে রক্তাধিক্য হয় এবং তাহাতেই ধমনী সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে, আবার সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বাবস্থায় আসে। ধমনীর এই গতিকেই "নাড়ী চলা" বলে। মণিবন্ধের অঙ্গুষ্ঠমূলে এই গতি অনুভূত হয়; এই অনুভূতি লওয়ার নাম "হাত দেখা" বা "নাড়ী দেখা"। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা-গুণে হৃদযন্ত্রের আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণ সবিরাম হইলেও ধমনীর রক্ত প্রবাহ অবিরাম হইতে পারিয়াছে।

কৈশিকা নাড়ী বা জালিকা (Capillaries) ধমনীগুলি ক্রমান্বয়ে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইতে হইতে অবশেষে সূত্রাধিক সূক্ষ্ম জালিকায় পরিণত হইয়াছে। এই জালিকা এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না। ইহার সূত্রগুলি সূক্ষ্ম হইলেও নলের আকার বিশিষ্ট ও ইহার মধ্য দিয়া রক্ত চলিতে পারে। জালিকা সরু সরু ধমনীরই বিস্তৃতি মাত্র। এই জালিকাগুলির গাত্র এত পাতলা যে জালিকা ব্যাপ্ত স্থলের জীবকোষগুলি জালিকা প্রবাহিত রক্ত হইতে স্বীয় স্বীয় আবশ্যকীয় খাদ্যাদিসংগ্রহ এবং তত্তৎ স্থলের আবর্জ্জনাদিও রক্তস্রোতে মিশাইয়া দিতে পারে।

জালিকার বিস্তৃতি বশতঃ রক্তস্রোতের বেগও ধমনীর রক্তস্রোতের মত দ্রুত নহে। তাহাতে কথিত আদান প্রদান কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে। শরীরের সর্ব্বত্রই এই জালিকা বিদ্যমান। সেইজন্য শরীরের যে কোন স্থান যৎসামান্য কাটিলে যে রক্ত বাহির হয় তাহা জালিকার রক্ত—জালিকার সূত্র কাটা পড়িয়াছে বলিয়া রক্ত বাহির হয়।

শিরা (Veins) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর প্রশাখাগুলি বিভক্ত হইয়া যেমন জালিকার একাংশ, তেমনি আবার অপরাংশে জালিকার সূত্রগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরায় পরিণত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলি যতই হৃদয়ের দিকে অগ্রসর হয়, ততই অন্যান্য শিরা আসিয়া ইহার সহিত মিলিয়া যায়। এইরূপে ক্ষুদ্র শিরা কেন্দ্রাভিমুখে যাইতে যাইতে ক্রমে স্থূলাকার ধারণ করে এবং পরিশেষে হৃদযন্ত্রের দক্ষিণাংশের ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হয়। সমস্ত শরীরের দূষিত রক্ত বহন করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে লইয়া যাওয়াই শিরার কার্য্য। ইহা ধমনীর কার্য্যের বিপরীত। হৃদনির্গত ধমনী প্রথমে স্থূলাকার ক্রমে বিভক্ত হইতে হইতে সূক্ষ্ম হইয়া জালিকায় পরিণত। শিরা জালিকা হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্থূলাকার ধারণ করিতে করিতে হৃদয়ে উপস্থিত হয়। ধমনী বাহিত রক্ত বিশুদ্ধ ও লাল, শিরাবাহী রক্ত দূষিত ও নীলাভ।

এই দূষিত ও নীলাভ রক্ত ধমনী বাহিয়া হৃদযন্ত্রের দক্ষিণভাগে ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে পড়ে। এই প্রকোষ্ঠে রক্তপূর্ণ হইলেই উহা আকুঞ্চিত হয়। তাহাতে ঐ রক্ত ঐদিকের নিম্ন প্রকোষ্ঠে আসে। তখন এই প্রকোষ্ঠের আকুঞ্চনে দূষিত রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রকোষ্ঠ হইতে ধমনী বাহির হইয়া ফুসফুসের ভিতরে রক্তের

বিশোধন হইয়া গেলে এই বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুস হইতে তৎসংক্রান্ত শিরা বাহিয়া হৃদয়ের বামভাগের ঊর্দ্ধ প্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়ে। তখন ঐ প্রকোষ্ঠ আকুঞ্চিত হইয়া ঐ বিশুদ্ধ রক্তকে তন্নিম্ন প্রকোষ্ঠে প্রেরণ করে। তখন এই প্রকোষ্ঠ আকুঞ্চিত হইলে, বিশুদ্ধ রক্ত বৃহদ্ধমনীতে প্রবেশ করে এবং হৃদয়ের পুনঃ পুনঃ আকুঞ্চনে স্রোতরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। এ সমস্ত ক্রিয়াই স্নায়ুমণ্ডলীর শাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—দেহ সংরক্ষণে বহির্জগতের সহিত দেহের নিত্য সম্বন্ধ রাখিতে হয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ। এই পাঁচপ্রকার অনুভূতি দ্বারা আমরা বহির্জগত সম্বন্ধে আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ করি। চক্ষু দ্বারা রূপ, জিহ্বা দ্বারা রস, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, কর্ণ দ্বারা শব্দ এবং ত্বক দ্বারা স্পর্শ—এই পাঁচ প্রকার অনুভূতি সাধিত হইয়া থাকে। এইজন্য চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটীকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। ইহারাই বহির্জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বার স্বরূপ। ইহাদের পাঁচটীরই গঠন প্রকৃতির মূল কথা এই যে মস্তিষ্কের এক একটী জ্ঞান-কেন্দ্র হইতে স্নায়ু বহির্গত হইয়া এক একটী স্থলে সূক্ষ্মরূপে বিস্তারিত হইয়াছে, ইহারাই বহির্জগতের অনুভূতি বহন করিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে উপস্থিত করে। তখন সেই সেই কেন্দ্রে অনুভূতি অনুযায়ী রূপ রসাদির বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়।

চক্ষু—ইহাই দর্শনেন্দ্রিয় অর্থাৎ বহির্জগতের আলোক রশ্মির তরঙ্গ ইহার মধ্য দিয়া প্রবেশ করতঃ স্নায়ুর সংস্পর্শে মস্তিষ্কের রূপ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহা সেই দ্রব্য হইতে বিচ্ছুরিত আলোক রশ্মিমালায় চক্ষুর মধ্যে রচিত ছবি। চক্ষু

প্রবিষ্ট রশ্মিমালায় স্নায়ুজালের উপরে দৃষ্ট-দ্রব্যের অবিকল ছবি অঙ্কিত হয়। এই ছবিটী যাহাতে স্নায়ুজালের উপরে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয় চক্ষের গঠন সেই উদ্দেশ্যে।

চক্ষুর প্রকৃত আকার গোলাকার। কঙ্কালদেহে ললাটাস্থি ও মুখাস্থির সংযোগে নাসিকার দুইদিকে যে দুইটী গহ্বর উহাই চক্ষু কোটর (Orbit of the eye); জীবদ্দশায় ঐ কোটরে চক্ষুগোলক অবস্থিত থাকে। মস্তিষ্ক হইতে দুইদিকে দুইটী স্থূল স্নায়ুগুচ্ছ (Optic Nerve) আসিয়া চক্ষুগোলকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই গোলকটী কঠিন চামড়ায় আবৃত। সম্মুখের দিকে চক্ষের যে শ্বেতাংশ লক্ষিত হয় উহাই গোলকের চারিদিক। ইহা স্বচ্ছ নহে। কেবল সম্মুখভাগের মধ্যস্থলে যে কৃষ্ণবর্ণ গোলাকার ক্ষেত্র দেখা যায় উহাই স্বচ্ছ—উহারই মধ্য দিয়া আলোক রশ্মি চক্ষুগোলকের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহারই নাম কর্ণিয়া (Cornia) গোলকের ভিতরে জলীয় পদার্থ আছে। তাহাতে গোলকটী পূর্ণাবয়ব থাকে। গোলকটী দুইপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত। সম্মুখের প্রকোষ্ঠটী ছোট এবং ইহার জলীয় পদার্থ কিঞ্চিৎ লবণাক্ত জলবৎ (Aquous Humour)। ইহার পশ্চাতে যে প্রকোষ্ঠ তাহাই গোলকের অধিকাংশ। ইহাতে যে পদার্থ থাকে তাহা তরল, ঘন আঠার মত অথচ বেশ স্বচ্ছ (Vitreous Humour) এই দুই প্রকোষ্ঠের মধ্যবর্ত্তী একখানি ছোট আতসী কাচের মত বস্তু আছে। ইহারই নাম ক্রিষ্টালাইন লেন্স (Crystaline Lens) উহা উভয়দিকেই একটু গোল; ইহার সম্মুখে একখানি গোলাকার পর্দ্দা আছে, ইহাকে আইরিস (Iris) বলে। ইহা পেশী সূত্রে গঠিত। ইহার মধ্যস্থলে একটী গোলাকার ছিদ্র আছে; এই ছিদ্রই চক্ষুর তারা বা পিউপিল (Pupil)। বেশী আলোকের প্রয়োজন হইলে

(যেমন অন্ধকারে) ইহার পেশীগুলি আকুঞ্চিত হইয়া ছিদ্রকে বড় করে এবং অল্প আলোকের প্রয়োজন হইলে (যেমন প্রথম রৌদ্রে) এই পেশী সম্প্রসারিত হইয়া ছিদ্রটীকে ছোট করে। দিবাভাগে ও রাত্রিতে বিড়ালের চক্ষু দেখিলেই এই তথ্যটীর বেশ চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্ব্ব পশ্চাতে দর্শন স্নায়ু (Optic Nerve) জালের আকারে গোলক গাত্রের প্রায় ২/৩ অংশ ব্যাপিয়া বিস্তারিত এবং গোলক গাত্র সংলগ্ন। এই স্নায়ুজালের ইংরাজী নাম (Retina) রেটিনা। আলোক রশ্মি কর্ণিয়ার (Cornia) ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া মণির মধ্য দিয়া যাইতে বক্রভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ উপরের রশ্মিগুলি নিম্নে এবং নিম্নের রশ্মি উপরে, এইভাবে রশ্মিগুলি ক্রিষ্টালাইন লেন্স এর বাহিরে আসিয়া পশ্চাতের স্নায়ুজালের উপরে সংহত হয় (Focussed). ইহাতেই ঐ সংহতি স্থলে দ্রষ্ট দ্রব্যের অবিকল চিত্র স্নায়ুজালের উপরে পড়ে। এই ক্রিয়াটী ঠিক আলোক চিত্রণের অনুরূপ (Photography).

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আলোক রশ্মি মণি বা ক্রিষ্টালাইন লেন্স এর মধ্য দিয়া যাইলে বক্রভাবাপন্ন হয়, পরে মণির পশ্চাতে পুনরায় সংহৃত হইয়া একটী বিন্দুর আকার ধারণ করে। কিন্তু আমরা জানি আলোক চিত্রে যে বস্তুর চিত্র গ্রহণ করিতে হয়, আলোকচিত্র যন্ত্র হইতে তাহার দুরত্ব অনুযায়ী লেন্সখানি দূরে লইতে বা নিকটে আনিতে হয়। আমাদের চক্ষে এই লেন্সখানির কম বৃদ্ধির জন্ম আমাদের চক্ষুগোলকের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা সংহতি বিন্দু সকল অবস্থাতেই ঠিক একই স্থানে পড়িতে পারে। মণি সংলগ্ন মাংসপেশীর আকুঞ্চনে এ কার্য্য নিয়তই সম্পাদিত হইতেছে। দর্শন ক্রিয়ার এই সামঞ্জস্য সাধনের নাম "এ্যাকোমোডেসান"। বলা বাহুল্য

যে আলোকরশ্মি স্নায়ুজালের উপর পূর্ণ সংহত না হইলে দৃষ্ট পদার্থের ছায়া বা আকার সুস্পষ্ট হয় না। সাধারণতঃ চক্ষু হইতে ৬ ইঞ্চি দূরস্থ দ্রব্য উত্তমরূপে দেখিতে পাইলেই চক্ষু ভাল আছে বুঝা যায়। তদপেক্ষা নিকট হইতে দৃষ্ট দ্রব্যের আকৃতি বা ছবি সুস্পষ্ট হয় না। এক প্রকারের চক্ষুদোষ আছে যাহাতে দৃষ্ট পদার্থ চক্ষুর নিতান্ত নিকটে না আসিলে তাহা ভাল দেখা যায় না। আর এক প্রকার দোষ আছে যাহাতে দূরের দ্রব্য বেশ দেখা যায় কিন্তু নিকটের পদার্থ মোটেই সুস্পষ্ট দেখা যায় না। বৃদ্ধদের প্রায়ই শেষোক্ত দোষ ঘটিয়া থাকে। ইহার কারণ বয়স নিবন্ধন মণির পেশী সকল দুর্ব্বল হওয়ায় ভাল করিয়া আকুঞ্চিত হইতে পারে না। সুতরাং গোলত্বেরও যথোপযুক্ত হ্রাস বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে। উভয়বিধ দোষেই চশমা ব্যবহার করিয়া এই দোষ সংশোধন করা উচিত নচেৎ এই দোষ বৃদ্ধি পাওয়ার একান্ত সম্ভাবনা।

চক্ষুর্মণি অতি স্বচ্ছ পদার্থ। ইহার স্বচ্ছতা নষ্ট হইলে তাহাকে "ছানি" পড়া বলে (Catract) এই স্বচ্ছতার লোপ হইলে মানুষ অন্ধ লইয়া যায়। অস্ত্র চিকিৎসা সাহায্যে ইহার অপসারণে পুনরায় চশমার সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে।

চক্ষুর উপরে দুইখানি পাতা আছে ইহারা চক্ষুকে নানা আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করে। উপরের পাতাখানি ললাটের পেশীর সহিত সংশ্লিষ্ট। সুতরাং উহার আকুঞ্চন ও প্রসারণে পাতা উঠান ও ফেলা যায়। পাতা দুইটীর উপরে সকল দিক ব্যাপিয়া যে পেশী আছে তাহার আকুঞ্চনে চক্ষু বোজা যায়।

চক্ষুর বহিষ্কোণের কাছে ল্যাক্রিমাল গ্লাণ্ড (Lacrymal Gland) বা রস নিঃসারক গ্রন্থি অবস্থিত। ইহা হইতে অল্প পরিমাণে রস

নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহা দ্বারা চক্ষু ঈষৎ আদ্র থাকে এবং ধুলাদি পড়িলে ধুইয়া বাহির হইয়া যায়। চক্ষুর অপর কোণে (নাসিকার কাছে) একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র একটী সূক্ষ্ম নালীর মুখ। এইখানে চক্ষুর উপর ও নিম্নভাগ হইতে দুইটী নালী আসিয়া মিশিয়াছে। অশ্রু সচরাচর এই নালী পথে নির্গত হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে এবং তথা হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু যখন বেশী অশ্রু নিঃসৃত হয় তখনই চক্ষু জলে ভরিয়া যায় এবং পাতা বহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

চক্ষু গোলকের চারিদিকে মাংসপেশী গোলকের সহিত সংলগ্ন থাকে। তাহাদের আকুঞ্চনে প্রয়োজনমত চক্ষু গোলককে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাণ যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দৃষ্ট বস্তু হইতে রশ্মিগুলি চক্ষুগোলকের পশ্চাতে স্নায়ুজালের উপর একটী বিন্দুতে সংহত হয়। এই সংহতি দ্বারা স্নায়ুজালে একটা উত্তেজনার উদ্ভব হয় এবং ঐ উত্তেজনা দর্শন-স্নায়ু দিয়া মস্তিষ্কের ভিতর নির্দ্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে দর্শন জ্ঞান হয়; মস্তিষ্কের এই স্থলের নাম দর্শন-জ্ঞান-কেন্দ্র (Visual Sensorim)। চক্ষুগোলক সম্পূর্ণ সুস্থ থাকা সত্ত্বেও এই দর্শন স্নায়ুগুলি বিকল হইলেও আমরা দেখিতে পাই না।

কর্ণ—ইহা আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়। বহির্জগতে ঘাত-প্রতিঘাত জনিত বায়ুতে যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহাই এই ইন্দ্রিয় পথে প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের মস্তিষ্কে শব্দজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

মস্তকের দুইপার্শ্বের অস্থি অবলম্বন করিয়া দুইদিকে দুইটী শ্রবণেন্দ্রিয় বা কর্ণ অবস্থিত। এই শ্রবণ যন্ত্র তিনভাগে বিভক্ত, যথা—বহির্ভাগ মধ্যভাগ ও অন্তর্ভাগ। বহির্ভাগে প্রথমেই কর্ণপুট যাহাকে চলিত

ভাষায় কাণ বলা যায়; ইহা কোমলাস্থি বা উপাস্থি গঠিত এবং চর্ম্মাবৃত। ইহার নিম্নদিকে একটী ছিদ্র আছে; উহাকে কর্ণ কুহর বলে। এই ছিদ্র হইতে প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা শব্দপথ (Auditory Canal) ভিতর দিকে গিয়াছে। বাহিরের বায়ু তরঙ্গ এই পথে কর্ণে প্রবেশ করে। ইহার ভিতর ভাগের ত্বকে স্পর্শানুভব শক্তি বিশেষভাবে বিদ্যমান। এই ত্বক হইতে আঠার ন্যায় একপ্রকার পদার্থ বাহির হয় এবং ইহার উপর কিছু কিছু লোমও বিদ্যমান আছে। সেইজন্য কর্ণপথে কীটাদি প্রবেশ করিতে গেলে বাধা পাইয়া থাকে। এইখানে এই পথের মুখ পাতলা চামড়ায় আবদ্ধ থাকে। এই চামড়ার নাম—টিম্পেনিক মেম্‌ব্রেণ (Tympanic Membrain) কর্ণেন্দ্রিয়ের মধ্যভাগ ঢাকের মত বলিয়া এই অংশকে কর্ণ-পটাহ বলা হয়। ইহার দুই মুখই পাতলা চামড়ায় ঢাকা। মধ্যে বায়ু ও তিনখানি অস্থি আছে। এই অস্থিগুলির একখানি আর একখানির সহিত এবং প্রথম ও তৃতীয় অস্থিদ্বয় যথাক্রমে দুইদিকের পটাহের চামড়ার সহিত সংলগ্ন। কেবল নীচের দিকে এই কর্ণ প্রকোষ্ঠে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র—ছিদ্রপথে একটী সরু নলী বাহির হইয়া মুখের ভিতর আসিয়াছে এবং ইহারই সাহায্যে পটাহাভ্যন্তরস্থ বায়ুর সহিত বহির্বায়ুর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই নালীকে ইউষ্টেশিয়ান টিউব বলে। (Eustachian tube). বলে।

ইহার পর কর্ণেন্দ্রিয়ের অন্তর্ভাগ। ইহা অস্থি মধ্যে সন্নিবিষ্ট এবং অস্থি পরিবেষ্টিত একটী জটিলপথ। আকারে ইহা কোথাও অর্দ্ধবৃত্তাকার কোথাও বা শম্বুকাকার। এইজন্য ইহাকে ইংরাজীতে লেবারিন্থ (Labyrinth) বা গোলক ধাঁধা বলে। ইহা সর্ব্বদাই জলীয় পদার্থে পূর্ণ থাকে। শম্বুকাকৃতি অংশই শ্রবণপথের শেষভাগ। মস্তিষ্কা-

ভ্যন্তরস্থ শ্রবণ-কেন্দ্র হইতে স্নায়ুগুচ্ছ ঐ শম্বুকাকৃতি অংশে অতি সূক্ষ্ম অগণ্যসূত্রে পরিণত হইয়াছে। এখন এই জটীল যন্ত্রের কার্য্য কিরূপে সাধিত হয় তাহাই বলা হইতেছে।

বায়ুবাহিত শব্দ তরঙ্গ কর্ণপুটে সংগৃহীত হইয়া কর্ণ কুহরে প্রবেশ করতঃ কর্ণ পটাহের চর্ম্মাবরণে আঘাত করে। ঐ আঘাতে এই চর্ম্মাবরণ তরঙ্গায়িত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ পটাহের অস্থিত্রয়ও কম্পিত হইয়া এই কম্পনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে, তাহাতেই কর্ণ-কোটরস্থ জলীয়াংশে অনুরূপ তরঙ্গ সৃষ্ট হয়। এই জলীয়াংশের তরঙ্গাঘাতে সূক্ষ্ম স্নায়ুগুলি কম্পিত হয়। এই স্নায়ুসূত্রগুলির কম্পনে স্নায়ু মধ্যে এমন এক প্রকার ক্রিয়া হয় যাহা বাহিত হইয়া মস্তিষ্কের শব্দানুভূতি কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া শব্দজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

শ্রবণযন্ত্রের মধ্যভাগে যাহা ঢাকের মত দুইদিকে আবদ্ধ বলিয়া কর্ণপটাহ বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা অস্থি ব্যতীত সবটাই বায়ু পূর্ণ থাকে। ঐ প্রকোষ্ঠের নীচে ইউষ্টেসিয়ান টিউবের ছিদ্র বিদ্যমান থাকায় বাহিরের বায়ুর সহিত উহার সমতা রক্ষিত হয়। নতুবা বাহিরের বায়ুর চাপ বেশী বা কম হইলে কর্ণাবরক চর্ম্মের উপর চাপ বেশী বা কম হইত। তাহাতে উহার কম্পনের সমতা রক্ষিত হইত না। বাহিরের বায়ুর চাপ বেশী হইলে চর্ম্মাবরণ ফাটিয়া যাইতেও পারিত। বাহিরের বায়ুর সহিত পটাহস্থ বায়ুর নিরন্তর সংযোগ থাকায় পটাহের উভয়দিকেই বাহ্য বায়ুর চাপ সমানভাবে পড়ে। এইজন্য প্রচণ্ড মুখ খুলিয়া রাখা উচিত, তাহাতে বায়ু তরঙ্গ গুলি দুইদিক দিয়া কর্ণ পটাহের উভয়দিকে সমভাবে আঘাত করিতে পারে। মুখ দিয়া যে বায়ুপথ কাণের মধ্যে গিয়াছে, ইহা ক্ষণেক নাক মুখ বন্ধ করিয়া ঢোক গিলিতে গেলেই বুঝা যায়। তখন

অতিরিক্ত বায়ু কর্ণের মধ্য দিয়া বহিরাবরণ চর্ম্মের উপর চাপ দেয়। তাহাতে ঐ চর্ম্মাবরণ সজোরে ও সশব্দে নড়িয়া উঠে। তখন এই শব্দ আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি।

নাসিকা—ইহা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়—অর্থাৎ বহির্জগতের দ্রব্য হইতে সূক্ষ্ম অণুগুলি নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুর সংস্পর্শে আমাদের গন্ধজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সকল দ্রব্যে এই অণু বিদ্যমান নাই বলিয়া সকল দ্রব্যের গন্ধ আমরা পাই না। যে সমস্ত বস্তুতে আছে তাহাতেই আমরা গন্ধের আরোপ করিয়া থাকি। গন্ধজ্ঞানও আমাদের মস্তিষ্কে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কের মধ্যে যে স্থলটী এই জ্ঞান উৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই স্থান হইতে স্নায়ুগুচ্ছদ্বয় বাহির হইয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া উহার ঝিল্লীগাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্ররূপে বিস্তারিত হইয়াছে। গন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্যের অণু সকলের সংস্পর্শে এই সব স্নায়ুসূত্রে এমন একটি ক্রিয়া সংঘটিত হয় যাহা ঐ স্নায়ু কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া মস্তিষ্কের ঘ্রাণ-কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া ঘ্রাণ-জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

নাসিকার ঝিল্লী সবিশেষ স্পর্শানুভব শক্তি বিশিষ্ট; এইজন্য নাসিকার মধ্যে সামান্য কিছু দ্বারা স্পর্শ করিলে "হাঁচি" হয়।

জিহ্বা—ইহা রসেন্দ্রিয়। বহির্জগতের বস্তুর সংস্পর্শে এই যন্ত্রের স্নায়ুসূত্রে এমন একটী ক্রিয়া সংঘটিত হয়, যাহা মস্তিষ্কের মধ্যে নীত হইয়া স্বাদ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। মস্তিষ্কের স্থল বিশেষ এই জ্ঞান উৎপাদনের জন্য নির্দ্দিষ্ট, সেই স্থল হইতে স্নায়ুগুচ্ছ বাহির হইয়া জিহ্বার ঝিল্লীমধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রাকারে বিস্তৃত হইয়াছে। এই সব স্নায়ুগুলির অগ্রভাগ জিহ্বার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপের আকারে বিস্তৃত।

আস্বাদনীয় পদার্থের কণা লালা মিশ্রিত হইয়া ঝিল্লী মধ্যে প্রবেশ করে; তাহাতে স্নায়ুর মধ্যে এমন একটা ক্রিয়া হয় যাহা স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কের স্বাদ কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া স্বাদ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়।

আস্বাদ প্রধানতঃ চারি প্রকার—মিষ্ট, তিক্ত, অম্ল, ও লবণ। জিহ্বার সর্ব্বত্রই এই চারি প্রকারের আস্বাদন সমভাবে গৃহীত হয় না। জিহ্বার সম্মুখভাগে মিষ্টাস্বাদ, পশ্চাদ্ভাগে তিক্তাস্বাদ, এবং পার্শ্ব-দ্বয়ে অম্লাস্বাদ বিশেষভাবে অনুভূত হয়। বেশী উষ্ণ বা বেশী শীতল দ্রব্যের পূর্ণাস্বাদ পাওয়া যায় না। পূর্ণাস্বাদ পাইতে হইলে দ্রব্যের উত্তাপ নাতিশীতোষ্ণ হওয়ার প্রয়োজন।

আস্বাদ গ্রহণ ব্যতীত জিহ্বার আর দুইটী কার্য্য আছে। খাদ্য চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ কালে জিহ্বা মুখমধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া চর্ব্বণ ক্রিয়ার সাহায্য করে এবং চর্ব্বণান্তে চর্ব্বিত খাদ্যের পিণ্ড পাকাইয়া ঐ পিণ্ড অন্ন নালীর মুখে সমর্পণ করে। ইহা ছাড়া জিহ্বার আর একটি ক্রিয়া আছে, যাহার জন্য ইহাকে বাকযন্ত্র বলা হয়। শব্দের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ (Larynx) ইহা শ্বাসনালীর উপরিভাগ—উপাস্থি ও মাংসপেশীর দ্বারা প্রকোষ্ঠাকারে গঠিত। গল-দেশের উপরিভাগে যে কঠিনাংশ আমরা বাহির হইতে অনুভব করি, ইংরাজীতে যাহার চলিত নাম "এডাম্‌স এপেল" (Adam's apple) উহাই শব্দোচ্চারণী প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠ মধ্যে বায়ুর গতি দ্বারা ঝিল্লীর কম্পনে শব্দের উদ্ভব হয়। কিন্তু শব্দোচ্চারণ হইলেই বাক্য কথন হয় না। মুখের মধ্যে জিহ্বা নানাস্থানে সংলগ্ন হইয়া শব্দকে নানাবিধ স্বর ও ব্যঞ্জনে অভিব্যক্ত করে। কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্দ্ধণ্য, দন্ত্য ও ওষ্ঠ্য বর্ণের এইরূপে উৎপত্তি হয়। অনুনাসিক বর্ণের উচ্চারণে

নাসিকা পথের কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিতে হয় এবং ওষ্ঠ্যবর্ণের উচ্চারণে ওষ্ঠদ্বয়ের ক্রিয়ার আবশ্যক।

বাক্য কথনে জিহ্বার কিরূপ প্রয়োজন তাহা দন্ত বর্ণগুলির উচ্চারণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

জিহ্বা মাংসপেশীময়। আবরণী ঝিল্লী এবং তৎসংলগ্ন স্নায়ুসূত্রাবলী ছাড়া সমস্ত জিহ্বাই পেশী। উপরি উক্ত কার্য্যদ্বয়, পেশীময় জিহ্বার আকুঞ্চন ও সম্প্রসারণে সাধিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সব কার্য্যের প্রেরণা আসে মস্তিষ্ক হইতে।

ত্বক—ইহা স্পর্শেন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পৃষ্ট বস্তুর তাপ, চাপ, তারল্য বা কাঠিন্য, কর্কশতা বা মসৃণতা, স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা ইত্যাদি বিষয় ত্বকের মধ্যস্থ স্নায়ুমুখে এমন ক্রিয়া সাধন করে যাহা স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইয়া ঐ সব বিষয়ে জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। আমাদের দেহ আপাদ-মস্তক ত্বক বা চর্ম্মে আবৃত। উহার যে কোন স্থল হইতেই ঐ সব জ্ঞান জন্মিতে পারে। ত্বক ছাড়া, মুখ, নাসিকা ও চক্ষুর ঝিল্লী জালও স্পর্শানুভব করিতে সক্ষম। তবে স্থল বিশেষে স্পর্শানুভবের তারতম্য হইয়া থাকে। করতল, বিশেষ অঙ্গুলীর অগ্র-ভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ চক্ষু, নাসিকা ও কর্ণের ঝিল্লী—এই সব স্থলে স্পর্শানুভূতি সবিশেষ সূক্ষ্ম। ত্বকের আবার কোথাও তাপানু-ভূতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—যেমন গণ্ডস্থল করতলের পৃষ্ঠ-ভাগ ইত্যাদি, আবার কোথাও তাপানুভূতি কম উপলব্ধি হইয়া থাকে, যেমন—কর-তল সর্ব্বত্র ত্বকের নিম্নস্তরে স্পর্শানুভূতি গ্রহণ করিবার জন্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু আছে। যেখানকার অনুভূতি অধিক সেখানকার ত্বকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ দেখা যায়। তন্মধ্যে স্নায়ুর অগ্রভাগ কোরক আকারে পরিণত (Tactile Corpuscles).

দ্রব্যের স্পর্শে এই সব স্নায়ুমুখে যে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া হয় তাহাই স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইলে, সেখানে স্পর্শজ্ঞান অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

কোন স্থানের স্পর্শ স্নায়ু বিকৃত হইলে, সেই স্থানের স্পর্শানুভব শক্তির লোপ হয় অর্থাৎ স্পর্শ জনিত উত্তেজনা সেই স্নায়ু কর্ত্তৃক মস্তিষ্কে নীত হইতে পারে না বলিয়া সেই স্থলে স্পর্শানুভূতি হয় না। কুষ্ঠরোগে দেহের নানাস্থানে এইরূপ স্পর্শানুভব শক্তির অভাব হইয়া থাকে।

এই সমস্ত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে মানব-শরীরে মস্তিষ্কই জীবনী শক্তির আধার ও পরিচালক। কারণ মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হইয়াই আমাদের অবয়বাদি কার্য্য করিয়া থাকে; মস্তিষ্ক দ্বারাই আমাদের ইন্দ্রিয়াদির কার্য্য নিস্পন্ন হয় এবং মস্তিষ্ক বা ইহার আজ্ঞানুবর্ত্তী স্নায়ু মণ্ডলীর কোন অংশ বিকৃত বা বিকল হইলেই সঙ্গে সঙ্গে শরীরেরও অংশ বিশেষ বিকল বা অক্ষম হইয়া পড়ে। রক্তই আমাদের শরীরের প্রধান উপাদান। ভুক্ত দ্রব্য হইতে এই রক্ত উৎপন্ন হইয়া শরীরের মধ্যেই পরিশোধিত হইয়া শরীরের সকল অংশের ক্ষয় পূরণ ও পোষণ করিতেছে। সেই কারণ রক্তা-ল্পতা ঘটিলে শরীরের সকল অংশই ক্রমশঃ হীনবল ও শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঔষধ প্রকরণ।

ঔষধে যে সকল ল্যাটিন নাম ব্যবহৃত হয় তাহাদেরই ইংরাজী ও বাঙ্গালা নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	ল্যাটিন নাম	ইংরাজী নাম	বাঙ্গলা অর্থ
১।	একোয়া	ওয়াটার	জল
২।	এসিটম্	ভিনিগার	সির্কা
৩।	চার্টা	পেপার	কাগজ
৪।	ভেপর	ইন্‌হেলেসন্	ধুম, বাস্প
৫।	কনফেক্‌সিয়ো	কনফেক্‌শান্	খণ্ড
৬।	ডিকক্টাম্	ডিকক্‌শান	ক্কাথ
৭।	এক্‌ষ্ট্রাক্টম্	এক্‌ষ্ট্রাক্ট	সার
৮।	এমপ্লাষ্ট্রাম	প্লাষ্টার	পলস্ত্রা
৯।	গ্লিসিরিনাম্	গ্লিসিরিণ	গলিতস্নেহ
১০।	ইনফিউজম	ইন্‌ফিউজন	ফাণ্ট

	ল্যাটিন নাম	ইংরাজী নাম	বাঙ্গলা অর্থ
১১।	ক্যাটাপ্ল্যাজমা	পোলটিস	পুলটিস
১২।	লাইকার	সলিউসান	দ্রব
১৩।	এসেন্সিয়া	এসেন্স	সত্ত্ব
১৪।	লিনিমেণ্টম্	লিনিমেণ্ট	মর্দ্দন দ্রব্য
১৫।	লোশিয়ো	লোশন	ধোয়াইবার দ্রব্য
১৬।	মেল্	হানি	মধু
১৭।	এনিমাটা	এনিমা	পিচকারী
১৮।	মিশ্চ্যুরা	মিক্শ্চার	মিশ্র
১৯।	মিউসিলেগো	মিউসিলেজ	মণ্ড
২০।	ওলিয়ম	অয়েল	তৈল
২১।	অক্জিমেল্	অক্জিমেল	সির্কামধু
২২।	পাইলুলা	পিল	বটিকা
২৩।	সাপোজিটোরিয়া	সাপোজিটারী	গুহ্য বর্ত্তিকা
২৪।	পালভারিস	পাউডার	চূর্ণ
২৫।	স্পিরিটাস্	স্পিরিট	সুরা
২৬।	সকস	জুস্	রস
২৭।	সিরাপস্	সিরাপ	চিনিররস পাককরা
২৮।	টিংচুরা	টিংচার	অরিষ্ট
২৯।	ট্রোচিসাই	লোজেঞ্জস্	চাক্তি
৩০।	ভাইনাম	ওয়াইন	আসব
৩১।	আঙ্গুয়ে	অয়েণ্টমেণ্ট	মলম

ঔষধ ও তাহার প্রয়োগ।

অক্সিজিনিয়াম, ইং অক্সিজেন। (Oxigen)

ইহা প্রকৃতির সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। জলে, স্থলে উদ্ভিদগাত্রে সর্ব্বত্রই অক্সিজেন পাওয়া যায়, বিশুদ্ধাবস্থায় ইহার আঘ্রাণে নাড়ী চঞ্চলতা লাভ করে ও বলবতী হয়, দেহ ঘর্ম্মাক্ত ও মন স্ফুর্ত্তিযুক্ত হয়। ইহা অতিশয় উত্তেজক। ইহারই সাহায্যে আমাদের রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ক্লোরোফর্ম্ম, ইথার, কার্ব্বলিক এসিড, কার্ব্বোনিক এসিড, হাইড্রোসায়েনিক এসিড ইত্যাদি বিষাক্ত দ্রব্যের সাহায্যে শ্বাস রোধের উপক্রম হইলে ইহার আঘ্রাণ সাতিশয় উপকারক হইয়া থাকে। সায়েনোসিস্, ডিপ্‌থিরিয়া, গ্যাংগ্রিণ প্রভৃতি রোগেও ইহার ব্যবহার ফলপ্রদ। হাঁপানি রোগে, যক্ষ্মারোগে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইলে, নিউমোনিয়ারোগে ও শ্বাসকষ্ট-যুক্ত অন্যান্য রোগে ইহার আঘ্রাণ শ্বাসকষ্ট নিবারণের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর পাকাশয়ে ইহার বিলক্ষণ উপযোগিতা দেখা যায়। জ্বরাক্রমণের পূর্ব্বে, যক্ষ্মার সূত্রপাতে ও স্থানীয় লক্ষণ সকল স্পষ্ট প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, শরীর শীর্ণ ও উৎকট মন্দাগ্নি উপস্থিত হইলে ইহার আঘ্রাণে প্রভূত সুফল দর্শিয়া থাকে। আবার ইহার অতিরিক্ত আঘ্রাণ মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

অর‍্যাণশিয়াই ফ্রাক্টাস, ইং বিটার অরেঞ্জ।

ইহা হইতে টিংচ্যুরা অর‍্যাণশিয়াই রিসেন্টিস ইং টিংচার অব ফ্রেশ অরেঞ্জ পিল হয়। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

অর‍্যাণশিয়াই কর্টেক্স, ইং বিটার অরেঞ্জ পীল।

ইহা বায়ুনাশক, উত্তেজক, অগ্নিবর্দ্ধক, ও সুগন্ধকারক। (১) তিক্ত কমলালেবুর খোসা শুষ্ক ১ আউন্স, গরম জল ২০ আউন্স দ্বারা ইনফিউজন অব অরেঞ্জ পীল হয়, মাত্রা ১—২ আউন্স। (২) কম্পাউণ্ড ইনফিউজান অব অরেঞ্জ পীল—তিক্ত কমলালেবুর খোসা ৪ভাগ টাটকা পাতিলেবুর খোসা ২ভাগ, লবঙ্গ ১ ভাগ, জল ১৬০ ভাগ—মাত্রা ১—২ আউন্স। (৩) সিরাপ অব অরেঞ্জ পীল—তিক্ত কমলালেবুর আরক ১ভাগ, চিনির রস ৭ ভাগ—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

অক্জেলিস কর্ণিফিউলেটে, ইং ইণ্ডিয়ান সোরেল্টা।

বাঙ্গালায় ইহাকে "আমরুল" কহে—ইহা স্নিগ্ধকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, শৈত্যকারক, সঙ্কোচক, স্ফূর্ত্তিনাশক। মাত্রা সদ্য রস ১০ ফোঁটা—১ ড্রাম বা তদূর্দ্ধ। যোনি ও সরলান্ত্র নির্গমণ রোগে ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

অরাম, ইং গোল্ড।

বাঙ্গালায় ইহাকে স্বর্ণ বলে। ইহা পরিবর্ত্তক, বলকারক, উত্তেজক, কামোদ্দীপক এবং অল্পমাত্রায় ক্ষুধাবর্দ্ধক। (১) ব্রোমাইড অব গোল্ড—মাত্রা ১/৬০—১/১২ গ্রেণ। (২) ক্লোরাইড অব গোল্ড এণ্ড সোডিয়ম—মাত্রা ১/৩০—১/১২ গ্রেণ।

অক্স্যালজিন, ইং মিথিল এসিটেনিলাইড।

ইহা জ্বরঘ্ন, বেদনা নিবারক, ও পচন নিবারক। মাত্রা ১/২—২ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

আর্গট, ইং আর্গট।

ইহা রজোনিঃসারক ও জরায়ু সঙ্কোচক। জরায়ু সঙ্কোচনার্থ ২০ গ্রেণ অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার এবং অন্য সাধারণ কার্য্যে ৫—১৫ গ্রেণ দিনে তিনবার প্রয়োগ করা যায়। (১) লিকুইড এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব আর্গট—মাত্রা ১০—৩০ মিনিম (২) টিংচার অব আর্গট—মাত্রা কষ্ট প্রসবে ও অতিরিক্ত আন্ত্রিক রক্তস্রাবে ১ ড্রাম অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার; সামান্য রক্তস্রাব রোধ করিবার জন্য ১৫—২০ মিনিম চার ঘণ্টা অন্তর। ইন্‌জেক্‌সনের জন্য ১—২ টী-স্পুনফুল (চা চামচ পূর্ণ) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গর্ভস্থ শিশুর মাথা এবং জরায়ু স্কন্ধের মধ্যে প্রয়োগ করিতে হয়। অত্যন্ত কষ্টপ্রসবে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। (৩) আর্গটিন—মাত্রা ২—৫ গ্রেণ।

আলষ্টোনিয়া কর্টেক্স, ইং আলষ্টোনিয়া বার্ক।

ইহা সঙ্কোচক, কৃমিনাশক, পর্য্যায় নিবারক এবং বলকারক। অধিকন্তু ইহাতে পুরাতন উদরাময় ও অতিসার রোগ এবং রোগান্তে দুর্ব্বলতায় বিশেষ সুফলদায়ক হইয়া থাকে। মাত্রা চূর্ণ ৩—৫ গ্রেণ (অতিসার ও উদরাময়রোগে ইপিকাকুয়ানার সহিত প্রযোজ্য) (১) ইনফিউজান অব আলষ্টোনিয়া, মাত্রা ১/২—১ আউন্স (২) টিংচার আলষ্টোনিয়া মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

আর্জেণ্টম পিউরিফিকেটম, ইং রিফাইণ্ড সিলভার।

অক্সাইড অব সিলভার—পাকাশয় বা অন্ত্রের বেদনায়, মুত্রাশয়ের পীড়ায়, বাহ্যিক চূর্ণ অবস্থায়—যন্ত্রণাদায়ক ঘা, চক্ষুরোগ, স্তনের বোঁটার ঘায়ে, এবং গণোরিয়ায় মলমরূপে ব্যবহৃত হয়। ১/২—২ গ্রেণ দিনে

২।৩ বার চূর্ণ বা বটিকারে। ক্রমাগত ৫।৬ সপ্তাহ ব্যবহৃত হইতে পারে।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ইং নাইট্রেট অব সিলভার।

অল্পমাত্রায় আক্ষেপ নিবারক, সঙ্কোচক, অবসাদক, বলকারক। স্থানীয় প্রয়োগে সঙ্কোচক, উত্তেজক, আবরক, ফোস্কাকারক ও দাহক। মাত্রা ১/৬—১/৩ গ্রেণ, পিল বা বটিকাকারে।

আর্জেণ্টাই ক্লোরিডাম, ইং ক্লোরাইড অব সিলভার।

ইহা বমনকারক, পরিবর্ত্তক, ও স্নায়বিক বলকারক। স্ক্রফিউলা, উপদংশ ও মৃগীরোগে ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মাত্রা ১/৪—৩ গ্রেণ পর্য্যন্ত বলকারক ও পরিবর্ত্তক। ৩০ গ্রেণ মাত্রায় ইহা বমনকারক হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টাই আইয়োডাইডাম, ইং আইয়োডাইড অব সিলভার।

মাত্রা ১/২—২ গ্রেণ।

আর্জেণ্টাই ফস্ফাস, ইং ফস্ফেট অব সিলভার।

আক্ষেপ নিবারক মাত্রা ১/৪—১/২ গ্রেণ।

আর্ণিসী রিজোমা, ইং আর্ণিকা রিজোম।

ইহা মস্তিষ্কের উত্তেজক, মাদক, ঘর্ম্মকারক ও মূত্রকারক। মাত্রা চূর্ণ ৫—২০ গ্রেণ। (১) টিংচার অব আর্ণিকা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

আর্সেনিসাই আইয়োডাইডাম্, ইং আইয়োডাইড অব আর্সেনিক।

বলকারক, পরিবর্ত্তক, মূত্র, ঘর্ম্ম ও লালা নিঃসারক, অধিকমাত্রায় উগ্র বিষক্রিয়া প্রদায়ক। মাত্রা—১/১০—১/৮ গ্রেণ (১) সলিউসান অব আর্সেনিয়াম এণ্ড মার্কারি (ডোনোভান্স সলিউসান) মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

আইয়োডাম, ইং আইয়োডিন।

অল্পমাত্রায় ইহা শোষক, বলকারক, পরিবর্ত্তক ও ক্ষুধাবর্দ্ধক। মাত্রা ১/৪—১/২ গ্রেণ। আইয়োডাইড অব পোটাশিয়াম্ এর সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। (১) লিনিমেণ্ট অব আইয়োডিন (২) সলিউ-সান অব আইয়োডিন (৩) টিংচার অব আইয়োডিন। মাত্রা ২—৫ মিনিম। (৪) অয়েণ্টমেণ্ট অব আইয়োডিন (৫) ইনহেলেশান অব আইয়োডিন। এই পাঁচ আকারে আইয়োডিন ব্যবহৃত হয়।

আইয়োডোফর্ণাম্, ইং আইয়োডোফর্ম্ম।

অল্পমাত্রায় বলকারক, উত্তেজক, পরিবর্ত্তক। অধিকমাত্রায় দ্রুতাক্ষেপ ও ধনুষ্টঙ্কার রোগ উৎপাদক। মাত্রা ১/২—৩ গ্রেণ (১) আই-য়োডোফর্ম্ম সাপোজিটারি (২) অয়েণ্টমেণ্ট অব আইয়োডফর্ম্ম।

অর্মোরেসিয়ী রেডিক্স, ইং হর্স র‍্যাডিস রুট।

উত্তেজক, মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক। (১) কম্পাউণ্ড স্পিরিট অব হর্স র‍্যাডিস—মাত্রা ১—২ ড্রাম।

আর্জেণ্টাই আইয়োডাম্, ইং আইয়োডাইড অব সিলভার।

এসিডাম হাইড্রোসিয়ানিকাম্ ডাইলিউটাম্ প্রস্তুত করিতে হইলে ইহা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টাই ফস্ফাস, ইং ফস্ফেট অব সিলভার।

মূত্রাশয় ও সরলান্ত্রের বিকার সংযুক্ত মাইয়েলাইটিস রোগে সবিশেষ উপকারক। স্নায়বীয় বিধানের ক্লোরোসিস্ রোগে প্রভূত উপকার দর্শিয়া থাকে। নাইট্রেটের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১/৮—১/১ গ্রেণ।

আইয়োডল, ইং আইয়োডল।

ইহার ক্রিয়া আইয়োডোফর্ম্মের ন্যায়। মাত্রা ১/২—২ গ্রেণ।

ইউভি আর্সাই ফোলিয়া, ইং বেয়ার বেরি লিভস্।

ইহা সঙ্কোচাক, ঈষৎ বলকারক, মুত্রকারক, (শ্বেতপ্রদর রোগে) ক্লেদক্ষরণ লাঘবকারক, এবং রক্তপ্রদর, পুরাতন প্রমেহ, বহুমূত্র ও পুরাতন অতিসারে বিশেষ শান্তি বিধায়ক। মাত্রা, চূর্ণ ১০—৩০ গ্রেণ (১) ইনফিউজান অব বেয়ার বেরি মাত্রা ১—২ আউন্স।

ইউকেলিপ্টাই গামাই, ইং ইউকেলিপ্টাস গাম।

চর্ব্বণ করিলে ইহা দন্তে সংলগ্ন হইয়া মুখগহ্বরস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিগুলিকে সঙ্কুচিত করিয়া থাকে। উদরাময় রোগে ইহার আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। তালু ও গলনালীর শিথিলতায় ইহার স্থানীয় প্রয়োগ যথেষ্ট উপকারক। ইহা উপদংশরোগের চিকিৎসার্থ প্রযুক্ত পারদ বটিকাজাত ভেদের বিলক্ষণ দমন কারক। সী—সিকনেশে ইহার চাক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। মাত্রা ২—৫ গ্রেণ (১) ইউকেলিপ্টাস গাম লোজেঞ্জ।

ইনুগ্লুভিন্, ইং ইনুগ্লুভিন্।

অগ্নি উদ্দীপক, পাচক, বমননিবারক, বলকারক বলিয়া অজীর্ণ ও

উদরাধ্মান রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। পেপ্সিনের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ইথিল আইয়োডিডাম, ইং আইয়োডাইড অব ইথিল।

স্পর্শজ্ঞান বর্দ্ধক, আক্ষেপ নিবারক। শ্বাস কাসে শ্বাসনালীর প্রদাহে এবং বর্দ্ধিত ল্যারেঞ্জাইটিস রোগে শ্বাসকৃচ্ছ্রতা নিবারণার্থ প্রয়োগে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

ইথার, ইং ইথার।

মাদক, স্পর্শজ্ঞানাপহারক, আক্ষেপনিবারক ও ব্যাপ্ত উত্তেজক। বাহ্য প্রয়োগে শৈত্যবিধায়ক, উগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক। মাত্রা ১০—৩০ মিনিম। (১) পিয়োর ইথার (২) স্পিরিট অব ইথার। মাত্রা ৩০—৯০ মিনিম।

ইউফোবিয়া, ইং ইউফোর্বিয়া।

স্নায়বীক অবসাদক। শ্বাস প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডস্থ স্নায়ুমূলের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যকারক।

ইথিল ব্রোমাইডাম, ইং ব্রোমাইড অব ইথিল।

(শ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে এবং স্থানীয় প্রয়োগে) স্পর্শজ্ঞানাপহারক।

ইথার এসিটিকাম্, ইং এসিটিক ইথার বা এসিটেট অব ইথিল।

উত্তেজক, মূত্রকারক ও ঘর্ম্মকারক। মাত্রা ২০—৪০ মিনিম।

ইউনিমাই কর্টেক্স, ইং ইউনিমাস বার্ক।

ইহা বলবর্দ্ধক, পিত্তনিঃসারক, মূত্রকারক, কফনিঃসারক ও মৃদু-

বিরেচক। (১) ড্রাই এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব ইউওনিমাস মাত্রা ১—২ গ্রেণ (২) টিংচার অব ইউওনিমাস, মাত্রা ১০—৪০ মিনিম।

ইনিউলা, ইং ইলে ক্যাম্পেন।

বলকারক, কফঃনিঃসারক, উত্তেজক ও সুগন্ধি কারক। মাত্রা চূর্ণ ২০—৬০ গ্রেণ; কাথ মাত্রা ১—২ আউন্স।

ইউফোর্বিয়া নেবিয়িফোলিয়া, ইং কমন মিল্ক হেজ।

আঁচিল (warts) বা অন্যান্য চর্ম্মরোগে স্থানীয় প্রয়োগ হইয়া থাকে। মাত্রা শুষ্কীকৃত রস ২০ গ্রেণ।

ইউরেথেন্, ইং ইথিল কার্ব্বনেট।

নিদ্রাকর্ষক। মাত্রা ৩০—৬০ গ্রেণ।

ইপিকাকুয়ানা, ইং ইপিকাকুয়ানা।

অল্প মাত্রায় কফঃনিঃসারক, স্বেদ উৎপাদক; অধিক মাত্রায় বমনকারক, ঘর্ম্মকারক, আক্ষেপ ও কফঃনিবারক। অল্প মাত্রার পরিমাণ ॥০—২ গ্রেণ; অধিক মাত্রার পরিমাণ ১৫—৩০ গ্রেণ, (শিশুর পক্ষে ২—৫ গ্রেণ)। (১) ভিনিগার অব ইপিকাকুয়ানা—কফঃনিঃসারক, স্বেদকারক ও বিবমিসা উৎপাদক। মাত্রা ১০—৩০ মিনিম (২) কম্পাউণ্ড পাউডার অব ইপিকাকুয়ানা মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ (৩) পিল অব ইপিকাকুয়ানা উইথ স্কুইল—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ (৪) ভাইনাম ইপিকাকুয়ানা—৩—৬ ড্রাম মাত্রায় বমনকারক, (শিশুর পক্ষে ১/২—১ ড্রাম)। ১০—৩০ মিনিম মাত্রায় কফঃনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক (শিশুর মাত্রা ২—১৫ মিনিম)।

এমোনিয়াই বেন্‌জোয়েস, ইং বেন্‌জোয়েট অব এমোনিয়াম।

ইহা পুরাতন মুত্রাশয়ের প্রদাহ রোগে এবং প্রস্রাবে ক্ষার বা ফস্ফেট পলিপাত রোগে বিশেষ উপকারক। মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ।

এমোনিয়াই নাইট্রেস, ইং নাইট্রেট অব এমোনিয়া।

মুত্রকারক, মাত্রা ১ স্কুপল বা তাহার কম।

এমোনিয়াই, ফস্ফাস, ইং ফস্ফেট অব এমোনিয়া।

ডাক্তার গ্যারডের মতে প্রস্রাবে ইউরেট অব সোডার আধিক্য থাকিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। প্রস্রাবে ইউরিক এসিড ক্যাল-কুলি জন্মাইবার সম্ভাবনা থাকিলে এবং স্বাভাবিক বাতরোগের কোন কোন অবস্থায় ইহার প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ।

এলো, ইং এলোজ।

অল্পমাত্রায় অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, পিত্তনিঃসারক কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় বিরেচক; মাত্রাধিক্যে অতিসার জনক, অর্শ উৎপত্তিকারক, অন্ত্রপ্রদাহক ও সরলান্ত্র রোধক। নিম্নলিখিত রোগ সমূহে এলোজ ব্যবহার উপদিষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুধামান্দ্য ও ডিস্পেপ্‌সিয়া রোগে, পিত্তাল্পতার জন্য, স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতায়, রজঃস্রাবাধিক্যের জন্য, রক্ত স্রাব পুনরায়নের জন্য, অধিকমাত্রায় পিত্তনিঃসারণোদ্দেশ্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি নিবারণোদ্দেশ্যে ডিকক্সান অব এলোজ পিচকারী দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১—২ গ্রেণ। সাধারণতঃ ইহাতে বমন কারক আস্বাদ থাকায় পিল বা বটিকারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার সাধারণ মাত্রা ৩—৫ গ্রেণ।

(১) একস্ট্রাক্টাম এলো বার্ব্বাডেনশিস, ইং একস্ট্রাক্ট বার্ব্বাডোস এলোজ।

মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

(২) একষ্ট্রাক্টাম এলো সকোট্রিন ইং একষ্ট্রাক্ট অব সকোট্রিন এলোজ—মাত্রা ২—৬ গ্রেণ (ক) এলোইন—মাত্রা ||০—২ গ্রেণ। (৩) এণিমা এলোজ ইং এনিমা অব এলোজ (৪) পিল অব বার্ব্বাডোজ এলোজ—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ (৫) পিল অব এলোজ এণ্ড আয়রণ—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ (৬) কম্পাউণ্ড ডিকক্সান অব এলোজ—মাত্রা ১/২—২ আউন্স (৭) পিল অব সকোট্রিন এলোজ (৮) পিল অব এলোজ এণ্ড এসাফিটিডা—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ (৯) পিল অব এলোজ এণ্ড মার—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ (১০) টিংচার অব এলোজ—মাত্রা ১—২ ড্রাম (১১) ওয়াইন অব এলোজ—মাত্রা ১—২ ড্রাম।

এমোনিয়াই আইওডিডাম্, ইং আইয়োডাইড অব এমোনিয়া।

ইহা উপদংশ বিষনাশক, বলকারক ও উৎকৃষ্ট পরিবর্ত্তক, মাত্রা ২—৫ গ্রেণ বা অতোধিক।

এমোনিয়াই ক্লোরোডাইডাম্, ইং ক্লোরেট অব এমো।

ইহা শোষক, পরিবর্ত্তক, স্রাব বর্দ্ধক, পিত্তনিঃসারক, কফনিঃসারক, ঘর্ম্মকারক ও রজোনিঃসারক। বাহ্যপ্রয়োগে শৈত্যকারক, উগ্রতাসাধক, শোধক। মাত্রাধিক্যে—পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ উৎপাদক, আক্ষেপ, পক্ষাঘাত, চৈতন্যহীনতাপ্রবর্ত্তক। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ।

এমোনিয়াই ব্রোমাইডাম, ইং ব্রোমাইড অব এমোনিয়াম।

শোধক, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উগ্রতানিবারক এবং পরিবর্ত্তক। মাত্রা ২—২০ গ্রেণ।

এম্ব্লিসী ফ্রাক্টাস্, ইং এম্ব্লিক মাইরোবোলান ফ্রুট।

ইহা স্নিগ্ধকারক, মৃদুবিরেচক ও মূত্রকারক।

এন্টিমোনিয়াম টার্টারেটাম, ইং টার্টারেট অব এন্টিমনি।

বিবমিষাজনক, ধামনিক অবসাদক, শৈত্যকারক, ঘর্ম্মোৎপাদক, মুত্রকারক, কফঃনিঃসারক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রার কিঞ্চিৎ আধিক্যে— বিরেচক ও বমনকারক। বাহ্যপ্রয়োগে—চর্ম্মের উগ্রতাসাধক। ১—২ গ্রেণ মাত্রায় বমনকারক, ১/১৬—১/৬ গ্রেণ মাত্রায় স্বেদজনক ও কফঃনিঃসারক। ১/২—১ গ্রেণ মাত্রায় হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বলকারক। (১) অয়েন্টমেন্ট অব টার্টারেটেড এন্টিমনি (২) এন্টিমোনিয়াল ওয়াইন—মাত্রা ৫—৬০ মিনিম। ১/২—২ ড্রাম মাত্রায় বিবমিষা-জনক ও ২—৪ ড্রাম মাত্রায় বলকারক। শিশুদের মাত্রা ৩০ মিনিম হইতে ১ ড্রাম।

এন্টিমোনিয়াই অক্সাইডাম, ইং অক্সাইড অব এন্টিমনি।

ইহা স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডে কফঃনিঃসারক ও ঘর্ম্মকারক বলিয়া সর্দ্দি নিউমোনিয়া এবং জ্বরাদির প্রথমাবস্থায় ব্যবহৃত হইত। জ্বরাদি রোগে স্বেদজনক ও অবসাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১—৪ গ্রেণ (১) এন্টিমোনিয়াল পাউডার—মাত্রা ৩—৫ গ্রেণ।

এন্টিমোনিয়াম সালফিউরেটাস্, ইং সালফিউরেটেড্ এন্টিমনি।

মাত্রা ১—৫ গ্রেণ।

এন্টিমোনিয়াই ক্লোরাইডাই লাইকার, ইং সলিউসান অব ক্লোরাইড্ অব এন্টিমনি।

বাহ্য প্রয়োগে দাহক, বিষক্ষত বিনাশক এবং ক্ষতাদির অযথা উচ্চ অঙ্কুরের খর্ব্বকারক।

একোনাইটাম্, ইং একোনাইট।

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা স্নায়বিক অবসাদক এবং পরোক্ষভাবে ধামনিক অবসাদক, বেদনানিবারক, ক্বচিৎ স্বেদনাশক, স্পর্শাপহারক ও স্থানিক উগ্রতানাশক (১) একষ্ট্রাক্ট অব একোনাইট—মাত্রা চূর্ণ ১/৪—১ গ্রেণ (২) লিনিমেণ্ট অব একোনাইট (৩) টিংচার অব একোনাইট—মাত্রা ২—১৫ মিনিম।

একোনাইটিনা, ইং একোনিটিন বা একোনিশিয়া।

ইহা উগ্র অবসাদক, ইচ্ছাধীন পেশী সকলের পক্ষ্যাঘাতকারক। ত্বকে প্রযুক্ত হইলে ঐন্দ্রিক স্পর্শানুভাবক, স্নায়ুর পক্ষ্যাঘাত সাধক। বাহ্য প্রয়োগে বাতস্নায়ুশূল ও পেশীর বেদনারোগে সবিশেষ উপকারক। চক্ষে লাগিলে সাতিশয় যন্ত্রণাদায়ক (১) অয়েণ্টমেণ্ট অব একোনিটিন।

এবিথ্ ফোলিয়াম, ইং কাস্কাবার্ক বা সেসিবার্ক।

ইহা হৃৎপিণ্ডের অবসাদক।

এলিমাই, ইং ম্যানিলা এলিমাই।

ইহা কার্য্যকারিতায় টার্পিণ তৈলের অনুরূপ। পুরাতন ক্ষতাদিতে উত্তেজনার্থ স্থানীয় প্রয়োগের জন্য ইহার মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এমোনিয়াই কার্ব্বনাস, ইং কার্ব্বনেট অব এমোনিয়াম।

ইহা উত্তেজক, বমনকারক, অম্লনাশক, স্বেদজনক, আক্ষেপনিবারক ও কফঃনিঃসারক। ৩—১৫ গ্রেণ মাত্রায় উত্তেজক, কফঃনিঃসারক, ঘর্ম্মপ্রদায়ক এবং ৩০ গ্রেণ মাত্রায় বমনকারক।

এপোমর্ফাইনী হাইড্রোক্লোরাইডাম, ইং হাইড্রোক্লোরেট এপোমর্ফাইন।

ইহা বমনকারক, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার উত্তেজক, কফঃনিঃসারক, কিন্তু মাত্রাধিক্যে অবসাদক। হাইড্রোক্লোরাইড অব এপোমর্ফাইন—সেবনের জন্য ১/১০—১/৪ গ্রেণ, ১/৩২—১/১৬ গ্রেণ মাত্রায় কফঃনিঃসারক। হাইপোডর্ম্মিক প্রয়োগের মাত্রা ১/২০—১/১০ গ্রেণ। (১) হাইপোডার্ম্মিক ইনজেকসান অব এপোমর্ফাইন—মাত্রা ৫—১০ মিনিম। ইন্‌জেক্‌সিও ক্রপাসারকিন হাইপোডার্ম্মিক—হাইপোডার্ম্মিকরূপে ২—৫ মিনিম।

এসাফিটিডা, ইং এসাফিটিডা।

ইহা আক্ষেপনিবারক, কফঃনিঃসারক, রজোঃনিঃসারক, বায়ুনাশক, ক্রিমিনাশক, কামোদ্দীপক ও উত্তেজক। অল্পমাত্রায় সেবন করিলে পাকাশয়ের উষ্ণতা সাধিত হয়, ধামনিক স্পন্দন বৃদ্ধি পায়, দেহ উষ্ণ হয় ও মনোমধ্যে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয় এবং ঘর্ম্ম, প্রস্রাব ও নিশ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত হয় কিন্তু মাত্রাধিক্যে শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন আনয়ন করে। প্রদাহ থাকিলে অন্যান্য উত্তেজক ঔষধের ন্যায় ইহার ব্যবহারও নিষিদ্ধ (১) এনিমা অব এসাফিটীডা (২) কম্পাউণ্ড পিল অব এসাফিটিডা—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

এনিথাই ফ্রাক্টাস, ইং ডিল ফ্রুট।

ইহা উত্তেজক, বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, শিশু-উদরাধ্মানাদি নিবারক ও বিরেচক ঔষধ সকলের উগ্রতাহারক। মাত্রা চূর্ণ ২০—৬০ গ্রেণ (১) একোয়া এনিথাই ইং ডিল্‌ওয়াটার—মাত্রা ১—২ আউন্স (২) অয়েল অব ডিল্‌—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম।

এনিসাই ফ্রাক্টাস, ইং এনিসি ফ্রুট।

ইহা বায়ুনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক, কাশের উগ্রতাপহারক এবং উদরাধ্মান ও শূলাদিরোগে উপকারক। মাত্রা চূর্ণ ১০—৬০ গ্রেণ (১) একোয়া এনিসাই ইং এনিসি ওয়াটার—মাত্রা ১—২ আউন্স (২) অয়েল অব এনিসি—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম (৩) স্পিরিট অব এনিসি—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

এনিসাই ষ্টেলেটাই ফ্রাক্টাস, ইং ষ্টার এনিসি ফ্রুট।

ইহার ক্রিয়া এনিসি ফ্রুটের সমতুল্য (১) ওলিয়াম এনিসাই—মাত্রা ১—৪ মিনিম।

এসিটেট অব আয়রণ।

মাত্রা ১—৮ মিনিম (১) সলিউসান অব ফেরিক এসিটেট—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

এব্‌সিন্থিয়াম, ইং ওয়াম´ উড।

পর্য্যায় জ্বরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে ইহার চূর্ণ ২০—১২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অজীর্ণরোগে ইহার ক্বাথ বিলক্ষণ উপকারী; ৬০—১২০ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে ক্রিমি নষ্ট হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন ইহা বায়ুনাশক, বলকারক ও উত্তেজক। মাত্রা চূর্ণ ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

একোরাস ক্যালোমাস, ইং সুইট ফ্ল্যাগ!

অজীর্ণরোগে সবিশেষ ফলপ্রদ; পর্য্যায় জ্বরেও ইহা ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা অগ্নি ও বলবর্দ্ধক।

এণ্ড্রোগ্র্যাফিস, ইং এণ্ড্রোগ্র্যাফিস।

তিক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, রোগান্তে দুর্ব্বলতাপহারক। মন্দাগ্নি ও অতিসার রোগের শেষাবস্থায় বিশেষ উপকারী (১) ইনফিউজান অব এণ্ড্রোগ্রাফিস—মাত্রা ১/২—১ আউন্স (২) টিংচার অব এণ্ড্রোগ্রাফিস—মৃদু বিরেচক, উত্তেজক ও বলকারক। মাত্রা ১/৪—১ ড্রাম।

এন্থেমিডিস ফ্লোরিস, ইং ক্যামোমাইল ফ্লাওয়ার্শ।

ইহা তিক্ত, উত্তেজক, বায়ুনাশক ও বলকারক। মাত্রাধিক্যে বমনকারক (১) একষ্ট্রাক্ট ক্যামোমাইল—মাত্রা ২—৮ গ্রেণ (২) অয়েল অব ক্যামোমাইল—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম (৩) ইন্‌ফিউজান অব ক্যামোমোইল—মাত্রা ১—৪ আউন্স (৪) টিংচার অব এন্থিমেডিস্—মাত্রা ৩—১০ মিনিম।

এপিওলাম, ইং এপিওল।

ইহা রজোনিঃসারক, পর্য্যায় নিবারক, ও বলকারক। মাত্রা ১—৩ মিনিম।

এলুউমেন, ইং এলাম।

ইহা সাতিশয় সঙ্কোচক, মন্দাগ্নিকারক, রক্তরোধক, বমনকারক ও ক্ষতাদিতে দাহক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ (১) গ্লিসারিণ অব এলাম—(২) ড্রায়েড এলাম—ইহার ক্রিয়া মৃদুদাহক।

এমোনায়কাম, ইং এমোনায়েকাম।

ইহা এসাফিটিডা ও গ্যালবেনামের ন্যায় কফঃনিঃসারক, আক্ষেপ-নিবারক ও স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজক। মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ [১] এমোনায়েকাম এণ্ড মার্কারি প্লাষ্টার [২] এমোনায়েকাম মিক্শ্চার—মাত্রা ১/ —১ আউন্স।

এমিল নাট্রাস, ইং নাট্রেট অব এমিল।

রক্তবাহী নাড়ী সকলের সঞ্চালক, স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজক, এবং বেদনানিবারক ও আক্ষেপনিবারক। মাত্রা ২—৫ মিনিম ক্যাপসুল রুমালের মধ্যে পিশিয়া আঘ্রাণ লইতে হয়। ১/২ —১ ফোঁটা পর্য্যন্ত রেক্টিফায়েড স্পিরিটে দ্রব করিয়া ১২ ভাগের ১ ভাগ আভ্যন্তরিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। নাইট্রোগ্লিসারিণ বা নাইট্রিন—মাত্রা ১/৫০—১/২০ গ্রেণ (১) লাইকার নাইট্রিন— মাত্রা ১/২—২ মিনিম (২) নাইট্রোগ্লিসারিণের চাক্তির প্রতি চাক্তিতে ১/২—২ গ্রেণ নাইট্রোগ্লিসারিণ আছে। মাত্রা ১—২ চাক্তি।

ওলিয়ম রোজী, ইং অয়েল অব রোজ।

ইহা প্রধানতঃ সুগন্ধকারক বলিয়াই ব্যবহৃত হয়। ইহা সঙ্কোচক ও বলকারক (১) রোজওয়াটার—মাত্রা ১/২—২ আউন্স [২] রোজ ওয়াটার অয়েন্টমেন্ট।

ওলিয়ম গলথেরিয়ী, ইং অয়েল অব গলথিরিয়া বা অয়েল অব উইনটার গ্রীণ।

সায়াটিকা, তরুণ বাত ও অনেকানেক স্নায়ুশূল রোগে উপকারক। একজিমা ক্ষত, কাণের পশ্চাৎ বা অন্য কোন কোমল স্থানে হইলে

ইহার স্থানীয় প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহার গন্ধ ও স্নায়ু-শূল নাশক ক্ষমতার জন্য দন্তমঞ্জনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ওলিয়ম ইউক্যালিপ্টাই, ইং ওয়েল অব ইউক্যালিপটাস।

ইহা পচন নিবারক, দুর্গন্ধাপহারক। পুরাতন অবস্থায় ইহা ক্রিয়ার প্রাবল্য সাধিত হয়, রক্তহীন [Dry] একজিমা রোগেও তরুণ আমাতিসার রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ [১ [ইউক্যালিপ্টাস অয়েণ্টমেণ্ট।

ওলিয়াম ক্যাডিনাম, ইং ওয়েল অব কেড বা জুনিপার্টার অয়েল।

বাহ্যপ্রয়োগে ইহা পচন নিবারক, উত্তেজক ও উৎকৃষ্ট পরাঙ্গ-কীট নাশক।

ওলিবেনাম, ইং ওলিবেনাম।

ইহা উত্তেজক। মাত্রা—১৫ গ্রেণ হইতে ২ ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [১] ওলিবেনাম অয়েণ্টমেণ্ট।

ওলিয়াম জুনিপারাই, ইং অয়েল অব জুনিপার।

উত্তেজক, মূত্রকারক কিন্তু অধিকমাত্রায় বিরেচক। মাত্রা ১/২—৩ মিনিম [১] স্পিরিট অব জুনিপার—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

ওলিয়াম ক্রোটনিস, ইং ক্রোটন অয়েল।

প্রবল বিরেচক অধিকমাত্রায় ব্যবহৃত হইলে প্রদাহ কারক ও বিষক্রিয়া প্রকাশক। মাত্রা ১/২—১ মিনিম [১] লিনিমেণ্ট অব ক্রোটন অয়েল।

ওলিয়াম রিসিনি, ইং ক্যাষ্টর অয়েল।

ঈষন্মিষ্ট রসাত্মক এবং দ্রুত বিরেচক। মাত্রা ১—৮ ড্রাম [১] ক্যাষ্টর অয়েল মিকশ্চার। মাত্রা ১/২—২ আউন্স।

ওলিয়াম ক্যাজিপুটাই, ইং অয়েল অব ক্যাজিপুট।

ঘর্ম্মকারক, আক্ষেপনিবারক, বায়ুনাশক ও উত্তেজক। মাত্রা ১/২—৩ মিনিম [১] স্পিরিট অব ক্যাজিপুট—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

ওলিয়াম পাইনাই সিলভেষ্ট্রিস, ইং ফার উল অয়েল।

ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে টার্পিণ তৈলের অনুরূপ। গলক্ষত কাঠ নালীর প্রদাহ ও কণ্ঠনালীর সর্দ্দিতে ইহার আঘ্রাণ মৃদু উত্তেজক [১] ইনহেলেসন অব ফার উল অয়েল।

ওলিয়াম মাহুয়ী, ইং কডলিভার অয়েল বা ওলিয়ম জেক্‌রিস এসেলাই।

ইহা পরিবর্ত্তক, সংস্কারক, পুষ্টিকারক, বলকারক, ক্ষুধাবৃদ্ধিকারক, খাদ্যদ্রব্য যথা নিয়মে শরীর মধ্যে ন্যস্তকারক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, শুষ্ক ও উষ্ণচর্ম্ম আর্দ্র ও শীতলকারক এবং দেহের রক্ত ও কান্তিবর্দ্ধক। মাত্রা ১—৩ ড্রাম প্রথমে দিবসে তিনবার আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।

ওপিয়ম, ইং ওপিয়ম।

মাদক, বেদনা নিবারক, নিদ্রাকর্ষক, মস্তিষ্কের উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, ধারক, স্পর্শজ্ঞানহারক, পর্য্যায় নিবারক ও ঘর্ম্মকারক। মাত্রা ১/২—২ গ্রেণ।

(১) কনফেকশিয়ো ওপিয়াই, ইং কনফেকশন অব ওপিয়াম—মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ (২) ওপিয়াম প্লাষ্টার (৩) এনিমা অব ওপিয়াম (৪) একষ্ট্রাক্ট অব ওপিয়ম—মাত্রা ১/২—১ গ্রেণ (৫) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব ওপিয়ম—মাত্রা ৫—৩০ মিনিম (৬) লিনিমেণ্ট অব ওপিয়ম (৭) পিল অব ইপিকাকুয়ানা উইথ স্কুইল—মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ (৮) লেড এণ্ড ওপিয়ম পিল—মাত্রা ২—৪ গ্রেণ (৯) কম্পাউণ্ড পিল অব শোপ—মাত্রা ২—৪ গ্রেণ (১০) এরোমাটিক পাউডার অব চক উইথ ওপিয়ম—মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ (১১) কম্পাউণ্ড ইপিকাকুয়ানা পাউডার—মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ (১২) কম্পাউণ্ড পাউডার অব কাইনো—মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ (১৩) কম্পাউণ্ড পাউডার অব ওপিয়াম—মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ (১৪) কম্পাউণ্ড লেড সাপোজিটারিয়া (১৫) টিংচার অব ওপিয়াম—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম (১৬) এমোনিয়েটেড টিংচার অব ওপিয়ম—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (১৭) ওপিয়াম লোজেঞ্জ—মাত্রা ১—২ চাক্তি (১৮) অয়েণ্টমেণ্ট অব গলস্ এণ্ড ওপিয়ম (১৯) ভাইনাম ওপিয়াই ইং ওয়াইন অব ওপিয়াম—মাত্রা ১০—৪০ মিনিম।

কোয়াসিয়া লিগ্নাম, ইং কোয়াসিয়া উড।

যবক্ষার দ্রাবক বা লবণ দ্রাবক অল্প জল মিশ্রিত করিয়া ইহার চুর্ণ ব্যবহার করিলে জ্বরাদি রোগান্তে রোগজনিত দুর্ব্বলতা নষ্ট করে। পর্য্যায় জ্বরে ইহার প্রয়োগে জ্বরের হাত হইতে প্রায়ই মুক্তিলাভ করা যায়। অজীর্ণ রোগে বিশেষতঃ সুরাপান জন্য অজীর্ণে শুণ্ঠি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সহ ব্যবহারে বিশেষ ফললাভ পাওয়া যায়। পুরা-

তন উদরাময়ের শেষ অবস্থায় এবং শিশুদিগের কেঁচোর আকারের ক্রিমি হইলে ইহার আভ্যন্তরীক ব্যবহারে অনেক সময়ে আশাতিরিক্ত ফললাভ হইয়া থাকে। সূত্রবৎ ক্রিমি হইলে ৩।৪ বার ইহার ফাণ্টের পিচকারী দিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা। (১) ইনফিউজান অব কোয়াসিয়া—মাত্রা ১/২—১ আউন্স [২] কনসেণ্ট্রেটেড সলিউসান অব কোয়াসিয়া—মাত্রা ১/২—১ আঃ [৩] টিংচার অব কোয়াসিয়া—মাত্রা ১/২—১ড্রাম।

কাস্পেরায়ী কর্টেক্স, কাস্পেরিয়া বার্ক।

পর্য্যায় ও অনুপর্য্যায় জ্বরে, বিকারগ্রস্ত জ্বরে এবং অন্নবাহী নালীর ক্রিয়া বৈষম্য হেতু ভেদ ও বমনে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। উদরাময় অজীর্ণ এবং অতিসার রোগের শেষ অবস্থাতেও ইহার ব্যবহারে সুফল দর্শিয়া থাকে। [১] ইনফিউজান অব কাস্পেরিয়া—মাত্রা ১—২ আউন্স [২] কনসেণ্ট্রেটেড্ সলিউসান অব কাস্পেরিয়া—মাত্রা ১/২— ১ড্রাম।

কসিনিয়াম, ইং কসিনিয়ম।

তিক্ত, বলকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। ক্যালাম্বার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। [১] ইনফিউজান অব কসিনিয়াম—মাত্রা ১/২—১ আউন্স [২] কনসেণ্ট্রেটেড্ সলিউসান অব কসিনিয়াম—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম [৩] টিংচার অব কসিনিয়াম—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

কপটিস, ইং গোল্ড থ্রেড রুট।

রোগান্তে দুর্ব্বলতা ও অগ্নিমান্দ্য থাকিলে ইহার ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। মাত্রা চূর্ণ ৫—১৫ গ্রেণ। [১] ইনফিউজান

অব কপ্‌টিস—মাত্রা ১—২ আউন্স [২] টিংচার অব কপ্‌টিস—মাত্রা ১/২—২ ড্রাম।

ক্যাটিচিউ, ইং ক্যাটিচিউ।

অন্ত্রস্থ শৈষ্মিক ঝিল্লির শৈথিল্য ও ক্ষীণ ভাব বিধায়ে উদরাময় রোগ জন্মিলে ইহার ফাণ্ট, অরিষ্ট বা চূর্ণ, অহিফেন অথবা খটিকা সহিত ব্যবহার্য্য। তবে প্রদাহাদি ঘটিত উদরাময়ে এবং যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্যে ইহার ব্যবহার নিষেধ। চুচুক ক্ষতে ইহার স্থানীয় প্রয়োগ উপকারী। শ্বেত প্রদরে ইহার ফাণ্টের পিচকারী দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে ক্লেদ নির্গম স্থগিত হয়। রক্ত প্রদরে অহিফেনের সহিত ইহার ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। পারদ সেবনের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে মুখ আসিলে অথবা মুখমধ্যে কোনরূপ ক্ষত হইলে এবং তালু মাড়ী প্রভৃতির শৈথিল্য হইলে খদির ঘটিত মঞ্জন বা কুলী বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। শয্যা ক্ষতে ইহার অরিষ্ট, লাইকার প্লাম্বাই সহ স্থানীয় প্রয়োগ বিধেয়; পুরাতন ও দুষ্ট ক্ষতের পুঁজ নির্গম বন্ধ করিবার পক্ষে ইহার স্থানীয় প্রয়োগ মন্দ ফলপ্রদ নহে। মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ।

(১) কম্পাউণ্ড পাউডার অব ক্যাটিচিউ মাত্রা ১০—৪০ গ্রেণ (২) টিংচার অব ক্যাটিচিউ মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। ৩। ক্যাটিচিউ লোজেঞ্জ।

ক্যাটীচিউ নাইগ্রাম, ইং ব্ল্যাক ক্যাটিচিউ।

ব্যবহার—ক্যাটিচিউএর অনুরূপ; মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ।

কাইনো, ইং কাইনো।

হীরাকস, ক্ষার, নাইট্রেট অব সিলভার, দ্রাবক, টার্টার, এমিটিক্‌,

রস কর্পূর ইহাদের সহিত সম্মিলিত হয় না। প্রায় সর্ব্বপ্রকার উদরাময় রোগেই উপকার দর্শিয়া থাকে। পাইরোসিস্ রোগে ইহার ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহাতে কাইনো পাউডার ১০ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ৩ বার প্রযোজ্য এবং ইহার সহিত মৃদু বিরেচক ব্যবস্থা করাও কর্ত্তব্য। কম্পাউণ্ড কাইনো পাউডার—অতি ঘর্ম্ম ও উদরাময় নিবারক এবং কাসের উগ্রতা হ্রাসকারী। কাইনোর কুলী টনসিল ও ইউভিউলা প্রভৃতি স্থানের শৈথিল্য দমন করিতে বিলক্ষণ পটু। পুরাতন ইউরিথ্রাইটিশ রোগে কাইনো মহৌষধ বলিয়া পরিগণিত। পুরাতন ক্ষতে কাইনো অরিষ্ট আকারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (১) কম্পাউণ্ড পাউডার অব কাইনো—মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ (২) টিংচার অব কাইনো—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

কাইনো ইউক্যালিপটাই, ইং ইউক্যালিপ্টাস্ কাইনো।

ইহাকে বটানি বে কাইনোও বলা হয়। মাত্রা চূর্ণ ৫—২০ গ্রেণ ব্যবহার কাইনোর সমতুল্য।

কানেসাই বার্ক এণ্ড সীডস্।

উদরাময় রোগে, রক্তাতিসারে এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় অপরাপর রোগে ইহা বিশেষ উপকারক হইয়া থাকে। মাত্রা কাথ ১—২ আউন্স।

কাথ প্রস্তুতের নিয়ম—মূলের ছাল ৪ আউন্স, জল ১ পাইন্ট। জ্বাল দিয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইতে হয়।

ক্যালেণ্ডিউলা, ইং মেরী গোল্ড।

অটোরিয়া রোগে ১ মিনিম ইহার অরিষ্ট, ২—৪ গ্রেণ বোরাসিক এসিড সহ প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। থেঁৎলান

বা মচকান ঘায়ে ইহার ব্যবহার আর্ণিকার মত কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ক্ষতের উপর প্রয়োগ করিলে পুঁজ না জন্মিয়া ক্ষত শীঘ্রই দোষ শূন্য হয়। প্রমেহ রোগে ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ উপকারী। বিষমজ্বরেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক অংশ অরিষ্টের সহিত ৯ অংশ সিম্পিল অয়েণ্টমেণ্ট মিশ্রিত করিলে ইহার দ্বারা মলম প্রস্তুত হয়। এই মলমে কাটা ঘা শীঘ্র সারে। (১) টিংচার অব মেরী গোল্ড ফ্লাওয়ার—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

কোটো কর্টেক্স, ইং কোটোবার্ক।

যক্ষ্মারোগে ইহার ব্যবহারে উদরাময়ে নিশা ঘর্ম্ম ও জ্বরের আনুসঙ্গিক লক্ষণাদি নিবারণ করে। পাকাশয় ও অন্ত্রের শ্লেষ্মায় এবং শিশুদিগের উদরাময় রোগে বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়া থাকে। (১) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব কোটো মাত্রা ২—৬ মিনিম (২) টিংচার অব কোটো মাত্রা—১০ মিনিম (৩) কোটোইন (৪) প্যারা কোটোইন—মাত্রা ১—৩ গ্রেণ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য।

কেয়োলাইনাম, ইং কেয়োলিন।

উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একৃজিমা ও ইণ্টাট্রিগো রোগে স্থানীয় প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়া থাকে। বালক দিগের গাত্রে সচরাচর যে উগ্রতা থাকে ইহার চুর্ণ স্থানীয় প্রয়োগে শোষকের কার্য্য করিয়া থাকে।

ক্যালাম্বী রেডিক্স, ইং ক্যালাম্বা রূট।

পাকাশয়ের স্নায়বীয় উগ্রতার জন্য বমনোদ্রেক বা বমনে অথবা গর্ভাবস্থায় বমনে ইহার ফাণ্ট অল্প সোডা বা ম্যাগ্নিসিয়ার সহিত মিশ্রিত

করিয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। রোগান্তে দুর্ব্বলতায় ও অজীর্ণ রোগে ইহার ব্যবহারে উপকার দর্শিয়া থাকে। বিশেষতঃ শিশুদিগের উদরাময়ে ও দন্তোদগম কালীন উদরাময়ে ইহাতে বিলক্ষণ উপকার হইয়া থাকে। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ (১) ইনফিউজান অব ক্যালাম্বা—মাত্রা ১/২—১ আউন্স (২) কনসেন্ট্রেটেড সলিউসান অব ক্যালাম্বা—মাত্রা ১/২—১ড্রাম (৩) টিংচার অব ক্যালাম্বা —মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

ক্যাস্কারিলা, ইং ক্যাস্কারিলা।

দস্তা, সীস, রৌপ্য, লৌহ ও রসাঞ্জন প্রভৃতি ধাতু ঘটিত লবণের সহিত ইহা সম্মিলিত হয় না। কুইল ও প্যারেগরিক সহ মিলিত হইলে ইহা কাসরোগে অধিক কফঃনিঃসরণ লাঘব করে। পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা হেতু অজীর্ণ রোগে ও রোগান্তে দুর্ব্বলতায় ইহাতে মহা উপকার সাধিত হইয়া থাকে। পুরাতন অতিসার ও উদরাময় রোগেও ইহার ব্যবহারে উপকার দর্শিয়া থাকে। (১) ইনফিউজান অব ক্যাস্কারিলা—মাত্রা ১/২—১ আউন্স, (২) টিংচার অব ক্যাস্কারিলা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

কোসী ফোলিয়া, ইং কোকা লীভ্‌স্।

সোডিয়াম, ব্রোমাইড, পারদ ঘটিত লবণ সমুদয়, ধাতব অম্ল সকল, মেন্থল ও সিলভার নাইট্রেট ইহাদের সহিত ইহার সম্মিলন হয় না। পাকাশয়ের অপাক রোগে, ক্যাকহেক শিরায়, মর্ফাইন ও সুরাবীর্য্যের ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া সাধনে অত্যধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের ক্ষমতা আনয়নে, শ্বাসকাসে, কামোদ্দীপনে ও স্থানীয় স্পর্শা-

ক্ষুভুক্তি হরণে ইহা প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বালকদিগের ওলাউঠা রোগে ইহার অরিষ্ট উপকারক। ওলাউঠায় অত্যধিক ভেদ, শারীরিক দুর্ব্বলতা, চক্ষু বাসিয়া যাওয়া, গণ্ড শীতল হওয়া প্রভৃতি দুর্লক্ষণের আবির্ভাব হইলে হাইড্রোক্লোরেট অব কোকেয়িন্ ১/২ গ্রেণ মাত্রায় ২ ঘণ্টা অন্তর প্রযোজ্য। অল্পে উত্তেজিত হয় এরূপ স্নায়ুর স্থৈর্য্য সম্পাদনে, কোন কারণ বশতঃ সাতিশয় ক্লান্ত ব্যক্তির ক্লান্তি নিবারণে, শ্রমক্ষমতাবর্দ্ধনে ও সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুৎক্লেশ দমনে এরূপ ঔষধ আর নাই। অপাক রোগে, গ্যাষ্ট্রালজিয়ায়, গ্যাষ্ট্রোডিনিয়ায়, বমনে, বিবমিষায়, আহারে রুচি না থাকায় এবং অতিশয় পান বা আহার জন্য অথবা গর্ভাবস্থা জন্য নানা অসুখ বোধ হওয়ায় বমনোদ্বেগ বা তৎযন্ত্রণায় ইহার ব্যবহারে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে।

লিকুইড একস্ট্রাক্ট অব কোকা। মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

(১) ইলিক্সার অব কোকা—মাত্রা ১—৪ ড্রাম (২) ইনফিউজান অব কোকা (৩) কোকা ওয়াইন—মাত্রা ১/২—১ আউন্স।

ইহা প্রবল স্থানীয় স্পর্শজ্ঞানাপহারক। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্ত্র চিকিৎসা কালে স্থানীয় চৈতন্য বিলোপের জন্য হাইড্রোক্লোরেট অব কোকেয়িন দ্রব (শতকরা ৫—১০) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মুখাভ্যন্তর, চক্ষু, কর্ণ, দন্ত, গলদেশ, মূত্রনালী, যোনি ও সরলান্ত্রে সামান্য অস্ত্র চালনার নিমিত্ত অথবা এই সকল স্থানে অতিশয় বেদনা হইলে ইহার দ্রব প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যোনী ও ভগকণ্ডুয়নে এবং বেদনাবিশিষ্ট ক্ষতে বা নালী প্রভৃতিতে ইহার দ্রব বা মলম বিলক্ষণ উপকারী। দন্তশূলরোগে, ক্ষত দন্তের গর্ত্তের মধ্যে অল্পমাত্রায় ইহা প্রয়োগ করিয়া

যদি উপরিভাগ প্লাগ্ দিয়া বন্ধ করা যায় তাহা হইলে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়।

সী-সিকনেস—গর্ভাবস্থায় বমন ও কোনরূপ অজীর্ণ রোগ দমনের জন্য ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ হইয়া থাকে। গলনালীর বেদনা-যুক্ত ক্ষতে হাইড্রোক্লোরেট অব কোকেয়িন চাক্তি প্রত্যেক মাত্রায় এক গ্রেণের বার ভাগের একভাগ ব্যবহৃত হইলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবিধ চক্ষু রোগের যন্ত্রণা নিবারণার্থ ইহার ব্যবহার হয়। কোন স্থানে কোন দাহক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইলে ও মুত্রনালী মধ্যে ক্যাথিটার বা লিথট্রাইট প্রয়োগ করিতে হইলে ইহার প্রয়োগে অগ্রে স্থানীয় স্পর্শশক্তির লোপ সাধন করা হয়। কোন স্থানে অগ্নিতে পুড়িলে প্রথমে হাইড্রোক্লোরেট (শতকরা ৪) দ্রব তুলী করিয়া স্থানীয় প্রয়োগের পর ক্যারণ অয়েল, পেট্রোলিয়াম সিরেট বা বোরিক এসিডের মলমের সহিত মিশাইয়া তুলা বা লিণ্টের সহিত প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। বোল্‌তা, ভোমরা, মৌমাছী, প্রভৃতি কীটের দংশনে, দংশন জন্য যন্ত্রণা নিবারণার্থে ইহার জলীয় দ্রবের স্থানীয় প্রয়োগ বিধেয়। চুচুক বিদারণে বোরিক এসিডের মলমের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (১) কোকেয়িন অয়েণ্টমেণ্ট (২) কোকেইন হাইড্রোক্লোরাইড।

কোকেইন ঘটিত লবণ সমূদয় ও তাহাদের ব্যবহার প্রণালী।

(১) সাইট্রেট অব কোকেইন—মাত্রা ১/২০—১ গ্রেণ দন্ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।

(২) হাইড্রোব্রোমেট অব কোকেইন—মাত্রা ১/২০—১ গ্রেণ।

(৩) নাইট্রেট অব কোকেইন—ইহা নাইট্রেট অব সিলভারের সহিত সমানভাগে দ্রবরূপে পিচকারী দ্বারা প্রযুক্ত হইলে, নাইট্রেট অব সিলভার জনিত বেদনার নিবারণ হইয়া থাকে।

(৪) কার্ব্বনেট অব কোকেইন—ইহা গ্যাষ্ট্রালজিয়া রোগে আভ্যন্তরীক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বেদনা দমনের জন্য ১/১০০ অংশ দ্রব বাহ্যপ্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১/২—১ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

(৫) স্যালসিলেট অব কোকেইন—আক্ষেপযুক্ত শ্বাসকাস রোগে হাইপোডার্ম্মিকরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মাত্রা ১/৫—১ গ্রেণ।

(৬) সালফেট অব কোকেইন—মাত্রা ১/২—১ গ্রেণ।

ক্যাডমিয়াই আইয়োডিডাম, ইং আইয়োডাইড অব ক্যাডমিয়াম।

স্ক্রোফিউলা জন্য গ্রন্থি বিবর্দ্ধন ও কোন কোন চর্ম্মরোগে ইহার মলম উপকার করে।

কুপ্রাই সালফাস, ইং কপার সালফেট।

১—২ গ্রেণ মাত্রায় সঙ্কোচক, ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় বমনকারক। ক্ষার, কার্ব্বনেট, সীসা, রৌপ্য, পারদ, ক্লোরিণযুক্ত লবণ, উদ্ভিজ্জ ক্বাথ, ফাণ্ট বা অরিষ্ট এবং গন্ধক দ্রাবক ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রাবক ও অম্ল ইত্যাদির সহিত ইহার অসম্মিলন।

ডিপথিরিয়া রোগে বমন করাইবার জন্য ফিটকারীর সহিত ব্যবহৃত হয়। ক্রুপ রোগে প্রথমতঃ ৩।৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ করিয়া বমন করান হয়, তৎপরে বয়স বুঝিয়া ১ গ্রেণের ১৬ ভাগের একভাগ

হইতে ১/৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ১/৪ গ্রেণ মাত্রায় আফিম ডোভার্স পাউডারের সহিত ব্যবহার করিলে পুরাতন উদরাময় ও অতিসার রোগ সারিয়া যায়। শিশুদিগের উদরাময়ে ১/১২ গ্রেণ প্রযোজ্য। এতদ্ভিন্ন যক্ষ্মা জন্য উদরাময়ে এবং ওলাউঠা রোগেও ইহার উপযোগীতা দেখা যায়। জলৌকা ক্ষত হইতে রক্তস্রাব রোধ করিবার জন্য বাহ্য প্রয়োগেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পুরাতন ক্ষতে বাহ্যিক প্রয়োগে ক্ষত নিরঙ্কুর হইয়া পুনরায় দীর্ঘাঙ্কুরযুক্ত হইলে ইহার দাহিকা শক্তি দ্বারা ঐ অঙ্কুর খর্ব্ব করা হয়। (১) আর্সেনাইট অব কপার (২) ওলিয়েট অব কপার।

কুপ্রাই এমোনিয়ো সালফাস, ইং এমোনিয়ো সালফেট অব কপার।

কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া, ক্যাটালেপ্সি ও এপিলেপ্সি ইত্যাদি স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ১/৪—১/২ গ্রেণ মাত্রায় আরম্ভ করতঃ ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইতে হয়। প্রমেহ ও শ্বেত প্রদর রোগে ইহার পিচকারীর (১ আউন্স জলে ১ গ্রেণ দ্রব করিয়া) ব্যবস্থা করিলে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

কুপ্রাই ডাইয়্যাসিটাস, ইং ডাইয়্যাসিটেট অব কপার।

পুরাতন ক্ষতে, শটিত ক্ষতে ও উপদংশীয় ক্ষতে, দাহকরূপে প্রযুক্ত হয়।

কক্কাশ, ইং কোচিনিয়্যাল।

আক্ষেপ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যবহারে

হুপিং কফেও বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। (১) টিংচার অব কোচিনিয়াল—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

কার্ডামোমাই সেমিনা, ইং কার্ডামামস।

অগ্নিকারক, উত্তেজক সুগন্ধকারক। ইহা সাধারণতঃ উত্তেজক, পরিবর্ত্তক ও বিরেচক ঔষধ সকলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) কম্পাউণ্ড টিংচার অব কার্ডামামস্, মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

কারুই ফ্রাক্টাস, ইং ক্যারোওয়ে ফ্রুট।

বালক ও স্ত্রীলোকদিগের পেট ফাঁপিলে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ। (১) ক্যারাওয়ে ওয়াটার। মাত্রা ১—২ আউন্স। (২) অয়েল অব ক্যারাওয়ে। মাত্রা ১/২—৬ মিনিম।

ক্যারিওফাইলাম, ইং ক্লোভস।

রৌপ্য, সীসা, রসাঞ্জন ঘটিত লবণ, দস্তা ও লৌহ ইহাদের সহিত ইহার অসম্মিলন। পাকাশয়ের দুর্ব্বলতা জন্য অজীর্ণ রোগ হইলে ইহার ফাণ্ট বা তৈলে উপকার হয়। পেটের ফাঁপেও ইহার ব্যবহার উপকারী। গর্ভাবস্থায় বমন আরম্ভ হইলে ইহার ব্যবহার বমন নিবারণ করে। স্নায়ুশূলে এই ঔষধ প্রযুক্ত হইলে স্থানীয় স্পর্শজ্ঞান অপহরণ করতঃ উপকার দর্শে। ইহার তৈল দন্তক্ষতে উপকার দর্শিয়া থাকে। (১) ইনফিউজান অব ক্লোভস্। মাত্রা ১/২—১ আউন্স (২) অয়েল অব ক্লোভস্—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম।

কোরিয়াণ্ড্রাই ফ্রাক্টাস, ইং কোরিয়াণ্ডার ফ্রুট।

অগ্নি উদ্দীপক, উত্তেজনা ও বায়ু দমনোদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। ইহা

ক্লোরোসিস রোগেও বিশেষ উপকারী। (১) অয়েল অব কোরিয়াণ্ডাই মাত্রা ১/২—৩ মিনিম।

কিউবেবী ফ্রাক্টাস, ইং কিউবেব্‌স।

অর্শরোগে গোলমরিচের বদলে ব্যবহৃত হয়। পুরাতন কাশরোগে, কফঃনিঃসারণ হ্রাস করণোদ্দেশে ব্যবহৃত হয় এবং এতদ্বারা দেহের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে ও মহোপকার সাধন করে। ইহার চুরুট কাশ ও সর্দ্দিতে বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা চূর্ণ করিয়া নস্ত লইলে সর্দ্দিতে বিশেষ উপকার হয়। ইহা শ্বেতপ্রদর ও শুক্রমেহ জনিত স্বপ্নদোষে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। মুত্রাশয় প্রদাহ পুরাতন হইলে সাবধানতার সহিত ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে। প্রষ্টেট গ্রন্থির প্রদাহ পুরাতন হইলে ২০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে ৩ বার প্রয়োগে উপকার হয়। (১) অয়েল অব কিউবেব্‌স্—মাত্রা ৫—২০ মিনিম (শর্করা বা গঁদের মণ্ডের সহিত)। (২) টিংচার অব কিউবেব্‌স্, মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (৩) ফ্লুইড একষ্ট্রাক্ট অব কিইবেব্‌স্ মাত্রা ৩০—৬০ মিনিম। (৪) কিউবেব্‌স্ লোজেঞ্জেস—প্রতি চাক্তি ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর।

ক্যাপ্সিকাই ফ্রাক্টাস, ইং ক্যাপ্সিকাম ফ্রুট।

ইহার চূর্ণ ২।৩ গ্রেণ, রেওচিনি ৫ গ্রেণ, ইপিকাকুয়ানা চূর্ণ ১/২ গ্রেণ এই সব মিলাইয়া একটী বটিকা প্রস্তুত করিয়া আহারের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে সেবন করিলে পাকাশয়ের ক্ষীণতা জন্য অজীর্ণরোগে উপকার দর্শিয়া থাকে। তালু বা গলার মধ্যে গলিত ক্ষতরোগ উপস্থিত হইলে ইহার অরিষ্ট ১/২ ড্রাম, ১/২ পাইণ্ট পোর্ট ওয়াইনের

সহিত মিশ্রিত করিয়া কুলী করিলে উপকার দর্শে। উৎকট জ্বরাদি পীড়ায় শৈত্যাবস্থায় বা অবসন্নাবস্থায় অন্যান্য উত্তেজক ঔষধ সহ উত্তেজক ঔষধরূপে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত সুরাপান করিলে নানা অসুখ জন্মায়, তাহাদের দমনার্থ ক্যাপ্সিকাম পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ বিধেয়। ওলাউঠা রোগে ইহা আফিমের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোগান্তে দুর্ব্বলতার জন্য অগ্নিমান্দ্য রোগে ও অরুচিতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। পুরাতন নিউফ্রাইটিস রোগে ও এলবিউমিনোরিয়া দমনে এমন ঔষধ আর নাই। ২০ মিনিম মাত্রায় ইহার অরিষ্ট প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট সুফল দর্শে। টিংচার ক্যাপ্সিকাই ২ ড্রাম, টিংচুরা ওপিয়াই ডিয়োডোরেটা ১ ড্রাম, স্পিরিট ইথার নাই-ট্রোসাই ২ ড্রাম, স্পিরিট ল্যাভেণ্ডার ১ ড্রাম একসঙ্গে মিশাইয়া এক ডেজার্ট স্পুনফুল মাত্রায় ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর সেবনে সুরাপান লালসার নিবৃত্তি হয়। স্কার্লেটিনা রোগে ২ টেবিলস্পুনফুল ক্যাপ্সিকাম ও ২ চামচ লবণ ভালরূপে মিশাইয়া, ১/২ পাইণ্ট ফুটিত জল তাহাতে মিশাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া তাহার সহিত অর্দ্ধ পাইণ্ট সির্কা মিলাইবে। এই মিশ্রের ১ টেবিলস্পুনফুল ৪ ঘণ্টা অন্তর বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য। অন্ত্রমধ্যে গলিত ও অজীর্ণ মৎস্য মাংসাদি থাকিবার জন্য উদরাময় হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। (১) টিংচার অব ক্যাপ্সিকাম, মাত্রা ৫—১৫ মিনিম (২) ক্যাপ্সিকাম অয়েণ্টমেণ্ট (৩) ইথিরিয়াল টিংচার অব ক্যাপ্সিকাম (৪) ষ্ট্রং টিংচার অব ক্যাপ্সিকাম, মাত্রা ১—৩ মিনিম (৫) লিনিমেণ্ট অব ক্যাপ্সিকাম (৬) অয়েণ্টমেণ্ট অব ওলিয়ো রেজিন অব ক্যাপ্সিকাম।

কেফিনা, ইং কেফিন।

অধিকাংশ শিরঃপীড়ায়, পরিপাক শক্তির ক্ষীণতায়, মানসিক পরিশ্রম জনিত ক্লান্তি নিবারণে, হৃৎপিণ্ড বা যকৃতের বিকার জন্য শোথে মূত্রগ্রন্থির পীড়াতে, হৃৎপিণ্ডের রোগে এবং হৃৎপিণ্ডের দ্বিকপাটীয় রোগে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ (১) কেফিন সাইট্রেট—মাত্রা ২—১০ গ্রেণ (২) এফারভেসেন্ট কেফিন সাইট্রেট—মাত্রা ৬০—১২০ গ্রেণ।

ক্যাম্ফোরা, ইং ক্যাম্ফর।

যাবতীয় জ্বর রোগে, অধিকাংশ যান্ত্রিক প্রদাহে, গ্রীষ্ম জনিত উদরাময়ে, ওলাউঠায়, শিশুদিগের উদরাময়ে, দূষিত বায়ু জনিত উদরাময়ে, আক্ষেপযুক্ত অধিকাংশ স্নায়ুপীড়ায়, স্ত্রীলোকদিগের ঋতুবদ্ধতা বা জরায়ু ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য হেতু আলস্য, শিরঃপীড়া, প্রভৃতি রোগে সুতিকোন্মাদ রোগে, দুশ্চিন্তা জনিত উন্মাদ রোগে, হৃৎপিণ্ডের পীড়ায় জননেন্দ্রিয় ও মুত্রাশয়ের পীড়ায়, প্রসবান্তে যে ব্যথা হয় যাহাকে চলিত কথায় "হেঁতাল ব্যথা" বলে তাহাতে, জরায়ুর ক্যান্সার রোগে, যোনি কণ্ডুয়নে, স্পার্মাটোরিয়ায়, পুরাতন বাত ও কোমরে বাতরোগে, সর্দ্দির প্রথমাবস্থায়, ডিসেকটিং উণ্ডে এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া প্রকাশ পাইলে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ২—৫ গ্রেণ। (১) ক্যাম্ফর ওয়াটার (২) লিনিমেণ্ট অব ক্যাম্ফর (৩) এমোনিয়েটেড লিনিমেণ্ট অব ক্যাম্ফর (৪) স্পিরিট অব ক্যাম্ফর—মাত্রা ৫—২০ মিনিম (৫) কম্পাউণ্ড টিংচার অব ক্যাম্ফর—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, ইং ইণ্ডিয়ান হেম্প (গাঁজা)।

জরায়ু-শৈথিল্য জন্য প্রসবের বিলম্বে, প্রসবান্তে রক্তস্রাবে, বাত

ও স্নায়ুশূলরোগে, রজোধিক্য রোগে, পুরাতন অপ্রবল ওভ্যারাইটিশ রোগে, ডিস্‌মেনোরিয়ায়, প্রমেহ, হৃৎপিংকাসে, শ্বাসকাসে, কোন কোন হিষ্টিরিয়া রোগে, বমন বা ভয় দর্শন জনিত শিরঃপীড়ায়, সফ্‌নি ও ক্যাটালেপ্সি রোগে, যন্ত্রণাযুক্ত পাকাশয় ক্ষতে, মদাত্যয় রোগে, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক ও অতিসার রোগে এবং ওলাউঠায় ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে (১) একষ্ট্রাক্ট অব ইণ্ডিয়ান হেম্প মাত্রা ১/৪—১ ড্রাম (২) টিংচার অব ইণ্ডিয়ান হেম্প—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

কোডাইনা, ইং কোডাইন।

মধুমুত্র রোগে, স্নায়বিক অনিদ্রা রোগে, বাত, ক্যান্সার অথবা যন্ত্রণাদায়ক কাস জন্য অনিদ্রায় ও উদরের বেদনায় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১/৪—২ গ্রেণ।

কোডাইনী—ফস্ফাস, ইং কোডাইন ফস্ফেট।

ব্যবহার কোডাইনের সমতুল্য। মাত্রা ১/৪—২ গ্রেণ।

ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা, ইং ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা।

অগ্নির উদ্দীপনার্থ, বলাধানার্থ, এবং অধিকমাত্রায় বিরেচন ক্রিয়া সাধনোদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) একষ্ট্রাক্ট অব ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা মাত্রা ২—৮ গ্রেণ (২) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (৩) এরোমাটিক সিরাপ অব ক্যাস্কারা মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

কলোসিন্থিডিস পাল্পা, ইং কলোসিন্থ পাল্প।

সংন্যাসাদি শিরোরোগে, শোথ এবং উদরী রোগে, কোষ্ঠবদ্ধতায়

ও অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে বিরেচনার্থে এবং অত্যুগ্রতা সাধিতায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১—৮ গ্রেণ (১) কম্পাউণ্ড একষ্ট্রাক্ট অব কলোসিন্থ—মাত্রা ২—৮ গ্রেণ (২) কম্পাউণ্ড পিল অব কলোসিন্থ, মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ (৩) পিল অব কলোসিন্থ এণ্ড হাইয়োসায়েমাস—মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ।

ক্যালোট্রপিস, ইং ক্যালোট্রপিস।

পরিবর্ত্তক ও বলকারক। মাত্রা ১—১০ গ্রেণ। ১/২—১ ড্রাম মাত্রায় বমনকারক। কুষ্ঠ, উপদংশ, উপদংশীয় ক্ষত, উদরাময়, অতিসার ও পুরাতন বাতরোগে ইহা পরিবর্ত্তক, বলকারক, ঘর্ম্মোৎপাদক সেইজন্য উপকারী হইয়া থাকে। ইহার পত্র চূর্ণ বা ইহা হইতে প্রস্তুত অরিষ্ট সবিরাম জ্বরে প্রয়োগ করিলে জ্বরাগমন প্রায়ই বন্ধ হইয়া থাকে। (১) টিংচার অব ক্যালোট্রোপিস—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

কণ্ডিস ফ্লুইড, ইং পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ সলিউসান।

১আউন্স ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা পরিশ্রুত জলে ২—৪ গ্রেণ পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ দ্রব করিয়া কর্ণের পুঁজ অথবা নাসার মধ্যগত ক্ষত অথবা দুর্গন্ধজনক ক্ষত রোগে ইহার দ্বারা ধৌত করিলে দুর্গন্ধ নষ্ট ও ক্ষত আরোগ্যের সহায়তা করে।

কষ্টিক লোশন।

প্রস্তুত প্রণালী (১) ১০ গ্রেণ কষ্টিক, ১ আউন্স পরিশ্রুত জল বা গোলাপজলে দ্রব করিয়া গলার ঘা বা টনসিল বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করা হয়। (২) ১ আউন্স জলে ১৫।২০ গ্রেণ দ্রব (৩) ১ আউন্স জলে ৪০ গ্রেণ দ্রব করিয়া লইতে হয়। ইহা উগ্র ডিপথিরিয়া প্রভৃতি পীড়ায় ব্যবহৃত

হয়। কষ্টিক লোশন নীল শিশিতে অথবা নীলকাগজাবৃত শিশিতে রাখিতে হয় নচেৎ আলোক দ্বারা লোশন নষ্ট হইয়া যায়।

কার্ব্বলিক অয়েল।

প্রস্তুত প্রণালী—একভাগ কার্ব্বলিক অয়েল, ২৫ ভাগ অলিভ অয়েল (বাদাম তৈল) ও লাইম ওয়াটার একত্রে মিশাইলে কার্ব্বলিক অয়েল প্রস্তুত হয়। পোড়া ঘায়ে এই তৈলে তুলা ভিজাইয়া ক্ষতের উপর লাগাইয়া তাহার উপর তুলা ঢাকিয়া রাখিলে জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে। পরে ক্ষত আরোগ্যের জন্য বোরাসিক অয়েণ্টমেণ্ট ব্যবহার বিধেয়।

ক্রাইনাই রেডিক্স, ইং ক্রাইনাই রুট।

বমন, বিবমিসা আনয়নে ও স্বেদোৎপাদনে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) যুস অব ক্রাইনাম্—মাত্রা ২—৪ ড্রাম। যতক্ষণ না বমন হয় প্রতি ২০ মিনিট অন্তর ব্যবহার চলে। (২) সিরাপ অব ক্রাইনাম—মাত্রা ১—২ ড্রাম।

ক্রামোরিয়ী র‍্যাডিক্স, ইং ক্রামোরিয়া রুট।

চুণের জল, লৌহ ঘটিত লবণ, দ্রাবক, আইয়োডিন, জিলাটীন সংযুক্ত দ্রব সমুদয়, সীসা, শর্করা ইহার সহিত অসম্মিলন। মলদ্বার বিদারণ ক্ষতে ইহার অরিষ্ট জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দিতে হয়, অথবা ইহার অরিষ্ট সাহায্যে মলম প্রস্তুত করিয়া স্থানীয় প্রয়োগ করিতে হয়। ২ অংশ অরিষ্ট ৫ অংশ শূকরের বসা একত্রে মিশাইয়া এই মলম প্রস্তুত হয়। প্রদাহ শূন্য পুরাতন উদরাময় রোগে মাত্র ইহার ব্যবস্থা করা হয়। বহুমূত্র রোগেও ইহার ব্যবহার মন্দ নয়। শরীরের দুর্ব্বলতা ও স্থানীয় শিথিলতা জন্য শ্বেতপ্রদর রোগ জন্মিলে র‍্যাটনির সার ব্যবস্থেয়

এবং ফান্টের পিচকারীও প্রযোজ্য (১) একষ্ট্রাক্ট অব ক্রামোরিয়া—মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ (২) ইনফিউজান অব ক্রামোরিয়া—মাত্রা ১/২—১ আউন্স। (৩) কন্‌সেণ্ট্রেটেড্ সলিউসান অব ক্রামোরিয়া—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (৪) টিংচার অব ক্রামোরিয়া—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (৫) ক্রামোরিয়া লোজেঞ্জ (৬) ক্রামোরিয়া এণ্ড কোকেইন লোজেঞ্জ।

ক্রোকাস, ইং স্যাফ্রণ।

রজঃনিঃসরণার্থ ও বায়ু প্রশমনার্থ ব্যবহৃত হয়। ক্লোরোসিস রোগে ইহার ব্যবহার উপকারী (১) টিংচার অব স্যাফ্রণ—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম (২) সিসারিণ অব স্যাফ্রণ।

গ্যালা, ইং গল্‌স।

ডিসেণ্ট্রি ও অতিসার রোগের শেষাবস্থায় আফিমের সহিত ইহার ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রদাহ হীন উদরাময় রোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার ক্লেদ নিঃসরণের ক্ষমতা অদ্বিতীয় বলিয়া পুরাতন শ্বেতপ্রদর ও প্রমেহ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্থানীয় শৈথিল্য যুক্ত রক্ত প্রদরে ইহার কাথের পিচকারী বিশেষ উপকারী। ইণ্টারমিটেণ্ট ফিবার দমনেও ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রদাহ হীন অর্শঃরোগে অহিফেন সহ ইহার মলম প্রযুক্ত হইয়া থাকে। (১) গল অয়েণ্ট-মেণ্ট (২) গল এণ্ড ওপিয়ম অয়েণ্টমেণ্ট (৩) এসিডাম ট্যানিকাম (৪) এসিডাম গ্যালিকাম।

গ্রাণেটাই কর্টেক্স, ইং পোমিগ্রাণেট বার্ক।

ইহা সঙ্কোচক, কুমীর জন্য ও পিচকারীতে ইহার কাথ ব্যবহৃত হয়।

ইহা ক্রিমিনাশক, (১) ডিকক্সান অব পোমিগ্রাণেট বার্ক—মাত্রা ১/২—২ আউন্স।

গোয়েসাই লিগ্নাম এট্ রেজিনা, ইং গোয়েকাম উড এণ্ড রেজিন।

রজঃলোপ রোগে বিশেষ উপকারী। জরায়ুর বিকৃতি না ঘটিয়া কষ্টরজঃ রোগের পুরাতনাবস্থায় ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু রোগী যেন বাতগ্রস্ত না হয়। ফাইব্রাস টিস্যুতে বাত হইলে ইহার মিশ্র উপকারক। (১) গোয়েকাম মিকশ্চায়—মাত্রা ১/২—১ আউন্স। (২) এমোনিয়েটেড টিংচার অব গোয়েকাম—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (৩) গোয়েকাম রেজিন লোজেঞ্জ।

গ্যালবেনাম, ইং গ্যালবেনাম।

হিষ্টিরিয়া, উদরাধ্মান, আধ্মান ও শূলরোগে এবং পুরাতন কাস রোগে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ: (১) কম্পাউণ্ড পিল অব গ্যালবেনাম মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ।

গাইনোকর্ডারী সেমিনা, ইং চালমুগরা সীড্স্।

বিবিধ চর্ম্ম রোগে, কুষ্ঠরোগে উপকারী। যক্ষ্মা, সোরায়েসিস, এক-জিমা রোগেও ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে। মাত্রা চূর্ণ ৫ গ্রেণ, দিনে তিনবার প্রযোজ্য; ক্রমবর্দ্ধিত মাত্রায় বিবমিষা উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্যবহার করা উচিত।

গাঁদাল বা গন্ধভাদুলে।

বাতরোগে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ হয়। উদরাময় ও অজীর্ণ

রোগে ইহার ঝোল খাইলে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়। (১) ইহার ক্কাথও ব্যবহৃত হয়।

গুলার্ডস্ লোশন (ল্যাটিন) লাইকার প্লাম্বাই অব এসিটেটিস ডাইলিউটস্।

আঘাত জনিত বেদনা ও ফুলা নিবারণার্থ এই লোশন দ্বারা বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া আহত স্থানে প্রয়োগ করিতে হয়। প্রস্তুত প্রণালী—লাইকার প্লাম্বাই সাব এসিটেট ২ ড্রাম, রেক্টিফাইড স্পিরিট ৩ ড্রাম ও জল ১৯৷৷০ আউন্স।

চিমা ফাইল, ইং উইন্টার গ্রীণ।

শোথ ও উদরী রোগে প্রস্রাব বৃদ্ধি করিয়া প্রভুত উপকার সাধন করে। মূত্রাশয় প্রদাহ, মূত্রগ্রন্থি প্রদাহ ও মূত্র যন্ত্রের অপরাপর রোগে ও স্ক্রফিউলা রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। প্রত্যুগ্রতা সাধন জন্য পুরাতন বাতরোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। এলবিউমিনোরিয়া রোগে প্রস্রাবের অল্পতায় এবং রক্তপ্রস্রাব হইলে ইহার ক্কাথে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। ডিককৃসান অব উইন্টার গ্রীণ—মাত্রা ২—৩ আঃ।

চিরেটা, ইং চিরেটা।

অগ্ন্যুদ্দীপক ও বলকারক। জেনশিয়ানের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে (১) ইনফিউজান অব চিরেটা—মাত্রা ১/২—১ আঃ, (২) কনসেনট্রেটেড সলিউসান অব চিরেটা—মাত্রা ১/২—২ ড্রাম, (৩) টিংচার অব চিরেটা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম, (৪) এসেন্স অব চিরেটা—মাত্রা ১—২ ড্রাম।

জ্যাম্বাল, ইং ইণ্ডিয়ান অলস্পাইস্।

মুত্রস্তম্ভ রোগে ও প্রস্রাবের অল্পতায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার রস; অগ্ন্যুদ্দীপক, বায়ুনাশক ও মুত্রকারক। ইহার ছাল সঙ্কোচক। উদরাময় আমাতিসার ও রজোধিক্য রোগে ইহার ছালের ক্বাথ প্রয়োগে যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। মাড়ীক্ষতে ও মাড়ীর শিথিলতায় কুলীরূপে ইহার ক্বাথ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছাগী দুগ্ধের সহিত ইহার পত্রের রস আমাশয়ের মহৌষধ। মধুমেহ রোগে শ্বেতসার জনিত পদার্থ শর্করায় পরিণত হইয়া প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং ইহাতে শরীরের অনিষ্ট সাধিত হয়। ইহার বীজচূর্ণ ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় কিছুদিন নিয়মিত ব্যবহারে ইহা দমিত হইয়া থাকে। (১) বীজচূর্ণ—মাত্রা ৫—৪০ গ্রেণ, (২) পত্রের রস—মাত্রা ১/২—২ আঃ।

জেন্‌শিয়েনী র‍্যাডিক্স, ইং জেনশিয়েন রুট।

রোগান্তে দুর্ব্বলতায় ও অজীর্ণ রোগে ইহার ব্যবহারে উপকার হইয়া থাকে। তবে জ্বর বা অন্ত্রের মধ্যে প্রদাহ থাকিলে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। জরায়ু স্কন্ধ প্রণালী সরু হইলে এই রুটের একখণ্ড আবশ্যক মত সরু করিয়া জরায়ুমুখে প্রবেশ করাইলে রস শোষণ করিয়া উহা ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে জরায়ুমুখ ও প্রণালীকে ফুলাইতে থাকে। (১) এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব জেনশিয়েনী—মাত্রা ২—৮ গ্রেণ (২) কম্পাউণ্ড ইনফিউজান অব জেনশিয়েনী—মাত্রা ১/২—১ আঃ, (৩) জেনশিয়েন মিকশ্চার—মাত্রা ১/২—১ আঃ।

জিন্সাই সাল্‌ফাস, ইং সাল্‌ফেট অব জিঙ্ক।

সীসা, শর্করা, ক্ষার, কার্ব্বনেট, উদ্ভিজ্জ, সঙ্কোচক ও নাইট্রেট অব সিল—

ভার এই সব দ্রব্যের সহিত ইহার অসম্মিলন। পুরাতন ক্ষতে অধিক পুঁজ জন্মাইলে এবং অঙ্কুর সকল শিথিল ও দীর্ঘাকৃতি বিশিষ্ট হইলে ইহা দ্বারা ধৌত করিলে উপকার দর্শিয়া থাকে। ক্যানসার ক্ষতে ইহার দাহিকা শক্তি মহদুপকার সাধন করে। দগ্ধ সালফেট অব জিঙ্ক জলশূন্য গন্ধক দ্রাবকের সহিত মাড়িয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শীঘ্রই আরোগ্য হয়। জল-দোষ রোগে ইহার ১ ড্রাম ১ পাইন্ট জলে মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা ব্যব-হার করিতে হয়। একৃনি প্যাঙ্কটেটা বা ফলিকিউলোরিস রোগে সাল-ফেট অব জিঙ্ক ২৪ গ্রেণ, লাইকার পটাশি ৩ ড্রাম মিশাইয়া তাহারই ৩০ মিনিম দিনে ২ বার ব্যবহার করিলে শীঘ্রই আরোগ্য হওয়া যায়। প্রমেহ রোগে ১ আঃ জলের সহিত ইহার ১—৫ গ্রেণ পরিমাণে মিশাইয়া পিচ-কারী করিলে উপকার হয়। ইহার সহিত অল্প গ্লিসারিণ বা লাইকার প্লাম্বাই সাব এসিটেটিস মিলাইয়া লইলে আরও ফলদায়ক হয়। শ্বাস, কাস, পর্য্যায় জ্বর, টাইফয়েড জ্বর এবং কোরিয়া রোগে ইহা বিশেষ উপ-কার দর্শাইয়া থাকে। বিষপানকারীকে বমনোদ্দেশে ইহা অধিক ব্যব-হৃত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে ২০—৩০ গ্রেণ মাত্রায় গরমজলে মিশা-ইয়া প্রয়োগ করা হয়। (১) জিঙ্ক ওলিয়েট অয়েণ্টমেণ্ট।

জিঙ্কাই এসিটাস, ইং জিঙ্ক এসিটেট।

পুরাতন প্রমেহ ও শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার ২—৪ গ্রেণ ১ আঃ জলের সহিত মিশাইয়া পিচকারী দ্বারা ব্যবহার করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে সালফেট অব জিঙ্ক ৬ গ্রেণ, লাইকার প্লাম্বাই অব এসিটেটিস ডায়লিউটাস ৪ আঃ মিশ্রিত করিয়া পিচ-কারীতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। চক্ষুর প্রদাহ উপস্থিত হইলে ইহার কলিরিয়ম বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

জিন্সাই ক্লোরাইডাম, ইং জিঙ্ক ক্লোরাইড।

মলদ্বারের নিকটস্থ স্থানে, জিহ্বায়, মাড়ী প্রভৃতিতে অস্ত্র চিকিৎসা করিবার সময় এবং অন্যান্য নানা প্রকার অস্ত্র চিকিৎসায় ইহার দ্রব বিলক্ষণ উপকারী। এই দ্রব প্রস্তুত করিতে হইলে ১ আঃ জলে ৪০ গ্রেণ ক্লোরাইড মিশাইতে হয়। কান্‌সার হইলে ক্ষত দগ্ধ করিবার জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহারে প্লাষ্টার অব প্যারিস অথবা গম চূর্ণের সহিত মিশাইয়া প্রয়োগ করিতে হয়। লুপাস রোগে এবং পুরাতন ক্ষতে যদ্যপি ক্ষতের পার্শ্ব ও অভ্যন্তর যথেষ্ট কঠিন হইয়া উঠে, তাহা হইলে ক্লোরাইড অব জিঙ্ক ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ১ আঃ জলে ১ গ্রেণ ক্লোরাইড অব জিঙ্ক দ্রব করিয়া ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর পিচকারী দ্বারা ব্যবহার করিলে প্রমেহ রোগ আশু প্রশমিত হয়। দন্তক্ষতে দন্তের গহ্বরের মধ্যে, ইহার সহিত প্লাষ্টার অব পারিস মিশাইয়া একখণ্ড মোমের অগ্রভাগে করিয়া উঠাইয়া চাপিয়া ধরিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায়। (১) সলিউসান অব ক্লোরাইড অব জিঙ্ক (২) কলোডিয়াম জিন্‌সাই ক্লোরিডাই (৩) পেষ্টা জিন্‌সাই ক্লোরিডাই।

জিন্সাই অক্সাইডাম, ইং জিঙ্ক অক্সাইড।

হিষ্টিরিয়া, কোরিয়া ও মৃগী রোগে, হুপিং কফে এবং স্নায়বিক বাত রোগে ইহা বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ। গ্লিট, প্রমেহ ও শ্বেতপ্রদর রোগে ১ পাইণ্ট জলে ইহার অর্দ্ধ আঃ দ্রব পিচকারী সাহায্যে প্রয়োগ করিতে হয়। শুষ্ক মেহ রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী। বালকদিগের উদরাময় রোগে ইহার ২—৪ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। অতিসার রোগে এবং পুরাতন উদরাময়েও

ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ হইয়া থাকে। একজিমা রোগে নিম্নলিখিত মলম বিশেষ উপকারী।

অক্সাইড অব জিঙ্ক ২৫, শ্বেতসার ২৫, সালিসিলিক এসিড ২, ভেসিলিন ৫০, একত্র মিশাইয়া এই মলম প্রস্তুত হয়। এই মলমকে লেপার্স পেষ্ট ও বলে। ২ গ্রেণ মাত্রায় আহারান্তে ব্যবহার করিলে পুরাতন মদাতঙ্ক রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে; তবে রোগীর সুরাপান করা নিষিদ্ধ। মাত্রা ৬—৮ গ্রেণ ক্রমবর্দ্ধিত মাত্রায় ব্যবহার্য্য। ৫—২০ গ্রেণ মাত্রায় দিনে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ জনিত শ্বাস কাসে এবং বয়ঃক্রমানুযায়ী ১—৩ গ্রেণ মাত্রায় হেনবেন্ বা বেলেডোনা সারের সহিত প্রযুক্ত হইলে হুপিং কফ রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। (১) জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট, (২) ওলিয়েট অব জিঙ্ক (৩) পাউডার অব ওলিয়েট অব জিঙ্ক।

জিন্সাই ভেলিরিয়েনাস, ইং জিঙ্ক ভেলিরিয়েনেট।

মৃগী রোগে অন্যান্য জিঙ্ক ঘটিত ঔষধ অপেক্ষা ইহাই শ্রেষ্ঠ। অল্প-মাত্রায় আরম্ভ করিয়া মাত্রা ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত করিতে হয়। স্বাভাবিক ঋতু বন্ধ হইবার পর কোরিয়া কিম্বা হিষ্টিরিয়ার প্রকাশ পাইলে এবং নিউরাল-জিয়া রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। (১) ব্রোমাইড অব জিঙ্ক, মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ। (২) বোরেট্ অব জিঙ্ক (৩) সায়েনাইড অব জিঙ্ক—মাত্রা ১/১০—১ গ্রেণ, [৪] মার্কিউরো জিঙ্ক সায়েনাইড [৫] সায়েনাইড অব জিঙ্ক এণ্ড পোটাসিয়াম—মাত্রা ১/১০—১ গ্রেণ, (৬) ল্যাক্টেট অব জিঙ্ক—মাত্রা ৩—৩০ গ্রেণ, (৭)নাইট্রেট অব জিঙ্ক, [৮] ফস্ফাইড অব জিঙ্ক—মাত্রা ১/১০—১/৩ গ্রেণ, (৯) পারম্যাঙ্গানেট অব জিঙ্ক, (১০) সালফাইট অব জিঙ্ক, (১১) সালফোকার্ব্বনেট্ অব জিঙ্ক, (১২) জিন্সাই সালফোইক্ থাইয়োলাস।

জিঞ্জিবার, ইং জিঞ্জার।

পেটের ফাঁপ ও শূল বেদনায় ইহার অরিষ্ট উপকারী। শিররোগে ইহার পলস্ত্রা কপালে লাগান হয়। দন্তের বেদনায় লালা নিঃসরণের জন্য শুঁঠ চিবাইতে দেওয়া হয়। নিকট দৃষ্টি রোগে ইহার উগ্র অরিষ্ট (চূর্ণ ১ ভাগ পরীক্ষিত সুরা ২ ভাগ) কপালে মালিশ করিলে এই রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। (১) টিংচার অব জিঞ্জার—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

টার্মিনেলিয়া বেলিরিকা, ইং বেলিরিক মাইরো ব্যালান্স (বহেড়া)।

উদরাময় ও শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার ক্বাথ পিচকারী দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্ত প্রস্রাব রোগেও ইহার ক্বাথের স্থানীয় প্রয়োগ সুফলদায়ক। গলক্ষতে শুষ্ক ফল ভাজিয়া মুখে রাখিলে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। কাস, স্বরভঙ্গ, গলনালীর পীড়া, অজীর্ণ এবং পিত্ত জনিত শিরঃপীড়ায় ইহার বীজের শাঁস উপকারী। কাস, গলক্ষত, স্বরভঙ্গ রোগে, বালহরিতকী, লবঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বহেড়া ও পিপুল সমভাগে লইয়া অবলেহ রূপে ব্যবহার করিতে হয়। (১) ক্বাথ, (২) বীজকোষচূর্ণ।

টাইকোটিস ফ্রাক্টাস, ইং আজোয়ান ফ্রুট।

অজীর্ণ, পেটফাঁপা, ও শূল বেদনায় ইহার ব্যবহারে উপকার দর্শিয়া থাকে (১) আজোয়ান বা ওমাম ওয়াটার—মাত্রা ১—২ আঃ।

টর্মেন্টিলা, ইং টর্মেন্টিল।

উদরাময় ও পুরাতন অতিসার রোগে ইহার ক্বাথ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মাড়ী বা মুখের ক্ষতেও ইহার কাথ কুলীরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফিট কারী সংমিশ্রিত ইহার কাথ দ্বারা পিচকারী লইলে শ্বেত প্রদর আরোগ্য হয়। (১) ডিককৃসান অব টর্মেণ্টীল—মাত্রা ১—২ আঃ।

টাইন্‌স্‌পোরা, ইং টাইন্‌স্‌পোরা!

রোগান্তে দুর্ব্বলতায়, উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায়, পুরাতন বাত রোগে এবং সাধারণ সপর্য্যায় জ্বরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) ইনফিউজান অব টাইনস্পোরা—মাত্রা ১/২—১ আউন্স। (২) কনসেণ্ট্রেটেড্ সলিউসান অব টাইনস্পোরা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম (৩) টিংচার অব টাইনস্পোরা মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

টৌড্যালিয়া, ইং টৌড্যালিয়া।

রোগান্তে দুর্ব্বলতার প্রতিষেধক ও উত্তেজক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) ইন্‌ফিউজান অব টোড্যালিয়া—মাত্রা ১—২ আঃ। (২) কনসেণ্ট্রেটেড সলিউসান অব টোড্যালিয়া—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

টেরিবিন্থিনী চায়া, ইং চায়েন টার্পেণ্টাইন।

পুরাতন গ্লীট রোগে ও প্রষ্টেট গ্রন্থির পুরাতন প্রদাহে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ব্যতীত জরায়ু সম্বন্ধীয় ক্যান্‌সারে চায়েন টার্পেণ্টাইন ৩ গ্রেণ, গন্ধক ২ গ্রেণ এর সহিত বটিকাকারে প্রযুক্ত হইলে শীঘ্র রোগ আরোগ্য হয়। (১) মিকশ্চার অব চায়েন টার্পেণ্টাইন (২) পিল অব চায়েন টার্পেণ্টাইন মাত্রা ১—২ বটীকা ৪ ঘণ্টা অন্তর (৩) পিল অব টার্পেণ্টাইন এণ্ড জিঙ্ক—মাত্রা ১—৩ বটীকা।

ডাইয়স্পাইরাই ফ্রাক্টাস, ইং ডাইয়স্পাইরাস্ ফ্রুট (গাব)।

কোন স্থান মচ্‌কাইয়া গেলে অথবা থেঁতলাইয়া গেলে বাহ্যিক প্রয়োগ

রূপে ইহার রস ব্যবহৃত হয়। ইহার সার—অতিসার ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার ২ ড্রাম ১ পাইণ্ট জলে দ্রব করিয়া পিচকারী দ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) একষ্ট্রাক্ট অব ডাইয়সপাইরাস—মাত্রা ১—৫ গ্রেণ দিবসে তিনবার সেব্য।

ডালকামারা, ইং ডাল্‌কামারা।

বাত ও পুরাতন চর্ম্ম রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) ইনফিউজান অব ডাল্‌কামারা—মাত্রা ১—৪ আঃ। (২) তরলসার মাত্রা ৩০—৬০ মিনিম।

নেক্টাণ্ড্রী কর্টেক্স, ইং বেবিরু বার্ক।

এই বার্কের এখন আর ব্যবহার দেখা যায় না, তৎপরিবর্ত্তে ইহার বীর্য্য বেবিরিয়াই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পর্য্যায় নিবারণ করিতে ও বলাধান করিতে ইহা অতীব ফলপ্রদ।

নাইট্রো গ্লিসিরাইনাম (কুঁচিলা)।

তরুণ সেরিব্রাল এনিমিয়া রোগে, এগিউ জ্বরে শীতাবস্থা দমনে, ওলাউঠা ও টাইফয়েড জ্বরের কোল্যাপ্স অবস্থায়, ইউরিমিয়া জন্য দ্রুতাক্ষেপে, তরুণ মুত্রগ্রন্থি প্রদাহে এবং হৃৎশূল, স্নায়ুশূল, শ্বাসকাস, মাথাঘোরা, সূতিকাক্ষেপ, মৃগী, সী-সিকনেশ ইত্যাদি পীড়ায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১/২০০—১/৫০ গ্রেণ, (১) সলিউসান অব টাইনিট্রিন—মাত্রা ১/২—২ মিনিম, (২) টাইনিট্রিন ট্যাবলেট—মাত্রা ১ বা ২ চাক্তি।

নক্সভমিকা, ইং নক্সভমিকা।

পক্ষ্যাঘাত রোগে, পুরাতন অজীর্ণ রোগে, পাকাশয় ও বক্ষশূল রোগের যাতনায়, অতিসারে, উদরাময়ের শাশশূল রোগে ও অন্ত্র পেশীর অনিয়মিত ক্রিয়া জন্য উদরশূলে, মুত্রকৃচ্ছ রোগে, প্রোল্যাপ্স রেক্‌টাই রোগে, কোন কোন পক্ষ্যাঘাতে, দুর্ব্বলতা যুক্ত অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘুর্ণন সহ শিরঃশূল রোগে, হৃৎপিণ্ডের মেদযুক্ত অবস্থায়, রজঃ কৃচ্ছ্র রোগে, সেরিব্র্যাল রক্তাল্পতায়, এঞ্জাইনা পেক্টোরিস রোগে হস্ত পদের রক্তস্রাব নিবারণে, সর্প দংশনে, যক্ষ্মা, শ্বাসকাস, ব্রঙ্কাইটিস, শুক্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ রোগে, স্নায়ুশূল রোগে, অত্যধিক সুরাপান জন্য দেহের কম্পনে এবং কোরিয়া ও মৃগীরোগে ব্যবহৃত হয়। (১) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব নক্সভমিকা—মাত্রা ১-৩ মিনিম। (২) একষ্ট্রাকৃট অব নক্সভমিকা—মাত্রা ১/৪—১ গ্রেণ, (৩) টিংচার অব নক্সভমিকা—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

পাইক্রোরাইজা, ইং পাইক্রোরাইজা (কট্‌কী)।

তিক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক ও পর্য্যায় নিবারক। ইহা জ্বর, পিত্তাধিক্য এবং শ্বাসকাস রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জ্বরের সহিত পিত্তাধিক্য ও অজীর্ণ দোষ থাকিলে কিস্‌মিস্, যষ্টিমধু ও নিমের ছালযোগে ইহার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেই ক্বাথ প্রয়োগ করিতে হয়। সাধারণ অজীর্ণ দোষ ও রক্তাতিসার রোগে ইহা ১০—২০ গ্রেণ মাত্রায় সুগন্ধি ঔষধ দ্রব্যের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। স্রাব অল্প হইলে, কোষ্ঠকাঠিন্যে, শিশুদিগের অন্ত্রক্রিমি রোগে ইহার মত উপযোগী ঔষধ আর নাই। (১) লিকুইড একষ্ট্রাকৃট অব পাইক্রোরাইজা—মাত্রা ২০—৬০ মিনিম, (২) টিংচার অব পাইক্রোরাইজা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

প্লাম্বাই নাইট্রাস, ইং নাইট্রেট অব লেড।

দুষ্ট ক্ষতে দুর্গন্ধ ও পচন নিবারণার্থ এবং বহুবিধ চর্ম্মরোগে চর্ম্ম সঙ্কুচিত ও শুষ্ক করিবার জন্য জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুচুক্ষতে ও চুচুক বিদারণে নাইট্রেট অব লেডের দ্রব মহৌষধ; এই জন্য ১০ গ্রেণ নাইট্রেট অব লেড ১ আউন্স গ্লিসারিণে দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার প্রয়োগে হস্ততল ও ওষ্ঠের ফাটাও সারে। কিন্তু প্রয়োগের সময়ে তীব্র জ্বালা অনুভূত হয়।

প্লাম্বাই ক্লোরাইডাম, ইং ক্লোরাইড অব লেড।

ক্যানসার ক্ষত বা অপরাপর দুষ্ট ক্ষতে স্থানীয় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

প্লাম্বাই ট্যানাস, ইং ট্যানেট অব লেড।

বেডসোর (রুগ্নাবস্থায় অধিকদিন শয্যাগত থাকিলে অতি দুর্ব্বলতার জন্য শয্যায় লাগিয়া শরীরে যে ঘা হয়) ও পুরাতন ক্ষতাদিতে ইহার মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পেপসিনাম, ইং পেপসিন।

ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ইহার অম্লযুক্ত চুড়ান্ত দ্রব তুলি করিয়া প্রত্যেক ঘণ্টায় স্থানীয় প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শিশুদিগের অজীর্ণজনিত উদরাময়ে এবং গর্ভাবস্থায় বমনোদ্রেক রোগে ইহা বিলক্ষণ উপকারী। পাচক রসের অল্পতা হেতু অজীর্ণরোগ ও আনুসঙ্গীক পেটের পীড়ায় আবশ্যকমত মর্ফিয়া, ষ্ট্রীকনিয়া, বিস্‌মাথ আইয়োডাইড অব আয়রণ প্রভৃতি ঔষধের সহিত ইহা ব্যবহৃত হইলে বিশেষ উপ-

কার পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত রক্তহীনতায়, শ্বাসকাসে ও শিশুদের উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপকারী। প্রয়োগের মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। (১) গ্লিসারিণ অব পেপসিন—মাত্রা ১—২ ড্রাম। (২) গ্লিসারিনাম্ পেপসিনী এসিডাম্—মাত্রা ১—২ ড্রাম। (৩) লাইকার পেপটিকাস্—মাত্রা ১—২ ড্রাম জলের সহিত সেব্য। (৪) পেপসিম্ এমিলেশিয়া—মাত্রা ৫—১৫ গ্রেণ। (৫) ট্যাবেলী পেপসিন—মাত্রা ১—২ চাক্তি আহার কালীন সেব্য। (৭) ট্যাবেলী পেপসিন এট্ বিসমাথ্—মাত্রা ১—২ চাক্তি। (৭) ভাইসাম পেপসিন—মাত্রা ১—২ ড্রাম আহার কালীন সেব্য।

পাইমেণ্টা, ইং পাইমেণ্টা।

মন্দ গন্ধযুক্ত ঔষধের গন্ধনাশ করিতে, বলকারক ঔষধের শক্তি বৃদ্ধি করিতে এবং বিরেচক ঔষধের উগ্রতা হ্রাস করিতে ইহা অন্যান্য ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। (১) পাইমেণ্টা ওয়াটার। (২) অয়েল অব পাইমেণ্টা—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম।

পাইপার নাইগ্রাম, ইং ব্ল্যাক পিপার।

পর্য্যায় জ্বরে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। ব্রণাদিতে ইহার প্রলেপ প্রত্যুগ্রতা সাধন করিয়া উপকারী হইয়া থাকে। প্রমেহ রোগে কাবাবচিনির পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। ওলাউঠার প্রথমাবস্থায় গোলমরিচ চুর্ণ ১ গ্রেণ, হিং ১ গ্রেণ, ও কর্পূর ২ গ্রেণ একসঙ্গে মিলাইয়া তদ্বারা বটিকা প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। গোলমরিচখণ্ড ১—২ গ্রেণ মাত্রায় ৩।৪ মাস কাল সেবন করিলে দুর্ব্বল ও বৃদ্ধের অর্শ পীড়ায় এবং স্থানীয়

শিথিলতাজাত সরলান্ত্র নির্গমন পীড়ায় বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহার ক্যান্টের কুলী তালুর শিথিলতা দূর করে। নিকট দৃষ্টিরোগে ইহার উগ্র অরিষ্ট কপালে প্রযুক্ত হইলে বহু উপকার হইয়া থাকে। (১) কনফেকৃশন্ অব পিপার—মাত্রা ৬০—১২০ গ্রেণ।

পাইপার লিঙ্গাম, ইং লং পিপার (পিপুল)।

পেট ফাঁপিলে বা শূলরোগ উপস্থিত হইলে পিপুল, শুঁঠ ও কৃষ্ণমরিচ সমানাংশে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। শ্বাস যন্ত্রের নানাপ্রকার পীড়ায়, অজীর্ণরোগে, পুরাতন কাসে, বাতরোগে, কোমরে বাতজনিত বেদনায় এবং প্লীহা বৃদ্ধিতে ইহা পরিবর্ত্তক ও বলকারক বলিয়া উপকার দর্শিয়া থাকে। (১) পাইপারীন—মাত্রা ১—১০ গ্রেণ।

ফস্ফারাস, ইং ফস্ফারাস।

উত্তেজক, মুত্রকারক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক, ও কামোদ্দীপক। মাত্রা—১/১৬০—১/২৫ গ্রেণ। তৈল বা ইথার দ্রব করিয়া ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ধ্বজভঙ্গরোগে, ইন্টারকোষ্টাল ও ট্রাইজিমিন্যাল স্নায়ুশূলরোগে, স্নায়ুতন্তুর ক্ষীণতাজনিত স্নায়ুশূল রোগে, মৃগীরোগে, রামোলিস্‌মরোগে, মদ্যপানজনিত পুরাতন রোগে, রিকেট্‌স্ রোগে, হৃদরোগে, এঞ্জাইনা পেক্টোরিস রোগে এবং গলগণ্ড রোগে সবিশেষ ফলদায়ক। (১) (১) ফস্ফরেটেড্ অয়েল—মাত্রা ১—৫ মিনিম। (২) ফস্ফরাস পিল—মাত্রা ১—৪ গ্রেণ।

ফেনিফিউলাই ফ্রাক্টাস, ইং ফেনেল ফ্রুট (পানমৌরী)।

ইহা অগ্নিবৰ্দ্ধক, উত্তেজক ও বায়ুনাশক। মাত্রা ৫—১০ মিনিম।

ফাইটালক্কীবাক্কা, ইং পোকবেরি।

বিবমিষা প্রদায়ক, বমনকারক, বিরেচক, পরিবর্ত্তক, প্রবল পিত্তঃ নিঃসারক, উপদংশ ও স্কার্ভিনাশক।

ফাইকাস, ইং ফিগ্‌স (ডুম্বুর)।

ইহা পোষক, মৃদুবিরেচক ও স্নিগ্ধকারক।

কার্ব্বাইটিস সেমিনা, ইং কালাদানা সীড্‌।

ইহা বিরেচক, কোষ্ঠবদ্ধতা রোগে, উদরী ও শোথ রোগে, এবং মস্তিষ্ক বিকারে উপকার দর্শিয়া থাকে। মাত্রা চূর্ণ ১৫—৩০ গ্রেণ। (১) এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব কালাদানা—মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ। (২) টিংচার অব কালাদানা—মাত্রা ১/২—২ ড্রাম। (৩) কম্পাউণ্ড পাউডার অব কালাদানা—মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ। (৪) রেজিনা অব কালাদানা—মাত্রা ৪—১০ গ্রেণ।

ফ্রাক্টাস টেরিট্রিস, ইং গোক্ষুরা ফ্রুট।

ইহা কামোদ্দীপক, মুত্রকারক, স্নিগ্ধকারক ও বলকারক। মাত্রা চূর্ণ ১০—৩০ গ্রেণ।

ফেল বভিনাম্‌ পিউরিফিকেটাম্‌, ইং পিউরিফায়েড অক্সবাইল।

ইহা বিরেচক, ক্রিমিনাশক, পিত্তনিঃসারক, মুত্রকারক, বমনকারক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক। মাত্রা—৫—১৫ গ্রেণ।

ফিলিক্সমাস, ইং মেলফার্ণ।

টেপ ওয়ার্ম বা ফিতার ন্যায় ক্রিমি রোগে ইহা বিশেষ উপকার করে। সকালে কিছু খাইবার পূর্ব্বে (শূন্য পাকস্থলীতে) এই ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। (১) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব মেলফার্ণ—মাত্রা ১৫—৩০ মিনিম। ব্যবহারের একঘণ্টা পরে ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবস্থা করিতে হয়।

ফিনাসিটীনাম, ইং ফিনাসিটিন।

ইহা উত্তাপহারক, জ্বরঘ্ন ও বেদনা নিবারক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ফিনাজোনাম্, ইং ফিনাজোন।

ইহাকে ডাইমিথিল অক্সিচিনিসিন, ফেনিল ডাইমিথিল আইসোপাইরোজোলান এবং সচরাচর এণ্টিপাইরিণ নামে অভিহিত করা হয়। ইহা স্থানীয় চৈতন্যাপহারক, বেদনা নিবারক, জ্বর দমন কারক এবং কেহ কেহ ইহাকে ভুক্ষরোধক বলিয়াও থাকেন।

ফিউকাস ভেসিকিউলাস, ইং ব্লাডার র‍্যাক্।

ইহা মেদাধিক্য রোগে মেদের হ্রাস করিয়া থাকে। (১) এক্সট্রাক্ট অব ব্লাডার র‍্যাক—মাত্রা ৩—৫ গ্রেণ। (২) ফ্লুইড এক্সট্রাক্ট অব ব্লাডার র‍্যাক—মাত্রা ১/২—২ ড্রাম।

ফিরাম রিডাক্টাম, ইং রিডিউষ্ট আয়রণ।

রক্তহীন অবস্থায়, কোরিয়া ও প্লীহা রোগে বটীকাকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ। (১) রিডউষ্ট আয়রণ লোজেঞ্জ

ফেরি আর্সেনাশ, ইং আয়রণ আর্সেনেট।

ইহা হার্পিজ, কোরণ্ড, গোদ, সোরোয়েসিস্‌, একজিমা, লুপাস ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। মাত্রা ১/১৬—১/৪ গ্রেণ। আয়রণ আর্সেনেট ৩ গ্রেণ, যষ্টিমধু চূর্ণ ।৷০ অর্দ্ধড্রাম, কমলার পাক প্রয়োজন মত এই তিন বস্তু উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ ৪৮টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ একটী করিয়া বটিকা প্রয়োগ করাই বিধি।

ফেরি কার্ব্বনাশ স্যাক্কারেটাস, ইং স্যাক্কারেটেড আয়রণ কার্ব্বনেট।

মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ। (১) কম্পাউণ্ড মিকশ্চার অব আয়রণ—পুরাতন কাসে ইহা ১—২ ড্রাম মাত্রায় ব্যবহার করিলে কফঃনিঃসরণ লাঘব করে, দেহ বলিষ্ঠ হয়। তবে ইহার সহিত ১ আঃ বাদামতৈল মিশ্রিত করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করিতে হয়। ব্রাইট্‌স্‌ রোগে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। ১—৩ ড্রাম মুসব্বরের কাথ সহ ভোজনের ২।৩ ঘণ্টার পর সেবন করিলে রক্তের অভাব জনিত দুর্ব্বলতাজাত মৃগীরোগে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। ক্লোরোসিস্‌ ও রজঃস্তম্ভ রোগে, রক্তহীনতায় ও তজ্জনিত কোষ্ঠকাঠিন্যরোগে ও যক্ষ্মারোগে ইহার ব্যবহারে শরীরে রক্তের সঞ্চার করিয়া রোগের বিলক্ষণ উপশমতা আনয়ন করিয়া থাকে।

ফেরি এট এমোনিয়াই সাইট্রাস, ইং আয়রণ এণ্ড এমোনিয়াম সাইট্রেট।

স্ক্রফিউলা ও টেবিজ মেসেন্টেরিকা পীড়ায় ১—৩ গ্রেণ মাত্রায় শর্করা পাকের সহিত প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার হয় এবং শিশু-

দের রোগান্তে দুর্ব্বলতা ও রক্তাল্পতার 'অভাব দূরীকরণার্থে ক্যালাম্বার সহিত ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। (১) ওয়াইন অব আয়রণ সাইট্রেট্—মাত্রা ১—৪ ড্রাম।

ফেরি এট কুইনাইন সাইট্রাস, ইং আয়রণ এণ্ড কুইনাইন সাইট্রেট।

দেহে রক্ত এবং বল সঞ্চারের জন্য এবং পর্য্যায় নিবারণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। স্ত্রীলোক এবং দুর্ব্বল লোকের পক্ষে এমন ঔষধ আর নাই। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ফেরি হাইপোফস্ফিস, ইং হাইপোফস্ফাইট অব আয়রণ।

ইহা শর্করার পাকের সহিত বটীকাকারে ব্যবহৃত হয়। রক্তহীনতা জনিত স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ও যক্ষ্মারোগ প্রকাশ পাইলে ইহা দ্বারা মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। (১) ষ্ট্রং সলিউসান অব হাইপোফস্ফাইট অব আয়রণ—মাত্রা ১০—৩০ মিনিম। (২) কম্পাউণ্ড সলিউসান অব হাইপোফস্ফাইট অব আয়রণ—মাত্রা ॥০—২ ড্রাম। (৩) সিরাপ অব হাইপোফস্ফাইট অব আয়রণ—মাত্রা ॥০—২ ড্রাম। (৪) পিল অব হাইপোফস্ফাইট অব আয়রণ উইথ ষ্ট্রীকনিন—মাত্রা দিনে দুই তিনবার একটী করিয়া বটী সেব্য। এই বটীতে ষ্ট্রীকনিন —১/৩ গ্রেণ, হাইপোফস্ফাইট অব আয়রণ—২ গ্রেণ ব্যবহৃত হয়।

ফেরি আইয়োডিডাম, ইং আইয়োডাইড অব আয়রণ।

রক্তকারক, পরিবর্ত্তক, মুত্রকারক, রজঃনিঃসারক, মৃদুবিরেচক ও বলকারক। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ।

ফেরি অক্সাইডাম্ ম্যাগ্নেটিকাম্, ইং ম্যাগ্নেটিক অক্সাইড অব আয়রণ।

বলকারক ও রক্তোৎপাদক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ফেরি পারক্সিডাম্ হিউমিডাম্, ইং ময়েষ্ট পার অক্সাইড অব আয়রণ।

ইহাকে ফেরি সেস্কুই অক্সাইডাম, ফেরি অক্সাইডাম রুবাম, ফেরি পারক্সাইডাম, হাইড্রাজ পারক্সাইড অব আয়রণ, ফেরি অক্সি হাইড্রেট এই সকল নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা ক্রিমিনাশক, রজঃনিঃসারক, রক্ত ও বলকারক, আক্ষেপনিবারক ও মধুমেহ শান্তিকারক। মাত্রা ৫—৩০ গ্রেণ।

ফেরি ফস্ফাস, ইং ফস্ফেট অব আয়রণ।

ইহা পরিবর্ত্তক, এবং রক্ত ও বলকারক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। (১) সিরাপ অব ফেরাস ফস্ফেট—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম।

ফেরি সালফাস, ইং ফেরাস সালফেট।

আভ্যন্তরীক প্রয়োগে রক্তকারক, রজঃনিঃসারক, পয্যায়নিবারক, ক্রিমিনাশক, বলকারক মাত্রাধিক্যে উগ্রতাসাধকের ক্রিয়া সমুদয় প্রকাশ করে। ইহার ব্যবহারে কোষ্ঠবদ্ধতা আসে এবং মলের রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। স্থানীয় প্রয়োগে ইহা সঙ্কোচক গুণ বিশিষ্ট। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ।

ফেরাম টার্টারেটাম, ইং টার্টারেটেড আয়রণ।

ইহাকে ফেরি পোটাসিও টার্টাস, ফেরাম টার্টারাইজেটাম নামেও

অভিহিত করা হয়। ইহা মূত্রকারক, রক্ত ও বলকারক এবং অধিক মাত্রায় ক্রিমিনাশক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ফেরি ল্যাক্টাস, ইং ল্যাক্টেট অব আয়রণ।

বলকারক ও রক্তোৎপাদক। মাত্রা ১—২ গ্রেণ।

ফেরি ভেলিরিয়েনাস, ইং ভেলিরিয়েনেট অব আয়রণ।

ইহা বলকারক, রক্ত উৎপাদক ও আক্ষেপ নিবারক। দৌর্ব্বল্য ও রক্তহীনতাসহ হিষ্টিরিয়া রোগে ইহা ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১—৩ গ্রেণ।

ফেরি এট এলিউমিনী বাইসালফাস, ইং বাই সালফেট অব আয়রণ এণ্ড এলিউমিনা।

রক্তকারক ও সঙ্কোচক। স্রাবাধিক্য ও স্থানীয় শৈথিল্য নিবারণের পক্ষে বিশেষ উপকারী। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ফেরি ব্রোমাইডাম্, ইং ব্রোমাইড্ অব আয়রণ।

ইহা পরিবর্ত্তক, শোষক ও বলকারক। স্ক্রফিউলা জনিত টিউমার রোগে গ্রন্থি বিবর্দ্ধন, এরিসিপিলাস ও রজোল্পতা রোগে ইহার ব্যবহারে বহু উপকার দর্শায়। যক্ষ্মা, ও অন্যান্য টিউবার্কিউলার রোগে ও গলগণ্ড রোগে ইহার পাক সবিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ক্রফিউলা জনিত স্ফীতিতে ব্রোমাইড অব আয়রণ ১ অংশ, গ্লিসারিণ ১ অংশ ও বিশুদ্ধ শূকরের বসা ১৪ অংশ মিশ্রিত করিয়া যে মলম হয় তাহা মালিশ করিলে উপকার হইয়া থাকে। আভ্যন্তরীক প্রয়োগের মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ। (১) ট্রং সলিউসান অব ব্রোমাইড অব আয়রণ। (২) সিরাপ অব ব্রোমাইড অব

আয়রণ—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম। (৩) সিরাপ অব হাইড্রোব্রোমেড অব আয়রণ উইথ ষ্ট্রিকনিন—মাত্রা ১ ড্রাম। (৪) সিরাপ অব হাইড্রো-ব্রোমেড অব আয়রণ এণ্ড কুইনাইন—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম।

বেঞ্জল, ইং বেঞ্জল।

ইহা সংক্রামাপহ, কফঃনিঃসারক, পচন নিবারক, চুলের উকুননাশক এবং খোসকীটনাশক। মাত্রা ৫—১০ মিনিম।

ব্রাইয়োনিয়া, ইং ব্রাইয়োনি।

ইহার অপর নাম ভিট্রিশএল্বা মাত্রাল্পতায় ইহা ফুসফুসাবরণে প্রদাহ জনিত বেদনা ও কাসের সমতাকারক। মাত্রার আধিক্যে জলবৎ ভেদ ও বমনকারক এবং পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহক এবং রক্ত-রোধক। (১) টিংচার ব্রাইয়োনি—মাত্রা ১—১০ মিনিম।

বেলী ফ্রাক্টাস, ইং বেল ফ্রুট।

ইহা শোষক, মৃদুবিরেচক ও পুষ্টিকর। (১) একষ্ট্রাক্ট লিকুইড অব বেল। মাত্রা ১—২ ড্রাম।

বিউটিল ক্লোরাল হাইড্রাজ, ইং বিউটিল ক্লোরাল হাইড্রেট।

ইহা অতি উত্তম নিদ্রাকারক। ১ ড্রাম মাত্রায় সেবনে ১৫।২০ মিনিট মধ্যে ইহার দ্বারা গাঢ় নিদ্রা উপস্থিত হয়। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ, হৃৎরোগে ইহা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়।

বেরিয়াই ক্লোরাইডাম্, ইং ক্লোরাইড অব বেরিয়াম।

ইহা বলকারক, উত্তেজক, পরিবর্ত্তক, স্থানীয় উগ্রতাসাধক কিন্তু

মাত্রাধিক্যে উগ্র বিষক্রিয়াসাধক। মাত্রা ।•—২ গ্রেণ। (১) সলিউসান অব বেরিয়াম ক্লোরাইড—মাত্রা ৫—১০ মিনিম।

ব্রোমাম, ইং ব্রোমিন।

বিশুদ্ধ অবস্থায় দাহক কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ইহা শোষক, বলবর্দ্ধক ও পরিবর্ত্তকরূপে কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

বার্ব্বারিস, ইং ইণ্ডিয়ান বার্ব্বারিস (দারুহরিদ্রা)।

ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, পর্য্যায় নিবারক, ঘর্ম্মকারক, মৃদুবিরেচক ও বলকারক। ক্ষীরাকস সহ ব্যবহারে প্লীহা দমিত হয় এবং দ্রাবক সহ প্রযুক্ত হইলে ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, জ্বরান্তে দৌর্ব্বল্যনাশক ও কোষ্ঠাদি পরিষ্কারক (১) একষ্ট্রাক্ট অব ইণ্ডিয়ান বার্ব্বারি—মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। (২) ইনফিউজান অব ইণ্ডিয়ান বার্ব্বারিস—মাত্রা ১—৩ আউন্স। (৩) টিংচার অব ইণ্ডিয়ান বার্ব্বারি—মাত্রা ॥•—১ ড্রাম, বলকারক ২ ড্রাম মাত্রায় পর্য্যায় নিবারক।

বণ্ডুসেলী সেমিনা, ইং বণ্ডাক সীডস্
(কটকরঞ্জা, নাটাকরঞ্জা)

ইহা পর্য্যায় নিবারক, রোগান্তে দুর্ব্বলতায় সবিশেষ উপকারক এবং বলকারক। মাত্রা ১০—১৫ গ্রেণ, দিনে দুইবার সেব্য (১) কম্পাউণ্ড পাউডার অব বণ্ডাক—মাত্রা ১৫ গ্রেণ, দিনে তিনবার সেব্য।

বেবিরিণী সালফাস, ইং সালফেট অব বেবিরিণ।

ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও পর্য্যায় নিবারক। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ বল-

কারকরূপে এবং ৫—৩০ গ্রেণ মাত্রায় পর্য্যায় নিবারকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিসমাথাই কার্ব্বনাস, ইং কার্ব্বনেট অব বিসমাথ।

ইহার অপরনাম অক্সি কার্ব্বনেট অব বিসমাথ। ইহা শিশুদের দন্তোৎগম সময়ে বমন দমনার্থ ও বলহীন শিশুদের উদরাময় দমনার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অজীর্ণরোগে ও পাকাশয়ের শূল বেদনায় ইহা সবিশেষ উপকারী। মাত্রা বয়স্কদের পক্ষে ৫—২০ গ্রেণ শিশুদের জন্য ১—৫ গ্রেণ।

বিসমাথাই অক্সাইডাম, ইং অক্সাইড অব বিসমাথ।

ইহার ক্রিয়া কার্ব্বনেট অব বিসমাথের মত। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। ইহার সহিত ট্যানিক এসিড মিশ্রিত হইলে বিসমাথাই ট্যানাস প্রস্তুত হয়। ইহা উদরাময় নাশক। মাত্রা ২০—৩০ গ্রেণ।

বিসমাথাই সাব নাইট্রাস, ইং অক্সি নাইট্রেট অব বিসমাথ।

ইহাকে বিসমাথাই নাইট্রাস, বিসমাথ এলবাম, বিসমাথাই ট্রিসাই নাইট্রাস এবং সাবনাইট্রেট অব বিসমাথ এই সকল নামে অভিহিত করা হয়। ইহা পরিবর্ত্তক, সঙ্কোচক, আক্ষেপ নিবারক ও স্নায়ুবল-বিধায়ক। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। (১) ট্রোচিসাই বিসমাথাই, ইং বিসমাথ লোজেঞ্জ—মাত্রা ১—৬ চাক্তি। (২) বিসমাথাই সাইট্রাস, ইং সাইট্রেট অব বি মাথ—মাত্রা ২—৫ গ্রেণ। (৩) লাইকার বিস-মাথাই এট্ এমোনিয়াই সাইট্রেটিস, ইং সলিউসান অব বিসমাথ এণ্ড এমোনিয়ম সাইট্রেট—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম। (৪) বিসমাথাই এট্ এমোনিয়াই সাইট্রাস, ইং সাইট্রেট অব বিসমাথ এণ্ড এমোনিয়াম—মাত্রা ২—৫ গ্রেণ।

বোইর হেভিয়া ডফিউজা, ইং পুনর্ণবা।

ইহা অগ্নি সংবর্দ্ধক ও মৃদুবিরেচক।

বুকুফোলিয়া, ইং বুকু লিভ্স্।

ইহা ঘর্ম্মোৎপাদক, মূত্রকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ূনাশক ও বলবর্দ্ধক। মাত্রা ২০—৪০ গ্রেণ। (১) ইনফিউজান অব বুকু—মাত্রা ১—২ আঃ। (২) টিংচার অব বুকু—মাত্রা ॥০—২ ড্রাম।

বাল্সেমাম্ টোলিউটেনাম, ইং বালসাম অব টোলু।

ইহার ক্রিয়া সর্ব্বপ্রকারে বালসাম অব পেরুর ন্যায়। মাত্রা ৫ ১৫ গ্রেণ।

সিরাপ অব টোলু।

মাত্রা ॥০—১ ড্রাম। (১) টিংচার বালসাম অব টোলু—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম।

বেঞ্জোয়িনাম, ইং বেঞ্জোইন।

ইহা কফঃনিঃসারক, মূত্রকারক ও উত্তেজক। মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ। (১) কম্পাউণ্ড টিংচার অব বেঞ্জোইন—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম। (২) বেঞ্জোইক এসিড।

বেলাডোনা, ইং বেলেডোনা।

ইহা মাদক, আক্ষেপনিবারক, বেদনাপহারক, নিদ্রাকর্ষক, মূত্র-কারক, স্নায়ূ ও মস্তিক উত্তেজক। ইহার স্থানীয় প্রয়োগ নিঃসরণ রোধ করিয়া থাকে, এজন্য স্তনে লাগাইলে দুগ্ধ নিঃসরণ রহিত হয়। যাবতীয় স্নায়ুশূল রোগে ও অপরাপর বেদনাজনক রোগে, হিষ্টিরিয়া-

জাত স্বরলোপ রোগে (উপক্ষার প্রয়োগে) পিত্তাশ্মরী রোগে (॥• অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায়) উদরশূল রোগে, অজীর্ণজনিত কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, শিশুদিগের উদরাধ্মান রোগে ও উদরশূল যুক্ত কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে, পেশীশূল রোগে, কষ্টরজঃ রোগে (পিচকারী দ্বারা ইহার ক্বাথ প্রযুক্ত হইলে) স্তন প্রদাহ রোগে, অতিঘর্ম্ম ও দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্মরোগে, এনাস্ রোগে (মলম দ্বারা) তরুণ সিম্পল একৃনি রোগে (পুনঃ পুনঃ অল্প মাত্রায় প্রয়োগে) মুদো ও উল্টা মুদো রোগে (মলম প্রয়োগ দ্বারা) প্রমেহ জনিত লিঙ্গোচ্ছাসে (অল্প কর্পূর সংযুক্ত মলম প্রয়োগে) এবং বিবিধ আক্ষেপজনক রোগে ইহার ব্যবহার মহোপকার করিয়া থাকে। মাত্রা চূর্ণ ১—২ গ্রেণ বয়স্কগণের পক্ষে, এবং ১/৩ গ্রেণ শিশুদের পক্ষে। (১) একষ্ট্রাক্ট অব বেলেডোনা—॥• অর্দ্ধগ্রেণ বালকদিগের পক্ষে। (২) এলকোহলিক একষ্ট্রাক্‌ট অব বেলেডোনা—মাত্রা ১/৪—১ গ্রেণ। (৩) বেলেডোনা প্লাষ্টার। (৪) আঙ্গুয়েণ্টাম বেলেডোনী ইং অয়েণ্টমেণ্ট অব বেলেডোনা। (৪) টিংচার অব বেলেডোনা—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

বালসেমাম পেরিউভিয়ান, ইং বালসাম অব পেরু।

ইহা উত্তেজক ও কফঃনিঃসারক। মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। পুরাতন শ্বাসনালী প্রদাহ, শ্বাসকাস ও অন্যান্য প্রকার কাস রোগে উত্তেজক ও কফঃনিঃসারক বলিয়া ইহার প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহা স্কুইল, গঁদ ও সিরাপ অব পপীজ সহযোগে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার ধুম শ্বাস সহ গ্রহণ করিলে কাসের উগ্রতা দমন ও কফঃনিঃসরণ হইয়া উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু কফের তরুণা-

বস্থায় ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। ডিপ্‌থিরিয়া রোগে ইহার ইথারঘটিত দ্রব (৫ ভাগে ১ ভাগ) স্থানীয় প্রয়োগে বিলক্ষণ উপকার দর্শায়। পুরাতন ক্ষতে শয্যাক্ষতে ও পচনশীল ক্ষতে ইহার স্থানীয় প্রয়োগ বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। কর্ণে পুঁজ হইলে বালসাম্ অব পেরু ১ ড্রাম, বৃষপিত্ত ২ ড্রাম একত্রে মিশ্রিত করতঃ কর্ণ কুহরে প্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়। চিল্‌ব্লেন বা পাঁকুই রোগে, বালসাম অব পেরু ॥০ অর্দ্ধড্রাম, স্পিরিট ভাইনাই রেক্‌টিঃ ১॥০ আঃ, ডাইলিউটেড হাইড্রোক্লোরিক এসিড ॥০ অর্দ্ধড্রাম ও টিংচার বেন্‌জোইন কম্পাউণ্ড ॥০ আঃ একত্রে মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। মর্দ্দনের পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যেন উপরের চর্ম্ম না ছিন্ন থাকে। চুচুক বিদীর্ণ এবং চুচুক্ষতে ইহার মলম (॥০ অর্দ্ধড্রাম বালসাম অব পেরু বসা ১ আঃ) স্থানীয় প্রয়োগে বেশ উপকার দিয়া থাকে। ওষ্ঠ ও হাত ফাটাতে এই মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দাদ, পাচ্‌ড়া ইত্যাদি চর্ম্মরোগে বালসাম অব পেরু ৩০, অলিভ অয়েল ৫০; পেট্রোলিয়াম ১০০ একত্রে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ভেলিরিয়েনী রিজোমা, ইং ভেলিরিয়েন রিজোম।

ইহা হুপিং কফ রোগে, শিশুদিগের অন্ত্রকৃমি জনিত ক্রতাক্ষেপ রোগে, মৃগী ও কোরিয়া রোগে, টাইফয়েড জ্বরে, পরিণত অবস্থায় ফুসফুস প্রদাহে, কতকগুলি কোষ্ঠকাঠিন্যে, উদরাধ্মান ও অধিকাংশ আক্ষেপজনক রোগে ও মধুমেহ রোগে বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহার হইয়া থাকে। (১) এমোনিয়েটেড টিংচার অব ভেলিরিয়েন —মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

ভেলিরিয়েনী ইণ্ডিসী রিজোমা, ইং ইণ্ডিয়ান ভেলিরিয়েন রিজোম।

ইহা হিষ্টিরিয়া ও নানাপ্রকার স্নায়বিক পীড়ায় ব্যবহৃত হয়। (১) এমোনিয়েটেড টিংচার অব ইণ্ডিয়ান ভেলিরিয়েন। মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

ভিরেট্রাইনা, ইং ভিরাট্রাইন্।

ইহা বেদনানিবারক, স্নায়বিক ও ধামনিক অবসাদক, বিবমিষা, বমন ও ভেদ উপস্থিতকারক এবং স্থানীয় উগ্রতাসাধক। মাত্রা ১/৭০—১/১৬ গ্রেণ। (১) ভিরাট্রিন অয়েণ্টমেণ্ট।

ভিরেট্রাই ভিরেডিস্ রিজোমা, ইং গ্রীণ হেলেবোর রিজোম।

ইহা স্নায়বিক ও ধামনিক অবসাদক কিন্তু মাত্রাধিক্যে বমনোদ্রেক ও বমন উৎপাদক। মাত্রা ১—২ গ্রেণ। (১) টিংচার অব গ্রীণ হেলেবোর—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

ভিরেট্রাম এলবাম্, ইং হোয়াইট হেলেবোর।

স্নায়বিক অবসাদক ও স্থানীয় উগ্রতাসাধক কিন্তু মাত্রাধিক্যে ভেদ ও বমনকারক, মাত্রা ১—৫ গ্রেণ। (১) ওয়াইন অব হেলেবোর—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

ভাইবার্ণাম, ইং ব্লাক হ।

জরায়ুর বলকারক ও অবসাদক এবং গর্ভস্রাব দমনকারক (১) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব ব্ল্যাক হ—মাত্রা ১—২ ড্রাম।

মর্ফাইনী হাইড্রোক্লোরাস, ইং হাইড্রোক্লোরেট অব মর্ফাইন।

ইহাকে মর্ফিয়ী মিউরিয়াস, মর্ফিয়ী হাইড্রোক্লোরাস এবং হাইড্রোক্লোরেট অব মর্ফিয়াও বলিয়া থাকে। ইহা আফিংএর ন্যায় উত্তেজক, স্বেদজনক বা ধারক নহে, ইহাতে আফিংএর ন্যায় শিরঃপীড়া বা মুখশোষ হয় না, নতুবা অন্য সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াই আফিমের অনুরূপ। প্রবল উন্মাদ, মদাতঙ্ক, কোরিয়া ইত্যাদি রোগে নিদ্রাকর্ষণ হেতু, পৈত্তিক, মুত্রযন্ত্রসম্বন্ধীয় বা অন্ত্রের শূল বেদনা দূর করিবার জন্য, উগ্র অজীর্ণ রোগের উগ্রতা নাশার্থ, বৃহৎ ধমনী সকলের ও হৃৎপিণ্ডের পীড়াজনিত শ্বাসকৃচ্ছ্রতা ও এঞ্জাইনা পেক্টোরিস রোগে বেদনা নিবারণ করণার্থ, গর্ভাবস্থায় বমনাতিশয্য দমনার্থ, এবং বিমর্ষোন্মাদ রোগে তদুপদ্রব দূরীকরণার্থ মর্ফিয়ার ইন্‌জেক্সান্ সাতিশয় ফলপ্রদ। মাত্রা ১/৮—১/২ গ্রেণ। (১) সলিউসান অব হাইড্রোক্লোরেট অব মর্ফাইন। (২) মর্ফাইন সাপোজিটারিজ উইথ সোপ। (৩) কম্পাউণ্ড টিংচার অব ক্লোরোফর্ম্ম এণ্ড মর্ফাইন। মাত্রা ৫—১০ মিনিম। (৪) কম্পাউণ্ড টিংচার অব ক্লোরোফর্ম্ম এণ্ড মর্ফাইন—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। (৫) মর্ফাইন লোজেঞ্জ। (৬) মর্ফাইন এণ্ড ইপিকাকুয়ানা লোজেঞ্জ।

মর্ফাইনী এসিটাস, ইং এসিটেট অব মর্ফাইন।

ইহাকে মর্ফিয়ী এসিটাস, এবং এসিটেট অব মর্ফিয়াও বলে। ইহার ক্রিয়া মর্ফাইন্ হাইড্রোক্লোরাইডের তুল্য; মাত্রা ১/৮-১/২ গ্রেণ। (১) হাইপোডার্ম্মিক ইন্‌জেক্‌শান অব মর্ফাইন—মাত্রা ১—৫ মিনিম।

সলিউসান অব মর্ফাইন এসিটেট।

মাত্রা ১০ মিনিম হইতে ১ ড্রাম পর্য্যন্ত।

মর্ফাইনা সালফাস, ইং সালফেট অব মর্ফাইন।

ইহাকে মর্ফিয়া সালফাস অথবা সালফেট অব মর্ফিয়াও বলা হয়। ইহার ক্রিয়া হাইড্রোক্লোরেট অব মর্ফাইনের অনুরূপ। মাত্রা ১/৮—১/২ গ্রেণ। (১) সলিউসান অব সালফেট অব মর্ফাইন—মাত্রা ১০—৬০ মিনিম।

মল্টাম, ইং মল্ট।

সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগে একষ্ট্রাক্ট অব মল্ট প্রভূত উপকার সাধন করে। কডলিভার অয়েল দ্রব করিবার জন্য অথবা ইমালসান করিবার জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। (১) মল্ট পাউডার—মাত্রা ১—২ ড্রাম। (২) একষ্ট্রাক্ট অব মল্ট—মাত্রা ১—৪ ড্রাম। (৩) এক-ষ্ট্রাক্টাম মল্টাই ফিরেণ্টাম্—মাত্রা ১—৪ ড্রাম। (৪) একষ্ট্রাক্ট অব মল্ট উইথ কডলিভার অয়েল। (৫) ইনফিউজান অব মল্ট—মাত্রা ২—৪ ড্রাম।

মর্হা, ইং মার্হ।

ইহা রজঃহ্রাস রোগে মুসব্বর ও লৌহসহ ব্যবহৃত হয়। ৪ আঃ টিংচুরা মর্হা, ৩ আঃ টিংচুরা ক্রোসাই ও ৩ আঃ টিংচুরা এলোজ একত্র মিশাইয়া ২।৩ ড্রাম মাত্রায় দিনে দুইবার কিঞ্চিৎ জলসহ সেবন করিলে রজোহ্রাস, ক্লোরোসিস এবং শ্বেতপ্রদর রোগ ত্বরায় আরোগ্য

হয়। আবশ্যকমত লৌহ অথবা অন্যান্য কফঘ্ন ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হইলে ইহা পুরাতন কাস, বৃদ্ধবয়সের কাস এবং যক্ষ্মাজনিত পুঁজ ও শ্লেষ্মা নির্গম ত্বরায় উপশমিত করে। গর্ভাবস্থায় স্নায়ু সম্বন্ধীয় কাসে অক্সাইড অব জিঙ্ক সহ প্রয়োগ করিতে হয়। রোগান্তে দন্তের মাড়ীতে অথবা মুখের মধ্যে ঘা হইলে ইহার অরিষ্ট সিঙ্কোনোর ক্বাথের সহিত ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। রোগান্তে দুর্ব্বলতা নাশ করিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। (১) টিংচার অব মার্ই। মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (২) পিলিউলা এলোজ এট মার্ই—মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ।

ম্যাষ্টিক, ইং ম্যাষ্টিক।

ইহা দন্তক্ষতে বা দন্তের গর্ত্তে ক্লোরোফর্ম্ম বা ইথারে দ্রব করিয়া তুলা দ্বারা লাগাইতে হয়। ইহা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল শিশুদিগের উদরাময়ে ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

মেন্থা পিপারিটা, ইং পিপারমিণ্ট

পেটে শূলবেদনা, পেটের ফাঁপ, বমনোদ্রেক ও পাকাশয় বা অন্ত্রের আক্ষেপযুক্ত রোগে ইহার বাষ্পি তৈল বিশেষ ফলদায়ক। ৩০—৪০ মিনিম মাত্রায় সুতিকাজ্বরে বহুবার প্রযুক্ত হইলে বেশ সন্তোষকর ফল পাওয়া যায়। মুখমণ্ডলের স্নায়ুশূল রোগে ইহার তৈল লেপন করিতে হয়। গাউট বা বাত রোগে ইহার তৈল বিলক্ষণ উপকারী। শরীরের কোন স্থান পুড়িয়া গেলে গ্লিসারিণের সহিত অয়েল অব পিপারমিণ্ট মিশাইয়া প্রলেপ দিতে হয় অথবা ইহাতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া সেইস্থানে বসাইয়া দিতে হয়। (১) অয়েল অব পিপারমিণ্ট—

মাত্রা ১/২—৩ মিনিম। (২) পিপারমেণ্ট ওয়াটার—মাত্রা ১—২ আঃ। (৩) এসেন্স অব পিপারমিণ্ট—মাত্রা ১০—২০ মিনিম। (৪) স্পিরিট অব পিপারমেণ্ট—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

মাইরিষ্টিগা, ইং নাট্‌মেগ (জায়ফল)।

ইহা পুরাতন অতিসার রোগে আফিমের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পেট ফাঁপিলে বা পেটে শূলবেদনা উপস্থিত হইলে ইহার তৈলে বেশ উপকার হয়। পুরাতন বাত ও পক্ষ্যাঘাত রোগে ইহার বাহ্যি তৈল প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে। দন্তক্ষতে ইহার তৈলে বেশ উপকার পাওয়া যায়; মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। (১) অয়েল অব নাটমেগ—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম। (২) এক্সপ্রেসড্ অয়েল অব নাটমেগ। (৩) স্পিরিট অব নাটমেগ—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

মস্কাস, ইং মাস্ক (মৃগনাভী)।

উত্তেজক, বায়ুনাশক, মূত্রকারক, ও কামোদ্দীপক। টাইফাস ও টাইফইড জ্বরে, উৎকট অনুপর্য্যায় জ্বরে, ফুসফুস প্রদাহ রোগে, স্নায়বিক উগ্রতাজনিত হিষ্টিরিয়া রোগের অনিদ্রায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াবিকারে, ক্ষণস্থায়ী মূর্চ্ছাবস্থায় এবং অধিকাংশ আক্ষেপজনক রোগে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ম্যাস্কিউলা রেডিক্স, ইং ওরিয়েণ্টাল স্যালেপ রুট।

ইহা সঙ্কোচক, পোষক, বলবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক। ইহা (১) খণ্ড। (২) মণ্ড। (৩) চূর্ণ। তিনরূপে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাঙ্গোষ্টানা, ইং ম্যাঙ্গোষ্টিন।

ইহার ফলের ত্বক সঙ্কোচক। রক্তাতিসার ও উদরাময় রোগে সুফলপ্রদ।

মিথিল্যাল, ইং ম্যাথিলাল।

ইহা আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাকর্ষক এবং ইথার সহ ব্যবহারে চৈতন্যাপহারক। মাত্রা ১৫—৩০ মিনিম।

মাইমুসপ্স এঞ্জিলাই (বকুল)।

ইহার ছাল সঙ্কোচক ও বলকারক। ইহার ক্বাথ ও ফাণ্ট ব্যবহৃত হয়।

মিউকিউনা প্রুরিয়েন্স, ইং কাউহেজ (আলকুসী)।

ইহা ক্রিমিনাশক। কেঁচোর ন্যায় ক্রিমিরোগে ১—২ ড্রাম মাত্রায় কিঞ্চিৎ গুড় বা চিনির পাকের সহিত ব্যবস্থা করিতে হয়।

মেন্থল।

ইহা অত্যুত্তম পচন নিবারক। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বা চর্ম্মের উপরিভাগে প্রয়োগ করিলে উষ্ণতা ও জ্বালা অনুভূত হয়। স্নায়ুশূল ও বাত বেদনায় স্থানীয় প্রয়োগে বেদনা নিবারিত হয়। দন্তশূল রোগে ইহার দানা বা উগ্র সুরাবীর্য্যঘটিত দ্রবে তুলা ভিজাইয়া প্রয়োগ করিলে যন্ত্রণা নিবারিত হয়। স্নায়ুশূল ও মাইগ্রেণ রোগে বেদনা স্থানে আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ অবসাদ আনয়ন করে। (১) মেন্থল প্লাষ্টার মাত্রা ॥০—২ গ্রেণ।

ম্যানা, ইং ম্যানা (খীরখণ্ড)।

সদ্যজাত অবস্থায় পোষক এবং পুরাতন হইলে বিরেচন ক্রিয়া প্রদর্শন করে। গর্ভাবস্থায়, শৈশবাবস্থায়, ও দুর্ব্বলাবস্থায় বিরেচনের

জন্য প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কখন কখন ইহা দ্বারা উদরাধ্মান ও উদরের বেদনা উপস্থিত হয় বলিয়া অন্যান্য বিরেচকের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তপ্ত দুগ্ধ সহ ব্যবহৃত হয়। মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের জন্য ১—২ আঃ, শিশুদের জন্য ১—২ ড্রাম।

ম্যাগ্নিসিয়াই সালফাস, ইং সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়াম্।

ইহাকে ম্যাগ্নিসিয়ী সালফাস্, সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া ও এপ্‌সম্ সল্ট ও বলা হয়। ইহা শৈত্যকারক, ও বিরেচক কিন্তু অল্পমাত্রায় অধিক জল সহ সেবন করিলে মূত্রকারক হইয়া থাকে। মাত্রা ১/৪—১/২ আঃ। (১) এনিমা অব সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়াম। (২) এফারভেসেণ্ট সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়াম—মাত্রা ॥০—১ আঃ।

ম্যাগ্নিসিয়াই কার্ব্বনাস, ইং কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নিসিয়াম্।

ইহা অম্লনাশক ও মৃদু বিরেচক। মাত্রা ৮—৩০ গ্রেণ পর্য্যন্ত। (১) সলিউসান অব কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নিসিয়াম—মাত্রা ১—২ আঃ।

মেজিরিয়াই কর্টেক্স, ইং মেজিরিয়ন বার্ক।

অল্পমাত্রায় ঘর্ম্মকারক, পরিবর্ত্তক ও মূত্রকারক কিন্তু মাত্রাধিক্যে অন্ত্র প্রদাহ উৎপাদক। (১) ইথিরিয়াল এক্সট্রাক্ট অব মেজিরিন—মাত্রা ১০—১৫ গ্রেণ।

ম্যাগ্নিসিয়া, ইং ম্যাগ্নিসিয়া।

ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—হেভি কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নিসিয়া এবং লাইট কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নিসিয়া। ইহা মৃদুবিরেচক ও অম্ল-নাশক। ১০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় বিরেচক (শিশুদিগের পক্ষে ২—১০ গ্রেণ) এবং ১০—২০ গ্রেণ মাত্রায় অম্লনাশক।

ম্যাটিসী ফোলিয়া, ইং ম্যাটিকো লিভস্।

আভ্যন্তরীক প্রয়োগে ইহা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর উত্তেজনা আনয়ন করে। এতদ্ব্যতীত ইহা প্রমেহ, শ্বেতপ্রদর এবং মুত্রাশয়ের বিবিধপ্রকার রোগ শান্তি করে। (১) ইনফিউজান অব ম্যাটিকো—মাত্রা ১—৪ আঃ।

রোজা, ইং রোজ (গোলাপ)।

উত্তম গন্ধ ও বর্ণের জন্য অপরাপর ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়। ইহা বলকারক এবং সঙ্কোচক। (১) কনফেক্সান অব রোজেস—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম।

রাইটিয়া এন্টি ডিসেণ্টেরিকা কর্টেক্স এট্ সেমিনা, ইং কনেসাই বার্ক এণ্ড সীডস্।

উদরাময়, রক্তাতিসার এবং অন্ত্র সম্বন্ধীয় অন্যান্য রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। মাত্রা কাথ ১—২ আঃ। মূলের বল্কল ৪ আঃ ১ পাইণ্ট জলে চাপাইয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইতে হয়। ইহাকে "কাথ" বলা হয়।

রোজমেরিনাস্, ইং রোজমেরি।

ইহা রজোল্পতা ও ক্লোরোসিস পীড়ায় ব্যবহৃত হয় এবং ইহা হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস স্নায়ু সম্বন্ধীয় শিরোরোগে ও হিষ্টিরিয়ায় উপকার করিয়া থাকে। ইহার তৈল বা কাণ্ট টাক রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। [১] অয়েল অব রোজমেরী—মাত্রা ॥০—৩ মিনিম। [২] স্পিরিট অব রোজমেরী।

রিয়াডস পেটালা, ইং রেড্ পপি পেটাল্স।

শিশুদিগের কাসের উগ্রতানাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। (১) সিরাপ অব রেড পপি—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম।

রামনাই ফ্রাঙ্গিউলী কর্টেক্স, ইং ফ্রাঙ্গিউলা বার্ক।

স্বাভাবিক ও পুরাতন কোষ্ঠ-কাঠিন্যে, অর্শ রোগে শোথ ও উদরীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) একষ্ট্রাক্ট অব রামনাস্ ফ্রাঙ্গিউলা—মাত্রা ১৫—৬০ গ্রেণ। (২) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব রামনাস ফ্রাঙ্গিউলী—মাত্রা ১—৪ ড্রাম।

রামাই সাক্কাস, ইং বাক্থর্ণ জুস।

ইহা শোথ ও উদরী রোগে ব্যবহৃত হয; ইহা উগ্র বিরেচক। মাত্রা ॥০ আঃ। (১) সিরাপ অব বাকথর্ণ—মাত্রা ১ ড্রাম।

রেসর্সিনাম্, ইং রেসর্সিন।

ইহা উৎকৃষ্ট পচননিবারক এবং উৎসেচনক্রিয়ার দমনকারক। আভ্যন্তরীক প্রয়োগে ইহা জ্বরনাশক ও ঘর্ম্মোৎপাদক হইয়া থাকে। সী-সিকনেসে ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ, ক্যান্সার ও কণ্ডিলোমেটায় স্থানীয় প্রয়োগ, বিবিধ ক্ষতে ধোয়াইবার জন্য প্রয়োগ, এবং ইরিসিপিলাস, স্কার্লেটিনা, ভেরিওলা, সোরোয়েসিস, ল্যুপিয়া ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে ইহার স্থানীয় প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে।

রেজিনা, ইং রেজিন্ (ধূনা)।

উত্তেজকরূপে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। (১) রেজিন প্লাষ্টার যাহাকে এডিসিভ প্লাষ্টারও বলা হয়। [২] রেজিন অয়েণ্টমেণ্ট।

লাপ্যুলাস, ইং হপ্স।

মদাতঙ্ক ও উন্মাদ রোগে, জ্বরজনিত অনিদ্রা ও প্রলাপের উপদ্রবে ইহার ব্যবহারে উগ্রতা ও দুর্ব্বলতা নাশ করে বলিয়া বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। কোন কারণে অহিফেন নিষিদ্ধ হইলে হপ্ অথবা লাপ্যুলিন নামক হপের রেণুর ব্যবস্থা করা হয়। অনিদ্রা রোগে হপের বালিস মাথায় দিলে শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। মদ্যপায়ীর পান তৃষ্ণ-রোগে লাপ্যুলিনের তরলসার ক্যাপ্সিকাম্ সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ইহা মদাত্যয় রোগে স্নায়ু সম্বন্ধীয় লক্ষণ সমূহ নিরাকরণ করে, এবং জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা দূর করিয়া থাকে। স্বপ্নদোষ, শুক্র মেহ, কামোন্মাদ প্রভৃতি রোগজন্য জননেন্দ্রিয়ের অশান্তভাব দমন করিয়া থাকে। মাত্রা ১০—১৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

লাইকার প্লাম্বাই সাব এসিটেটিস ফর্টিস, ইং ষ্ট্রং সলিউসান অব লেড সাব এসিটেট্।

পোড়া ঘায়ে অলিভ অয়েল ও গোলাপজলের সহিত ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

লাইকার প্লাম্বাই এসিটেটিস ১ ড্রাম, ভাইনাম ওপিয়াই ১ ড্রাম ও জল ১০ আউন্স মিশাইয়া প্রোষ্টেটোরিয়া রোগে দিবসে তিনবার ব্যবহারে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়। উপদংশজাত আঁচিল ও অঙ্কুরের উপর তুলির সাহায্যে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে উহা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যায়। জল মিশ্রিত ইহার কলিরিয়ম প্রয়োগে পুঁজযুক্ত চক্ষু-প্রদাহ অথবা শিশুদের চক্ষুপ্রদাহ আরোগ্য হইয়া থাকে। গোলার্ডস একষ্ট্রাক্ট ২ ড্রাম ১ পাইন্ট জলে দ্রব করিয়া তাহা দ্বারা পিচকারী দিলে

অথবা লিণ্ট ভিজাইয়া যোনির মধ্যভাগে প্রবেশ করাইয়া দিলে শ্বেতপ্রদর রোগের এবং ক্লেদের উগ্রতাজন্য উপরিভাগ হাজিয়া ঘা হইলে শীঘ্র উপশম হয়: পারদ সেবন জন্য তালু ইত্যাদি স্থানে ক্ষত হইলে ইহার কুলীতে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। যোনি বা কোষ কণ্ডুয়নে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন কণ্ডুয়নে জল মিশ্রিত গোলার্ডস্ একষ্ট্রাক্ট, আফিম বা হেনবেনের অরিষ্টের সহিত প্রযুক্ত হইলে শীঘ্র যাতনার নিবৃত্তি হয়। (১) ডাইলিউটেড্ সলিউসান অব লেড্ সাব এসিটেট্। (২) কম্পাউণ্ড অয়েণ্টমেণ্ট অব এসিটেট অব লেড্।

লাইকার ফেরি পার ক্লোরিডাই ফর্টিস, ইং স্ট্রং সলিউসান অব ফেরিক্ ক্লোরাইড।

অতিসার রোগে শর্করার পাকের সহিত দিনে ৩।৪ বার প্রয়োগ করিলে সুফল পাওয়া যায়। লাইকার ফেরি পার ক্লোরাইড ও স্পিরিটাস ভাইনাই রেক্টিফিকেটাস প্রত্যেকটি সমানাংশে লইয়া একসঙ্গে মিশাইয়া ৱরিসিপিলাস রোগে রোগ দুষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিকে তুলি দ্বারা মাখাইলে শীঘ্র রোগের শান্তি হইয়া থাকে। তরুণ অথবা পুরাতন লিঙ্গনাল প্রদাহে ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়। উপদংশ রোগের আদ্য ক্ষতের প্রথমাবস্থায় ইহার স্থানীয় প্রয়োগে শীঘ্রই সারিয়া যায়। পুঁজ-সংযুক্ত চক্ষু প্রদাহ এবং কর্ণিকা প্রদাহে ইহার স্থানীয় প্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এনিউরিজম রোগে ইহার পিচকারী অবশ্য ব্যবহার্য্য। ভেরিকোজ ক্ষতে এবং নীডাস্ রোগেও ইহার পিচকারী বিশেষ উপকারক।

লাইকার ফেরি ডায়েলিসেটাস্, ইং সলিউসান অব ডায়েলাইজ্‌ড আয়রণ।

মাত্রা ১৫—৩০ গ্রেণ।

লাইকার ফেরি পারনাইট্রেটিস, ইং সলিউসান অব ফেরিক নাইট্রেট্।

শ্বেতপ্রদর রোগে ইহার আভ্যন্তরীক ও স্থানীয় প্রয়োগও হইয়া থাকে। উদরাময়েও ইহা উপকারী। রক্তোৎকাস, রক্ত বমন রক্তস্রাব এবং রক্ত প্রদর রোগে ইহা বমনকারক ও সঙ্কোচক বলিয়া বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। আবশ্যক হইলে ইহা সকল অবস্থাতেই পিচকারীরূপে প্রয়োগ করিতে পারা যায়। রক্তাল্পতা উপস্থিত হইলে এবং প্লীহাদি দেখা দিলে রক্ত জন্মাইবার জন্য ইহা বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ল্যাভেণ্ডিউলা, ইং ল্যাভেণ্ডার।

হাইপোকণ্ড্রিয়েসিস, হিষ্টিরিয়া ও স্নায়বিক পীড়ায়, উদরাধ্মান ও শূল রোগে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। (১) অয়েল অব ল্যাভেণ্ডার—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম (২) স্পিরিট অব ল্যাভেণ্ডার—মাত্রা ৫—২০ মিনিম। (৩) কম্পাউণ্ড টিংচার অব ল্যাভেণ্ডার—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

লাইকার এমোনিয়া ফর্টিস, ইং ষ্ট্রং সলিউসান অব এমোনিয়া।

ইহা লবণ, অম্ল, দ্রাবক চূর্ণ ও ব্যারাইটা ব্যতীত ক্ষারের সহিত সঙ্গি-

লিত হয় না। মাত্রা ৩—১০ মিনিম, যথোপযুক্ত জলের সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। অজীর্ণ রোগে অম্লাধিক্য ও পেটের ফাঁপ দমন করিবার জন্য এমোনিয়া উপকারী হয়। দ্রাবক বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, তিক্ত বাদাম তৈল অথবা তাম্রকুট প্রভৃতি অবসাদক বিষ দ্বারা বিষাক্ত হইলে এমোনিয়া দ্বারা উপকার হয়। যদ্যপি রোগী ঔষধ গিলিতে অক্ষম হয় তাহা হইলে এমোনিয়ার ধোঁয়া ঘ্রাণ লওয়াইতে হয়। সর্পদংশনে ২৫।৩০ মিনিট অন্তর ১০—৩০ মিনিম মাত্রায় সেবন করাইতে হয় এবং ক্ষতস্থান অস্ত্র সাহায্যে বিস্তৃত করতঃ স্থানীয় প্রয়োগ করিতে হয়। বিছার দংশনেও এইরূপ ব্যবস্থা। মূর্চ্ছা অপনয়নের জন্য ইহার ধূমের আঘ্রাণ উপকারী। ইহার ঘ্রাণে স্বরভঙ্গ রোগারোগ্য হয়। দদ্রু রোগে এমোনিয়া লিনিমেণ্ট বিশেষ ফলপ্রদ। এমোনিয়া দ্রব ১ আঃ, বাদামের তৈল ১আঃ, স্পিরিট অব রোজমেরি ৩ আঃ, একোয়া মেলিস ৩ আঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া ধৌত করণার্থ ব্যবহার করিলে টাকে বিলক্ষণ উপকার পাওয়া যায়। যোনি কণ্ডুয়নে আধ বা এক ড্রাম এমোনিয়া অর্দ্ধ পাইণ্ট জলে দ্রব করিয়া যোনি মধ্যে পিচকারী দিলে শীঘ্র ঐ রোগ সারিয়া যায়। (১) লিনিমেণ্ট অব এমোনিয়া। (২) সলিউসান অব এমোনিয়া।

ল্যারেসিস কর্টেক্স, ইং লার্চ বার্ক।

পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে কফঃনিঃসরণ লাঘব করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার সাময়িক প্রয়োগ অনেকটা টার্পিণ তৈলের মত। (১) টিংচার অব লার্চ বার্ক—মাত্রা ২০—৩০ মিনিম।

লাইকার থাইরোডিয়াই, ইং থাইরয়িড সলিউসান।

স্পোরাডিক ক্রেটিনিউজ, মেদাধিক্য ও দুর্দ্দম্য পুরাতন সোরোয়েসিস রোগে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

সিড্রন, ইং সিড্রেন।

ইহা তিক্তাস্বাদযুক্ত, পর্য্যায় নিবারক ও বলকারক। সর্পাঘাতে ও জলাতঙ্ক রোগে ইহা মহৌষধ। ১—৫ গ্রেণ মাত্রায় উষ্ণ সুরা বা জলের সহিত প্রয়োগ করিতে হয় এবং পানার্থ ইহার ফাণ্ট ব্যবহার করিতে হয় এবং ক্ষতস্থানে ইহার ফাণ্ট বা অরিষ্ট দ্বারা পটি দিতে হয়। সাধারণ মাত্রা ২—৫ গ্রেণ। মাত্রাধিক্যে প্রদাহযুক্ত বিষক্রিয়া উৎপাদন করে, এমন কি ২৫—৬০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিয়া কেহ কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ইহারও প্রমাণ আছে।

সিঙ্কোনি রুবী কর্টেক্স, ইং রেড সিঙ্কোনা বার্ক।

ইহা পর্য্যায়নিবারক, বলকারক ও উত্তেজক। সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে ক্ষণকালের জন্য লালাগ্রন্থি উত্তেজিত হয়, ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় এবং শরীর অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। মাত্রাধিক্যে ক্ষুধামান্দ্য বমনেচ্ছা, বমন, পিপাসা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং কোথাও বা উদরাময়, নাড়ীর চঞ্চলতা, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। দুর্ব্বল শরীরে প্রদাহাদির অবর্ত্তমানে ইহা সেবনে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি করে, ক্ষুধাবৃদ্ধি করে, শরীরে বলাধান করে, নাড়ী সতেজ করে, রক্ত কণিকা সকলের উৎকর্ষতা সাধিত হয় এবং পেশী সকল ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও কঠিন হইয়া উঠে। বার্কের মধ্যে পীত বার্কই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে বেশী পরিমাণে উপকার পাওয়া যায়। পাণ্ডু বর্ণের বার্কে ট্যানিক এসিডের আধিক্য বশতঃ ইহা অত্যন্ত সঙ্কোচক গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। পর্য্যায় নিবারণার্থ ইহার বীর্য্য "কুইনাইন" বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাহ্য প্রয়োগে ইহা অতিশয় সঙ্কোচক ও পচন নিবারক। ইহার মাত্রা

১০—২০ গ্রেণ। (১) ডিককৃসান অব সিঙ্কোনা—মাত্রা ১—৪ আঃ। (২) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব সিঙ্কোনা—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। (৩) এসিড ইনফিউজান অব সিঙ্কোনা (যাহার অপর নাম ইনফিউজান সিঙ্কোনা) —মাত্রা ১/২—১ আঃ। (৪) টিংচার অব সিঙ্কোনা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (৫) কম্পাউণ্ড টিংচার অব সিঙ্কোনা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (৬) ইলিক্সার অব সিঙ্কোনা—মাত্রা ১/৪—২ ড্রাম। (৭) কুইনেটাম্—মাত্রা ২—৫ গ্রেণ। (৮) কুইনেটাম্ সালফেট—মাত্রা ২—৩ গ্রেণ, বলকারক এবং ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় পর্য্যায় নিবারক।

বার্কেরবীর্য্য বা উপক্ষার।

নিম্নলিখিত লবণ কয়টী বার্কের উপক্ষার ঘটিত এবং উহাদের সকলগুলির ক্রিয়াই প্রায় একরূপ। লবণগুলি যথা—সালফেট অব কুইনাইন, সালফেট অব সিঙ্কোনিডাইন, সালফেট অব সিঙ্কোনাইন ও হাইড্রেট অব কুইনাইন। তবে সাময়িক জ্বরের সাময়িকতা নষ্ট করণে কুইনাইন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারই নিম্নে সিঙ্কোনিডাইন এবং সিঙ্কোনাইন সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। পর্য্যায় নিবারণ ব্যতীত ইহাদেরও পচননিবারক ও বলকারক গুণ আছে। হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগের জন্য হাইড্রোক্লোরেট অব কুইনাইন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (১) সালফেট অব সিঙ্কোনিডাইন—মাত্রা ৮—১০ গ্রেণ। (২) সালফেট অব সিঙ্কোনাইন—মাত্রা ৮—১০ গ্রেণ।

সেপো, ইং হার্ড সোপ (কঠিন সাবান)।

বিষনাশের জন্য সাবানের গাঢ় দ্রবের বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। মাত্রা ৫—৩০ গ্রেণ। (১) সোপ প্লাষ্টার। (২) পাইল্যুলা সেপোনিস কম্পোজিটা।

সেপো মলিস্, ইং সফ্ট সোপ (কোমল সাবান)।

মৃদুবিরেচক, স্নিগ্ধকারক, অম্ল নাশক, প্রস্রাব বর্দ্ধক ও প্রস্রাবের অম্লহারক (১) লিনিমেন্ট অব সোপ।

সোডিয়াই বাইকার্ব্বনাস, ইং সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট।

ইহাকে সোডা বাইকার্ব্বনাস ও বাই কার্ব্বনেট অব সোডাও বলে। অশ্মরী দ্রাবক, অম্লনাশক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রা ৫—৩০ গ্রেণ। (১) এফারভেসেন্ট সোডিয়াম সিট্রোটাইট্রেট—মাত্রা ৬—১২০ গ্রেণ। (২) সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট লোজেঞ্জ।

সোডিয়াই কার্ব্বনাস, ইং সোডিয়াম কার্ব্বনেট।

ইহাকে সোডি কার্ব্বনাস এবং কার্ব্বনেট অব সোডাও বলে। ইহার ক্রিয়া কার্ব্বনেট অব পোটাসিয়ামের তুল্য। মাত্রা ৫—৩০ গ্রেণ। (১) ড্রায়েড কার্ব্বনেট অব সোডিয়াম—মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ।

সোডিয়াই সালফাস, ইং সালফেট অব সোডিয়াম।

ইহাকে সোডী সালফাস, সালফেট অব সোডা এবং গ্লবার্স সল্ট বলা হয়। ইহা শৈত্যকারক ও বিরেচক এবং অল্পমাত্রায় মূত্রকারক। মাত্রা ১/৪—১/২ আউন্স। (১) এফার্ভেসেন্ট সালফেট অব সোডিয়াম।

সোডা টার্টারেটা, ইং টার্টারেটেড সোডা।

শৈত্যকারক, বিরেচক ও মূত্রকারক। মাত্রা ১/৪—১/২ আউন্স। ১২০ গ্রেণ—১/২ আঃ মাত্রায় বিরেচক এবং ৩০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকারক। (১) এফার্ভেসেন্ট টার্টারেটেড সোডা পাউডার।

সোডিয়াম্, ইং সোডিয়াম।

(১) সলিউস্যান অব ইথিলেট অব সোডিয়াম। ইহা প্রবল দহন ক্রিয়া বিশিষ্ট।

সোডা কষ্টিকা, ইং কষ্টিক্ সোডা।

ইহা কষ্টিক পটাশের তুল্য দাহক।

সিট্টোরিয়া, ইং আইসল্যাণ্ড মস্।

ইহা স্নিগ্ধকারক, পোষক ও বলকারক। (১) ডিককৃশান অব আইসল্যাণ্ড মস—মাত্রা ১—৪ আঃ।

সেবাইনী কাকিউমিনা ইং স্যাভিন টপ্‌স্।

ইহা ক্রিমিনাশক, উত্তেজক ও স্থানীয় উগ্রতাসাধক। মাত্রা চূর্ণ ৪—১০ গ্রেণ। (১) অয়েল অব স্যাভিন—মাত্রা ১—৪ মিনিম।

সিলা, ইং স্কুইল।

মুত্রকারক, উত্তেজক ও কফঃনিঃসারক। ঈষদধিক মাত্রায় ভেদ ও বমনকারক অতিমাত্রায় উগ্র বিষক্রিয়া প্রবর্ত্তক। মাত্রা ১—৩ গ্রেণ। (১) ভিনিগার অব স্কুইল—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। (২) অক্সিমেল অব স্কুইল পিল—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (৩) কম্পাউণ্ড স্কুইল পিল—মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ। (৪) টিংচার অব সিলি—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

স্পোপেরাই কাকিউমিনা, ইং ব্রুম টপ্স।

অল্পমাত্রায় ইহা মুত্রকারক এবং মাত্রাধিক্যে বিরেচক ও বমনকারক। (১) জুস অব ব্রুম—মাত্রা ১—২ ড্রাম।

স্যাণ্টেনিকা, ইং স্যাণ্টেনিকা।

মাত্রা ১—২ ড্রাম।

স্যাণ্টোনাইনাম্, ইং স্যাণ্টোনিন।

ইহা ক্রিমিনাশক। কেঁচোর মত ও সুতার মত ছোট ছোট উভয়বিধ ক্রিমিতেই ইহা উপকারী হইয়া থাকে। এরণ্ড তৈল বা শর্করার পাকসহ প্রয়োগ করিতে হয়। মাত্রা ২—৫ গ্রেণ। (১) স্যাণ্টোনিন লোজেঞ্জ।

স্পাইজিলিয়া, ইং পিঙ্ক রূট্।

ইহা ক্রিমিনাশক এবং সকলপ্রকার ক্রিমি রোগেই উপকার করিয়া থাকে। ক্রিমিজাত গুহ্যদেশ কণ্ডুয়নে বিশেষ উপযোগিতার সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মাত্রা ৬০—৮০ গ্রেণ। শিশুদিগের পক্ষে ১০—২০ গ্রেণ।

স্যাণ্টেলাম্ এলবাম, ইং হোয়াইট স্যাণ্ডাল উড্।

রেমিটেণ্ট জ্বরে ইহা ঘর্ম্মোৎপাদক। মাত্রা ৫—৬০ মিনিম। শরীরে ইহার প্রলেপ দিলে চুলকানি, ঘামাচি, ইরিসিপিলাস ও অন্যান্য বাহ্যিক প্রদাহ দূরীভূত হয় এবং জ্বরকালীন মস্তকের যাতনাও ইহাতে আরোগ্য হয়। ৩০—৪০ মিনিম শোধিত সুরা সহ মিশাইয়া দারু-চিনির তৈল সহযোগে সুগন্ধযুক্ত করিয়া দিবসে তিনবার ব্যবহার করিলে প্রমেহ রোগে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে উপকার লাভ করা যায়। (১) অয়েল অব স্যাণ্ডাল উড, ইহাকে অয়েল অব স্যাণ্টাল উডও বলে। ইহা দিবসে তিনবার ১৫ মিনিম মাত্রায় সেবন করিলে প্রমেহ ও গ্লীট রোগে পূঁজ নিঃসরণ দমন হয়। ইহা জননেন্দ্রিয় ও

মূত্র যন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উত্তেজক ও সংক্রমণ নাশক। ইহা সেবন করিলে ত্বক হইতে এবং শ্বাস প্রশ্বাসে ইহার তীব্র গন্ধ নির্গত হইয়া থাকে। (২) মিকশ্চার অব অয়েল অব স্যাণ্ডাল উড্। (৩) ক্যাপ্সিউল অব স্যাণ্ডাল অয়েল।

স্যাগাপিনাম, ইং স্যাগাপিনাম।

ইহার ক্রিয়া হিংএর ন্যায় কিন্তু অনেক মৃদু। মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ।

সাম্বাল রেডিক্স, ইং সম্বাল রুট্।

ইহা বলকারক, আক্ষেপনিবারক ও স্নায়বিক উত্তেজক। হিষ্টিরিয়া, শ্বাসকাস, মৃগী কোরিয়া ইত্যাদি আক্ষেপজনক রোগে, পুরাতন শ্বাস-নালীপ্রদাহ ও ফুসফুসপ্রদাহে, টাইফয়েড জ্বরে ও অতিসার রোগে উত্তেজনা ও বলবিধানার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ (চূর্ণাবস্থায়)। (১) টিংচার অব সাম্বাল—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

সিরিয়াই অক্জ্যালাস, ইং অক্জ্যালেট অব সিরিয়াম।

ইহা আক্ষেপ নিবারক ও স্নায়বিক বলকারক। মৃগী, হিষ্টিরিয়া ও কোরিয়া প্রভৃতি রোগে নাইট্রেট অব সিলভারের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিনেগী রেডিক্স, ইং সেনেগা রুট।

ইহা উত্তেজক, মূত্রকারক, রজঃনিঃসারক ও ঘর্ম্মকারক। মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ। (১) ইনফিউজান অব সেনেগা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (২) টিংচার অব সেনেগা—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

ষ্টাইর‍্যাক্স, ইং ষ্টোর‍্যাক্স।

ইহা কফঃনিঃসারক ও উত্তেজক। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ।

সিমারিউবা, ইং মাউণ্টেন ড্যাম্‌শন্‌।

পুরাতন অতিসার ও উদরাময় রোগে ইহা আফিম ও গন্ধদ্রব্য সহ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার ক্রিয়া সঙ্কোচক ও বলকারক তবে মাত্রাধিক্যে বমন ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। মাত্রা চূর্ণ ১০—৩০ গ্রেণ। (১) ইনফিউজান অব মাউণ্টেন ড্যামশন—মাত্রা ১—২ আউন্স।

সয়মাইডি কর্টেক্স, ইং রোহন বার্ক।

পর্য্যায়নিবারক, সঙ্কোচক ও বলবর্দ্ধক; সেই কারণে রোগান্তে দুর্ব্বলতায় ও পর্য্যায়জ্বরে বিশেষ উপকারক। মাত্রা চূর্ণ ১ ড্রাম দিবসে দুইবার ব্যবহার্য্য।

সার্পেণ্টেরায়ী রিজোমা, ইং সার্পেণ্টারি রিজোম।

ইহাকে সার্পেণ্টেরায়ী রেডিক্সও বলে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, উত্তেজক, ঘর্ম্মকারক ও বলবর্দ্ধক কিন্তু মাত্রাধিক্যে বিবমিষা, উদরাধ্মান ও উদরাময় আনয়ন করে। মাত্রাচূর্ণ ১০—৩০ গ্রেণ। (১) ইনফিউজান অব সার্পেণ্টেরি—মাত্রা ১/২—১ আঃ। (২) টিংচার অব সার্পেণ্টেরি—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (৩) কনসেণ্ট্রেটেড সলিউসান অব সার্পেণ্টেরি—মাত্রা ১/২—২ ড্রাম।

সালফোন্যাল, ইং সালফোন্যাল।

ইহা বেদনাপহারক, স্নায়বিক উগ্রতানিবারক ও নিদ্রাকর্ষক। মাত্রা ১০—৩০ গ্রেণ।

সার্সি রেডিক্স, ইং সার্সা প্যারিলা।

ইহা ঘর্ম্মকারক, বলবর্দ্ধক, পরিবর্ত্তক ও কখন কখন মুত্রকারক। (১) ডিকক্সান অব সারসা প্যারিলা—মাত্রা ২—১০ আঃ। (২) কম্পাউণ্ড ডিকক্সান অব সারসা প্যারিলা—মাত্রা ২—১০ আঃ। (৩) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব সারসা প্যারিলা, ইহাকে লাইকার সার্জ্জও বলে—মাত্রা ২—৪ ড্রাম। (৪) কম্পাউণ্ড একষ্ট্রাক্ট অব সারসা প্যারিলা—মাত্রা ১—৪ ড্রাম।

সালফার ইং, সালফার (গন্ধক)।

ইহা অল্পমাত্রায় ঘর্ম্মকারক, পরিবর্ত্তক, পিত্তনিঃসারক ও কফঃ-নিঃসারক। মাত্রাধিক্যে বিরেচক ক্রিয়া বিশিষ্ট। ২০—৩০ গ্রেণ মাত্রায় ঘর্ম্মকারক ও পরিবর্ত্তক, ৬০ গ্রেণ—১/২ আঃ মাত্রায় বিরেচক। (১) কনফেকৃসান অব সালফার—মাত্রা ১—২ ড্রাম। (২) সালফার লোজেঞ্জ—মাত্রা ১—৬ চাক্তি। (৩) সালফার অয়েণ্টমেণ্ট।

স্যাবেশিয়া, ইং আমেরিকান সেণ্টরি।

ইহা অজীর্ণ নিবারক, রোগান্তে দৌর্ব্বল্যাপহারক, অগ্নিবর্দ্ধক, তিক্তরসযুক্ত ও বলকারক। মাত্রা ১—২ আউন্স।

স্যালিসিন কর্টেক্স, ইং উইলো বার্ক।

ইহা সঙ্কোচক, পর্য্যায়নিবারক ও বলকারক।

স্যালিসিনাম, ইং স্যালিসিন্।

ইহা পর্য্যায়নিবারক ও বলবর্দ্ধক বাতজ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিমিসিফিউজি রিজোমা, ইং সিমিসিফিউগা।

ইহার অপর নাম একটিবি রেসিমোসী রেডিক্স। ইহা স্নায়বিক অবসাদক ও নাড়ীক্ষীণকারক, অল্পমাত্রায় পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক ও কফঃনিঃসারক এবং মাত্রাধিক্যে বিবমিষা, বমন, অবসন্নতা, শিরঃপীড়া শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি আনয়ন করে। মাত্রা ২০—৬০ গ্রেণ। (১) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব সিমিসিফিউগা—মাত্রা ৫—৩০ মিনিম। (২) টিংচার অব সিমিসিফিউগা—মাত্রা ৩০—৬০ মিনিম।

সিমপ্লক্স কর্টেক্স, ইং লোধবার্ক (লোধ্র)।

ইহা মৃদু বিরেচক, স্নিগ্ধকারক ও সঙ্কোচক। মাত্রা তরল সার ১/২ ড্রাম।

সোডিয়াই ভেলিরিয়েনাস, ইং ভেলিরিয়েনেট অব সোডিয়াম।

ইহা আক্ষেপনিবারক ও উত্তেজক। মাত্রা ১—৫ গ্রেণ।

স্যাম্বিউসাই ফ্লোরেস, ইং এলডার ফ্লাওয়ার্স।

ইহা বায়ুনাশক ও উত্তেজক। (১) এলডার ফ্লাওয়ার ওয়াটার —মাত্রা ১—২ আউন্স।

সাসাফ্রাস রেডিক্স, ইং সাসাফ্রাস্ রুট।

ইহা ঘর্ম্মকারক, পরিবর্ত্তক ও উত্তেজক।

সোডি এসিটাস্, ইং এসিটেট অব সোডা।

ইহার ক্রিয়া এসিটেট অব পটাশের তুল্য যদিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। মাত্রা ১ স্ক্রুপল হইতে ২ ড্রাম।

সোলেনাম জ্যাকুইনাই, ইং ওয়াইল্ড এগ্ স্-প্ল্যাণ্ট (কন্টিকারি)।

ইহার মূল কফঃনিঃসারক, তিক্তাস্বাদযুক্ত, বলবর্দ্ধক, মূত্রকারক ও বায়ুনাশক, ইহার (১) প্রলেপ। (২) চূর্ণ। (৩) কাথ। (৪) মধু ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সেরেভাইসিয়ী ফার্মেণ্টাম, ইং বিয়ার ইয়েষ্ট।

ইহা পচননিবারক, উত্তেজক, টাইফাস ও টাইফয়েড জ্বরে বিশেষ উপকারক ও অতিসার রোগে মলের দুর্গন্ধনাশক। মাত্রা ১/২—১ আউন্স।

স্যাবেডিলা, ইং সেভাডিলা।

ইহা ক্রিমিনাশক, বিরেচক ও উগ্র অবসাদক। কেশের উকুন্ ধ্বংস করিতে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। মাত্রা পূর্ণবয়স্কের জন্য ৮ গ্রেণ, শিশুদের জন্য ১—৫ গ্রেণ; কিঞ্চিৎ রেউচিনি ও গন্ধতৈল যোগে ব্যবস্থা করিতে হয়।

সোডিয়াই নাইট্রিস, ইং নাইট্রেট অব সোডিয়াম।

ইহা দেহমধ্যে নাইট্রোগ্লিসারিণ ও নাইট্রাইট অব এমিলের মত কার্য্য করে। হৃদশূল রোগে, মৃগীরোগে, মূত্রগ্রন্থির গ্র্যানিউলার রোগে, ধামনিক রক্তের চাপ বৃদ্ধি হইলে, হৃৎপিণ্ড ক্ষীণ ও প্রসারিত হইলে, এরোটিক পীড়ায়, শিরার্দ্ধ শূলরোগে, ব্রঙ্কাইটিস জনিত বা স্নায়বিক শ্বাসকাসে ইহার ব্যবহারে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মাত্রা ১/২—৫ গ্রেণ।

সোডিয়াই ক্লোরাইডাম, ইং ক্লোরাইড অব সোডিয়াম।

অল্প মাত্রায় ইহা পরিবর্ত্তক, বলবর্দ্ধক, অগ্নিবর্দ্ধক কিন্তু মাত্রাধিক্যে বমনকারক, ক্রিমিনাশক ও বিরেচক। অতিশয় অধিকমাত্রায় পাকাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহক। বাহ্যপ্রয়োগে ইহা স্থানীয় উগ্রতাসাধক। কেহ কেহ ইহার পচন নিবারক গুণেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ১০—৬০ গ্রেণ মাত্রায় বলবর্দ্ধক ও পরিবর্ত্তক এবং ১/২—২ আউন্স মাত্রায় বমনকারক ও বিরেচক।

সিনেমোমাই কর্টেক্স, ইং সিনেমন বার্ক (দারুচিনি)।

ইহা বায়ুনাশক, উত্তেজক ও অগ্নিবর্দ্ধক। মাত্রা চূর্ণ ৫—২০ গ্রেণ। (১) সিনেমন্ ওয়াটার—মাত্রা ১—২ আউন্স। (২) কম্পাউণ্ড পাউডার অব সিনেমন্—মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ। (৩) টিংচার অব সিনেমন্—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (৪) অয়েল অব সিনেমন্—মাত্রা ১/২—৩ মিনিম। (৫) স্পিরীট অব সিনেমন্—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

সাক্কাস লিমোনিস, ইং লেমন জুস্।

শৈত্যকারক, অবসাদক ও স্কার্ভিনিবারক। মাত্রা ২ ড্রাম হইতে ১ আঃ। (১) সিরাপ অব লেমন—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

সোডিয়াই ব্রোমাইডাম, ইং ব্রোমাইড অব সোডিয়াম।

ইহার ক্রিয়া অনেকাংশে ব্রোমাইড অব পোটাশিয়ামের তুল্য। মাত্রা ৫—৩০ গ্রেণ।

সিনেপিস, ইং মাষ্টার্ড (সর্ষপ)।

অল্প মাত্রায় উত্তেজক, অগ্নিবর্দ্ধক ও মুত্রকারক কিন্তু মাত্রাধিক্যে

বমনকারক এবং বাহ্যপ্রয়োগে উগ্রতাসাধক। মাত্রা ১/২ আউন্স বমন করণার্থ ঈষদুষ্ণ জল সহ সেব্য। (১) মাষ্টার্ড পুলটিস। (২) অয়েল অব মাষ্টার্ড। (৩) মাষ্টার্ড পেপার।

সোডিয়াই আইয়োডাইডাম্, ইং আইয়োডাইড অব সোডিয়াম।

ইহার ক্রিয়া আইয়োডাইড অব পটাশিয়মের তুল্য। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ।

সালফিউরিস আইয়োডিডাম, ইং আইয়োডাইড অব সালফার।

ইহা পরিবর্ত্তক। মাত্রা ১/২—৫ গ্রেণ। (১) সালফার আই-ডাইড অয়েণ্টমেণ্ট।

সোডিয়াই সালফিস, ইং সালফাইট অব সোডিয়াম।

ইহার অন্য নাম সোডি সালফিস ও সালফাইট অব সোডা। ইহা পচননিবারক, অল্পমাত্রায় পরিবর্ত্তক, কিঞ্চিৎ মাত্রাধিক্যে বিরেচক। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। বিরেচনার্থ—৪ ড্রাম পর্য্যন্ত ব্যবহার চলে।

স্যাণ্টোনিকা, ইং স্যাণ্টোনিকা।

মাত্রা ১—২ ড্রাম।

স্পাইজিলিয়া, ইং পিঙ্করূট।

ইহাও ক্রিমিনাশক বলিয়া সর্ব্বপ্রকার ক্রিমি রোগে উপকার করিয়া থাকে। গুহ্য কণ্ডুয়নে ইহার প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু মাত্রার আধিক্য হইলে আক্ষেপ, শিরোঘূর্ণন, প্রলাপ ও কনী-নিকা প্রসারণ প্রভৃতি স্নায়বীয় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। মাত্রা ৬০—১৮০ গ্রেণ। শিশুদিগের ১০—২০ গ্রেণ।

ষ্ট্র্যামোনিয়াই ফোলিয়া এট্ সেমিনা, ইং ষ্ট্রামোনিয়ম লীভ্স্ এণ্ড সীড্স (ধুস্তূর পত্র ও বীজ)।

ইহা বেলেডোনার ন্যায় কার্য্যকরী বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বাসকাসে ও এম্ফিসিমা রোগে ইহার পত্রের ধূমপান করিলে শ্লেষ্মা নিঃসরণ ও আক্ষেপ নিবারিত হইয়া থাকে। বাত ও স্নায়ুশূল রোগে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীক প্রয়োগে বেদনা নিবারিত হয়। চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে কণীনিকা প্রসারণ ও বেদনা নিবারণ করে। উন্মাদ, মৃগী, কোরিয়া প্রভৃতি রোগেও ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ইহার পোলটিশ মাংসক্রিমি রোগে বিলক্ষণ উপকার করে। (১) একষ্ট্রাক্টাম ষ্ট্র্যামোনিয়াম—মাত্রা ১/৪ —১ গ্রেণ। (২) টিংচার অব ষ্ট্রামোনিয়াম—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। (৩) ডেটিউরিণা—মাত্রা ১/১২০—১/৬০ গ্রেণ।

সোডিয়াই হাইপোসালফিস, ইং হাইপো সালফাইট অব সোডিয়াম।

অল্পমাত্রায় ইহা শোষক, পরিবর্ত্তক ও মূত্রকারক কিন্তু মাত্রাধিক্যে বিরেচক। মাত্রা ১০—৬০ গ্রেণ।

সোডিয়াই হাইপোফস্ফিস, ইং হাইপোফস্ফাইট অব সোডিয়াম।

ইহা স্নায়বীয় বলকারক। ইহার ক্রিয়া ক্যালসিস হাইপোফস্ফিসের সমতুল্য। মাত্রা ৩—১০ গ্রেণ।

সোডিয়াই ফস্ফাস, ইং ফস্ফেট অব সোডিয়াম।

ইহাকে সোডীফস্ফাস এবং ফস্ফেট অব সোডাও বলে। ইহা

মূত্রকারক, বিরেচক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রা ১/৪—১/২ আঃ, বিরেচনের জন্য ১/২—১ আউন্স মাংসের জুসের সহিত এবং ২০—৪০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকারক ও পরিবর্ত্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) একারভেসেণ্ট ফস্ফেট অব সোডিয়াম।

সোডা টার্টারেটা, ইং টার্টারেটেড সোডা।

ইহা শৈত্যকারক, মূত্রকারক ও বিরেচক। মাত্রা ১/৪—১/২ আউন্স। বিরেচনের জন্য ১/৪—১/২ আউন্স এবং ৩—৬০ গ্রেণ মাত্রায় মূত্রকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। (১) এফার্ভেসেণ্ট টার্টারেটেড সোডা পাউডার।

স্ক্যামোনিয়াম, ইং স্ক্যামোনি।

ইহা বিরেচক। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ। (১) রেজিন অব স্কামোনি। (২) কম্পাউণ্ড স্কামোনি পাউডার—মাত্রা ৩—৮ গ্রেণ। (৩) কম্পাউণ্ড পিল অব স্কামোনি—মাত্রা ১০—২০ গ্রেণ।

স্পিরিটাস ইথারিস নাইট্রোসাই, ইং স্পিরিট অব নাইট্রাস ইথার।

ইহা ঘর্ম্মকারক, বায়ুনাশক, শৈত্যউৎপাদক ও মূত্রকারক। মাত্রা ৷৷০—২ ড্রাম।

স্পিরিটাস ইথারিস কম্পোজিটাস, ইং কম্পাউণ্ড স্পিরিট অব ইথার।

ইহাকে হফম্যান্স এনোডাইনও বলে। ইহা উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক, নিদ্রাকর্ষক ও বেদনানিবারক। পুনঃপুনঃ প্রয়োগে ২০—৪০ মিনিম এবং পুরামাত্রা ৬০—৯০ মিনিম ব্যবহৃত হয়।

ষ্ট্রীক্‌নাইনা, ইং ষ্ট্রীক্‌নাইন।

ইহাকে ষ্ট্রীকনিয়াও বলে। ইহা সর্ব্বপ্রকারে কুঁচিলার ন্যায় অথচ তাহা অপেক্ষা অনেক প্রবল। ইহার ১/২ গ্রেণ সেবনে মৃত্যুঘটিতেও দেখা গিয়াছে। মাত্রা ১/৬৪—১/১৬ গ্রেণ। (১) সলিউসান অব হাইড্রোক্লোরেট অব ষ্ট্রীকনাইন—মাত্রা ৫—১০ মিনিম।

ষ্ট্যাফিসেগ্রায়ী সেমিনা, ইং ষ্ট্যাভেসেকর্‌ সীডস।

একজিমা রোগে ৷৷০ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার প্রয়োগই বিধি। শোথ, আক্ষেপ, শ্বাসকাস রোগে ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগও হইয়া থাকে। স্নায়ুশূল, দন্তশূল ও স্কেবিজাদি পরাঙ্গপুষ্ট কীটজনিত চর্ম্ম-রোগে বিশেষতঃ প্রুরাইগো সেনাইলিস্‌ রোগে ইহা মহা উপকারক। (১) অয়েণ্টমেণ্ট অব ষ্ট্যাভেসেকর্‌।

ষ্ট্রোপ্যান্থস, ইং ষ্ট্রোপান্থস।

ইহা হৃৎপিণ্ডের বলকারক ও মুত্রকারক কিন্তু মাত্রাধিক্যে হৃৎ-পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত করিয়া মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকে। (১) টিংচার অব ষ্ট্রোপেন্থাই—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম।

সেনা কোলিয়া, ইং সেনা লীভস (সোনামুখী পাতা)।

ইহা বিরেচক পেটকামড়ানি নিবারণ জন্য শুঁঠ, ধনে, এলাচ প্রভৃতি বায়ুনাশক দ্রব্যের সহিত সেবন করা উচিত। ইহা রজঃ-নিঃসারক। শোথ, অজীর্ণ ও ক্রিমিরোগেও ইহা উপকারী। (১) কন্‌ফেকশিয়ো সেনা। (২) ইনফিউজান সেনা। (৩) মিশ্চিউরা সেনা কম্পোজিটা। (৪) টিংচার সেনা কম্পোজিটা। (৫) সিরাপ সেনা।

হিমেটক্সিলাই লিগ্নাম, ইং লগ উড।

ইহা উগ্রতাশূন্য, বিশুদ্ধ সঙ্কোচক ও কোন কোন স্থলে বলকারক। ইহার ব্যবহারে প্রস্রাব লোহিতবর্ণ ধারণ করে। পুরাতন অতিসার ও উদরাময় রোগে ইহার কাথ বা সার যথেষ্ট উপকারী হইতে দেখা যায়। ইহা ভেদ নিবারক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সরলকারী গুণও ইহাতে বিদ্যমান আছে। (১) ডিককৃসান অব লগউড্—মাত্রা ৷০—২ আঃ। (২) একষ্ট্রাক্ট অব লগউড্—মাত্রা ২০—৩০ গ্রেণ। (৩) ফ্লুইড্ একষ্ট্রাক্ট অব লগউড্—মাত্রা ॥০—২ ড্রাম।

হ্যামোমেলিস, ইং উইচ হেজল।

সর্ব্বপ্রকার রক্তপ্রস্রাবরোধক ও সঙ্কোচক। (১) হ্যামোমেলিস বা হ্যামোমেলিডিন—মাত্রা বটীকাকারে ॥০—১ গ্রেণ। অর্শরোগে—কোকো বাটারের সহিত সাপোজিটারীরূপে ১ গ্রেণ মাত্রায় প্রযোজ্য। (২) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব হ্যামোমেলিস—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। (৩) টিংচার অব হ্যামোমেলিস—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম। (৪) অয়েন্ট-মেন্ট অব হ্যামোমেলিস।

হাইড্রাষ্টিস রিজোমা, ইং হাইড্রাষ্টিস রিজোম (হরিদ্রা)।

ইহাকে ইয়েলো রুট, অরেঞ্জ রুট, ইণ্ডিয়ান টার্মারিক, গোল্ডেন শীল এই সকল নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা পিত্তঃনিঃসারক, পর্য্যায়নিবারক, পরিবর্ত্তক, তিক্তাস্বাদযুক্ত, বলবর্দ্ধক, লালাস্রাব বৃদ্ধিকারক, যকৃতের ক্রিয়ার উদ্রেককারক, অন্ত্র ক্রিয়াবর্দ্ধক, অগ্নি-বর্দ্ধক, জরায়ু সঙ্কোচক। হাইপোডার্ম্মিকরূপে প্রযুক্ত হইলে গর্ভ স্রাবকারক, ক্ষুধা ও পরিপাক ক্রিয়া বর্দ্ধক, মল কোমলকারক এবং

মূত্রবিরেচক। (১) লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব হাইড্রাষ্টিস—মাত্রা ৫—১৫ মিনিম। (২) হাইড্রাষ্টিস্ রিজোন। (৩) টিংচার অব হাইড্রাষ্টিস্—মাত্রা ॥• ১ ড্রাম।

হোমাট্রোপাইনী হাইড্রোব্রোমাস, ইং হাইড্রোব্রোমেট অব হোমাট্রোপাইন।

ইহাও এতদ্ঘটিত হাইড্রোক্লোরেট, হাইড্রোব্রোমেট, ও স্যালিসিলেট দ্রব অতি প্রবল কনীনিকা প্রসারক।

হাইওসায়েমাই ফোলিয়া, ইং হেনবেন লীভস্।

ইহাও কনীনিকা প্রসারক, স্নায়বীয় স্থৈর্য্য সম্পাদক, বেদনানিবারক, মাদক ও মস্তিষ্ক উত্তেজক। বাত, স্নায়ুশূল, ঠুন্‌কো, গাউট, অর্শ, অস্থ্যাবরণ প্রদাহ প্রভৃতি রোগে ইহার আভ্যন্তরীক ও স্থানীয় প্রয়োগে বেদনা নিবারিত হয়। মদাত্যয় রোগ প্রলাপযুক্ত হইলে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

হেমিডেসমাই রেডিক্স, ইং হেমিডেসমাস রুট।

ইহা ঘর্ম্মকারক, বলকারক, মূত্রকারক এবং পরিবর্ত্তক। (১) সিরাপ অব হেমিডেস্‌মাস্—মাত্রা ॥•—১ ড্রাম।

হাইড্রোকোটাইল এসিয়াটিকা, ইং এসিয়াটিক পেনিয়ার্ট (থুলকুড়ি)।

ইহা বলবর্দ্ধক, ঘর্ম্মকারক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রা পত্রের চূর্ণ ৮ গ্রেণ মাত্রায় দিবসে তিনবার সেব্য।

হাইড্রার্জাইরাম, ইং মার্কারি (পারদ)।

ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় ক্রিয়াবিহীন। (১) মার্কারি উইথ চক্—

মাত্রা ১—৫ গ্রেণ। ইহা অম্লনাশক এবং অন্যান্য পারদ ঘটিত ঔষধ-মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যভাব প্রকাশক। (২) মার্কিউরিয়াল পিল—মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ। (৩) অয়েণ্টমেণ্ট অব মার্ক্যারি। (৪) কম্পা-উণ্ড অয়েণ্টমেণ্ট অব মার্কারি। (৫) লিনিমেণ্ট অব মার্কারি। (৬) মার্কিউরিয়াল প্লাষ্টার। (৭) এমোনায়েকাম এণ্ড মার্কারি প্লাষ্টার। (৮) মার্কিউরিয়াল সাপোজিটারিজ।

হাইড্রার্জিরাই অক্সাইডাম রুব্রাম, ইং রেড অক্সাইড অব মার্কারি।

ইহা দাহক, পুরাতন নিরঙ্কুর ক্ষতে, দীর্ঘাঙ্কুর ক্ষতে এবং উপ-দংশজ ক্ষতে বিশেষ উপকারী। (১) অয়েণ্টমেণ্ট অব রেড অক্সাইড অব মার্কারি।

হাইড্রার্জিরাই সাব ক্লোরাইড অব মার্কারি।

ইহাকে ক্যালোমেল, হাইড্রার্জিরাই ক্লোরাইড ও মার্কিউরিয়াস্ ক্লোরাইড নামেও অভিহিত করা হয়। ইহা ক্রিমিনাশক, পিত্তঃনিঃসারক, লালানিঃসারক, শোষক, পরিবর্ত্তক, অবসাদক, প্রদাহনাশক ও বিরেচক। মাত্রা ।।০—৫ গ্রেণ। ১—৩ গ্রেণ মাত্রায় লালানিঃসারক, পরি-বর্ত্তক ও স্রাবক। ৫—১০ গ্রেণ মাত্রায় বিরেচক, ক্রিমিনাশক, ও পিত্তনিঃসারক। (১) ব্ল্যাক মার্কিউরিয়াল লোশন। কম্পাউণ্ড পিল অব মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড—মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ। (৩) মার্কিউরিয়াস ক্লোরাইড অয়েণ্টমেণ্ট।

হাইড্রার্জিরাই পারক্লোরাইডাম, ইং পারক্লোরাইড অব মার্কারি।

অল্পমাত্রায় ইহা পচন নিবারক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রা ১/৩০—

১/১৫ গ্রেণ। (১) সলিউসান অব পারক্লোরাইড অব মার্কারি—মাত্রা ॥০—১ ড্রাম। (২) ইয়েলো মার্কিউরিয়াল লোশন।

হাইড্রার্জিরাই অক্সাইডাম ফ্লেভাম, ইং ইয়েলো অক্সাইড অব মার্কারি।

ইহাকে ইয়েলো মার্কিউরিক অক্সাইডও বলে। (১) ওলিয়েট অব মার্কারি। ইহার বাহ্য প্রয়োগে পারদের স্থানীয় ও সার্ব্বাঙ্গিক ক্রিয়া দর্শাইয়া থাকে। উপদংশ জনিত রোগে ইহা সাতিশয় উপকারী।

হাইড্রার্জিরাম্ এমোনিয়েটাম্, ইং এমোনিয়েটেড মার্কারি।

বাহ্য প্রয়োগে ইহা দাহকরূপে ক্রিয়া করে, তজ্জন্য নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে ইহার মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) অয়েণ্টমেণ্ট অব এমোনিয়েটেড মার্কারি।

হাইড্রার্জিরাই আইয়োডাইডাম রুব্রাম, ইং রেড আইয়োডাইড অব মার্কারি।

ইহা শোষক, দাহক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রা ১/৩২—১/১৬ গ্রেণ। (১) হাইড্রার্জিরাই আইয়োডিডাই। (২) অয়েণ্টমেণ্ট অব আইয়োডাইড অব মার্কারি।

হাইড্রার্জিরাই আইয়োডাইডাম ভিরিডি, ইং গ্রীণ আইয়োডাইড অব মার্কারি।

ইহা লালানিঃসারক ও পরিবর্ত্তক। শিশুদের মাত্রা ১/৬—॥০ গ্রেণ। বয়স্কদের ১—৩ গ্রেণ।

য়্যাসিডাম সালফিউরিকাম, ইং সালফিউরিক য়্যাসিড।

উপযুক্ত পরিমাণে জলমিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ইহা শৈত্য-

কারক, সঙ্কোচক, ক্ষারনাশক ও বলকারক হইয়া থাকে। মাত্রা—৫—২০ মিনিম।

য়্যাসিডাম কার্ব্বনিকাম, ইং কার্ব্বনিক এসিড।

ইহা মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক অবসাদক; স্থানীয় প্রয়োগে উগ্রতাসাধক। বেদনানিবারক ও স্পর্শহারক।

য়্যাসিডাম গ্যালিকাম, ইং গ্যালিক এসিড।

বহুমূত্ররোগে, অণ্ডনালিক প্রস্রাবে ও কাইলাস ইউরিণ রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী। পুরাতন প্রমেহ রোগে এবং মূত্রাশয় ও মূত্রগ্রন্থির রক্তস্রাব রোগেও ইহা বেশ ফলপ্রদ। দুগ্ধ নিঃসরণের আধিক্য, যক্ষ্মারোগে অতিঘর্ম্ম, শ্বেতপ্রদরে ক্লেদ ও শ্বাসনালীপ্রদাহ রোগের শ্লেষ্মানিঃসরণের আধিক্য নিবারণে ইহা বিলক্ষণ বলশালী ঔষধ। রক্তোৎকাস, রক্তবমন, ও রক্তস্রাব প্রভৃতি পীড়ায় রক্তবন্ধের ব্যবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গ্যালিক এসিড—৩০ গ্রেণ, জলমিশ্রিত গন্ধকদ্রাবক ১ ড্রাম, অহিফেনের আরিষ্ট বা তরলসার ১ ড্রাম, গোলাবাদি ফাণ্ট ৬ আউন্স, মিশ্রিত করিয়া ১ আঃ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

য়্যাসিড ট্যানিকাম, ইং ট্যানিক এসিড।

ইহাকে ট্যানিনও বলা হয়। ইহা বিবিধ রক্তস্রাব রোগে অহিফেন সহযোগে ও রক্তাতিসারে ইপিকাকুয়ানা সহযোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাহ্য অঙ্গ হইতে রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে ইহার স্থানীয় প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা পুরাতন ব্রঙ্কাইটিস রোগে শ্লেষ্মা দমন করিয়া বিশেষ উপকার দর্শায়। জলমিশ্রিত যবক্ষার দ্রাবকের সহিত

প্রযুক্ত হইলে পেটের ফাঁপ নিবারিত হয়। রেকাইটিস অস্থি রোগে ॥০—১ গ্রেণ মাত্রায় ট্যানিক এসিড ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। প্রমেহ রোগের প্রদাহ অন্তর্হিত হইলে পর এবং গ্লীট রোগে ইহার পিচকারী ব্যবহৃত হয়। ট্যানিনের আভ্যন্তরীক ও বাহ্য প্রয়োগ দ্বারা শ্বেত প্রদর রোগ আরোগ্য হয়। আভ্যন্তরীক প্রয়োগকালে ২। ৩ গ্রেণ মাত্রায়, অল্পজল মিশ্রিত যবক্ষার দ্রাবকের সহিত ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরাতন প্রমেহ রোগে নিম্নলিখিতভাবে আভ্যন্তরীক প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে।

গ্লিসারিণ অব ট্যানিন—৩ আউন্স, অলিভ অয়েল ১ আঃ, মিউ-সিলেজ ১ আঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। প্রল্যাপ্সস্ এনাই রোগে ইহার জলীয় দ্রবের পিচকারী স্থানীয় শৈথিল্য নিবারণ করে। অর্শরোগের প্রদাহ দুরীভূত হইলে ট্যানিনের মলম বিশেষ উপকারী। ট্যানিন ১ ড্রাম, গ্লিসারিণ ১৬ ড্রাম মিশাইয়া স্থানীয় প্রয়োগে ফিসার অব দি এনাস রোগে বিশেষ উপকার হয়। ফিতার মত ক্রিমি বিনাশার্থ ইহার পিচকারী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারদ সেবন জন্য অথবা অন্য কারণে দাঁতের মাড়ী ফুলিলে অথবা কোমল হইলে বা তাহা হইতে রক্তস্রাব হইলে ট্যানিনের স্থানীয় প্রয়োগ একান্ত আব-শ্যক। ডিপ্থিরিয়া, স্বরযন্ত্রক্ষত, ইডিমা অব দি গ্লোটিস, রক্তোৎকাস, পুরাতন ক্ষত, ফুসফুস পচিয়া যাওয়া, পুরাতন সর্দ্দি ও ক্রুপ রোগে ১/২০ গ্রেণ ট্যানিন ১ আউন্স জলে দ্রব করিয়া স্প্রেরূপে প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। ট্যানিন গলাইয়া বিবিধ চক্ষুপ্রদাহে প্রয়োগে উপকার দর্শে। ২/৫ গ্রেণ ট্যানিন, ১ আঃ জলে দ্রব করিয়া ব্যব-হার করিলে শিশুদিগের পুঁজযুক্ত চক্ষুর প্রদাহ শীঘ্র উপশমিত হয়। আলজিভ বৃদ্ধি জনিত অবিরাম কাসে, যক্ষ্মারোগে গলনালীপ্রদাহ ও

ক্ষত জনিত কাস নিবারণে গ্লিসারিণ অব ট্যানিন বিশেষ উপকারী। বালিকাদিগের পুরাতন যোনিপ্রদাহে গ্লিসারিণ অব ট্যানিন প্রয়োগ আবশ্যক। ট্যানিন ৫ গ্রেণ, জল ১ আঃ ব্যবহার করিলে চুচুক্ষত আরোগ্য হয়। (১) গ্লিসারিণ অব ট্যানিক এসিড। (২) ট্যানিক এসিড সাপোজিটারিজ। (৩) ট্যানিক এসিড লোজেঞ্জ। (৪) গ্লিসারিণ অব এলিউমিন এণ্ড ট্যানিক এসিড।

য়্যাসিডাম পাইরোগ্যালিকাম, ইং পাইরোগ্যালিক এসিড।

যক্ষ্মার রক্তোৎকাসে ১ গ্রেণ মাত্রায় জলীয় দ্রবরূপে প্রতিঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে হয়। নানাপ্রকার চর্ম্মরোগে ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (১) পাইরোগ্যালিক এসিড অয়েণ্টমেণ্ট। (২) কম্পাউণ্ড অয়েণ্টমেণ্ট অব পাইরোগ্যালল্। (৩) গ্যালোসেটোফেনন। (৪) গ্যালো ব্রোমল। (৫) পাইরোগ্যালল বিসমাথ।

য়্যামারান্থাস স্পাইনোসাস, ইং স্পাইনাস এমেরানন্থাস।

অসুস্থ ক্ষতে এই পত্রের পোলটিশ বিলক্ষণ উপকার করে। মূলে মূত্রকারক ও সঙ্কোচক গুণ বর্ত্তমান। একজিমা রোগে ইহার মূল বাটীয়া পলস্তারূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই মূলের রস প্রমেহ রোগের পুঁজ নিঃসরণ ও শ্লেষ্মা নিঃসরণ লাঘব করে ও যন্ত্রণা নিবারণ করে। আতপ চাউল ভিজান জলের সহিত ইহার মূলের রস ব্যবহার করিলে রক্তামাশয় রোগে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়। ইহার (১) পত্রের পোলটিস। (২) মূলের কাথ। (৩) ফাণ্ট ও (৪) রস ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

য়্যালুমেন, ইং য়্যালাম (ফিটকারি)

ইহা রসকর্পূর, সীসশর্করা, বেরাইটা, ট্যানিন ও তৎসংযুক্ত দ্রব্যাদি,

ক্ষার ও ক্ষার কার্ব্বনেট এই সকল বস্তুর সহিত সম্মিলিত হয় না। প্রোল্যাপ্সস্ রেক্টাই রোগে ৬০ গ্রেণ ফিটকারি ৮ আঃ জলে দ্রব করিয়া পিচকারীদ্বারা ব্যবহার করিতে হয়। প্রদাহশূন্য অর্শরোগেও ইহা ব্যবহৃত হয়। ক্ষতজনিত মুখাভ্যন্তর প্রদাহে (ক্ষত যদি মাড়ীর ধারে একদিগের গালে জন্মে তাহা হইলে) শুষ্ক ফিটকারী অঙ্গুলি দ্বারা দিবসে অনেকবার প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। পাইরোসিস রোগে ব্যবহৃত হইলে ইহা দ্বারা পাকাশয়ের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে বলাধান হয়। ডোভার্স পাউডারের সহিত প্রযুক্ত হইলে পুরাতন অতিসার রোগ আরোগ্য হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে সালফেট অব য্যালুমিনা ১॥০ গ্রেণ ও বিসমাথ ১ গ্রেণ জেনশিয়েনের সাহায্যে বড়ী প্রস্তুত করিয়া রাত্রে ও প্রাতঃকালে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। টাইফয়েড জ্বরে উদরাময় দমনার্থ অবস্থানুযায়ী ২—৫ গ্রেণ মাত্রায় প্রতিঘণ্টায় প্রয়োগ করিতে হয়। সীসশূল রোগে ১০—১৫ গ্রেণ মাত্রায় ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিলে মহৌষধির কার্য্য করে। নাসারন্ধ্রের পুরাতন সর্দ্দিতে ফিটকারীর নস্য উপকার করিয়া থাকে। ক্রুপরোগে বমনের আবশ্যক হইলে ফিটকারিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ॥০—১ ড্রাম মাত্রায় ১০।১৫ মিনিট অন্তর প্রয়োগ করিতে হয়। এককালীন অধিকমাত্রায় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় না। শ্বেতপ্রদর রোগের শান্তির জন্য ফিটকারি ॥০ আঃ, ট্যানিন ১—২ ড্রাম, জল ২ পাইণ্ট একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রাতে এক পাইণ্ট ও রাত্রে ১ পাইণ্ট ব্যবহার করিতে হয়। প্রুরাইটিস ভালভা রোগে ফিটকারীর গাঢ় দ্রব বিশেষ উপকারী। জরায়ু ও সরলান্ত্র নির্গমণ রোগে ১ আঃ জলে ৬ গ্রেণ ফিটকারী দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। (১) গ্লিসারিণ অব য্যালাম। (২) এক্সিকেটেড য্যালাম।

য়্যাবসিন্থিয়াম্, ইং ওয়ার্ম উড।

মৃগীরোগে, কোরিয়া রোগে ও অপরাপর আক্ষেপযুক্ত রোগে ইহার চূর্ণ এবং অজীর্ণ রোগে ইহার ফাণ্ট প্রভৃত উপকারী। মাত্রা ১—২ আঃ। পর্য্যায় জ্বরে জ্বর আসিবার প্রাক্কালে ২০—১২০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে শীঘ্রই পর্য্যায় জ্বর আরোগ্য হয়। ৬০—১২০ গ্রেণ মাত্রায় ইহা ক্রিমিনাশক; এই মাত্রায় সেবনের পর বিরেচক ব্যবহারই বিধি।

য়্যাকোরাস ক্যালেমাস্, ইং সুইট ফ্লাগ [বচ]।

বাতজনিত অজীর্ণরোগে, পর্য্যায়জ্বরে, আমাতিসারে, উদরাময়ে, পক্ষাঘাতে, পেরোটাইটীশ, উদরী ও নানাপ্রকার গ্রন্থির পীড়ায়, বিবিধ স্নায়ু সম্বন্ধীয় পীড়ায়, ক্যাপিলারী ব্রঙ্কাইটীশ ও কাসরোগে, মুত্রাশ্মরী ও শিশুদিগের অন্ত্র ক্রিমি রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। ইহার (১) সার, (২) চূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

য়্যালষ্টোনিয়া, ইং য়্যালষ্টোনিয়া (ছাতিম)।

ইহা রোগান্তে দুর্ব্বলতায়, অতিসারে, ও পুরাতন উদরাময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে অতিসার ও উদরাময়ে ইহার চূর্ণ ইপিকাকুয়ানার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (১) ইনফিউজান অব য়্যালষ্টোনিয়া মাত্রা ১/২—২ আউন্স (২) টিংচার অব য়্যালষ্টোনিয়া মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

য়্যাণ্ড্রোগ্রাফিস, ইং য়্যাণ্ড্রোগ্র্যাফিস (কালমেঘ)।

ইহা তিক্তাস্বাদযুক্ত, বল ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কোয়াসিয়ার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অগ্নিমান্দ্য, অতিসারের শেষাবস্থায়, ও রোগান্তে দুর্ব্বলতায় ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারক। (১) ইনফিউান অব

১০

য়্যাণ্ড্রোগ্র্যাফিস মাত্রা ১/২—১ আউন্স (২) কনসেণ্ট্রেটেড্ সলিউসান অব য়্যাণ্ড্রোগ্র্যাফিস মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (৩) টিংচার অব য়্যাণ্ড্রোগ্রাফিস—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

য়্যাপিওলাম, ইং য়্যাপিওল।

স্নায়বীয় কষ্টরজঃরোগে, রজোল্পতা রোগে, রোগ রক্তাল্পতা ও ক্রিয়ার ক্ষীণতা জন্য য়্যাপিওল প্রযুক্ত হইলে শীঘ্রই উপকার দর্শায়। প্রথমে লৌহ ঘটিত ঔষধ ব্যবহারে রক্ত পরিস্কৃত করিয়া লইয়া পরে মুসব্বর ঘটিত ঔষধ দ্বারা কোষ্ঠ কাঠিন্য দূত করতঃ ঋতু প্রবর্ত্তনের অনতিপূর্ব্বে ইহা পূর্ণ মাত্রায় সেবনের ব্যবস্থা করিতে হয়। সবিরাম স্নায়ুশূল ও যক্ষ্মারোগে নিশাঘর্ম্ম নিবারণার্থ ইহা ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

য়্যারিষ্টোলোকিয়া, ইং য়্যারিষ্টোলোকিয়া (ইসারমূল)।

ইহা জ্বরে ও জ্বরান্তে দুর্ব্বলতায় বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিলে ধবল রোগ আরোগ্য হয়। অজীর্ণ ও উদরাময় রোগেও ইহা সুফলদায়ক। সর্পদংশনের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। (১) কনসেণ্ট্রেটেড সলিউসান অব য়্যারিষ্টোলোকিয়া—মাত্রা ১/২—২ ড্রাম (২) টিংচার অব য়্যারিষ্টোলোকিয়া—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

য়্যাসিডাম কার্ব্বলিকাম, ইং কার্ব্বলিক এসিড।

ইহা দুর্গন্ধাপহারক, পচন নিবারক, বায়ুনাশক ও উত্তেজক এবং স্থানীয় প্রয়োগে উগ্রতাসাধক ও দাহক। অধিক মাত্রায় বিষক্রিয়া করিয়া থাকে, মাত্রা ১—৩ গ্রেণ। (১) লিকুইড কার্ব্বলিক এসিড্—মাত্রা ১—৪ মিনিম। (২) গ্লিসারিণ অব কার্ব্বলিক এসিড্—মাত্রা

১—৪ মিনিম। (৩) কার্ব্বলিক এসিড সাপোজটারিজ উইথ সোপ। (৪) অয়েণ্টমেণ্ট অব কার্ব্বলিক এসিড। (৫) কার্ব্বলিক এসিড গজ। (৬) ক্যাম্ফ্যারেটেড কার্ব্বলিক এসিড। (৭) কার্ব্বলিক অয়েল। (৮) কার্ব্বলাইজ্‌ড্ আইয়োডিন সলিউসান। (৯) কার্ব্বলাইজ্‌ড্ টো। (১০) কার্ব্বলাইজ্‌ড সিল্ক (১১) কার্ব্বলিক এসিড লোশন। (১২) এমপ্লাষ্ট্রাম এসিডাই কার্ব্বলিসাই। (১৩) সালফোকার্ব্বলিক এসিড। (১১) সালফো কার্ব্বলেট্‌স অব সোডিয়াম। সালফো কার্ব্বলেট্‌স অব জিঙ্ক।

য়্যাসিডাম্ ক্রমিকাম, ইং ক্রোমিক এসিড।

ইহা প্রবল প্রদাহক, দুর্গন্ধাপহারক, সংক্রামাপহ ও পচন নিবারক। (১) সলিউসান অব ক্রমিক এসিড।

য়্যাসিডাম হাইড্রোক্লোরিকাম, ইং হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

ইহাকে মিউরিয়াটিক এসিডও বলে। অল্পমাত্রায় নিয়মিত জলের সহিত সেবন করিলে ক্ষার নাশক, অগ্নি বর্দ্ধক, বলবর্দ্ধক ও পরিবর্ত্তক হইয়া থাকে। (১) ডাইয়োলিউটেড হাইড্রোক্লোরিক এসিড—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

য়্যাসিডাম্ নাইট্রিকাম, ইং নাইট্রিক এসিড।

জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্পমাত্রায় সেবন করিলে ক্ষার নাশ করে, পিত্তনিঃসরণে সহায়তা করে, অগ্নি বর্দ্ধিত করে, শরীরের বলবৃদ্ধি করে এবং শরীরের পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। (১) ডাইলিউটেড্ নাই-ট্রিক এসিড—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

য়্যাসিডম নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিকাম, ইং নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড।

ইহার সহিত অল্পমাত্রায় জল মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ক্ষার নাশ করে, পিত্ত নিঃসরণ করে, অগ্নি বৃদ্ধি করে, বল বর্দ্ধিত হয় ও পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। নীর্জ্জলাবস্থায় যার পর নাই দাহক ও বিষক্রিয়া প্রকাশক। (১) ডায়ালিউটেড্ নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক এসিড—মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

য়্যাসিডাম ফস্ফরিকাম কনসেণ্ট্রেটাম, ইং কনসেণ্ট্রেটেড ফস্ফরিক এসিড।

ইহা ডাইলিউট করিয়া ডাইলিউটেড ফস্ফরিক এসিড রূপে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহা শৈত্যকারক, বলবর্দ্ধক, কামোদ্দীপক ও পরিবর্ত্তক। মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

য়্যাসিডম পিক্রিকাম্, ইং পিক্রিক এসিড।

ইহাকে কার্ব্বজোটিক এসিডও বলা হয়। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় প্রযুক্ত হইলে ম্যালেরিয়া নাশ করে ও পর্য্যায় নিবারণ করে। (১) পিক্রেট অব এমোনিয়াম্ ইহাও পর্যায় নিবারক, ম্যালেরিয়া নাশক কিন্তু মাত্রাধিক্যে ব্যবহৃত হইলে শিরঃপীড়া মস্তকে ভারবোধ, প্রলাপ ও নাড়ীর ক্ষীণতা আনয়ন করিয়া থাকে। মাত্রা ১/৪—২ গ্রেণ।

য়্যাসিডাম সালফিউরিকাম, ইং সালফিউরিক এসিড।

উপযুক্ত মাত্রায় জল মিশাইয়া সেবনে ইহা শৈত্যকারক, ক্ষারনাশক বলবর্দ্ধক ও সঙ্কোচক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। (১) ডাইলিউটেড সালফিউরিক এসিড মাত্রা ৫—২০ মিনিম।

য়্যাসিডাম স্যালিসিলিকাম, ইং স্যালিসিলিক এসিড।

মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ। (১) সালসিলেট অব সোডা—মাত্রা ১—৩০ গ্রেণ। সাধারণ জ্বররোগে স্যালিসিলিক এসিড ও স্যালিসিলেট অব সোডা শরীরের উত্তাপ হ্রাস করে। অধিক মাত্রায় সেবনে স্যালিসিলিক এসিড শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া হ্রাস করে ও পচন নিবারণ করে কিন্তু স্যালিসিলেট অব সোডার পচন নিবারক শক্তি নাই।

য়্যাসিডম মেক্‌নিকাম, ইং মেক্‌নিক এসিড।

ইহা মাদক বলিয়া অভিহিত হয়। মাত্রা ৫—১০ মিনিম। (১) সলিউসান অব বাইমেক্‌নেট অব মর্ফাইন্।

য়্যাসিডাম এসিটিকাম্, ইং এসিটিক এসিড।

ইহা শৈত্যসম্পাদক, ক্ষারনাশক, ধমনীর অবসাদক, সঙ্কোচক, মূত্রকারক, ঘর্ম্মোৎপাদক। বাহ্য প্রয়োগে চর্ম্মের উগ্রতাসাধক, ফোস্কাকারক, ও পচন নিবারক। (১) ডাইলিউটেড এসিটিক এসিড মাত্রা ১/২—১ ড্রাম। (২) অক্‌জিমেল—মাত্রা ১/২—১ ড্রাম।

য়্যাসিডাম সাইট্রিকাম, ইং সাইট্রিক এসিড।

ইহা শৈত্যকারক, স্কার্ভিনিবারক অবসাদক, জ্বরাদি রোগে জল ও শর্করা সহ সেবনে পিপাসা নিবারক, উত্তাপ হ্রাসকারক, বিবমিষা ও বমন নাশক। মাত্রা ৫—২০ গ্রেণ।

য়্যাসিডাম অক্‌জ্যালিকাম, ইং অকজ্যালিক এসিড।

অল্পমাত্রায় জল সহ প্রযুক্ত হইলে শৈত্যকারক ও অবসাদক ক্রিয়া প্রকাশ করে। কিন্তু অধিক মাত্রায় উগ্র বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। মাত্রা ১/২—২ গ্রেণ।

য়্যাসিডাম টার্টারিকাম, ইং টার্টারিক এসিড।

ইহা শৈত্যকারক, পাকাশায় ও অন্ত্র মধ্যে উগ্রতাসাধক ও ধামনিক অবসাদক কিন্তু অধিক মাত্রায় প্রদাহযুক্ত বিষক্রিয়া প্রবর্ত্তক হইয়া থাকে। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কতকগুলি দেশীয় ভেষজ ও তাহাদের গুণ।

অনন্তমূল (হেমিডেসমাস্ রুট্)।

ইহা ঘর্ম্মকারক, মূত্রকারক, বলকারক ও পরিবর্ত্তক। ইহা সার্সা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন বলিয়া কেহ কেহ সার্সার পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আকন্দ (মুডার বার্ক)।

অল্পমাত্রায় ঘর্ম্মকারক, বলবর্দ্ধক ও পরিবর্ত্তক। উপদংশ রোগে, নানাপ্রকার ক্ষত ও কুষ্ঠ রোগে এবং অতিসার ও উদরাময় রোগে ঘর্ম্মোৎপাদক ও পরিবর্ত্তক ক্রিয়া দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে।

আমলকী (এম্ব্লিক্ মাইরোবোলান্ ফ্রুট্)।

ইহার কাঁচাফলের রস স্নিগ্ধকর। মৃদু বিরেচক ও মূত্রকারক, শুষ্ক ফলের রস শৈত্যকারক, বায়ুনাশক ও রক্তশোধক। ইহা শর্করা খণ্ড সহ প্রস্তুত করিয়া খাইলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ও অজীর্ণরোগ আরোগ্য হয়, শিশু-দিগের কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। উদরাময় ও অতিসার রোগে উপযোগিতার সহিত আমলকী ব্যবহৃত হয়। রজো-ধিক্য রোগে আমলকী চূর্ণ জরায়ুমুখে প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ইক্ষুগন্ধা।

ইহা স্নিগ্ধকারক, মূত্রকারক, বলবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক। প্রমেহ, মূত্রাশয়ের উগ্রতা ইত্যাদি মূত্রসংক্রান্তবিবিধ পীড়ায় ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ইহার ফাণ্ট বিশেষ উপকারক।

এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টার অয়েল)।

ইহা বিরেচক। ইহা সেবনের পর তিন চার ঘণ্টার মধ্যে সহজভাবে বিরেচন হয় এবং পরে আর কোষ্ঠ বদ্ধ হয় না। ইহার সাহায্যে বালক, বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির বিরেচন ক্রিয়া সম্পাদন করা যায়।

কমলালেবু (অরেঞ্জ ফ্রুট)।

উত্তেজক, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক, জ্বর ও প্রদাহ জনিত রোগে সরবৎ সহ কমলার রস পানীয় রূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার হয়।

কালমেঘ (এণ্ড্রোগ্রাফিস্)।

ইহা অগ্নি বর্দ্ধক ও বলকারক। মন্দাগ্নি, রোগজনিত দৌর্ব্বল্য ও অতিসার রোগের শেষাবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কুরচি (কনেসাইবার্ক এণ্ড সীডস্)।

ইহা পর্য্যায় নিবারক ও সঙ্কোচক। অতিসার, রক্তাতিসার প্রভৃতি উদর পীড়ায় ইহার ৪ আউন্স মূলের ত্বক, ১ পাউণ্ড জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধেক থাকিতে নামাইয়া ১—২ অাউন্স মাত্রায় ব্যবহার করিতে হয়।

কাঁটানটে (স্পাইনাস এমারান্থাস)।

ইহার মূল মুত্রকারক ও সঙ্কোচক। প্রমেহ রোগে জ্বালা, যন্ত্রণা ও পুঁজ পড়া কমাইবার জন্য মূলের রস বিশেষ উপকারী। রক্তামাশয়ে মূলের রস আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত খাইলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

গুলঞ্চ।

পর্য্যায় নিবারক ও পরিবর্ত্তক। পুরাতন জ্বরে, উপদংশ রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় পুরাতন বাতরোগে, রোগান্তে দুর্ব্বলতায় ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারক হইয়া থাকে।

গোলমরিচ (ব্লাক পিপার)।

অল্পমাত্রায় অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও উত্তেজক; অধিকমাত্রায় অন্ত্রমধ্যে প্রদাহ উপস্থিত করে। প্রমেহ রোগে কখন কখন কাবাব-চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। গোলমরিচ ১ গ্রেণ, হিং ১ গ্রেণ, কর্পূর ২ গ্রেণ একত্রে বাটীয়া বিসূচিকা রোগের প্রথমাবস্থায় প্রযোগ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

গাঁদাফুল (মেরিগোল্ড)।

ইহা সঙ্কোচক। ইহার পাতা বাটীয়া ক্ষতস্থানে লাগাইলে পুঁজের উৎপত্তি না হইয়া ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়। ইহার রস প্রমেহ রোগে চিনির সহিত প্রাতে সেবন করিলে প্রমেহ জনিত সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার আরোগ্য হয়।

গাঁদাল বা গন্ধভাতুলিয়া।

মৃদু সঙ্কোচক ও পরিবর্ত্তক। বাতরোগে আভ্যন্তরীক ও বাহ্যিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। উদরাময় ও অজীর্ণ রোগে ইহার ঝোল বিশেষ উপকারী।

ছাতিম ছাল (অলষ্টোনিয়া বার্ক)।

ইহা সঙ্কোচক, ক্রিমিনাশক ও বলবর্দ্ধক। পুরাতন উদরাময়, অতিসার ও রোগান্তে দৌর্ব্বল্যে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

জাম (ইণ্ডিয়ান জাম্বল)।

বৃক্ষের ছাল—সঙ্কোচক; রস অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুনাশক ও মূত্রকারক। ইহার কচি পাতার রস ছাগলের দুগ্ধের সহিত সেবনে আমাশয়ে উপকার করে। ইহার ছালের ক্বাথ দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইলে কুলীরূপে ব্যবহৃত হয়।

তেঁতুল (ট্যামারিণ্ড)।

ইহা মৃদু বিরেচক ও শৈত্যকারক। জ্বরাদি রোগে ইহার পানীয় উপাদেয়।

থুলকুড়ি (হাইড্রোকোটিল এসিয়াটিকা)।

বলকারক, ঘর্ম্মকারক ও পরিবর্ত্তক। কুষ্ঠ ব্যাধিতে ইহার বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়। যে কুষ্ঠ রোগে স্পর্শ অনুভব লোপ হয়, সেই সকল স্থলে ইহা বিশেষ উপকার করে। ইহার পত্র সর্ব্বপ্রকার ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া পোলটিস্ রূপে দিলে উপকার হয়।

দুর্ব্বা (সাইনোডন্ ড্যাকটিলন্)।

ইহা সঙ্কোচক ও মূত্রকারক। ইহার রস মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রস্রাবের

জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণার্থে বিশেষ উপকারী। নাসিকার ভিতর হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার রসের নাস লইলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

ধুস্তুর পত্র ও বীজ (এমোনিয়ম লীভস এণ্ড সীডস)।

ইহা মাদক, আক্ষেপ নিবারক, মস্তিষ্ক উত্তেজক, নিদ্রাকর্ষক, মূত্র-কারক ও বেদনা নিবারক। ইহার শুষ্ক পত্রের ধূমপান করিলে শ্বাস কাসে উপকার করে, বাত রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগে উপকার দর্শে। চক্ষুরোগে কণীনিকা প্রসারণ ও বেদনা নিবারণ করিয়া বিশেষ উপকার করে।

নাটাকরঞ্জা বা নাটার বীজ (বণ্ডাক্ সীডস)।

ইহা বলকারক ও পর্য্যায় নিবারক। নাটাকরঞ্জার শাঁস চূর্ণ ১ আউন্স, গোলমরিচ চূর্ণ ১ আউন্স একত্রে মিশাইয়া শিশির মধ্যে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিবে। দিবসে তিনবার ১৫ গ্রেণ মাত্রায় এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর ও অন্যান্য জ্বরে কুইনাইনের অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়।

নিম্ববল্কল ও পত্র (নিম বার্ক এণ্ড লীভস)।

ইহারা সঙ্কোচক, বলকারক, পর্য্যায় নিবারক ও ক্রিমিনাশক। পর্যায় জ্বরে এবং রোগান্তে দুর্ব্বলতায় বিশেষ উপকার হয়। নিম্বপত্রের কাথ দ্বারা দ্বারা ধৌত করিলে দুষ্ট ক্ষতাদি রোগে আশু উপকার পাওয়া যায়। নিম্বফলের তৈল পাঁচ্ড়া ও ক্ষতাদিতে দিলে এবং বাত রোগে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

পিপুল (লং পিপার)।

ইহা মৃদু বিরেচক, বায়ুনাশক ও উত্তেজক। পুরাতন কাস, অজীর্ণ,

প্লীহাবৃদ্ধি, নানাপ্রকার শ্বাস যন্ত্রের পীড়া প্রভৃতি রোগে পরিবর্ত্তক রূপে উপকার দর্শিয়া থাকে।

বহেড়া (বেলিরিক মাইরোব্যালান্স)।

ইহা মৃদু বিরেচক ও বমনকারক। ইহার কাথ শ্বেত প্রদর রোগে পিচকারী দ্বারা ব্যবহৃত হয়। বহেড়া বালহরিতকী, পিপুল মূল, যষ্টিমধু, লবঙ্গ, ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া অবলেহ প্রস্তুত করিয়া কাস, গলক্ষত ও স্বরভঙ্গ রোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

বাসক (এধাটোডা)।

ইহা কফ নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক। কাস, জ্বরসংযুক্ত কাস ও যক্ষ্মা রোগে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী। যক্ষ্মারোগে কফঃ সরল করণার্থ ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে। ইহার ছাল মূলের ছাল ও পত্র সমান অংশে গ্রহণ করতঃ কাথ তৈয়ার করিয়া সেবন করিলে সামান্য কাশি হইতে হাঁপানি রোগে পর্য্যন্ত উপকার দর্শিয়া থাকে।

বিল্ব (বেলফ্রুট)।

ইহা সঙ্কোচক ও মৃদু বিরেচক। উদরাময় রোগে, অপাক রোগে, কোষ্ঠ বদ্ধ রোগে ও অতিসার রোগে ইহার আভ্যন্তরীক প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। উদরাময় ও অতিসার রোগে কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলে আশু উপকার পাওয়া যায়।

বেণার তৈল (গ্র্যাস অয়েল)।

ইহা ঘর্ম্ম-উৎপাদক, বায়ুনাশক ও আক্ষেপ নিবারক। কলেরা রোগে বমন নিবারণার্থ ইহা মহোপকারী। বাত ও স্নায়ুশূল রোগে ইহার বাহ্য প্রয়োগ বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

মুক্তাঝুরি (ইণ্ডিয়ান একালাইফা)।

ইহা শিশুদিগের বিরেচনের পক্ষে বিশেষ উপকারী। ইহার মূল ও পত্রের রস প্রয়োগ করিলে মৃদু বিরেচন সাধিত হয়। ইহার পত্রের পোলটিস উপদংশ জনিত ক্ষতে অথবা বিষাক্ত কীটাদির দংশন জনিত যাতনা নিবারণার্থে ব্যবহৃত হয়। বালকদিগের শ্বাসনালী প্রদাহে বমনকরণার্থ ও ফুসফুসের কফ নিঃসরণ বৃদ্ধির জন্য বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে।

শ্বেতপুনর্ণবা (পুনর্ণভা)।

ইহা মৃদু বিরেচক, মূত্রকারক ও অগ্নিবর্দ্ধক। প্লীহা ও যকৃত বৃদ্ধিতে, উদরী, শোথ ও পাণ্ডু রোগে এবং প্রস্রাবের অল্পতা ইত্যাদি রোগে ইহার কাথ শুণ্ঠী ও চিরেতা সহ ব্যবহৃত হয়। শোথ রোগে ইহার স্থানীয় প্রয়োগে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

সোণামুখী (সেণা)।

ইহা বিরেচক। কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগে সোণামুখীর খণ্ড বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। বিরেচক লবণ সংযোগে সোণামুখীর ফান্ট প্রদাহরোগে, যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য বর্ত্তমানে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে। হরিতকী (মাইরো ব্যালান্স) ইহা মৃদু বিরেচক। সুপক্ক ফল—সঙ্কোচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক। দন্তক্ষতে, মাড়ীর শিথিলতায় ও মাড়ীফোলায় হরিতকী চূর্ণের প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বিবিধ দ্রব্যে রং করিবার জন্য ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। জ্বর, কাস মূত্রযন্ত্রের বিবিধরোগ, অর্শ ও ক্রিমিরোগে ইহার ব্যবহার হয়। ছোট হরিতকী ব্যবহারে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। পুরাতন উদরাময়, আমাতিসার, উদরশূল, কোষ্ঠবদ্ধ এবং প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া সমান অংশে লইয়া ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া সেই জল শ্বেত প্রদর, প্রমেহ দুষ্টক্ষত রোগে পিচকারী দ্বারা এইং মুখের ক্ষতে কুলী রূপে ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ক্ষেতপাপড়া (ফিউমোরিয়া পার্ভিফ্লোরা)।

ইহা বলকারক, পরিবর্ত্তক, মুত্রকারক ও মৃদু বিরেচক। যকৃতের ক্রিয়া বিকৃতি জন্য কোষ্ঠ কাঠিন্যরোগে, সপর্য্যায় জ্বর, পাণ্ডু রোগ ও পিত্তজ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বয়ঃক্রমানুযায়ী ঔষধের মাত্রা নিরূপণ।

বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন ঔষধের মাত্রা বিভিন্ন হয় বলিয়া সকলের পক্ষে সহজে উপলব্ধি করিবার জন্য পূর্ণ বয়স্কের জন্য পূর্ণ মাত্রা ১ গ্রেণ ধরিয়া বিভিন্ন বয়সের পক্ষে যেরূপ মাত্রার তারতম্য করা উচিত তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল। সাধারণতঃ ২১—৬০ বৎসর বয়স্ক লোকদিগের জন্য পূর্ণ মাত্রাই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য রোগীর স্বাস্থ্যাদির উপরই এই পূর্ণ মাত্রা অধিক নির্ভর করে জানিবে। ৬০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক লোকের জন্য পূর্ণ মাত্রা হইতে কম মাত্রায় ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপে বয়স ৬০ বৎসরের যত ঊর্দ্ধে যায় ঔষধের মাত্রা ও সেই পরিমাণে কম হইতে থাকে। সকল স্থলেই দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া

ঔষধ ব্যবহার করাই বিধি। আবার কতকগুলি ঔষধ বালক ও বৃদ্ধকে অতি সাবধানে প্রয়োগ করিতে হয়। যেমন আফিম ও পারদ। ইহারা যত অল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয় তাহাই করা উচিত। অবশ্য রোগ নিরাকরণের জন্যই ঔষধ ব্যবহার করা হইতেছে ইহাও সর্ব্বথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পারদ ঘটীত ঔষধ বালকদিগকে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্যবহার করাইলে লালাক্ষরণাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। চিকিৎসকগণকে সকল সময়েই ধীর মস্তিষ্কে সকল বিষয় সম্যক বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধের মাত্রা নির্দ্ধারণ করা উচিত।

বয়স	মাত্রার পরিমাণ		
২১—৬০ বৎসর	১ ড্রাম	অর্থাৎ	৬০ ফোঁটা
২০—১৪ বৎসর	২/৩ ড্রাম	—	৪০ ফোঁটা
১৩—৫ "	১/২ "	—	৩০ "
৫—৪ "	১/৩ "	—	২০ "
৪—৩ "	১/৪ "	—	১৫ "
৩—২ "	১/৬ "	—	১০ "
২—১ "	১/৮ "	—	৭॥০ "
১ বৎসরের ন্যুন	১/১২ "	—	৫ "

ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ানুযায়ী ঔষধাদির তৌল ও পরিমাণ।

চূর্ণ ও কঠিন দ্রব্যাদি।

২০ গ্রেণ	=	১ স্ক্রুপল	=	১০ রতি
৩ স্ক্রুপল	=	১ ড্রাম	=	।/০ আনা
৮ ড্রাম	=	১ আউন্স	=	২॥০ তোলা
১২ আউন্স	=	১ পাউণ্ড	=	৪০ তোলা

তরল দ্রব্যাদির পরিমাণ।

৬০ মিনিম	=	১ ড্রাম	=	৬০ ফোঁটা
৮ ড্রাম	=	১ আউন্স	=	১/২ ছটাক
১৬ আউন্স	=	১ পাউণ্ড	=	১/২ সের
২০ আউন্স	=	১ পাইন্ট	=	দশ ছটাক
৮ পাইন্ট	=	১ গ্যালন	=	৫ সের (প্রায়)

তরল পরিমাপক।

১ টি স্পুনফুল	=	১ ড্রাম
১ ডেজার্ট স্পুনফুল	=	২ ড্রাম
১ টেবিল স্পুনফুল	=	৪ ড্রাম
১/২ ওয়াইন গ্ল্যাসফুল	=	১ আউন্স
১ ওয়াইন গ্ল্যাসফুল	=	২ আউন্স
১ ব্রেক ফাষ্ট কাপফুল	=	৮ আউন্স
১ কাপ ফুল	=	৮ বা ১২ আউন্স।

থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র ও তাহার ব্যবহার প্রণালী।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে কবিরাজ ও বৈদ্যগণ নাড়ী দেখিয়াই রোগ নির্ণয় ও তৎকালীন অবস্থা ও রোগের গতি ইত্যাদি নির্ণয় করিতে পারিতেন। এই জ্ঞান ক্রমঃলুপ্ত হইয়া অধুনা বায়ুপিত্ত কফ ইহাদের মধ্যে কোনটীর বিকৃতি যে কথিত রোগের কারণ,তাহাই সঠিক নির্দ্ধারণের ক্ষমতাই নাড়ীজ্ঞানের পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করে। অনেক স্থলে আবার এই জ্ঞানেরও সম্পূর্ণ অভাব হয়। ফলে রোগীর রোগ চিকিৎসা তাহার ভাগ্য ও চিকিৎসকের "হাত যশের" উপর নির্ভর করে।

জ্বরাদি রোগে সাধারণতঃ শরীর উত্তপ্ত হয়। ধমনীতে তীব্রতর ভাবে রক্ত সঞ্চালনই এই উত্তাপ বৃদ্ধির কারণ। সাধারণতঃ আমাদের স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরের উত্তাপ ৯৮.৪ (অষ্টনব্বই পয়েণ্ট চার বা দশমিক চার) থাকে। কাহার কাহারও শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ ইহা হইতে ঈষদুচ্চ বা ঈষন্নিম্ন দৃষ্ট হয়। যাহাদের স্বাভাবিক এইরূপ শরীরের উত্তাপ কিঞ্চিৎ অধিক বা নিম্ন দৃষ্ট হয়, তাহাদের উহা অসুস্থতার লক্ষণ নহে। কিন্তু যাহাদের স্বাভাবিক শরীরের উত্তাপ ৯৮.৪ থাকে, তাহাদের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে আমরা সাধারণতঃ তাহার জ্বর হইয়াছে এইরূপ বলিয়া থাকি। যদি বিশেষ কোন কারণ বশতঃ কেহ অতি মাত্রায় উত্তেজিত হয় তাহা হইলেও তাহার শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পারে: কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধামনিক রক্তের তীব্রতর বা দ্রুততর সঞ্চালনই শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধির কারণ। উত্তেজনা দ্বারাও এইরূপ হওয়া সম্ভব। সেইরূপ ৯৮.৪ হইতে শরীরের উত্তাপ কম হইলে সাধারণতঃ তাহার

শারীরিক দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া থাকে। এই শরীরের উত্তাপ জ্ঞাত হইবার সহজ উপায় থার্ম্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার। এই তাপমান যন্ত্রের একাংশে সাধারণ যন্ত্রটী অপেক্ষা সরু ও রৌপ্যমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ অংশটিকে যন্ত্রের পারদাধার কহে। উহাতে ঈষদাঘাত লাগিলেই যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া তন্মধ্য হইতে পারদ বাহির হইয়া পড়ে, পারদাধারের পর যন্ত্রটীর ঠিক মধ্যভাগ দিয়া একটী সূক্ষ্ম সরল রেখা যন্ত্রটীর শেষভাগ পর্য্যন্ত গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই রেখাটিতে সাধারণতঃ ৯৫, ১০০,১০৫ ও ১১০ লিখিত থাকে। এই লেখাগুলিই উত্তাপের ডিগ্রী জ্ঞাপন করে। এই ডিগ্রী জ্ঞাপক রেখাটী আবার ১৫টী সমান অংশে বৃহৎ রেখা দ্বারা বিভক্ত এবং প্রত্যেক বৃহৎ রেখাদ্বয়ের মধ্যভাগ আবার চারিটী ক্ষুদ্র বিভাগ রেখা দ্বারা সমান পাঁচ অংশে বিভক্ত থাকে। এই এক একটী বৃহৎ রেখাকে ডিগ্রী এবং এই ডিগ্রীরমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ রেখার প্রত্যেকটী দুই পয়েণ্ট বা দুই দশমাংশ জ্ঞাপন করে। এইরূপে ৯৫ ডিগ্রী হইতে আরম্ভ করিয়া তিনটী বৃহৎ রেখায় ৯৮ ডিগ্রী পাইবে। ইহার পর দুইটী ক্ষুদ্র বিভাগ রেখা অতিক্রম করিলেই সেই স্থানে একটী তীর চিহ্ন দেখা যাইবে। ঐ তীর চিহ্নই আমাদের শরীরের সাধারণ উত্তাপ জ্ঞাপন করে। সাধারণতঃ শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিতে হইলে পারদাধারটী সম্পূর্ণরূপে বাহুমূলে (বগলের মধ্যে) সংলগ্ন রাখিয়া সাধারণতঃ পাঁচ মিনিট অবস্থান করিলে শরীরের উত্তাপ থার্ম্মোমিটারে পাওয়া যাইবে। উত্তাপ পরীক্ষার পূর্ব্বে রেখাস্থ পারদ যাহাতে ৯৫ ডিগ্রীতে থাকে তাহা দেখা আবশ্যক। যদি রেখাস্থ পারদ ৯৫ ডিগ্রীর উপরে থাকে তাহা হইলে পারদাধারটী নিম্নে রাখিয়া যন্ত্রটীর উপরিভাগ ধরিয়া ঈষৎ জোরে ঝাড়িলে রেখাস্থ পারদ রেখায় নিম্নগামী হইতেছে দেখিতে পাইবে। সাবধান যেন কদাচ পারদাধার ধরিয়া অন্যদিক

নিম্নে রাখিয়া ঝাড়া না হয়, তাহা হইলে থার্ম্মোমিটার খারাপ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। নির্দ্দিষ্ট সময় বাহুমূলে রাখিয়া থার্ম্মোমিটার পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে রেখার যত অংশ পারদ পূর্ণ ছিল (পারদপূর্ণ অংশ রৌপ্যের ন্যায় চক্‌চক্ করে) এখন রেখাস্থ পারদ ৯৫ হইতে উর্দ্ধে ডিগ্রী জ্ঞাপকাংশে উঠিয়াছে, এইরূপে পারদ রেখার যে অংশ পর্য্যন্ত পৌছায় তাহাই শরীরের তৎ সাময়িক উত্তাপ জানিতে হইবে। বাহুমূল ব্যতীত জিহ্বার নিম্নে উরুর মধ্যে যোনি ও গুহ্যদেশ মধ্যে আবশ্যক মত পারদাধার স্থাপন করিয়া শরীরের উত্তাপ নির্দ্ধারণ করা হয়। ডাক্তার বাগলার জিহ্বার নিম্নে ৫—১০ মিনিট, গুহ্যদ্বার ও যোনিতে ৩—৬ মিনিট। বাহুমূল ও উরুতে ৫—১৫ মিনিট পারদাধার রাখাই প্রশস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এসম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। রোগীর উত্তাপ পরীক্ষার জন্য প্রত্যহ এক সময়েই উত্তাপ পরীক্ষা করা উচিত। সচরাচর জ্বরে ১০১,১০২ বা ১০৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠিয়া থাকে। থার্ম্মোমিটার ইহার অধিক উত্তাপ জ্ঞাপন করিলে জ্বর কঠিন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। তবে ম্যালেরিয়া জ্বরে ১০৫, ১০৬ ডিগ্রীতে বিশেষ ভয়ের কারণ হয় না। সেইরূপ অসুস্থাবস্থায় শরীরের উত্তাপ ৯৭ হইতেও নিম্নে নামিলে তাহাও ভয়ের কারণ বলিয়া অনুমান করা উচিত। কারণ এরূপ অবস্থায় রক্তের গতি ক্রমশঃ মন্দ হইয়া অবশেষে মৃত্যু সংঘটন করিয়া দেয়। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ মনিবন্ধে ধমনীর স্পন্দন অনুভূত হয় না। এই অবস্থাকেই চলিত ভাষায় "ধাতছাড়া" বলে। ইহা প্রায়ই মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ হইয়া থাকে বলিয়া বিশেষ ভয়ের কারণ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

নাড়ী।

আমাদের হৃৎপিণ্ড যে সকল প্রণালী দ্বারা সর্ব্ব শরীরে রক্ত সঞ্চা-

লিত করিয়া থাকে, সেই সকল প্রণালীকে ধমনী বা নাড়ী বলা হয়। সাধারণতঃ এই ধমনীগুলি শরীরের উপরিভাগ হইতে অনেক নিম্নে অবস্থিত, তবে মনিবন্ধে, গ্রীবা ও জানুপ্রদেশে উপর হইতেই ধমনীগুলি অনুভূত হয়। সেইজন্য মনিবন্ধে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা হয় এবং এই স্পন্দন পরীক্ষাকেই চলিত কথায় নাড়ী দেখা বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন বয়সে নাড়ী পরীক্ষায় নাড়ীর সাধারণ স্পন্দন যেরূপ অনুভূত হয় তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশুর	প্রতি মিনিটে	১৪০—১৬০ বার
শিশুর জন্মের পর	,,	১৩০—১৪০ বার
১ বৎসরের শিশুর	,,	১১৫—১৩০ বার
২ বৎসরের শিশুর	,,	১০০—১১৫ বার
৩ বৎসরের শিশুর	,,	৯০—১০০ বার
৭ বৎসরের শিশুর	,,	৮৫—৯০ বার
১৪ ,, ,,	,,	৮০—৮৫ বার
পূর্ণ বয়স্কের	,,	৭০—৮০ বার
বৃদ্ধের	,,	৬০—৭০ বার
অতি বৃদ্ধের	,,	৬৫—৭৫ বার

নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয়। তবে কাহার কাহারও নাড়ীর গতি স্বভাবতঃ মৃদু বা দ্রুত থাকে। তাহাদের নাড়ীর এরূপ দ্রুত বা মৃদু গতি কোনরূপ রোগের কারণ নহে। সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট বয়সে নির্দ্ধারিত স্পন্দন অপেক্ষা প্রতি মিনিটে আট দশ বার অধিক স্পন্দন অনুভূত হইলে জ্বর হইয়াছে জানিতে হইবে এবং আট দশ বার নির্দ্দিষ্ট স্পন্দন অপেক্ষা কম স্পন্দন হইলে জীবনীশক্তি হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে হইবে।

লি দ্বারায় নাড়ীর গতি নিরূপণ করিতে হয়। স্থূল, কোমল ও দ্রুত নাড়ী জ্বর রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। দ্রুত, কঠিন ও পূর্ণ নাড়ী প্রদাহ-জ্ঞাপক। আহারের পর বা সন্ধ্যাকালে নাড়ীর বেগ জ্বরাবিষ্টের নাড়ীর বেগের তুল্য অনুভূত হয়। নাড়ীর বিষম গতি পর্য্যায় শীলতার পরিচায়ক, উৎক্ষেপন হৃদ রোগের পরিচায়ক। ক্ষীণ নাড়ী দ্রুত অব-সাদক অর্থাৎ বিসূচিক বা রক্তস্রাবই ইহার কারণ বলিয়া জানিবে। এক আকুঞ্চনের সময় হইতে অন্য আকুঞ্চনের মধ্যবর্ত্তী সময় প্রতি নিয়ত সমান হইলে নাড়ীর সমান গতি এবং তাহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে মন্দ হইলে বিষম গতি অনুমান করিতে হইবে। সময়ে সময়ে নাড়ীর স্পন্দন বিলুপ্ত হইলে উহাকে পর্য্যায়শীল নাড়ী কহে। শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, ও স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ ঘটিলে নাড়ীর বিষম গতি হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড বা ফুসফুসে রক্তসঞ্চালনের ব্যাঘাত জন্মিলে নাড়ী পর্য্যায়শীল হইয়া থাকে। নাড়ী শুদ্ধ ক্রমাগত দ্রুতগতি দ্বারা স্নায়বীয় রোগ ও দুর্ব্বলাবস্থার উত্তেজনা বুঝাইয়া থাকে।

জিহ্বা।

জিহ্বার শুষ্কতা তরুণ জ্বর, অত্যন্ত আরক্ততা স্ফোটোকজ্বর, প্রান্ত ও অগ্রভাগের আরক্ততা পিত্তজ্বর, সাদা প্রলেপ যুক্ত জিহ্বা সর্ব্বপ্রকার জ্বর ও কোষ্ঠবদ্ধতা, বিদারিত জিহ্বা সান্নিপাতক জ্বর, লঙ্কা মরিচের গুঁড়া নিক্ষিপ্ত বর্ণের জিহ্বা আরক্তজ্বর, মধ্যভাগ প্রলেপযুক্ত ও প্রান্ত-দেশ আরক্ত জিহ্বা বিলোপী জ্বরের চিহ্ন প্রকাশ করে। জিহ্বার প্রান্ত-ভাগ হইতে ক্রমশঃ জিহ্বা পরিষ্কার হইতে থাকিলে আরোগ্য নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোঝা যায়। জিহ্বা ক্রমশঃ কপিলবর্ণ, মলিন ও শুষ্ক হইতে থাকিলে জীবন সঙ্কট বলিয়া জানিবে। শুষ্ক হরিদ্রা জিহ্বা, টাইফইড-

জ্বর, নিউমোনিয়া ও হৃৎপিণ্ডের দৌর্ব্বল্যযুক্ত জ্বরে দেখা যায়। তীব্র রক্তবর্ণ জিহ্বা কখন কখন পুরাতন ক্ষয় রোগে দেখিতে পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রোগলক্ষণ প্রকরণ।

রোগলক্ষণ ও ব্যবস্থা।

জ্বর।

আমাদের শরীর উত্তপ্ত হইলে, নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হইলে, শরীরে অসুস্থতা উপস্থিত হইলে, প্রস্রাবাল্পতা ও বাহ্যের গোলমাল হইলে আমরা তাহাকে সাধারণতঃ জ্বর হইয়াছে বলিয়া থাকি। এই জ্বর সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত; যথা, অবিরাম জ্বর, অল্পবিরাম জ্বর ও সবিরাম জ্বর (১) অবিরাম জ্বরে শরীরের উত্তাপ প্রায় সমভাবেই থাকে, সর্ব্বাপেক্ষা কম ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে মাত্র ১ বা ১০৫ ডিগ্রী তফাৎ হইয়া থাকে। টাইফাস, নিউমোনিয়া ও স্কার্লেট জ্বর এই শ্রেণীভুক্ত। (২) রেমিটেণ্ট বা অল্পবিরাম জ্বর—এই জ্বরে উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয় বটে কিন্তু কদাচ ৯৮·৪ ডিগ্রীতে নামে না। টাইফয়েড জ্বর, রেমিটেণ্ট জ্বর ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

(৩) সবিরাম জ্বর—এই জ্বরে উত্তাপের বিলক্ষণ হ্রাসবৃদ্ধি হয় এবং উত্তাপের হ্রাসকালে ৯৮.৪ বা তন্নিম্নে শরীরের উত্তাপ দৃষ্ট হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর, পর্য্যায় জ্বর ইত্যাদি এই শ্রেণীভুক্ত।

হাম, বসন্ত ও ডেঙ্গু হইলেও জ্বর হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই জ্বর নির্দ্দিষ্ট কয় দিন ভোগের পর একেবারে জ্বর ছাড়িয়া যায়।

জ্বরের লক্ষণ সমূহ।

শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি, নাড়ীর স্পন্দন বৃদ্ধি, জিহ্বা লেপযুক্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি, ক্ষুধামান্দ্য, মুত্রাল্পতা, গাঢ় বাদামী বা রক্তবর্ণের প্রস্রাব। জ্বর স্থায়ী হইলে শরীর ক্ষয় হইয়া থাকে।

থার্ম্মোমিটারের ডিগ্রীর বিভিন্নতায় নাড়ী স্পন্দনের বিভিন্নতা ঃ—

৯৮.৪ ডিগ্রীতে	নাড়ীর স্পন্দন	৭০ বার হয়
১০০ ”	”	৮০—৯০ ”
১০২ ”	”	১০০—১১০ ”
১০৪ ”	”	১২০—১৩০ ”

নিম্নলিখিত জ্বরগুলি পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পাইতে যত সময় লাগে তাহাই লিখিত হইল।

টাইফয়েড জ্বর	৫ দিন হইতে ২১ দিনের মধ্যে
টাইফাস জ্বর	প্রথম দুই দিন হইতে ২ সপ্তাহ মধ্যে
হাম ”	১ হইতে ২ সপ্তাহ মধ্যে
বসন্ত ”	১০ দিন হইতে ২ সপ্তাহ মধ্যে

যে সকল নূতন জ্বরে শরীরে ফুস্কুড়ি (Rash) বাহির হয় তাহাদের সময়

টাইফয়েড জ্বর	৭ম হইতে ৯ম দিন মধ্যে
টাইফাস জ্বর	৪র্থ বা ৫ম দিনে
বসন্ত "	৩য় বা চতুর্থ দিনে
হাম "	৩য় বা চতুর্থ দিনে

সাধারণতঃ হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বাতাদি জন্য, আঘাত বা দাহ জনিত জ্বরে যে কারণে জ্বর হইয়াছে তাহারই চিকিৎসা করিলে জ্বর আপনা হইতেই আরোগ্য হয়। সে সব স্থলে জ্বর রোগ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে জ্বরটী রোগের লক্ষণ মাত্র।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

এই জ্বর রোগ প্রথমে ডাঃ ল্যাভরণ দ্বারা সংক্রামক রোগরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই জ্বরে আক্রান্ত হইবার সময়ে বা তাহার ঠিক পূর্ব্বে কম্প উপস্থিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অধিক দিন এই জ্বরে ভুগিলে প্লীহা বৃদ্ধি ও শক্ত হয়, শরীরের রক্ত কণিকা হ্রাস হইয়া রক্তাল্পতা উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ ক্ষীণ হইয়া সামর্থ-হীন হইয়া পড়ে কেবল উদরের আকার বৃদ্ধি হয় মাত্র।

বৈজ্ঞানিকগণ "এনোফিলিস" জাতীয় মশক দংশনই এই রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই সকল মশক সাধারণতঃ মনুষ্য শরীর হইতেই রোগ বীজাণু সংগ্রহ করিয়া বিস্তার করিয়া থাকে।

বৃষ্টির জল বদ্ধাবস্থায় থাকিলে, স্যাঁতসেঁতে স্থান ও উত্তাপ বৃদ্ধি এই রোগবীজাণু সৃষ্টির সহায়ক। পুরুষেরা স্ত্রীলোক দিগের অপেক্ষা শীঘ্র এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

সবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর।

সাধারণতঃ এই জ্বরে তিনটী পৃথক অবস্থা লক্ষিত হয়। ঠাণ্ডা, গরম ও ঘর্ম্মাবস্থা।

ঠাণ্ডা অবস্থা।

এই অবস্থায় আলস্য, সর্ব্বাঙ্গে কম্প ও শৈত্য অনুভূত হয়। মুখাবয়ব শুষ্ক, অধরোষ্ঠ নীলাভ এবং গাত্র ঠাণ্ডা ও খস্‌খসে অনুভূত হয়। শৈত্য কয়েক মিনিট হইতে এক ঘণ্টা বা ততোধিক সময় স্থায়ী হয়। এই অবস্থায় বমনও হইতে দেখা যায়।

গরম অবস্থা।

এই অবস্থায় শরীরের উত্তাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, চক্ষুর তারকা বাহির হইয়া আসে, নাড়ী পরিপূর্ণ ও দ্রুত হয়। বাহুমূল্যে ১০৬।১০৭ ডিগ্রী উত্তাপ পাওয়া যায়। মস্তকে পিঠে ও হস্তপদে বিলক্ষণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার উদ্রেক হয়। প্রস্রাবের পরিমাণ অল্প এবং ঘোর লাল বা কাল বর্ণের হয়। এইরূপ অবস্থা প্রায় ১ ঘণ্টা হইতে ৫ ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

ঘর্ম্মাবস্থা।

জ্বর ক্রমশঃ কমিয়া যায়, যন্ত্রণারও ক্রমশঃ উপশম হয়, প্রচুর ঘর্ম্ম হইতে থাকে এবং প্রস্রাবও যথেষ্ট হয়। দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই এই আক্রমণের শেষ হয় এবং রোগী আরামদায়ক নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

অবিরাম, অল্পবিরাম ম্যালেরিয়া জ্বর।

ইহা প্রধানতঃ গ্রীষ্মের শেষভাগে ও শরৎ ঋতুতে আরম্ভ হয়, তবে

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ইহা সকল ঋতুতে আক্রমণ করে এবং ভীষণাকার ধারণ করে। ইহার লক্ষণ গুলিও কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুবর্ত্তী হয় না। ইহার জ্বর ২৪।৩৬ বা ততোধিক ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াও থাকে, বিজ্বর অবস্থা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়, আবার অনেক স্থলে প্রকৃত বিজ্বর অবস্থা পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় প্রায়ই ঈষৎ ন্যাবা পরিলক্ষিত হয় এবং কোন কোন স্থলে মৃদু প্রলাপোক্তি করিতেও দেখা যায়। এই অবস্থায় ইহা প্রায়ই টাইফয়েড জ্বর বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। ইহাতে প্লীহার বৃদ্ধি এবং বেশ দৌর্ব্বল্য পরিলক্ষিত হয় এবং রক্তে বীজাণুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ইহারা এষ্টিভো অটম্ন্যাল বীজাণু নামে পরিচিত। এই বীজাণুর সমষ্টি মস্তিষ্কের শীরা সমূহে একত্রীভূত হইলে, প্রলাপ, শ্বাসরোধ ও অচৈতন্যাবস্থা এবং পাকাশয়ের অন্ত্রের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইলে ভেদ বমন, পেটের যন্ত্রণা, প্রস্রাবরোধ, শীতলাঙ্গ, প্রচুর ঘর্ম্ম এবং সাংঘাতিক শীতলাবস্থা আনয়ন করে।

অপ্রকাশিত ম্যালেরিয়া জ্বর।

ইহাতে রক্তে ম্যালেরিয়া বীজাণু পাওয়া গেলেও বাহ্যিক লক্ষণে কোনরূপ ম্যালেরিয়ার লক্ষণ প্রকাশিত হয় না; তবে মাথাধরা, উদরাময়, রক্তামাশয় ইত্যাদিতে আত্ম প্রকাশ করে।

টাইফয়েড জ্বর।

ইহা সকল বয়সেই হইয়া থাকে, তবে ১০ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়সেই এই জ্বরে অধিক আক্রান্ত হয়। এই জ্বরে আক্রান্ত হইলে জ্বর, মাথাধরা, প্রলাপ পেটফাঁপা, পেটে বেদনা, উদরাময়, প্লীহা বৃদ্ধি এবং গোলাপী রঙ্গের ফুস্কুড়ী (Rash) দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের শেষে এবং শরতের প্রারম্ভে ইহার প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। দোষ-

যুক্ত নর্দ্দামা ও তাহার অস্বাস্থ্যকর অবস্থাই এই রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ। কোন কোন লোক শীঘ্রই এবং সহজেই এই রোগাক্রান্ত হয় বলিয়া অনুমিত হয় এবং সাধারণতঃ একবার এই রোগাক্রান্ত হইলে পরে আর আক্রান্ত হয় না।

সাধারণতঃ মাছির দ্বারা এই রোগের বীজ পরিব্যাপ্ত হয়, মাছিরা এই রোগাক্রান্ত লোকের বাহ্যে বা প্রস্রাব হইতে বীজাণু সংগ্রহ করিয়া খাদ্য দ্রব্যে বসিলে তাহা ঐ রোগবীজাণু দুষ্ট হইয়া পড়ে, এবং সেই খাদ্য খাইলে প্রায়ই এই রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যাঁহারা রোগীর সেবা করেন অনেক সময়ে তাঁহাদের দ্বারাও এই রোগ পরিব্যাপ্ত হয়।

লক্ষণ

জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সপ্তাহমধ্যে প্রায় ১০৩।১০৫ ডিগ্রীতে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় দশ দিন হইতে দুই সপ্তাহ থাকে, পরে প্রয়ে এক সপ্তাহ ধরিয়া কমিতে থাকে। যতদিন রোগ থাকে প্রত্যহই বিকালের উত্তাপ অপেক্ষা সকালের উত্তাপ ১ হইতে ৩ ডিগ্রী কম থাকে। দ্রুত শ্বাস ও প্রশ্বাস, নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্বিস্পন্দনযুক্ত এবং হৃদয়ের স্পন্দন শব্দ ক্ষীণ হইয়া আসে, প্রথম স্পন্দন শব্দ দ্বিতীয়ের অনুরূপ বোধ হয়। পেট সাধারণতঃ ফাঁপযুক্ত থাকে, টিপিলে বেদনা অনুভূত হয় এবং প্রায়ই উদরাময় থাকে, যদিও ইহা একটী অপরিত্যজ্য লক্ষণ নহে। দিনে তিন হইতে ছয় বারও বাহ্যে হইয়া থাকে। পাতলা, দুর্গন্ধযুক্ত ও হলুদে বর্ণের বাহ্যে হয়। শতকরা ৫।৭টীর আন্ত্রিক রক্ত স্রাব হইয়া থাকে। সাত হইতে নয় দিনের মধ্যে পেটে অথবা বুকে ও পিঠে গোলাপী রঙ্গের ঈষদুচ্চ ছোট ছোট দাগ দেখা যায়, যাহাদিগকে টিপিলে মিলাইয়া যায়।

ব্যবস্থা।

রোগীকে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। রোগের প্রথমাবস্থা হইতে রোগান্তে দুর্ব্বলাবস্থা পর্য্যন্ত বেড প্যান ব্যবহার করিতে হইবে। রোগীকে তরল বা অর্দ্ধতরল সহজ পাচ্য খাদ্য দিতে হইবে এবং উদরাময় থাকিলে, ছানার জল, ঘোল, বিশুদ্ধ পানীয় জল, পাতলা করিয়া বালি, বেদানা ও কমলালেবুর রস ব্যবহার করিতে দিবে। জ্বর বেশী থাকিলে আইস-ব্যাগ ব্যবহার বিধেয়। ১০২ ডিগ্রী উত্তাপ থাকিলে বা হইলে আইস ব্যাগ দেওয়া নিষেধ। এরূপ অবস্থায় খাওয়ান যাহাতে উপর্য্যুপরি বা অধিক পরিমাণে না হয় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখার বিশেষ প্রয়োজন। এই রোগের ঔষধ বিশেষ কিছুই নাই, পথ্য এবং সেবাই রোগারোগ্যের একমাত্র উপায়। তবে সাময়িক কষ্টকর লক্ষণগুলির জন্য ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অস্পষ্ট মৃদু উচ্চারিত প্রলাপের জন্য এলকোহলের প্রয়োগ ও আইস-ব্যাগ উপকারী, উগ্র প্রলাপে মর্ফিন সর্ব্বোৎকৃষ্ট, প্রস্রাব বন্ধ হইলে ফোমেণ্ট করিলে বা গরম জলের পিচকারী দিলে উপকার পাওয়া যায়।

টাইফাস জ্বর।

এই জ্বর পূর্ণ প্রকোপ প্রকাশ করিতে ২।৪ দিন হইতে ২ সপ্তাহ লাগে। শৈত্যানুভূতির সহিত সাধারণ বেদনা, দৌর্ব্বল্য ও জ্বর হইয়া থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যে শরীরের উত্তাপ যতদূর বৃদ্ধি হইবার তাহা হয়। সকালে জ্বর ঈষৎ কম থাকে। এইরূপ দুই সপ্তাহ থাকিবার পর হঠাৎ শরীরের উত্তাপ অনেক কমিয়া যায়। জিহ্বা প্রথমে কাঁটাযুক্ত, পরে শুষ্ক, হরিদ্রাভ এবং বিদারিত হইয়া থাকে। মুখাবয়ব ধূসর

বর্ণযুক্ত এবং চক্ষুদ্বয় বহিরাগত এবং তারকাগুলি সঙ্কুচিত হয়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই প্রলাপ (কখন কখন উন্মত্তবৎ) উপস্থিত হয় এবং ইহা হইতেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে উন্মীলিত চক্ষু হইয়া অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গাঢ় লাল বর্ণের দাগযুক্ত ফুস্ফুড়ী (Rash) চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে দেখা যায়। ডাঃ নিকোল, ডাঃ রিকেট্‌স্‌, ডাঃ ওয়াইল্ডার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন শরীরস্থ উকুনের সাহায্যেই এই রোগের প্রসার হইয়া থাকে। একবার এই রোগাক্রান্ত হইলে পুনরায় আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না। ইহাকে ব্রিল্‌স ডিজিস, শিপ ফিভার, জেল ফিভার অথবা টেবার্ডিলো নামেও অভিহিত করা হয়। ব্যবস্থা টাইফয়েড জ্বরের অনুরূপ। উকুন বিনাশই আক্রমণ নিবারণের প্রধান উপায়। রোগীকে নির্জ্জনে রাখা, রোগীর বস্ত্রাদি কোরোসিভ সাব্লিমেট (১ ভাগের ২০০০ ভাগের এক অংশ) দ্বারা ধৌত করা এবং রোগী রোগারোগ্যের পর ঘর ছাড়িয়া দিলে ঘরটী উত্তমরূপে গন্ধকের ধোঁয়া দ্বারা সুসংস্কৃত করিয়া লওয়াই এই রোগ বিস্তৃতি নিবারণের উপায়।

হামজ্বর।

ইহা ছোঁয়াচে রোগ। এক সপ্তাহ হইতে দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত রোগ বৃদ্ধির সময়। সাধারণতঃ শিশুদের হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

ইহার আক্রমণকালে মুখ, চোখ লাল হয়, অত্যন্ত সর্দ্দি হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে; হাঁচি কাসি স্বরভঙ্গ প্রভৃতি অতিরিক্ত সর্দ্দির লক্ষণ সকল প্রকাশিত হয়। শরীরের উত্তাপ প্রথম দিন ১০৩।১০৪ ডিগ্রী হয়। পরদিন প্রায়ই উত্তাপ কমিয়া যায় এবং গায়ে ফুস্ফুড়ীর মত বাহির

না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপই থাকে। পরে গায়ে বাহির হইবার পর আবার উত্তাপ পূর্ব্ববৎ ও তদপেক্ষা বৃদ্ধি হইয়া তিন চারি দিন থাকে। পরে ধীরে ধীরে বা একেবারে কমিয়া যায়। ফুস্কুড়ি গুলি প্রথমে মুখে বাহির হয় পরে গায়ের অন্যান্য স্থানে দেখা যায়। এই ফুস্কুড়ি গুলি খুব ছোট ছোট ঘোর লাল বর্ণের এবং প্রায়ই অত্যন্ত চুলকাইতে থাকে। তিন চার দিনের মধ্যে ইহাদের প্রকোপ হ্রাস হইতে থাকে এবং বাদামী বর্ণ ধারণ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়।

দুষ্ট রক্তস্রাবযুক্ত হাম প্রায় পাগ্‌লা গারদ, জেল ইত্যাদি অস্বাস্থ্যকর স্থানে দেখা যায়। ইহাতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে এবং রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। রোগীকে একঘরে রাখা, তাহার নিকট অন্য কাহাকেও যাইতে না দেওয়া, ঘরে বায়ু চলাচলের উপায় থাকা এবং ঘর ঈষৎ অন্ধকার রাখা এবং চক্ষু অধিক লাল হইলে রঙ্গিন চশমা দিয়া ঢাকিয়া রাখা প্রশস্ত। স্নান বা ঠাণ্ডা লাগান নিষিদ্ধ।

বসন্ত।

ইহাও সংক্রামক রোগ। গর্ভস্থ শিশু হইতে সকল বয়সের লোকই এই রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। একমাত্র টীকা লওয়াই এই রোগের হাত হইতে কিম্বা ইহার ভীষণাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। মাঙ্গোলিয়ান জাতীয় লোক শীঘ্রই এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। শীতকালেই এই রোগের সংক্রামতা দৃষ্ট হয়।

লক্ষণ—সাধারণ বসন্ত। ১

চরমবৃদ্ধির সময় দশ দিন হইতে দুই সপ্তাহ। হঠাৎ শৈত্যানুভূতির

পর প্রবলজ্বর, বমন, মাথার যন্ত্রণা ও কোমরে প্রবল বেদনা উপস্থিত হয়। শরীরের উত্তাপ প্রায় ১০৩, ১০৪ ডিগ্রী হয় এবং এই অবস্থায় তিন দিন থাকে, অথবা গুটী গুলি পুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্তই এইরূপ থাকে। তাহার পর জ্বর কমিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লক্ষণ গুলিও কমিয়া যায়। তার পর যখন গুটী গুলিতে পুঁজ জন্মিতে সুরু হয় (৭ম কিংবা ৮ম দিনে) তখন আবার জ্বর বাড়ে এবং হ্রাস বৃদ্ধির সহিত গুটী গুলি শুকাইতে সুরু না করা (২য় সপ্তাহের শেষভাগ) পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এই অবস্থায় নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত থাকে শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি পায়; কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে এবং প্রস্রাবও এলবিউমিন যুক্ত হয়।

কনফ্লুয়েণ্ট বসন্ত।

ইহাতে প্রচুর গুটী বাহির হয় কিন্তু শীঘ্রই মিলাইয়া যায়। গুটীর শেষভাগগুলি খুব ফুলাফুলা ও বেদনাযুক্ত হয়। দ্বিতীয় বার যে জ্বর আসে তাহা অধিক এবং অনেক দিন স্থায়ী হয়। প্রকৃত বসন্ত প্রায়ই বায়ুনলীতে জন্মায় এবং সেইজন্য গলা ও নাক দিয়া প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব নির্গত হয়। প্রলাপ, তন্দ্রা ইত্যাদি প্রায়ই ইহার সহিত জড়িত থাকে। ইহা হইতে রক্ষা পাইলে বহুদিন যাবত রোগের দৌর্ব্বল্য স্থায়ী হয়। মুখে বিশ্রী দাগ হয়, এবং প্রায়ই চক্ষু বা নাসিকা বা কর্ণ কোন একটী অঙ্গ হানী হইয়া থাকে।

পারপিউরিক্ বসন্ত:

কোন কোন স্থলে হঠাৎ অত্যন্ত জ্বর আসে, কোমরে অসহ্য বেদনা এবং অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। শীঘ্রই শরীরে ফুস্কুড়ির প্রকাশ হয় এবং এইগুলি গুটীর পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বেই শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে

রক্তস্রাব হইয়া রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অন্যস্থলে গুটী গুলি সাধারণ বসন্তের ন্যায় পাকিবার পূর্ব্বে হঠাৎ গুটী গুলি পুঁজের বদলে রক্তপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তখন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী হইতে রক্ত বাহির হইতে থাকে। এই শ্রেণীর বসন্ত অত্যন্ত মারাত্মক।

ব্যবস্থা।

হালকা নরম কাপড়যুক্ত বিছানায় শুইতে দিবে বায়ু চলাচলযুক্ত ঘরে রোগীকে রাখিতে হইবে। সহজ পাচ্য বলকারক খাদ্য ও যথেষ্ট শীতল জল ব্যবহার করিতে দিবে। কোমরে বেদনার জন্য গরম জলপূর্ণ থলি কিম্বা আফিম ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। গুটী শুকাইবার সময়ে অসহ্য চুলকানি উপস্থিত হয়। এই সময় কোল্ডক্রীম অথবা জলপাইয়ের তৈল ব্যবহারে চুলকানি কম থাকে এবং শীঘ্রই খোলস উঠিয়া যায়।

ছোট ছোট ফোড়া, গলায় ঘা, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ও চক্ষুপীড়া এইগুলি প্রায়ই এই রোগের সহিত সংযুক্ত থাকে দেখিতে পাওয়া যায়।

বাতজ্বর।

এই জ্বরে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষে অধিক আক্রান্ত হয়, ইহার প্রকোপ ঠাণ্ডায়, জলীয় আবহাওয়ায় ও ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অধিক হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

শৈত্যানুভূতির পর জ্বর এবং শরীরের সন্ধিস্থলে বেদনা হয়, সন্ধিস্থলের মধ্যে হাঁটু, পায়ের গাঁইট, কনুই এবং কব্জি এই গুলিই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়। সন্ধিস্থলগুলি ফোলে, উত্তপ্ত হয়, যন্ত্রণাদায়ক ও টীপিলে বেদনাযুক্ত ও ঈষৎ লাল হয়। জ্বর সাধারণতঃ ১০২।১০৩ ডিগ্রী উঠে। প্রচুর টক গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম হয়। ক্ষুধা থাকে না, জিহ্বা লেপযুক্ত, কোষ্ঠ

কাঠিন্য, প্রস্রাব অল্প ও গাঢ় বর্ণের হইয়া থাকে। এই রোগ প্রায় দুই হইতে চার সপ্তাহ স্থায়ী হয়।

ব্যবস্থা।

আরামদায়ক বিছানায় বিশ্রাম (জ্বর ছাড়িবার পরও ১০ দিন হইতে দুই সপ্তাহ এরূপ বিশ্রামের প্রয়োজন) আল্‌গা ফ্লানেলের পোষাক পরিধান এবং দুই লেপের মধ্যে শুইয়া থাকার প্রয়োজন। এই অবস্থায় দুধ, ডিম পথ্য হিসাবে বিশেষ উপকারী। যাহাতে জল ও লেমনেড অধিক পান করে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আক্রমণ মৃদু হইলে সন্ধিস্থল গুলি আইডিন লাগাইয়া তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখা উচিত কিন্তু আক্রমণ প্রবল হইলে ছোট ছোট ফোস্কা করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ব্রঙ্কাইটীশ।

ঠাণ্ডায়, স্যাঁতসেতে ও পরিবর্ত্তনশীল আবহাওয়ায়, বদ্ধ বায়ুতে থাকায় অথবা কষ্টদায়ক ধূলা বা বাষ্পযুক্ত বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস লওয়ায় এই রোগের আক্রমণ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।

শৈত্য, সাধারণ অসচ্ছন্দতা, গলার মধ্যে বেদনা ও বদ্ধানুভূতি এবং কাসের পর এই লক্ষণের বৃদ্ধি। সামান্য জ্বর (১০০ ডিগ্রী হইতে ১০২ ডিগ্রীর মধ্যে) এবং কাসী ইহা প্রথমে শুষ্ক হইলেও পরে অল্প বা অধিক মাত্রায় শ্লেষ্মাযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

রোগী বৃদ্ধ বা দুর্ব্বল হইলে ঘরের মধ্যে অথবা বিছানায় রাখা এবং

ঘর্ম্ম উৎপাদনের চেষ্টা করা এবং বাহ্যে পরিষ্কার রাখার বিশেষ প্রয়োজন। ঘর্ম্মের জন্য পা দুইটী (হাঁটু পর্য্যন্ত) গরম জলে ডুবাইয়া গাত্র উত্তম রূপে আচ্ছাদিত করা এবং গরম পানীয় পান করার ব্যবস্থা করা উচিত। বাহ্যের জন্য এক মাত্রা ডোভার্স পাউডারই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। বুকে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দিলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

ইহাকে সর্দ্দি জ্বর বা সংক্রামক সর্দ্দিজ্বর বলা হয়। ২ হইতে ৪ দিনের মধ্যে ইহার পূর্ণ প্রকোপ প্রকাশিত হয়। ইহা হঠাৎ আক্রমণ করে। ইহাতে শৈত্য, মাথায় এবং পশ্চাতে ভীষণ বেদনা, জ্বর (১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী) এবং অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য আসিয়া থাকে; সর্দ্দির লক্ষণ, যেমন হাঁচা, চক্ষু বাহির হইয়া আসা, স্বরভঙ্গ, প্রবল দমকা কাসি। পুনরাক্রমণ সচারচর দেখা যায়।

ব্যবস্থা।

একা রাখা, বিছানায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম. ফুট বাত বা গরম জলে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া গাত্র আবরিত করিয়া রাখা, বাহ্যের জন্য ডোভার্স-পাউডার দেওয়া উচিত; রোগের অবস্থা কঠিন হইলে কুইনাইন প্রত্যহ ২—৫ গ্রেণ পর্য্যন্ত বিধেয়। যন্ত্রণা উপশমের জন্য ফিনাসিটিন বেনজোয়েট বা স্যালিসিলেট সহ ব্যবহার করা যাইতে পারে। মাথার যন্ত্রণা অত্যধিক থাকিলে আইসব্যাগ প্রয়োগ এবং অল্প মাত্রায় ফিনাসিটিন ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

ইহা গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই হইয়া থাকে। যদিও ইহা সংক্রামক তাহা হইলেও ইহা ছোঁয়াচে নহে। ইহা মশক দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়।

লক্ষণ।

আলস্য, শৈত্য, মাথার যন্ত্রণা, সন্ধিস্থলে ও পেশী সকলে অত্যন্ত বেদনা এবং প্রবল জ্বর। অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জ্বর ১০৪—১০৫ ডিগ্রীতে উঠে। ত্বক ও চক্ষুতারকা সঙ্কুচিত হয়, নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত (১০০—১০৩) প্রস্রাব অল্প মাত্রায় হয় এবং কখন কখন মৃদু প্রলাপও লক্ষিত হয়। ৩।৪ দিনের মধ্যে জ্বরের সহিত অন্যান্য লক্ষণও কমিয়া যায়। এই বিজ্বর অবস্থা দুই একদিন থাকে পরে জ্বর আবার অন্যান্য লক্ষণসহ ফিরিয়া আসে, এই রোগে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

ব্যবস্থা।

প্রথমেই পারদ সহ জোলাপ দেওয়া উচিত, পথ্য জলীয় ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত। যন্ত্রণার লাঘবের জন্য ফিনাসিটীন, স্যালিসিলেট ও মর্ফিন ব্যবস্থা করা উচিত।

প্লেগ।

ইহাও ছোঁয়াচে রোগ। সাধারণতঃ ইন্দুরের গায়ের মাছির কামড়ে এই রোগ জন্মে। ইহার পূর্ণ প্রকোপের সময় দুই হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত।

বিউবোনিক প্লেগ। (লক্ষণ)

শৈত্য, মাথাধরা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, বমন এবং অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য। নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত ও মৃদু, প্রবল অনিয়মিত জ্বর, উজ্জ্বল দৃষ্টি, স্ফীতনাসা-রন্ধ্র এবং আক্রমণের প্রথম হইতেই বা কয়েক ঘণ্টা পর হইতেই গাল, গলা বগল বা কুচকি স্থানে ফুলা দেখা যায়। দ্বিতীয় সপ্তাহে এই ফুলা

গুলিতে পুঁজ হইতে আরম্ভ হয় এবং গ্যানগ্রিণে পরিণত হইতে দেখা যায়। শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত, প্রস্রাব অল্প এবং প্রায়ই প্রলাপ বিদ্যমান থাকে। অধিকাংশ স্থলেই কুলাগুলিতে পুঁজ জন্মিবার পূর্ব্বেই রোগীর মৃত্যু ঘটীয়া থাকে।

নিউমোনিক প্লেগ।

ইহাতে বিউবোনিক প্লেগের ন্যায় সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে, কুলা প্রায়ই থাকে না কিন্তু রোগী প্রবল নিউমোনিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। এইরূপ রোগী এক সপ্তাহ মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সেপ্টিসিমিক প্লেগ।

এইরূপ প্লেগ সচরাচর দেখা যায় না। ইহাতে গাল গলা, বগল, কুচকি সকল গুলিই কম বেশী ফুলিয়া থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে এবং তিন চার দিনের মধ্যেই রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

এবরটীভ বা এম্বুলেটারি প্লেগ।

ইহাতে এক বা ততোধিক স্থান ফুলে কিন্তু পাকে না। অন্য সকল লক্ষণই মৃদু ধরণের হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

রোগীকে একলা রাখা, রোগীর ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্য ও মল মুত্রাদি উত্তমরূপে রোগ বীজাণু শূন্য করা (ফিনাইল ইত্যাদির সাহায্যে) বাড়ীর ময়লা ভাল করিয়া পরিষ্কৃত করা এবং বাড়ী ইন্দুর শূন্য করাই প্রকৃত ব্যবস্থা। প্লেগের টীকা গ্রহণে উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। লাষ্টিগ্‌স সিরাম্ রোগারোগ্যের পক্ষে কিছু সহায়ক বলিয়া অনুমিত হয়।

কালাআজার।

ইহাই চলিত ভাষায় কালাজ্বর বা ডম্‌ডমফিবার বলিয়া পরিচিত। এই জ্বর "লিস্‌ম্যানিয়া ডোনোভানি"নামক বীজাণু সম্ভূত এবং ছারপোকা বা তদ্রুপ দংশনশীল জীব দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

ইহাতে প্রবল জ্বর হইয়া দ্রুত লিভার ও প্লীহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এই জ্বর সাধারণতঃ দুই হইতে ছয় সপ্তাহের মধ্যে ছাড়িয়া যায় কিন্তু বার বার আক্রমণ করিয়া থাকে এবং শেষে মৃদু জ্বর সর্ব্বদাই থাকে। রোগ ভোগের সঙ্গে সঙ্গে দৌর্ব্বল্য, শীর্ণতা, রক্তহীনতা আসিয়া থাকে এবং চর্ম্মও কৃষ্ণাভাযুক্ত হয় ও শরীর শোথগ্রস্থ হয়। শতকরা ৭৫টী রোগীরই নাভির নীচে পর্য্যন্ত প্লীহার বৃদ্ধি দেখা যায়। শতকরা ৯৬টী রোগীই এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ব্যবস্থা।

সাধারণ স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া অধিক মাত্রায় কুইনাইন ও আর্সেনিক ব্যবহার সুফল প্রদ হইতে পারে।

ন্যাবাজ্বর।

ন্যাবা দুই প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে। পিত্তের সাধারণ গতি রুদ্ধ হইয়া সেই পিত্ত একত্রিত হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া সেই পিত্ত মিশ্রিত রক্ত শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া শরীরকে হরিদ্রাভাযুক্ত করিয়া ফেলে। এইরূপে যে ন্যাবা উপস্থিত হয় তাহাকে অবষ্ট্রাকৃটিভ ন্যাবা বলে।

অন্য প্রকার ন্যাবা মাদক দ্রব্য ব্যবহারে অথবা কোন কোন সংক্রামক রোগ দ্বারা আনীত হয় তাহাকে টক্সিমিক ন্যাবা বলা হয়।

লক্ষণ।

গাত্র চর্ম্ম, শ্লৈষ্মিক আবরণ সমূহ, ঘর্ম্মাদি হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। বাহ্যে দুর্গন্ধযুক্ত, ফ্যাকাসে এবং প্রস্রাব গাঢ় হরিদ্রা বর্ণের হইয়া থাকে। নাড়ীর স্পন্দন প্রায়ই স্বাভাবিক হইতে কম এবং শরীরের উত্তাপ সাধারণ হইতে ও নিচে থাকে। সাধারণতঃ অল্পবিস্তর মানসিক অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। রোগ স্থায়ী হইলে প্রলাপ, আক্ষেপ, অচৈতন্যতা আসিয়া থাকে। সর্ব্বাঙ্গ প্রায়ই চুলকাইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত জমিয়া যাইতে অধিক সময় লাগে।

হিক্কা।

বক্ষ ও উদর ব্যবচ্ছেদ পেশীর উপর্য্যুপরি সঙ্কোচন ও প্রসারণই হিক্কার উৎপত্তির কারণ। দ্রুতপান বা ভোজন, অত্যন্ত ঝাল বা উগ্র দ্রব্য খাইলে ক্ষণিক হিক্কা হইয়া থাকে। বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া অথবা ভীষণ ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা পাইবার পর অতি দৌর্ব্বল্য জনিত ক্রমাগত হিক্কা হইতে দেখা যায়। স্বাধীন স্নায়ুগুলীর প্রদাহ জন্যও হিক্কা হইতে দেখা যায়। ক্রিমি জনিত, পাকাশয় অথবা যকৃতের প্রদাহ জনিত অথবা জরায়ুর উপদাহ জন্য হিক্কা হইতেও দেখা যায়। রুগ্না-বস্থায় অতি দৌর্ব্বল্য জনিত হিক্কাই ভয়ের কারণ হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

সাধারণতঃ হিক্কায় কিয়ৎক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস রোধ করিলে শীতল জল পান করিলে, উগ্র ধোঁয়ার শ্বাস গ্রহণ করিলে যেমন মরিচ বা লবঙ্গ পুড়াইয়া তাহার আঘ্রাণ লইলে হিক্কা বন্ধ হয়। যকৃতাদির প্রদাহ জনিত হিক্কায় কচি তাল শাসের জলপান বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

টনসিলাইটিস।

ইহা সকল বয়সেই হইতে পারে কিন্তু যুবকেরা প্রায়ই ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। বৃষ্টিতে ভেজা বা ঠাণ্ডা লাগান ইহার উৎপত্তির কারণ, প্রধানতঃ দুর্ব্বল অবস্থায় ভিজিলে বা ঠাণ্ডা লাগাইলে আলজিভের প্রদাহ উপস্থিত হইয়া থাকে। কখন কখন ইহা সংক্রামক হইতে দেখা যায়, তখন দুগ্ধের মধ্য দিয়াই ইহার প্রসার হইয়া থাকে। স্কার্লেট ফিভার ডিপথিরিয়া, বসন্ত ইত্যাদির অপ্রধান উপসর্গরূপেও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।

শৈত্য, মাথা ও পৃষ্ঠে যন্ত্রণা, প্রবল জ্বর, (১০৩—১০৫) গলায় বেদনা, ঢোঁক গিলিতে লাগা, পরিবর্ত্তিত অনুনাসিক স্বর, লালানির্গম প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, কর্ণমূল স্ফীতি ও বেদনা এইসব টন্‌সিলাইটিস বা আলজিভ-প্রদাহের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়।

ব্যবস্থা।

রোগীকে গরম ঘরে আবদ্ধ রাখা অথবা জ্বর অধিক থাকিলে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা এবং প্রথমেই মৃদু বিরেচনের ব্যবস্থা করা। পুষ্টিকারক লঘু আহারই ব্যবস্থা। বরফ চুষিলে কিছু শান্তি পাওয়া যায়। ফোমেণ্ট অপেক্ষা ডোবেল্‌স সলিউসান অথবা হাইড্রোজেন ডাই অক্সাইড স্প্রে ব্যবহারে অধিক উপকার হয়। টিংচার ফেরিক ক্লোরাইড, এসপিরিনের সূক্ষ্মগুঁড়া অথবা শুষ্ক সোডিয়াম বাইকার্ব্বনেট প্রয়োগ করিলে প্রায়ই উপকার পাওয়া যায়। গরম জলের কুলী করিলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ফেরিঞ্জাইটীশ।

শ্লেষ্মার বৃদ্ধির জন্য শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উপস্থিত হইলে তাহাকে ফেরিঞ্জাইটীশ কহে। ইহার সহিত প্রায়ই টন্‌সিলাইটীশ ও ল্যারিঞ্জাইটীশ রোগ বিদ্যমান থাকে।

লক্ষণ।

শৈত্য নিউমোনিয়াসহ অল্প জ্বর, ঘাড়ের পেশী সমূহে বেদনা ও নাড়িতে না পারা, গলার মধ্যে ঘা, ঢোঁক গিলিতে লাগা, গলা শুকাইয়া যাওয়া অথবা গলার মধ্যে সুড় সুড় করা এবং শুষ্ক কাসী ইহা গলনালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে স্বরভঙ্গ এবং ইডস্‌টেসিয়ান টিউব দ্বারা কর্ণে পৌঁছিলে বধিরতা আনয়ন করে।

ব্যবস্থা।

মৃদু আক্রমণে পোটাসিয়াম ক্লোরেট দ্রব করিয়া তদ্বারা কুলী করিলে উপকার পাওয়া যায়। রোগ প্রবল থাকিলে ঠাণ্ডা জলে নেকড়া ভিজাইয়া লইয়া লাগাইলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। বরফের টুকরা চুশিয়া খাইলে অনেক শান্তি পাওয়া যায়। ১ আউন্স তরল পেট্রোলিয়ামে ২ গ্রেণ মেন্থল মিশাইয়া তাহারই স্প্রে দিলে উপকার পাওয়া যায়। লোজেঞ্জ যাহাদের মধ্যে কোকেন আছে তাহারা সব সময়েই বেদনা নিবারণ করে এবং সুড় সুড় করা নিবারিত হয়।

গ্যাসট্রাইটিস।

দুষ্পাচ্য বা পচা খাদ্য খাইলে, অতিরিক্ত আহার করিলে এই রোগ হইতে পারে, অথবা এলাকোহল, উগ্র দ্রাবক বা ক্ষার বস্তু, কোরোসিভ সব্লিমেট ইত্যাদি গলাধঃকরণ করিলেও ইহা হইতে পারে। অন্য রোগের আনুসঙ্গিক লক্ষণ রূপেও এই রোগ হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।

মৃদু আক্রমণে অগ্নিমান্দ্য, পেটভার, অসাচ্ছন্দ্য, ও ওয়াক উঠা, বিবমিষা ও বমন করিতে দেখা যায়। জিহ্বা সুলিপ্ত থাকে। প্রবল আক্রমণে লক্ষণগুলি বিশেষতঃ বিবমিষা ও বমন প্রবল আকারে বিদ্যমান থাকে। তৃষ্ণা, সামান্য জ্বর, পাকাশয়ের স্ফীতি, স্পর্শে বেদনা ও অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য দেখা দেয়। বমনে প্রথমে টক, অপাক খাদ্য উঠে পরে সর্দ্দি ও পিত্ত উঠে। ডিয়োডিনামও পিত্ত নালীতে শ্লেষ্মার প্রসার হইলে ন্যাবা এবং অন্ত্রে শ্লেষ্মার প্রসারে আমাশয় হইয়া থাকে।

গলা ও গলনালী ও পাকাশয়ের অতীব যন্ত্রণা, রক্ত ও শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভুক্ত দ্রব্যের ক্রমাগত বমন, উদরে উল্লেখযোগ্য স্পর্শাসহ্যতা এবং অচৈতন্যের লক্ষণ সমূহ প্রকাশ পাইলে উহা বিষাক্ত গ্যাসট্রাইটিশ বলিয়া জানিতে হইবে।

ব্যবস্থা।

যদি পাকাশয় একেবারেই খালি না হইয়া থাকে তাহা হইলে গরম জল বা ইপিকাক্ সাহায্যে বমন করাইতে হইবে। মাষ্টার্ড প্লাষ্টার বা টার্পিণ্টাইনের স্থানীয় প্রয়োগে যন্ত্রণার উপশম হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাকাশয় খাদ্য রাখিতে অসমর্থ থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই খাইতে দিবে না। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বরফ দেওয়া যাইতে পারে মাত্র। অত্যন্ত দুর্ব্বল রোগীকে গুহ্যদ্বার দিয়া পিচকারী সাহায্যে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া উচিত। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে ১ গ্রেণ হাইড্রার্জি রাই ক্লোরিডাই মিটিস ১০ গ্রেণ বিসমাথ সাবনাইট্রেটিস সাহায্যে ৬টী বড়ী প্রস্তুত করিয়া প্রতি ঘণ্টায় একটী জিহ্বায় দিবে এবং প্রয়োজন হইলে ইহার পর সিড্-লিজ পাউডার ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পাকাশয়ের তীব্র যাতনা, বিবমিষা, অস্থিরতা, শিরোঘুর্ণন এই সব লক্ষণ ওপিয়ম সাপোজিটারিজের সাহায্যে বিলক্ষণ উপশম হয়। উপর্য্যুপরি বমন ১০ গ্রেণ বিসমাথ সাবনাইট্রেটিস, ১/২ মিনিম ক্রিয়োজোট ও ১/৬ গ্রেণ কোকেন মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে নিবৃত্ত হয়। ২৪ বা ৩৬ ঘণ্টা, পর বার্লি, সোডাওয়াটার সহ শ্যামপেন, লাইম ওয়াটার সহ দুগ্ধ অল্প অল্প করিয়া দেওয়া যাইতে পারে; পরে ধীরে ধীরে অন্নাদি কঠিন খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিষাক্ত গ্যাসট্রাইটিসে প্রতিরোধক রাসায়নিক দ্রব্য সাহায্যে বিষক্রিয়া নষ্ট করিয়া বমন করাইয়া অথবা ষ্টম্যাক পাম্পের সাহায্যে উদরস্থ সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য বাহির করিয়া দিতে হইবে পরে স্নিগ্ধকারক ঔষধ ও আফিম প্রয়োগ করিতে হইবে।

স্বাভাবাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা।

ব্যায়াম শূন্য আলস্যতা, বাহ্যের ইচ্ছাকে দমন করা, আহার্য্য বস্তুর দোষ, উদরের পেশী সমূহের সাধারণ দৌর্ব্বল্য (রক্তহীনতা, মধুমেহ, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি রোগে) বহুকাল পাকাশয় জনিত রোগভোগ, অন্ত্রনালীতে যান্ত্রিক বাধা, ইত্যাদির জন্য স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অন্ত্রের নিম্নভাগের গতি হীনতাই কোষ্ঠবদ্ধতার প্রধান কারণ।

লক্ষণ।

কাহার কাহার কোষ্ঠবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য বেশ বজায় থাকে কিন্তু সাধারণতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা অধিক দিন স্থায়ী হইলে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, শারীরিকও মানসিক আলস্য, দুর্গন্ধযুক্ত প্রশ্বাস, লেপযুক্ত জিহ্বা, এবং অগ্নিমান্দ্য আনয়ন করে।

ব্যবস্থা।

কারণ প্রথমে অপহৃত করিতে হইবে। সম্ভব হইলে পিচকারী বা ডুস ব্যবহার করিবে এবং জোলাপাদির ব্যবহার পরিত্যাগ করিবে। কোন কোন স্থলে ঠিক একই সময়ে বাহ্যে করাইবার চেষ্টা করিলে কোষ্ঠ কাঠিন্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। নিয়মিত ব্যায়াম, ঠাণ্ডা জলে স্নান, এই রোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। পাকাশয়ে মেসাজ দ্বারা প্রায়ই উপকার পাওয়া যায়। যদি পরিপাকের গোলমাল না থাকে তাহা হইলে টাটকা শাকশব্জী, ভূষিশুদ্ধ ময়দার রুটী, মটর, তৈল সিদ্ধফল এই সব খাইবার ব্যবস্থা করিলে এবং অধিক মাত্রায় জল পান করিলে উপকার হইয়া থাকে। রোগ অল্প থাকিলে খালিপেটে এক গ্ল্যাস ঠাণ্ডা জল পান দ্বারা উপকার হইয়া থাকে। ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে মৃদু বিরেচক হইতে আরম্ভ করাই যুক্তিযুক্ত। শয়নকালে ১০—৩০ মিনিম ক্যাসকারা সাগ্রাডার ব্যবহার বিশেষ ফলপ্রদ। যান্ত্রিক বাধাযুক্ত কোষ্ঠ কাঠিন্যে ১—২ টিস্পুনফুল তরল প্যারাফিন সকালে ও সন্ধ্যায় খালি পেটে ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায় তবে মাত্রা ক্রমশঃ কমাইয়া আনিতে হয়।

আন্ত্রিক কলিক।

আন্ত্রিক যন্ত্রণা যাহা কম বেশী হইয়া থাকে। প্রদাহ উৎপাদক খাদ্য খাইলে, পেট ফাঁপিলে অথবা উদরে মল পুঞ্জীভূত হইলে সাধারণতঃ আন্ত্রিক কলিক বা যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহা এণ্টিরাইটীস্ রক্তামাশয় এপেণ্ডি-সাইটীস ইত্যাদি রোগের একটী সাধারণ লক্ষণ।

লক্ষণ।

নাভিমূলের চতুর্দ্দিকে খাল ধরার মত যন্ত্রণা, যাহা সময়ে কম সময়ে

বেশী হয় কিন্তু টিপিলে কম হয়। সাধারণতঃ পেটে কাঁপ লক্ষিত হয়। রোগের প্রবলাবস্থায় শীতলাবস্থায় ঘর্ম্ম ও অচৈতন্যতা আসে। বমন, নাড়ীর স্পন্দন মৃদু ও অবয়বাদি শ্রীহীন হয়। রোগের প্রকোপ সাধারণতঃ কয়েক মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং শরীর হইতে রোগের কারণ এর বহিস্কার দ্বারা রোগের শান্তি হয়।

লেড কলিক।

সীসার সংস্পর্শে কার্য্য করিলে, মাড়ীতে নীল রেখাযুক্ত থাকিলে, মেরুদণ্ডের নিম্নস্থ পশ্চাৎভাগ সঙ্কুচিত হইলে, প্রস্রাবে সীসা পাওয়া গেলে সেই অবস্থায় যে অন্ত্রের যন্ত্রণা হয় তাহাকে "লেড কলিক" বলে।

বিলিয়ারী কলিক।

লিভার প্রদেশ হইতে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত যন্ত্রণার বিস্তার থাকিলে, ন্যাবা থাকিলে, পিত্ত স্থালীর বৃদ্ধি বা স্পর্শে যন্ত্রণা থাকিলে এবং মলে পাথুরী থাকিলে যে যন্ত্রণা হয় তাহাকে বিলিয়ারী কলিক বলে।

রিন্যাল কলিক।

এই কলিকে মুত্রাশয় হইতে মুত্রনালী অণ্ডকোষ ও লিঙ্গ পর্য্যন্ত যন্ত্রণার বিস্তার হইয়া থাকে। ঘনঘন প্রস্রাব এবং প্রস্রাবে রক্ত বা পাথুরী থাকা সম্ভব।

ব্যবস্থা।

যন্ত্রণার উপশম করা এবং যন্ত্রণার কারণ অপসারণ করাই ইহার প্রকৃত ব্যবস্থা। টার্পিণ ষ্টুপ যন্ত্রণার উপশম করে। রোগ প্রবল হইলে মর্ফিন (১/৮—১/৪ গ্রেণ) ও এট্রোপিন (১/১০০ গ্রেণ) এর হাইপোডার্মিক প্রয়োগ প্রয়োজন। পিপারমিণ্ট, জিঞ্জার, লবঙ্গের তৈল,

হক্‌ম্যাক্স এনোডাইন ইহারা প্রায়ই রোগ শান্তি করে। মল জমিয়া অথবা প্রদাহ জনিত খাদ্য ব্যবহারে যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে স্যালাইন অথবা মার্কারী সংশ্লিষ্ট বিরেচকে শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায়।

ডায়েরিয়া।

বার বার তরল বাহ্যে হইলে তাহাকে ডায়েরিয়া বলে। অধিক আহার বা জল পান করিলে, পাকাশয়ে পাচক রসের অভাব হইলে, অন্ত্রে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, কোন কোন সংক্রামক রোগে লক্ষণ রূপে, বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে, ক্যান্সার, ডায়াবিটিশ, পুরাতন ব্রাইট্‌স ডিজিজ ইত্যাদির শেষ লক্ষণ রূপে, কখন কখন কতকগুলি সংক্রামক রোগের প্রবলাবস্থায় পরিবর্ত্তন সময়ে এবং স্নায়বিক প্রভাবের ফলস্বরূপ ডায়েরিয়া হইতে দেখা যায়।

আমাশয়।

আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ উপস্থিত হইলে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম ঋতুতে, মন্দ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনী ও অন্যায্য খাদ্য ইহার প্রকোপ বৃদ্ধি করে।

লক্ষণ।

দিনে ৩।৪বার হইতে ২০ বা ততোধিক বার বাহ্যে হয়, তরল ও বাদামী রংয়ের কিন্তু বৃহদন্ত্র আক্রমিত না হইলে আম তেমন অধিক দেখা যায় না। ইহার সহিত পেটে "কলিক" এর ন্যায় যন্ত্রণা থাকে। পাকাশয় আক্রান্ত হইলে বিবমিষা ও বমন করিতে দেখা যায়। ডিয়োডোনাম হইতে পিত্ত নালীতে প্রদাহ উপস্থিত হইলে কখন কখন ন্যাবা হইতে দেখা যায়।

কলেরা মর্ব্বাস।

খাদ্য বিষাক্ত হইয়া প্রবল বাহ্যে, পিত্ত বমন, বার বার প্রচুর জলবৎ বাহ্যে, পেটে খাল ধরার মত অত্যন্ত যন্ত্রণা, শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি, অতিশয় দৌর্ব্বল্য কখন অচৈতন্যাবস্থা আসিয়া থাকে, ইহাকেই কলেরা মর্ব্বাস বলে বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যতীত ইহাতে প্রায়ই কাহারও মৃত্যু হয় না।

শিশুদিগের ডায়েরিয়া।

গ্রীষ্ম ঋতু, অন্যায্য খাদ্য, মন্দ, অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, দন্তোদ্গম ও বদহজম এই সমস্ত অবস্থা শিশুদিগের ডাইয়েরিয়ার পরিপোষক।

ইলিওকোলাইটীস্।

ইহা সাধারণ ডায়েরিয়া অপেক্ষা অনেক প্রবল। বাহ্যে বারে অনেক বার হয় এবং রক্তের ছিটাযুক্ত প্রচুর আম পড়ে। পেট ফাঁপিয়া থাকে এবং টিপিলে লাগে। প্রায়ই বমন হয় যদিও ডিস্‌পেপটিক ডায়েরিয়ার ন্যায় অনেক স্থলে হয় না। বাহ্যের পূর্ব্বে পেটের যন্ত্রণা হইতে পারে। কোন কোন স্থলে ডিসেণ্ট্রির বীজাণু দৃষ্ট হয়। রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ও প্রবল মাত্রায় প্রদাহ উপস্থিত হইতেও দেখা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বেই রোগী প্রায়ই অঘোর অচৈতন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়। শিশুদিগের পক্ষে ইহা একটী ভয়ানক রোগ।

কলেরা ইনফ্যান্টাম্।

ইহার আক্রমণ হঠাৎ হইয়া থাকে। ভেদ ও বমন প্রায় এক সময়েই হইতে আরম্ভ হয়, এবং বার বার হইতে থাকে। বাহ্যে প্রচুর ও জলবৎ হইতে থাকে। প্রবল তৃষ্ণা থাকে। বাহুমূলে শরীরের তাপ কম হইলেও

গুহ্যদ্বারে তাপ লইলে (১০৫—১০৬ ডিগ্রী) উঠে। প্রস্রাব রুদ্ধ বা অত্যন্ত কম হয়। শীঘ্রই শেষাবস্থা আসিয়া থাকে। চক্ষু কোটরে প্রবিষ্ট, ঠোঁট নীলাভ এবং শরীর ঠাণ্ডা হয়। এরূপ অবস্থায়ও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, তবে সাধারণতঃ ২৪ বা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

ব্যবস্থা।

সাধারণ খাদ্যের বদলে দুধ বার্লি ইত্যাদি লঘু পথ্য খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে ডায়েরিয়ায় উপকার পাওয়া যায়। পেটে দুষ্য পদার্থ আছে বলিয়া অনুমান করিলে এপ্‌সাম সল্ট বা ক্যালোমেল ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডায়েরিয়া শীঘ্র না সারিলে বিসমাথ সাবনাইট্রেট অথবা চক এবং ওপিয়ম ব্যবহার করা যায়।

কলেরা মর্বাস—১/৪ গ্রেণ মর্ফিন ও ১/১০ গ্রেণ এট্রোপিন হাইপোডার্মিক প্রয়োগের প্রয়োজন। পেটে গরম তাপ উপকারী। বমন নিবারণের জন্য ক্যালোমেলের প্রয়োগ-মাত্রার আংশিক প্রয়োগ করিতে হয়। শিশুদিগের ডায়েরিয়ায় দুধ একেবারে বন্ধ করিয়া দিবে, বাহ্যে সরলাবস্থায় না আসা পর্য্যন্ত দুধ ব্যবহার নিষিদ্ধ। শিশুদিগের ইলিও-কোলাইটীশে প্রত্যহ লবণ জলের পিচকারী অথবা সোডিয়াম বেনজোয়েট ১ ড্রাম ১ পাইণ্ট জলে মিশাইয়া তদ্বারা প্রত্যহ এক বা দুই বার কোলন ধুয়াইয়া দিতে হইবে এইরূপ ধোয়াইবার পর দুই আউন্স মিউসিলেজ এবং ২ ড্রাম বিসমাথ সাবনাইট্রেট পিচকারী করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে।

কলেরা ইনফ্যান্‌টাম এ পাকাশয় গরম জল দ্বারা ধৌত করিবে এবং গুহ্যদেশে ঠাণ্ডা জলের পিচকারী দিবে। যখন পাকাশয় কিছুই রাখিতেছে না দেখিবে তখন হাইপোডার্মিক যোগে

উত্তেজক দ্রব্যের প্রয়োগই ব্যবস্থা। শেষাবস্থায় অর্থাৎ ধাত ছাড়িয়া যাইলে গরম সেঁকের ব্যবস্থা বিধেয়। জরুরী অবস্থায় ৪০ গ্রেণ লবণ ১পাইণ্ট জলে দ্রব করিয়া তাহার ২।৩ আউন্স প্রত্যহ ৩।৪বার গাত্র ফুঁড়িয়া প্রয়োগ বিধেয়। যদি ইহার পরও ভেদ বমি হয় তাহা হইলে ১/১০০গ্রেণ মর্ফিন এট্রোপিন ১/৪০০ গ্রেণ (১ বৎসরের শিশুর পক্ষে) প্রয়োগই ব্যবস্থা। প্রয়োজন হইলে এই মাত্রায় পুনঃ প্রয়োগ চলিতে পারে।

কলেরা।

ইহাও ছোঁয়াচে সংক্রামক রোগ, ইহাতে প্রবল ভেদ বমি যন্ত্রণাদায়ক পেশী সমূহের সঙ্কোচ এবং জীবনী শক্তির অবসাদ আনয়ন করে। ইহার সংক্রামকতা নদী বা সাগরেরধার হইতে আরম্ভকরিয়া ক্রমশঃ দেশের ভিতর প্রবেশ করে। মাছির সাহায্যে প্রায়ই খাদ্যে এই রোগের বীজাণু বাহিত হইয়া পরিব্যাপ্ত হয়। শুশ্রূষাকারীরা এবং রোগীর ব্যবহৃত বা পরিত্যক্ত বস্ত্র ধৌত করিয়া এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

লক্ষণ।

সাধারণতঃ রোগ ২—৫ দিন মধ্যে অত্যন্ত প্রবলাকার ধারণ করে। রোগাক্রান্ত অনুকুল অবস্থাপন্ন রোগীগুলির সাধারণতঃ তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হয় (১ আক্রমণ (২) জীবনী শক্তির অবসাদ (Collapse) (৩) পরিবর্ত্তন।

আক্রমণ।

সাধারণতঃ এই রোগের আক্রমণে অস্বাচ্ছন্দ্য, মাথাধরা, ডায়েরিয়া, অন্ত্রে গড় গড় শব্দ এবং পেটের যন্ত্রণা হইতে আরম্ভ হয়। প্রায় এই

লক্ষণগুলি কিছুদিন থাকিয়া বিলুপ্ত হয়, এইরূপ আক্রমণ গুলি "কলেরিণ" নামে অভিহিত হয় এবং এই রোগও প্রকৃত কলেরার ন্যায়ই ছোঁয়াচে।

জীবনী শক্তির অবসাদক অবস্থা (Collapse) ডায়েরিয়ার অবস্থা প্রবল হয়। বাহ্যে অধিক পরিমাণে হয়, রং আর হলদে থাকে না "চাল ধোয়ানি জলের আকার ধারণ করে। জোরের সহিত ভেদ হয় কিন্তু যন্ত্রণা থাকে না। শীঘ্রই বমন আরম্ভ হয়। বাহ্যের ন্যায় পদার্থই বমন হইতে থাকে। তৃষ্ণার শান্তি হয় না, হাত, পা ও পেটের পেশী সকলে খাল ধরিতে থাকে। শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাবৃত থাকে। শীতল শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে। বাহুমূলে ৯৫° হইতে ৮৫° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তাপ নামিতে দেখা যায় কিন্তু গুহ্যদ্বারে থার্ম্মোমিটার দিলে ১০৩° বা ততোধিক উত্তাপ পাওয়া যায়। স্বরভঙ্গ হয় এবং অবশেষে ফিস ফিস করিয়া উচ্চারিত হয় কথা শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়। নাড়ীর গতি ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকে। শরীর নীলাভ ও শুষ্ক এবং কখন কখন বিকৃত হয়, চক্ষু ভীষণ-ভাবে কোটর প্রবিষ্ট হয়। প্রস্রাব দমিত হয় এবং যদিই বা হয় তাহাও শর্করা ও এলবুমিন পূর্ণ। সাধারণতঃ চৈতন্য থাকে তবে মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রায়ই অচৈতন্যাবস্থা আসে। এই অবস্থা কয়েক ঘণ্টা হইতে দুই দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হইতে পারে।

পরিবর্ত্তন।

এই অবস্থায় লক্ষণগুলি ক্রমশঃ কম হইয়া আসে। বাহ্যে বারে কম হয়। বাহুমূলে শরীরের উত্তাপ সাধারণ অবস্থায় আসে। অধিক পরিমাণে প্রস্রাব হইতে থাকে এবং শীঘ্রই রোগাবস্থা অতিক্রম করিয়া দুর্ব্বলাবস্থায় আসিয়া থাকে।

কখন কখন রোগী দুর্ব্বলাবস্থায় আসিয়া টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত

হয়। এইরূপ অবস্থায় অল্পজ্বর, শুষ্ক হরিদ্রাভ জিহ্বা, বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ ও অচৈতন্যতা বিদ্যমান থাকে। ইহা সাধারণতঃ মারাত্মক অবস্থা। শতকরা ৫০টী রোগীর এইরূপে মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ, শিশু, অসংযমী ও দুর্ব্বল রোগীগণ প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়; এই রোগে সাধারণতঃ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

সংক্রামক স্থানত্যাগ, আহারের ধরাকাট করা, সহজ পথ্য লঘু আহার, অসিদ্ধ শাকশব্জী আহার না করা, জল ও দুগ্ধ বীজাণু শূন্য করিয়া পান করা, খাদ্য দ্রব্য সকল মাছি হইতে রক্ষা করা, অতিশ্রম হইতে বিরত থাকা, ঠাণ্ডা বা গরম লাগান হইতে বিরত থাকা, অত্যন্ত উত্তেজিত না হওয়া এবং সামান্য পেটের অসুখ হইলেই তাহার সুচিকিৎসা, এই সকল ইহার সংক্রামতার প্রতিবেধক। কতকগুলি দ্রাবক যেমন সালফিউরিক এসিড কলেরার প্রতিবেধক বলিয়া পরিচিত। হফকিন্স কলেরার টীকা বেশ সুফলপ্রদ। কলেরা রোগেরও তিনটী অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূচনাবস্থা বা পূর্ব্বাবস্থা, প্রবলাবস্থা ও পরিবর্ত্তনাবস্থা।

সূচনাবস্থায়।

যখন সামান্য পেটের অসুখ বা ডায়েরিয়া উপস্থিত হয় তখন সর্ব্ব খাদ্য বন্ধ করিয়া দিবে এবং বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে। যদি অপাক বস্তু উদরে আছে এরূপ বিশ্বাসের কারণ থাকে, তাহা হইলে বিরেচক মাত্রায় ক্যালোমেল ব্যবহার করা যাইতে পারে নচেৎ বিরেচক ব্যবহার নিষিদ্ধ; পেটে গরম ষ্টুপ (একখণ্ড বস্ত্র গরম জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া তাহাতে টার্পিণ বা তজ্জাতীয় দ্রব্য ছিটাইয়া ঐ বস্ত্র খণ্ড লাগাইয়া দেওয়াকে ষ্টুপ দেওয়া বলে) দেওয়া যাইতে পারে। পেটের যন্ত্রণা

থাকিলে মর্ফিনের হাইপোডার্মিক প্রয়োগ এবং ডায়েরিয়ার জন্য বিসমাথ সাবনাইট্রেট সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

প্রবলাবস্থা।

এই অবস্থায় স্যালাইন ইনজেক্সানই শরীরের রক্তের তরলাবস্থা রক্ষা করিতে ও রক্তের সঞ্চালন সিদ্ধ করিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ডাঃ ক্যানটানি শতকরা ২ ভাগ ট্যানিক সলিউসান গুহ্যদ্বার দিয়া পিচকারী দ্বারা ব্যবহার উপকারী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গরম সেক ও গরম জল দ্বারা শরীর মুছাইয়া শরীরের উত্তাপ রক্ষার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। ইথারও কর্পূরের ন্যায় সংমিশ্রক উত্তেজক হাইপোডার্ম্মিক রূপে প্রয়োগ বিধেয়। তৃষ্ণা নিবারণের জন্য বরফ ব্যবহার করা বিধেয়। গরম সেক বা গরম জল দ্বারা মুছাইয়া খাল ধরার প্রতিরোধ করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণ করাইতে হয়। স্যালাইন ইনজেক্সান ও গুহ্যদ্বারে স্যালাইনের পিচকারীর প্রয়োগ দ্বারা প্রস্রাব রোধের প্রতিকার হইয়া থাকে।

পরিবর্ত্তন।

এই অবস্থায় তরল অবস্থায় অল্প পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য ব্যবস্থেয়। দুধ লাইমওয়াটার মিশ্রিত করিয়া ঘোল, খাদ্য দ্রব্য গুলিয়া তরল করিয়া, ছানার জল, অতিলঘু ব্রথ ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে। অতি ধীরে অন্নাদি কঠিন খাদ্যের ব্যবস্থা করা বিধেয়।

ডিসেন্ট্রি বা রক্তামাশয়।

ইহাতে পেটের যন্ত্রণা, বারম্বার আম ও রক্তযুক্ত তরল বাহ্যে এবং বাহ্যের পূর্ব্বে, পরে বা সময়ে কোঁতানি বর্ত্তমান থাকে।

লক্ষণ।

পেটের যন্ত্রণাসহ ডায়েরিয়া হইতে এই রোগ আরম্ভ হয়, তাহার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কোঁতানি ও রক্ত মিশ্রিত আম সংযুক্ত বাহ্যে হইতে থাকে। কোন কোন স্থলে ঝিল্লীর টুকরার ন্যায় পদার্থ বাহ্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শরীরের উত্তাপ সাধারণতঃ ১০১ হইতে ১০৩ ডিগ্রীর মধ্যে থাকে। জিহ্বা লেপযুক্ত থাকে, ক্ষুধা থাকে না, পেটে টিপিলে বেদনা অনুভূত হয়, উদর গর্ত্তের মত নীচু হইয়া যায়। দৌর্ব্বল্য ও শীর্ণতার দ্রুত বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কখন কখন বমন ও বর্ত্তমান থাকে। রক্তে ও বাহ্যের অনুরূপ বীজানুর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই রোগে ৩।৪ দিনের মধ্যে অথবা ২।৩ সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটিতে পারে। প্রায়ই সময়ের সহিত রোগের ভীষণতা কমিয়া যায় এবং ১০ দিন হইতে ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে রোগারোগ্য হয়।

ব্যবস্থা।

টাইফয়েড ও কলেরার নিবারণোপায় গুলি ইহাতে অবলম্বন করা বিধেয়। শয্যায় সম্পূর্ণ বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজনীয়। রোগের প্রথমাবস্থায় দুধ মিশ্রিত বার্লী, ছানার জল, শিশুর খাদ্য, ডিম্বের কুসুম, ছোট মুর্গীর জুস ইত্যাদি পথ্যরূপে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। রোগ পুরাতন হইলে নরম ডিমসিদ্ধ, পাউরুটির শাঁস, ধুমায়িত অন্ন, গেঁড়ী, নরম মাংস ওয়াইন জেলি ইত্যাদি ব্যবহার করান যায়। প্রথমাবস্থায় ম্যাগ্নিসিয়াম সালফেট, ক্যালোমেল কিম্বা ক্যাষ্টর অয়েল ব্যবহার করা যাইতে পারে। তাহার পর কোঁতানির উপশমের জন্য ওপিয়ম ব্যবহার করাই ব্যবস্থা। কোঁতানির উপশমের জন্য বরফের সাপোজিটারিজ, আইয়োডোফর্ম্ম সাপোজিটারিজ, শর্করার উষ্ণ মিউসিলেজ ১ আউন্স অথবা গরম স্টার্চ-

ইন সলিউসান (সাধারণ শক্তি) পিচকারী ব্যবহৃত হয়। রোগ পুরাতন হইলে ১০ হইতে ২০ গ্রেণ সিলভার নাইট্রেট ১ পাইট জলে দ্রব করিয়া তাহার পিচকারী উপকারী হইয়া থাকে। এই গুলি প্রত্যহ ব্যবহারের প্রয়োজন এবং ফাউণ্টেন সিরিঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে পিচকারী দিতে হয়। জীবনী শক্তির অবসাদ উপস্থিত হইলে স্যালাইন সলিউসান ইনজেক্সান করিতে হয়।

টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার।

ইহাও ছোঁয়াচে রোগ। ইহাতে ইচ্ছাধীন পেশী সমূহের যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ব্যাসিলানা টিটানি নামক রোগবীজাণু যাহা বাগানের মাটীতে, রাস্তার ধূলায় অথবা শাকশব্জী ভোজী জীবের মলমুত্রে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের দ্বারাই এই রোগ উৎপন্ন হয়।

লক্ষণ।

কয়েক দিন হইতে তিন সপ্তাহের মধ্যে এই রোগের পূর্ণ প্রকাশ হইয়া থাকে। রোগের প্রারম্ভ হইতে নিম্ন চোয়াল ও ঘাড়ের পেশীগুলি শক্ত হইয়া যাইতেছে এই অনুভূতি হইতে থাকে, এবং ক্রমে ক্রমে পশ্চাতের পেশী, কোমর ও পায়ের পেশী সকলও ঐরূপে আক্রান্ত হয়। কপাল কুচকাইয়া যায়, মুখ গহ্বরের কোণগুলি উপর দিকে টানিয়া যায়, চেয়োল দুটী দৃঢ় সম্বদ্ধ হয়, শরীর ধনুকাকার বিশিষ্ট হয়, মাথা ও পায়ের উপর ভার থাকে মাত্র। যদি নাসিকার পেশী আক্রান্ত হয় তাহা হইলে বিশেষ শ্বাস কৃচ্ছ্রতা পরিলক্ষিত হয়, শরীরের উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে থাকে, তবে আক্ষেপের সময় অথবা মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০৭ ডিগ্রী বা ততোধিক উত্তাপ দেখিতে পাওয়া যায়। মন শেষ পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার থাকে। ইহার ভোগ কয়েক দিবস হইতে কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত।

ব্যবস্থা।

সমুদয় ক্ষত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া বীজানুবর্জ্জিত করিতে পারিলে ইহার আক্রমণের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। যখন কোন ঘা টিটেনাস বীজানু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, তখন সেই ক্ষতের নিকটবর্ত্তী পেশীতে প্রতিশেধক টিটেনাস এণ্টি-টক্সিন ইনজেক্ট করিয়া দিবে এবং সপ্তাহ শেষে পুনঃ প্রয়োগ করিয়া দেওয়া উচিত। রোগ পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হইলে এণ্টিটক্সিনএর মূল্য অল্প হইলেও ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ক্লোরোফর্ম্ম করিয়া প্রত্যহ ইনজেক্সান করা বিধেয়। যে সকল ঔষধ আক্ষেপ নিবারণে বিশেষ সক্ষম, তাহাদের মধ্যে ব্রোমাইড ও ক্লোর‍্যাল অন্যতম। এইগুলি অধিক মাত্রায় দিবার প্রয়োজন। রোগীকে স্থির ভাবে রাখিতে হইবে এবং ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। পুষ্টিকর খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়াইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নেজাল টিউব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্যালপিটেশন।

হৃদযন্ত্রের অতি দ্রুত বা অনিয়মিত স্পন্দন যাহা রোগীর বেশ উপলব্ধি হয়, তাহাকে প্যালপিটেশন কহে। পেট অধিক ফাঁপিলে তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, শারীরিক বা মানসিক উত্তেজনায়, হৃদয় যন্ত্রের রোগ হইলে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে, অতি দৌর্ব্বল্যে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা হিষ্টিরিয়া রোগে প্যালপিটেশন লক্ষিত হইয়া থাকে।

শোথ।

শ্লৈষ্মিক রস অস্বাভাবিক পরিমাণে শরীরের তন্ত্রী সমূহে অথবা গর্ত্ত সমূহে পুঞ্জীভূত হইলে তাহা শোথ নামে অভিহিত হয়। শিরার রক্ত

চলাচল বন্ধ হইলে, পুরাতন হৃদরোগ, যকৃত রোগ ও বায়ুস্ফীতি রোগে, রক্ত হীনতা ইত্যাদি রোগে, শরীরস্থ রক্তের সমাবেশের পরিবর্ত্তনে, ব্রাইট্‌স ডিজিজ ইত্যাদিতে কৈসিক নাড়ী সমূহের আবরণীর মধ্য দিয়া রস বাহির হইবার ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইলে হিষ্টিরিয়া নিউরাইটীশ ইত্যাদি রোগ দ্বারা স্নায়ুমণ্ডলীর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শোথ রোগের উৎপত্তি হয়।

হাঁপানী।

শ্বাসনালীর আক্ষেপ জনিত সাময়িক শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে অথবা শ্বাসনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ হঠাৎ স্ফীত হইয়া শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে তাহাকে হাঁপানী বলে। পুরাতন মুত্রাশয় প্রদাহে অথবা পুরাতন হৃদরোগে এইরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা লক্ষণ রূপে উপস্থিত হইতে পারে। এই রোগ সহসা আক্রমণ করিয়া থাকে কিন্তু কোন কোন স্থলে আক্রমণের আগমন স্বরূপে কতকগুলি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। এই লক্ষণ গুলির মধ্যে শৈত্য, পেটফাঁপা, হাঁচি এবং ফ্যাকাসে বর্ণের প্রচুর প্রস্রাব। রাত্রেই প্রায় এই রোগের আক্রমণ হয়। প্রথমে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ভাব আসে, পরে এরূপ শ্বাসকৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হয় যে রোগীকে দৌড়িয়া জানালার নিকট বাতাসের জন্য যাইতে হয়, অথবা হাত দুইটী এরূপভাবে রাখিয়া সোজা হইয়া বসিতে হয় যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাতাস গ্রহণ করিতে পারে।

লক্ষণ।

মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও উদ্বেগপূর্ণ, অধরোষ্ঠ নীলবর্ণের, এবং গাত্র প্রচুর ঘর্ম্মাবৃত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস খুব দ্রুত না হইলেও কষ্টদায়ক ও শব্দযুক্ত হয়। কাসি সচরাচর বিদ্যমান থাকে এবং ঘন আঠার মত সর্দ্দি উঠে।

পরীক্ষা করিলে এই সর্দ্দিতে ধূসর বর্ণের টুকরা পাওয়া যায় (পকেট গ্লাস দ্বারা পরীক্ষা করিলে এইগুলি সূক্ষ্ম শ্লৈষ্মিক প্যোচ বিশেষ) রক্ত পরীক্ষা করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে রক্তে কনসিনোফিলিয়া বিদ্যমান আছে। এই রোগের প্রকোপ দুই তিন ঘণ্টা হইতে উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে, অথবা কয়েক সপ্তাহ বা মাস পর্য্যন্ত একেবারে অন্তর্হিত হইতে পারে।

ব্যবস্থা।

কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা অপসারিত করিতে হইবে, পাকাশয়ের গোলমাল থাকিলে যত্নের সহিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরাতন ব্রঙ্কাইটীশ, অস্বাভাবিক বায়ু স্ফীতি রোগ অথবা হৃদবৃদ্ধি রোগ এই রোগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে দেখা যায় এবং তজ্জন্য আলাদা চিকিৎসার প্রয়োজন। বায়ু পরিবর্ত্তন অল্প হইলেও উপকারী হইয়া থাকে, তবে পরিবর্ত্তন স্থান রোগীর নিজ অভিজ্ঞতা দ্বারা স্থীরিকৃত করা প্রয়োজন। তবে অধিকাংশ রোগীর পক্ষে শুষ্ক আবহাওয়াযুক্তও সমুদ্রতল হইতে মাঝারি রকম উচ্চে অবস্থিত স্থান বেশ উপযুক্ত হইয়া থাকে। পোটাসিয়াম আইওডাইড ৫—১০ গ্রেণ প্রত্যহ তিনবার করিয়া ব্যবহার করিলে পুনরাক্রমণের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। টিঃচার বেলেডোনা আইওডাইডের সহযোগে ব্যবহৃত হইলে উপকারী হইয়া থাকে। তবে যেখানে আইওডাইড ফল দর্শায় না, সে স্থলে আর্সেনিক উপকারী হইয়া থাকে। অধিক সর্দ্দি থাকিলে গ্রিণডেলিয়া দ্বারা কখন কখন উপকার পাওয়া যায়। ক্ষুদ্রায়তনযুক্ত বায়ু বা অক্সিজেনে শ্বাস প্রশ্বাস করায় রোগী শান্তিলাভ করিয়া থাকে।

কাসি।

গলা, শ্বাসনালী ও ফুসফুস সংক্রান্ত অধিকাংশ রোগের সহিত কাসি বিদ্যমান থাকে। শ্বাসনালীতে কোন বস্তু যাইলে, সর্দ্দির সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কোন রোগ বীজানু দ্বারা (যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা হুকিংকাপ, হাম, টাইফয়েড জ্বর ইত্যাদি) প্রদাহ জনক ধুলা বা বাষ্পের ঘ্রাণ লইলে, স্নায়বিক প্রদাহ উপস্থিত হইলে এবং হিষ্টিরিয়া রোগে কাস উপস্থিত হইয়া থাকে।

কণ্ঠনালীর কাস।

ইহা শক্ত ধাতব শব্দ যুক্ত হইয়া থাকে, লেরিঞ্জাইটীশ রোগে, হুপিংকাপ রোগে, ক্ষয় বা সিফিলিস আক্রান্ত কণ্ঠনালীতে, কোন বস্তু কণ্ঠনালীতে যাইলে, কণ্ঠনালীর স্নায়ু প্রদাহ উপস্থিত হইলে অথবা হিষ্টিরিয়া রোগে এই কাস হইতে দেখা যায়।

শুষ্ককাস।

কাস সর্দ্দি সংযুক্ত না হইলে তাহাকে শুষ্ক কাস বলে। ফুসফুস ও শ্বাস-নালীর প্রদাহ জনিত রোগের প্রারম্ভে, প্লুরিসি রোগে, শিশুদিগের বক্ষ সংক্রান্ত প্রায় সমুদয় রোগে, কণ্ঠনালীর প্রদাহে এই কাস দেখা যায়।

সর্দ্দিযুক্ত বা আল্‌গা কাস।

ব্রঙ্কাইটীশ, বক্ষশোথ, ক্ষয়কাস, নিউমোনিয়া রোগের পরিবর্ত্তন সময়ের পর, এবং ফুসফুসে স্ফোটক উপস্থিত হইলে এই কাস দেখিতে পাওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ক্রুপাস্ নিউমোনিয়া।

ফুসফুস সম্বন্ধীয় স্থানীয় প্রবল সংক্রামক রোগ যাহা প্রবল শারীরিক উত্তাপ, কাস, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, রক্তযুক্ত কফ, পরিবর্ত্তনশীল জিহ্বা রক্ত বিষাক্ত হওয়া এবং ফুসফুসের এক বা ততোধিক ভাগ ভরাট হওয়ার চিহ্ন সকল প্রকাশ পায়। এই রোগে তিনটী বিভিন্ন অবস্থা পরিলক্ষিত হয় (১) সঞ্চয়ের অবস্থা (২) যকৃতের ন্যায় রক্তবর্ণ ভরাটের অবস্থা (৩) ধূসর বর্ণ ভরাট অবস্থা।

লক্ষণ।

বেশী শীত করিয়া এই রোগ আরম্ভ হয়, এবং বক্ষের পার্শ্বদেশে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় (১০৩।১০৪ ডিগ্রী) দিবাভাগে সামান্য কম থাকে। পাঁচ হইতে দশ দিন পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকে। তাহার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তাপের একেবারে হ্রাস হয়। ভোগ অধিক দিন স্থায়ী হইলে প্রায়ই অল্প অল্প করিয়া শরীরের উত্তাপ হ্রাস হইতে থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বেশ বুঝা যায়, শ্বাস প্রশ্বাস অগভীর ও দ্রুত হয়, কখন কখন মিনিটে ৬০।৭০ বার হইতে দেখা যায়। নাড়ীর স্পন্দন দ্রুত হয় কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসানুযায়ী হয় না। নাড়ী ও শ্বাস প্রশ্বাসের অনুপাত ৪'১ এর পরিবর্ত্তে ৩'১ বা ২'১ হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর নাড়ীর গতি অত্যন্ত দ্রুত ও দুর্ব্বল হয়, ইহা সারিয়া উঠিবার পক্ষে অনুকূল লক্ষণ

নহে। কাস ইহার একটি প্রধান লক্ষণ, প্রথমে ইহা শুষ্ক ও অল্পস্থায়ী হয়, পরে ইহার সহিত রক্তযুক্ত অথবা আঠাল মরিচাধরা লৌহের বর্ণযুক্ত কফ বিদ্যমান থাকে। অনুবীক্ষণ সাহায্যে এই কফে রক্ত কণিকার অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে দেখা যায়। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, ঠোঁট নীল-বর্ণযুক্ত হয়, এবং প্রায়ই ঠোঁটে ছোট ছোট ব্রণ দেখা যায়। জিহ্বা অত্যন্ত লেপযুক্ত হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। প্রস্রাব অল্প ও গাঢ়-বর্ণ যুক্ত হয়, এবং ইহাতে ক্লোরাইডের অভাব বা মাত্রাল্পতা এবং অল্পমাত্রায় এলবিউমিনযুক্ত হয়। আক্রান্ত স্থলের বৃদ্ধি না হইতেও দেখা যায়।

বৃদ্ধকালীন নিউমোনিয়া।

রোগের লক্ষণগুলি নিয়মিতভাবে প্রকাশ পাইতে দেখা যায় না। শরীরের উত্তাপ অত্যন্ত অধিক না হইতে পারে, শ্লেষ্মা বিদ্যমান না থাকিতে পারে, শারীরিক লক্ষণগুলিও প্রবল না থাকিতে পারে, সাধারণতঃ প্রলাপ বিদ্যমান থাকে, ভয়ানক দৌর্ব্বল্য বিদ্যমান থাকে, এবং ক্লান্তিতে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শিশুদের নিউমোনিয়া।

বমন ও আক্ষেপের সহিত রোগ আরম্ভ হয়। মাথার যন্ত্রণা, প্রলাপ এবং অচৈতন্যতা এই সকলই প্রধান লক্ষণ এবং রোগীটী মেনিঞ্জাইটীশ দ্বারা আক্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। রোগ প্রায়ই ফুসফুসের শীর্ষস্থানে আক্রমণ করে। তবে ইহার স্থায়ীত্ব অল্প।

টাইফয়েড নিউমোনিয়া।

এই রোগে টাইফয়েড রোগের লক্ষণগুলি বিদ্যমান থাকে। মুখ দিয়া যে শ্লেষ্মা উঠে তাহা ফুলের রসের ন্যায় দেখায়।

মাতালদিগের নিউমোনিয়া।

আক্রমণ ধীরে ধীরে হয়। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বেশ দৃষ্টি গোচর হয়। শরীরের উত্তাপ অধিক হয় না। সাধারণতঃ পাগলের ন্যায় প্রলাপ হইতে দেখা যায় এবং ক্লান্তি হইতে প্রায়ই মৃত্যু ঘটীয়া থাকে।

সেণ্ট্রাল নিউমোনিয়া।

ইহাতে ফুসফুসের মধ্যস্থলের কোন অংশ আক্রান্ত হয় সেইজন্য লক্ষণগুলি দুই তিন দিন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় না।

মাইগ্রেটারি নিউমোনিয়া।

এই প্রকারের নিউমোনিয়া হইলে ফুসফুসের এক অংশের পর আর এক অংশ আক্রান্ত হয়।

ব্যবস্থা।

আবহাওয়া যেরূপই থাক না কেন, রোগীর ঘরের জানালা সম্পূর্ণ খোলা থাকিবে। পথ্য তরল অথবা অর্দ্ধ কঠিন যেমন দুগ্ধ, দধি ঘোল, মদ মিশ্রিত ঘোল, মাংসের জুস, ডিম, খইয়ের মণ্ড। শীতল জল যত ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের উপযোগী কোন লক্ষণ বিদ্যমান না থাকিলে বক্ষ উলেন আঁট জামা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে।

এলকোহলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উত্তেজক। কোন কোন স্থলে ডিজিটেলিস এর প্রয়োগ উপকারী হইতে দেখা যায়, তবে ইহার ক্রিয়া অনেক স্থলে নৈরাশ্যজনক ও অনিশ্চিত। রক্ত চলাচলের উত্তেজক স্বরূপ ষ্ট্রীকনাইনের প্রয়োগ ডিজিটালিশ অপেক্ষা ভাল, তবে ইহার মাত্রা ক্রমে বৃদ্ধি করায়

দরকার (১/৬০ হইতে ১/২০ গ্রেণ) ইহার সহিত ক্যাফিনের প্রয়োগ বিধেয়, তবে নিদ্রাহীনতা থাকিলে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। "ধাতছাড়ার" ভয় থাকিলে জলপাইয়ের তৈলের সহিত ১ হইতে ২ গ্রেণ ক্যাম্ফার এর হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ কখন কখন বেশ উপকার দেয়। ফুসফুসে শোথের ভয় থাকিলে এট্রোপিনের প্রয়োগ উপকারী হইয়া থাকে। জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে সাধারণ লবণ দ্রবের ইনজেকসান বা পিচকারী উপকারী হয়, যন্ত্রণা থাকিলে ঠাণ্ডা বা গরমের প্রয়োগ অথবা মর্ফিনের হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ উপকারী।

শুষ্ক কাসের জন্য কোডিন ১/৮ হইতে ১/৪ গ্রেণ অথবা হেরোইন ১/১৬ গ্রেণ, অথবা ডোভার্স পাউডার ৩ হইতে ৫ গ্রেণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

জ্বর অত্যন্ত প্রবল হইলে যে দিকে রোগ আক্রমণ করিয়াছে, সেই দিকে আইসব্যাগ দিলে এবং ঠাণ্ডা গামছা দিয়া গা মুছাইয়া দিলে উপকার হয়।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা অধিক থাকিলে শ্বাস প্রশ্বাসের উত্তেজক ষ্ট্রীকনিন, ক্যাফিন, এমোনিয়ার প্রয়োগ উপকারী। অক্সিজেনের ঘ্রাণ শ্বাসকৃচ্ছ্রতার হ্রাস করে. নিদ্রাকর্ষণ করে এবং শক্তি এইরূপে বজায় থাকে।

প্রলাপ ও নিদ্রাহীনতায়,—মস্তকে আইসব্যাগ, রোগের প্রথমাবস্থায় মর্ফিন প্রয়োগ নিরাপদ ও উপকারী পরে ব্রোমাইড ব্যবহার শ্রেয়।

ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া।

ইহাতে শ্বাসনালীর শেষভাগে এবং বায়ুকোষ গুলিতে প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই রোগ প্রায়ই ছোট শিশুদিগকে ও বৃদ্ধ লোককে আক্রমণ করে। ইহা হুপিংকাশ, ইনফ্লুয়েঞ্জা. ডিপথিরিয়া ইত্যাদি

রোগে সাধারণ লক্ষণরূপে বিদ্যমান থাকে। শিশু ও দুর্ব্বলেরা প্রায়ই ঠাণ্ডা লাগাইবার ফলস্বরূপ এই রোগাক্রান্ত হয়।

লক্ষণ।

প্রধান রোগ দ্বারা ইহার লক্ষণ গুলি প্রায়ই ঢাকা থাকে। আক্রমণ প্রায়ই ধীরে ধীরে হইয়া থাকে, এবং দৌর্ব্বল্য, কাস ও জ্বর দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। জ্বর প্রায়ই খুব বেশী হয় না (১০২ হইতে ১০৪ ডিগ্রী) অত্যন্ত অনিয়মানুবর্ত্তী হইয়া থাকে। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা দেখা যায়, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় (৫০ হইতে ৮০) নাড়ীর গতিও অতি দ্রুত হয় (১২০—১৬০) কাস অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং রক্তমিশ্রিত পুঁজের ন্যায় শ্লেষ্মা উঠে, মুখমণ্ডল সাধারণতঃ বিবর্ণ ও বিপদগ্রস্থ থাকে এবং ঠোঁটগুলি নীলাভাযুক্ত থাকে। নিম্নে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ও ক্রুপাস নিউ-মোনিয়ার লক্ষণ প্রদত্ত হইল।

ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া।

প্রায়ই ব্রঙ্কাইটীসের সহিত অথবা প্রবল সংক্রামক রোগ রূপে, আক্রমণ ধীরে ধীরে এবং শৈত্যহীন ভাবে হইয়া থাকে। জ্বর অতি তীব্র হয় না, অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে হয়, এবং অনির্দ্দিষ্ট ভোগের পর কখন কখন দুই বা তিন সপ্তাহের পর ধীরে ধীরে ছাড়িয়া যায়, শ্লেষ্মা পুঁজযুক্ত অথবা এলবিউমিনযুক্ত এবং আঠাল হয়, উভয় ফুসফুসই সাধারণভাবে আক্রান্ত হয়, শারীরিক লক্ষণ সমূহ অস্পষ্ট এবং ফুসফুসের স্থানে স্থানে ভরাট হওয়ার চিহ্ন বিদ্যমান থাকার লক্ষণ দেখা যায়।

ক্রুপাস নিউমোনিয়া।

সাধারণতঃ রোগটী স্বাধীন-ভাবে হইয়া থাকে, আক্রমণ সহসা ও শৈত্য সম্বলিত হইয়া থাকে। জ্বর প্রবল, নিয়মিতভাবে, এবং সাধারণতঃ ষষ্ঠ বা নবমদিনে একেবারে ছাড়িয়া যায়; শ্লেষ্মা মরিচাধরার বর্ণযুক্ত এবং প্রায় স্বচ্ছ, অধিকাংশ স্থলে একটী মাত্র ফুসফুস আক্রান্ত হয়, শারীরিক লক্ষণ সমূহ স্পষ্ট এবং সমভাবে ফুসফুসের অনেকাংশ ভরাট হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়।

ব্যবস্থা।

প্রথম হইতে যত্ন লইলে বায়ুকোষে রোগাক্রমণ নিবারণ করা যায়। ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হইলে রোগীকে উত্তমরূপ বায়ু চলাচলযুক্ত গৃহে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবে। পথ্য তরল ও পুষ্টিকর হওয়ার প্রয়োজন। যদি রক্ত চলাচলের হীনতা বেশ পরিলক্ষিত হয়, দুগ্ধের সহিত ১০ হইতে ৩০ মিনিম পর্য্যন্ত মদ্য মিশ্রিত করিয়া একটী দুই বৎসরের শিশুকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রদান করা যাইতে পারে। রোগাক্রমণের প্রথমেই মৃদু বিরেচন যেমন ক্যালোমেল বা ক্যাষ্টরঅয়েল ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। শুষ্ক প্রবল কাসি থাকিলে টিংচার আইওডিন উপযুক্তক্রমে

ব্যবহার উপকারী হইয়া থাকে। বয়স্ক রোগীদিগের জন্য মাষ্টার্ড প্লাষ্টার অথবা ষ্টুপের ব্যবস্থা করিবে। ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া বুকের উপর লাগাইবে এবং প্রতি কুড়ি মিনিট অন্তর বদলাইয়া দিবে, ইহাতে জ্বরের প্রতিষেধ হইবে। কফ উঠাইবার জন্য প্রথমাবস্থায় পোটাসিয়াম সাইট্রেট বিশেষ উপকারী। ইহা স্পীরিট নাইট্রাস ইথার ও এমোনিয়াম এসিটেটের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ব্যবহৃত হইলে আরও উপকার পাওয়া যায়। পরে এমোনিয়াম কার্ব্বনেট অধিক উপকার করিয়া থাকে। একটী দুই বৎসরের শিশুকে ১ হইতে ২ গ্রেণ ৩৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি শিশু কফ ফেলিয়া দিতে সক্ষম না হয় এবং তজ্জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট হয়, তাহা হইলে বমনোদ্দেশ্যে ইপিক্যাক বা এলাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। অক্সিজেনের ঘ্রাণ কখন কখন শ্বাস প্রশ্বাসকে সরল করে। শ্বাস প্রশ্বাস মন্দ হইয়া আসিলে ষ্ট্রীকনিন প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া আসিবার উপক্রম দেখিলে এলকোহল ও ষ্ট্রীকনিনের সহিত ডিজিট্যালিস প্রয়োগ করিতে হয়। অত্যন্ত অস্থিরতা বা অনিদ্রা থাকিলে ব্রোমাইড বা মৃদু শান্তি প্রদায়ক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। রোগ মুক্তির পর দুর্ব্বলাবস্থায় বিশেষ সাবধনতার প্রয়োজন। কডলিভার অয়েল, আয়রণ এবং হাইপোফস্ফাইট্‌স টনিক হিসাবে বেশ উপকারক। অধিক দিন রোগ ভোগ করিলে বায়ু পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়।

যক্ষ্মা।

ইহা ফুসফুসের প্রদাহযুক্ত রোগ, টিউবার কিউলোসিস বীজাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই রোগ সাধারণতঃ ১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদিও এই রোগ বাপ-মা হইতে পুত্রে

সচরাচর বর্ত্তে না, তত্রাচ ঐরূপ পিতা-মাতার সন্তানেরা সাধারণতঃ রোগপ্রবণ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ—ভীড়ে অবস্থান, বায়ু চলাচল-হীন স্থানে বাস, রৌদ্রের অভাব, স্বল্প বা অপুষ্টিকর খাদ্য, দুষিত বায়ু বা প্রদাহযুক্ত ধুলাতে শ্বাস-প্রশ্বাস লইতে বাধ্য হয়, এরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, অপরিসর সমতল বক্ষ, এবং কতকগুলি রোগ যেমন—শ্বাসনালীর শ্লেষ্মা, হুপিং কফ, হাম মধুমেহ ইত্যাদি ইহার সংক্রামকতায় সাহায্য করে। (১) রোগীর কাস বা হাঁচি দ্বারা উদ্গত শ্লেষ্মার কণা পূর্ণ বায়ুর আঘ্রাণ বা কাসরোগীর শুষ্ক শ্লেষ্মা পূর্ণ ধুলার আঘ্রাণ (২) রোগ-বীজাণু—দুষ্ট খাদ্য গ্রহণ (৩) বীজাণু রক্তে প্রবিষ্ট (কোন ক্ষতস্থান বীজাণু দুষ্ট হইয়া) হইলে (৪) প্রত্যক্ষভাবে পিতা-মাতা হইতে এই রোগ সংক্রমিক হয়।

ফুসফুস জনিত ক্ষয় রোগ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা—একিউট অর্থাৎ নূতন ও প্রবল এবং ক্রোনিক অর্থাৎ পুরাতন ও অপ্রবল। একিউটটী আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—একিউট নিউমোনিক, ব্রঙ্কো নিউমোনিক, এবং একিউট মিলিটারী টাইপ। একিউট নিউমোনিক শ্রেণীর যক্ষ্মায় ফুসফুসের অনেকখানি অংশ সমভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র যুক্ত হয়, শীঘ্র পনির গুণসম্পন্ন ও নরম হইতে থাকে। ব্রঙ্কোনিউমোনিক শ্রেণীর যক্ষ্মায় ফুসফুসের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান অল্প বিস্তর ছিদ্রযুক্ত হয় এবং তাহারা শ্বাসনালীর বিভাগের চতুর্দ্দিকে থাকে। এই বীজাণু অন্তরনিবিষ্ট হইয়া এক অংশ হইতে অপর অংশ এইরূপ করিয়া অবশেষে সমস্ত ফুসফুসটী আক্রান্ত হইয়া পড়ে। একিউট মিলিটারী শ্রেণীতে ঘাসের বীজের ন্যায় বা তাহা হইতে কিছু বড় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষত দ্বারা সমস্ত ফুসফুসটী পরিব্যাপ্ত হয়। তবে পুরাতন ক্ষতযুক্ত ক্ষয় রোগেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

থাকে। ইহাতে উপর হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিম্নে বিস্তৃতি লাভ করে।

লক্ষণ।

একিউট নিউমোনিক যক্ষার লক্ষণগুলি প্রথমে ক্রুপাস নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু লক্ষণগুলির দশম দিনে বা ২ সপ্তাহে নিবৃত্তি না হইয়া ঐরূপই থাকিয়া যায়। জ্বর অবিরাম বা অল্পবিরামএর আকার ধারণ করে, শৈত্য এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। আক্রান্ত ফুসফুসে মৃদুতা ও গর্ত্তের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, রক্তহীনতা ও শীর্ণতা অত্যন্ত অধিক হয় এবং ৪ হইতে আট সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে সামান্য উন্নতি দৃষ্ট হইয়া ক্রমে ইহা পুরাতন ক্ষতযুক্ত যক্ষায় পরিণত হয়।

পুরাতন ক্ষতযুক্ত যক্ষা।

ইহা অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং ইহাতে পাণ্ডুরতা, পেটের গোলমাল, শক্তি ও মাংস হ্রাস, খুকখুক করিয়া শুষ্ক কাসি যাহা প্রাতঃকালেই অধিক লক্ষিত হয়। অন্যায়ভাবে ঠাণ্ডা লাগিলে রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং এই দুর্নিবার সর্দ্দি হইতেই সাধারণতঃ এই রোগ উৎপন্ন হয়। কোন কোন স্থলে এই লক্ষণগুলি হঠাৎ রক্তস্রাবের সহিত অথবা প্লুরিসি দ্বারা প্রকাশিত হয়। কখন কখন ক্রমবর্দ্ধিত স্বরভঙ্গই ইহার প্রথম লক্ষণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। স্বল্প জ্বর এবং নাড়ীর দ্রুত স্পন্দনই ইহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। বৈকালিক উত্তাপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়, চক্ষু উজ্জ্বল হয় এবং মন ও সজীব হয়। যত দিন যায় কাসি ততই যন্ত্রণাদায়ক হয় এবং অধিক পরিমাণে শ্লেষ্মা উদ্গত হয়। রোগের বেশ প্রকাশ

হইলে শ্লেষ্মা নীলাভাযুক্ত ছোট মুদ্রাকার প্রমাণ, রক্তযুক্ত এবং জলাপেক্ষা ভারী হয় (জলে শ্লেষ্মা ফেলিলে ডুবিয়া যায়) এবং অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এই শ্লেষ্মায় অনেক বীজাণু লক্ষিত হয়। প্রায়ই বক্ষে বেদনা থাকে। শতকরা ৫০।৬০টি রোগীর গয়ারের সহিত রক্ত মিশ্রিত থাকে। শেষাবস্থায় কখন কখন অত্যন্ত রক্তস্রাব হয়, যদিও তাহাতে প্রায়ই মৃত্যু হয় না। কাসের ফল স্বরূপ বমন অথবা পাকাশয়ের রোগের লক্ষণ রূপে বমন সচরাচর বিদ্যমান থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসদ্রুত হয়, কিন্তু রোগী পরিশ্রম না করিলে প্রায়ই শ্বাসকৃচ্ছ্রতার অভিযোগ করে না। অত্যধিক দৌর্ব্বল্য, শীর্ণতা, পাণ্ডুরতা, অবিরাম বা স্বল্পবিরামজ্বর এবং কখন কখন পা ফোলা এই সকল রোগের শেষ লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। মন কিন্তু সচরাচর পরিষ্কার থাকে এবং শেষ পর্য্যন্ত আশান্বিত থাকে, ইহাই এই রোগের বিশেষত্ব।

শারীরিক চিহ্ন সকল।

বক্ষস্থল সুপুষ্ট হইতেও পারে কিন্তু সাধারণতঃ লম্বা ও সমতল হয়, গলার পার্শ্বস্থ ও কলার বোনের মধ্যভাগ গর্ত্তযুক্ত হয়, পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বের অস্থি দুইটা মাংসাভাবে বাহির হইয়া থাকে, এবং পঞ্জরগুলি বক্রাকার যুক্ত হইয়া থাকে। সরু লম্বা আঙ্গুল গোলাকার নখযুক্ত অথবা বেটে চওড়া অঙ্গুলির মাথাযুক্ত আঙ্গুল এই সকল এই রোগের শারীরিক চিহ্ন বলিয়া পরিচিত।

ব্যবস্থা।

রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বদা কোন পাত্রে রোগবীজাণু নষ্টকারক মিশ্র রাখিয়া তন্মধ্যে শ্লেষ্মা ফেলিতে হইবে। অথবা ঐরূপ মিশ্রসিক্ত বস্ত্রখণ্ডে শ্লেষ্মা ফেলিয়া উহা শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই পুড়াইয়া দিবে। রোগী রৌদ্রযুক্ত

বায়ু চলাচলযুক্ত এবং সুপরিস্কৃত ঘরে থাকিবে, এবং সর্ব্বদা একলা শয়ন করিবে। যক্ষ্মা রোগপ্রবণ ব্যক্তিগণ স্বাস্থ্যের দিকে সুদৃষ্টি রাখিলে তাহাদের প্রতিবন্ধকতার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারে। নির্ম্মলবায়ু ও ও সূর্য্যালোক, স্বাস্থ্যপ্রদ আবাসস্থান, বাড়ীর বাহিরে কার্য্য, গরমবস্ত্র পরিধান, গাত্রের ঠিক উপরে ফ্লানেল ব্যবহার (গাত্রচর্ম্মের পরই ফ্লানেল থাকিবে) স্বাস্থ্যপ্রদ পুষ্টিকর খাদ্য, মিতাচার, নিয়মিত ব্যায়াম, প্রত্যহ শীতল জলে গা ধুইয়া শুষ্ক কাপড় দ্বারা রগড়াইয়া গা মোছা, এই সকল ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে রোগপ্রবণতা হইতে মুক্ত হইতে পারে। স্বাস্থ্যাবাসে রোগী রাখাই এই রোগাক্রান্ত রোগীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ব্যবস্থা। এখানে রোগীর গ্রীষ্মঋতুতে ৯।১০ ঘণ্টা এবং শীতঋতুতে ৬ হইতে ৯ ঘণ্টাকাল খোলা স্থানে কাটাইতে হয়। শীত ও গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই শয়ন ঘরের জানালা খোলা থাকে, এবং উপযুক্ত গাত্রাবরণ আচ্ছাদনে শরীরের তাপ রক্ষা করা হয়। দিনের অধিকাংশ সময় বাঁশনির্ম্মিত কৌচের উপর খোলা জায়গায় অতিবাহিত করিয়া থাকে। অপ্রকাশিত যক্ষ্মারোগে অল্প অল্প ব্যায়াম ব্যবস্থা করা যায়—তবে ক্লান্ত হইয়া না পড়ে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন। স্থায়ী উপকার পাইতে হইলে রোগীকে অন্ততঃ ছয়মাস স্বাস্থ্যাবাসে থাকার দরকার।

ঋতুপরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা।

যাহাদের পক্ষে অধিকদিন স্বাস্থ্যাবাসে যাপন করা রুচি বিগর্হিত বা বিরক্তিকর, তাহাদের পক্ষে বায়ু পরিবর্ত্তনই আরোগ্যলাভের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। সমান উত্তাপ বিশিষ্ট শুষ্ক আবহাওয়া যুক্ত উচ্চস্থান (সমুদ্রতীর হইতে যত বেশী উচ্চ সম্ভব ততই ভাল) এই

উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারণ করা উচিত। তবে যে সব রোগী গ্রীষ্মকালে ভাল থাকে, তাহাদের গরম স্থান এবং যাহারা শীতে ভাল থাকে তাহাদের শীতল স্থান ঠিক করার দরকার। ডাগলাস পাওয়েলের মতানুসারে যাহাদের পূর্ব্বস্বাস্থ্য ভাল ছিল কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর দুর্ব্বলতা আনয়ন করিয়াছে এবং যাহাদের মধ্যে যক্ষ্মা এখনও সুপ্রকাশিত হয় নাই তাহাদের পক্ষে সমুদ্রবিহার বিশেষ ফলপ্রদ।

বাড়ীতে ব্যবস্থা করিতে হইলে স্বাস্থ্যাবাসের নিয়মগুলি যতদূর সম্ভব পালন করা কর্ত্তব্য। রোগীর জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যালোকযুক্ত ও বাতাসযুক্ত ঘর নির্দ্দিষ্ট করিবে। জ্বর থাকা কালীন সম্পূর্ণ বিশ্রাম করাইবে। রোগী যে পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য পরিপাক করিতে সমর্থ হইবে সেই পরিমাণ খাইতে দিবে। যে সকল রোগীর জ্বর অল্প এবং পুষ্টি ও উত্তম, তাহাদের পক্ষে অন্যান্য ব্যবস্থার সহিত টীউবারকিউলীন ব্যবহার ফলপ্রদ।

দ্রুত শীর্ণতা, অধিক শরীরের তাপ, ফুসফুস ঝিল্লীর প্রদাহ বর্ত্তমান থাকা এবং মূত্রাশয়ের প্রদাহ থাকা এই সমস্ত টিউবারকিউলীন ব্যবহারের বিপরীত লক্ষণ বলিয়া জানিবে। রক্তস্রাব ও রক্তের সংক্রামকতা থাকিলে ইন্‌জেকসান সাময়িকভাবে বন্ধ করা দরকার। যে টিউবারকিউলীনই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন প্রথমে ১।১০০০০ মিলিগ্রাম O. T. (Old Tuberculin): T. R. (Tuberculin Residiue) বা B. F. (Broth Filtrate) ব্যবহার করিতে হইবে এবং সপ্তাহে এক বা দুইবার ইন্‌জেক্‌সান করিতে হইবে।

উত্তপ্ত নাইট্রোজেন বা অক্সিজেন ক্ষত গর্ত্তমধ্যে ফর্লানিনীর নির্দ্দেশমত ভরিয়া দিলে কোন কোন স্থলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। যে সকল রোগীর সাধারণ চিকিৎসায় উপকার দর্শে না, অথবা যাহাদের

রক্তস্রাব বন্ধ করা যায় না, তাহাদের জন্য (তাহাদের রোগ অল্প বা অধিক যেরূপই হউক না কেন) এই ব্যবস্থায় উপকার পাওয়া যায়। কডলিভার অয়েল ও ক্রিয়োজোট সহ্য হইলে ব্যবহার করান যায়। কোন কোন স্থলে এলকোহল ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যায়। আর্সেনিক, আয়রণ, হাইপোফস্ফাইট্‌স্ প্রায়ই টনিক হিসাবে উপকার করিয়া থাকে। পুরাতন রোগীদিগের পক্ষে আইডিন ব্যবহারে উপকার দর্শে। ইউরিকেন নামক মালিস বক্ষে দুইবার করিয়া মালিস করিলে উপকার পাওয়া যায়। সর্দ্দি উঠিয়া যাইবার ঔষধ ব্যবহারে কাসির অনেক উপকার পাওয়া যায় (ক্রিয়োজোট, গুইয়াকোল কার্ব্বনেট, টেরিবিন, অয়েল অব ইউকেলিপ্‌টাস ইত্যাদি সর্দ্দি উঠিয়া যাইবার পক্ষে বিশ্বস্ত ঔষধ)। যদি কাস অত্যন্ত প্রবল থাকে, তাহা হইলে শান্তি-কারক ঔষধ ব্যবস্থেয়। শান্তিকারক ঔষধের মধ্যে কোডিন, হেরোইন, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড এবং স্পিরিট অব ক্লোরোফর্ম্ম উত্তম।

রাত্রিকালীন ঘর্ম্ম থাকিলে এলকোহলে এলাম দ্রব করিয়া তাহাতে জলমিশ্রিত করিয়া সেই জল দ্বারা শয়নের পূর্ব্বে গা মুছিয়া দিলে পরে ট্যানোফর্ম্ম ও জিঙ্ক অক্সাইডের গুঁড়া মাখাইয়া দিলে উপকার দর্শে। এট্রোপিন (১/২০০—১/১২০ গ্রেণ) পিক্রোটক্সিন (১/৮০—১/৪০ গ্রেণ) এবং কেম্ফরিক এসিড (৫—১০ গ্রেণ) এই সব ঔষধের সেবন উপকারী।

জ্বরের জন্য হেলান দেওয়া চেয়ারের উপর কিম্বা বিছানার উপর সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং তাহার সহিত খোলা যায়গায় বাস উপকারী হইয়া থাকে। উত্তাপ বেশী থাকিলে ঠাণ্ডা জল দ্বারা গা মুছাইলে উপকার দর্শে। যে সকল স্থলে জ্বর ছাড়ে না, সে সকল স্থলে ফিনাসিটিন (৩—৫ গ্রেণ) ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বক্ষ বেদনার জন্য আইয়োডিন ব্যবহার অতিরিক্ত হইলে মর্ফিন ইন্জেক্সান ফলপ্রদ।

অনিয়মিত আহারের জন্য পেটের অসুখ হইলে খাওয়ার ধরা-কাট, বিশ্রাম এবং মৃদু পারদ সম্বন্ধীয় ঔষধ ব্যবহার ফলপ্রদ। উদরাময় স্থায়ী হইলে বিস্‌মাথ সাবনাইট্রেট (২০—৩০ গ্রেণ) আফিম ও আন্ত্রিক প্রতিষেধক সহ ব্যবহৃত হইলে উপকার দিয়া থাকে। ট্যানিজেন বা টেনালবিন, বিসমাথ কম্পাউণ্ডএর সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়।

গেঁটে বাত।

আমাদের রক্ত হইতে সমস্ত অংশই স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। এই কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া গ্রন্থি সমূহে ও অন্যান্য স্থলে সোডিয়াম বাই ইউরেট গচ্ছিত হয়, এবং ইহাই গেঁটে বাতের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের কারণ। এই রোগে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই অধিক আক্রান্ত হয়, এবং ইহা বংশ পরম্পরায় হইয়া থাকে। অতিরিক্ত মদ্যপান, অতিভোজন, বসিয়া থাকায় অভ্যস্থ থাকিলে, অতিরিক্ত স্নায়বিক শ্রম এবং পুরাতন সীসা বিষ দ্বারা এই রোগাক্রমণের সহায়তা হয়। অধিক দিন এই রোগে ভুগিলে গ্রন্থি সমূহ অসমানভাবে বৰ্দ্ধিত হয় এবং শক্ত হইয়া যায়। হাত পায়ের ক্ষুদ্র গ্রন্থি সকল প্রথমে আক্রান্ত হয়, পরে অন্যান্য গ্রন্থি সমূহ আক্রান্ত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

অস্থিরতা, অনিদ্রা, বিমর্ষতা, প্রদাহ, ডিস্পেপ্সিয়া এবং পরিবর্ত্তনশীল প্রস্রাব এইসব লক্ষণ ইহার আক্রমণের অনুস্থচনা করে। রোগাক্র-

মণের সময়ে উত্তাপ ঈষৎ বৃদ্ধি হয়। আক্রমিত গ্রন্থি লালবর্ণ ধারণ করে এবং ব্যথাযুক্ত বলিয়া টিপিলে লাগে। দিনমানে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং রোগীও নিদ্রা যাইতে সক্ষম হয়। প্রথমে ইহার আক্রমণ এক বৎসরের পরও হইতে পারে, পরে প্রায়ই হইতে দেখা যায়।

ব্যবস্থা।

প্রবল আক্রমণে কল্‌চিকাম ১০ হইতে ২০ ফোঁটা জলের সহিত মিশাইয়া প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে। লক্ষণগুলি কমিয়া গেলে ঔষধ সেবনও বন্ধ করিতে হইবে। ইহার সহিত ক্ষার প্রয়োগ করিলে উপকারিতা বৃদ্ধি হয়। যত ইচ্ছা জলপান করিতে দিবে। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে স্যালাইন পিচকারী দিবে। যন্ত্রণার লাঘবের জন্য ওপিয়ম বা ফিনাসিটিন প্রয়োগ করিতে পারা যায়। আক্রান্ত স্থান উঁচু করিয়া তুলা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা বা গরম ফোমেণ্ট দ্বারা আচ্ছাদিত রাখা বিধেয়। পথ্য লঘু ও অনুত্তেজক হওয়ার প্রয়োজন। রোগ পুরাতন হইলে সাদাসিধা ও মিতাহার একান্ত প্রয়োজনীয়। দুগ্ধ, শর্করা সম্বলিত খাদ্য যেমন বার্লী, এরোরুট, রসাল শাকশব্জী এবং ডিম খাদ্যরূপে ব্যবহার করা উচিত। ভোজের মধ্যবর্ত্তী সময়ে জল-পানে উৎসাহিত করা উচিত। ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণে আহার বিধেয়। গরম কাপড় ব্যবহার এবং সহসা আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনে শরীর অনাচ্ছাদিত না রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ফাঁকা যায়গায় নিয়মিত ব্যায়াম প্রভৃত উপকারী। যদি ব্যায়াম সম্ভব না হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক মর্দ্দন (massage) এর ব্যবস্থা করা উচিত। মানসিক অতিশ্রম একেবারে নিষিদ্ধ। গরম জলে স্নান ও গরম জলের পিচকারী গ্রহণ উপকারী হইয়া থাকে। রোগী

দুর্ব্বল না হইলে তাহাকে টার্কিস বাথ (বাষ্পে স্নান) দিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থ সম্বলিত কোন কোন উৎসে স্নান প্রভৃত উপকারী হইয়া থাকে। কোষ্ঠ সরল রাখার একান্ত প্রয়োজন। মধ্যে মধ্যে রাত্রে ক্যালোমেল ও সকালে স্যালাইন ব্যবহার উপকারী হইয়া থাকে। ক্ষার পদার্থের মধ্যে সোডিয়াম, লিথিয়াম, কল্‌চিকাম্, গুইয়াক, আর্সেনিক এবং আইওডাইড্‌এর ব্যবহার ঔষধ হিসাবে উপকারক।

রিকেট্‌স্।

অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় শারীরিক গঠন সম্বন্ধীয় রোগ যাহাতে অস্থির গঠন সম্বন্ধে পুষ্টির অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হয়। এই রোগ সাধারণতঃ ৬ মাস হইতে ৩ বৎসর মধ্যে লক্ষিত হয়। মাতার পুষ্টির অভাব, দূষিত বায়ু সেবন, সূর্য্যকিরণের অভাব, এবং সর্ব্বোপরি অন্যায্য খাওয়ানই এই রোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ। সেই জন্য বড় সহরে এবং গরীবদের সন্তানদিগের মধ্যে এই রোগ অধিক লক্ষিত হয়।

লক্ষণ।

অতি ঘর্ম্ম প্রধানতঃ মস্তকে, রাত্রে অস্থিরতা, নড়িতে বা সরাইয়া দিলে অনিচ্ছা, দেরীতে বা অনিয়মিত দন্তোৎগম, পাকাশয় ও আন্ত্রিক গোলমাল, পাণ্ডুরতা, শীর্ণতা, পেশী সমূহের কোমলতা, উদরের অত্যন্ত স্ফীতি (পেশী সমূহের দৌর্ব্বল্য জনিত) পেট ফাঁপা, লিভার ও প্লীহার বৃদ্ধি এই সমস্ত লক্ষণ বলিয়া গণ্য।

ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় অবলম্বন ও নিয়মিত আহার ইহার প্রধান

ব্যবস্থা। যেখানে খাওয়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন, সেখানে টাট্‌কা গো দুগ্ধ যেরূপে সহজে হজম হয়, এরূপভাবে জল মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিবে। ডিম্বের এলবিউমিন ও মাংসের জুস উপকারী। কড্‌লিভার অয়েল, ফস্ফারাস, আয়রণ ও আর্সেনিক ঔষধরূপে উপকারী।

ডায়াবিটিস।

এই রোগও শরীরের পুষ্টিকর দ্রব্য রক্ত হইতে গ্রহণের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াই হইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকারের হয়, যথা ডায়াবিটিস মিলেটাস্‌ ও ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস। সাধারণতঃ ডায়াবিটিস মিলে-টাসকে বাঙ্গলায় মধুমেহ বলে। ইহাতে প্রস্রাবের সহিত শর্করা বাহির হইয়া যায়। এই রোগ ৩০ ও ৬০ বৎসরের মধ্যেই সাধারণতঃ হইতে দেখা যায়। ইহুদীগণ প্রায়ই এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরা ইহাতে অধিক আক্রান্ত হয়। অতি ভোজন ও বসিয়া থাকার অভ্যাস এই রোগানয়নের সাহায্য করে। কোন কোন স্থলে উত্তরাধিকার সূত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যন্ত মানসিক শ্রম, প্রবল সংক্রামক রোগ এবং মস্তিষ্ক বা মেরুদণ্ডের ক্ষতি জনক আঘাত এই রোগের প্রধান সহায়ক।

লক্ষণ।

এই রোগ অজ্ঞাতসারে বা হঠাৎ আক্রমণ করে। সাধারণতঃ দৌর্ব্বল্য অতিতৃষ্ণা, ঘনঘন প্রস্রাব, এবং অতি মাত্রায় প্রস্রাব এই সকল লক্ষণ দ্বারা ইহার আক্রমণ অনুভূত হয়। কণ্ডুয়ন বিশেষতঃ লিঙ্গ স্থানে ইহার একটী প্রথম চিহ্ন। ক্ষুধা অতিমাত্রায় থাকিতেও পারে। রোগ প্রবল হইলে শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, গাত্র চর্ম্ম শুষ্ক ও রুক্ষ হয়, অল্প লালা নিঃসৃত হয়, জিহ্বা প্রায়ই লাল এবং চকচকে হয়, দন্ত ক্ষয়িত

হয়, এবং সচরাচর কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকে। সাধারণতঃ পুরুষত্বহানি হইয়া থাকে। হাঁটুর জোর কমিয়া যায় এবং এই রোগাক্রান্ত অনেকে স্নায়বিক যন্ত্রণা ও পেশীর খাল ধরার অনুযোগ করিয়া থাকে। যে সকল রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর স্থলেই অচৈতন্যাবস্থা শেষ স্নায়বিক লক্ষণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই মাথাব্যথা, আচ্ছন্নভাব, গভীর শ্বাস গ্রহণ এবং অচৈতন্যের লক্ষণ সমুহ বিদ্যমান থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে প্রায়ই কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক দিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

প্রস্রাব পরিমাণে বদ্ধিত হয়, প্রত্যহ ৩।৪ লিটার হইতে ১০ বা ততোধিক লিটার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রস্রাব ফ্যাকাসে বর্ণের অধিক ঘনত্বযুক্ত (১০২৫—১০৪০ স্পেসিফিক গ্রাভিটি) এবং শর্করাযুক্ত এবং ১।২ বা ৩ প্রকারের এসিটোন যুক্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এলবিউমিনও বর্ত্তমান থাকে।

ব্যবস্থা।

পথ্যের ব্যবস্থাই ইহার একমাত্র ব্যবস্থা। মাংস (সকলপ্রকার) মৎস্য, ডিম্ব ও সুপ বা ঝোল (ময়দা মিশ্রিত নহে) মাখন, চর্ব্বি, অলিভ অয়েল, ছানা, এবং ননি (অল্প পরিমাণে) কাঁকুড়, বেগুণ, কড়াইসুটী, ফুলকপি, বাঁধাকপি, এবং চাটনী, স্যাকারিন দ্বারা মিষ্ট করিয়া কাষ্টার্ড ও বরফ, চা, কফি, লেমোনেড স্যাকারিণ দ্বারা মিষ্ট করিয়া হুইস্কি, ব্র্যাণ্ডি, রাইন ওয়াইন বা বার্গাণ্ডি ব্যবহার করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য, শর্করা, আলু, রুটী, কেক, বিস্কুট, সীম, বিট, দুধ, কোকো, চকোলেট, মিষ্টমদ, মিষ্ট বরফ ইত্যাদি একেবারে নিষিদ্ধ।

বলকারক ঔষধ যেমন আর্সেনিক, আয়রণ, ষ্ট্রীকনাইন উপকারী,

ওপিয়ম কোন কোন স্থলে উপকার করিয়া থাকে। স্নায়বিক লক্ষণ সমূহ নিবৃত্তির জন্য ব্রোমাইড ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। ডায়াবিটিস ইনসিপিডাস হইলে শর্করা শূন্য প্রভূত প্রস্রাব হইয়া থাকে, এবং ইহাতে অত্যধিক তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকে। সাধারণতঃ ইহা দ্বারা শরীর দুর্ব্বল বা ক্ষীণ হয় না। জলপান কমাইলে সাধারণতঃ এই রোগে কোন উপকার হয় না। লবণ ও শর্করার ভাগ খাদ্যে কম করিলে কিছু উপকার পাওয়া যায়। ভ্যালেরিণ, আরগট, ব্রোমাইড, ষ্ট্রিকনাইন এবং বেলেডোনা প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে।

বেরিবেরি।

এই রোগ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে এক কালীন অনেক লোককে আক্রমণ করে। ইহাতে অনুভব শক্তি, গতিশক্তি এবং রক্ত চলাচল শক্তির বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করে।

লক্ষণ।

রক্ত চলাচলের বিশৃঙ্খলতা যেমন হৃৎস্পন্দনাধিক্য, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা, নাড়ীর দুর্ব্বলতা, শীরার গতিরোধ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ স্থলেই পায়ের পাতা ও পা ফুলা বর্ত্তমান থাকে। দুষ্ট প্রকারের রোগের প্রবল আক্রমণ হইলে রক্ত চলাচলের অত্যন্ত ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং অল্প দিনের মধ্যেই রোগী হৃদ্‌রোগে অথবা ফুসফুসে শোথ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যে সকল আক্রমণে পা ফোলে তাহাকে ওয়েট, এবং যে গুলিতে পা ফোলে না তাহাকে ড্রাই বেরিবেরি কহে। ড্রাই বেরিবেরিতে পেশী সমূহের ক্ষয় হইয়া থাকে। সকল প্রকার বেরি-বেরিতে পদদ্বয়ের দৌর্ব্বল্য প্যালপিটেশন বা হৃৎস্পন্দনাধিক্য বিদ্যমান থাকে।

ব্যবস্থা।

জনতা পরিত্যাগ করিবে। যবক্ষার জনক খাদ্য গ্রহণ করিবে। বেরিবেরি আক্রান্ত রোগী বিছানায় শুইয়া থাকিবে এবং লঘু পুষ্টিকর আহার গ্রহণ করিবে। প্রথমাবস্থায় স্যালাইন ব্যবহার করিয়া বাহ্যে পরিষ্কার রাখিলে উপকার দর্শে। যন্ত্রণা অধিক হইলে অথবা শ্বাস কৃচ্ছ্রতা উপস্থিত হইলে মর্ফিন ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। যদি শোথ অধিক থাকে তাহা হইলে ক্যাফিন ও উদ্ভিজ্জলবণ ব্যবহারে ফল পাওয়া যাইতে পারে। ডিজিট্যালিসের উপকার সন্দেহ জনক।

প্যারালিসিস বা পক্ষ্যাঘাত।

কোন অঙ্গের, আংশিক শরীরের অথবা সমস্ত শরীরের গতিবিধানের অক্ষমতাকে পক্ষ্যাঘাত রোগ বলে। শরীরের যে অংশ এই রোগাক্রান্ত হয় তাহাতে অনুভূতি থাকে না, তাহার স্বাভাবিক গতি সম্পাদন করা যায় না। কোন একটি অঙ্গের বা শরীরের কোন কোন অংশের পক্ষ্যাঘাত হইলে তাহাকে মনোপ্লেজিয়া বলে। অৰ্দ্ধাঙ্গ পক্ষ্যাঘাত গ্রস্থ হইলে তাহাকে হেমিপ্লেজিয়া এবং কোমর হইতে নিম্নাঙ্গ পক্ষ্যাঘাত গ্রস্থ হইলে তাহাকে প্যারাপ্লেজিয়া বলে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জনিত অক্ষমতাই এই রোগের প্রধান কারণ। নানা কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়।

লক্ষণ।

রোগাক্রান্ত অংশের অনুভূতি থাকে না, গতি থাকে না এবং ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

নিউর‍্যালজিয়া।

শরীরে বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন না করিয়া মধ্যে মধ্যে স্নায়বিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে তাহাকে নিউর‍্যালজিয়া বলে। ইহা সাধারণতঃ বয়স্ক লোকদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে, এবং স্ত্রীলোকে পুরুষাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। বংশানুক্রম এই রোগোৎপত্তির একটী প্রধান কারণ। এই রোগটী স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের একটী লক্ষণ মাত্র। ইহা রক্তস্থ কোন বিষাক্ত পদার্থ দ্বারাও হইতে পারে, সেইজন্য ইহা সচরাচর ম্যালেরিয়া, গেঁটেবাত, পুরাতন সীসক বিষ রোগে বিদ্যমান থাকে। ইহা প্রদাহে প্রতিক্রিয়া রূপেও হইতে পারে। কোন কোন স্থলে স্নায়ু কেন্দ্রের যান্ত্রিক রোগ নিবন্ধন এই রোগ হইতে দেখা যায়। ঠাণ্ডা লাগাইলে বা জলে ভিজিলে এই রোগপ্রবণ ব্যক্তিগণের পক্ষে এই রোগাক্রমণের কারণ হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত তুল্য ভীষণ যন্ত্রণাই ইহার প্রধান লক্ষণ। কোন কোন স্থলে এই যন্ত্রণার সহিত প্রতিক্রিয়া জনিত পেশীর স্পন্দন লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ যন্ত্রণাযুক্ত অংশ পরীক্ষা করিলে অস্বাভাবিক কিছুই দেখা যায় না, তবে কোন কোন স্থলে সামান্য ফোলা দেখা যায়। এই রোগের যন্ত্রণা কয়েক মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং যন্ত্রণার উপশম হইলে প্রচুর ফ্যাকাসে রংঙ্গের প্রস্রাব হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ইহার আক্রমণ নিয়মিত সময় অন্তর হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

খুব মনোযোগের সহিত রোগ উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে-

হইবে এবং অনুসন্ধান করিতে পারিলে এই কারণ অপসারণের চেষ্টা করিবে। দাঁত, চোখ, নাক, পাকাশয়, প্রস্রাব এবং রক্ত যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবে। যদি স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য রোগ উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আয়রণ ও আর্সেনিক ব্যবহারে উপকার হইবে। যদি সিফিলিস রোগ ইহার কারণ বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে মার্কারি ও আইয়োডাইড ব্যবহার করা যাইতে পারে। যদি ম্যালেরিয়াই কারণ হয় তাহা হইলে কুইনাইন ব্যবহার বিধেয়। বাতগ্রস্ত রোগীর পথ্য সম্বন্ধে যত্ন লইলে, নিয়মিত ব্যায়ামে এবং ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগে উপকার দর্শিয়া থাকে। পুরাতন সীসা বিষে আইয়োডাইড ব্যবহার উপকারী। স্নায়বিক উত্তেজনাকারী সকলবস্তু, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি, উচ্ছ্বাসজনিত উত্তেজনা, অতিরিক্ত যৌন সম্বন্ধ, এবং তামাক, কফি ও মদ্যের অতি ব্যবহার সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে, প্রত্যেক স্থলে সাধারণ পুষ্টির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। এইজন্য প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মল বায়ু সেবন, উপযুক্ত আহার, নিয়মিত সময়ে স্নানাহার, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হইতে শরীর রক্ষা করা, নিয়মিত ব্যায়াম, নিয়মিত মর্দ্দনের সহিত স্নান এবং শক্তি বর্দ্ধক ঔষধ যেমন আয়রণ, আর্সেনিক, কডলিভার অয়েল ও হাইপোফস্ফাইট ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হিষ্টিরিয়া।

ইহা মানসিক রোগবিশেষ। ইহাতে অস্বাভাবিক সঙ্কেত প্রবণতা ও আত্মদমনে অক্ষমতা ও অন্যান্য নানারূপ আনুসঙ্গিক লক্ষণ সমূহ বিদ্যমান থাকে। এই রোগ স্ত্রীলোকদিগেরই বেশী হইয়া থাকে যদিও পুরুষেরাও কখন কখন আক্রান্ত হইয়া থাকে। পূর্ণবয়সেই ইহার

প্রাদুর্ভাব অধিক হয়। বংশানুক্রমও রোগোৎপত্তির কারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয়। পিতামাতার মূর্চ্ছা, উন্মত্ততা, মস্তিষ্কবিকৃতি, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি সাধারণতঃ সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে। দুষ্য গৃহশিক্ষা ও বিদ্যাশিক্ষা এই রোগ প্রকাশের সহায়তা করে। যে সকল ভাবাধিক্য জীবনী শক্তির হ্রাস করিয়া দেয়, সেই সকল ভাবোদয় রোগ প্রবণ ব্যক্তিগণের মধ্যে রোগ প্রকাশের সহায়তা করে। ডাঃ ফ্রিউড হিষ্টিরিয়া মানসিক দ্বন্দ্ব সম্ভূত বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন এবং বলেন যে ইহা শৈশবাবস্থার কষ্টদায়ক যৌন অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ আবির্ভূত হয়। পুনঃ পুনঃ নানাপ্রকারের প্রশ্ন করিয়া এই অবস্থা জ্ঞাত হইয়া চিকিৎসা করার একান্ত প্রয়োজন।

লক্ষণ।

ইহার লক্ষণগুলি তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা (১) গতি বিধায়ক (২) অনুভবাত্মক (৩) মানসিক, ইহা হইতে তিন প্রকারের পক্ষ্যাঘাতই আসিতে পারে, এইরূপ পক্ষ্যাঘাত সাময়িক প্রভাব বিস্তার করে এবং ইহাতে আক্রান্ত পেশীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। স্থানীয় পক্ষ্যাঘাত সচরাচর দেখা যায় এইরূপে মুত্র যন্ত্রের পক্ষ্যাঘাত হইয়া প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। মূর্চ্ছার অনুরূপ আক্ষেপ ইহাতেও দৃষ্ট হয় তবে ইহাতে রোগী সচরাচর উত্তম স্থানে সংজ্ঞা লোপ হয় এবং প্রায় অঘোর অবস্থায় থাকে, ইহাতে রোগী জিহ্বা দংশন করে না, চক্ষু আংশিক ভাবে মুদিত থাকে, মুখে কোন একটী ভাব প্রকাশিত থাকে, কান্না বা চিৎকার প্রায়ই বর্ত্তমান থাকে। জোরের সহিত অঙ্গ চালনা করিয়া থাকে। আক্রমণ অনেক ঘণ্টাও স্থায়ী হয় এবং ইহাতে অনিচ্ছায় প্রস্রাব করিয়া ফেলে না। হিষ্টিরিয়া রোগীর ভাব প্রবণতা ও সঙ্কেত প্রবণতা অতি মাত্রায় বিদ্য-

মান থাকে এবং তাহারা সহানুভূতি, মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অত্যন্ত ইচ্ছুক থাকে। হিষ্টিরিয়া রোগীকে সহজেই হাসাইতে বা কাঁদাইতে পারা যায়। কখন কখন, প্রলাপ, অত্যধিক আনন্দ, মূর্চ্ছা, অচৈতন্যাবস্থা, নিদ্রায় ভ্রমণের অভ্যাস ইহা হইতেই আসিয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

শরীর ও মন উভয়ের চিকিৎসাই প্রয়োজন, বরং মনের চিকিৎসা শরীর অপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ডাক্তার যাহাতে রোগীর বিশ্বাস হয় সেইরূপ ভাবে বার বার বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন যে রোগীর সাহায্য পাইলে রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। তাই বলিয়া যেন রোগী ইচ্ছা করিলেই রোগটী ভাল হইতে পারে (রোগটী যেন স্বেচ্ছাকৃত বা মিথ্যা) এইরূপ বলিয়া ভুল না করেন। হিপ্‌নটিজম্‌ দ্বারা অজ্ঞানবস্থায় না আনিয়াও পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত দ্বারা আরোগ্যের আশা দিলে সুফল পাওয়া যায়। জল চিকিৎসা, নিয়মিত ফাঁকা যায়গায় ব্যায়াম, মেসাজ বা বৈজ্ঞানিক মর্দ্দন এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রের ব্যবহার আরোগ্যের সহায়তা করে। ডাঃ এস উইয়ার মিচেলের মত রোগীকে সহানুভূতি সম্পন্ন বন্ধু বা আত্মীয়গণ হইতে পৃথক করিয়া শরীর ও মনের বিশ্রাম, প্রচুর পানাহার, বিশেষতঃ দুগ্ধপান এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্র সাহায্যে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে মর্দ্দন দ্বারা ব্যায়াম নিষ্পন্ন করা। এই সকল করিলে অনেক স্থলে সুফল পাওয়া যায়। দৌর্ব্বল্য থাকিলে আয়রণ ও আর্সেনিক, অত্যন্ত স্নায়বিক প্রদাহ জন্য ভ্যালিরিয়ান, সাম্‌বুল, এসাফেটিডা এবং কর্পূর ব্যবহারে অত্যধিক স্নায়ু প্রদাহে উপকারী হইয়া থাকে। মর্ফিন, এলকোহল এবং ক্লোরাল ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ, কারণ ইহাদের ব্যবহার ভয়ানক বিপজ্জনক।

হিট্ ষ্ট্রোক বা সর্দ্দি গর্ম্মি।

অত্যন্ত উত্তাপ থাকিলে সান্‌ষ্ট্রোক বা হিট্‌ষ্ট্রোক হইয়া থাকে। রোগ ভোগ করিয়া জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে, অত্যন্ত পরিশ্রম করিলে, এবং অতিমাত্রায় পানদোষ থাকিলে এই রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে। অত্যন্ত উত্তাপে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হইয়া শরীরের উত্তাপের সমতা রক্ষক কেন্দ্রে অথবা মস্তিষ্ক মধ্যবর্ত্তী শরীর-চালক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দেয় ইহাও সম্ভব হইতে পারে। অত্যন্ত রৌদ্রে থাকিলে সান ষ্ট্রোক বা সর্দ্দি গর্ম্মি হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

এই রোগ হইবার পূর্ব্বে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, বিবমিষা, অসুস্থতা, এই সমস্ত লক্ষণ কখন কখন এই রোগের পূর্ব্বেই বিদ্যমান দেখা যায়। উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হয় এবং হঠাৎ অচৈতন্যাবস্থা আসিয়া পড়ে। রক্ত-বর্ণ মুখাবয়ব, শুষ্ক গাত্রচর্ম্ম, নাড়ীর দ্রুত স্পন্দন ও শব্দায়মান শ্বাস প্রশ্বাস দেখা যায়। পেশীর সঙ্কোচ ও আক্ষেপ সচরাচর বিদ্যমান থাকে এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হয়।

ব্যবস্থা।

একটী টবে বরফ জল রাখিয়া তন্মোধ্যে রোগীকে রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বাঙ্গে বরফ লাগাইতে হইবে। বরফ জলের পিচকারী ব্যবহার করা যাইতে পারে। লবণ জলের ইন্‌জেক্‌সান দ্বারা অনেক স্থলে উপকার দর্শে। প্যাকার্ড ও অন্যান্য ডাক্তারগণ শ্বাসরুদ্ধ রোগীর শিরায় অস্ত্র প্রয়োগ করিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। নাড়ীর দৌর্ব্বল্য এইরূপ অস্ত্র প্রয়োগের প্রতিবন্ধক নহে কারণ অস্ত্র প্রয়োগের পর প্রায়ই নাড়ীর উন্নতি দৃষ্ট হয়।

হিট একজশ্চান।

স্বাভাবজ বা কৃত্তিম উত্তাপে অধিকক্ষণ থাকিলে ইহা হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাতে অতিশয় দৌর্ব্বল্য, উত্তাপ সাধারণ হইতে নিম্নে, অতিমৃদু নাড়ীর স্পন্দন এবং অচৈতন্যাবস্থা লক্ষিত হয়। বাহিরে উত্তাপের প্রয়োগ ও উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইলে (যেমন ক্যাম্ফর, ষ্ট্রীকনিয়া, এমোনিয়া, হুইস্কি) উপকার হইয়া থাকে।

সিফিলিস।

ইহার অপ্রধান লক্ষণগুলি প্রথম ও চতুর্থ মাসের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ইহাতে নানা আকারের তাম্রবর্ণের ঘা প্রস্ফুটিত হয় কিন্তু ঘাগুলি চুলকায় না। এই ঘা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ প্রকাশিত হয় যথা গলায় ঘা, হাড়ে বেদনা, কেশ পাত, এবং গলায়, বাহুমূলে, কুচকি বৃদ্ধি হওয়া এবং স্বাস্থ্যের অবনতি।

ব্যবস্থা।

স্যালভারসান, মার্কারি ও আইয়োডাইডের আভ্যন্তরীক প্রয়োগ, ঘায়ে আইডোফর্ম্ম, ইরাপসানে মর্কিউরিয়াল লোসান প্রয়োগই ব্যবস্থা।

একজিমা।

প্রদাহযুক্ত চর্ম্মরোগ যাহা পুরাতন বা নূতন কোন অবস্থাতেই সংক্রামক নহে। ইহা কণ্ডুয়ন বা ছিদ্রযুক্ত ও রসস্রাবী হইয়া থাকে। ইহা যুবক ও বৃদ্ধদের সচরাচর হইয়া থাকে। প্রদাহযুক্ত বস্তুর বাহিক প্রয়োগে ইহা হইতে পারে।

লক্ষণ।

স্থানটী ফুলা, লাল এবং ঈষৎ ফোস্কাযুক্ত এবং চুলকানি ও প্রদাহযুক্ত থাকে। ইহা নানা জাতীয় হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য টনিক বা বলকারক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। বাহ্যিক প্রয়োগ জন্য বোরিক এসিড সলিউসান (যত বেশী দ্রব অবস্থায় থাকিতে পারে) তুলায় করিয়া জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট এবং অত্যন্ত চুলকানি থাকিলে কার্ব্বলিক এসিড বেশ উপকারী

রিংওয়ার্ম বা দাদ।

ইহা উদ্ভিজ্জ পরগাছা দুষ্ট চর্ম্মরোগ বিশেষ। ইহা গায়ে ও মস্তকে হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

গোলাকার, লাল বর্ণযুক্ত, ঈষদুচ্চ ছোট ছোট ফুস্কুড়ী সম্বলিত। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বদেশে নূতন ফুস্কুড়ি বাহির হয় এবং মধ্যস্থল পরিষ্কার হইয়া যায় এবং প্রায়ই অতিশয় চুলকানিযুক্ত হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা।

মার্কারি, সালফার, সালফারাস এসিড এবং হাইপো সালফাইড অব সোডিয়াম এই পরগাছা নষ্ট করিয়া থাকে। মস্তকে হইলে চুল কামাইয়া দাদটী সাবান জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া হাইড্রার্জ্জিরাই এমোনিয়েটী এবং পোট্রেলেটাই অথবা চেটান্যাপথোলিস, সালফিউরিস প্রিসিপিটেটাই ভ্যাসিলিনি ব্যবহার করিলে উপকার পাওয়া যায়। এক্সরের ব্যবস্থা করিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ভিটিলিগো বা লিউকোডার্ম্মা (শ্বেতী)

সোপার্জ্জিত চর্ম্মরোগ স্থানে স্থানে সাদা সাদা দাগযুক্ত অবস্থায় প্রকাশিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

প্রথমতঃ অল্পস্থানে শ্বেত বর্ণে প্রকাশিত হইয়া ধীরে ধীরে ইহা বাড়িতে থাকে। ইহাদের সীমারেখা অধিক বর্ণযুক্ত হয়।

ব্যবস্থা।

বলকারক ঔষধ ও স্থানীয় উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইলেক্ট্রীসিটী, ফোস্কার উদ্ভব ও প্রদাহযুক্ত মলম ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ক্রিমি।

আমাদের উদরে নানা জাতীয় ক্রিমি জন্মাইয়া থাকে। সাদা সাদা ছোট ছোট ক্রিমি, কেঁচোর ন্যায় বড় ক্রিমি এবং ফিতার ন্যায় লম্বা ক্রিমি। ক্রিমি হইলেও কোন কোন স্থলে লক্ষণ প্রকাশ পায় না তবে সচরাচার কতকগুলি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষণ।

কতকগুলি ক্রিমি-দুষ্ট রোগীর হজমের গোলমাল, পেটের যন্ত্রণা, শীর্ণতা, রক্তহীনতা, মাথাঘোরা, হৃদস্পন্দানাধিক্য নাসিকা কণ্ডুয়ন ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়।

ব্যবস্থা।

দুই দিন কেবলমাত্র তরল দ্রব্য আহার করাইয়া পরদিন স্যালাইনের পিচকারী সাহায্যে যতদূর সম্ভব কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া দিবে। বড় গোল

ক্রিমি হইলে (কেঁচোর মত) কোন কোন স্থলে কতকগুলি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

লক্ষণ।

ডিস্পেপ্সিয়া, অতিক্ষুধা, পেটে কলিকের ন্যায় যন্ত্রণা, আম বাহে, পাণ্ডুরতা, রাত্রে ভয় পাওয়া, দাঁত কড় কড় করা, দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা, আক্ষেপ ইত্যাদি।

ব্যবস্থা।

স্যানটোনাইন (১/৪—১/২ গ্রেণ) ওয়ার্মসিড অয়েল (ক্যাপাসিউলে ১০ মিনিম বা চিনির সহিত ঐ পরিমাণে) এবং ফ্লুইড একট্রাক্ট অব স্পাইজিলিয়া (১—২ ফ্লুইড ড্রাম) বেশ উপকারক ঔষধ। ঔষধ প্রয়োগের পর পিচকারী ব্যবহার করিতে হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কোন্ কোন্ রোগে কি কি ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

জ্বর।

এসিটিক ইথার, লাইকার এগোনী, এসিটাম, টার্টার এমেটীক, এলকোহল, পাল্ভিস এন্টিমোনিয়েলিস, ক্যাপ্সিকাম, এন্টিফেব্রিণ,

এন্টীপাইরিণ, ক্যালসিয়াই, হাইপোফস্ফিস, কলচিকাম, ক্যাম্ফর, হাইড্রোব্রোমেট অব কুইনাইন, হাইড্রার্জিরাম, ক্যালোমেল, ডিজি-টালিস, জেলসিয়াম, ইপিকাকুয়ানা, সোডিয়াই ক্লোরাইডাম, সোডি ফস্ফাস, পডোফিলাম, সোডি টার্টাস, সোডীয়াই বেঞ্জোয়েস, ওলিঃটেরিবিন্থ ষ্টিমুল্যাণ্টস্, এসিটেনিলাইড, লাইকার এমোনি এসিটেটীস, এমোনা কাৰ্বনাস. আর্সেনিক, এমোনিয়া ক্লোরাইডাম, জেবরাণ্ডি, নাইট্রিক এসিডই, হেনবেন, সক্কাস লিমোনিস, স্পিরীট ইথার নাইট্রিক, পোটাসী নাইট্রাস, কুইনাইন স্যালিসিলেট, ট্যামারিণ্ডাস।

অবিরাম ও প্রদাহিক জ্বর।

লাইকার এমোনী, একোনাইট, ডিজিটালিস, ওপিয়ম, পোটাসী ক্লোরাস, অক্সিজেন, এসিড সালফিউরিক ডাইলিউট, পোটাসী নাইট্রাস, এসিড হাইড্রোক্লোরিক, স্যালিসিন, জেলসিমিয়াম, কুইনাইন, ওলিয়াম টেরিবিন্থ।

হেক্‌টিক্ ফিভার।

স্যালিসিন, এন্টিপাইরিণ, সিঙ্কোনা, কুইনাইন, মিশ্চুরা ফেরাই কম্পাউণ্ড, সালফিউরিক এসিড।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

কাৰ্বলিক এসিড, এপিয়োল, হাইড্রাষ্টিস, ইউক্যালিপ্টাস, কুইনাইন আইয়োডিন, পিক্রেট অব এমোনিয়াম।

স্বল্পবিরাম জ্বর।

ক্যালোমেল, টার্টার এমিটিক, একোনাইট, ক্যাপ্সিকাম, এলকোহল, কুইনাইন, ওলিয়াম টেরিবিন্থ, স্যালিসিন, রুবার্ব, ক্যাম্পেরিয়ী, মার্স্কাস।

টাইফাস ও টাইফয়েড জ্বর।

এলকোহল, গ্লুসাইডাম, একোনাইট, এসিটেনিলাইড, এমোনী হাইড্রোক্লোরাস, আর্ণিকা, এলাম, এণ্টি পাইরিণ, কার্ব্বলিক এসিড, ক্যালক্স, অয়েল কার্জিপুট, বেলেডোনা, ক্যাম্ফর, লাইকার ক্লোরাই, ক্যালোমেল, ডিজিটালিস, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, এমোনী কার্ব্বনাস, ওপিয়ম, লাইকার এমোনী, ফস্ফারিক এসিড, স্যালিসিলেট, কুইনাইন, সার্পেণ্টেরিয়া, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটী, সালফোন্যাল, সালফিউরিক এসিড, সাম্বুল, ভেলিরিয়ান, জিঙ্কাই সালফাস, ভিরেট্রাম ভিরিডি, ওলিয়াম টেরিবিন্থ, মৃগনাভি, গুলঞ্চ।

অম্লরোগে।

এমোনী কার্ব্বনাস, স্পিরিট এসিডাম, এমোনী এরোম্যাটীক, লাইকার ক্যালসিস, কার্ব্বলিক এসিড, গ্রে পাউডার, ইপিকাকুয়ানা, লেমন জুস বিসমাথ, ম্যাগ্নিসিয়া, ম্যাগ্নেসিয়া কার্ব্বনাস, ট্যানিক এসিড, নক্সভমিকা।

অজীর্ণ।

একোরাস, এলকোহল, এব্সিন্থিয়াম, এম্বেমেণ্ডিস, আর্সেনিক, এরোমাটিকস্, আর্জেণ্টিয়াই নাইট্রাস, বিস্মাথাম্ এলব্যাম, লাইকার ক্যালসিস্, বিসমাথাই কার্ব্বনাস, ক্যাপ্সিকাম, কলোম্বা, সিঙ্কোনা, রিয়াম, কোকেইন, ক্যাম্পেরিস, ইপিকাকুয়ানা, ক্যাটচিউ, মর্ফিয়া, ইনগ্লুভিন, নাইট্রিক এসিড, নক্সভমিকা, ওপিয়ম, লেপ্টেণ্ড্রা, স্যালিসিলেট, ট্যানিক এসিড, এলোজ, ক্যাফিন, কার্ডোমোমাই, পটাশ আইয়োডাইড, ক্যারিওফাইলাম, অর্যান্সিয়াই, জেন্সিয়েন, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ওলিয়াম মর্হুই, পোটাসা সালফিউরেটা, পেপসিন, ওলিয়াম রিসিনি, সালফিউরাস এসিড, স্যাবেসিয়া, সিমারিউবা, সোডী

হাইপোফস্ফিস, সোডিয়াই সালফিস, লাইকার পোট্যাসী, সোডিয়াই সালফো কার্ব্বনাস, লাইকার সোডী, লাইকার এমোনী হাইড্রাষ্টিস, এমোনী কার্ব্বনাস।

পাকাশয় শূল।

আর্জে ণ্টাই অক্সাইডাম, আর্জে ণ্টাই নাইট্রাস, আর্সে নিক, বিসমাথাম এলবাম, বিসমাথাই কার্ব্বনাস, এরোমাটিক্স, বিসমাথাই ভেলিরিয়েনাস, পেপসিন, ওলিয়াম, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড।

পাকাশয়ের উগ্রতা।

কার্ব্বলিক এসিড, বিসমাথাই কার্ব্বনাস, বিসমাথাম এলবাম, কার্ব্বলিক এসিড, গ্যাগ্লিসিয়াম, ওপিয়াম, এণ্ড্রোপেগাই, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, বাবুই তুলসী।

পাকাশয়ের ক্ষত।

লাইকার ফেরি ডায়েলিউটাস, আর্সে নিক, এট্রোপিয়া, বিসমাথাম্ এলবাম, ক্যানাভিস ইণ্ডিকা, পোট্যাসিয়াম আইওডাইড, লেড এসিটেট্, টার্পেণ্টাইন, ফেরি সালফাস, সাল ফোক্সাল, সিলভার অক্সাইড, সিলভার নাইট্রেট।

পাকাশয় প্রদাহ।

আর্জে ণ্টাই নাইট্রাস, আর্সে নিক, একাসিয়া, বিস্মাথাম এল্বাম, হাইড্রোসিয়ানিক, এসিড, ওপিয়াম, ওলিয়াম টেরিবিন্থিনী, ভিরেট্রাম ভিরিডি, টার্পেণ্টিন, বরফ।

উদরী।

ফোরাম টার্টারেটাম, ইলেটেরিয়াম, পটাস, এসিটাস পোট্যাসিয়াই

নাইট্রাস, রামনাই ফ্রাঙ্গিউলী, স্ক্যামনী, স্যাম্বিউসাই, ট্যানিক এসিড, চিমাফাইলা, কলোসিন্থ, কল্‌চিকাম্।

বক্ষঃশূল।

টার্টার এসিটিক অয়েণ্টমেণ্ট, আর্সেনিক, এসেটীক এসিড, বেলেডোনা, এমন ব্রোমাইড, নাইট্রোগ্লিসারিণ, কোকেইন, ফস্ফারাস, ষ্ট্রীকনিয়া কুইনাইন।

শ্বাসরোধ।

এমোনী, ব্রোমাইড অব পটাশ, অক্সিজেন, ইলেক্ট্রীসিটী।

শ্বাসকাস।

এমোনী কার্ব্বনাস, একোনাইট, এলাম, এফোনায়েকাম, এমিল নাইট্রাস, টার্টার এমিটিক, আর্সেনিক, প্লাম্বাই নাইট্রাস, গ্রিণ্ডেলিয়া, এট্রোপিন, বেলেডোনা, পালসিটিলা, পিরুভিয়েনাম, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, ক্লোরোফর্ম্ম, ইউফার্বিয়া।

দুর্গন্ধযুক্ত শ্বাস।

পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ, স্যালিসিলিক এসিড, ক্রিয়োজোট ভেপার, লাইকার ক্লোরাই, ক্যাম্ফর, কার্ব্বলিক এসিড।

শ্বাসকৃচ্ছ্রতা।

ক্লোরাল হাইড্রেট, এমিল নাইট্রাস, মর্ফিয়া, টার্টার এমিটিক, গ্রিণ্ডেলিয়া, লোবিলিয়া, ক্লোরোফর্ম্ম।

শ্বাসনালী প্রদাহ (তরুণ)

বেঞ্জোইন, হাইড্রোক্লোর, এন্টিপাইরিণ, এমোনী কার্ব্বনাস, এলকোহল, একোনাইট, জিঙ্ক, সালফেট, ইপিকাকুয়ানা, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড,

সিমিফিউগা, নাইট্রিক এসিড, হাইয়োসায়মাস, পোটাসী নাইট্রাস, এপোমর্ফাইনী, টিংচার বেঞ্জোইন কো।

শ্বাসনালী প্রদাহ (পুরাতন ও অপ্রবল)।

এমোনী কার্ব্বনাস, এমোনিয়াই ক্লোরাইডাম্, এণ্টীমোনিয়াই টার্টারেটাম, ইথিল আইয়োডাইড, আর্সেনিক, বালসেমাম পিরুভিয়ানাম, কোকেইন, বেঞ্জোইক এসিড, ক্লোরিণ, ক্যালক্স ক্লোরিনেটা, কার্ব্বলিক এসিড, কোনায়াম, কোপেবা, কনভ্যালেরিয়া, ইউফোর্বিয়া. ক্যানাডা বালসাম, কিউবেবস্, ওলিঃ ইউকেলিপ্টাস, গ্রিণ্ডেলিয়া, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, মিশ্চূরা ফেরি কম্পাউণ্ড, গোয়েকাম, ইপিকাকুয়ানা, আইওডিন, টেরিবিনা, পালসেটিলা।

গর্ভস্রাব।

বরফ, আর্গট, ওপিয়ম, পেপাইয়োটীন।

গর্ভস্রাবাশঙ্কা।

আর্গট, ক্যানাভিস ইণ্ডিকা, আর্সেনিক, অ্যাইয়োডাইড অব পটাস, ওপিয়ম, সেবাইন, প্লাম্বাই, এসিটাস, সিমিসিফিউগা, ট্যানিক এসিড।

ফোড়া।

বেলেডোনা, এমোনী, হাইড্রোক্লোরাস, রেসর্সিন, ক্যাটাপ্লাজমাসি-নাই, ব্লিষ্টার, ক্যাল্কাস, সালফিউরেটা, কোকেইন, ওলিয়েট হাইড্রার্জ, কুইনাইন, আইওডিন, পোটাশি কষ্টিকা।

চুলউঠা।

লাইকার এমোনী, লাইকার এমোনী এসিটেট, আর্সেনিক, এব্রাই, কডলিভার অয়েল, গ্লিসারিণ, সালফিউরাস এসিড, অয়েল রোজমেরি, ক্যাম্থারাইডিস, পাইলোকার্পিন, কার্ব্বলিক এসিড।

বজোল্পতা।

একোনাইট, এলোজ, সিমিসিফিউগা, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, আর্সেনিক, বোর‍্যাক্স, পটাস আইওডাইড বিউটী, ক্যাম্থারাইডিস, ফিরাম, ফেরি ব্রোমাইডাম, পাইক্রোটক্সিন, আইয়োডোফর্ম্ম, পালসেটিলা, ফেরি সালফাস, গোয়েকাম, পোট্যাসা সালফিউরেটা, পারদ।

রক্তাল্পতা।

ফেরি এট এমোনিয়া সাইট্রাস, আর্সেনিক, ক্লোরাল হাইড্রেট, পেপসিন, ফস্ফারাস, ওলিয়াম মহুয়ী, ফেরিভাইনাম, ফিরাম টার্টারেটাম, ফেরি সালফাস, ফেরি পারক্লাইডাম, টিংচার ফেরি পারক্লাইডাম, হাইড্রোব্রোমিক এসিড, ফেরি আয়োডাইডাম, লাইকার ফেরি ভাইয়েলিসেটাস।

স্পর্শলোপ।

নক্সভমিকা, ওলিয়াম, কার্ডিনাম, কোকেইন, পটাস ব্রোমাইড, ইথিল ব্রোমাইড, ক্লোরোফর্ম্ম, ইলেক্ট্রো ম্যাগ্নাটিজম্।

মলদ্বার বিদারণ।

কার্ব্বলিক এসিড, বোরিক এসিড, সক্কাস লিমনিস, ক্লোরোফর্ম্ম, ওলিয়াম অলিভী, বোর‍্যাক্স, স্পাইজিলিয়া, ওপিয়াম, বিসমাথাম এল্‌বাম, বোর‍্যাসিক এসিড।

প্রস্রাবে জ্বালা।

ডিকক্টাম হার্ডি, ইনফিউজাম লিনাই, গাম একেসিয়া, লাইকার পোট্যাসী।

টাক।

রোজমেরী অয়েল, ক্যান্থারাইডিস, ওলিয়াম মার্হুই, লাইকার এমোনী, গ্লিসারিণ।

শয্যাক্ষত।

এলকোহল, বালসেমাম পিরুভিয়ানাম, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, কলোডিয়ন, গ্লিসারিণ, ক্যাটিচিউ, কোপ্যাবা, আঙ্গুয়েণ্টাম জিঙ্কাই অক্সাইডাম, প্লাম্বাই ট্যানাস, আইয়োডোফর্ম্ম।

পৈত্তিক পীড়া।

লাইকার পোট্যাসী, আইওডিন, ব্রাইয়োনিয়া, একোনাইট, এমন ক্লোরাইড, পোডোফিলাম, নক্সভমিকা, ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডা, ইউনিমিন।

মুত্রাশয় পীড়া।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, এক্যাসিয়া, এমোনী বেঞ্জোয়েস, টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড, চিমাফোলিয়া, রেসর্সিন, গ্লাইসিয়ানী, লিনসিড, ঈষক-গুল, ম্যাটিকো, নাইট্রিক এসিড।

ক্যাটার।

এলাম, এমোনী, এমোনী বেঞ্জেয়েস, গ্রিণ্ডেলিয়া, (উগ্রাবস্থায়) বেলেডোনা, এমিগডেলি, বেঞ্জোইন, ক্যান্থারাইডিস, ওপিয়ম, লাইকার পোট্যাসী, ইক্ষুগন্ধা, গোক্ষুর, নক্সভমিকা, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা।

গলগণ্ড।

ফেরি ব্রোমাইডাম, কোনিয়াম, এমিল নাইট্রাস, আইয়োডোফর্ম্ম, বেলেডোনা, আইওডিন, ফস্ফারাস, হাইড্রার্জিরাম, আইওডাইডাম, লাইকার পোট্যাসী, পোটাসিয়াই আইয়োডাইডাম, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম।

কোন স্থান থেঁৎলাইয়া গেলে।

টার্পেণ্টাইন, এমোনিয়াই ক্লোরাইডাম, গ্লিসিরিণ, ওলিয়াম ক্যাজিপুট, ওপিয়াম, সালফিউরাস এসিড, ক্যাপসিকাম, লাইকার প্লাম্বাই সাবএসিটেট্,

ক্যালেনডিউলা, আঙ্গুয়েটাম গ্লিসারিনাই, প্লাম্বাই সাব এসিটেটিস, আর্নিকা, রেক্টিফায়েড স্পিরিট।

বাঘী।

এগোনী হাইড্রোক্লোরাস, টার্টার এসিটিক, বেলেডোনা, কার্ব্বলিক এসিড, আইয়োডোফর্ম্ম, নাইট্রিক এসিড, পোট্যাসী ক্লোরাস, ব্লিষ্টার, আইওডিন, পটাশ কষ্টিকা।

কোন স্থান পুড়িয়া বা ঝলসাইয়া গেলে।

জিঙ্কাই কার্ব্বনাস, একেশিয়া, এলুমিন, বোরাসিক এসিড, ওলিয়াম, মেন্থা পিপারিটি, কার্ব্বলিক এসিড, লাইকার ক্যালসিস, আর্জেণ্টাই নাট্রাস, এসিটাম, ক্যারান অয়েল, কলোডিয়ান, কোকেইন, গ্লিসারিণ, আঙ্গুয়েণ্টাম, গ্লিসারিনাই, প্লাম্বাই সাব এসিটেটিস, অলিভ অয়েল, স্যালিসিলিক এসিড, ওলিয়াম টার্পেণ্টাইন, সোডিয়াই কার্ব্বনাস, গ্রিণ্ডেলিয়া, আর্সেনিক, প্লাম্বাই কার্ব্বনাস, লাইকার প্লাম্বাই সাবএসিটেট, জিঙ্কাই অক্সাইডাম।

কর্কটিকা।

বেলেডোনা, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, আর্সেনিসাই, আইওডাইডাম, কার্ব্বলিক এসিড, ক্যালক্স ক্লোরিনেটা, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, লাইকার ক্লোরাই, ক্রোমিক এসিড, ক্লোরাল হাইড্রেট, কোনিয়াম, ফেরি পারক্সাইডাম, ফেরি আর্সেনিয়াস, লাইকার ফেরি পারক্লোরাইড, এসিটিক এসিড, বিসমাথ, স্যালফোন্যাল, চায়েন টার্পেণ্টাইন, ক্যালক্স সালফিউরেটা, ক্যাম্ফর, রেসার্সিন, ওপ্পিয়াম, লাইকার হাইড্রার্জিরাই, নাইট্রেটিস এসিডাম, আঙ্গুয়েণ্টাম হাইড্রার্জিরাই, নাইট্রিক এসিড, প্লাম্বাই ক্লোরাইডাম, পোট্যাসী পারম্যাঙ্গানাস, পোট্যাসী ব্রোমাইডাম, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটী, জিঙ্কাই সালফাস, জিঙ্কাই ক্লোরাইডাম।

কার্ব্বঙ্কল।

এলকোহল, বেলেডোনা, ব্রোমিন, ক্যাল্কাস ক্লোরিনেটী, সলিউসান অব পারক্লোরাইড অব আয়রণ, কার্ব্বলিক এসিড, লাইকার হাইড্রাজ নাইট্রেটিস, পুলটীশ, ওপিয়াম।

মস্তিষ্কে রক্তাল্পতা।

এমিল নাইট্রাস, ডিজিটালিস, ক্লোরাল হাইড্রেট, আয়রণ, নক্স-ভমিকা, নাইট্রোগ্লিসারিণ, ফস্ফারাস।

মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য।

সির্কা, বেলেডোনা, একোনাইট, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, আর্গট, কলচিকাম, জেলসিমিয়াম, ব্রোমাইড অব্ পোট্যাসিয়াম।

ঔপদংশিক আদ্যক্ষত।

কোকেইন, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, কুপ্রাই নাইট্রাস, কার্ব্বলিক এসিড, কুপ্রাই ডাইএসিটাস, ফেরি সালফাস, লাইকার হাইড্রার্জিরাই, নাই-ট্রেটিস, হাইড্রার্ষ্টিস, ক্যালসিস ফস্ফাস, লাইকার ফেরি পারক্লোরাইড, হাইড্রার্জিরাই আইওডাইডাম রুবাম, আইয়োডোফর্ম্ম, নাইট্রিক এসিড, আইয়োডিন, রেসর্সিন, পোট্যাসা কষ্টিকা, পোট্যাসী ক্লোরাস।

ঋতু বন্ধ হইলে যে সব অসুখ হয়।

ভেনিরিয়েনেট অব জিঙ্ক, এমিল নাইট্রাস, একটিয়া এমোনিয়া, ইউকেলিপ্টাস, ক্যাম্ফর, পোট্যাসী ব্রোমাইডাম, আয়রণ।

বিসূচিকা।

লেপ্টাণ্ড্রা, এমিল নাইট্রাস, একোনাইট, বেলেডোনা, কোকা, ক্লোরাল হাইড্রেট, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, পাইপার নাইগ্রাম, কুপ্রাম,

আর্গটিন, কোটোইন সালফার, সোডা সালফো কার্ব্বনাস, ট্যানিক এসিড, আর্সেনিক, ভিরেট্রাম এলবাম, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, অয়েল ক্যাজিপুট, ক্যাম্ফর, কার্ব্বলিক এসিড, ক্লোরোফর্ম্ম, মর্ফিয়া, ক্যালোমেল, ইথার, ওপিয়াম, ফস্ফারাস, প্লাম্বাই এসিটাস, পোট্যাসী ক্লোরাস, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, সোডিয়াই ফস্ফাস, সোডিয়াই ক্লোরাইডাম, সোডা বাইকার্ব্ব, সালফিউরিক এসিড।

লিঙ্গোচ্ছ্বাস।

ক্যান্থারিডিস, একোনাইট, ক্যাম্ফর, ল্যাপুলিন, মর্ফিয়া, বেলেডোনা, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম।

উদরশূল।

ক্যালোমেল, এনিসাই, এমিল নাইট্রাস, ষ্টারএনিস, এসাফিটিডা, সিড্রণ, এণ্টিপাইরিণ, কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া, বেলেডোনা, গলবেনাম, ক্লোরোফর্ম্ম, মর্ফিয়া, নক্সভমিকা, আজোয়ান, মাইরিষ্টিকা, ইথার, মাস্কাস, স্পিরিটাস ইথারিস কম্পাউণ্ড, এন্থেমিডিস, ম্যাগ কার্ব্ব, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, ওপিয়াম, ওলিয়াম এণ্ড পেগাই, ওলিয়াম রিসিনি, লাইকার ক্যালসিস, ওলিয়াম ক্যাজিপুট, কাস্কা বার্ক, টেরিবিস্থ, জিঞ্জিবার, সিনামন, পিপারমিণ্ট, পিপুল।

কোষ্ঠ কাঠিন্য।

অলিভ অয়েল, জিঙ্কাই সালফাস, সোডী ভেলিরিয়েনাস, টিংচার ভেলিরিয়েনাস, অক্সগল, পডোফিলিন, নক্স ভমিকা, স্ক্যামনি, সোডীয়াই ফস্ফাস, ওলিয়াম রিসিনি, ওপিয়াম, ম্যাগনিসী সালফাস, ক্যালোমেল, অয়েল ক্রোটনিস, হাইড্রাষ্টিস, লেপ্টাণ্ড্রা, কলোসিন্থ, কলচিকাম, টার্টার এসিটিক, বেলেডোনা, আর্সেনিক, এলোজ, হরিতকী।

রোগান্তে দৌর্ব্বল্য।

ইউক্যালিপ্টাস, এল্‌ষ্টোনিয়া, এলকোহল, এণ্ড্রোগ্রাফিস, এম্বে-মিডিস, বার্ব্বারিস বারডাক কালম্বা, চিরেতা, কড লিভারঅয়েল, ক্যাস্কারিলা, কপটীস, সিঙ্কোনা, ওপিয়াম, কোকা, ফেরি এট্ এমোনী সাইট্রাস, জেনসিয়েন, মার্গা, মল্ট লিকার, ল্যাকটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, নিম, নার্কটিনা, কোয়াসিয়া, স্যাবেসিয়া, হাইড্রাষ্টিস।

কাস।

এসিটেট অব লেড, ষ্ট্রামোনিয়াম, সেনেগা, ট্যানিক এসিড, লাইকার পোট্যাসী, ওলিয়াম মাহুই, লোবিলিয়া, ওপিয়াম, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ইপিকাকুয়ানা, হাইয়োসায়মাস, জেলসিমিয়াম, টেরিবিনা, গ্রিণ্ডেলিয়া, পালসেটিলা, ক্রোটন লিনিমেণ্ট, কোপ্যাবা, ক্যাস্কারিলা, কোনিয়াম সট্রেরিয়া, ক্যাম্ফর, ক্রোটন, ক্লোর্যাল হাইড্রেট, বেঞ্জোইন, বালসাম পিরুভিয়ান, বেলেডোনা, এমো নায়েকাম, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ষ্টার এনিসাই, একেসিয়া।

মুত্রাশয় প্রদাহ।

স্যালিসিলেট, ইউক্যালিপ্টাস, পোট্যাসা সালফিউরেটা, পোট্যাসী ক্লোরাস, চিমাফোলিয়া, ওয়ার্ম ওয়াটার, ওপিয়াম, নাইট্রিক এসিড, পটাস পারম্যাঙ্গানাস, হায়োসায়মাস, কিউবেবস্, ক্যান্থারাইডিস, একো-নাইট, কোরোসিভ সাব্লিমেট, এমোনিয়াই, বেঞ্জোয়েস, কার্ব্বলিক এসিড, বেলেডোনা, বোরাসিক এসিড, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস

দৌর্ব্বল্য।

এলকোহল, আর্সেনিক, এম্বিমিডিস, স্পিরিট এমন এরোম্যাট, মর্ফিয়া, ক্যালসিস হাইপোফস্ফিস, নক্সভমিকা, সিঙ্কোনা, সিঙ্কোনিয়া,

ল্যাকটিক এসিড, ক্যাম্পেরিয়া, কোকা, কোকেইন, জেন্সিয়েন, কোয়াসিয়া, সিমারিউবা, হাইপোফস্ফাস, ফেরি ফস্ফাস, ফেরি এট্ কুইনাননী সাইট্রাস, হাইড্রাষ্টিস, ওলিয়াম, মার্হুই, বেরিয়াই ক্লোরাইডাম।

প্রলাপ।

এলকোহল, টার্টার এসিটিক, পোটাসী ব্রোমাইডাম, বেলেডোনা, ক্যাম্ফার, ক্যান্থারাইডিস, ক্যানেবিস, হাইয়োসায়মাস, লেপিডিলাস।

মধুমুত্র।

লাইকার এমোনিয়াই সাইট্রেটিস, আর্সেনিক, এমোনী কার্ব্বনাস, এণ্টিপাইরিণ, লাইকার ক্যালসিস, বেলেডোনা, কোডাইনা, গ্লিসারিণ, ক্রিয়োজোট, ফেরি আইওডাইডাম, জাম, ফেরি পরক্সাইড, ফেরি ফস্ফাস, টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড, ল্যাকটিক এসিড, ওলিয়াম, মার্হুই, নাইট্রিক এসিড, ওপিয়াম, অকৃসগল, অকৃসিজেন, প্লাম্বাই এসিটাস, ফস্ফরিক এসিড, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, স্যালিসিলেট, সোডী ফস্ফাস।

বহুমুত্র।

এট্রোপিয়া, আর্গট, গ্যালিক এসিড, জেবরাণ্ডি, ওপিয়ম, আইয়োডাইড অব পোট্যাসিয়াম, নাইট্রিক এসিড, প্লাম্বাই এসিটেটিস, ভেলিরিয়ানী।

উদরাময়।

লেপ্টাণ্ড্রা, ভিরেট্রাম ভিরিডি, জিঙ্কাই অক্সাইড, কর্পূর, ইউভি আর্সাই, ইউক্যালিপ্টাস গাম, টর্মেন্টিলা, ওলিয়াম টেরিবিন্থিনি, ট্যানিক এসিড, সালফার, রিয়াম, সোডিয়াই ক্লোরাইডাম, সব্নাইট্রী, সালফিউরিক এসিড, সিমারিউবা, স্যালিসিলেট, ক্যাষ্টর অয়েল, র‍্যাটিনি, কুইনাইন, কোয়াসিয়া, নকৃসভমিকা, পোট্যাসী সালফিউরেটা, ডিকৃক্ট ওপিয়াম

গ্রাণেটা, প্লাম্বাইএসিটাস, অক্সগল, নাইট্রোহাইড্রোক্লোরিক এসিড, একেসিয়া, এলাম, এরেকা আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, কাস্কা বার্ক, আর্জেণ্টাই ক্লোরাইডাম, আল্‌ষ্টোনিয়া, আর্সেনিক, বিসমাথাস এল-বাম্‌, বিস্‌মাথাই ট্যানাস, ক্যালসিস কার্ব্বনাস, ক্যালসিয়াই, হাইপো-ফস্ফিস, ক্যানেবিস ইণ্ডিকা, ক্যালাট্রপিস্‌, ক্যাক্টাস ক্লোরিনেটা, ক্যাল-সিয়াই ফস্ফাস, ক্লোরোফর্ম্ম, সিট্রোরিয়া, ক্যালাম্বা, কার্ব্বলিক এসিড, ক্যাস্কারিলা, ক্যাটিচিউ, সিনামন, কুরচি, ক্রিয়োজোট, কুপ্রাই সালফাস, কাম্পেরিয়া- ফিরাম, গ্যালিক এসিড, লাইকার ফেরি পারনাইট্রেটিস, টেরিবিনা, লাইকার ফেরি পারক্লোরাইড, করোসিভ সাব্‌লিমেট, ইনফিউজাম্‌।

কষ্টরজঃ।

একোনাইট, লাইকার এমোনী এসিটেট্‌, বেলেডোনা, আর্সেনিক আর্গট, ওলোট কম্বল, ক্যাজিপুট অয়েল, ক্যাম্ফর, সিমিসিফিউগা, কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, নক্সভমিকা, ব্রোমাইডাম, ক্লোরোফর্ম্ম, ফেরি আইয়োডাইডাম, ক্রোটন ক্লোরাল, টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড, ওপিয়াম, বোর‍্যাক্‌স, অক্‌জ্যালিক এসিড, হেমোমেলিস, পালসেটিলা, ইউক্যালিপ্টাস।

মুত্রকৃচ্ছ্র।

চিমাফাইলা, নক্‌সভমিকা, গ্ল্যাইসিরাজী, ইক্ষুগন্ধা।

অন্ত্রপ্রদাহ।

ক্যালোমেল, ওলিয়াম টেরিবিন্থিনী, একোনাইট, ওলিয়াম, কার্ব্বনেট অব বিসমাথ।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

ট্যানিক এসিড, গল্স, একোনাইট, বেলেডোনা, এন্টিপাইরিণ, অর্ণিকা, এসিটাম, টিংচার পারক্লোরাইড, হেমোমেলিস, ইপিকাকুয়ানা, ইউকেলিপ্টাস গাম।

জীবনী শক্তির অবসন্নতা ও ক্লান্তি।

এমোনী কার্ব্বনাস, এলকোহল, মাস্কাস ফস্ফারাস, ক্যান্থারাইডিস, ইয়েষ্ট, লাইকার এমোনী।

মূর্চ্ছা।

লাইকার এমোনী, বাথ, তড়িৎ।

নালী।

আইওডিন, কার্ব্বলিক এসিড, টার্পেণ্টাইন, এলোজ।

পচাক্ষত।

এলকোহল, কার্ব্বলিক এসিড, ব্রোমিন, এমন ক্লোর, পোট্যাসী পারম্যাঙ্গানেটা, কুইনাইন, কার্ব্বলিয়াই, এমনক্লোর, ক্যালক্স ক্লোরিনেটা ক্রিয়োজোট, লাইকার ফেরি পারক্লোরিডাই, সিঙ্কোনা হিমেটক্সিলাম, আইয়োডিন, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটা, হাইড্রাষ্টিস, নাইট্রিক এসিড, ইয়েষ্ট, ওপিয়াম, টার্পেণ্টাইন, অক্সিজেন, পোট্যাসা কষ্টিকা।

গ্রন্থিবিবর্দ্ধন।

এমোনী হাইড্রোক্লোরাস, এমোনায়েক প্লাষ্টার এমোনিয়াই ব্রোমাইডাম ক্যাল্কাস সালফিউরেটা, বেলেডোনা, কডলিভার অয়েল, হাইড্রার্জিরাম ওলিয়েট, পটাস আইয়োডাইড, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ক্যালসিয়াই ক্লোরাইডাম, ফেরি ব্রোমাইডাম, ফাইটোলাকা, ক্যাডমিয়াই আইয়ো- ডাইডাম, ফেরি আইয়োডাইডাম, আইওডোফর্ম্ম, প্লাম্বাই আইয়ো-

ডাইডাম, আইওডিন, লাইকার পোট্যাসী, হাইড্রার্জ্জিরাম আইওডাইডাম, ব্রাম।

প্রমেহ।

একোনাইট, হাইড্রাষ্টিস, ইঞ্জেক্সন, টার্টার এমিটীক, রেসর্সিন, ইথার, ক্লোরোফর্ম্ম, লাইকার এমোনী, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, অয়েল ক্যাজিপুট, সিমিসিফিউগা, ইউনিমিন, ক্রোটন ক্লোর‍্যাল, ক্যাফিন, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, আর্গট, ডিজিট্যালিস, নাইট্রোগ্লিসারিণ, ওলিয়াম মাহুই, কুইনাইন, পোট্যাসিয়াই আইওডাইডাম, জেলসিমিয়াম, ভিরেট্রাম ভিরিডি, ওপিয়াম, ভেলিরিয়েনেট অব কুইনাইন, সোডী স্যালিসিলিস, এণ্টিপাইরিণ, নক্সভমিকা, মেন্থল, অয়েল টার্পেণ্টাইন, পিক্রিক এসিড, লাইকার এমোনী এসিটেটিস, জিন্সাই অক্সাইডাম, ইথিল ব্রোমাইডাম, জিঞ্জিবার, হাইড্রাষ্টিস, হাইড্রোব্রোমিক এসিড, পান।

হৃৎপিণ্ডের পীড়া।

কনভ্যালেরিয়া, আর্সেনিক, ক্যাম্ফর, আর্গট, কাস্কা বার্ক, পার-অডিহাইড, এমিল নাইট্রাস, একোনাইট, ক্রোটন ক্লোরাল, সালফোন্তাল, হাইড্রোব্রোমিক এসিড, ডিজেটিলাইন, ক্যাফিন, ডিজিটালিস।

অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষ্যাঘাত।

নক্সভমিকা, সিকেলি, কর্নিউয়েণ্টাম, বেলেডোনা, ক্যালেবার বীন, ইলেক্ট্রিসিটী।

অন্ত্রবৃদ্ধি।

প্লাম্বাই এসিটাস, ইথার, ট্যাবেকাম, ক্লোরোফর্ম্ম, টার্টার এমিটিক, ওপিয়াম, বরফ।

হিক্কা।

কার্ব্বনিক এসিড, এপোমর্ফাইনী, হাইড্রোক্লোর, বেলেডোনা, মর্ফিয়া, ক্লোর‍্যাল হাইড্রেট্‌, ক্লোরোফর্ম্ম, মস্কাস, কুইনাইন, পাইলো-কার্পিণ, ওপিয়াম, জিঙ্কাই ভেলিরিয়েনাস, হরিতকী।

ইনফ্লুয়েঞ্জা।

সিমিসিফিউগা, ওপিয়াম, কোকেইন, এন্টিফেব্রিণ, নাইট্রাস, কুই-নাইন, সালফিউরাস এসিড।

উন্মত্ততা।

আর্সেনিক, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, টার্টার এমিটিক, ক্লোরাল হাইড্রেট্‌, ক্যাম্ফার, কোনিয়াম, ক্লোরোফর্ম্ম, ওলিয়াম, ক্রোটনিস, হাইয়েসায়মাস, ডিজিটালিস, পোট্যাসী আইয়োডাইডাম, হিউমিউলাস, ল্যাপুলাস, মর্ফিয়া, পোটাসিয়াই ব্রোমাইডাম, স্যালফোন্যাল, ওপিয়াম, ভিরেট্রাম এলবাম, ষ্ট্রীমোনিয়াম, শাওয়ার বাথ, পারলডিহাইড, বরফ।

সুতিকোন্মাদ।

ক্যাম্ফর, ওপিয়াম, টার্টার এমিটিক, ক্লোরাল হাইড্রাস, হাইয়ে-সায়মাস, এমোনী কার্ব্বনাস।

বৃশ্চিক দংশন।

এমোনী কার্ব্বনাস, কোকেইন, লাইকার এমোনী, ইপিকাকুয়ানা, অলিভ অয়েল, মুক্তাঝুরি।

পাণ্ডুরোগ।

হাইড্রার্জিরাম কামক্রিটা, এসিডাম বেঞ্জোইকাম, এমোনী ক্লোরাই-ডাম, হাইড্রার্জিরাম, নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড, কলচিকাম, অক্সগল, সালফিউরিক ইথার, পডফিলিন।

আর্সেনিয়াই আইয়োডাইডাম, ফেরি আর্সেনিয়াস, আর্সেনিক, এমোনী কার্ব্বনাস, চালমুগরা, ক্যান্থারাইডিস, মেজিরিয়েন, রেসর্সিন, এসিয়াটিকা পিক্সলিকুইডা, ডাল্‌কামারা. মুডার বার্ক, পোট্যাসী এসিটাস। বাহ্য প্রয়োগ—ক্যালোমেল, আইওডাইডাম ভিরিডি, কার্ব্বলিক এসিড, এব্রাই, আইয়োডোফর্ম্ম, গ্লিসারিণ, হাইড্রাজিরাম, আইয়োডাইডাম, পোট্যাসী সালফিউরেটা, পিক্‌স লিকুইডা, সালফিউরিস আইয়োডাইডাম, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটী, সোডী বাই কার্ব্বনাস।

শ্বেতপ্রদর ।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ক্যানাডা বলসাম্‌, ক্যান্থারাইডিস, আর্সেনিক, ক্রমিক এসিড, এলাম, হাইড্রাষ্টিস, লাইকার ক্যালসিস, কোপেবা, পালসেটীলা, কুপ্রাই এমোনিয়া সালফাস, ফিউবেবস্‌, ফেরি পারনাইট্রেটাস, ফেরি আইয়োডাইডাম, গলস, গোয়েকাম, স্যাবাইনা, গ্যালিক এসিড, পোট্যাসী পারম্যাঙ্গানাস, প্লাম্বাই এসিটাস, ওপিয়াম স্যাণ্টেলিস, লাইকার প্লাম্বাই, সিকেলী, কনিউয়েটাম, স্যালিসিলেট, বোর‍্যাক্‌স, ট্যানিক এসিড, জিঙ্কাই অক্‌সাইডাম, টর্মেণ্টিলা, জিঙ্কাই সালফো কার্ব্বনাস, জিঙ্কাই সালফাস, গাব।

ঠুন্‌কো ।

ফাইটালাক্কা, বেলেডোনা, এসিডাম এসিটিকাম, এমোনী হাইড্রোক্লোরাস, হাইয়োসায়েমাস।

প্রস্রাবের পর প্রদাহ ।

প্লাম্বাই আইয়েডাইডাম, টার্টার এমিটিক, ক্যাল্কাস সালফিউরেটা, হাইড্রাষ্টিস, আইওডিন।

পক্ষ্যাঘাত।

ওলিয়াম ক্যাজিপুট, বেলেডোনা, আর্জে ন্টাই নাইট্রাস, ক্যালেবার বীন, আর্ণিকা, ফস্ফারাস, ফেরি পারক্সাইডাম, ওলিয়াম পাইনাই সিলভেষ্ট্রিস, পোটাসিয়াই আইওডাইডাম, নক্সভমিকা, সিকেলী, কর্নিউয়েটাম, সালফিউরিক এসিড অয়েণ্টমেণ্ট, ষ্ট্রিকনিয়া, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, ইলেক্ট্রীসিটী।

বাত।

এণ্ড্রাপেগাই, এমোনিয়াই ব্রোমাইডাম, একোনাইট, এণ্টিপাইরিণ, একোনাইটীনা, ফাইটালাক্কা, পাল্‌ভিস এন্টীমোনিয়েলিস, অয়েল ক্যাজিপুট, ক্লোর্য্যাল হাইড্রেট্, বেলেডোনা, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, কলচিকাম, সিমিসিফিউগা, সাক্কাস লিমোনিস, গোয়েকাম, ফেরি পারক্সাইডাম হাইড্রেটাম, জেলসিমিয়াম, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, জেবরাণ্ডি, গ্লিসারিণ, ফিনাসিটিন, ম্যাগ্‌নিসিয়া, পোট্যাসী এসিটাস, ওপিয়াম, পোট্যাসী নাইট্রাস, লাইকার পোট্যাসী, কুইনাইন, স্যালিসিলেট, পুলটীস, সোডীয়াই বেঞ্জোয়েস, সোডী বাই কার্ব্বনাস, সালফিউরাস এসিড, সালফার, ভিরেট্রাম এলবাম, ষ্ট্রীমোনিয়াম, সালফোন্যাল, ভিরেট্রাম ভিরিডি, এমোনী ফস্ফারাস, আর্মোরেসিয়া, একোনাইট, আর্সেনিক, ক্যাজিপুট, ক্যাম্ফর, ওলিয়াম, ক্রোটনিস, ক্যান্থারাইডিস, ডালকামারা, মেন্থল, ওলিয়াম স্যাণ্টেলিস, মাইরিষ্টিকা, ওলিয়াম মাহ্‌ই, পিক্স বার্গাণ্ডিকা, ওলিয়াম পাইনাই সিলভেষ্ট্রীস, পোট্যাসিয়াই আইয়োডাইডাম, পাইলোকার্পিণ, পোট্যাসী নাইট্রাস, অক্সগল, আঙ্গুয়েণ্টাম এসিডাই সালফিউরিসাই, সার্সাপ্যারিলা, ওলিয়াম টেরিবিন্থিনী, কটারি, হট্ এয়ার বাথ, ইলেক্ট্রীসিটী।

দদ্রু।

ক্রাইসেরোবিন, ককিউলাস, পেপিওটীন, এসিটিক এসিড, ক্লোরো-ফর্ম্ম, কার্ব্বলিক এসিড, থাইমল, সালফার, ক্রিয়োজোট, আইওডিন, গল্‌স।

পাঁচড়া।

লাইকার ক্লোরাই, কার্ব্বলিক এসিড, এষ্টেমিডিস, এমন, ক্যাল্কাস ক্লোরাই, ক্রিয়োজোট, করোসিভ সাব্লিমেট, পোট্যাসা সালফিউরিয়েটা, ওলিয়াম অলিভী, পোট্যাসিয়াই আইয়োডাইডাম, স্যাণ্টেলাম, সাল-ফিউরাল এসিড।

আরক্ত জ্বর।

এমোনী কার্ব্বনাস, এণ্টিফেব্রিণ, ক্যাল্কাসক্লোরিনেটা, এণ্টিপাইরিণ, বেলেডোনা, রেসার্মিন, ক্লোর্যাল হাইড্রেট, টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড, ক্যাপ্সিকাম, ফস্ফারাস, কুইনাইন, লাইকার ক্লোরাই, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটী, সোডিয়াই বেঞ্জোয়েস, পোট্যাসী ক্লোরাস, সালফিউরাস এসিড, সোডিয়াই ক্লোরাইডাম।

অনিচ্ছায় ও নিশাযোগে বীর্য্যপতন।

ক্যান্থারাইডিস, ল্যাপিউলিন, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, বেলেডোনা।

চর্ম্মরোগ।

এমনকার্ব্ব, সালভিস এণ্টিমোনিয়েলিস, বোরিক এসিড, টাটার এসিটিক আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, লাইকার এমোনী এসিটেটিস, আর্সেনিক, লাইকার আর্সেনিয়াই এট হাইড্রার্জিরাম, আইওডাইডাম, আর্সেনিয়াই আইয়োডাইডাম, বিসমাথাম্ এলবাম, ক্যাল্কাস ক্লোরিনেটি, ক্যাডমিয়াই

আইয়োডাইডাম, ক্যালসিয়াই ক্লোরাইডাম, ক্যান্থারাইডিস, ক্যালসিস কার্ব্বনাস, কার্ব্বলিক এসিড, ক্যাম্ফর, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটী, ক্রিয়োজোট, চালমুগরা, ডালকামারা, কলোডিয়ান, ফেরি আর্সেনিয়াস, গ্লিসারিণ, করোসিভ সাব্লিমেট, হাইড্রার্জিরাম, অক্সাইডাম রুব্রাম, হাইড্রার্জ আইওডাইডাম ভিরিডি, শ্বেতচন্দন, হরিতকী, আইডোফর্ম্ম, জেব্রাণ্ডি, ওলিয়াম ক্যাডিনাম, ম্যাগ্নেসিয়া, ওলিয়াম মাহুই, ওলিয়াম অলিভি, নাইট্রিক এসিড, লাইকার প্লাম্বাই সাব এসিটেটিস, ফস্ফারাস, আঙ্গুয়েণ্টাম গ্লিসিরিনাই, প্লাম্বাই সাব এসিটাস, ওলিয়াম পাইনাই, সিলভেষ্ট্রিস, প্লাম্বাই সাইট্রাস, পাইরো গ্যালিক এসিড, পাইপার নাইগ্রাম, পোটাসিয়াই ব্রোমাইডাম, লাইকার পোট্যাসি পাইক্রোটক্সিন, পোট্যাসিয়াই ফেব্রোসাইডাম, স্যালিসিন, সোডিয়াই বাইকার্ব্বনাস, সোডী হাইপোসাল্ফিস, রোব্যাক্স, সালফার, এণ্টিমনি, ষ্টানাই ক্লোরাইডাম, সালফিউরিস আইওডাইডাম, ট্যানিক এসিড, টোব্যাকো, ভিরেট্রাম এলবাম, জিন্সাই অক্সাইডাম, ওলিয়েটাম জিন্সাই।

উপদংশ।

হাইড্রার্জিরাম, আইয়োডোফর্ম্ম, ফেরি সালফাস, ওলিয়েট হাইড্রার্জ, নাইট্রিক এসিড, হাইড্রার্জ আইয়োডাইডাম ভিরিডি, পোটাসিয়াই আইয়োডাইডাম, মেজিরিয়ন, সার্সা প্যারেলা, আর্জেণ্টাই ক্লোরাইডাম, ক্যালোট্রপিস, কোরোসিভ সাব্লিমেট, লাইকার পোট্যাসী, পডোফিলিন, পোট্যাসী ক্লোরাস, সাসাফ্রাস টাইনস্পোরা, জেবরাণ্ডি, থাইটালাক।

দন্তের পীড়া।

ক্লোরোফর্ম্ম, থাইটালাকা, ওলিয়াম ক্যাজিপুট, সিঙ্কোনা, আর্সেনিক, কোকেইন, ক্রিয়োজোট, ওলিয়াম সিনেমোমাই, কলোডিয়ন, ক্রোটন

ক্লোর‍্যাল, স্পিরিট, মেন্থল, ট্যানিক এসিড, জিঞ্জিবার এরেকা, আই-ওডিন, জিন্সাই ক্লোরাইডাম।

অর্ব্বুদ।

আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ব্রোমাম, ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়াম, এমোনিয়াই ক্লোরাইডাম, আর্সেনিক, কোকেইন, আঙ্গুয়েণ্টাম হাইড্রার্জ, আইওডিন, ক্রমিক এসিড, হাইড্রার্জ আইয়োডাইডাম রুব্রাম, গ্যাল-বেলাম, লাইকার ফেরি পারক্লোরাইডাই, প্লাম্বাই আইয়োডাইডাম, পোট্যাসিয়াই আইয়োডাইডাম, হিউমিউলাস লেপিউলাস, লাইকার পোট্যাসী, কুইনাইন, এলাম, আর্সেনিয়াস, ইলেক্ট্রীসিটী।

লিঙ্গনালবদ্ধ

ফেরি পারক্লোরাইডাই, বেলেডোনা, ইথার, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ওপিয়াম, ক্লোরোফর্ম্ম।

মূত্রধারণে অক্ষমতা।

ক্যাম্ফর, স্যাণ্টোনিন, বেলেডোনা, কলোডিয়ান, এসিড বেঞ্জোইক, ক্রিয়োজোট, আর্গট, ক্যান্থারাইডিস, বুকু, লেপিউলিন, ক্লোর‍্যাল হাই-ড্রেট, টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড, পোট্যাসিয়াম ব্রোমাইডাম, নক্সভমিকা, ইলেক্ট্রীসিটী।

প্রস্রাবের পীড়া।

বেঞ্জোইক এসিড, এমোনী বেঞ্জোয়েস, বেঞ্জোইন, ইউভা আর্সাই, গামএকেসিয়া, এসিটাম, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, ল্যাকটিক এসিড, নাইট্রিক এসিড।

প্রস্রাবে অম্লাধিক্য।

রোব্যাক্স, পোট্যাসী সাইট্রাস, লাইকার ক্যালসিস, এমোনী ফস্ফাস,

লাইকার পোট্যাসী, পোট্যাসী টার্টাস, পোট্যাসী বাইকার্ব্ব, ম্যাগ্নিসিয়া, সোডী ফস্ফাস, লিথি কার্ব্বনাস, সোডী বাইকার্ব্ব।

জরায়ু পীড়া।

কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস, নাইট্রাইট অব এমিল, বেলেডোনা, ক্রমিক এসিড, জেনসিয়েন, বোর‍্যাক্স, সেবাইন, আর্গট, আর্জে ণ্টাই নাইট্রাস, এণ্টিফেব্রিণ, হাইড্রাষ্টিস. সিমিসিফিউগা. এসিটাম ক্লোরোফর্ম্ম, এলাম, ডিজিটালিস, ক্যানাবিস ইণ্ডিকা, ইউক্যালিপ্টাস, লাইকার ফেরি পার ক্লোরাইড, ফেরি সালফাস, কুইনাইন, হাইড্রোব্রোমিক এসিড, আইয়োডোফর্ম্ম, পোট্যাসিয়াই ব্রোমাইডাম, কোরোসিভ সাব্লিমেট, লাইকার হাইড্রার্জ নাইট্রটিস, ট্যানিক এসিড, স্যালিসিলেট, বরফ।

আলজিহ্বা ও তালুগ্রন্থির পীড়া।

আর্জে ণ্টাই নাইট্রাস, ক্যাপ্‌সিকাম, সির্কা, ক্যাটিচিউ, ফাইলো, এলকোহল, গল্‌স, ইউকেলিপ্‌টাস গাম, পাইপার নাইগ্রাম, লাইকার প্লাম্বাই সাবএসিটেটিস, ক্রামোরিয়া, আইয়োডোফর্ম।

যোনি মধ্য হইতে ক্লেদ নির্গম।

লাইকার সোডা ক্লেরিনেট, হাইড্রাষ্টিস, ইউকেলিপ্‌টাস গাম, কার্ব্বলিক এসিড, ক্যালক্স, ক্লোরিনেটী, রেসসিন, কোকেইন, ট্যানিন।

বসন্ত।

এলকোহল, ক্লোরাই, এমোনী কার্ব্বনাস, পোট্যাসী ক্লোরাস, রেসসিন, কুইনাইন, সিমিসিফিউগা, লাইকার সোডী ক্লোরিনেটী, এসিড সালফিউরিক ডাইলিউট, লাইকার এমোনী।

বাহ্যপ্রয়োগে। আর্জে ণ্টাই নাইট্রাস, আইওডিন, কলোডিয়াম।

ক্রিমি।

ক্যামেল, ফিরাম টার্টারেটাম, জ্যালাপ, স্পাইজিলিয়া, অয়েল টার্পিণ, ফিতার ন্যায় ক্রিমি—ক্যাম্বোজ, পেপাইয়োটিন, গ্র্যানেটাম, ষ্ট্যানাই ক্লোরাইডাম, ফিলিক্‌সমাস, টানিন। সূত্রবৎ ক্রিমি—ওলিয়াম টেরিবিন্থিনী, স্যাণ্টোনাইন, লবণের পিচকারী।

নবম পরিচ্ছেদ।

রোগ ও চিকিৎসা।

জ্বরাদি নানাবিধ রোগের ঔষধ ও ব্যবস্থা।

জ্বর।

জ্বরাক্রান্ত রোগীর জ্বরাক্রমণের কারণ থাকিলে সেইকারণ অপসরণ করা প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। পরে ঔষধাদি দ্বারা জ্বর নিবারণ করিয়া যাহাতে উহার পুনরাক্রমণ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। সর্দ্দিজ্বর বা রসস্থ জ্বর উপবাসাদি দ্বারা অনেক সময়ে নিবারিত হয়। নিম্নে জ্বর রোগে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহা লেখা গেল। চিকিৎসকগণ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া ধীর ভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া ঔষধাদি প্রয়োগ করিলে উপকার পাইবেন।

১। সবল ব্যক্তির শরীর অত্যন্ত রসস্থ হইয়া জ্বর উপস্থিত হইলে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

লাইকার এমোনিয়া এসিটেটিস	১ আউন্স
টার্টার এমিটিক	১ গ্রেণ
নাইট্রেট অব পটাস	১ ড্রাম
সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া	১ আউন্স
একোয়া	৫৮ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে। ইহার প্রত্যেক ভাগ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে ঘর্ম্ম, বমন, প্রস্রাব ও বাহ্যে হইয়া জ্বর ত্যাগ হইবে; পরে কুইনাইন মিকশ্চার সেবন করাইলে আর পুনরাক্রমণের ভয় থাকিবে না। দুই বা ততোধিক বার বাহ্যে হইবার পর আর এই ঔষধ ব্যবহার করিবে না। এই ঔষধ সেবন করিলে শরীরের গ্লানি দূরীভূত হয়।

যদি কোন রোগীকে ভেদ বা বমন করাইবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে নিম্নস্থ ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

লাইকার এমোন এসিটেটিস	১ আউন্স
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম
নাইট্রেট অব পটাস	১ ড্রাম
ভাইনাস ইপিকাক	১ ড্রাম
একোয়া	৬॥ আউন্স

এই সমস্ত মিশাইয়া ৮ দাগ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর একদাগ করিয়া সেবন করাইবে। যদি কাহার সেবনের পর বমনোদ্রেক হয় তাহা হইলে এক দাগের কম ঔষধ একটু জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে হইবে। রোগীর সর্দ্দি থাকিলে

শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যাইবে। রোগীকে বাহ্যে করানর প্রয়োজন হইলে ইহার সহিত ১ আউন্স সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া মিশাইয়া দিবে। যদি রোগীর গাত্রে বেদনা থাকে তাহা হইলে ইহার সহিত টিংচার হাইওসায়মাস ২ ড্রাম ব্যবহার করা উচিত।

শরীর রসস্থ হইয়া গায়ে বেদনা মলমুত্র বদ্ধ ও অবিরাম জ্বর হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

লাইকার এমোনিয়াম এসিটেটিস	৪ ড্রাম
নাইট্রিক ইথার	১ ড্রাম
নাইট্রেট অব পটাস	২০ গ্রেণ
সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া	১ আউন্স
টীংচার হায়েসায়মাস	১ ড্রাম
কর্পূর মিশ্রিত জল	৩।০ আউন্স

এই সব একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ মাত্রা করিবে। প্রতি মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। গায়ে বেদনা না থাকিলে টীংচার হায়েসায়মাস বাদ দিবে।

রোগীর প্রবল কাস, গাত্রবেনা সহ অবিরাম জ্বর, থাকিলে নিম্ন লিখিত ঔষধ সেবন বিধেয়।

লাইকার এমোনিয়াম এসিটেটিস	৪ ড্রাম
ভাইনাম ইপিক্যাক	৩০ মিনিম
নাইট্রিক ইথার	১ ড্রাব
টিংচার সিন্‌কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম
টিংচার হায়েসায়মাস	১ ড্রাম
একোয়া	৩।০ আউন্স

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৪ মাত্রায় ভাগ করতঃ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর

প্রতি মাত্রা সেব্য। ইহাতে রসের পপিাক হইয়া রক্ত পরিষ্কার হইয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও ছাড়িয়া যায়। এইরূপ জ্বরে প্রায় হাম বসন্তাদি বাহির হইয়া থাকে বলিয়া ৪।৫ দিন জ্বর ভোগের পর এই ঔষধ ব্যবহার বিধেয়। এই ঔষধে বিশেষ উপকার না হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিলে ফল দর্শিয়া থাকে।

লাইকার এমোনিয়াম এসিটেটিস	১ আউন্স
টিংচার হায়েসায়মাস	১ ড্রাম
টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম
ভাইনাস ইপিকাক	২০ ফোঁটা
স্পিরীট এমোনিয়াম এরোম্যাটিক	৩০ ফোঁটা
একোয়া এনিসি (মৌরীর জল)	২॥০ আউন্স

সমুদয় ঔষধগুলি মিশাইয়া ৪ মাত্রায় বিভক্ত করিয়া প্রতি মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। ইহাতে কফ নির্গত হইয়া গাত্র বেদনার উপশম হয় এবং ক্রমে ক্রমে জ্বর ছাড়িয়া যায়।

কোন রোগীর অত্যন্ত প্রবল জ্বর হইলে নিম্নলিচিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

লাইকার এমোনিয়াম এসিটেটিস	২ আউন্স
টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম
ভাইনাস গ্যালিসাই	১ আউন্স
ভাইনাম্ ইপিক্যাক	২০ মিনিম
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম
ক্যাম্ফার মিকশ্চার	৫॥০ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ মাত্রায় বিভাগ করতঃ প্রতি ঘণ্টায় একমাত্রা করিয়া সেব্য।

প্রবল জ্বর বিকারে গাত্রজ্বালা, পিপাসা, চক্ষু জ্বালা, অস্থিরতা, প্রস্রাব কটু, ঝাঁকিয়া উঠা, কণ্টকাকীর্ণ, ক্লেদযুক্ত বা ক্ষতযুক্ত জিহ্বা, রক্তচক্ষু, প্রলাপ, কাস, ভ্রম, অচৈতন্যতা, পেটফাঁপ বা পেটের যন্ত্রণা, ভেদবমন, হিক্কা, শ্বাস, কম্প এবং ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত উপদ্রব সমূহের চিকিৎসা অতীব কঠিন বলিয়া ক্রমে ক্রমে নিম্নে বর্ণিত হইল।

জ্বর বিকারে দেহস্থিত শোণিত উষ্ণ ও উর্দ্ধগামী হইয়া মস্তক আশ্রয় করিয়া থাকে। সেইজন্য প্রলাপ, রক্তচক্ষু, শয্যা হইতে বেগে উঠিয়া বসা, অবিরাম জ্বর ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এরূপ স্থলে নিম্নলিখিত কোন একটী ঔষধ লক্ষণ মিলাইয়া প্রয়োগ করিতে হইবে; এবং মাথা কামাইয়া কপাল হইতে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত পাতলা বস্ত্রখণ্ড দুইভাঁজ করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া আচ্ছাদন করিবে। সোরা অথবা নিশাদল মিশ্রিত জল ব্যবহারে অধিক উপকার দর্শে। অবিরাম জ্বর, নাড়ীর পুষ্টি ও চক্ষুর আরক্ততা বিকারের সূত্রপাত জানিয়া নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

নাইট্রোমিউরিয়াটীক এসিড ডায়ালিউট	২ ড্রাম
ভাইনাম গ্যালিসাই (২নং)	১ আউন্স
টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম
ক্লোরেট অব পটাস	১ ড্রাম
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম
ডিকক্সান সিঙ্কোনা	৬ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ মাত্রায় বিভক্ত করতঃ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর প্রতি মাত্রা ব্যবহার করিতে হইবে। ইহাতে জ্বর বিরাম না না হইলে ও রোগীর শরীর সুস্থ ও শরীরে বলধান করিয়া থাকে।

জ্বর বিকার কালে নাড়ী সবল থাকিলে নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করান উচিত।

লাইকার এমোনিয়াম এসিটেটিস্	১ আউন্স
টিংচার বেলেডোনা	১ ড্রাম
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম
ডিকক্সান সিঙ্কোনা	৬॥০ আউন্স

এই সকল ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ মাত্রায় বিভাগ করতঃ ২ ঘণ্টা অন্তর প্রতি মাত্রা সেবন করাইলে ক্রমে চক্ষুর আরক্ততার হ্রাস এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও প্রলাপের হ্রাস হইয়া থাকে। যদি নাড়ীর বিকৃতি সহ বিকারের অপরাপর লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় তাহা হইলে উপরোক্ত ঔষধের প্রতি মাত্রার সহিত ৫ গ্রেণ কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া অথবা ৩০ মিনিম স্পিরীট এমোনিয়াম এরোমাটিক মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে উপকার পাওয়া যায়।

যদি কোন রোগীর জ্বরবিকার খুব প্রবল না থাকে কিন্তু নাড়ীর দোষ, আক্ষেপও প্রলাপ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে।

স্পিরিট এমোনিয়াম এরোমাটিক	২ ড্রাম
টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম
ভাইনাম গ্যালিসাই	১ আউন্স
টিংচার জিঞ্জার	২ ড্রাম
ডিকক্সান সিঙ্কোনা	৬ আউন্স

এইগুলি একত্র মিশাইয়া ৮ মাত্রায় ভাগ করতঃ প্রতি ঘণ্টায় এক

মাত্রা ঔষধ সেবন করাইলে মধ্যমাকারের জ্বর বিকারও উপরোক্ত লক্ষণ সমূহ নিরাময় হয়।

জ্বর বিকারে হিক্কা, শ্বাস ললাট ও অন্যান্য স্থানে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, কথা কহিতে অক্ষমতা, শীতলাঙ্গ, নাড়ীর গতি মৃদু এবং থার্ম্মোমিটারে শরীরের তাপ ৯৮° ডিগ্রীর কম দৃষ্ট হয় এবং বিকারের লক্ষণ সমূহ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিবে।

লাইকার এমোনিয়া	২ ড্রাম
ভাইনাম গ্যালিসাই	২ আউন্স
স্পিরিট সালফিউরিক ইথার	২ ড্রাম
ক্যাম্ফর মিকশ্চার	৫॥০ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করতঃ ১।২ ঘণ্টা অন্তর প্রতি মাত্রা সেবন করাইতে হইবে। উপকার হইলেও ঔষধ পরিবর্ত্তন করিবে না। ইহা নাড়ীর গতি সতেজ ও সরল করে, শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে ও অন্যান্য লক্ষণ উপশম করে। রোগী আরোগ্যা-বস্থায় আনীত হইলে পোর্টওয়াইন সহ গরম দুগ্ধ বা মাংসের জুস, অল্প পরিমাণে পথ্য দিবে এবং জ্বর বিরামকালে কুইনাইন মিকশ্চার সেবন করাইবে।

রোগীর বাহুমূলে শরীরের উত্তাপ ৯৬ বা ৯৫ হইলে, অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে, নাড়ীর স্পন্দন ক্রমশঃ মৃদু হইতে থাকিলে এবং শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হইতে থাকিলে তাহাকে সাধারণতঃ "শেষাবস্থা" বলা হয়। এইরূপ শেষাবস্থা উপস্থিত হইলে নিম্নস্থ ঔষধ সকল ব্যবহার করা হয়।

শেষাবস্থার ঔষধ।

মাস্ক (মৃগনাভী)	২০ গ্রেণ
কর্পূর	২৪ "

এই দুই দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ ভাগে বিভক্ত করিবে। পরে নাড়ী অবস্থানুযায়ী ১ কিম্বা ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া সেবন করাইবে। ইহাতে নাড়ী সবল হইলে আক্ষেপ ও হিক্কা নিবারিত হইলে, দেহের উষ্ণতা সাধিত হইলে তখন বিবেচনা পূর্ব্বক ঔষধ বন্ধ করিতে হয়।

এইটী বিশেষ উত্তেজক ঔষধ।

টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম
কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	৪০ গ্রেণ
ভাইনাম্ গ্যালিসাই	২ আউন্স
ক্যাম্ফর মিকশ্চার	৫৸০ আউন্স

এই সব একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে। পরে নাড়ীর গতি অনুসারে ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর প্রদান করিলে ক্রমে ক্রমে জ্বর বিকার নাশ, নাড়ীর গতির উন্নতি ও দেহের উষ্ণতা সাধিত হয়। এইরূপে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া আসিলে জ্বর বিরামকালে কুইনাইন মিকশ্চার প্রদান করিবে ও পূর্ব্বোক্ত পথ্য দিবে।

স্পিরিট এমোনিয়া এরোম্যাটীক	৪ ড্রাম
টিংচার কার্ডমাম কম্পাউণ্ড	২ ,,
ক্লোরিক ইথার	৩ ,,
টিংচার মাস্ক	৩ ,,
ডিকক্সান সিঙ্কোনা	৬৷৷০ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ মাত্রায় ভাগ করতঃ ১।২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে ক্রমশঃ জ্বর বিকার, প্রলাপ ইত্যাদির নাশ হইয়া ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য লাভ করে। পুনরায় জ্বর না আসিতে পারে সেইজন্য জ্বর বিরাম সময়ে কুইনাইন মিকশ্চার দিয়া জ্বর বন্ধ করিতে হয়।

নিউমোনিয়া।

ইহাতে প্রলাপ একজ্বরিতা, অচৈতন্যতা, বিহ্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ সহ বক্ষঃস্থলে বেদনা, ফুসফুসে প্রদাহ, শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বা শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি উপস্থিত হয়। সেই সময় বক্ষঃস্থলে বেদনার জন্য নিয়ত গরম জলের শেক দিতে হয়। অথবা সেই স্থানে ব্লিষ্টার, এন্টিফ্লোজিষ্টিন অথবা পুলটীশ প্রদান করিলে সত্বর বেদনা আরোগ্য হইতে পারে।

টার্পিণ ও কর্পূর একত্র করিয়া বেদনাস্থলে বারম্বার মালিশ করিলে রোগী সত্বর আরোগ্য হইতে পারে। টীংচার জিঞ্জার বেদনা স্থানে নিয়ত মালিশেও উপকার হয়। ক্যাজিপুট অয়েল ও লিনিমেণ্ট এমোনিয়া একত্র করতঃ বেদনা স্থানে মালিশ করিবে ও তদুপরি ফোমেণ্ট করিবে। ইহাতেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থা।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় ফুসফুসের মধ্যে রক্ত সঞ্চিত ও প্রদাহযুক্ত হয়, বক্ষঃস্থলে ভার বোধ হয়, এবং কঠিন ও বেদনা যুক্ত হয়। এই অবস্থায় বেদনাযুক্ত স্থানে টিপিলে অঙ্গুলীর চিহ্ন হইতেও দেখা যায়।

নিউমোনিয়ার প্রথমাবস্থার ঔষধ।

কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	১ ড্রাম
টিংচার হায়েসায়মাস	১।। „

টিংচার সিলি	২ ,,
ক্লোরিক ইথার	২ ,,
ভাইনাম ইপিকাক	১ ,,
ক্যাম্ফর মিকশ্চার	৭ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র করিয়া ৮ মাত্রায় বিভক্ত করিবে। ইহার এক মাত্রা ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। বক্ষঃস্থলে পূর্ব্বোক্ত রূপ মালিশ ও ফোমেণ্ট করা উচিত। ইহাতে বেদনার উপশম হয়, শ্লেষ্মা নির্গত হয়, প্রস্রাব সরল হয়, রোগের শান্তি হয় এবং জ্বরের হ্রাস হয়। এই-রূপে জ্বর আরোগ্য হইয়া ২,৩ দিবস অহিবাহিত হইলে এবং বেদনার হ্রাস হইলে পর কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিতে হইবে। কাঁচা বা অপক্ক জ্বরে ও দোষযুক্ত জ্বরে কদাচ কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিবে না। এই অবস্থায় লঘু পথ্য প্রদান করা উচিত। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুধসাগু, বা দুধ এরোরুট, দুধবার্লী কিম্বা জলসাগু প্রদান করা উচিত।

রোগীর বাহ্যে পরিষ্কার না থাকিলে ও রোগী দুর্ব্বল না হইলে জোলাপ পাউডার বা ক্যাষ্টর অয়েল দ্বারা বাহ্যে করাইতে হইবে নচেৎ ডুস ব্যবহার করিতে হইবে।

নিউমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা।

রোগী এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে ফুসফুস ক্রমশঃ ভরাট হইয়া আসে এবং এইরূপ অবস্থা ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকে, বক্ষের ভারবোধ ও বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। রোগী কোন অবস্থায় বক্ষ-স্থাপন করিয়াই সুস্থ হইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রলাপ, একজ্বরিতা, চৈতন্য হ্রাস, বিহ্বলতা, চক্ষু ঘোলা, শ্বাস কষ্ট ইত্যাদি মৃত্যু লক্ষণ সকলও পরিস্ফুট হইয়া থাকে। রোগী এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে বিশেষ

মনোযোগের সহিত অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণ করা বিধেয় নচেৎ প্রায়ই রোগ গুরুতর আকার ধারণ করিয়া রোগীর মৃত্যু সংঘটন করিয়া থাকে।

কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে প্রথমাবস্থার ন্যায় উপায়ে বাহ্যে পরিষ্কার করাইয়া দিবে এবং বক্ষবেদনার জন্য মালিশ, পুলটীশ বা ব্লিষ্টারের ব্যবস্থা করিবে। শ্বাস কষ্টের জন্য অক্সিজেনের ঘ্রাণ বিশেষ উপকারী ও কষ্ট নিবারক। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

দ্বিতীয়াবস্থার ঔষধ।

ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম
টিংচার হায়েসায়মান	১ ১/৩ ড্রাম
কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	৪০ গ্রেণ
ভাইনাম ইপিকাক	১॥০ ড্রাম
ক্যাম্ফর মিকশ্চার	৭ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশাইয়া ৮ দাগে বিভাগ করতঃ ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করাইলে দেহস্থ যন্ত্র সকলের উত্তেজনা, কফঃ নিঃসরণ ও প্রাদাহাদি নিবারিত হইয়া রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে। এইরূপে ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া যখন শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে, ফুসফুসের জমাট শ্লেষ্মানিঃসৃত হইয়া ফুসফুস পরিষ্কার হইয়া যাইবে, জ্বরের উপশম উপশম হইবে, সেই সময়ে কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করিতে হইবে।

জ্বর আরোগ্য হইলে রোগীকে বলকারক পথ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য। ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, দুগ্ধসাগু, চর্ব্বিবর্জ্জিত কচি ছাগ মাংসের জুস সহ পোর্ট-ওয়াইন ৪ ড্রাম মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া পথ্য প্রদান করিবে। ইহাতে রোগী ক্রমশঃ বলসঞ্চয় করিয়া সুস্থ হইবে।

যদি অবস্থায় রোগীর নিদ্রা না হয় তাহা হইলে পটাশ ব্রোমাইড ২০ গ্রেণ, টীংচার হায়েসায়মাস—১৫ মিনিম, ক্যাম্ফর মিকশ্চার ১ আউন্স মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর রাত্রি অতিবাহিত হইলে পর সেবন করিতে দিবে। ইহাতেও নিদ্রা না হইলে ২ ঘণ্টার পর আর এক মাত্রা এইরূপে প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইবে।

নিউমোনিয়ার তৃতীয়াবস্থা।

রোগী এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে ফুসফুসের অধিকাংশ ভরাট হইয়া আসে, রোগীর বর্ণ ম্লান হইতে পীত, ধূসর বা নীল বর্ণ ধারণ করে। শ্বাস প্রশ্বাসে অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হয় এবং রোগীকে নির্জীব ও মৃতবৎ অনুমিত হয়। এই অবস্থায় অনবরত স্বেদ প্রদান, অক্সিজেনের ঘ্রাণ, ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ বা মাংসের জুস ভাইনাম গ্যালিসাই বা পোর্টওয়াইন সহ মধ্যে মধ্যে প্রদান করা উচিত। ইহাতে রোগী বলসঞ্চয় করিতে পারে যন্ত্র সমূহের উত্তেজনা সাধিত হয় এবং সম্ভব মত কষ্টের লাঘব হয়। এই অবস্থায় নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত।

তৃতীয়াবস্থার ঔষধ।

কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	৪০ গ্রেণ
ভাইনাম এপিকাক	৪০ মিনিম
টিংচার সেনেগা	২॥০ ড্রাম
টিংচার সিলি	২ ড্রাম
ইনফিউজান সেনেগা	৭ আবন্স

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভক্ত করতঃ ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া সেবন করাইলে শ্লেষ্মার নিঃসরণ দ্বারা ফুসফুসের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয় এবং শারীরিক যন্ত্রসমূহের উত্তেজনা বর্দ্ধিত হয়।

কাস নিবারক ঔষধ।

এই রোগে রাত্রিকালে যদ্যপি কাস দৃষ্ট হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে।

একষ্ট্রাক্ট জেন্সিয়েন	৪ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্ট কোনায়াম	১ গ্রেণ

এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ৪টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। রাত্রে যখন কাস বৃদ্ধি হইবে তখন এই বটীকা দুই ঘণ্টা অন্তর ২।৩ বার সেবন করাইলে কাসের উপদ্রব অন্তর্হিত হয়। পূর্ব্বেই উল্লিলিখিত হইয়াছে যে নিউমোনিয়ার উপসর্গ সকল একেবারে অন্তর্হিত হইলে তবে কুইনাইন মিকশ্চার ব্যবহার করিতে দিবে। উপসর্গ বিদ্যমান থাকিলে কদাচ উহা ব্যবহার করিতে দিবে না।

কুইনাইন মিকশ্চার।

সালফেট অব কুইনাইন	২৪ গ্রেণ
নাইট্রোমিউরিয়াটিক এসিড ডিল	১৷৷০ ড্রাম
টিংচার কার্ডামাম কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম
চিরেতার জল	৭৷৷০ আউন্স

প্রথমে কুইনাইনকে নাইট্রোমিউরিয়াটীক এসিডে দ্রব করিয়া লইয়া পরে অন্যান্য ঔষধ মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাকে ৮ দাগে বিভাগ করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর প্রতি দাগ সেবন করিতে দিবে।

দুর্ব্বলাবস্থায় কুইনাইন মিকশ্চার।

দুর্ব্বলাবস্থায় কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগের প্রয়োজন হইলে নিম্ন লিখিত দ্রব্য গুলির মিশ্রণে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সালফেট অব কুইনাইন	৪০ গ্রেণ
সালফিউরিক এসিড ডিল	১॥০ ড্রাম
টিংচার কার্ডমাম কম্পাউণ্ড	২ ড্রাম
পোর্ট ওয়াইন	২ আউন্স
পরিশ্রুত জল	৫॥০ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ৮ দাগে ভাগ করতঃ প্রথম দিন তিন ঘণ্টা অন্তর ৪ দাগ, দ্বিতীয় দিন ২ বার, তৃতীয় ও তৎপর দিবস ১ বার করিয়া সেবন করিতে দিলে রোগী সহজেই বলসঞ্চয় করিয়া সম্পুর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

জ্বর বন্ধ করিবার জন্য সচরাচর যে কুইনাইন মিকশ্চার ব্যবহৃত হয় তাহার ঔষধগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুইনাইন মিকশ্চার।

সালফেট অব কুইনাইন	৩২ গ্রেণ
সালফিউরিক এসিড ডিল	১ ড্রাম
টিংচার কার্ডামাম কম্পাউণ্ড	১ ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৭॥০ আউন্স

প্রথমে কুইনাইনকে সালফিউরিক এসিডে দ্রব করিয়া লইয়া পরে অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সমস্ত মিশ্রিত দ্রব্যকে ৮ দাগে বিভক্ত করিয়া ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। প্রথম দিন ৪ দাগের অধিক ঔষধ সেবন করিতে দিবে না। প্রথম দিন ঔষধ সেবনেই সাধারণতঃ জ্বর বন্ধ হয়। তাহাতেও জ্বর বন্ধ না হইলে দ্বিতীয় দিন ঐ নিয়মে ঐরূপ মাত্রায় সেবন করান উচিত। তাহা হইলে জ্বর নিশ্চিত স্থগিত হইবে। জ্বর বন্ধ হইলে পর কয়েক দিন প্রত্যহ ১ দাগ

করিয়া সেবন করা উচিত। এই মিকশ্চার জ্বরাবস্থায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

জ্বর বিকারের পর যে কুইনাইন মিকশ্চার দেওয়া হয়
তাহার ঔষধাবলীর পরিমাণ।

সালফেট অব কুইনাইন	২০ গ্রেণ
সালফিউরিক এসিড ডিল	৪০ মিনিম
পোর্টওয়াইন	৪ ড্রাম
ডিকক্সান সিঙ্কোনা	৪ আউন্স

এই ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগে বিভক্ত করিবে। বিকারাবস্থায় জ্বরের বিরাম হইলে ২ ঘণ্টা অন্তর ৪ বার সেবন করাইবে। এক দিবসে ২০।২৫ গ্রেণের অধিক কুইনাইন কদাচ প্রয়োগ করিবে করিবে না। জ্বর ত্যাগের পর যদ্যপি দাস্ত পরিষ্কার ও অগ্নি বৃদ্ধি করাইবার প্রয়োজন অনুভূত হয় তাহা হইলে ইহার সহিত টিংচার জেন্সিয়েন ২ ড্রাম প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শরীরের উত্তাপ নাশ হয়, মৃদু বিরেচন ও পিত্তদোষ সংশোধিত হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। যদি উদর মধ্যে কোন স্থানে বেদনা অনুভূত হয় তাহা হইলে ইহার সহিত টিংচার জিঞ্জার ১ ড্রাম যোগ করিয়া লইবে। ইহাতে উদরের বেদনা নাশ, অগ্নি বৃদ্ধি ও আভ্যন্তরীক যন্ত্রাদির উত্তেজনার বৃদ্ধি হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে।

দুর্ব্বলাবস্থায় যে কুইনাইন মিকশ্চার প্রয়োগ করা হয়
তাহার ঔষধাবলীর মাত্রা।

সালফেট অব কুইনাইন	২০ গ্রেণ
সালফিউরিক এসিড ডিল	৪০ মিনিম
টিংচার কার্ডামাম	১ ড্রাম

টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	১ ,,
টিংচার জিঞ্জার	১ ,,
ভাইনাম গ্যালিসাই	৪ ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৩।৷০ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করিবে। পরে ২ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া ঔষধ জ্বর বিরাম কালে সেবন করাইবে।

পালাজ্বরের ঔষধ।

সালফেট অব কুইনাইন	২৪ গ্রেণ
সালফিউরিক এসিড ডিল	৩০ মিনিম
টিংচার কলম্বা	১।৷০ ড্রাম
টিংচার জিঞ্জার	১।৷০ ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৭।৷০ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশাইয়া ৮ দাগে বিভক্ত করতঃ জ্বর নিবৃত্তির সময় ব্যবহার করিলে পালাজ্বর বিনষ্ট হয়।

জ্বর বিকারকালে কর্ণমূলে শোথ।

জ্বর প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে কর্ণমূলে স্ফীত হইয়া ভীষণ জ্বর হইলে সেই শোথ প্রাণনাশক বলিয়া বিবেচনা করিবে। জ্বর বিকারের মধ্যাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ প্রকাশ পাইলে বিস্তর ক্লেশ ও বহুচিকিৎসায় উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। জ্বর বিকারের শেষে কর্ণমূলে শোথ প্রকাশ পাইলে তাহা অল্লায়াসে ও সামান্য প্রতিবিধানেই আরোগ্য হইয়া যায়; জ্বর বিকার সময়ে কর্ণমূল ফুলিয়া অতিশয় কন্‌কন্ করিতে থাকে। এজন্য রোগী ভাল করিয়া হাঁ করিতে পারে না এবং প্রবল জ্বর অনুভূত হয়। এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হইলে টিংচার আইয়ো-

ডিন তুলিতে করিয়া ৫৭ বার বেদনা স্থানে প্রলেপ. পুলটীশ প্রদান অথবা গরম জলের ফোমেণ্ট করিলে সেই স্থানের আবদ্ধ রক্ত গতি-শীল হইয়া শোথ ও তজ্জনিত যন্ত্রণার উপশম করিয়া থাকে। ইহাতেও আরোগ্য না হইলে উক্ত শোথের উপর লিনিমেণ্ট বেলে-ডোনার পটি বসাইলেও উপকার হয়। টিংচার বেলেডোনা ২ ড্রাম লইয়া কিঞ্চিৎ জলসহ মিশাইয়া তাহাতে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া ঐ শোথের উপর জলপটীর ন্যায় বসাইয়া তাহার উপর বেলেডোনা মিশ্রিত জল মধ্যে মধ্যে দিয়া ঐ বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া রাখার নাম বেলেডোনার পটী দেওয়া।

১ আউন্স পরিশ্রুত জলে ১৫ মিনিম বেলেডোনা দিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া সেবন করিলেও কর্ণমূলের শোথ আরোগ্য হয়। জ্বর বা বিকার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়।

জ্বর অবস্থায় পেটফাঁপিলে।

জ্বর অবস্থায় বায়ু প্রকোপিত হইয়া, ক্রিমিদোষ জনিত, মল বদ্ধ হেতু ভুক্ত বস্তুর জীর্ণভাব বশতঃ অধিক উষ্ণ কারক ঔষধাদি সেবন জন্য বা অন্য কারণে পেট ফাঁপিতে পারে।

বায়ুর প্রকোপ বশতঃ উদর স্ফীত হইলে গরম জলে সাবান গুলিয়া উদরে মালিশ করিলে কিম্বা তার্পিণ তৈল উদরে মালিশ করিলে, উদরে শীতল জলের পটী দিলে, নারিকেল তৈল ও জল মিশাইয়া উদরে মালিশ করিলে কিম্বা ১০ গ্রেণ সোডা ও ৮ গ্রেণ টার্টারিক এসিড একত্রে মিশ্রিত করিয়া শীতল জলসহ সেবন করাইলে বায়ু প্রকোপে পেট ফাঁপার আশু নিবৃত্তি হয়। ক্রিমি জনিত পেটফাঁপায় ক্রিমিঘ্ন ঔষধ প্রয়োগে ক্রিমির বিনাশ সাধিত হইলে উহার নিবৃত্তি হয়। যাহার ক্রিমি

দোষ থাকে তাহাকে জ্বরের প্রথমাবস্থায় বাই কার্ব্বনেট অব সোডা ১০ গ্রেণ, স্যান্টোনাইন ৩ গ্রেণ এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে এবং ইহা সেবনের ৪।৫ ঘণ্টা পরে ১ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ প্রদান করিবে। ইহাতে ক্রিমিকুল বিনষ্ট হইয়া বাহ্যের সহিত নির্গত হইয়া যায় এবং ইহাতে রোগেরও উপশম হয়। এ সময় রোগীর ধাতু অত্যন্ত রুক্ষ থাকে।

উষ্ণ ঔষধাধি সেবনাধিক্য জনিত পেট ফাঁপিলে উদরোপরি শীতল জলের পটী দিলে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ, পাতি বা কাগজী নেবুর রস সহ মিছরীর সরবৎ পান করিলে উহা আরোগ্য হয়। মল বদ্ধ জনিত পেটফাঁপায় মল পরিষ্কার করিয়া দিলেই উহা আরোগ্য হয়।

জ্বরকালে ভেদ হইলে কি করা উচিত।

জ্বরকালে অতিশয় ভেদ হইলে তাহাকে জ্বরাতিসার কহে। পৃথকই হউক অথবা ঐ সময়ের ঔষধ সহই হউক ১৫ বিন্দু ক্লোরোডাইন অথবা ১০ বিন্দু টিংচার ওপিয়াম আলাদা অথবা ঔষধসহ মিশাইয়া সেবন করাইলে ঐ রোগ আরোগ্য হয়।

জ্বরকালে হিক্কা বা শ্বাসের উপদ্রব হইলে কি করা উচিত।

উপবাস, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ অথবা উৎকট রোগ নিবন্ধন হিক্কা ও শ্বাস রোগ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। উপবাস জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে বলকারক পথ্যাদি প্রদান করিলে সহজেই উহা অন্তর্হিত হয়। উষ্ণকর ঔষধ ব্যবহার জন্য হিক্কা উপস্থিত হইলে, ঔষধ সেবন বন্ধ করিয়া মিছরীর সরবৎ, সোডা, এসিড, ব্যাতাবিনেবু ও বন্ধা দুগ্ধ পথ্য

রূপে প্রদান করিলে উপকার হয়। এই অবস্থায় উদরের উপর শীতল জলের পটী দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। সামান্য হিক্কায় একটী লবঙ্গ বা গোলমরিচ পোড়াইয়া তাহার ধূমের আঘ্রাণ লইলে হিক্কা নিবারিত হয়। প্রবল হিক্কায় মুড়ি (টাটকা ভাজা) ভিজাইয়া তাহার জল পান করিলে অথবা কচি তালশাঁসের জল পান করিলে উহা নিবারিত হইয়া থাকে।

জ্বরকালে বমন উপদ্রব রূপে বর্ত্তমান থাকিলে কি করা উচিত।

জ্বরকালে বমনের উপদ্রব প্রবল থাকিলে প্রথমেই বমন নিবারণের উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, কারণ বমনের নিবৃত্তি না হইলে ঔষধ পান করাইয়া কোন ফল পাওয়া যায় না যেহেতু ঔষধ পান করিবা মাত্র উহাও বমন হইয়া যায়। এই অবস্থায় পাতি বা কাগজী নেবু কাটীয়া লবণসহ চুষিতে দিলে, লেমোনেড প্রস্তুত করাইয়া পান করিতে করিতে দিলে, মস্তকে ও পেটের উপর শীতল জলের পটী দিলে, বরফের টুক্‌রা অথবা বরফ জল পান করিতে দিলে, মৌরী ভিজান জল পান করাইলে, কর্পূর মিশ্রিত জল পান করাইলে, কর্পূর, শ্বেতচন্দন, কাগজী লেবু ইত্যাদির আঘ্রাণ লইলে বমনোদ্বেগ ও বমন নিবারিত হইতে পারে।

যদ্যপি ইহাতেও বমনের নিবৃত্তি না হয় তাহা হইলে চুণের স্বচ্ছ জল ১ ছটাক, মিছরীর গুঁড়া অর্দ্ধ ছটাক, বরফ বা বরফ জল অর্দ্ধ পোয়া একত্র মিশাইয়া এক চামচ মাত্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে। এইরূপে ৩।৪ বার সেবন করাইলেই বমনোদ্বেগ ও বমনের নিবৃত্তি হইবে। বমন নিবৃত্তির পর ঔষধাদি সেবন করাইলে আর উঠিয়া যাইবে না।

বিকারাবস্থায়—অতি ঘর্ম্ম উপস্থিত হইলে কি করা উচিত।

সামান্য জ্বরে ঘর্ম্ম উপস্থিত হইলে উহা জ্বর ত্যাগের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহাতে শরীরের উত্তাপের লাঘব হয়, শরীরস্থ রসের হ্রাস হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থের নির্গম হওয়ায় শরীর সুস্থ হয়। কিন্তু বিকারাবস্থায় অতি ঘর্ম্ম বিশেষ ভয়ের লক্ষণ রূপেই গণ্য হইয়া থাকে। ইহাতে দেহস্থ যন্ত্রাদি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যায়, শরীর হীন বল হইয়া যায়, হৃৎপিণ্ডের কার্য্য ক্রমশঃ মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে থাকে এবং ইহা বন্ধ না হইলে শীঘ্রই রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সময়ে সর্ব্বাঙ্গ শুঁঠের গুড়া, আবীর অথবা কড়ি ভস্ম ছাঁকিয়া মালিস করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হইয়া শরীরের উষ্ণতা ও ধমনীর উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত ঔষধও ব্যবহার করা উচিত।

সালফিউরিক এসিড ডিল	১ ড্রাম
টিংচার বেলেডোনা	৩২ মিনিম
সালফিউরিক ইথার	৮০ মিনিম
ক্লোরিক ইথার	৮০ মিনিম
শীতল জল	৩ আউনস

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগে বিভক্ত করতঃ ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হয়।

জ্বর বিকারে অত্যন্ত ঘর্ম্ম হইয়া ধমনীর বিকৃতি ও মুমুর্ষাবস্থা লক্ষিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রদান করিবে।

টিংচার বেলেডোনা	৪০ মিনিম
এসিড সালফিউরিক ডিল	১ ড্রাম
শীতল জল	৪ আউন্স

মিশাইয়া ৪ মাত্রায় বিভাগ করতঃ ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে অতি ঘর্ম্ম নিবারিত হইয়া ধমনীর উত্তেজনার বৃদ্ধি করে।

ফিবার পাউডার।

জলীয় ঔষধের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ আবার গুড়া ঔষধ ব্যবহার করাই অধিক পছন্দ করেন। তাহাদের জন্য নিম্নে ঔষধ প্রদত্ত হইল।

পাল্‌ভ জেলাপ	৪ ড্রাম
সোডা	৪০ গ্রেণ
ক্যালোমেল	২০ গ্রেণ
পাল্‌ভ ইপিকাক	২ গ্রেণ

এই সমস্ত ঔষধ খলে পেষণ পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া ৪ পুরিয়ায় বিভাগ করতঃ ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া ঔষধ সেবন করিতে হইবে। পুরিয়ার ঔষধ মুখে দিয়া কিছু জল সহ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে ৩।৪ বার দাস্ত হইয়া জ্বরের লাঘব বা জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে। রোগীর প্লীহা বৃদ্ধি হইলে ক্যালোমেল যুক্ত ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ কিন্তু ক্যালোমেল বাদ দিয়া ঐ ঔষধ সেবন করান যাইতে পারে।

ফিবার পাউডার (অন্য প্রকার)

জেম্‌স পাউডার	৮ গ্রেণ
নাইট্রেট অব পটাশ	২০ গ্রেণ
সোডা	৪০ গ্রেণ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র পেষণ করিয়া ৪টী পুরিষায় বিভাগ করতঃ ২।৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক পুরিয়া সেবন করিলে রসের লাঘব সাধিত হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে। ৪।৫ দিবস জ্বর ভোগের পর নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত।

ফিবার পাউডার (অন্যরূপ)

পাল্‌ভ এন্টীমনি	৮ গ্রেণ
ক্লোরেট অব পটাশ	২০ গ্রেণ
সোডা	৪০ গ্রেণ
পাল্‌ভ সিঙ্কোনা	৪০ গ্রেণ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র পেষণ করিয়া ৪ পুরিয়ায় বিভাগ করতঃ ২।৩ঘণ্টা অন্তর এক একটা পুরিয়া সেবন করাইতে হইবে। ইহার প্রয়োগে বায়ুর শান্তি, রক্তের দোষ সংশোধন ও জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে।

ফিবার পাউডার (অন্য প্রকার)

যগুপি কোন ব্যক্তির ক্রিমি দোষ থাকে এবং তজ্জনিত জ্বর হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত থাকে, প্রলাপ, অচৈতন্যতা, দাঁত কড় কড় করা, চমকে উঠা, একজ্বরিতা ইত্যাদি লক্ষণও উহার সঙ্গে বিগুমান থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

কার্ব্বনেট অব সোডা	৩০ গ্রেণ
পাল্‌ভ সিঙ্কোনা	৪০ গ্রেণ
পালভ রিয়াই	৪০ গ্রেণ
স্যাণ্টোনাইন	৪০ গ্রেণ

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ করতঃ ৪টী পুরিয়ায় বিভাগ করতঃ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক পুরিয়া করিয়া সেবন করাইলে ক্রিমির বিনাশ

সাধিত হয়, মল পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে উপসর্গাদিও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

কুইনাইন পাউডার।

সালফেট অব কুইনাইন	১৬ গ্রেণ
কার্ব্বনেট অব সোডা	২০ গ্রেণ
পাল্‌ভ রিয়াই	২০ গ্রেণ
পাল্‌ভ জিঞ্জার	৮ গ্রেণ

এই সমস্ত একত্রে পেষণ করিয়া ৪টী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে এবং ইহার এক একটী পুরিয়া ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর বিরাম কালে সেবন করাইতে হইবে। ৪।৫ বার এইরূপে এই ঔষধ সেবন করাইলে জ্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং মলও পরিষ্কার থাকে।

কুইনাইন পাউডার।

সালফেট অব কুইনাইন	২৪ গ্রেণ
পাল্‌ভ ইপিকাক	১ গ্রেণ
কার্ব্বনেট অব সোডা	২০ গ্রেণ

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে পেষণ করিয়া ৪টী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে এবং ইহার এক একটী পুরিয়া জ্বর বিরাম কালে ১ কিম্বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইলে মৃদু বিরেচন, পিত্তনিঃসরণ ও শরীর সংশোধনান্তর রোগীকে আরোগ্য করিয়া থাকে।

কুইনাইন পাউডার (অন্য প্রকার)

সালফেট অব কুইনাইন	২০ গ্রেণ
ক্লোরেট অব পটাশ	২০ গ্রেণ
ক্যাম্ফর	২ গ্রেণ
কার্ব্বনেট অব সোডা	৪০ গ্রেণ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া চারিটী পুরিয়ায় বিভাগ করতঃ এক একটী পুরিয়া ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর জ্বর বিচ্ছেদ কালে সেবন করাইবে। এইরূপে ৩।৪ বার সেবন করাইলে রক্তশোধন, বায়ুর শান্তি, শরীর শীতল হইয়া জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকে।

জ্বর বিকারের পর দুর্ব্বলাবস্থায় যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

নাইট্রোমিউরিয়াটীক এসিড ডিল	৮০ মিনিম
ফেরি সাইট্রেট অব কুইনাইন	৪০ গ্রেণ
টিংচার জেন্সিয়েন	৪ ড্রাম
শীতল জল	৭ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভাগ করিবে। পরে দিবসে দুইবার হিসাবে কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন জ্বর নির্ম্মূল হইয়া রোগী দিন দিন বললাভে সমর্থ হয়। জ্বরাবস্থায় কুইনাইনাদি সেবন জন্য শরীরে যে সমস্ত দোষ উপস্থিত হয় এই ঔষধ ব্যবহারে সেই সমস্ত দোষের সংশোধন হইয়া থাকে। ইহা শরীর-দোষ নাশক, মৃদুবিরেচক, উত্তাপ নাশক, জ্বরঘ্ন, কুইনাইন দোষ সংশোধক, পিত্ত-নাশক ও বলকারক।

ম্যালেরিয়া জ্বরে ঔষধাদির ব্যবস্থা

বঙ্গদেশে রোগে যত মানব মৃত্যুমুখে পতিত হয় তন্মোধ্যে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুতরাং ইহার করাল মূর্ত্তির পরিচয় বঙ্গদেশে আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। কলিকাতার প্রসিদ্ধ হাস পাতাল সমূহে এই রোগ প্রতিকারার্থে যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুইনাইন	৩ গ্রেণ
রুবার্ব্ব	১৫ গ্রেণ
জিঞ্জার	৬ গ্রেণ

এই সমস্ত একত্র পেষণ করিয়া মিশাইয়া চারিটা পুরিয়া করিবে। ইহার এক একটী পুরিয়া ৪ঘণ্টা অন্তর জ্বর বিচ্ছেদ কালে সেবন করাইবে। ইহা মৃদু বিরেচক, রক্তদোষ নাশক, জ্বরঘ্ন ও ম্যালেরিয়া বিষ নাশক। উপরোক্ত ঔষধটী পাউডার। ইহা ব্যতীত মিকশ্চারও প্রদত্ত হইয়া থাকে। নিম্নে তাহারই ঔষধাদি লিখিত হইল।

কুইনাইন	৩ গ্রেণ
এসিড সালফিউরিক ডিল	১৫ মিনিম
ফেরি সাল্‌ফ	৩ গ্রেণ
শীতল জল	৩ আউন্‌স

এই সমস্ত ঔষধ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ৩ দাগ করিবে। জ্বর বিরাম কালে ইহারই এক এক দাগ ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে। রোগী ও রোগের অবস্থানুসারে ঔষধের মাত্রার তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাও মৃদু বিরেচক, রক্তদোষ সংশোধক, জ্বরঘ্ন, ও ম্যালেরিয়া বিষ নাশক।

সাধারণতঃ ম্যালেরিয়ার প্লীহা ও লিভার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যদি প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহৃত হইতে পারে।

কুইনাইন সাল্‌ফ	১৫ গ্রেণ
এসিড সালফিউরিক ডিল	৩০ মিনিম
এসিড কার্ব্বলিক ডিল	২০ মিনিম
ফেরি সাল্‌ফ	৬ গ্রেণ

ম্যাগ্নিসিয়া সাল্‌ফ	৩ ড্রাম
টিংচার নক্সভমিকা	৯ মিনিম
টিংচার কলম্বা	১ ড্রাম
একোয়া	৩ আউন্‌স

সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৩ মাত্রায় বিভাগ করতঃ ৩ ঘণ্টা অন্তর প্রতি মাত্রা সেবন করাইতে হইবে।

টিংচার আইয়োডিন	১৫ মিনিম
টিংচার ষ্টীল	৩০ ,,
পরিশ্রুত জল	৩ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া ৩ মাত্রায় বিভাগ করতঃ প্রতিদিন তিন বারে তিন মাত্রা সেব্য।

লিভার বৃদ্ধি হইয়াছে অনুমিত হইলে নিম্নলিখিত মিকশ্চার ব্যবহার করাইতে হইবে।

কুইনাইন সাল্‌ফ	৯ গ্রেণ
এসিড নাইট্রোমিউরিয়াটীক ডিল	২০ মিনিম
এমোন ক্লোরাইড	৩০ গ্রেণ
ভাইনাম ইপিক্যাক	২০ মিনিম
টিংচার বেলেডোনা	১৫ ,,
পরিস্রুত জল	৩ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ৩ মাত্রায় বিভাগ করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেবন করিতে হইবে। প্লীহা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে শুদ্ধ ঔষধ সেবন করিয়া ফল পাইতে বিলম্ব হয়। সেই কারণ সেই সকল স্থানে বর্দ্ধিত প্লীহার উপর মালিশের ব্যবস্থা করিলে অতি শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়।

প্লীহার মলম।

প্রুফ স্পিরিট	৪০ মিনিম
আইয়োডিন	১৬ গ্রেণ
প্রিপেয়ার্ড লার্ড	১ আউন্স
আইয়োডাইড অব পটাশ	১৬ গ্রেণ

প্রথমে প্রুফ স্পিরিট সহ আইয়োডিন ও পটাশ আইয়োডাইডকে গলাইয়া লইয়া প্রিপেয়ার্ড লার্ড সহ মিশ্রিত করতঃ কর্দ্দমাকারে পরিণত করিবে। এই মলম প্লীহা ও যকৃতের উপর মালিশ করিলে অতি অল্প দিন মধ্যেই বর্দ্ধিত প্লীহা ও যকৃত স্বাভাবিক আকার ধারণ করে।

লিভার পিল।

একষ্ট্রাক্ট কলোসিন্থ	৬ গ্রেণ
ইউনিমিন	৬ গ্রেণ
পাল্‌ভ স্ক্যামিনি	৬ গ্রেণ
পাল্‌ভ ইপিক্যাক	১॥ গ্রেণ

এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬টী বড়ী প্রস্তুত করিবে। উদরাময় থাকিলে ইহা সেবন নিষিদ্ধ। প্রত্যহ শয়নকালে একটী করিয়া বড়ী সেব্য।

লিভার পিল (অন্য প্রকার)

একষ্ট্রাক্ট ট্যারাকসেসাই	৩৬ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্ট এলোজ	১২ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্ট এসিড কলচিঃ	৬ গ্রেণ
পাল্‌ভ ইপিক্যাক	৬ গ্রেণ

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ ১২টী বটীকা

প্রস্তুত করিবে। প্রতি রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ২টী করিয়া বটীকা সেব্য। পুরাতন যকৃত রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

কলেরা রোগ।

ওলাউঠা ও বিসূচিকা এই রোগের নামান্তর মাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এই রোগে তিনটী বিভিন্ন অবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমাবস্থায় চাল ধোয়ানি জলের ন্যায় ভেদ ও বমন, চক্ষু কোঠর প্রবিষ্ট হয়, অতিমাত্রায় দৌর্ব্বল্য অনুভূত হয়, হাত পায়ে খাল ধরিতে আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় পাকস্থলীর উপর মাষ্টার্ড প্লাষ্টার লাগাইলে বমন নিবারিত হইবার সম্ভাবনা। যদি তাহাতেও বমন নিবারিত না হয় তাহা হইলে লাইকার লিটি দ্বারা পাকস্থলীর উপর ফোস্কা করিয়া ফোস্কার ছাল অপসরণ পূর্ব্বক উহার উপর সিকি গ্রেণ মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলে বমন নিবারিত হয়।

কলেরা রোগে পিপাসা।

এই রোগে অতিরিক্ত পিপাসা হয় এবং পিপাসার কিছুতেই নিবৃত্তি হয় না। এই অবস্থায় রোগীকে বরফ, বরফ জল অভাবে শীতল বিশুদ্ধ জল ইচ্ছানুরূপ পান করিতে দিবে। সর্ব্বকাল সময় এবং সকল অবস্থাতেই বরফ খাইতে বা জল পান করিতে দেওয়া বিধেয়।

ওলাউঠার প্রথমাবস্থার প্রতিকার।

কিঞ্চিৎ কাশীর চিনি সহ স্পিরিট ক্যাম্ফর ১০—২০ ফোঁটা পরিমাণে সেবন করাইলে এই রোগের প্রথমাবস্থার ভেদ ও বমন নিবৃত্তি হয়।

কিঞ্চিৎ শীতল জলের সহিত ৩০ ফোঁটা মাত্রায় ২।৩ বার ক্লোরোডাইন সেবন করিতে দিলে ভেদ ও বমন শীঘ্র দমিত হয়।

জ্বরে কুইনাইন যেমন একটী মহৌষধ সেইরূপ কলেরার ওপিয়ামও একটী মহৌষধ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

কলেরার প্রথমাবস্থায়।

এসিটেট অব লেড	১২ গ্রেণ
টিংচার ওপাই	১ ড্রাম
পরিশ্রুত জল	৪ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া ৪ মাত্রায় বিভাগ করতঃ অবস্থানুযায়ী ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

এসিড সালফিউরিক ডিল	১০ মিনিম
টিংচার ওপিয়াই	১০ ,,
টিংচার কাইনো	২০ ,,
এসিড ট্যানিক	১০ গ্রেণ
পরিশ্রুত জল	১ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ মাত্রায় বিভাগ করতঃ অবস্থানুসারে ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেবনে বিশেষ ফল দর্শে।

এসিটেট অব লেড	৩ গ্রেণ
এসিটিক এসিড	৩ মিনিম
একোয়া ক্যাম্ফর	১ অউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া এক মাত্রা হইবে। এইরূপে ১ মাত্রা করিয়া ৫ মাত্রা দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

দ্বিতীয়াবস্থা।

এই অবস্থায় ভেদ ও বমনের হ্রাস বা নিবৃত্তি হইয়া রোগীর সর্ব্ব-শরীর শীতল হইতে থাকে, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম নির্গত হইতে থাকে, অঙ্গুলি চুপ্‌সিয়া যায়, অঙ্গুলির অগ্রভাগ ও নখ নীল বর্ণ ধারণ করে।

কলেরার দ্বিতীয় অবস্থার ঔষধ।

ক্যালোমেল	৮ গ্রেণ
সোডা	৮ গ্রেণ

এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪টী পুরিয়া প্রস্তুত করিবে ২ ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া সেবন করাইতে থাকিবে যখন মলের রং হরিদ্রাবর্ণ হইবে তখন এই ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। নাড়ীর অবস্থা মন্দ দৃষ্ট হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	৮০ মিনিম
লাইকার আর্সেনিক	৪ ,,
শীতল জল	৪ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগে বিভাগ করতঃ নাড়ীর গতি বিবেচনা পূর্ব্বক অর্দ্ধ, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

ওলাউঠার প্রারম্ভেই নাড়ীর গতি মন্দ দেখিলে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

সালফিউরিক ইথার	১ ড্রাম
স্পিরিট এমোন এরোম্যাট	১ ,,
ভাইনাম গ্যালিসাই	৪ ,,
শীতল জল	৪ আউন্স

এই সকল একত্র করতঃ মিশাইয়া ৪ দাগ ঔষধ হইবে। নাড়ীর অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক অর্দ্ধ, এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। যদি ইহার উগ্র ঘ্রাণে বমনোদ্রেক উপস্থিত হয় তাহা হইলে এই ঔষধ বন্ধ করিয়া দিবে।

কলেরার দ্বিতীয়াবস্থায় ওপিয়াম ব্যবস্থা করা কদাচ উচিত নহে।

এসিড সালফিউরিক ডিল	১০ মিনিম
টিংচার ক্যাটিচিউ	৩০ ,,
টিংচার কাইনো	২০ ,,
এসিড গ্যালিক	১০ ,,
পরিস্রুত জল	১ আউন্স

একত্রে মিশাইয়া এক মাত্রা করিবে। এইরূপ ৪ মাত্রা করিয়া ১ বা ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

কলেরার দ্বিতীয়াবস্থার লক্ষণ প্রকাশিত হইবা মাত্র নিম্নলিখিত ঔষধের যে কোন একটী প্রয়োগে উপকার পাওয়া যায়।

স্পিরিট ইথার সাল্‌ফ	৩ ড্রাম
স্পিরিট ভাইনাম গ্যালিসাই	১২ ড্রাম
ইনফিউজান সিঙ্কোনা ফ্লেভা	৮ আউন্স

এই সকল ঔষধ মিশাইয়া ৬ মাত্রা করিবে। ৪ ঘণ্টা অন্তর ইহার এক এক মাত্রা সেব্য।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	১ ড্রাম
স্পিরিট ভাইনাম গ্যালিসাই	১২ ড্রাম
পরিস্রুত জল	২ আউন্স

একত্র মিশাইয়া ৪ মাত্রায় বিভাগ করিয়া প্রতি মাত্রা ২ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

স্পিরিট ভাইনাম গ্যালিসাই	১ ড্রাম
স্পিরিট ইথার সাল্‌ফ	১০ মিনিম
স্পিরিট এমোন এরোম্যাট	১৫ ,,
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	১৫ ,,
এমোন কার্ব্ব	৫ গ্রেণ
টিংচার ডিজিটেলিস	৫ মিনিম
টিংচার ল্যাভেণ্ডার কোঃ	২০ মিনিম
পারিস্কৃত জল	১ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া এক মাত্রা হইবে এইরূপ ৪ মাত্রা প্রস্তুত করিয়া অবস্থানুসারে ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

ওলাউঠার তৃতীয়াবস্থা।

এ অবস্থায় রোগীর দেহে উত্তাপ ও নাড়ীতে জ্বর বেগ অনুভূত হয়। এই সময়কে তৃতীয়াবস্থা বলে। এ সময়ে প্রস্রাব করাইবার চেষ্টা করা উচিত। নিম্নে প্রস্রাব করাইবার ঔষধগুলি লিখিত হইল।

এসিটেট অফ পটাশ	২৪ গ্রেণ
ক্লোরেট অব পটাশ	২০ গ্রেণ
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম
ক্লোরিক ইথার	২ ড্রাম
টিংচার ডিজিটেলিস্	২০ মিনিম
শীতল জল	৪ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করতঃ ৪ দাগে ভাগ করিয়া ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া সেবন করাইতে হইবে। ইহা সেবনান্তর ২।১ বার সরল প্রস্রাব হইলে এই ঔষধ খাওয়ান বন্ধ করিতে হইবে।

কলেরায় প্রস্রাব না হইলে যদি অনুমান হয় যে প্রস্রাব মুত্রাধারে জমা রহিয়াছে তাহা হইলে শলা পাশ করিয়া প্রস্রাব করাইতে হইবে। কিন্তু যদি মুত্রযন্ত্রে প্রস্রাব নিঃসরণ হইতেছে না বলিয়া জানা যায় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

পটাশ সাইট্রেট	১০ গ্রেণ
পটাশ এসিটাস	১০ "
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	২০ মিনিম
টিংচার ডিজিট্যালিস	৩ ফোঁটা
টিংচার ক্যান্থারাইডিস	১ মিনিম
পরিস্কৃত জল	১ আউন্স

একত্রে ১ মাত্রা হইবে। এইরূপে ৪ মাত্রা প্রস্তুত করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেব্য। প্রস্রাব হইলে পর ঔষধ বন্ধ করিবে।

হিক্কা হইলে একটি মরিচ ছুচের ডগায় বিঁধিয়া পোড়াইয়া তাহার ধুমের আঘ্রাণ লইলে হিক্কা বন্ধ হইবে। যদি ইহাতেও হিক্কা বন্ধ না হয় তাহা হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

ভাইনাম পেপ্সিন	১০ বিন্দু
টিংচার মাস্ক	৫ বিন্দু
পরিস্কৃত জল	১ আউন্স

একত্র মিশাইয়া একমাত্রা হইবে এবং দুইঘণ্টা অন্তর একমাত্রা সেব্য।

প্রস্রাব করাইবার কতকগুলি সহজ উপায়।

কিড্‌নিস্থলে বা কটীদেশের পশ্চাদ্ভাগে মেরুদণ্ডের দুইপার্শ্বে গরম জল বোতলে পুরিয়া অথবা গরমজলে ফ্লানেল ভিজাইয়া ভাল করিয়া

নিংড়াইয়া তাহার উত্তাপ প্রদান করিলে কিম্বা ঐ স্থানে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দিলে সত্বর প্রস্রাব হয়। জলে সোরা ভিজাইয়া তাহাতে একখণ্ড বস্ত্রসিক্ত করতঃ তলপেটের উপর ঐ সিক্ত বস্ত্রখণ্ড বসাইয়া দিলেও প্রস্রাব হইতে দেখা যায়।

ওলাউঠা রোগীর পথ্য।

প্রথমাবস্থায় ও দ্বিতীয়াবস্থায় বরফ বা বরফজল ব্যতীত অন্ত কিছু খাইতে দিবে না। ভেদ বমন বন্ধ হইলে নেয়াপাতি ডাবের জল খুব অল্প অল্প করিয়া পান করিতে দিবে। কোনরূপ মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইতে না দেখিলে খুব পাতলা করিয়া সুসিদ্ধ জল বার্লী পরে উহা সহ্য হইলে অল্প দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া বার্লী বা এরোরুট খাইতে দিবে। এই অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে বন্কা দুগ্ধ, মাংসের জুস সহ ৪ ড্রাম পোর্ট ওয়াইন মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে। ইহাতে নাড়ীর অবস্থার উন্নতি হইয়া রোগী ক্রমশঃ সবল হইতে থাকিবে। রোগী উত্তমরূপে সারিলে অবস্থার বিষয় বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক গাঁদালের ঝোল, উত্তম জীবিত মৎ-স্যের ঝোল, পুরাতন শালিধান্য বা দাদখানি চাউলের অন্ন পথ্য করিতে দিবে।

গণোরিয়া বা দোষজ মেহরোগের চিকিৎসা।

দোষজ মেহরোগ হইলে যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহাই নিম্নে দেওয়া হইল।

কোপেবা মিকশ্চার।

বালসাম্ কোপেবা	২ ড্রাম
লাইকার পটাশ	১॥০ "

টিংচার কিউবেব	২ "
টীংচার হায়োসায়েমাস	২ "
মিউসিলেজ একেসিয়া	১ আউন্স
নাইট্রিক ইথার	৪ ড্রাম
কর্পূরের জল	৫॥• আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভাগ করতঃ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় একদাগ করিয়া সেবন করিতে হইবে। এইরূপে এই ঔষধ সেবন করিলে প্রস্রাব সরল হয় ও উক্তরোগ আরোগ্য হইয়া যায়।

স্যাণ্ডেল অয়েল মিকশ্চার।

অয়েল অব স্যাণ্ডেল	২ ড্রাম
অয়েল অব কিউবেব	৮০ মিনিম
নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম
মিউসিলেজ একেসিয়া	১ আউন্স
টিংচার হায়োসায়েমাস	২৪ মিনিম
মৌরীর জল	৬॥• আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করতঃ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় একদাগ করিয়া সেবন করিতে হইবে। এইরূপে সেবন করিলে মেহরোগ আরোগ্য হয়।

গণোরিয়ায় অবশ্য জ্ঞাতব্য ও পালনীয় কয়েকটী বিষয়।

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহের প্রবলাবস্থায় যোনি বা মূত্রনালী মধ্যে যদি প্রদাহ বর্ত্তমান থাকে তাহা হইলে কোন প্রকার পিচকারী

ব্যবহার করা উচিত নহে। রোগিণীর জননেন্দ্রিয়ে এই ব্যাধি হইলে ঈষদুষ্ণ বোরাসিক লোসন (১ আউন্স জলে ৪ গ্রেণ দ্রব করিয়া) দ্বারা বারম্বার ধৌত করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। এই অবস্থায় কোন উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। মুত্র-নালীর মধ্যে অত্যন্ত উত্তেজনা বর্ত্তমান থাকিলে ও তন্নিবন্ধন বারম্বার লিঙ্গোৎপ্লাবন উপস্থিত হইলে ব্রোমাইড অব পটাশ ২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

রোগের প্রবলাবস্থায় পথ্যের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। লবণ, তৈল, ঝাল, অম্ল ভোজন নিষিদ্ধ। সাগু, এরোরুট, বার্লী, কর্ণফ্লাওয়ার, ইত্যাদির সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া পথ্য করিবে। রোগী ভাত বা রুটী খাইতে ইচ্ছা করিলে দুধভাত বা দুধরুটী খাইতে দিবে। অল্প পরিমাণ শর্করা প্রদান করা যাইতে পারে। রোগী মাংস খাইতে ইচ্ছা করিলে খুব সিদ্ধ কোমল মাংস বা তাহার জুস ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। কিন্তু ঐরূপ মাংসে বা জুসে লবণ, ঝাল বা মশলা দেওয়া নিষিদ্ধ। রোগীর গাত্র সর্ব্বদা উষ্ণ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত রাখা বিধেয়। স্নানের জন্য উষ্ণজল ব্যবহার করাই উপকারী এবং স্নানের পরই গাত্র উষ্ণ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে।

প্রমেহ পীড়ার প্রবল লক্ষণসমূহ অন্তর্হিত হইলে অর্থাৎ জ্বালা প্রস্রাবের তারল্য ও ন্যূনতা ও জ্বরাধিক্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে চিকিৎসা করা উচিত। এ অবস্থায় কোপেবা, স্যাণ্ডেল অয়েল, কিউবেব ব্যবহারে যেমন উপকার পাওয়া যায় তেমন আর কিছুতেই পাওয়া যায় না।

পিচকারী প্রয়োগ।

প্রমেহ পীড়ার তৃতীয়াবস্থায় পিচকারী দ্বারা ঔষধ প্রদান করিলে

বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। অনেকের মতে পিচকারী দেওয়া ব্যতীত প্রমেহরোগ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয় না। গণোরিয়ায় ব্যবহারের নিমিত্ত একইঞ্চি লম্বা মুখ বিশিষ্ট একটি অর্দ্ধ আউন্স পিচকারীর আবশ্যক। ইহার নজল বা মুখ যাহাতে ন্যাভিকুলেরিস নামক স্থানে প্রবেশ করান যায়—এরূপ স্থুল হওয়া উচিত। পিচকারী ব্যবহারের পূর্ব্বে রোগী মুত্রত্যাগ করিবে, পরে পিচকারীতে ঔষধ পূরিয়া মুত্রনলী মধ্যে পিচকারীর মুখ প্রবিষ্ট করাইয়া ধীরে ধীরে সমস্ত ঔষধ মুত্র-নলী মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পিচকারীর মুখ বাহির করিয়া লইবে। ২।৩ মিনিট পরে ঔষধটী বাহির করিয়া দিবে। এইরূপ প্রতিবারে ৩।৪ পিচকারী ঔষধ প্রবেশ করান উচিত। প্রস্রাব অধিক হইলে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও বৈকালে নচেৎ দিনে দুইবার করিয়া পিচকারী দিতে হয়। পিচকারী প্রয়োগের পর অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা প্রস্রাব করা উচিত নহে।

জিঙ্ক লোসন প্রস্তুত প্রণালী।

সালফেট অব জিঙ্ক	৫ গ্রেণ
পরিস্কৃত শীতল জল	অর্দ্ধছটাক

এই দুই দ্রব্য একত্র সম্মিলিত হইবামাত্র, সালফেট অব জিঙ্ক গলিয়া যায়। এই উপায়ে জিঙ্ক লোসন তৈয়ার করিয়া লিঙ্গনাল মধ্যে পিচকারী প্রয়োগ করিবে।

স্যাণ্ডেল অয়েল	৪ ড্রাম
কিউবেব অয়েল	২ „
কোপেবা অয়েল	২ „

উপরোক্ত ঔষধগুলি অর্দ্ধছটাক গঁদের সহিত ২০ ফোঁটা হিসাবে দিবসে তিনবার সেবন করিবে।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজে যে ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

কোপেবা	৪ ড্রাম
মিউসিলেজ একেসিয়া	২ আঃ
নাইট্রিক ইথার	৪ ড্রাম
কর্পূরের জল	৫ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে এবং প্রত্যহ তিন বার করিয়া সেবন করিবে

মেহরোগে দুর্ব্বলতা ও পূঁজ হইলে তাহার ঔষধের ব্যবস্থা

টিংচার হায়োসায়েমাস	২॥০ ড্রাম
এসিড হাইড্রোক্লোরিক ডিল	১॥০ ড্রাম
টিংচার ফেরি পারক্লোরাইড	১॥০ ড্রাম
ইনফিউজান কোয়াসিয়া	৭ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করিবে পশ্চাৎ ইহার তিন দাগ তিনবারে প্রত্যহ সেবন করিবে।

ডায়াবিটিস অর্থাৎ মুত্রাধিক্য রোগের ঔষধ।

টিংচার ফেরি মিউরিয়াটিক	৪০ মিনিম
শীতল জল	৪ আঃ

এই সকল একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করতঃ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ ঔষধ বিবেচনানুসারে সেবন করিতে দিবে।

মূত্রের সহিত ঘন পদার্থের ভাগ অধিক থাকিলে এবং তজ্জনিত রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

টিংচার নক্সভমিকা	৪০ বিন্দু
এসিড ফস্ফরিক ডিল	৮০ ,,
টিংচার সিন্‌কোনা	৪ ড্রাম
একোয়া মেন্থি পিপারেটা	৬ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করতঃ প্রত্যহ এক দাগ মাত্রায় তিনবার সেব্য।

প্রস্রাবের সহিত রক্ত নির্গত হইলে তাহার ঔষধ।

কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	৩০ গ্রেণ
টিংচার ল্যাভেণ্ডার কম্পঃ	৪ ড্রাম
ইনফিউজান সিনকোনা ফ্লেভা	৭॥০ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করতঃ এক দাগ মাত্রায় ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য।

যদ্যপি মুত্রপিণ্ডে ভয়ানক বেদনা, সর্ব্বদা মুত্রত্যাগে ইচ্ছা, শরীরের কৃশতা, দুর্ব্বলতা, জ্বর, অধিক পরিমাণে পূঁজ নির্গম ও তৎসহ রক্ত ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

পালভারিস কোয়াসিয়া	৪০ গ্রেণ
পটাশ ব্রোমাইড	৩০ গ্রেণ
ম্যাগ্নেসি কার্ব্বনেটিস	১ ড্রাম

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬টী পুরিয়া করিবে। এক পুরিয়া মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার শীতল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে।

গ্লিট বা পুরাতন প্রমেহ পীড়া।

এই পীড়ায় এক প্রকার তরল শ্লেষ্মাযুক্ত পূঁজ নির্গত হয় ইহাতে কোনরূপ জ্বালা বা যন্ত্রণা থাকে না এবং কিছুদিন পর পূঁজ নির্গম

একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে বলিয়াই বিবেচিত হয়, কিন্তু কোনও প্রকার অত্যাচার করিলেই রোগ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। বাতধাতুযুক্ত রোগীর পক্ষে অতি অল্প অত্যাচারেই রোগ প্রকাশ হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যক্তির প্রমেহ পীড়া পুরাতন হইলে সুরাপান, স্ত্রীসহবাস, গুরুভোজন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। জল বায়ুর পরিবর্ত্তন, সমুদ্রজলে স্নান ইহাদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। টনিক ঔষধ সেবন করাইয়া শরীরে বলাধান করা এবং তৎসহ কিউবেব ও কোপেবা সেবনের ব্যবস্থা করা উচিত। সেস্‌কুই অক্সাইড অব আয়রণ কিউবেবের সহিত ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। অনেক পুরাতন প্রমেহ পীড়ায়ও কিউবেব, কোপেবা ও স্যাণ্ডেল অয়েল ব্যবহার করাইয়া থাকেন।

বাত ব্যতীত অন্যান্য ধাতুগত রোগীদিগকে টিংচার ফেরি মিউরিয়াটিক, টার্পেণ্টাইন কিম্বা ক্যান্থারাইডিস প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পিচকারীর ঔষধ।

গ্যালিক এসিড	১০ গ্রেণ
ক্লোরাইড অব জিঙ্ক	২০ গ্রেণ
শীতল জল	৮ আউন্স

পুরাতন প্রমেহ পীড়ায় অনেকে লিঙ্গনালীতে এই ঔষধের পিচকারীর প্রয়োগ করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের প্রমেহ পীড়া।

স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষেরই এই পীড়া অধিক দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীলোকে এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহাদের রোগ অধিক দিন স্থায়ী হয়। স্ত্রীলোকদিগের মুত্রনালীর আকার প্রশস্ত ও ক্ষুদ্র বলিয়া রোগীকে

অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। স্ত্রীলোকদিগের মুত্রাবরোধ হইতে শুনা যায় না বলিলেও চলে। পুরুষদিগের এই পীড়ায় যে সমস্ত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ অবস্থায় সেই সকল ঔষধের ব্যবস্থা করাই বিধেয়।

পাণ্ডু বা ন্যাবা।

সাধারণতঃ যকৃতের বিকৃতি হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে অনেকে ইহাকে একটী স্বতন্ত্র রোগ না বলিয়া যকৃত বিকৃতির লক্ষণ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। এই রোগ উপস্থিত হইলে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয় না, ক্ষুধামান্দ্য উপস্থিত হয়, চক্ষু গাত্রাদি ও প্রস্রাবের বর্ণ হল্‌দে ও মলের বর্ণ শ্বেত হইয়া থাকে। নিম্নে এই রোগের ঔষধাদির ব্যবস্থা লিখিত হইল:—

নাইট্রিক এসিড ডিল	২ ড্রাম
একষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকাম	৪০ গ্রেণ
ডিকক্সান সিন্‌কোনা	৪ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া ৮ দাগে বিভাগ করতঃ প্রত্যহ তিন দাগ করিয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

নাইট্রিক এসিড ডিল	২ ড্রাম
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	২ ,,
একষ্ট্রাক্ট ট্যারাক্সিকাম	২ ,,
টিংচার সেনা	১ আউন্স
ইনফিউজান জেন্‌সিয়েন কম্পঃ	৩ আঃ।

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভাগ করতঃ প্রত্যহ ২।৩ বার এক দাগ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

হাইড্রোক্লোরিক এমোনিয়া	২ ড্রাম
একষ্ট্রাক্ট ট্যারক্সিকাম	২ ,,
টিংচার জেন্‌সিয়েন কম্পোজিটা	১॥০ আঃ
ইনফিউজান সেনা	৪ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশাইয়া ৮টি পুরিয়া প্রস্তুত করিবে। রোগীর শক্তির বিচার পূর্ব্বক প্রত্যহ ২।৩ বার এক পুরিয়া মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

স্পিরিট এমোন এরোম্যাটিক	৫॥০ ড্রাম
ভাইনাম কলচিসাই	১॥০ ,,
টিংচার এরোম্যাটীক	১।০ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখিবে এবং অর্দ্ধ বোতল সোডা ওয়াটারের সহিত এই ঔষধের এক চামচ মিশাইয়া প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

পিত্ত রোধ জনিত পাণ্ডুরোগ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ।

টিংচার সিলি	২ ড্রাম
লাইকার এমোন এসিটেটিস	৪ ,,
টিংচার ক্যাম্ফর কম্পঃ	৪ ,,
ডিকক্সান স্কোফারি	৩।০ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র করতঃ ৮ দাগ করিবে এবং প্রত্যহ এক দাগ মাত্রায় তিনবার সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ ব্যবহার করিলে পিত্ত রোধ জনিত পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

পাল্‌ভ সিলি	৬ গ্রেণ
পাল্‌ভ ডিজিটেলিস	৪ গ্রেণ
পাল্‌ভ হাইড্রাজিরাই	৩০ গ্রেণ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটীকা প্রস্তুত করিবে। এবং প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে একটী করিয়া বটীকা সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া	২ আঃ
কার্ব্বনেট অব ম্যাগ্নিসিয়া	২ ড্রাম
টিংচার কলম্বা	২ ,,
একোয়া মেন্থি পিপরেটা	৬ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে। পশ্চাৎ প্রত্যহ প্রাতে ১ দাগ করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

বাতরোগ।

অবস্থাভেদে এই রোগ দুই প্রকারের হইয়া থাকে যথা তরুণ ও পুরাতন। তরুণ বাতরোগ অধিকাংশ স্থলে জ্বরের সহিত প্রকাশ পায়। এই রোগ হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। শৈত্য উপভোগ, আদ্র বায়ু সেবন ইত্যাদি দ্বারা এই রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তরুণ বাতরোগে শরীরের সন্ধিস্থান অল্প অল্প কামড়ায় এবং ক্রমে ক্রমে বেদনার বৃদ্ধি হয়। এই কারণে রোগী হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে, বা উঠা বসা করিতে পারে না। এই রোগে আক্রান্ত হইলে প্রস্রাব অল্প ও রক্তবর্ণ হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয় এবং জ্বর প্রবলও হইয়া থাকে। সচরাচর বর্ষকালেই এই রোগের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অনেক সময়ে অন্যান্য লক্ষণগুলি উপশম হইয়াও বেদনা বিদ্যমান থাকে আবার অনেক সময়ে বেদনার হ্রাস হইয়া পুরাতন বাতে পরিণত হয়। এই রোগে শরীর ফ্লানেলে আবৃত করিয়া রাখা ও কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা উচিত।

অন্ত্র মলপূর্ণ থাকিলে ক্যালোমেল ৫ গ্রেণ ও পল্‌ভ জেলাপ ১৫ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একবারে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনের ৪ ঘণ্টা পরে নিম্নলিখিত ঔষধটী একবার সেবন করিবে।

এপ্সাম সল্ট	২ ড্রাম
ম্যানা	১ ড্রাম
টিংচার জেলাপ	২ ড্রাম
একোয়া ক্যারাওয়ে	১০ ড্রাম

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এক কালে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কোষ্ঠ পরিষ্কার ও বেদনার হ্রাস হইয়া থাকে।

স্পিরিট নাইট্রিক ইথার	২ ড্রাম
টিংচার হায়োসায়মাস	৩ ,,
টিংচার একোনাইট	৮ মিনিম
পটাশ বাইকার্ব্ব	২ ড্রাম
শীতল জল	৭ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভাগ করতঃ এক দাগ মাত্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে।

পুরাতন বাত।

তরুণ বাত রোগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে যে বাত রোগ জন্মায় অথবা উপদংশ বিষ অথবা ধাতুপীড়ায় রক্ত দূষিত হইলে যে বাতরোগ জন্মে তাহাকে পুরাতন বাত বলে। ইহাতে কটিদেশ, গ্রীবা, জানু, পার্শ্ব প্রভৃতি নানা স্থানের মাংসপেশী এবং চক্ষু, স্কন্ধদেশ, মনিবন্ধ প্রভৃতি আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই আক্রমণে প্রায়ই জ্বর বিদ্যমান থাকে না। চক্ষে বাতের আক্রমণ হইলে ললাটে বেদনা উপস্থিত হয়। পুরাতন বাতেও অন্ত্র পরিষ্কার রাখিবে এবং গরম বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত রাখিবে।

আইয়োডাইড অব পোটাসিয়াম	২৪ গ্রেণ
লাইকার পটাশ	৮০ গ্রেণ
টিংচার বেলেডোনা	৩২ মিনিম
টীংচার সিন্‌কোনা	২।০ ড্রাম
শীতল জল	৭ আউন্স

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভাগ করতঃ এক দাগ মাত্রায় দিবসে তিনবার সেব্য।

এই পীড়া অধিক দিনের হইলে অথবা শরীর দুর্ব্বল থাকিলে কড-লিভার অয়েল ২০ বিন্দু মাত্রায় উক্ত ঔষধের সহিত ব্যবস্থা করা উচিত। পীড়া অধিক দিনের হইলে কড্‌লিভার অয়েলের সহিত আইয়োডাইড অব পটাশ ও কুইনাইন ব্যবস্থা করা যায়।

বেদনা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্লিষ্টার অথবা টিংচার আইয়োডিন পেণ্ট করিলে উপকার পাওয়া যায়। প্রয়োগের জন্য তরুণ বাতের ঔষধ ব্যবস্থা করাই প্রশস্ত।

কটিদেশ, গ্রীবা, জানু, পার্শ্বদেশ প্রভৃতি স্থান আক্রান্ত হইলে জলের স্বেদ, তার্পিণ বা ক্যাজিপুট মালিশ অথবা বেলেডোনা বা আফিম ব্যবহার করিলে উপকার দর্শে।

বাতে মালিশের ঔষধ।

সোপ লিনিমেণ্ট	১ আউন্স
তার্পিণ তৈল	৩ ড্রাম
অয়েল ক্যাজিপুট	৩ ,,
টিংচার ওপিয়াম বা বেলেডোনা	২ ,,

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া মালিশের ব্যবস্থা করিবে। বেদনার

আতিশয্যের তারতম্যানুযায়ী ওপিয়াম বা বেলেডোনার মাত্রায় হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হইবে। মালিশ করিয়া বেদনাস্থল তুলা বা ফ্লানেল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

ফিক্ বেদনা।

অপরিমিত মদ্যপান, লাম্পট্য, শোক, আলস্য, রক্তহীনতা, দুর্ব্বলতা, অল্পাহার বা অতিরিক্ত আহার ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়। বৃদ্ধাবস্থায়, হিষ্টিরিয়া, বাত বা উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণের, পারদ ব্যবহার জন্য, স্নায়ুর উপর আঘাত, দন্তক্ষত ইত্যাদি কারণে এই পীড়া সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই অধিক আক্রান্ত হয়। দুর্ব্বলতা জনিত স্নায়ু দৌর্ব্বল্যই এই পীড়ার প্রধান কারণ। নিম্নে কতকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা করা হইল:—

কড্লিভার অয়েল	৪ ড্রাম
টিংচার কলম্বা	৩ "
লাইকার আর্সেনিক	১০ মিনিম
ইনফিউজান কলম্বা	৭ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে ভাগ করতঃ এক দাগ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

টিংচার ফেরি মিউরিয়াটিক	৩০ মিনিম
টিংচার কলম্বা	৩ আউন্স

মিশ্রিত করিয়া ৩ মাত্রা করতঃ প্রত্যহ ৩ বার ১ মাত্রা করিয়া সেব্য। ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে ভাইনাম পেপ্সিন ১ ড্রাম ও টিংচার নক্সভমিকা ৫ মিনিম ইহার সহিত যোগ করিয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির এই পীড়া উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

আইয়োডাইড অব পটাশ	২৪ গ্রেণ
লাইকার পটাশ	২ মিনিম
টীংচার নক্সভমিকা	৪০ মিনিম
শীতল জল	৮ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করতঃ ১ দাগ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনান্তে যাহাতে রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় এরূপ চেষ্টা করা উচিত। বাহ্য-প্রয়োগ জন্য একষ্ট্রাক্ট অব বেলেডোনা, গ্লিসারিণ অথবা লিনিমেণ্ট একোনাইট, ক্লোরোফর্ম, অহিফেণ ইত্যাদি মালিসার্থ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্লোরোফর্ম্মের আঘ্রাণেও অনেক সময়ে ফিক বেদনার বিশেষ উপকার হয়।

মস্তক ঘূর্ণন।

এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগীর দেহ ও দৃষ্ট বস্তু সমূহ ঘুরিতেছে এইরূপ অনুমিত হয়। রোগী স্থিরভাবে শুইয়া থাকিলে রোগের আক্রমণ আর অনুভূত হয় না। দাঁড়াইলে বা উঠিয়া বসিলে দেহ দুলিতে থাকে। অপর্য্যাপ্ত মদ্যপান, ধুমপান, মানসিক চিন্তা, লাম্পট্য, মুত্রপিণ্ড ও হৃৎ-পিণ্ডের পীড়ায় এই রোগ হইতে অধিক দেখা যায়।

প্রথমতঃ বিরেচক ঔষধ দ্বারা রোগীর অন্ত্র পরিষ্কার করিয়া দিবে। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য জনিত এই পীড়া হইলে কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে ক্যান্থা-রাইডিস প্লিষ্টার দিবে। দৌর্ব্বল্যজনিত রোগ উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কডলিভার অয়েল	৩ ড্রাম
টিংচার কার্ড্ডামাম কম্পাউণ্ড	৩ ”
টিংচার সিঙ্কোনা কম্পাউণ্ড	৩ ”

লাইকার পটাশ	১ "
ইনফিউজান কলম্বা	৬।০ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে ভাগ করতঃ ১ দাগ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য।

কেহ কেহ পরবর্ত্তী ঔষধটী ইহা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ বলিয়া ব্যবহার করিতে দিয়া থাকেন।

সালফেট অব কুইনাইন	১৬ গ্রেণ
এসিড নাইট্রো মিউরিয়াটিক ডিল	৩০ মিনিম
কড্‌লিভার অয়েল	২ ড্রাম
ইনফিউজান কলম্বা	৭॥০ আঃ

এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করতঃ ১ দাগ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

প্লীহা।

সচরাচর স্বল্পবিরাম জ্বরের সহিত প্লীহার বৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। প্রথমে রোগী প্রায়ই বেদনা অনুভব করিতে পারে না কিন্তু অনেক স্থলেই প্লীহাস্থান ভার ও স্ফীত বোধ হয়। এই পীড়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে শরীর শীর্ণ, দুর্ব্বল, রক্তবিহীন, মল কৃষ্ণবর্ণ ও মুত্র বিবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

প্লীহা বৃদ্ধি হইলেই তাহার চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য নচেৎ প্লীহা ক্রমবর্দ্ধমান ও কঠিন হইয়া রোগীকে বিবর্ণ, রক্তহীন ও জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে এবং রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সালফেট অব আয়রণ	৯ গ্রেণ
সালফেট অব কুইনাইন	১২ "
সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া	১ আঃ

সালফিউরিক এসিড ডিল	২০ মিনিম
টিংচার জিঞ্জার	১ ড্রাম
শীতল জল	৬ আঃ

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করিবে এবং প্রতিবারে একদাগ করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে।

সালফেট অব কুইনাইন	২৪ গ্রেণ
সালফিউরিক এসিড ডিল	১ ড্রাম
সিট্রিয়েট অব এমোনিয়া	৮০ গ্রেণ
টিংচার কোয়াসিয়া	৪ ড্রাম
লাইকার ষ্ট্রীকনিয়া	১২ মিনিম
সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া	১ আঃ
ফেরি সাল্‌ফ	২৪ গ্রেণ
কার্ব্বলিক এসিড	৬ মিনিম
পরিশ্রুত জল	১১ আঃ

এই সমস্ত একত্র করিয়া ১২ দাগ করিবে। ইহার একদাগ করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিতে দিবে। রোগীর উদরাময় থাকিলে সালফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া একেবারে বাদ দিবে। বিজ্বর অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করাইতে হয়। প্লীহাগ্রস্ত রোগীকে কদাচ ক্যালোমেল দ্বারা বাহ্যের ব্যবস্থা করিবে না।

আইয়োডিন অয়েণ্টমেণ্ট।

প্লীহার উপর মালিসের জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

আইয়োডিন	১৬ গ্রেণ
আইয়োডাইড অব পটাশ	১৬ গ্রেণ

প্রুফ স্পিরিট	৪০ মিনিম
প্রিপেয়ার্ড লার্ড	১ আউন্স

আইয়োডাইড অব পটাশ ও আইয়োডিন এই উভয় দ্রব্যকে প্রুফ স্পিরিটে দ্রব করিয়া উহার সহিত প্রিপেয়ার্ড লার্ড মিশাইয়া মাড়িয়া মলমের আকারে পরিণত করিবে।

লিভার (যকৃৎ)।

দক্ষিণ পঞ্জরাস্থির ভিতরে শেষভাগে যকৃতের স্থান। অপরিমিত সুরাপান রাত্রিজাগরণ, অধিকদিন জ্বরভোগ ইত্যাদি কারণে যকৃত বিকৃত হইয়া আয়তনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সেই সময়ে যকৃত-স্থান হস্তদ্বারা টিপিলে রোগী সেইস্থানে বেদনা অনুভব করে এবং এই সময় কোষ্ঠবদ্ধতা, কর্দ্দমাকার মল, অপরিষ্কার জিহ্বা, হরিদ্রাভ ত্বক ও চক্ষু প্রভৃতি লক্ষণরূপে দৃষ্ট হয়। এ অবস্থায় যাহাতে রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। লিভার স্থানে বেদনা বৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক জ্বর থাকিলে যকৃতের উপর টিংচার আই-য়োডিন, লিনিমেণ্ট আইয়োডিন, আইয়োডিন অয়েণ্টমেণ্ট অথবা ব্লিষ্টার দিবার ব্যবস্থা করা উচিত।

নাইট্রোমিউরিয়াটিক এসিড ডিল	৩০ মিনিম
ভাইনাম ইপিকাক	৩০ মিনিম
টিংচার কোয়াসিয়া	৩ ড্রাম
মিউরিয়েট অব এমোনিয়া	৩০ মিনিম
পরিষ্কার জল	৫ আঃ

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগে বিভক্ত করতঃ প্রত্যহ ৩ঘণ্টা অন্তর ৪ বার একদাগ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

রাত্রিকালে শয়ন করিবার সময় নিম্নলিখিত ঔষধের সংমিশ্রণে একটী বটীকা প্রস্তুত করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে।

ইউনিমিন	১ গ্রেণ
পাল্‌ভ স্ক্যামিনি	১ ”
একষ্ট্রাক্ট কলোসিম্থ	১ ”
পাল্‌ভ ইপিকাক	১/৪ ”

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মর্দ্দন করিয়া একটি বটীকা প্রস্তুত করিয়া তাহাই শয়নের পূর্ব্বে জল সাহায্যে গিলিয়া সেবন করিতে দিবে। শিশুদিগের এই রোগ উপস্থিত হইলে তাহা আরোগ্য হওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং প্রায়ই এই রোগে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

অজীর্ণ রোগ।

গুরুভোজন, গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, গুরুতর পরিশ্রম, অনিয়মিত সময়ে অতিরিক্ত ভোজন বা অচর্ব্বিত দ্রব্য ভোজন, মদ্যপান ইত্যাদি কারণে এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, বুকজ্বালা, উদরস্ফীতি, বমনোদ্রেক, মাথাধরা, তরল ভেদ ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে।

এসিড নাইট্রোমিউরিয়াটিক ডিল	৩০ মিনিম
টিংচার নক্সভমিকা	৬০ মিনিম
টিংচার জিঞ্জার	২ ড্রাম
পরিষ্কার জল	৬ আঃ

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ৬ দাগ করতঃ দিবসে একদাগ মাত্রায় তিনবার সেবন করিতে হইবে।

উদরাময়।

গুরুপাক বা অপরিমিত কুভক্ষ্য ভোজন, দূষিত জলপান, মানসিক চাঞ্চল্য, দুর্ব্বলাবস্থায় বা পাকস্থালীর দুর্ব্বলাবস্থায় অতিরিক্ত ভোজন প্রভৃতি উদরাময়ের প্রধান কারণ। ইহাতে পেট কামড়ানি, জলবৎ ভেদ, উদরস্ফীতি ইত্যাদি উপদ্রব উপস্থিত হয়। এই রোগ হইতে ওলাউঠা, ক্ষয়কাশ, জ্বরাতিসার প্রভৃতি বহুবিধ রোগ আসিতে পারে।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেল লিকুইড	৪ ড্রাম
বিসমাথ নাইট্রাস	৪০ মিনিম
টিংচার কাইনো	৪ ড্রাম
পরিষ্কার জল	৭ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশাইয়া ৮ দাগ করিবে এবং তিন ঘণ্টা অন্তর ১ দাগ করিয়া সেবন করিতে দিবে। পেটের কামড়ানি থাকিলে ঔষধে জলের পরিবর্ত্তে পিপামেণ্টের জল মিশাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। জ্বর থাকিলে ইহার সহিত ৪ ড্রাম নাইট্রিক ইথার যোগ করিয়া লইবে। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে ১০ গ্রেণ ডোভার্স পাউডারের ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমি।

ক্রিমি হইলে মুখে জলউঠা, পেটে ব্যথা বা কামড়ানি, বমনোদ্রেক, নাসাগ্র চুলকানি, নিদ্রায় দাঁত কিড়মিড় করা, মলদ্বার সুড় সুড় করা, পেটের যন্ত্রণায় মূর্চ্ছা ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বালকদিগের ক্রিমি উপস্থিত হইলে বনবনের ব্যবস্থা করিবে। পূর্ণবয়স্কদিগের জন্য অর্দ্ধ গ্রেণ পরিমাণে "স্যাণ্টোনাইন" চিনি বা সোডার সহিত শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে এবং প্রাতে ক্যাষ্টর অয়েলের জোলাপ প্রদান করিবে। সমস্ত ক্রিমি নিঃশেষে নির্গত হইয়া না গেলে

তৎপর দিবস ঐরূপ মাত্রায় আর একবার প্রদান করিবে। কিন্তু সাবধান যেন পীড়ার আধিক্য হেতু অধিক মাত্রায় ঔষধ না প্রয়োগ করা হয়। স্যান্টোনাইনের ন্যায় ক্রিমি নাশক ঔষধ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

ফিতার ন্যায় ক্রিমি হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পালভারিস ক্যামেলা	২ ড্রাম
সিরাপ অরেন্সিয়াই	১।০ ড্রাম
মিউসিল্যাজিনিস ট্রাগেকান্থ	১॥০ আঃ
পরিষ্কার জল	২ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে এককালে সেবন করাইয়া দিবে। সেবনের ছয় ঘণ্টা পর বিরেচক ঔষধ ব্যবহার করিতে দিবে।

ওলিয়াই রাইসিনাই	৪ ড্রাম
ওলিয়াই টেরিবিন্থিনি	২ ,,
মিউসিল্যাজিনিস ট্রাগেকান্থ	৪ ,,
সিরাপ জিঞ্জিবেরিস	১৫ মিনিম
পরিষ্কার জল	৪ ড্রাম

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া অতি প্রত্যুষে সেবন করাইয়া দিবে এবং তাহার ৬ ঘণ্টা পরে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া মল পরিষ্কার করিয়া দিবে।

মৃগী রোগ

অতিরিক্ত মদ্যপান, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত সহবাস, ক্রিমিরোগ, কোষ্টবদ্ধতা, অজীর্ণ, মস্তকে কোন প্রকার আঘাত লাগা ইত্যাদি

জন্ম এই রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের রজোদোষ স্বাস্থ্যভঙ্গ, অতি সহবাস, ভয়, শোক, দুঃখ এবং শিশুদিগের দন্তো-দগম, মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি কারণে এই পীড়া জন্মায়। বংশে এই রোগ থাকিলে সন্তানে বর্ত্তাইতে দেখা যায়।

শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা অনিদ্রা, চিত্তচাঞ্চল্য মস্তকঘুর্ণন, বমনোদ্বেগ, অলীকমুর্ত্তি দর্শন, আঘ্রাণে দুর্গন্ধবোধ, কর্ণে শব্দবোধ, জিহ্বায় তিক্তা-স্বাদ, সন্ধিস্থলে শীতল বোধ ইত্যাদি এই পীড়ার পূর্ব্বলক্ষণ, কখন কখন হস্তপদাদির কোন স্থান হইতে শৈত্য বা বেদনানুভূতির সহিত উহা ক্রমশঃ দেহের উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে এবং মস্তকে উঠিয়া রোগীকে হতচৈতন্য করিয়া দেয়। এই পীড়া উপস্থিত হইলে রোগী ভীষণ চিৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দাঁতে দাঁতে ঘর্ষণ শব্দ হয়, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে এবং অনেক সময়ে দন্তাঘাতে জিহ্বা কাটিয়া যায়। রোগী ১০মিনিট হইতে ১ঘণ্টা পর্য্যন্ত অজ্ঞান থাকিয়া গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। চৈতন্য হইলে শিরঃপীড়া অনুভব করে কিন্তু আক্রমণের বিষয় কিছুই স্মরণ থাকে না। এই অবস্থায় রোগী যাহাতে কোন রূপে আঘত না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, দন্তমধ্যে কর্ক রবার বা দাঁতন কাঠি দিয়া যাহাতে জিহ্বা দংশন করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। বক্ষে ও মুখে শীতল জলের ঝাপটা দিলে, গরম জলের টবে রোগীকে বসাইয়া দিলে, মস্তকে শীতল জল সিঞ্চন করিলে বিশেষ উপকার হয়। মুর্চ্ছা ভঙ্গের পর রোগীর যাহাতে সুনিদ্রা হয় তজ্জন্য কোমল বিছানায় শোয়াইয়া দিবে। কোষ্ঠ বদ্ধতার জন্য ক্যাষ্টার অয়েল, ক্যালোমেল, রুবার্ব্ব পিল, কলোসিন্থ কম্পউণ্ড প্রভৃ-তির কোন একটীর ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমি থাকিলে স্যাণ্টোনাইন

ব্যবস্থা করিবে। স্ত্রীলোকদিগের রজোরুদ্ধ হইলে রজনিঃসরণের ব্যবস্থা করিবে।

পটাস ব্রোমাইড	১ ড্রাম
ক্লোরিক ইথার	১০ মিনিষ
টিংচার সিন্‌কোনা	১ড্রাম
পরিস্কার জল	৪ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৪ দাগ করতঃ ৪ ঘণ্টা অন্তর ১ দাগ করিয়া ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

কেহ কেহ নিম্ন লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

এমোনিয়া ব্রোমাইড	॥০ ড্রাম
পটাস ব্রোমাইড	১ ড্রাম
পটাস আইয়োডাইড	১ ড্রাম
ইনফিউজান কলম্বা	৬ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১ ড্রাম মাত্রায় আহারের পূর্ব্বে দিবসে তিনবার ও শয়নের পূর্ব্বে তিন ড্রাম মাত্রায় একবার সেবন করিতে দিবে।

অক্সাইড অব জিঙ্ক	২০ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্ট অব এন্থিমিডিস	৪০ গ্রেণ

এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ১২টী বটীকা প্রস্তুত করিবে এবং প্রত্যহ ২টী করিয়া বটীকা সেবন করিতে দিবে। শিশুদিগের দন্তোদ্গম জনিত মৃগী হইলে অস্ত্র দ্বারা দাঁতের মাড়ী চিরিয়া দন্তোদ্গমের সাহায্য করিবে। অনেক আমেরিকান বিজ্ঞ চিকিৎসক-দের মতে অক্সাইড অব জিঙ্ক মৃগী রোগের মহৌষধ।

ধনুষ্টঙ্কার।

সচরাচর এই পীড়া দুই প্রকারে হইয়া থাকে। শৈত্য বশতঃ ও আঘাত জনিত। শৈত্য লাগিয়া যে পীড়া হয় তাহাকে ইডিওপ্যাথিক ও আঘাত জনিত হইলে তাহাকে ট্রমেটিক ধনুষ্টঙ্কার বলে। আঘাত জনিত ধনুষ্টঙ্কারে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। অনেক স্থলে এই পীড়া হইবার পূর্ব্বে কোন প্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। আঘাত জনিত এই পীড়া উপস্থিত হইলে আহত স্থানে অত্যন্ত বেদনা অনুভূত হয় এবং রোগীর গলদেশ কঠিন হওয়ায় মস্তক সঞ্চালনে অসমর্থ হয়। ক্রমে ক্রমে রোগীর দন্তে দন্তে সংস্পৃষ্ট হয়; ইহাকেই চলিত ভাষায় দাঁতিলাগা বলে। এই অবস্থায় রোগীর মুখ মধ্যে কোন দ্রব্য প্রবেশ করান যায় না। উদরে সন্তানের পরিবর্ত্তন, শৈত্য, আদ্রতা, আঘাত, অপরিমিত ষ্ট্রীকনিয়া সেবন, স্বাভাবিক স্ত্রী সহবাসের অভাব বা অল্পতা ইত্যাদি এই রোগের কারণ বলিয়া গণ্য। সদ্যজাত শিশুর এই রোগ উপস্থিত হইলে সাধারণ লোকে তাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলিয়া থাকে। এই রোগে চতুর্থ দিবস হইতে অষ্টম দিবসের মধ্যে রোগী প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। রোগীর অন্ত্র মলে পূর্ণ থাকিলে প্রথমে বিরেচক ঔষধ দ্বারা মল পরিষ্কার করাইবে। নিম্নে বিরেচক ঔষধ প্রদত্ত হইল।

ক্যালোমেল	৫ গ্রেণ
অয়েল অব ক্রোটন	১/২ আউন্স
সোডা বাইকার্ব্ব	১০ গ্রেণ

এই সকল দ্রব্য একত্র করাইয়া এককালে সেবন করাইবে।

ক্লোরোডাইনের আঘ্রাণে এই রোগের আক্ষেপ হ্রাস হইয়া থাকে। কিন্তু নাড়ীর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবহার করা উচিত। ইহা অল্পক্ষণ ব্যবহারে তেমন ফল পাওয়া যায় না।

বাহ্য প্রয়োগ জন্ম গরম জলের টবে বসান, পৃষ্ঠদেশে ও মেরু দণ্ডের উপর একষ্ট্রাক্ট অব বেলেডোনা ও গ্লিসারিন একত্রে মিশ্রিত করিয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়।

ক্লোরাল হাইড্রেট	৪ ড্রাম
সিরাপ অর‍্যান্সঃ কর্টেঃ	৪ ড্রাম
জল (ডিষ্টিল্ড)	২॥ আউন্স

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ২ ড্রাম পরিমাণে সেবন করিতে হইবে।

টিং ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা	৩০ মিনিম
সিরাপ একেসিয়া	২ ড্রাম
একোয়া সিনেমম	৪ ড্রাম

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ১ মাত্রা হইবে। দুই ঘণ্টা অন্তর ইহারই এক মাত্রা প্রয়োগ করিতে হইবে। এই পরিমাণে যত মাত্রা ইচ্ছা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়।

সন্ন্যাস রোগ।

অতিরিক্ত গাঁজা, গুলি, চরস প্রভৃতির ধূম পান, অপরিমিত মদ্য পান, অহিফেন সেবন, লাম্পট্য, অতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, মলত্যাগ জন্ম অত্যন্ত কুন্থন, স্ত্রীলোকদিগের রজোবন্ধ, ইত্যাদি জন্ম এই পীড়া জন্মিয়া থাকে। মাতা পিতার রোগ থাকিলে সন্তানাদিতে ও বর্ত্তিতে পারে। অধিকাংশ স্থলে বৃদ্ধ-

স্থূলোদর ও খর্ব্ব গ্রীবা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এই রোগাক্রমণ হইতে দেখা যায়।

শিরঃ পীড়া, বমন, শরীরের এক পার্শ্ব অবসন্নতা ইত্যাদি ইহার পূর্ব্ব লক্ষণ রূপে উপস্থিত হইয়া পরে রোগ প্রকাশ পায় আবার অনেক সময়ে পীড়ার কোন পূর্ব্ব লক্ষণ ব্যতীত রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই রূপ সন্ন্যাস রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না। কখন কখন এই পীড়ায় পক্ষাঘাত হয় এবং রোগী অজ্ঞান ও বাকশক্তি হীন হয়। আবার কখন কখন রোগীর জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য না ঘটীয়া শুদ্ধ পক্ষ্যাঘাত হইয়া থাকে। অতি অল্প স্থলেই রোগ ক্রমশ আরোগ্য হইয়া থাকে। পীড়ার প্রকাশ হইলে অজ্ঞানতা, প্রথমে নাড়ীর গতি মন্দ পরে স্থূল ও পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসে পঞ্জরের স্ফীতি ও ফুৎকারের শব্দ, চক্ষু কনীনিকা, ও কালশিরা প্রসারিত, গলাধঃকরণে অক্ষমতা, অনিচ্ছায় মল মূত্র ত্যাগ কিম্বা কোষ্টবদ্ধতা, মূত্রাবরোধ বা অল্প অল্প মূত্রনিঃসরণ ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়। এই পীড়ার পূর্ব্বাক্রমণ বুঝিতে পারিলে মদ্য পান, সহবাস, মস্তক নীচু করিয়া কার্য্য করা, অতিরিক্ত বা অনিয়মিত ভোজন ইত্যাদি এককালে ত্যাগ করিবে।

নিম্ন লিখিত বিরেচক ঔষধ দ্বারা মলত্যাগ করাইবে।

ম্যাগ্নিসিয়া সাল্ফ	২ ড্রাম
টিংচার জেলাপ	২ ড্রাম
ম্যানা	২ ড্রাম
একোয়া মেন্থি পিপারেটা	১ আউন্স

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইয়া

দিবে। রোগী গলাধঃকরণে অসমর্থ হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ জিহ্বায় লাগাইয়া দিবে।

অয়েল অব ক্রোটন	১ মিনিম
ক্যালোমেল	৩ গ্রেণ

এই ঔষধ লালা দ্বারা উদরস্থ হইলে দাস্ত হইতে পারে।

এ অবস্থায় নিম্ন লিখিত ঔষধের পিচকারী ব্যবহৃত হয়।

ক্যাষ্টার অয়েল	৮ আউন্স
অয়েল অব টার্পেণ্টাইন	৪ ড্রাম
টিংচার এসাফেটিডা	২ ড্রাম
সাবানের জল	১৬ আউন্স

এই রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিলে প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, নিয়মিত সময়ে আহার ও নিদ্রা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। রোগের সময় মস্তক মুণ্ডন করিয়া বরফ প্রদান এবং হস্ত পদাদিতে ব্লিষ্টার দিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। মুত্রাবরোধ উপস্থিত হইলে ক্যাথিটার ব্যবহার করা উচিত। রোগী দুর্ব্বল হইলে মাংসের যুস বা দুগ্ধ ব্যবস্থা করিবে। খাওয়ান সম্ভব না হইলে মলদ্বারে পিচকারী দিয়া আহারের উদ্দেশ্য সাধন করা উচিত।

সর্দ্দি গর্ম্মি।

শারীরিক দৌর্ব্বল্য না থাকা সত্বে মস্তক ঘূর্ণন, চক্ষু আরক্ত, প্রস্রাবেচ্ছা, ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পর মূর্চ্ছা হইয়া সর্দ্দি গর্ম্মি রোগ হইয়া থাকে। পীড়া প্রকাশ হইবামাত্র মস্তক, পৃষ্ঠদেশ ও মেরুদণ্ডের উপর বরফ অভাবে শীতল জল দিবে। মস্তকে অবিরত বাতাস করিবে এবং হৃৎপিণ্ডের উপর মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দিবে।

বাগী।

উচ্চস্থান হইতে পতন জন্য বা গমনা গমনে পদস্খলন হইতে কুচ্‌কি বেদনা যুক্ত ও স্ফীত হইলে অথবা উপদংশ ও প্রমেহ জনিত ঐরূপ হইলে তাহাকে বাগী বলে। প্রথম বেদনা অনুভূত হইলে তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করা উচিত কিন্তু যদি বাগী অত্যন্ত ফুলিয়া লাল বর্ণ যুক্ত হয় এবং ভিতরে যন্ত্রণা হইতে থাকে তাহা হইলে তাহাতে মসিনার পুলটিস দিয়া পাকাইয়া অস্ত্র চিকিৎসা করার প্রয়োজন। অনেকে কিন্তু বাগী বসাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন; আমরা কিন্তু উহা যুক্তি যুক্ত বিবেচনা করিনা। উপদংশ ও প্রমেহ জনিত বাগী না বসাইয়া পাকাইয়া ফেলিলে ভবিষ্যতের ভয়ানক অপকারের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। অস্ত্রোপচারের পর ২।৩ দিন গত হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিবে।

কার্ব্বালিক এসিড	৪ ড্রাম
জল	২৪ আউন্স

এই উভয় দ্রব্যকে একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা ক্ষত স্থান উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ডাঃ ও, সি, রে সাহেব ইহার পরিবর্ত্তে নিম্ন লিখিত লোসান ব্যবহার করিতেন।

বাই ক্লোরাইড অব মার্কারি	১ ড্রাম
জল	১২॥০ আউন্স

বাই ক্লোরাইড অব মার্কারি উত্তমরূপে পেষণ করতঃ অল্প অল্প করিয়া জলে দ্রব করিবে। ইহার প্রস্তুত কালে বিশেষ সাবধনতা আবশ্যক কারণ ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহা দ্বারা ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া বোরাসিক এসিড অয়েণ্টমেণ্ট লিণ্টে লাগাইয়া ক্ষত স্থানে দিয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

সাধারণ মতে ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

কাৰ্ব্বলিক এসিড	৪ ড্রাম
সুইট অয়েল	৮ ড্রাম

এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া লিণ্টে লাগাইয়া ক্ষত স্থানে দিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে।

সিফিলিস (গৰ্ম্মি)

উপদংশ প্রকাশ পাইলে ৪।৫ দিবসের মধ্যে কষ্টিক ষ্টিক দ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া উপদংশ বিষ নষ্ট করিয়া দিবে। কেহ কেহ নাইট্রিক এসিড দ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া ফেলার ব্যবস্থা করেন। পরে ব্লাক ওয়াস, কার্ব্বলিক অয়েল, বোরাসিক অয়েণ্টমেণ্ট, মার্কারি অয়েণ্টমেণ্ট ইত্যাদির কোন একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

আইয়োডোফর্ম্ম ১ ড্রাম ও ভেসিলিন ১ আউন্স একত্রে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত মুখে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত ক্ষত মুখে আইয়োডোফর্ম্মের গুঁড়া নিক্ষেপ করিলেও উপদংশ ক্ষত আরোগ্য হইয়া থাকে। যদ্যপি ক্ষত মুখ হইতে রস নির্গত হইয়া আইয়োডোফর্ম্ম ভাসিয়া বা উঠিয়া যায় তাহা হইলে যতক্ষণ না ক্ষত মুখে আইয়োডোফর্ম্ম কামড়াইয়া ধরে ততক্ষণ উহা পুনঃ পুনঃ প্রদান করিবে। আইয়োডোফর্ম্ম দ্বারা আরোগ্য হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় পশ্চাৎ রক্ত পরিষ্কারার্থ নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করা বিধেয় নচেৎ গাত্রে কণ্ডু বহির্গত হইতে পারে।

সাসাফ্রাস	৪ ড্রাম
মেজেরিয়ান বার্ক	২ ড্রাম

জ্যামেকা সার্সারুট	৫ আউন্স
গোয়েকাম	৪ ড্রাম
লিকারিস	৪ ড্রাম
উষ্ণ জল	৬৪ আউন্স

এই সকল দ্রব্য একত্র কুটিয়া উক্ত পরিমাণে জলে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। পশ্চাৎ ১৫ মিনিট কাল অগ্নির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া ৪০ আঃ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ২ ড্রাম আইয়োডাইড অব পটাস ইহার সহিত যোগ করিয়া লইবে।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ১ আঃ করিয়া প্রত্যহ তিনবার সেবন করিবে। ইহা দ্বারা শরীর-পুষ্টি, কান্তি বৃদ্ধি ও রক্ত পরিষ্কার হইয়া শরীরকে নির্ব্বিষ করিয়া থাকে।

ব্লাক ওয়াস।

নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারা ক্ষত স্থান ধুইয়া উক্ত ঔষধে লিন্ট ভিজাইয়া, ক্ষত স্থানে স্থাপন করিবে।

ক্যালোমেল	২৪ গ্রেণ
চুণের জল	৮ আঃ

ডিপ্সোমেনিয়া (পানাকাঙ্ক্ষা রোগ)

অতিরিক্ত পরিমাণে বহু দিবসাবধি মদ্য পান করিয়া পরে এককালে পান পরিত্যাগ করিলে এই পীড়া উপস্থিত হয়। ইহাতে ক্ষুধামান্দ্য, অতিসার, বমন, অনিদ্রা ইত্যাদি লক্ষণরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্ষুধমান্দ্য হইলে আহারের পর ২ গ্রেণ পরিমাণে পেপ্সিন পোর্সাই সেবন করিতে দিবে। অতিসার হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

বিসমাথ নাইট্রাস	৪০ গ্রেণ
টিংচার কার্ডামাম	২ ড্রাম
টিংচার ওপিয়াম	২৪ মিনিম
ভাইনাম পেপ্সিন	২ ড্রাম
একোয়া এনিসি	৮ আঃ

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া ৮ দাগ করতঃ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

দৌর্ব্বল্য নিবারণার্থ নিম্নলিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

কুইনাইন সাল্ফ	১২ গ্রেণ
এসিড নাইট্রোমিউরিয়াটিক ডিল	২ ড্রাম
টিংচার কোয়াসিয়া	৬ ড্রাম
শীতল জল	৫ আউন্স

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া ৬ দাগ করিয়া দিবসে ৩ বার একদাগ করিয়া সেবন করিতে দিবে। বমন হইলে লাইকার আর্সেনিক ২ মিনিম আহারের পূর্ব্বে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বমনোদ্রেক, বমন ও মদ্যপানেচ্ছা নিবারিত হয়। পানাভাবে কষ্ট হইলে অধ্যয়ন, বন্ধু-বান্ধব সহ আলোচনা, মস্তকে শীতল জল ইত্যাদি প্রদানের, ব্যবস্থা করা যায়।

মদ্য পান জনিত সকম্প প্রলাপ।

ইহাতে ক্ষুধা মান্দ্য, প্রলাপ, ভয় দর্শন, অস্থিরতা, দক্ষিন পঞ্জরাস্থির নিম্নে বেদনা ইত্যাদি লক্ষণ উপস্থিত হয়। এই পীড়াগ্রস্ত রোগীর মস্তকে শীতল জল দিবে, শীতল জলে স্নান করাইবে। রোগী যে রূপ মদ্য পান করিত সেই মদ্য অল্প পরিমাণে পান করিতে দিবে।

কোষ্টবদ্ধতা থাকিলে মৃদু বিরেচনের ব্যবস্থা করিবে। বলকারক লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। অনিদ্রায় কষ্ট পাইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

লাইকার মর্ফিয়া	॥৽ ড্রাম
পটাস ব্রোমাইড	২০ গ্রেণ
শীতল জল	৩ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া একেবারে পান করাইবে। যদি ইহাতেও নিদ্রা না হয় তাহা হইলে ২ ঘণ্টা পরে পুনর্ব্বার আর একমাত্র প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

চিত্তবিকার।

এই পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তি সর্ব্বদাই মনে করে যে তাহার কোনরূপ পীড়া হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেক সময়েই কোনরূপ পীড়া দৃষ্টি গোচর হয় না। ইহাতে রোগী সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত হয়। যগুপি কোন-রূপ, সামান্য পীড়াও থাকে তবে তাহা আরোগ্য হইয়াছে এরূপ বোধ করে না এবং চিকিৎসা করাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীর মনের বিকার দূর করিবার জন্য কেবল বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দাস্ত পরিষ্কার করাইবে এবং রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

মূর্চ্ছা।

অতিরিক্ত দৌর্ব্বল্য অতিরিক্ত রক্ত-প্রস্রাব, উদরী মুত্রাসয়ে সঞ্চিত প্রস্রাব থাকিলে উহা এককালে নির্গত হওয়া, উত্তপ্ত শরীরে শীতল জলপান, অনাহারের পর অতিরিক্ত ভোজন ইত্যাদি কারণে এই

পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে মস্তক ঘুর্ণিত এবং নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়।

এইরূপ পীড়াগ্রস্ত রোগীর মুখে শীতল জল এবং স্মেলিং সল্টের আঘ্রাণ দিলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতে পারে। ফ্লানেল গরম করিয়া ফোমেণ্ট করিবে এবং বলকারক পথ্য দিবে। দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্ত নিম্ন লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

এমোনিয়া কার্ব্ব	৩০ গ্রেণ
ভাইনাম গ্যালিসাই	৬ ড্রাম
শীতল জল	৬ আঃ

এই সমস্ত একত্র করিয়া ৬ ভাগে বিভক্ত করিবে এবং রোগীর অবস্থানুসারে দিবসে ২ কি ৩ বার সেবন করাইবে।

শোথ।

এই রোগে ঘর্ম্ম কারক ও মুত্র কারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। অনেকে নিম্ন লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

পট্যাসিয়াম নাইট্রাস	৪০ গ্রেণ
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	৪ ড্রাম
লাইকার এমোন এসিটেটিস	২ আঃ
টিংচার ডিজিটেলিস্	৪০ মিনিম
ডিকক্সান স্কোপেরাই	৮ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভক্ত করতঃ এক দাগ মাত্রায় দিবসে ৪ বার সেবন করিতে দিবে। যাহাতে কোষ্ঠ পরিস্কার থাকে তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রোগী জলপান না করিয়া থাকিতে পরিলে সুলক্ষণ জানিবে।

ক্ষয় কাস।

পীড়ায় প্রথমাবস্থায় কফঃনিঃসারক এবং বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

টীংচার সেনেগা	৪ ড্রাম
টিংচার সিলি	৮০ মিনিম
টিংচার হায়োসায়েমাস	৪০ মিনিম
ভাইনাম ইপিকাক	৪০ মিনিম
এমোন কার্ব্ব	২৮ গ্রেণ
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	৮০ মিনিম
ইনফিউজান সিনেগা	৭ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগ করতঃ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে। বক্ষে বেদনার আধিক্য হইলে লিনিমেণ্ট ক্রোটন মালিস করিবে। জ্বর প্রবল হইলে ইনফিউজান সিনেগার পরিবর্ত্তে ইনফিউজান সার্পেণ্টারী দিবে। সহজপাচ্য নির্দ্দোষ অথচ রক্ত বৃদ্ধি-কর পথ্যের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন।

হাঁপানি।

রোগীর পাকাশয় ভুক্ত-দ্রব্য পূর্ণ থাকিলে রোগীর বয়ক্রমানুসারে ১০, ১৫ বা ২০ গ্রেণ পরিমাণে পাল্‌ভ ইপিকাক অথবা ১ বা ২ গ্রেণ পরিমাণে টার্টার এমিটিক সেবন করাইয়া বমন দ্বারা উদর পরিষ্কার করাইয়া দিবে। অন্ত্র মলে পূর্ণ থাকিলে ক্যাষ্টার অয়েলের জোলাপ প্রদান করতঃ মল পরিষ্কার করান উচিত। নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য রোগীর গৃহের দরজা ও জানালা সদাসর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখা উচিত। রোগীকে সবল করণার্থ নিম্ন লিখিত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

টিংচার বেলেডোনা	৪০ মিনিম
পটাস আইয়োডাইড	১ ড্রাম
স্পিরিট এমোন এরোম্যাট	২ ড্রাম
শীতল জল	৭ আঃ

এই সমস্ত ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৮ দাগে বিভক্ত করতঃ ৩ ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া সেবন করিতে দিবে।

কাস রোগ।

এই রোগের সহিত প্রবল জ্বর এবং তাহার সহিত সংঘাতিক উপসর্গ, জন্মিলে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এই রোগগ্রস্ত রোগীর অন্ত্র মল পূর্ণ থাকিলে তাহা নিম্ন লিখিত বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া পরিস্কার করিতে হইবে।

সিরাপ সিলি	১ ড্রাম
টিংচার হায়োসায়েমাস	২০ মিনিম
স্পিরিট ইথার নাইট্রিক	৩০ মিনিম
ম্যাকেসার রোজ	১ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া এককালে সেবন করাইবে। এই পরিমাণে যে কয় মাত্রা আবশ্যক হয় প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে তাদৃশ উপকার না দর্শিলে নিম্নোক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

পট্যাসী নাইট্রাস	১৫ গ্রেণ
ভাইনাম ইপিকাক	১০ গ্রেণ

ইহাতে একমাত্রা হইবে এবং ইহাই এককালে পান করিতে হইবে। বক্ষে বেদনার জন্য মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, তার্পিণ তৈলের ষ্টুপ কিম্বা মসিনার পুলটিস ব্যবহার করিবে। বক্ষে অত্যন্ত বেদনা কখন বা উহার একেবারে অভাব, পেশীতে তীব্র বেদনা দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস,

প্রবল জ্বর, চটচটে কফ নির্গম প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

মফিয়া	।০ গ্রেণ
আফিম	১ গ্রেণ
মিউরিয়েট অব এমোনিয়া	১০ গ্রেণ
কার্ব্বনেট অব এমোনিয়া	৫ গ্রেণ

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে।

ব্রেঙ্কাইটিস।

গাত্রে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাইলে, আদ্র বস্ত্র ব্যবহার করিলে, আদ্র শয্যায় শয়ন করিলে সচরাচর লোকে এই পীড়াগ্রস্থ হইয়া থাকে। এই রোগের প্রথমবস্থায় গৃহের দ্বারাদি সর্ব্বদা বন্ধ রাখা এবং গাত্র ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখার প্রয়োজন। লঘু ও বলকারক পথ্যের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। প্রাতে ও রাত্রে পৃষ্ঠদেশে নিম্ন লিখিত ঔষধ মালিস করিবে।

লিনিমেণ্ট বেলেডোনা	২ ড্রাম
লিনিমেণ্ট একোনাইট	২ ড্রাম
লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফর	১ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া দশমিনিট কাল মালিশ করিবে। অবস্থা বিশেষে নিম্নলিখিত মালিশটীও ব্যবহৃত হয়।

লিনিমেণ্ট বেলেডোনা	১ ড্রাম
লিনিমেণ্ট ওপিয়াই	১ "
লিনিমেণ্ট টার্পেণ্টাইন	৪ "

ইহাও উপরোক্ত মালিশের ন্যায় ব্যবহার করিবে এবং যাহাতে পীড়ার অন্য উপসর্গ না আসিতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। রোগ

সামান্য হইলে সেবনের ঔষধ না ব্যবহার করিলেও চলিতে পারে। পীড়া কঠিন হইলে শ্লেষ্মা নিঃসরণোদ্দেশে বমনকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

টিংচার সিলি	১৬ মিনিম
টিংচার ক্যাম্ফর কম্পঃ	১ ড্রাম
টিংচার ল্যাভেণ্ডার	১ "
এমোন কার্ব্ব	৮ গ্রেণ
ইথার নাইট্রিক	৪০ মিনিম
ইনফিউজান সিনেগা	২ আঃ

এই সমস্ত মিশ্রিত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ এক হইতে চারি বৎসরের শিশুকে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

পীড়া পুরাতন হইলে কড্‌লিভারের ব্যবস্থা করিবে। সমুদ্রতীরে বাস ও শীতল জলে স্নান করিবে। যদি শিশু ভুক্তদ্রব্য বমন করে তাহা হইলে ১ বা ২ বিন্দু টিংচার ওপিয়ম সেবন করাইবে। এই পীড়ায় জ্বর থাকিলে সর্ব্বদা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিবে। এইরূপ অবস্থায় সর্ব্বদা শিশুকে সাবধানে রাখিবে।

কয়েকটী আবশ্যকীয় ঔষধ।

যে সকল ঔষধে বিশেষ উপকার পাওয়া যায় তাহারই কতকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল। বিবেচনা পূর্ব্বক আবশ্যক কালে ইহাদের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

হাইড্রার্জিরাই করোসিভাই সাব্লিমেটাই	১ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্টাই ওপিয়াই	৪ "
গোয়াসিয়াই রেসিন	১০ "
গ্লিসারিণ	আবশ্যকমত

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করতঃ ১৪টী বটী প্রস্তুত করিবে এবং ৪ ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া বটীকা সেবন করাইবে। কিন্তু প্রতিদিন তিন বারের অধিক সেবন করান অনুচিত। পুরাতন বাতরোগে ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ফেরিয়েট কুইনি সাইট্রেটিশ	৩০ গ্রেণ
পট্যাশিয়াই আইয়োডিডাই	১২ "
টিংচার একোনিটাই	২৫ মিনিম
ইনফিউজান চিরেতা	৫ আঃ

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬ দাগ করতঃ প্রত্যহ ১ দাগ মাত্রায় তিনবার সেব্য। ইহা পুরাতন বাতরোগে দৌর্ব্বল্য নিবারণ জন্য প্রযুক্ত হয়।

পিপিউলি ক্যালোমেল নাস কম্পঃ	৫ গ্রেণ
একষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই	||০ "

ইহা একত্রে মর্দ্দন করিয়া একটী বটীকা প্রস্তুত করিবে। এইরূপে প্রস্তুত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় একটি করিয়া সেবন করাইবে। ইহা উপদংশ ও তৎসংশ্লিষ্ট রোগে ব্যবহৃত হয়।

ক্যালোমেল	২ গ্রেণ
পাল্‌ভ ওপিয়াই	১/৪ গ্রেণ

কনফেক্সনিস্ রোজ গ্যালিসি—বটী প্রস্তুতের মত।

ইহা একত্রে মর্দ্দন করতঃ বটীকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন তিনবার হিসাবে সেবন করাইবে। পারদ সংযুক্ত ঔষধ সেবনান্তে তৎপর প্রতিকার লাভের জন্য ইহা ব্যবহার করা উচিত।

পটাসিয়াই আইয়োডিডাই	৪ গ্রেণ
টিংচার বেলেডোনা	১০ বিন্দু

টিংচার সিনকোনা কম্পঃ	৩০ বিন্দু
স্পিরিটাস এমোনি এরোমিটিসাই	৩০ বিন্দু
একোয়া মেন্থ পিপারেটা	১ আঃ

এই সমস্ত একত্র মিশাইয়া এক মাত্রা হইবে এইরূপ মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার করিয়া দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে। ইহা শ্বাস রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

হাইড্রার্জিরাই কমক্রিটা	৫ গ্রেণ
পালভারিস ইপিকাকুয়ানা কম ওপিও	৫ গ্রেণ

এই উভয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ একবার করিয়া সেবন করাইবে। মৃদু আমাশয় অথবা উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়।

সোডি বাইকার্ব্বনেটিস	২ গ্রেণ
হাইড্রার্জ কমক্রিটা	২ গ্রেণ
ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব্বনেটিস	৫ গ্রেণ

এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া এক দাগ করিয়া প্রতি রাত্রে সেবন করিতে দিবে। ইহা অম্লদুষ্ট উদরাময়ে বিশেষ উপকারী।

এমন বেঞ্জোয়েটিস	১৫ গ্রেণ
জল	১ আঃ

ইহা মিশ্রিত করিয়া ৩ বার খাইতে দিবে। পুরাতম ব্রঙ্কাইটিস রোগে এবং মূত্রাশয়ের পুরাতন প্রদাহ জনিত পীড়ায় বিশেষ উপকার দর্শে।

কুইনি সালফেটিস্	৮ গ্রেণ
পালভারিস ইপিকাকুয়ানা	২৪ ,,
পালভারিস ইপিকাকুয়ানা কম ওপিয়াই	৩০ ,,
গ্লিসারিণ	প্রয়োজন মত

এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করতঃ ১৬টী বটীকা প্রস্তুত করিয়া ৪ ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা আমাশয় রোগে বিশেষ উপকারী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় যে সমস্ত লিনিমেণ্ট ব্যবহৃত হয় তাহাদের ব্যবহার প্রণালী।

লিনিমেণ্টাম্ বেলেডোনি ইং লিনিমেণ্ট বেলেডোনা—বেলেডোনার মূল চূর্ণ ১০ আঃ কর্পূর ১ আঃ, পরিশ্রুত জল ২ আঃ, এলকোহল প্রয়োজন মত ইহাদের সহযোগে প্রস্তুত হয়। ইহার ক্রিয়া—সকল প্রকার বেদনা নিবারক, স্নায়বীয় বা অন্যপ্রকার বক্ষবেদনায় সমপরিমাণ ক্লোরোফর্ম্মের সহিত মিশাইয়া মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

লিনিমেণ্টাম হাইড্রার্জিরাই ইং লিনিমেণ্ট অব মার্কারি, প্রস্তুত প্রকরণ—অয়েণ্টমেণ্ট অব মার্কারি ৫০ গ্রাম, সলিউসান অব এমোনিয়া ৪০ মিলি, লিনিমেণ্ট অব ক্যাম্ফর ৮০ মিলি। অর্ব্বুদাদি শোষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। উপদংশ রোগে মুখ আনাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

লিনিমেণ্টাম পোট্যাসিয়াই আইয়োডিডাই কম্ সেপনি, ইং লিনিমেণ্ট অব পোট্যাসিয়াম আইয়োডাইড উইথ সোপ। প্রস্তুত প্রকরণ—হার্ড সোপখণ্ড ২ আঃ পটাস আইয়োডাইড ১॥০ আঃ গ্লিসারিণ ১ আঃ, অয়েল অব লিমন) ড্রাম, পরিশ্রুত জল ১০ আঃ। বাত, গাউট ও সন্ধিবিবর্দ্ধণে ব্যবহৃত হয়।

লিনিমেণ্ট টেরিবিন্থীনি এসিটিকাম, ইং লিনিমেণ্ট অব টার্পেণ্টাইন এণ্ড এসিটিক এসিড—প্রস্তুত প্রকারণ—রেক্‌টিফায়েড টার্পিন তৈল ৪ আঃ, গ্লিসারিণ এসিটিক এসিড ১ আঃ অয়েল অব টার্পেণ্টাইন ৪ আঃ।

লিনিমেণ্ট সিনাপিস্, ইং লিনিমেণ্ট অব মাষ্টার্ড—প্রস্তুত প্রকরণ—ভলেটাইল অয়েল অব মাষ্টার্ড ১।৷৹ ড্রাম, ক্যাম্ফর ১২ গ্রেণ, ক্যাষ্টার অয়েল ৫ ড্রাম শোধিত সুরা ৪ আঃ।

লিনিমেণ্ট টেরিবিন্থীনি ইং লিনিমেণ্ট অব টার্পেণ্টাইন—অয়েল অব টার্পেণ্টাইন ১৩ আঃ ক্যাম্ফার ১ আঃ সফ্‌ট সোপ ১৷৹ আঃ, পরিশ্রুত জল ৫ আঃ। লাম্বেগো, পুরাতন বাত, গাউট, সায়েটিকা, স্নায়ুশূলে ইহার মর্দ্দন উপকারী।

লিনিমেণ্ট সেপোনিস্ ইং সোপ লিনিমেণ্ট—সফ্‌ট সোপের চুর্ণ ২ আঃ, ক্যাম্ফার ১ আঃ, অয়েল অব রোজমেরি, ৩ ড্রাম, শোধিত সুরা ১৬ আঃ, পরিশ্রুত জল ৪ আউন্স।

লিনিমেণ্টাম ওপিয়াই ইং লিনিমেণ্ট অব ওপিয়ম—সোপ লিনিমেণ্ট ২ আঃ, টীংচার অব ওপিয়ম ২ আঃ, একত্র মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। পাঁজরার অস্থি মধ্যে বেদনা, স্নায়ুশূল, পেশীশূল, বাত ইত্যাদিতে বিশেষ উপকারী।

লিনিমেণ্ট আইওডাইড ইং লিনিমেণ্ট অব আইয়োডিন—আইয়োডাইন অব পটাসিয়াম ৩/৪ আঃ, পিয়োর আইয়োডিন ১।৹ আঃ, পরিশ্রুত জল ১।৹ আঃ, শোধিত সুরা ৯ আঃ। নখক্ষত, ইরিসিপিলাস্, গাউট বাধী, ইত্যাদি অনেক রোগে ব্যবহৃত হয়।

লিনিমেণ্টাম ক্যাম্ফরি কম্পোজিটাম ইং কম্পাউণ্ড লিনিমেণ্ট অব ক্যাম্ফার—ক্যাম্ফার ২৷৹ আঃ, ষ্ট্রং সলিউসান অব এমোনিয়া ৫ আঃ,

ল্যাভেণ্ডার অয়েল ১ ড্রাম, শোধিত সুরা ১৫ আঃ। বাত ও আভ-ঘাত জনিত বেদনায় উপকারী।

সম পরিমাণ লিনিমেণ্ট অব এমোনিয়ার সহিত মিশাইয়া ব্রঙ্কাইটীস, বুকে সদ্দিবসা ইত্যাদি রোগে মালিস করিলে উপকার হয়।

লিনিমেণ্টাম ক্রোটোনিস ইং লিনিমেণ্ট অব ক্রোটন অয়েল—ক্রোটন অয়েল ১ আঃ, অয়েল ক্যাজিপুট ৩।৹ আঃ, শোধিত সুরা ৩।৹ আঃ একত্র মিশাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

পুরাতন বাত ও বিবিধ কাসরোগে মর্দ্দন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

লিনিমেণ্টাম একোনিটাই ইং একোনাইট লিনিমেণ্ট—একোনাইট রুট চূর্ণ (৪০ নং) ২০ আঃ, ক্যাম্ফার ১ আঃ ইহার সহিত শোধিত সুরা মিশিইয়া ২০ আঃ, পূর্ণ করিবে।

স্নায়ুশূল ও বাত রোগে মালিশ করিলে আশু উপকার হয়।

লিনিমেণ্টাম এমোনিয়া ইং লিনিমেণ্ট অব এমোনিয়া—লাইকার এমোনি ১ আঃ, অলিভ অয়েল ২ আঃ, এমণ্ড অয়েল ১ আঃ। পৃষ্ঠে পাঁজরে শ্লেষ্মা জন্মিলে সমপরিমাণ লিনিমেণ্ট ক্যাম্ফার কম্পাউণ্ডের সহিত মর্দ্দনে উপকার হয়।

লিনিমেণ্টাম ক্যালসিস ইং লিনিমেণ্ট অব লাইম—চূণের জল ১ আঃ জলপাই তৈল ২ আঃ। দগ্ধ ক্ষত, ব্লিষ্টার ক্ষত ও অন্যান্য ক্ষতে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

লিনিমেণ্টাম ক্যাম্ফোরি ইং লিনিমেণ্ট অব ক্যাম্ফার—অলিভ অয়েল ৪ আঃ ক্যাম্ফার ১ আঃ মিশাইয়া প্রস্তুত হয়।

ইহা বেদনা নিবারক ও কফনিঃসারক।

লিনিমেণ্টাম ক্লোরোফর্ম্মাই ইং লিনিমেণ্ট অব ক্লোরোফর্ম্ম—২ আঃ

লিনিমেণ্ট অব ক্যাম্ফার ও ২ আঃ ক্লোরোফর্ম্ম মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। ইহা বেদনা নিবারক।

আঙ্গুয়েণ্টাম—মলম।

আঙ্গুয়েণ্টাম বেলেডোনি ইং অয়েণ্টমেণ্ট বেলেডোনা—এলকোহলিক একষ্ট্রাক্ট অব বেলেডোনা ৮০ মিলিঃ, বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ৬০ গ্রাম, উলফ্যাট ২০ গ্রাম। সায়েটিকা রোগে উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম হাইড্রার্জিরাই আইয়োডিডাই রুব্রাই ইং রেড আইয়োডাইড, অব মার্কারি অয়েণ্টমেণ্ট—৪৮০ গ্রেণ বেঞ্জোয়েটেড লার্ডের সহিত ২০ গ্রেণ আইয়োডাইড অব মার্কারি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয়। বিবিধ চর্ম্ম রোগে, দাদ, অর্ব্বুদ, গলগণ্ডে ব্যবহৃত হয় এবং ইহাকে ডাইলিউট করিয়া বৃহদায়তন প্লীহার উপর মালিশ করিলে শীঘ্রই প্লীহা সাধারণ অবস্থায় আনীত হয়।

আঙ্গুয়েণ্টাম জিন্সাই ইং জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট—১৭ আঃ বেঞ্জোয়েটেড লার্ড গলাইয়া—তাহাতে ৩ আঃ অক্সাইড অব জিঙ্ক সূক্ষ্ম চূর্ণ দিয়া নাড়িয়া শীতল করিয়া লইলে প্রস্তুত হয়। স্কেবিজ, দগ্ধ ক্ষত প্রভৃতি রোগে ও অন্যান্য ক্ষতে উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম্ এসিডাই বোরিসাই ইং বোর‍্যাসিক অয়েণ্টমেণ্ট—এসিড বোর‍্যাসিক চূর্ণ ২॥০ আঃ, সফ্‌ট প্যারাফিন ১০ আঃ, হার্ড প্যারাফিন ৫ আঃ লইয়া উভয় প্যারাফিন অগ্নিতে গলাইয়া শীতল না হওয়া পর্য্যন্ত বোর‍্যাসিক এসিড দিয়া নাড়িতে হইবে। সকল প্রকার ক্ষতে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম সিমপ্লেক্স ইং সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট—বাদাম তৈল ৩ আঃ, শ্বেত মোম ২ আউন্স, বেঞ্জোয়েটেড লার্ড—৩ আউন্স। ক্ষত শুষ্ক করণে ও অন্যান্য নানা প্রকার মলম প্রস্তুত করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

আঙ্গুয়েণ্টাম সালফিরিস ইং সালফার অয়েণ্টমেণ্ট—৯ আউন্স, বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ১ আউন্স, সাবলাইমড্‌ সালফার মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। সকল প্রকার চর্ম্মরোগে উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম এসিডাই কার্ব্বলিসাই ইং কার্ব্বলিক এসিড অয়েণ্টমেণ্ট— গ্লিসারিন ১৷৷• আঃ, শ্বেত প্যারাফিণের মলম ৯ আঃ, কার্ব্বলিক্ এসিড ৷৷• আঃ গলাইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। পায়ার ঘায়ে ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম হাইড্রাজিরাই এমোনিয়েটাই ইং হোয়াইট প্রিসিপিটেট অয়েণ্টমেণ্ট— এমোনিয়েটেড মার্কারি চূর্ণ ৫ গ্রাম, বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ৯৫ গ্রাম মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। বিবিধ চর্ম্মরোগে ইহার ব্যবহার ফলপ্রদ।

আঙ্গুয়েণ্টাম একোনাইটিনি ইং একোনাইট অয়েণ্টমেণ্ট ৮ গ্রেণ একোনাইটিনকে ৮• গ্রেণ ওলেয়িক এসিডে দ্রব করিয়া ৪১• গ্রেণ বেঞ্জোয়েটেড লার্ড মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হইবে। স্নায়ুশূল, বাত ও পেশীর বেদনায় ইহার ব্যবহার বিশেষ উপকারী। ইহা যেন কোন রকমে চক্ষে না লাগে কারণ ইহা চক্ষের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম হেমোমেলিস ইং অয়েণ্টমেণ্ট অব হেমোমেলিস—সিম্পল অয়েণ্টমেণ্ট ৯ ভাগ, হেমোমেলিসের তরলসার ১ ভাগ দ্বারা প্রস্তুত হয়। অর্শরোগে ইহা উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম পট্যাসিয়াই আইয়োডিডাই ইং পট্যাসিয়াম আইয়ো-ডাইড অয়েণ্টমেণ্ট—কার্ব্বনেট অব পটাশ ৩ গ্রেণ, আইয়োডাইড অব পটাশ ৫• গ্রেণ, জল ৪৭ গ্রেণ ও বেঞ্জোয়েটেড লার্ড ৪•• গ্রেণ। প্রথমতঃ জলে দুই রকম পটাশ দ্রব করিয়া পরে লার্ডের সহিত মিশ্রিত করিবে। স্কোবিজ ইত্যাদি চর্ম্মরোগে উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম জিঙ্কাই ইং জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট—জিঙ্ক অক্সাইড চূর্ণ ৩ আউন্স, লার্ড ১৭ আউন্স। দ্রবযুক্ত ক্ষতে উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম কোনিয়াই ইং অয়েণ্টমেণ্ট অব হেমলক্—হেমলকের রস ২ আউন্স, হাইড্রাস উলফাট ৩/৪ আউন্স, বোর‍্যাসিক এসিড ১০ গ্রেণ লইয়া ১৪০ তাপাংশে (ফারেণহিট) হেমলকের রসকে গাঢ় করিয়া ২ ড্রাম করতঃ উহার সহিত অন্যান্য দ্রব্য মিশ্রিত করিবে। উপদংশ ক্ষতে ইহার প্রয়োগ উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম ক্রাইসোবোরিনাই ইং ক্রাইসোবোরিণ অয়েণ্টমেণ্ট ২৪ আউন্স বেঞ্জোয়েটেড লার্ড অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তাহাতে ১ আঃ ক্রাইসোবোরিণ মিশ্রিত করতঃ শীতল করিয়া লইবে। দাদ, একজিমা, চুলি ইত্যাদি চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

আঙ্গুয়েণ্টাম আইয়োডোফর্ম্মাই ইং আইয়োডোফর্ম্ম অয়েণ্টমেণ্ট—মৃদু উত্তাপে ৯০ গ্রাম বেঞ্জোয়েটেড লার্ড গলাইয়া তাহাতে ১০ গ্রাম আইয়োডোফর্ম্ম মিশ্রিত করিবে। নানাপ্রকার ক্ষত ও উপদংশ জনিত ক্ষতে উপকারী। অস্ত্র চিকিৎসার ক্ষত শুষ্ক করণে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই।

আঙ্গুয়েণ্টাম হাইড্রার্জিরাই সাব ক্লোরিডাই ইং ক্যালোমেল অয়েণ্টমেণ্ট—২০ গ্রাম ক্যালোমেল ও ৮০ গ্রাম বেঞ্জোয়েটেড লার্ড মিশাইয়া প্রস্তুত হয়। বিবিধ প্রকার চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম আইওডাই ইং আইয়োডিন অয়েণ্টমেণ্ট—গ্লিসারিণ ৬০ গ্রেণ, লার্ড ৪০০ গ্রেণ, পটাশ আইয়োডাইড ২০ গ্রেণ, আইয়োডিন ২০ গ্রেণ এই সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। পাঁকুইরোগ, অর্ব্বুদ, বিবর্দ্ধিত গ্রন্থি, সন্ধি স্ফিতী, দদ্রু প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম গ্যালি ইং গল্‌লাল অয়েণ্টমেণ্ট—মাজুফল চূর্ণ ১ আঃ,

বেঞ্জোয়েটেড লাড ৪ আঃ একত্র মিশাইতে হয়। অর্শরোগে ইহার ব্যবহার উপকারী।

আঙ্গুয়েণ্টাম হাইড্রার্জিরাই ইং অয়েণ্টমেণ্ট অব মার্কারি—মার্কারি ৩০ গ্রাম, লার্ড ৬৫ গ্রাম, প্রিপেয়ার্ড সোয়েট ৫ গ্রাম। উপদংশীয় ও ও বিবিধ ক্ষতে ইহার ব্যবহার দ্বারা উপকার দর্শিয়া থাকে। ইহার মর্দ্দন দ্বারা মুখ আনয়ন করা হয়।

ইনফিউজান।

সকল ইনফিউজান স্ফুটীত পরিশ্রুত জলে ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইতে হয় কেবল কলম্বা, কোয়াসিয়ার ইনফিউজান শীতল জলে হয়। সকল গুলিই আবৃত পাত্রে ভিজাইতে হইবে।

ইনফিউজাম্ অর‍্যানসিয়াই কম্পোজিটাম ইং কম্পাউণ্ড ইনফিউজান অব অরেঞ্জ পীল—সরস জাম্বীর ছাল ২ ড্রাম, তিক্ত কমলার ত্বক্ ১/২ আঃ, লবঙ্গ চূর্ণ ৫৫ গ্রেণ, জল ১ পাইণ্ট। ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিতে হয়। মাত্রা ১/২—১ আঃ। মৃদু উত্তেজক ও বলকারক, অজীর্ণ রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজাম্ এন্থিমিডিস ইং ইনফিউজান অব ক্যামোমাইল (বাঙ্গলায় বাবুনার ফাণ্ট) ক্যামোমাইল পুষ্প ১/২ আঃ, জল ১০ আঃ, ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—৪ আঃ দৌর্ব্বল্য থাকিলে এবং অজীর্ণ রোগে উপকারী।

ইনফিউজাম্ অর‍্যান্সিয়াই ইং ইনফিউজান অব অরেঞ্জ পীল (কমলা লেবুর ত্বকের ফাণ্ট) তিক্ত কমলার ত্বক ১/২ আঃ, জল ১০ আঃ লইয়া ১৫ মিনিট আবৃত পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ আঃ। মৃদু উত্তেজক ও বলকারক, অজীর্ণ রোগে প্রযুক্ত হয়।

ইনফিউজাম্ ক্যাটিচিউ (খদিরের ফাণ্ট)—দারুচিনিচূর্ণ ৩০ গ্রেণ, ক্যাটিচিউচূর্ণ ১৬০ গ্রেণ, ও জল ১০ আঃ। অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। মাত্রা ১—২ আঃ। ইহা সঙ্কোচক। অপ্রদাহিক উদরাময়ে উপকারী কিন্তু যকৃতের ক্রিয়া ও বিকার জনিত উদরাময়ে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

ইনফিউজাম্ কলম্বা—কলম্বার খণ্ড ১ আঃ শীতল ১ পাইণ্ট জলে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ভিজাইয়া রাখিবে। অজীর্ণ, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য, বমন বিশেষতঃ গর্ভাবস্থা বমন নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। মাত্রা ১/২—১ আঃ।

ইনফিউজাম্ বুকু—বুকুচূর্ণ ১ আঃ ১ পাইণ্ট জলে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ আঃ। মুত্রযন্ত্র ও জননেন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার পুরাতন পীড়ায়, পুরাতন মেহ, লিঙ্গনাল, মুত্রগ্রন্থির প্রদাহ প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী।

ইনফিউজাম্ ক্যাস্কারিলি ইং ইনফিউজান্ অব ক্যাস্কারিলা বার্ক—ক্যাস্কারিলা ১০ নং চূর্ণ ১ আঃ, ১ পাইণ্ট ফুটন্ত জলে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ, রোগান্তে দৌর্ব্বল্য এবং অজীর্ণ রোগ প্রভৃতিতে বিশেষ ফলপ্রদ।

ইনফিউজাম্ ক্যারিওফাইলাই ইং ইনফিউজান্ অব ক্লোভস্—(লবঙ্গের ফাণ্ট) কোটানলবঙ্গ ।০ আঃ ১ পাইট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আউন্স। পাকাশয়ের দৌর্ব্বল জনিত অজীর্ণ রোগে ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজাম্ অব চিরাটা (চিরেতার ফাণ্ট) চিরেতাখণ্ড ১ আউন্স পরিশ্রুত ফুটন্ত জল ১ পাইণ্টে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আউন্স। ইহা আগ্নেয়, বলকারক ও রক্ত পরিষ্কারক। নানা প্রকার চর্ম্মরোগে ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজাম্ অব লিনাই ইং ইনফিউজান্ অব লীনসীড—যষ্টীমধু ২০ নং চূর্ণ ৫০ গ্রেণ, লীনসিড ১৫০ গ্রেণ, ১০ আউন্স জলে অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। কাস, মূত্র ও জননেন্দ্রিয়ের নানা প্রকার পীড়ায় ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজাম্ আর্গট ইং ইনফিউজান্ অব আর্গট—আর্গেটের মূল চূর্ণ ।০ আঃ ১০ আঃ জলে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ আঃ। ইহা জরায়ু সঙ্কোচক রজঃনিঃসারক।

ইনফিউজাম্ জেন্সিয়েনি কম্পোজিটাম্ ইং কম্পাউণ্ড ইনফিউজান্ অব জেন্সিয়েন—খণ্ড খণ্ড জেন্সিয়েন রুট ১/৪ আঃ, কমলারত্বক ১/৪ আঃ লেবুর ছাল ১/২ আঃ, ১ পাইন্ট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য, অজীর্ণ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজান জেবরাণ্ডি—জেবরাণ্ডি ১/২ আঃ ১০ আঃ জলে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহার পিচকরী শ্বেত প্রদর রোগে উপকারী।

ইনফিউজাম্ লপিউলাই ইং ইনফিউজান্ অব হপ্—হপ্ ১ আঃ ১ পাইণ্ট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ আঃ। ইহা আগ্নের, নিদ্রাকারক, বলকারক ও জননেন্দ্রিয়ের উগ্রতা-হারক।

ইনফিউজাম্ ম্যাটিসি ইং ইনফিউজান্ অব ম্যাটিকো—ম্যাটিকো পত্রের খণ্ড ১/২ আঃ ১০ আঃ জলে অর্দ্ধঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—৪ আঃ। প্রমেহ, শ্বেত প্রদর ও মুত্রাশয়ের বিবিধ রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইনফিউজাম্ কোয়াসিয়াই ইং ইনফিউজান্ অব কোয়াসিয়া—কোয়া-

সিয়া কাষ্ঠখণ্ড ৮৮ গ্রেণ ১ পাইণ্ট শীতল জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা বলকারক আগ্নেয় ও ক্রিমিনাশক।

ইনফিউজাম্ ক্রিয়াই ইং ইনফিজান্ অব রুবার্ব—রুবার্ব্ব কাষ্ঠের পাতলা খণ্ড ১ আঃ ১ পাইণ্ট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া লইবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা বলকারক ও বিরেচক।

ইনফিউজাম্ রোজি এসিডাম ইং এসিড ইনফিউজান্ অব রোজেস-শুষ্ক গোলাপের পাপড়ি ১/২ আঃ গন্ধক দ্রাবক ২ ড্রাম ১ পাইণ্ট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা রক্ত রোধক ও সঙ্কোচক।

ইনফিউজাম্ সেনেগি ইং ইনফিউজান অব সেনেগা—সেনেগা রুটের ১০ নং চূর্ণ ১ আঃ, ১ পাঁইট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। কাসরোগে কফঃ নিঃসরণার্থ ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজাম্ সেনি ইং ইনফিউজাম্ অব সেনা—সোনামুখী ১ আঃ, শুণ্ঠি খণ্ড ৫৫ গ্রেণ, ১ পাঁইট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা বিরেচক ক্রিয়া সম্পন্ন।

ইনফিউজাম্ সার্পেণ্টারী—সার্পেণ্টারী মূলের ৪০ নং চূর্ণ ১ আঃ ১ পাঁইট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা উত্তেজক ও বলকারক।

ইনফিউজাম্ ইউভি আর্সাই ইং ইনফিউজান অব বেয়ারবেরী—বেয়ার বেরী পত্র চূর্ণ ১ আঃ ১ পাঁইট জলে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা মূত্রকারক।

ইনফিউজাম্ ভেলিরিয়েনী—ভেলিরিয়েন কন্দ চূর্ণ ১/৪ আঃ, ১০ আঃ জলে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া রাখিবে। ১—২ আঃ।

ইনফিউজাম্ সিঙ্কোনি এসিডাম্ ইং এসিড ইনফিউজান অব সিঙ্কোনা—রেড সিঙ্কোনা বার্কের ৪০ নং চূর্ণ ১ আঃ এরোমেটীক সালফিউরিক এসিড ২ ড্রাম ১ পাঁইট ফুটন্ত পরিশ্রুত জলে ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১/২—১ আঃ। ইহা উত্তেজক, আগ্নেয় ও বলকারক। রোগান্তে দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণ রোগে উপকারী।

ইনফিউজাম্ কাস্পেরিয়ে ইং ইনফিউজান্ অব কাস্পেরিয়া—কাস্পেরিয়া বার্কের ২০ নং চূর্ণ ১ আঃ, ফুটন্ত পরিশ্রুত জল ১ পাঁইটে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ১—২ আঃ। অজীর্ণ উদরাময় ও অতিসার রোগের শেষাবস্থায় ব্যবহৃত হয়।

ইনফিউজাম কুসো—কুসো স্থূল চূর্ণ ১/২ আঃ, ৮ আঃ জলে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ৪—৮ আঃ। না ছাঁকিয়া সর্ব্বসমেত পান করিতে হয়। কৃমি রোগে ইহার ব্যবহার উপকারী।

ইনফিউজাম্ ডিজিটেলিস্ ইং ইনফিউজান অব ডিজিটেলিস—ডিজিটেলিস পত্রের ২০ নং চূর্ণ ৬০ গ্রেণ, ১ পাইন্ট ফুটন্ত জলে ১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিবে। মাত্রা ২—৪ ড্রাম। শোথ রোগে ও অন্যান্য মূত্রকারক ঔষধের সহিত ব্যবহৃত হয়।

ডিকক্সান।

ডিকক্টাম্ এলোজ কম্পোজিটাম—একষ্ট্রাক্ট অব সকোর্টিনা এলোজ ১/২ আঃ। মার্হ্, জাফ্রাণ, কার্ব্বনেট অব পটাশ প্রত্যেকটী ১/৪ আঃ একষ্ট্রাক্ট লিকোরিস ২ আঃ, কম্পাউণ্ড টিংচার অব কার্ডামাম ১৫ আঃ পরিশ্রুত জল ৫০ আঃ পূর্ণ করিতে যতটা প্রয়োজন হয়। একষ্ট্রাক্ট এলোজ ও মার্হকে একত্র কর, তাহার পর একষ্ট্রাক্ট লিকোরিস ও কার্ব্বনেট অব পটাশ একত্র মিশাও; সমুদয় দ্রব্য আবৃত পাত্রে ১ পাইন্ট

পরিশ্রুত জলের সহিত ৫ মিনিট সিদ্ধ কর। আঘ্রাণ যোগ করিয়া শীতল হইলে টিংচার কার্ডমাম কোং যোগ কর এবং পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া ফ্লানেল দ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত ঐ পরিমাণ পরিশ্রুত জল মিশ্রিত কর যেন সর্ব্বসমেত ৫০ আঃ হয়। মাত্রা ১/২ ২ আঃ।

ডিকক্টাম সিঙ্কোনি—রেড সিঙ্কোনা বার্কের ২০ নং চূর্ণ ১।০ আঃ, ২০ আঃ পরিশ্রুত জলে দশ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত ঐ পরিমাণে জল মিশ্রিত কর, তাহাতে যেন সর্ব্বসমেত ১ পাইণ্ট হয়। মাত্রা ১—৪ আঃ। পেটভার বা পেট ফাঁপ না থাকিলে জ্বরের তাপ নিবারণার্থে ব্যবহৃত হয়। জ্বরকালীন একোয়া এনিথাই সহযোগে বিশেষ উপকারী।

ডিকক্টাম গ্রাণেটাই কর্টিসিস ইং ডিকক্টাম অব পমিগ্র্যানেট বার্ক—পমিগ্র্যাণেট ছাল ৪ আঃ, ২৪ আঃ জলে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া পরিশ্রুত জল দ্বারা ১ পাইণ্ট পূর্ণ কর। মাত্রা ১—২ আঃ। ইহা রক্ত আমাশয়ের অব্যর্থ ঔষধ।

ডিকক্টাম প্যারেরি—প্যারেরির রুট চূর্ণ ১ আঃ, ১ পাইণ্ট পরিশ্রুত জলে আবৃত পাত্রে ১৫ মিনিট ফুটাইয়া ছাঁকিয়া ১ পাইণ্ট পূর্ণ কর। মাত্রা ১—২ আঃ। প্রমেহ, শ্বেত প্রদর, বাত প্রভৃতিতে উপকারী।

ডিকক্টাম কোয়ার্কাস ইং ডিকক্সান অব ওক বার্ক—ওকবার্ক চূর্ণ ১।০ আঃ, ১ পাইণ্ট পরিশ্রুত জলে আবৃত পাত্রে ১০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লও। মাত্রা ১—২ আঃ। শ্বেত প্রদর রোগে ইহার পিচকারী ব্যবহৃত হয়।

ডিকক্টাম স্কোপেরিয়াই ইং ডিকক্সান অব ব্রুম্—মাত্রা ২—৪ আঃ। ইহার ব্যবহার অল্প মাত্রায় মুত্রকারক।

ডিকক্টাম সার্সি—জ্যামেকা সার্সাপ্যারিলার খণ্ড ১৷৷০ আঃ ফুটন্ত পরিশ্রুত জল ১৷৷০ পাইন্ট। সার্সাপেরিলাকে জলে ১ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ পরে আবৃত পাত্রে ১০ মিনিট ফুটাইয়া ছাঁকিয়া পরিশ্রুত জল দ্বারা ১ পাইন্ট পূর্ণ কর। মাত্রা ২—১০ আঃ। বাত উপদংশ ও প্রমেহ রোগে ইহা উপকারী।

ডিকক্টাম সার্সি কম্পোজিটাম্ ইং কম্পাউণ্ড ডিকক্সান অব সার্সাপেরিলা—জ্যামেকা সার্সাপেরিলার খণ্ড ২৷৷০ আঃ, সাসফ্রাস রুট ১/৪ আঃ, গোয়েকাম উড ১/৪ আঃ, শুষ্ক যষ্টিমধু চূর্ণ ১/৪ আঃ, মেজেরিয়ান বার্ক ১/৮ আঃ, ফুটন্ত পরিশ্রুত জল ১৷৷০ পাইন্ট। জলে সমুদয় বস্তু এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ, পরে আবৃত পাত্রে ১০ মিনিট ফুটাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া লইবে। ছাঁকা দ্রবকে গাঢ় করিয়া ১ পাইন্ট পূর্ণ কর। মাত্রা ২—১০ আঃ। বাত উপদংশ, রক্তদুষ্টি রোগে বিশেষ উপকারী।

প্রতিসংজ্ঞা।

গুলার্ডস্ লোশন ল্যাটীন লাইকার প্লাম্বাই সাব এসিটেটিস ডাইলিউটস্—সলিউসান অব লেড ২ ড্রাম, ৯০ পারসেণ্ট এল্‌কোহল ২ ড্রাম ও জল যথেষ্ট পরিমাণ। নূতন আভিঘাতিক বেদনা ও ফুলা নিবারণের জন্য এই লোশন আক্রান্ত স্থানে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। তরুণ অণ্ড প্রদাহে উপকারী।

সিডলিজ পাউডার—ইহাতে সোডি বাইকার্ব্ব ৪০ গ্রেণ টার্টারেটেড্ সোডা চূর্ণ ১২০ গ্রেণ একটী পুরিয়ায় নীল কাগজে মোড়া এবং অন্য পুরিয়ায় ৩৮ গ্রেণ টার্টারিক এসিড সাদা কাগজে মোড়া। প্রথম কথিত পুরিয়াটী ২০ আঃ শীতল বা গরম জলে গুলিয়া পরে উহাতে অন্যটী মিশাইয়া আচ্ছাদিত অবস্থায় পান করিতে হয়। ইহা বিরেচক।

গ্রেগরিজ পাউডার—রিয়াই চূর্ণ ২ ভাগ, লাইট বা হেভি ম্যাগ্নিসিয়া ৫ ভাগ, জিঞ্জার ১ ভাগ মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ২০—৬০ গ্রেণ, ইহা বিরেচক ধর্ম্মাত্মক।

জেমস্ পাউডার—অক্সাইড অব এণ্টিমনি ১ ভাগ, ফস্ফেট অব লাইম ২ ভাগ। মাত্রা ৩—৫ গ্রেণ। ইহা স্বেদ জনক ও অবসাদক।

প্লামার্স পিল—ক্যালোমেল ১ ভাগ, সলিফিউরেটেড এণ্টিমনি ১ ভাগ গোয়েকাম রেজিন ২ ভাগ, ক্যাষ্টর অয়েল ১ ভাগ বা প্রয়োজন মত। মাত্রা ৫—১০ গ্রেণ।

ব্লুপিল—ইহাতে মার্কারি ২ আঃ, কনফেক্সান অব রোজেস ৩ আঃ, লিকোরিস রুট চূর্ণ ১ আঃ। মাত্রা ৪—৮ গ্রেণ। উপদংশ রোগে ইহার ব্যবহার উপকারী।

ব্লু অয়েণ্টমেণ্ট—মার্কারি এবং প্রিপেয়ার্ড লার্ড প্রত্যেকে ১ পাউণ্ড প্রিপেয়ার্ড সোয়েট। উপদংশ রোগে শরীরে শোষিত হইয়া উপকার করিয়া থাকে।

কট্‌স অয়েণ্টমেণ্ট—অয়েণ্ট অব মার্কারি ৬ আঃ, পীত মোম এবং অলিভ অয়েল প্রত্যেকে ৬ আঃ, ক্যাম্ফর ১৷৷০ আঃ। ইহা লালাস্রাবক ও শোষক। উপদংশ রোগে উপকারী।

একোয়া মেন্থ পিপ ইং পিপারমেণ্ট ওয়াটার—পিপারমেণ্ট তৈল ১৷৷০ ড্রাম, জল ১৷৷০ গ্যালন দিয়া একটী কাঁচের ফানেলের মুখে ব্লটিংএর ঠোঙা করিয়া উহার উপর কিঞ্চিৎ ম্যাগ্নিসিয়া ছড়াইয়া তাহার উপর তৈল ছড়াইয়া দাও, পরে তাহার উপর জল ঢালিয়া চুয়াইয়া লও মাত্রা ১ আঃ।

লাইম ওয়াটার (চূণের জল)—২ আঃ আদ্র চূণ জলে গুলিয়া উহাতে ১ গ্যালন জল মিশাইয়া ২।৩ মিনিট নাড়িয়া ছিপি বন্ধ করিয়া

রাখিবে। ইহা অজীর্ণ ও অম্লজনিত ভেদ ও বমনে উপকারী, শিশু-দিগের অজীর্ণ ও ক্রিমি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ব্ল্যাক ও ইয়োলো ওয়াশে এই লাইম ওয়াটার ব্যবহৃত হয়।

ব্ল্যাক ওয়াশ—অল্প গঁদের মণ্ডের সহিত ৩০ গ্রেণ ক্যালোমেল মাড়িয়া উহার সহিত ১০ আঃ চুণের জল মিশাইয়া ছাঁকিয়া কোন কোম ঔপদংশিক ক্ষত ও বিবিধ দুষ্ট ক্ষতে সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

ইয়োলো ওয়াশ—১০ আঃ লাইম ওয়াটারে ১৮ গ্রেণ পার ক্লোরাইড অব মার্কারি দিয়া ঔপদংশিক ক্ষতাদি ধৌত করণে ব্যবহৃত হয়।

কণ্ডিস ফ্লুইড ল্যাটিন পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ সলিউসান ১ আঃ ফুটন্ত পরিশ্রুত জলে ২০৪ গ্রেণ পারম্যাঙ্গানেট অব পটাশ দ্রব করিয়া পুঁজ রক্তযুক্ত কর্ণ ও নাসা মধ্যগত ক্ষত ও দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষত ধৌত করণার্থ ব্যবহৃত হয়।

এলাম লোশন—২ ড্রাম ফিটকারী ১ পাউণ্ড ফুটন্ত পরিশ্রুত জলে দ্রব করিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা প্রমেহ ও শ্বেত প্রদরাদি রোগে ক্লেদ নির্গমণ নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

এমনক্লোর লোশান—মিউরেট অব এমোনিয়া ২০ ড্রাম, ডাইলিউট এসিটিক এসিড ১০ ড্রাম' রেক্‌টিফায়েড স্পিরিট ১০ ড্রাম, পরিশ্রুত জল ২০ আঃ। তরুণ আভিঘাতিক প্রদাহ স্থানে ইহার বাহ্য প্রয়োগ হয়। ইহাকে কোল্ড লোশানও বলা হয়।

সালফেট বা ক্লোরাইড অব জিঙ্ক লোশান—৪ গ্রেণ সালফেট বা ক্লোরাইড অব জিঙ্ক পরিশ্রুত জল ১ আঃ। প্রমেহ ও শ্বেত প্রদরে পিচকারীরূপে জলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কষ্টিক লোশান ল্যাটিন লোশিয়া আর্জেণ্টাই নাইট্রাস—ইহা ৩প্রকার

প্রস্তুত হয়। (১) ১০ গ্রেণ কষ্টিক ১ আঃ পরিস্রুত বা গোলাপ জলে দ্রব করিয়া সোর থ্রোট, টন্‌সিলাইটীজ ইত্যাদি রোগে বাহ্য প্রয়োগ হয়। (২) ১ আঃ জলে ১৫।২০ গ্রেণ কষ্টিক দিয়া প্রস্তুত হয় (৩) ১ আঃ জলে ৩০ গ্রেণ কষ্টিক দিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা উগ্র ক্রিয়া সম্পন্ন। ডিপথিরিয়া ইত্যাদি পীড়ায় লাগাইতে হয়। কষ্টিক লোসান নীল শিশিতে বা নীল কাগজাবৃত শিশিতে না রাখিলে আলোকের ক্রিয়া দ্বারা উহা নষ্ট হইয়া যায়।

কার্ব্বলিক অয়েল—কার্ব্বলিক এসিডের দানা ১ অংশ অলিভ অয়েল ৯ অংশ বা প্রয়োজন মত। স্ফোটক ও বাগী ইত্যাদির ক্ষতে ব্যবহৃত হয়।

ক্যারণ অয়েল—সম পরিমাণ লিনসিড অয়েল, তিসির তৈল ও লাইম ওয়াটার একত্রে মিশাইলে প্রস্তুত হয়। দগ্ধ ক্ষতে এই তৈল তুলায় ভিজাইয়া ক্ষতের উপর লাগাইবে এবং তুলা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে জালা যন্ত্রণা দূর হইবে। ইহা ব্যবহারের পর বোর‍্যাসিক অয়েণ্ট-মেণ্ট ব্যবহারে উপকার দর্শে।

কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকের ভিন্ন ভিন্ন রোগের উৎকৃষ্ট প্রেস্‌ক্রিপসন।

আমাশয় ও রক্তাতিসারে।

টিংচার ওপিয়াই ২ মিনিম, ডিকক্টাম এমিলাই ১/২ আঃ। একত্র ১ মাত্রা, দিনে এইরূপে ৩ মাত্রা সেবন করিবে।

টিংচার কাটিচিউ ৩ ড্রাম, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম ৬ ড্রাম, একষ্ট্রাক্ট বেল লিকুইড ১২ ড্রাম, ইনফিউজান ম্যাটীসাই ৬ আঃ একত্র মিশাইয়া ৬ মাত্রা করতঃ দিবসে তিনবার সেব্য। ইহা উদরাময় ও আমাশয়ে

ব্যবহার্য্য। টিংচার কাইনো ৬ ড্রাম, ভাইনাম ইপিকাক ২ ড্রাম, বিসমাথ সাব নাইট্রাস ৪০ গ্রেণ, মিউসিলেজ একেসিয়া ২ ড্রাম, ডিকক্ট হেমি-টক্সিলাই ৮ আঃ একত্রে ৮ মাত্রা করতঃ দিবসে তিন মাত্রা সেব্য।

অজীর্ণ বা পাককৃচ্ছ্রতা।

ফেরি রিডাক্টাই ১ ড্রাম, পেপ্সিন পোর্সাই ৩৬ গ্রেণ, কম্ফেট অব জিঙ্ক ১৮ গ্রেণ, গ্লিসারিন আবশ্যক মত। একত্রে ১৪টী বড়ী প্রস্তুত করতঃ আহারের পূর্ব্বে প্রত্যহ একটী করিয়া সেবন করিতে হইবে।

কর্ণনালী।

কর্ণে পূজ হইলে অগ্রে কর্ণ পরিষ্কার করিয়া ধুয়াইয়া দিয়া নিম্ন লিখিত ঔষধ দিবসে দুইবার ফোঁটা ফোঁটা করিয়া কর্ণের ভিতর দিবে।

পাল্ভ আইয়োডল	৷৷০ ড্রাম
স্পিরিটাস ভালাইবেটি	৩৷৷০ ড্রাম
গ্লিসারিন	৮৷৷০ ড্রাম

ব্রণ।

সালফিউরিক আইয়োডাইড ৷৷০ ড্রাম। এডিপিস ১ আঃ মিশাইয়া সর্ব্বদা ব্রণে লাগাইতে হইবে।

হুপিং কফ।

হুপিং কফ—পটাশ আইয়োডাইড ১৮ গ্রেণ, পটাশ বাই কার্ব্বনাস্ ১ ড্রাম, টিংচার বেলেডোনা ১ ড্রাম, সিরাপ অরাণ্সিয়াই ৪ ড্রাম ইনফিউ-জাম্ জেন্সিয়েনি কোঃ মিশাইয়া মোট ৬ আঃ করিবে। ইহাকে ৬ মাত্রায় বিভাগ করতঃ প্রত্যহ তিনমাত্রা সেবন করিতে দিবে।

বিসর্প বা ইরিসিপিলাস্।

বিসর্প বা ইরিসিপিলাস্—আর্জেণ্টাই নাইট্রাস ৮০ গ্রেণ, পরিস্রুত

জল ৪ড্রাম, এসিড নাইট্রিক ৬মিনিম, মিশাইয়া প্রদাহকালে স্থানীয় প্রযোজ্য রূপে ব্যবহৃত হয়।

মুত্রাশয় প্রদাহ।

মুত্রাশয় প্রদাহ—এসিড কার্ব্বলিক ১২ মিনিম, এসিড ট্যানিকাম ॥• ড্রাম, লাইকার মর্ফাইনি ॥• আঃ, গ্লিসারিন ২ আঃ কর্পূর জল মিশাইয়া মোট ৬ আঃ করিবে এবং দিবসে তিনবার এক আঃ মাত্রায় পিচকারী দিবে।

এসিড নাইট্রিক ডিল ১ ড্রাম, এসিড হাইড্রোক্লোরিক ॥• ড্রাম পরিশ্রুত জল ৮ আঃ মিশাইয়া ১ আঃ মাত্রায় ৩ বার সেব্য।

মর্ফাইনী ১ গ্রেণ, জল ১ আউন্স মিশাইয়া স্ত্রীলোকদিগের মুত্রাশয় প্রদাহে ২ বার করিয়া পিচকারী—দিবে।

বহুমুত্র ও মধুমেহ।

বহুমুত্র ও মধুমেহ—একষ্ট্রাক্ট বেলেডোনা ॥• আঃ একষ্ট্রাক্ট ওপিয়াই ১৫ গ্রেণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ২০ টী বটীকা প্রস্তুত করিবে এবং দিবসে তিনবার একটা করিয়া বটীকা সেবন করিবে।

আর্গটিন্ ১ ড্রাম, গ্লিসারিন ১ ড্রাম, পরিশ্রুত জল ৭ ড্রাম, ইহা মধুমেহ রোগে তৃষ্ণা নিবারণার্থ চর্ম্মমধ্যে পিচকারী রূপে ব্যবহৃত হয়।

কেশহীনতা।

কেশহীনতা—অয়েল সিনাপিস্ ১ ড্রাম, অয়েল রিসিন ২ ড্রাম, স্পিরিট রোজমেরী ৩।• আউন্স একত্র মিশ্রিত করিয়া তুলিদ্বারা টাক স্থানে লাগাইতে হয়।

এসিড স্যালিসিলিক ১৫, গ্রেণ প্রিসিপিটেটেড্ সালফার ৪৫ গ্রেণ, লার্ড ১/২ আউন্স, ভেসিলিন ১/২ আউন্স একত্র মিশ্রিত করিয়া শয়ন-

কালে, টাক স্থানে লাগাইবে। প্রত্যহ একবার করিয়া লাগানআবশ্যক,।

হেঁতালব্যথা।

হেঁতালব্যথা—একষ্ট্রাক্ট অব সেমিসিফিউগা লিকুইড ২ ড্রাম, লাইকার, মর্ফিয়া ১ ড্রাম, গ্লিসারিন ৪ ড্রাম, একোয়া ক্যাম্ফার ২ আঃ। ইহা চারি মাত্রা প্রস্তুত করতঃ আর্গট প্রয়োগ নিষিদ্ধ স্থলে প্রয়োগ করিবে।

লিমিমেণ্ট ওপিয়াই ২ আঃ লইয়া প্রসবান্তে হেঁতালব্যথা আরম্ভ হইলে কটিদেশে মর্দ্দন করিবে।

মুত্রাতিসার।

সিরাপ বেলেডেনি ২ আঃ টোলুটেনি ১ আঃ, সিরাপ এলথিয়ি ১ আঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া ॥• চামচ মাত্রায় তিনবার সেব্য।

সিরাপ ফেরি ব্রোমাইডি ৪ ড্রাম সিরাপ সিমপ্লিসিস ৪ ড্রাম একত্র মিশ্রিত করিয়া ৬।৭ বৎসরের বালকদিগের জন্য ॥• চামচ মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ধাত্রিবিদ্যা।

সাধারণতঃ মানবজাতি স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। লিঙ্গ ভেদই এই শ্রেণী ভেদের প্রধান কারণ। বিশ্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের সৃষ্টি নিয়ম বৈচিত্রে এই বিভিন্ন লিঙ্গদ্বয়ের সংযোগ হইলে স্বাভাবিক নিয়মে বীর্য্য ক্ষরিত হয়। এই ক্ষরিত বীর্য্য স্ত্রী অঙ্গ মধ্যে অবস্থান করতঃ

কিরূপে জীবোৎপত্তির সহায়তা করে ধাত্রিবিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক। সেইজন্য নিম্নে লিঙ্গ দ্বয়ের অংশ সমূহ ও তাহাদের ক্রিয়া সম্বন্ধে বিবৃত করা হইল।

পুরুষের লিঙ্গ বা জননেন্দ্রিয় দুইটী দ্রব্যের সমষ্টিতে গঠিত যথা শিশ্ন ও অণ্ডদ্বয়। ইহাদের মধ্যে একটী বীর্য্যাধার অপরটী বীর্য্য নিক্ষেপক যন্ত্র। অণ্ডদ্বয় এই বীর্য্যাধার। অতি কোমল মাংসের বহু হস্ত পরিমিত নল গুটাইয়া অণ্ডাকারে এই অণ্ডদ্বয় নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরুষের যত যৌবন পরিস্ফুট হয় এই অণ্ডদ্বয়ও তত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। পরে যৌবন পূর্ণতালাভ করিলে এই গুলিতে এক প্রকার তরল পদার্থ জন্মে, তাহাই বীর্য্য। যৌবনে এই বীর্য্য পরিপক্ক হয় এবং তখনই এই বীর্য্যে সজীব সতেজ জীবাণু সমূহকে চলনশীল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় এই জীবাণুগুলিকে স্পার্মাটোজুয়া বা শুক্রকীট কহে। ভিন্ন লিঙ্গের পরস্পর সংযোগকে সহবাস বা সঙ্গম বলে। সহবাস কালে লিঙ্গদ্বয় পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া স্বভাব নিয়মে পুরুষের জননেন্দ্রিয় হইতে বীর্য্য এবং স্ত্রী জননেন্দ্রিয় হইতে রেতঃ ক্ষরণ হইয়া থাকে। স্ত্রীঅঙ্গ মধ্যে এই বীর্য্য ক্ষরিত হইলে বীর্য্যস্থ শুক্রকীটগুলি কিরূপে জরায়ু গহ্বরে প্রবেশ করিয়া গর্ভ উৎপাদন করে তদ্বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে স্ত্রীলিঙ্গের অংশগুলিও তাহাদের কার্য্যকরিতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার প্রয়োজন বলিয়া নিম্নে উহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাহ্যতঃ স্ত্রীলিঙ্গ মূত্রদ্বার বা প্রস্রাবনালী ও বাহ্য ওষ্ঠ সমন্বিত বলিয়াই বোধ হয় এবং যৌবনে ইহারই উপর কেশোদ্গম হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে স্ত্রীলিঙ্গের যে স্থান কেশাচ্ছাদিত থাকে তাহাকে রতিধার কহে। স্ত্রী অঙ্গের উপর পুং লিঙ্গের ন্যায় একটী ক্ষুদ্র অংশ দৃষ্ট হয় উহাকে সাধারণতঃ 'স্ত্রীলিঙ্গ বলে উহা ছোট এলাইচের অপেক্ষা

ক্ষুদ্র হইয়া থাকে কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের উহা ১।৹ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইতেও দেখা যায়। সহবাসেচ্ছা প্রবল হইলে স্ত্রীলোকের এই স্ত্রীলিঙ্গ উন্নত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। স্ত্রীঅঙ্গের বাহ্যাংশ দেখিলেই তাহাদের কার্য্য প্রণালী বুঝা যায় বটে কিন্তু ইহার অভ্যন্তরভাগ ও উহার অংশ সমূহের কার্য্যকারিতা বুঝাইতে হইলে চিত্রাদির দ্বারা প্রকাশ করাই যুক্তি সঙ্গত। স্ত্রীঅঙ্গের বাহ্য ওষ্ঠ ঈষদুন্মুক্ত করিলে নিম্নদেশে যে ক্ষুদ্র পথ দৃষ্ট হয় তাহাকেই মুত্রনালী বলে। এই মুত্রনালী মুত্র নির্গমনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই নালীর ঊর্দ্ধভাগে কিঞ্চিৎ অন্তর-প্রবিষ্ট অবস্থায় জরায়ু-মুখ দেখিতে পাওয়া যায় এই জরায়ুই গর্ভ উৎপাদন ও গর্ভ ধারণের প্রধান যন্ত্র।

জরায়ুর অবস্থান স্থান ও ভিতরের বিবরণ।

জরায়ুর সঙ্কোচন ও প্রসারণ শারীরিক সকল যন্ত্র অপেক্ষা আশ্চর্য্য-জনক। ইহার আকার কতকটা লম্বা লাউয়ের মত। ইহা সম্মুখদিকে একটু কুব্জভাবে তলপেটে অবস্থিত থাকে। এই যন্ত্রটী ফাঁপা, কিন্তু ইহার প্রাচীর সমুদয় অর্থাৎ আবরণ বেষ্টিনী পরস্পর সংলগ্ন।

সুস্থাবস্থায় উহার অভ্যন্তরে সামান্য শ্লেষ্মার ন্যায় পদার্থ থাকে।
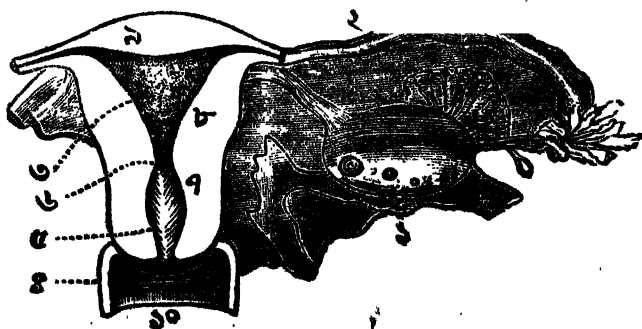
এই যন্ত্রটী যোজা বিভাগে ভাগ করিলে যাহা দেখা যায় তাহারই চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হইল। চিত্রে সকল বস্তুর আকৃতি সুস্পষ্টভাবে দেখান হইল এবং জরায়ুর এক পার্শ্বে অবস্থিত যন্ত্র সমূহের চিত্রাদি প্রদত্ত হইল অপরাংশে এই পার্শ্বের সম যন্ত্রাদি অবস্থিত বলিয়া তাহার চিত্রে প্রদত্ত হইল না।

(১) ডিম্বকোষ (২) ফ্যালোপিয়ান টিউব বা নলী (৩) জরায়ু গহ্বর (৪) জরায়ু বহির্মুখ (৫) জরায়ুর গ্রীবানলী (৬) জরায়ু অন্তর্মুখ (৭) জরায়ুগ্রীবা (৮) জরায়ুদেহ (৯) কাণ্ডাস (১০) স্ত্রীঅঙ্গ।

চিত্রে জরায়ুর এক পার্শ্বের যন্ত্র সমূহের চিত্র থাকায় একটী ডিম্বকোষ দৃষ্ট হইতেছে। ইহার অপর পার্শ্বও এইরূপ আরও একটী ডিম্বকোষ আছে। স্ত্রীলোক যৌবনে পদার্পণ করিলে এই ডিম্বকোষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদের ন্যায় বীজ জন্মায়। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে ঐ বীজকোষ স্বাভাবিক নিয়মে ফাটিয়া ঐ বীজগুলি ক্রমশঃ বীজনলী দিয়া জরায়ুতে আসিতে আরম্ভ করে। এই সময় জরায়ুমুখ কিঞ্চিৎ ফাঁক হইয়া রক্ত-স্রাব আরম্ভ হয়। এই রক্তস্রাবই স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বলিয়া কথিত হয়। এই ঋতু প্রথম আরম্ভ হইবার পর ২৭।২৮ দিন অন্তর প্রতিমাসে একবার করিয়া হইয়া থাকে। কোন কোন স্ত্রীলোকের আবার প্রতিমাসের ঠিক একই সময়ে ঋতু হইয়া থাকে। কাহার কাহারও আবার ৩০।৩২ দিন অন্তর হইয়া থাকে।

ডিম্বকোষে প্রতিমাসে স্ত্রী বীজ উৎপন্ন হয় এবং ফ্যালোপিয়ান নলী দ্বারা জরায়ু গহ্বরে আসে। ঐ স্থানে পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীবীজের সহিত সাধারণতঃ মিলিত হয় এবং এই মিলনেই ভ্রূণ দেহের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ গর্ভ সঞ্চার হয়। সাধারণতঃ দুই প্রকারে গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রকারেই গর্ভ হউক না কেন পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীলোকের

ডিম্বের বা বীজের সহিত মিলিত না হইলে গর্ভ হইতে পারে না। সহবাস কালে পুরুষের ক্ষরিত বীর্য্যস্থ শুক্রকীটগুলি স্ত্রীঅঙ্গ মধ্যে পতিত হইয়া লেজ নাড়িয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। চলিতে চলিতে জরায়ু মুখের মধ্য দিয়া জরায়ু গ্রীবা গহ্বরের অন্তর্মুখ দিয়া জরায়ু গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীজের সহিত মিলিত হইলে তাহার পরিপোষণে নিযুক্ত হয় তখনই তাহাকে গর্ভ হওয়া বলে। সচরাচর এই প্রকারেই গর্ভ হয়। গর্ভ হইলে সাধারণতঃ জরায়ুমুখ বন্ধ হইয়া যায়। কাহার কাহার কিন্তু জরায়ুমুখ বন্ধ না হইয়া পুনরায় ঋতু হয়। এরূপ হইলে যমজ সন্তান হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার কাহারও গর্ভাবস্থায় নিয়মিত ঋতু হইয়া থাকে। এই প্রকার গর্ভকে প্রথম প্রকারের গর্ভ বলে। আবার যদি সহবাস সময়ে স্ত্রী ও পুরুষের সহবাসেচ্ছা সমান বলবতী হয় এবং উভয়ের সময়ে ক্ষরণ হয় এবং সেই সময়ে যদি পুরুষাঙ্গের মুখ জরায়ু মুখের মধ্যে একটুপ্রবেশ করে অথবা জরায়ু ও পুরুষাঙ্গের মুখ একত্র সংলগ্ন থাকে তাহা হইলে পুরুষের শুক্র স্ত্রীলোকের জরায়ু গ্রীবা মধ্যে একেবারে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হয় এবং প্রবেশান্তর তথায় স্ত্রীবীজের সহিত তাহাদের মিলন হয় এবং তৎক্ষণাৎ গর্ভ সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপে রেতঃপাত সময়ে স্ত্রী-লোকের জরায়ুমুখ ক্ষণকালের জন্য উন্মুক্ত ও উন্মিলিত হয় বলিয়াই ক্ষরিত শুক্র একেবারে জরায়ুগ্রীবা মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

এই প্রকারের গর্ভকে দ্বিতীয় প্রকারের গর্ভ বলিয়া থাকে। যে দিন এই প্রকারের গর্ভ হয় সেই দিন সকল স্ত্রীলোকই একটু লক্ষ্য করিলেই জানিতে পারেন যে সেই দিন হইতে গর্ভের সঞ্চার হইল। যদি শুক্র এই প্রকারে অন্তর প্রবিষ্ট না হইয়া স্ত্রীঅঙ্গ মধ্যে পতিত থাকে তাহা হইলে শুক্রকীট গুলী নিজ নিজ লেজের সাহায্যে নড়িতে নড়িতে জরায়ু মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে এবং অনেক সময়ে

প্রবেশ করিতে, সক্ষম হয়। জরায়ু মুখের ছিদ্র অতিশয় ছোট এবং রেতঃপাতের পর উহা আরও ছোট হইয়া যায়। সুতরাং শুক্রকীটগুলি শীঘ্র বা সহজে প্রবিষ্ট হইতে পারে না বটে তবে যে আদৌ যাইতে পারে না তাহা নহে। শুক্রকীটগুলি জরায়ু মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে সাধারণতঃ কয়েক ঘণ্টা মাত্র জীবিত থাকে। কিন্তু কাহারও কাহারও স্ত্রীঅঙ্গ মধ্যে উহাদিগেকে ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখা গিয়াছে। ঋতু আরম্ভের ২।৩ দিন পূর্ব্বে হইতে ঋতু বন্ধ হইবার ৫।৭ দিন পর পর্য্যন্ত জরায়ু মুখ প্রসারিত অবস্থায় থাকে বলিয়া এই সময়ই গর্ভ উৎপাদনের প্রশস্ত সময়। কুমারীর জরায়ু সন্তান বতীর জরায়ু হইতে ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। গর্ভধারণই এই বিকৃতির কারণ। গর্ভধারণের পর জরায়ু মুখের যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় অধিকাংশ স্থলে জরায়ু তদবস্থায় থাকিয়া যায়। নিম্নে কুমারীর ও সন্তানবতীর জরায়ু মুখের চিত্র প্রদর্শিত হইল।
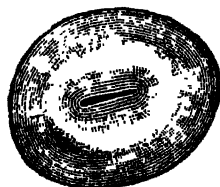
সন্তানবতীর জরায়ু মুখ)
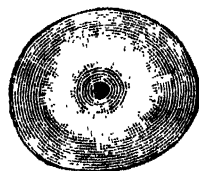
(কুমারীর জরায়ু মুখ)

কুমারী অবস্থায় জরায়ুর বর্হির্মুখ গোলাকার থাকে। সন্তান হইবার পর জরায়ুর মুখ চেপ্টা হইয়া যায় অর্থাৎ ছিদ্রটী আড়ভাবে থাকে এবং অনেক স্থলে ছিঁড়িয়া যাইবার দাগও ইহাতে বর্ত্তমান থাকে। ইহার দুইওষ্ঠে মল দ্বারের মত কোকড়ান দাগও কখন কখন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখের ওষ্ঠ পশ্চাদ্দিকের ওষ্ঠ অপেক্ষা ছোট ও

মোটা হয়। সাধারণতঃ জরায়ু ওষ্ঠদ্বয় পরস্পর এমন ভাবে সংলগ্ন থাকে যে উহাদের মধ্য দিয়া এক গাছি কেশও প্রবেশ করাইতে পারা যায় না। কেবল দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন কালে বিকাশিত হয়। কখন কম কখন বা অধিক বিকশিত হয়। গর্ভের সঞ্চার হইলে জরায়ু গ্রীবা কোমলতা প্রাপ্ত হয় এবং গর্ভ ধারণের তিন চারি মাস হইতেই জরায়ু মুখ বিস্তৃত হইতে থাকে। এইরূপে সপ্তম মাসে জরায়ুমুখ এত প্রসস্ত হয় যে উহাতে অঙ্গুলি প্রবেশের পথ পাওয়া যায়। নিম্নে জরায়ুর ক্রম-বিস্তৃতির চিত্র প্রদর্শিত হইল। চিত্রের (১) (২) (৩) (৪) যথাক্রমে গর্ভের ৩য়, ৫ম, ৭ম, ৯ম, মাসের জরায়ুমুখ বিস্তৃতি জ্ঞাপন করিতেছে।

(১) (৩)

(২) (৪)
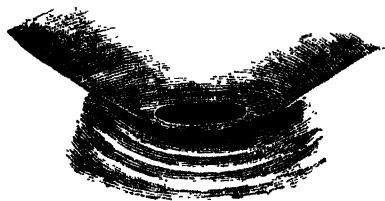
গর্ভ নির্ণয় করিবার উপায়।

নারীর গর্ভ সঞ্চার হইলে সাধারণতঃ পিপাসা দুর্ব্বলতা ও শ্রম বিমুখতা লক্ষিত হয় এবং স্ত্রীঅঙ্গে স্পন্দনবৎ অশান্তি লক্ষিত হয়। ঋতু:

বন্ধ হয়। কাহারও কাহার প্রাতঃকালে বমন হয় কাহারও রাত্রিতে নিদ্রা ভাঙ্গার পর বমন হইতে থাকে। কাহারও বা ২।১ মিনিটের জন্য হয়, কাহারও বা সমস্ত দিন থাকে কাহারও বা গর্ভের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থাকে। এইরূপ বমনে সাধারণতঃ কেবল থুথুই উঠে। কোন কোন গর্ভিনী আবার যাহা আহার করেন সমস্তই বমন করেন। এই প্রকার গর্ভিনীর শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়।

সচরাচর গর্ভের পর খাদ্যে রুচি থাকে না কিন্তু অখাদ্যে রুচি হয় গর্ভের সঞ্চার হইলে মুখে সর্ব্বদা থু থু উঠে। কাহারও কাহর এত থু থু উঠে যে তাহাতে বড়ই কষ্ট হয়। গর্ভের পর দুই মাসের মধ্যে স্তন বৃদ্ধি ও ভারী বোধ হয়, টন্ টন্ দপ্ দপ্ করে টিপিলে ব্যথা বোধ হয়। বোঁটার চারিধারে ভেলা পড়ে এবং বোঁটা উচু হয় বোঁটার পার্শ্বে ছোট ছোট ফুস্কুড়ির ন্যায় উচু হয়। গর্ভ হইবার পর হইতেই জরায়ু বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সেই জন্য তৃতীয় মাসের শেষে বা চতুর্থ মাসে তলপেট স্ফীত, বড় ও শক্ত হইয়াছে ইহা অনুভূত হয়। কাহার বা তৃতীয় কাহার বা চতুর্থ কাহার বা পঞ্চম মাসে গর্ভস্থ সন্তানের সঞ্চালন অনুভূত হয়। উপরোক্ত সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকা সত্বেও কখন কখন গর্ভ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। ইহাতে গর্ভের সমুদয় লক্ষণ এমন কি সন্তান নড়া প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা পর্য্যন্ত অনুভূত হয় কিন্তু তত্রাচ গর্ভ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। এইরূপ মিথ্যা গর্ভে গর্ভিনীকে ক্লোরোফর্ম্ম সাহায্যে অজ্ঞান করিলে পেটও একেবারে ছোট হইয় যায় কিন্তু জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে পেটও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

প্রকৃত গর্ভ হইলে জরায়ু গ্রীবা নরম হয়। গ্রীবার মধ্যে অঙ্গুলি সাহায্যে জরায়ু গ্রীবা পরীক্ষা করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রকৃত গর্ভ হইলে দ্বিতীয় মাসের পর গর্ভস্থ ভ্রূণের হৃদস্পন্দন শব্দ শোনা যায়।

গর্ভ জানিবার জন্য পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে প্রসূতিকে প্রস্রাব করাইয়া মুত্রস্থালী খালী করিতে হয়। পরে প্রসূতিকে বালিসের উপর মাথা রাখিয়া হাত পা সোজা করিয়া এবং পেট ঢিলা করিয়া চিৎকরিয়া শয়ন করাইতে হয়। প্রসূতির পাশে বসিয়া আস্তে আস্তে নাভীর উপর ও নিম্নে দুইপার্শ্বে দুইহাত দিয়া চাপিয়া দেখিতে হয় হাতে কোন শক্ত দ্রব্যের স্পর্শ পাওয়া যায় কিনা। যদি ইহাতে কোন শক্ত জিনিষের স্পর্শ না পাওয়া যায় তাহা হইলে তলপেটে হাত দিয়া আগেকার মত শক্ত পদার্থ পাওয়া যায় কিনা দেখিতে হয়। তলপেট পরীক্ষার সময় প্রসূতিকে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বলিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হাত নীচের দিকে ঠেলিয়া দিতে হয়। যদি কোন শক্ত পদার্থ হাতে লাগে তাহা হইলে উহা কি রকম ও কত বড় তাহা দেখিতে হয়। গর্ভ সত্য হইলে ঐ দ্রব্যটী গোল বা রবারের মত বোধ হয় এবং কিছুক্ষণ হাত দিয়া থাকিলে উহা একবার নরম ও একবার শক্ত হইতেছে ইহা বেশ অনুভূত হয়। দ্বিতীয় মাসে এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা গর্ভ জ্ঞাত হওয়া যায়। গর্ভ হইলে স্তনের উপরিভাগে নীল শিরা সকল পরিস্ফুট হয়।

গর্ভে পুত্র বা কন্যার অবস্থান স্থিরীকরণের উপায়।

গর্ভে পুত্র জন্মিলে গর্ভাশয়ে সন্তান পরীক্ষাকালে যে শক্ত পদার্থটী হাতে ঠেকে উহা গোলাকার লক্ষিত হয়। গর্ভিনীর দক্ষিণ চক্ষু বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুধ হয়, দক্ষিণ উরু স্থুলতর হয়, তলপেটের দক্ষিণ পার্শ্বে রোমরাজী উত্থিত হয় এবং মুখও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধিত হয়। গর্ভে কন্যা জন্মিলে এই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হয়।

ঋতুকালে স্ত্রীলোকদিগের যে সকল নিয়ম পালন করা উচিত।

১। ঋতু স্রাবের সময় ঠাণ্ডাজলে স্নান বা গাত্র ধৌত করা, ঠাণ্ডা সঁ্যাত সেঁতে মেজেতে শয়ন বা শীতল দ্রব্য পান বা ভোজন নিষিদ্ধ। কারণ এই সময়ে কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগাইলে জরায়ুর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রদাহ হইবার সম্ভাবনা এবং তন্নিবন্ধন তলপেটে বেদনা, ঋতুরোধ, বাধক, কষ্টরজ, বন্ধ্যাত্ব, অজীর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ হইবার সম্ভাবনা। এমন কি এই নিয়ম লঙ্ঘন করার জন্য কত স্ত্রীলোকের জরায়ু পাকিয়াছে এবং তজ্জন্য অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ও হইয়াছে।

২। যতদিন রক্তথাকে ততদিন স্বামীর সহিত একবিছানায় শয়ন নিষিদ্ধ। অন্যথায় রক্তভাঙ্গা, বাধক প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগ হইবার সম্ভাবনা। এমন কি জন্মের মত রুগ্ন হইয়াও থাকিতে পারে। ঋতুর প্রথম তিনরাত্রি সহবাস নিতান্ত গর্হিত এবং তাহার পরও যদি রক্ত-বন্ধ না হয় তাহা হইলেও সহবাস করা উচিত নহে।

৩। যাহাতে অম্ল অজীর্ণ প্রভৃতি না হইতে পারে এরূপ লঘুপাচ্য সুখাদ্য আহার করা উচিত।

৪। এই সময়ে নিমন্ত্রণে যাওয়া, থিয়েটার দেখা, রেলে কি গাড়ীতে অধিক দূর যাওয়া, অধিক পরিশ্রম করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

৫। ঋতুকালে ক্রন্দন, অশ্রুপাত, নখচ্ছেদন, অঙ্গে তৈল মর্দ্দন, গাত্রে সুগন্ধি লেপন, চক্ষে সুর্ম্মা বা কাজল দেওয়া, দিবা নিদ্রা, দ্রুত গমন, অধিক হাস্য, উচ্চশব্দ শ্রবণ, বাচালতা, অধিক বায়ু সেবন, মৃত্তিকা খনন প্রভৃতি নিষিদ্ধ। যদি কোন রমণী ঋতুস্রাব সময়ে এই সকল নিয়ম পালন না করেন তাহা হইলে যদি সেই ঋতুতে তাহার গর্ভ হয় তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান বিবিধ দোষান্বিত হইতে পারে।

গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের কি ভাবে থাকা উচিত।

১। গর্ভ হইলে উপবাস, মৈথুন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, রাত্রি জাগরণ, শোক ইত্যাদি পরিবর্জ্জন করিবে।

২। গর্ভাবস্থায় বায়ুজনক আহার ও বায়ুবৃদ্ধিকর আচরণ অধিক করা, পিত্তবর্দ্ধক আহার বিহার বা কফঃ বর্দ্ধক আহার বিহার করা নিষিদ্ধ।

৩। গর্ভবাস্থায় শুইয়া বসিয়া সময়অতি বাহিত করা নিষিদ্ধ।

৪। গর্ভবাস্থায় অতিশ্রম, অত্যন্ত ভারীবস্তু উত্তোলন, অতি কুন্থন অতি পর্য্যটন, বিরেচক বস্তু ব্যবহার, অতি তেজস্কর ঔষধাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গর্ভে ভ্রুণ দেহের ক্রমোবিকাশ।

পুরুষের শুক্রকীট স্ত্রীবীজের সহিত সম্মিলিত হইলেই গর্ভোৎপত্তি হয় এবং গর্ভের সঞ্চার হইলেই তাহাকে ভ্রূণ বলে। প্রথমাবস্থায় ভ্রূণের কোন আকৃতি থাকে না। তখন উহা দেখিয়া উহা মনুষ্য কি অন্য কোন জীবের ভ্রূণ তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না। ভ্রূণের জন্মের ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত উহা সাধারণ চক্ষুর দৃষ্টি গোচর হয় না। পরে উহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিয়া একটী আবরণ জন্মাইতে আরম্ভ করে। এই আচরণের এক অংশকে কোরিয়ন ও অপর অংশকে এমোনিয়ম বলে। কোরিয়নের এক অংশকে প্লাসেণ্টা বা ফুল বলে। গর্ভাশয়ের মধ্যে এই আবরণ ভ্রূণ দেহকে রক্ষা করে। ফুলের সহিত ভ্রূণ নাড়ী বা নাভিরজ্জু দ্বারা সংযুক্ত থাকে। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা দ্বারা ফুলের সহিত গর্ভাশয়ের যোগ সাধিত হয়। গর্ভিণীর শরীরের রক্ত ঐ সকল শিরার সাহায্যে ফুলের ভিতর আসে এবং তথা হইতে নাড়ীপথে ভ্রূণ শরীরে যাইয়া

ভ্রূণকে পরিপুষ্ট ও জীবিত রাখে। ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ফুল ও গর্ভাশয়ের বৃদ্ধি হয়। মাতার রক্ত যেমন নাড়ী দ্বারা ভ্রূণ শরীরে প্রবেশ করে, ভ্রূণের রক্তও সেরূপ মাতার শরীরে আসিয়া শোধিত হয়। এই কারণে মাতা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করিয়া থাকিলে গর্ভস্থ সন্তান সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে। এই সময়ে মাতার রক্ত কোনরূপে দুষিত হইলে ভ্রূণেরও রক্তদুষ্টি ঘটিয়া থাকে। ভ্রূণ জন্মিবার ২ সপ্তাহ পরে ইহার ওজন ১ কুঁচমাত্র এবং একইঞ্চির দ্বাদশ ভাগের একভাগ মাত্র। তিন সপ্তাহ পরে ইহা একটা যব বা পিপীলিকার মত হয়। চারি সপ্তাহ বয়ক্রম কালে ভ্রূণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অস্পষ্ট বিকাশ আরম্ভ হয়। অষ্টম সপ্তাহে ভ্রূণ একইঞ্চি লম্বা হয়। দুই মাসের পর ভ্রূণের বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে সংসাধিত হয়। এই সময়ে ইহার চোখ, মুখ, নাক, কান, হাত ও পায়ের আঙ্গুল দেখা যায় এবং উহাকে মনুষ্যের ভ্রূণ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। তিনমাস বয়ঃক্রম কালে ভ্রূণ ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হয়, ইহার লিঙ্গ প্রকাশ পায়, চক্ষেরপাতা বন্ধ থাকে এবং ইহার ওজন প্রায় একছটাক হয়। চতুর্থ মাসে ভ্রূণ ৫।৬ ইঞ্চি প্রমাণ হয়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপূষ্ট হয় এবং নড়িতে আরম্ভ করে, ওজনেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পঞ্চমমাসে ৮।৯ ইঞ্চি লম্বা হয় ও মস্তকে চুল গজায়, ওজনে প্রায় ১ পোয়া হয়। পরে যতদিন যায় ভ্রূণ ততই ওজনে বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং পরিপুষ্টি লাভ করিতে থাকে। এইরূপে ৯ মাস হইতে ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত গর্ভে অবস্থান করতঃ ভ্রূণ গর্ভিনী দেহ হইতে পৃথক হইয়া সন্তানরূপে ভূমিষ্ট হয়।

প্রসব কাল নিরূপণ।

সাধারণতঃ ২৭০ হইতে ২৭৫ দিন ভ্রূণ মাতৃগর্ভে অবস্থান করতঃ ভূমিষ্ট হয়। কখন কখন ২৮০ দিনও অবস্থান করিতে দেখা যায়। সাধারণ হিসাব

মত ৩০ দিনে মাস গণনা করিলে ৯ মাস হইতে ৯ মাস ১০ দিন পর্য্যন্ত ভ্রূণের মাতৃ শরীরে অবস্থান প্রতিপন্ন করে। ইহা হইতে দেখা যায় যে ১০ মাস ১০ দিন জঠরে অবস্থানের ধারণা ভ্রমাত্মক। ঋতু স্নানের দিন হইতে গণনা করিয়া ২৭৫ দিনের দিন প্রসব সম্ভাবনা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যদি কোন স্ত্রীলোকের ঋতু না হইয়া গর্ভের সঞ্চার হয় অথবা কোন কারণ বশতঃ কবে বা কোন তারিখে গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে তাহার স্থিরতা না থাকে, তাহা যে তারিখে ভ্রূণ গর্ভ মধ্যে প্রথম নড়িয়া উঠে, সেই তারিখ হইতে ১৫০ দিন অর্থাৎ মোটামুটী পাঁচ মাস পরে প্রসব সম্ভাবনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি ঋতু প্রবর্ত্তনের ২।৩ দিন পূর্ব্বে জরায়ু প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিলে গর্ভ হয় অথবা গর্ভের পরও একবার ঋতু হয়, তাহা হইলে তাহাদের প্রসবকাল নিরূপণ করা কঠিন।

কি উপায়ে সুন্দর ও সুশ্রী সন্তান লাভ হয়।

পিতা মাতার নিজ নিজ মন ও দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে, উভয়ের মনের মিল থাকিলে এবং উভয়ের সহবাসেচ্ছায় গর্ভ হইলে সে গর্ভস্থ সন্তান যে সুন্দর ও সুশ্রী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জমজ সন্তান হইবার কারণ।

গর্ভাবস্থায় ঋতু হওয়াই জমজ সন্তানোৎপত্তির কারণ। গর্ভ হইবার পর ঋতু হইলে এবং ঋতুর পর সহবাসে পুনরায় গর্ভ হইলেই জমজ সন্তানের জন্ম হইয়া থাকে। এই কারণেই জমজ সন্তানগণের মধ্যে একটী অপরটী অপেক্ষা বড় হইয়া থাকে। এককালীন পাঁচটী সন্তান হওয়ার কথাও শুনা গিয়াছে।

গর্ভস্রাবের কারণ।

রোগ নিবন্ধন:—প্রবল জ্বর উদরাময়, আমাশয়, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগের আক্রমণে গর্ভস্রাব হইবার সম্ভাবনা ;

হঠাৎ শোক বা মনশ্চাঞ্চল্য।

পরিণত গর্ভাবস্থায় যদি হঠাৎ অত্যন্ত শোকগ্রস্ত, ভীতি প্রযুক্ত, স্বার্থহানি জন্য বা ক্ষতির জন্য, বিশেষ মনশ্চাঞ্চল্য (Shock) হয়, তাহা হইলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা।

প্রসূতি ও জনকের দোষে :—অত্যন্ত কামোত্তেজনা বা বিশেষ কারণ বশতঃ অনিয়মিতরূপে রক্ত সঞ্চালনের হ্রাস বৃদ্ধি হইলে গর্ভস্রাব হওয়ার সম্ভাবনা।

হঠাৎ উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলে, অধিক ভারী বস্তু উত্তোলন করিলে, অধিক পরিশ্রম করিলে, পদব্রজে অধিক হাঁটিলে, রাত্রি জাগরণে, নিকৃষ্ট শকটে অধিক দূর গমন করিলে, গর্ভে আঘাত লাগিলে অথবা বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে গর্ভপাতের সম্ভাবনা।

যদি কোন রমণী গর্ভাবস্থায় কোন কারণ ব্যতীত শারীরিক বা মানসিক দুর্ব্বলতা অনুভব করেন, তাহার পর মাথা ঘোরে বা মূর্চ্ছা হয়, সঙ্গে সঙ্গে পেটের উপরিভাগ, উরুদেশে, কোমরে মধ্যে মধ্যে বেদনা অনুভূত হয়, তাহা হইলে গর্ভস্রাবের সম্ভাবনা আছে জানিতে হইবে। আর যদি উপরোক্ত লক্ষণের সহিত রক্ত বা রক্তমিশ্রিত ক্লেদ, নির্গত হয় তাহা হইলে ভ্রূণগর্ভ হইতে পৃথক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি ক্রমে ক্রমে কোমর ও উরুর বেদনা বৃদ্ধির সহিত রক্ত বাহির হইতে থাকে তাহা হইলে এই অবস্থার পর অল্পক্ষণ মধ্যেই ভ্রূণ ভূমিষ্ট হইতে পারে জানিতে হইবে। কিন্তু যদি ভ্রূণ না বাহির হয় উপরন্ত ক্লেদ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, স্তনদ্বয় শিথিল হয়, বমন বা বমনোদ্রেক প্রকাশ পায় তাহা হইলে গর্ভ মধ্যেই ভ্রূণের মৃত্যু হইয়াছে অনুমান করিতে হইবে।

গর্ভস্রাবের চিকিৎসা :—কঠিন শয্যার উপর

স্থিরভাবে শুইয়া থাকা, পার্শ্ব পরিবর্ত্তন না করা, শায়িত অবস্থায় মল মূত্রাদি ত্যাগ করা, লঘু ও ঠাণ্ডা আহার করা যেমন জলসাগু, দুধসাগু ইত্যাদি। কোন দ্রব্যই গরম অবস্থায় খাওয়ান নিষিদ্ধ। রক্তস্রাব ও পেটের বেদনা নিবারিত হইলে আস্তে আস্তে বিছানায় উঠিয়া বসিতে পারে। বিছানায় বসিয়াই আহার করা কর্ত্তব্য। গর্ভস্রাবের পর অন্ততঃ তিন চার মাস যাহাতে গর্ভ না হইতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

গর্ভে পুত্র বা কন্যা জন্মিবার কারণ।

ঋতু প্রবর্ত্তনের দিন হইতে ষোড়শ অহোরাত্র স্ত্রীলোকের ঋতুকাল বলিয়া গণ্য হয়। এই ষোল দিনের মধ্যে প্রথম চারিদিন সহবাস নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট দিনগুলির মধ্যে যুগ্ম রাত্রিতে অর্থাৎ প্রথম রজো-দর্শন হইতে ৬ষ্ঠ, ৮ম, ১০ ইত্যাদি রাত্রে স্ত্রী সম্ভোগের ফলে গর্ভ হইলে সে গর্ভে পুত্র এবং অযুগ্ম রাত্রিতে সম্ভোগের ফলে যে গর্ভ হয় তাহাতে কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কাহার কাহার মতে উপরোক্ত নিয়ম কার্য্যকরী নহে, তবে সহবাসে পুরুষের বীর্য্যাধিক্যে পুত্র এবং স্ত্রীর বীর্য্যা-ধিক্যে কন্যা জন্মায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং উভয়ের বীর্য্যের পরিমাণ সমান হইলে ক্লীব অথবা জমজ সন্তান হইয়া থাকে। উপরোক্ত মতের যাথার্থতা প্রমাণ করা অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে কৃষ্ণপক্ষে স্ত্রীসম্ভোগের ফলে যে গর্ভ হয় তাহাতে সন্তান এবং শুক্লপক্ষে সম্ভোগের ফলে যে গর্ভ হয় তাহাতে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। বহু গবেষণা দ্বারা ইহা অভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ ডাক্তার সিক্সট বহু গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে দক্ষিণ অণ্ডকোষ নিঃসৃত বীর্য্য দক্ষিণ দিকের ডিম্বকোষের বীজের

সহিত সম্মিলিত হইলে পুত্র সন্তান ও বাম অণ্ড নিঃসৃত বীর্য্য বাম ডিম্বকোষের বীজের সহিত মিলিত হইলে তাহাতে কন্যা জন্মায়। তিনি অনেক জন্তুর বাম অণ্ডকোষ কাটিয়া দিয়া দেখাইয়াছেন যে সেই জন্তুর বীর্য্যোৎপন্ন সকল গুলিই পুংশাবক জন্মিয়াছে এবং দক্ষিণ অণ্ডকোষ কাটিয়া দিয়া তাহার বীর্য্যোৎপন্ন সকল গুলিই স্ত্রীশাবক জন্মিয়াছে। শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের সংযোগ সময়ে গর্ভ সঞ্চার হইলে সে গর্ভে উভয়লিঙ্গ, ক্লীব বা হিজড়ার জন্ম হইয়া থাকে।

রজঃ হীনতা বা রজোল্পতা।

এ দেশের ন্যায় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সাধারণতঃ ১২।১৩ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের প্রথম ঋতু আরম্ভ হয় এবং সাধারণতঃ ঋতু প্রবর্ত্তিত হইবার পর প্রায় ৩৫ বৎসর অর্থাৎ প্রথম ১৩ বৎসর বয়সে ঋতু হইলে ৪৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নিয়মিত ভাবে ঋতু হয়। তবে গর্ভাবস্থায় ও স্তনদানকালে সাধারণতঃ ঋতু বন্ধ থাকে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কারণে ঋতু বন্ধ থাকিলে তাহা পীড়া বলিয়া গণ্য।

বাল্যকালে স্ত্রীলোকদিগের যোনি প্রণালী সতীচ্ছদ নামক একপ্রকার পর্দ্দা দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আবদ্ধ থাকে। সাধারণতঃ ঋতু প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পর্দ্দা দূরীভূত হইয়া যোনি প্রণালী পরিষ্কৃত হয়। কিন্তু কখন কখন এই পর্দ্দা এরূপ দৃঢ়রূপে যোনি প্রণালী আবদ্ধ রাখে যে স্ত্রীলোকের রজঃ আরম্ভ হইলেও রক্তস্রাব হইতে পারে না। তখন প্রতিমাসে বালিকার তলপেটে বেদনা হয়, পেট শক্ত হয় ও ফুলিয়া উঠে, বুক ধড়পড় করে, কাহার কাহার বা হাত, পা, মুখ ফুলিয়া উঠে, মেজাজ অত্যন্ত রুক্ষ হয়। যৌবনে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পরীক্ষা করিয়া অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা উচিত। কোন কোন স্থলে

বালিকার প্রথম ঋতু হইয়া আবার তিন চারি মাস বন্ধ থাকে পরে আবার নিয়মিতরূপে হয়। ইহাকে পীড়া বলা যায় না।

যদি কাহার জন্মাবধি রজঃ না হয়, তবে তাহাকে প্রাকৃতিক রজোহীনতা বলে। কিন্তু যদি রজঃ হওয়া সত্ত্বেও জরায়ু বা যোনির ছিদ্রের অভাব প্রযুক্ত স্রাব বাহির হইতে না পায় তাহা হইলে তাহা রোগ বলিয়া গণ্য হয়। বৃদ্ধ বয়সে ঋতু বন্ধ হইলে তাহাকে কোন পীড়া বলিয়া গণ্য করা যায় না।

অধিক দিন পীড়ায় ভুগিয়া শরীর রক্তহীন হইলে কিম্বা অজীর্ণের পীড়া, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, দুশ্চিন্তা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কারণেও ঋতু বন্ধ হয়। ঋতুকালে শীতল জলে স্নান এমন কি স্ত্রীঅঙ্গে অধিক শীতল জল লাগাইলে, হঠাৎ অত্যন্ত ক্রোধোদয় হইলে বা কষ্ট পাইলে হঠাৎ ঋতু বন্ধ হইতে পারে। যদি স্ত্রীলোকের শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট ও সবল থাকা সত্ত্বেও ঋতু বন্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীর দিন দিন স্থূলতর হইতে আরম্ভ হয় তাহা হইলে রক্ত বাহুল্য বা প্লীথোরা রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ রোগ হইলে সর্ব্ব শরীরে ভারবোধ, শিরঃ পীড়া, চোখ মুখ রাঙ্গা হওয়া প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয় জানিবে। হিষ্টিরিয়া থাকিলে তাহাও এসময় প্রবলাকার ধারণ করে। কাহার কাহার আবার স্বাভাবিক দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত না হইয়া নাক, মুখ, মলদ্বার প্রভৃতি দিয়া নির্গত হয় এইরূপ অবস্থাকে ভাইকোরিয়াস মেনষ্ট্রুয়েসান বলে।

যদি ঋতুকালে অধিক ঠাণ্ডা লাগিয়া স্রাব বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে কোমরে বেদনা, তলপেটে ভারবোধ, শিরঃ পীড়া, মস্তকে ভারবোধ প্রভৃতি উপসর্গের সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় তলপেটে গরম জলের স্বেদ অথবা পুলটিস এবং ঘর্ম্মকারক ঔষধ সেবনে উপকার দর্শে। এই অবস্থায় কোষ্ঠ বদ্ধতা বা কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে তাহারও প্রতিকার

করা কর্ত্তব্য। তবে কারণ নির্ণয় না করা পর্য্যন্ত রজঃ নিঃসারক ঔষধ ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নহে। ঔষধ আবশ্যক হইলে একটু হিং খাইলে উপকার দর্শিয়া থাকে।

কোন কোন স্ত্রীলোকের রজঃ এত অল্প পরিমাণ হয় যে তাহাকে রজোহীনতার প্রকারন্তর বলিলেও চলে। ইহাকে রজোল্পতা বলে। দুর্ব্বলতা ও রক্তহীনতার জন্য ঋতু প্রবর্ত্তিত হইবার বিলম্ব ঘটিলে যাহাতে শরীরে বলাধিক্য হয় তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য পুষ্টিকর আহার, লঘু ব্যায়াম, মনের স্ফুর্ত্তি বিধান, লৌহঘটিত বা অন্য বলকারক ঔষধ সেবন যেমন আহারের পর কডলিভার অয়েল সেবন ইত্যাদি দ্বারা উপকার দর্শে। তবে লৌহঘটিত ঔষধ অধিক মাত্রায় ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নহে।

প্রীথোরাগ্রস্ত রোগীকে মেদ বৃদ্ধিকর আহার যেমন ঘৃত, চিনি মিষ্টান্ন প্রভৃতি আহার করা নিষিদ্ধ। নিয়ম মত পরিশ্রম ও সামান্য সুপাচ্য লঘু আহার তাহাদের পক্ষে হিতকর।

রজোধিক্য বা রক্তভাঙ্গা।

স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব সাধারণতঃ তিন দিন থাকে। কাহার কাহারও ৫।৭ দিন থাকিতেও দেখা যায়। যদি এই সময়ে স্রাবের পরিমাণ অধিক হয় তাহা হইলেও তাহাকে রজোধিক্য বলা যায়। অবশ্য দেশ, আব-হাওয়া, স্বভাব, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর স্রাবের পরিমাণ নির্ভর করে এবং স্রাবের পরিমাণের সামান্য ইতর বিশেষে কিছু ক্ষতি হয় না সত্য, তত্রাচ যেখানে স্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক, অথবা স্রাব ১৪।১৫ দিন স্থায়ী হয়, অথবা ২।৩ সপ্তাহ অন্তর ঋতু হয়, সেস্থলে ইহা রোগ বলিয়াই বিবেচ্য। যে যে কারণে প্রধানতঃ এই রোগের সৃষ্টি হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেহে রক্তহীনতা বা অতিবৃদ্ধি, পরিশ্রমের অভাব বা অতিশ্রম, ভোগ বিলাস হেতু ডিম্বকোষের পীড়া, ফ্যালোপিয়ান টিউবের প্রদাহ, জরায়ুর পীড়া, অসদুপায়ে গর্ভপাত, অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনা, রজঃস্রাব কালে অথবা প্রসবের অল্পদিন পরে সহবাস অথবা সময়ে সময়ে পুরুষ সহবাসের প্রবল ইচ্ছা।

অতিরিক্ত রক্তস্রাব হইলে সর্ব্বপ্রথমে উহা বন্ধ করা উচিত। কারণ অতিরিক্ত রক্তস্রাবে অনেক সময়ে রোগিনীর অবস্থা সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। তজ্জন্য রোগীনীকে স্থিরভাবে শোওইয়া রাখাই কর্ত্তব্য, এমন কি মলমূত্র ত্যাগ পর্য্যন্ত শায়িত অবস্থায় সমাধান করানই ভাল। এই অবস্থায় সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক আহার নিষিদ্ধ। লঘু পুষ্টিকর আহারই বিধেয়। কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে বিবেচনার সহিত প্রতিকার করা বিধেয় এবং এই অবস্থা হইতে আরোগ্যলাভ করিলে যাহাতে শীঘ্র স্বাস্থোন্নতি হয় তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। ইহার পরবর্ত্তী ২।৩ ঋতুকাল শায়িত ভাবেই অতিবাহিত করা উচিত, কারণ এই রোগে একবার আক্রান্ত হইলে বিশেষ সাবধানে না থাকিলে পুনরায় আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। রোগিণী দুর্ব্বল হইলে এবং গায়ে রক্ত না থাকিলে এক রতি হীরাকষের গুঁড়া ও আধ রতি শুঁঠের গুঁড়া একটু বাবলা আঠা দিয়া বড়ি তৈয়ার করিয়া তাহারই একটি সকালে ও একটী সন্ধ্যাকালে খাইতে দিবে। এই ধাতু ঘটিত ঔষধটী তিন সপ্তাহ ব্যবহার করিলেই সুফল বুঝা যাইবে। তিন সপ্তাহের অধিক সেবনে কোন দোষ নাই।

কিন্তু যাহাদের শরীর দুর্ব্বল নয় কিন্তু রক্তস্রাব অত্যন্ত অধিক তাহাদিগকে গাঁজার আরক পাঁচ ফোঁটা, আর্গট অব রাই চূর্ণ তিন রতি, আফিংএর আরক ১০ ফোঁটা, ইনফিউজান অব নিম আধ ছটাক একত্রে মিশাইয়া রোজ চার বার করিয়া খাইতে দিলে রক্তভাঙ্গা বন্ধ হইয়া

থাকে। ইহার পর রোগিণীকে নিয়মে রাখিতে হইবে। লঘুপাক ও পুষ্টিকর আহার দিবে লঘু কাজ কর্ম্ম করিতে দিবে, প্রসবের দ্বার তাহার চারিপাশ ও কোমর ঠাণ্ডা জল দিয়া প্রত্যহ তিন চার বার নিয়মিতভাবে ধুইতে হইবে। রক্তভাঙ্গা রোগে গরম জলে স্নান করা নিষেধ এবং খাওয়ার ধরাকাট করা একান্ত প্রয়োজন।

কষ্টরজঃ বা বাধক।

ঋতু প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা ঋতুকালে তলপেটে বেদনা হইলে তাহাকে সাধারণতঃ কষ্টরজঃ বা বাধক বলে। কাহার কাহার এই রোগের যন্ত্রণা অত্যন্ত অধিক হয়। আজকাল স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অনেকেরই অল্প বিস্তর এই রোগ আছে। ঋতুকালে আহারের অনিয়ম ও সাময়িক নিয়ম পালনে অবহেলা যেমন ভিজা স্থানে বা মৃত্তিকায় শয়ন, উপবেশন ইত্যাদি। ঋতুকালে স্বভাবতঃ স্ত্রীলোকের গা একটু জ্বালা করে তজ্জন্য অনেকে ঠাণ্ডা জলে স্নান বা ঠাণ্ডা বায়ু সেবন অথবা ঠাণ্ডা জল (বরফ) পান অথবা ভিজা বা ঠাণ্ডা স্থানে শয়ন উপবেশন করেন। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত বটে তাই বলিয়া স্নান করা বা গা ধোওয়া উচিত নহে। শীতকালে প্রসবের পর গরম জল দিয়া উপর পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারিলে ভাল হয়। সাধারণতঃ গরম মশলাযুক্ত অথবা গুরুপাক আহার নিষিদ্ধ। অনেক স্থলে আবার জরায়ু মধ্যে স্রাবের অবরোধ বর্ত্তমান থাকাতে ঋতুস্রাব সহজে হয় না সেই জন্য বেদনা অনুভূত হয়। এইরূপে বাধা প্রাপ্ত হইয়া বেদনা হয় বলিয়া ইহাকে "বাধক" বেদনা বলে। এই বেদনা ঋতু প্রকাশ হইবার দুই একদিন আগে হইতে আরম্ভ হয় এবং তলপেট, পৃষ্ঠদেশ, কোমর কুচ্‌কি উরু পর্য্যন্ত বেদনা অনুভূত হয়। স্রাব উত্তমরূপে হইলে

তবে বেদনার লাঘব হয়। স্রাব উত্তমরূপে হইলে তবে বেদনার লাঘব হয়। কিন্তু স্রাবের পরিমাণ প্রায়ই কম হয় এবং তাহাতে যন্ত্রণা এত অধিক হয় যে রোগিণীকে শয্যার আশ্রয় লইতে হয়। সভ্য সমাজে বালিকাদের মধ্যে প্রথম বয়সে এই রোগ দৃষ্ট হয়।

যে সময়ে বেদনা অত্যন্ত অধিক হয় সেই সময় দশ কি পনর ফোঁটা আফিমের আরক আধ ছটাক হিম জলের সহিত ৪।৫ বার সেবনেই ব্যথা কমিয়া যায়। অথবা ৪ রতি পরিমাণ কর্পূর একটু ময়দার সঙ্গে জল দিয়া বটী পাকাইয়া মধ্যে মধ্যে খাইতে দিলে উপকার হয়। যতক্ষণ ব্যথার উপশম না হয় ততক্ষণ এই বড়ি ব্যবহার করা উচিত। এই সময় লঘু আহার করা এবং যাহাতে কোনরূপে ঠাণ্ডা না লাগে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত।

যখন ঋতুর দোষ আর থাকিবে না তখন ১ রতি আন্দাজ হীরাকষ ও দুই রতি মুসব্বর একত্র করিয়া বড়ি প্রস্তুত করিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় একটী করিয়া খাইতে দিবে। ঋতুর সময় বড়ি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

শ্বেত প্রদর।

আমাদের নাসা, চক্ষু প্রভৃতি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা আবৃত বলিয়া ঝিল্লী নিঃসৃত শ্লেষ্মা দ্বারা সর্ব্বদা উহারা আর্দ্র থাকে। যোনী প্রণালীও সর্ব্বদা আর্দ্র থাকে কারণ একপ্রকার গ্রন্থি হইতে রস নিঃসৃত হইয়া উহাকেও আর্দ্র রাখে। কিন্তু এই রস স্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক হয় না যে যোনী প্রণালীর বাহিরে আসিতে পারে। কিন্তু যখন কোন কারণ বশতঃ ঐ রোগের আধিক্য হেতু উহা যোনির বাহিরে নির্গত হয় তখন উহাকে শ্বেত প্রদর বলা হইয়া থাকে। এই পীড়ার কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। সাধারণতঃ মনুষ্যের যে যে কারণে সর্দ্দি উৎপত্তি হয় সেই সেই কারণে শ্বেত-

প্রদরও উৎপন্ন হয়। সেইজন্য হিম লাগাইলে অথবা হঠাৎ গরমের পর শীতল বাতাস বা শীতল জল গায়ে লাগিলে ঘর্ম্ম রোধ হইয়া এই রোগ হইতে পারে।

যে সকল স্ত্রীলোকের ঋতু ভাল করিয়া হয় না তাহাদের রক্তের পরিবর্ত্তে এই রস নির্গত হয়। ইহার প্রতিকার করিতে হইলে যাহাতে ঋতু পরিষ্কার হয় তাহার উপায় করিলে স্বতঃই সরিয়া যায়। ইহা না করিয়া স্রাব বন্ধের চেষ্টা করিলে ফল বিপরীত হয়।

জরায়ুর নানাপ্রকার রোগের জন্যও শ্বেত প্রদর হইয়া থাকে। জরায়ুর স্থানচ্যুতি প্রদাহ ইত্যাদি হইতে এই রোগ হয়। সেরূপ স্থলে ইহাকে স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া বিবেচনা না করিয়া জরায়ু পীড়ার একটি লক্ষণ মাত্র বিবেচনা করা উচিত।

শ্বেত প্রদরের স্রাব প্রথমাবস্থায় পরিষ্কার লালার ন্যায় পাতলা হয়; কিছুদিন পরে ইহা ঘন ও চট্‌চটে হয়। আবার কখন কখন ইহা পাতলা দুধের আকার ধারণ করিয়া কিছুদিন পরে রোগের বৃদ্ধি হইলে পুঁজের ন্যায় হল্‌দে আকার ধারণ করে। এই সময়ে রসের বর্ণ কখন সবুজ কখন বা পাটকিলে হয়। এই রোগের প্রারম্ভে কিছুদিন বিশেষ কোন শারীরিক বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হয় না, পরে ক্রমে ক্রমে হজমশক্তি কমিয়া যায়, কোষ্ঠবদ্ধতা উপস্থিত হয়, পেটে বায়ু হয়, বুক ধড়ফড় করে, মাথা ঘোরে, চেহারায় বিবর্ণতা আনিয়া দেয়, পিঠে, কোমরে বেদনা হয়, কোন কাজে উৎসাহ থাকে না, কাহার কাহার আবার রাত্রে জ্বর হইতে আরম্ভ হয়, গুপ্তস্থানে চুলকানি হয় এবং সহবাস ইচ্ছার হ্রাস বা অভাব হইয়া থাকে।

এই রোগোৎপত্তির কারণগুলি যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। প্রতি বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া ভগ্ন স্বাস্থ্য হইলে—

২। অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া শরীর দুর্ব্বল হইলে—

৩। সুখ স্বচ্ছন্দ, পরিচ্ছন্নতা লইয়া শুইয়া বসিয়া দিন কাটাইলে—

৪। ঋতু সম্বন্ধীয় কোন দোষ থাকিলে—

৫। স্ত্রীঅঙ্গের ভিতর অপরিষ্কার রাখিলে—

৬। ঋতু বন্ধ থাকিলে বা ঋতুর সময় ঠাণ্ডা লাগাইলে—

৭। বারম্বার সহবাস করিলে বা ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীর সন্তোষার্থ ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইলে—

৮। রক্তহীনতা উপস্থিত হইলে—

৯। পেটে ক্রিমি থাকিলে—

১০। প্রসব সংক্রান্ত কোনরোগ থাকিলে অথবা যৌবনের পরে বা পূর্ব্বে হাম বসন্ত প্রভৃতি রোগ হইলেও এই রোগ হইতে পারে। ঋতু সম্বন্ধীয় কোন দোষ থাকিলে প্রথমে তাহার চিকিৎসা করার প্রয়োজন। রোগের প্রথমাবস্থায় একটু সাবধান হইয়া সামান্ত উপায় অবলম্বন করিলেই এই রোগ আরোগ্য হইয়া যায়। প্রথমাবস্থায় ঈষদুষ্ণ, জল দ্বারা পিচকারী করিয়া ধুইয়া পরে ঈষদুষ্ণ রজার্স পাউডারের জল বা ফিটকারীর জল দিয়া ধুইলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। রোগের অবস্থায় সহজ পাচ্য পুষ্টিকর দ্রব্য আহার, নিয়মিত পরিশ্রম কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা ও সাধারণ স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। কর্পূর মিশ্রিত খাঁটী সরিষার তৈল তলপেটে আস্তে আস্তে মালিশ করিলে অন্ত্রমধ্যে বায়ু চলাচল হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। উপর পেটে মালিশ করিলে অন্ত্রমধ্যে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়, বায়ু নির্গত হইয়া যায় এবং অজীর্ণ দোষ নিবারিত হয়। স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বশরীরে তৈল মালিশ করিলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি করতঃ শরীরে বলবৃদ্ধি করে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নষ্ট করে, শারীরিক জড়তাও আলস্ত দূর করে এবং অন্তরস্থ যন্ত্রগুলি কার্যক্ষম

করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করে। এইরূপ মালিশ গাত্রচর্ম্ম কোমল হয়, চর্ম্মের স্থিতিস্থাপকতা বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরকে যৌবনোচিত কমনীয় ও লাবণ্যযুক্ত করে।

প্রসব বেদনা।

জরায়ুমধ্যে সন্তান বর্দ্ধিত হইয়া ৯ মাস হইতে ৯ মাস ১০ দিন অবস্থান করতঃ ভূমিষ্ট হইয়া থাকে। জরায়ুর পেশী সংকোচনই প্রসব ক্রিয়ার উপায়। ইহাতে জীবন্ত শিশু যে প্রকারে ভূমিষ্ঠ হয় মৃত সন্তানও সেইরূপে প্রসূত হয়। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে গর্ভনীর বারম্বার মলও মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা, বমনেচ্ছা বা বমন, শরীর কম্পন ও যোনি হইতে রক্ত মিশ্রিত রস নির্গম ইত্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হয়, এতদ্ব্যতীত বেদনাও অনুভূত হয়। নিয়মিত বেদনা উপস্থিত হইলে যত্তপি ১৫ মিনিট অন্তর বেদনার সঞ্চার হয় তাহা হইলে প্রত্যেক বারেই ১৫ মিনিট অন্তর বেদনা আসিয়া থাকে এবং প্রসব সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই ১০ মিনিট পরে ৫ মিনিট অন্তর বেদনা অনুভূত হইতে থাকে।

প্রথমে পৃষ্ঠদেশে বেদনার সূত্রপাত হইয়া ক্রমে উরুদেশ পর্য্যন্ত বেদনাগ্রস্ত হয় এবং যতই বেদনা বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই জরায়ু মুখ অল্প অল্প বিস্তৃত হইয়া প্রসব কার্য্যের পোষকতা করিয়া থাকে। সকল স্ত্রীলোকেরই একভাবের প্রসববেদনা উপস্থিত হয় না, ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীলোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

প্রসব প্রকারণ।

প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে উপর পেটে, কোমরে উরুতে বেদনা অনুভূত হইয়া ঐ বেদনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বেদনার প্রথমাবস্থায়, প্রসূতিকে লইয়া ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ বায়ুতে হাঁটান উচিত।

বেদনা ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া জরায়ু মুখ আল্‌গা হইলে প্রসূতিকে বিস্তৃত কোমল শয্যায় মাথায় বালিস দিয়া চিৎ বা বামদিকে কাৎ হইয়া পা ছড়াইয়া শুইতে দিবে। ব্যাথার বৃদ্ধি অধিক হইলে প্রসূতি দুই হাঁটু ও কনুইদ্বয়ের উপর ভর দিয়া উপুড় হইয়া শুইবে। প্রথম যদি জল ভাঙ্গে তাহা হইলে প্রসূতিকে তখনই শোয়াইয়া দিয়া তাহাকে মুহুর্মুহু প্রস্রাব করাইবে এবং পিচকারী দিয়া ধোয়াইয়া দিবে, কারণ ইহাতে রোগের বীজ থাকে এবং এই বীজ যোনিতে গেলে জ্বর হইয়া থাকে। এই সময়ে ঈষদুষ্ণ নারিকেল তৈল যথাস্থানে মালিশ করিয়া দিবে, পরে প্রসূতিকে কুন্থন করিতে বলিবে। কিন্তু সাবধান প্রসব বেদনা না থাকিলে কদাচ কুন্থন করিতে বলিবে না কারণ অসময়ে কুন্থনে শিশু বোবা, কালা, কাসরোগগ্রস্ত বা বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। বেদনার জোর থাকিলে প্রথম অল্প অল্প কুন্থন করিয়া পরে জোর দিতে হয়। পূর্ব্বে যে জল ভাঙ্গার কথা বলা হইয়াছে উহাকেই চলিত ভাষায় "পানমূচি" ভাঙ্গা বলে। প্রসব করিতে বিলম্ব বা কষ্ট হইলে বার বার যোনি পরীক্ষা ভাল নহে; কারণ তাহাতে জরায়ুমুখ ফোলে ও শক্ত হয় এবং স্রাব শুষ্ক হইয়া যায়। শিশুর আবরক ও ফাটিয়া যাইতে পারে। জরায়ুমুখ স্বভাবতই খুলিয়া যায় উহা জোর করিয়া খোলা বিধি নহে। জরায়ুমুখ আল্‌গা হইলে এবং ব্যথার জোর থাকিলে নখের চাপ দিয়া আবরণ ছিঁড়া যাইতে পারে। কিন্তু আবরণ যেন অসময়ে ছেঁড়া না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রসূতির পাছার নিম্নে পরিষ্কার নেকড়া দিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

যখন যোনির আশপাশ ফুলিতে থাকে, তখন প্রসূতিকে বামকাতে শোয়াইয়া ডানপাটী উচু করিয়া ধরিতে হয় এবং শিশুর হাত, পা বা মাথা কোন্ অংশ বাহির হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিয়া দেখিতে

হয়। এই সময় প্রসব পথের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত কারণ অনেক সময়ে শিশুর মাথা বড় হইলে এবং জরায়ু ঢিলা হইবার আগে বাহির হইলে প্রসবপথ ফাটিয়া যাইতে পারে। সেইজন্য প্রয়োজন হইলে গরমজলের সেক দিয়া প্রসবপথ ঢিলা করিয়া লইতে হয়। শিশুর মাথার চিহ্ন দেখিতে পাইলে বাম হস্ত প্রসূতির পেটের উপর দিয়া ঘুরাইয়া তাহার ডান উরুর মধ্যে দিয়া এমন ভাবে রাখিতে হয় যাহাতে ঐ হস্ত দিয়া শিশুর মাথাটী ধরিতে পারা যায়। দক্ষিণ হস্তের কব্জি মলদ্বার ও পাছার মধ্যে রাখিতে হয়। পরে মলদ্বারের একপার্শ্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি, ও অপর পার্শ্বে অন্য অঙ্গুলি দিতে হয়। মস্তক বাহির হইলে. বামহস্তের অঙ্গুলি দিয়া আস্তে আস্তে শিশুর মাথা সম্মুখের দিকে টানিতে হয় আর ডান হাত দিয়া মাথা সাম্‌নে ঠেলিতে হয়। ব্যথার জোর বেশী হইলে মাথা ঠেলিয়া বাহির করা ভাল নহে। ঐ সময়ে প্রসূতিকে, জোরে নিশ্বাস লইতে বলিয়া শিশুর মাথা আঙুল দিয়া ঠেলিয়া রাখিতে হয়। পরে ব্যাথার জোর কমিলে মাথা সাম্‌নে ঠেলিতে ঠেলিতে কাঁধ পর্য্যন্ত বাহির হইলেও ঐরূপ করিতে হয়। প্রথম গর্ভিনী হইলে বিশেষ সাবধানতার সহিত কাজ করিতে হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরই ফুল বাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর আধঘণ্টার মধ্যেই ফুল ও গর্ভস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত শিরা সকল স্বতঃই বিছিন্ন হইয়া যায়, সেই সময়ে ফুল জরায়ু হইতে আলদা হইয়া যায়। ফুলকে প্রথমে মাটীতে পড়িতে দিতে নাই। ডানহাতে লইয়া দুইহাতে আস্তে আস্তে ঘুরাইতে হয়। এইরূপ ঘুরাইবার সময় জরায়ুর আবরণ দড়ির মত পাক খাইয়া বাহির হইয়া আসে। কতকাংশ ভিতরে থাকিলেও টানিয়া বাহির করিতে নাই। কখন কখন ইহার ব্যতিক্রম ও ঘটিয়া থাকে। সেই সময়ে অনেক

মূর্খ দাই ফুল বাহির করিবার জন্য নাড়ী ধরিয়া টানিয়া রক্তস্রাব ও অন্যান্য বিপদ ঘটাইয়া থাকে। নাড়ী ধরিয়া টানিলে রক্তস্রাব হয় এবং ফুল উল্টান ছাতার মত হইয়া আটকাইয়া যায় এবং জরায়ুর ভিতর দিক উল্টাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে পরিণামে অনেক প্রসূতির, মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর সন্তানকে এরূপভাবে রাখা কর্ত্তব্য যাহাতে নাড়ীতে টান না পড়ে এবং সন্তানের অবস্থা ভাল থাকিলেও পাঁচ সাত মিনিট পরে নাড়ী কাটিতে হয়। কারণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরও নাড়িতে প্রায় দেড় ছটাক রক্ত থাকে। সন্তান যখন নিশ্বাস ফেলে, তখন ঐ রক্ত নাড়ী দ্বারা সন্তান দেহে প্রবেশ করিতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই নাড়ী কাটিয়া দিলে এই রক্ত বাহির হইয়া যায়। সন্তান জন্মিয়া প্রথম দুইদিন সামান্যই স্তন দুগ্ধ খায় কখন বা আদেই খায় না। নাড়ীর রক্তটী এইরূপে পড়িয়া গেলে সন্তান দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। পূর্ণবয়স্কদিগের দেড় সের রক্তহানী হইলে যে ক্ষতি হয় সদ্যজাত শিশুর পক্ষে এই রক্তটুকু সেইরূপ ক্ষতি সাধনে সমর্থ হয়। সাধারণতঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার মুখের ভিতরস্থ লালা যাহাকে চলিত ভাষায় ঘড়ঘড়ি বলে সত্বর সাবধানের সহিত বাহির করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে শিশুর নাড়ী সংলগ্ন ফুল বাহির হইয়া আসিবার পর প্রসূতি অনেকটা সুস্থ হন।

নাড়ী কাটা—শিশুর নাভী হইতে তিন আঙ্গুল দূরে অগ্র ও পশ্চাৎ সূতা দিয়া বাঁধিয়া বাঁধনের মধ্যভাগটী ধারাল কাঁচি দ্বারা কাটিয়া নাড়ী সংলগ্ন ফুল হইতে শিশুকে পৃথক করিয়া ফেলিবে। পরে গরম জলে সাবান গুলিয়া শিশুকে ধোয়াইয়া দিবে এবং শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিবে এবং যাহাতে শিশুকে ঠাণ্ডা না লাগে

এরূপভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবে। শিশু ও ফুল নির্গত হইবার পর প্রসূতিকে পূর্ব্ববস্ত্র ত্যাগ করাইয়া স্বতন্ত্র বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিবে, আস্তে আস্তে বিছানার চাদর বা অন্যান্য কাপড় সরাইয়া লইবে। পরিধেয় বস্ত্র ও বিছানাদি পরিষ্কৃত হইয়া গেলে বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের মুখে এক খানা নেকড়া ভাঁজ করিয়া দিবে এবং ঐ নেকড়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। উদরের উপর ৪ অঙ্গুলি পরিমাণ চওড়া ও ৬ হাত লম্বা ফালি কাপড় পটি বন্ধনের মত জড়াইয়া দিবে।

অস্বাভাবাবিক প্রসব।

পানমুচি ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে শিশুর কোন অঙ্গ অগ্রে বাহির হইবে তাহা নির্ণয় করাই ধাত্রির একান্ত কর্ত্তব্য। মস্তক ব্যতীত অন্য কোন অঙ্গ নির্গত হইলে এবং পানমুচি না ভাঙ্গিলে অতি সহজে তাহা ঘুরাণ বা উল্টান যায়। কিন্তু যদি নিতম্ব বা পদ নির্গত হইয়া পড়ে তাহা হইলে প্রসবকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। নাভিনাড়ী পর্য্যন্ত নির্গত হইলে শিশুর শরীরের যে অংশ নির্গত হইয়াছে, তাহাতে ফ্লানেল জড়াইয়া তাহার উরুদেশ দৃঢ়রূপে ধরিবে এবং বেদনার সময় অবশিষ্ট অঙ্গ ধীরে ধীরে বাহির করিতে হইবে। কিন্তু মেরুদণ্ড নির্গমণের অবস্থায় একবার ঘুরাইয়া লওয়া আবশ্যক কারণ এ অবস্থায় হস্ত বাহির করা একটু শক্ত ব্যাপার। যদ্যপি মস্তকের উপর দুই হাত থাকে তাহা হইলে বামদিকের হস্ত সহজে অগ্রে নির্গত করান যাইতে পারে। এই হস্ত নির্গত করিবার জন্য শিশুর স্কন্ধের পশ্চাৎ ভাগে দুইটী অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া ধীরে ধীরে সম্মুখদিকে নিম্নে চাপ দিলে ঐ হস্ত সহজে বক্ষের দিকে নামিয়া পড়িবে এই প্রকারে অপর হস্তও নামাইতে হইবে। মস্তক বাহির করিবার সময় বামহস্তের দুই অঙ্গুলি শিশুর মুখের মধ্যে দিয়া ত্রিকাস্থির দিকে পশ্চাদ্ভাগে ছাড়িতে

একটু চাপ দিলে মস্তক সম্মুখে নত হইয়া বক্ষের দিকে অবনত হয়। তৎপরে প্রথমে পশ্চাৎ নিম্নদিকে অল্প টানিয়া পরে সম্মুখ নিম্নদিকে টানিতে হয়। শিশু ভূমিষ্ট হইলে যদি তাহার জীবনীশক্তির হ্রাস হয় তাহা হইলে তাহাকে উত্তেজিত করিবার উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথমে পদ নির্গত হইলে নিতম্ব নির্গম প্রথার ন্যায় সমস্ত শরীর নির্গত করিতে হয় কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিতম্ব নির্গত না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

অগ্রে হস্ত নির্গত হইলে ধীরে ধীরে তাহাকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া উচিত। যগুপি সহজে প্রবেশ করান না যায় তাহা হইলে বিশেষজ্ঞের হস্তে সমর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত। যগুপি নিতম্বের সহিত হস্ত নির্গত হয় তাহা হইলে নিতম্ব নির্গমনের প্রথা অবলম্বন করিবে। যদি পদের সহিত বাহির হয় তাহা হইলে পদ একটু টানিয়া বাহির করিয়া পদ নির্গমন প্রথার ন্যায় ব্যবস্থা করিতে হইবে।

রজোরোধ।

টিংচার ফেরি মিউরিয়েট ৩ ড্রাম, টিংচার ক্যান্থারাইডিস ১ ড্রাম, টিংচার গুয়েক্যাম এমোন ১॥• আউন্স, টিংচার এলোজ ৪ ড্রাম, সিরাপ ৬ আউন্স এই কয়েকটী ঔষধ একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিবার এক চামচ মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে। পালভারিস ক্যান্থারাইডিস ২গ্রেণ, পালভারিস স্যাবাইনি ১ড্রাম, মিশাইয়া ৪টী বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন রাত্রে শয়নকালে একটী করিয়া বটীকা সেবন করিতে দিবে। স্পিরিটাস ভাইনাম্ ১ আউন্স লইয়া প্রতিদিন দুইবার করিয়া মিষ্ট জলের সহিত ৫ হইতে ১০ ফোঁটা করিয়া উক্ত ঔষধ সেবন করিতে দিবে।

সেলিসিন্ ১৫ গ্রেণ, পাল্ভ রিয়াই ৭॥০ গ্রেণ কনফেক্সান রোজ প্রয়োজন মত। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া ১০টী বটীকা প্রস্তুত করিবে এবং একটী করিয়া বটীকা দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে। টেরিবিস্থিনি এল্‌বা ২০ গ্রেণ, পাল্ভ এলোজ ২০ গ্রেণ, ফেরি সাল্‌ফ ২০ গ্রেণ একত্র করিয়া ২০টী বটীকা করিবে। একটী করিয়া বটীকা দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে।

বাধক।

এন্টিপাইরিণ ২ ড্রাম, সিরাপ টোলুটানী ২ আউন্স, প্রথম ডবল মাত্রায় সেবন করিতে দিবে তাহার পর যতক্ষণ বেদনা থাকিবে ততক্ষণ দুই ঘণ্টা অন্তর এক চামচ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

ক্রোটনিস ক্লোরানিস ২৪ গ্রেণ, পালভারিস ট্রাগাকান্থি, গ্লিসারিণী প্রত্যেকটী প্রয়োজন মত লইয়া একত্র মিশাইয়া ১২টী বটীকা করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর ২ বটীকা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

প্রদর।

পট্যাসিয়াই পার্ম্মাঙ্গানেটিস ১/২ ড্রাম, জল ১৫ আউন্স। পিচকারী ব্যবহার করিতে হইবে।

জিঙ্কাই সালফেটিস ১॥০ ড্রাম, এলমাইনিস্ ১॥০ ড্রাম, গ্লিসারিণ ৬ আঃ। এক চামচ ঔষধ ২০ আঃ জলে দিয়া প্রতিদিন দুইবার পিচকারী করিবে।

সোডিয়াই কার্ব্বনেটিশ ১ ড্রাম, টিংচার বেলেডোনি ২ আঃ জল ২০ আঃ। যাতনা সহিত স্রাব অধিক থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা যোনি মধ্য ধৌত করিবে।

রক্তপ্রদর।

টিংচার হেমামেলাইডিস ২ আঃ লইয়া ১/২ চামচ মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে।

টিংচার ক্যাপসিকাই ১ ড্রাম, টিংচার কিউবেবী ১ ড্রাম, টিংচার ক্যান্থারাইডিস ১/২ ড্রাম, মিউসিলেগো একেসিয়া ৪ আঃ মিশ্রিত করিয়া এক চামচ মাত্রায় দিবসে দুইবার দৌর্ব্বল্যের প্রতিকারার্থ ব্যবহৃত হয়।

এসিডাই গ্যালিকাই ১৫ গ্রেণ, এসিডাই সালফিউরিকাম্র এরো-মেটিকাম ২৫ মিনিম, টিংচার সিনেমোগী ২ ড্রাম, জল ২ আঃ মিশ্রিত করিয়া অতিরিক্ত রক্তস্রাবে রক্তবন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ১ চামচ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

মুত্র পরীক্ষা।

স্বাভাবিক মুত্র।

বর্ণ—হরিদ্রাভ বা স্বর্ণাভ হরিদ্রা বর্ণযুক্ত।

ঘনত্ব—১.০১৫—১.০২৫।

গন্ধ—অম্ল গন্ধযুক্ত।

রাসায়নিক ক্রিয়া—ঈষৎ অম্ল।

পরিমাণ—সাধারণতঃ প্রত্যহ ৫২ আঃ।

সাধারণতঃ কঠিন বস্তুর পরিমাণ স্থির করিবার জন্য প্রস্রাবের ঘনত্বের শেষ দুই সংখ্যার দ্বিগুণ লইয়া তাহার দশ ভাগের এক ভাগ লইলে বাহির হয়।

অস্বাভাবিক মূত্র।

বর্ণ—সবুজ বর্ণ হইলে পিত্ত বুঝায়। আইয়োডিন সলিউসান দিলে সবুজবর্ণ হইলে পিত্তের অস্থিত্বই সপ্রমাণ করে। রক্তাভ বাদাম

হইলে প্রায়ই রক্তের অস্তিত্ব বুঝায়। টিংচার গোয়াইকাম এবং হাইড্রোজেন প্যারক্সাইড দিলে উহা নীল বর্ণযুক্ত হয় এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রে রক্ত কণিকার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘনত্ব—১০১০—১০২০ হইলে সাধারণতঃ এলবিউমেন এবং কখন কখন সুগার বা চিনি বিদ্যমান আছে দেখা যায়। পরীক্ষার্থ একটী টেষ্ট টিউবে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিাণ ষ্ট্রং নাইট্রিক এসিড রাখিয়া তাহাতে কয়েক ফোঁটা মুত্র দিলে এসিড ও মুত্রের সংযোগ স্থলে সাদা অঙ্গুরীরাকার হইলে এলবিউমিনের অস্থিত্ব বুঝায়।

একটী টেষ্ট টিউবে সাধারণতঃ অম্ল ধর্ম্মাত্মক কিয়ৎ পরিমাণে মুত্র লইয়া তাহাতে ১ ফোঁটা এসিটিক এসিড দিয়া উত্তপ্ত করিলে এলবিউমেন থিতাইয়া যায়। ফর্ম্মালিন থাকিলে প্রতিক্রিয়ার প্রতিবন্ধকতা করে।

সাইট্রিক এসিডও পট্যাসিয়াম ফেরো সায়েনাইড দিলে শ্বেত পলি পড়িয়া থাকে।

পিকরিক এসিডের চুড়ান্ত মিশ্র বা সলিউসান যোগ করিলে এলবিউমিনের অস্থিত্বর পরিমাণানুযায়ী বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদি এলবিউমিনের অস্থিত্ব সন্দেহ করিয়াও উপরোক্ত পরীক্ষাগুলির দ্বারা সফলকাম না হওয়া যায় তাহা হইলে একখণ্ড ক্ষুদ্র মোটা ফস্ফারিক এসিড লইয়া একটী টেষ্ট টিউবে ধৃত প্রস্রাব মধ্যে ফেলিয়া দিলে এলবিউমেন থাকা প্রযুক্ত উহা ময়লাকার ধারণ করে।

ঘনত্ব ১০২৫—১০৩৩ হইলে ইউরিয়া অথবা সুগার জ্ঞাপন করে।

সুগার থাকিলে—বেশী পারমাণে লাইকার পট্যাশি দিয়া ফুটাইলে বাদামী বর্ণ ধারণ করে।

অধিক পরিমাণে লাইকার পট্যাশী এবং কপার সালফেট সলিউসান দিয়া ফুটাইলে কমলা রংয়ের পলি পড়ে।

ফেলিংস টেষ্ট—প্রথমে ল,ইকার পট্যাশী অধিক দিয়া ফুটাইয়া ফিল্টার করিয়া পরে তাহাতে পোট্যাসিও টার্ট্রেট অব কপার দিয়া ফুটাইবে। রক্তাভ কমলা পলি সুগারের অস্থিত্ব জ্ঞাপন করে।

ডায়াবিটিস মিলিটাস ও ডায়াবিটসি ইনসিপিডাস, হিষ্টিরিয়া, রিন্যাল সিরোসিস ইত্যাদিতে এবং ভয় পাওয়ার ফল স্বরূপ প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

অতি বমন, কলেরা, তরুণ নিউফ্রাইটীস ও জ্বর সংক্রান্ত রোগে প্রস্রাবের পরিমাণ অত্যন্ত কম হয়।

প্রস্রাব মিষ্ট গন্ধযুক্ত হইলে ডায়াবিটিশ, প্রস্রাব করিবার পরই তাহাতে উগ্র এমোনিয়ার গন্ধযুক্ত হইলে নূতন বা পুরাতন ভ্যাসিক্যাল কেটার, সিসটাইটিস ইত্যাদি বুঝায়। কতকগুলি ঔষধ ইহার গন্ধের পরিবর্ত্তন সাধন করে যেমন, কোপাইবা, টার্পেণ্টাইন, মেলফার্স ইত্যাদি। এসিড সোডিয়াম ফস্ফেট থাকার জন্য সাধারণ প্রস্রাব ঈষৎ অম্ল ধর্ম্মাত্মক হয়। নূতন বাত, জরাদি রোগে অত্যন্ত অম্ল ধর্ম্মাত্মক হয়।

সাময়িক ক্ষার ধর্ম্মাত্মক হইলে মেরুদণ্ডের ক্ষতি, ক্রমাগত অরভোগ ইত্যাদি জ্ঞাপন করে। চিরস্থায়ী ক্ষার ধর্ম্মাত্মক হইলে তাহাতে সাতিশয় দৌর্ব্বল্য, এটোনিক ডিস্পেপ্সিয়া, ক্লোরোসিস, এনিমিয়া, কিয়ৎ দিনের পুরাতন বাত, গেটে বাত ইত্যাদি জ্ঞাপন করে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিষ চিকিৎসা।

বিষ প্রয়োগ—লক্ষণ ও চিকিৎসা।

উগ্র বিষ গলাধঃকরণ করিবার পর প্রভূত জল অথবা দুধ পান

দ্বারা ঐ বিষের ক্রিয়ার প্রতিরোধ করিলে এবং পাকস্থলীর মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহা বাহির করিয়া দিবার উপায় করিলে অনেক সময়ে রোগীর জীবনরক্ষা হইয়া থাকে। যত শীঘ্র সম্ভব পাকস্থলী খালী করিয়া দিতে হইবে এই উদ্দেশ্যে (১) বমন কারক ঔষধ সমূহ (২) ষ্টম্যাক পাম্প এবং অভাবে গলার মধ্যে অঙ্গুলি দিয়া বা অন্য উপায়ে সুড়সুড়ি দিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ক্ষয় ধর্ম্মাত্মক বস্তু যেমন উগ্র খনিজ এসিড বা অম্ল ইত্যাদি দ্বারা বিষাক্ত হইলে ষ্টম্যাক পাম্প ব্যবহার করা উচিত নহে। কিন্তু কার্ব্বলিক এসিড দ্বারা বিষাক্ত হইলে সাবধানতার সহিত কোমল ষ্টম্যাক টিউব বা নল ব্যবহার করা যাইতে পারে। সন্দেহ যুক্ত স্থলে যেখানে রোগী অচৈতন্য অবস্থায় থাকে সে স্থলে ষ্টম্যাক টিউব ব্যবহার করা যাইতে পারে। অধিকাংশ ক্ষারজাতীয় দ্রব্য পাকস্থলীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী দ্বারা পরিত্যাক্ত হয় বলিয়া চিকিৎসা কালে বারম্বার পাকস্থলী ধোয়াইয়া দেওয়ার প্রয়োজন। যে স্থলে বিষ পাকস্থালীতে শোষিত হইয়াছে সে স্থলে যতশীঘ্র সম্ভব শারীরিক বিষঘ্ন ঔষধের প্রয়োগ বিধেয়।

সাধারণ নিয়ম।

পাকস্থলীর বিষ উদ্গীরণ দ্বারা অথবা ধৌত করিয়া অথবা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিনাশ করা উচিত। ধৌত করণোদ্দেশে কোমল ষ্টম্যাক টিউব ও গরম জলে রাসায়নিক বিষঘ্ন দ্রব্য মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়।

ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা বিষাক্ত হইলে ধৌতকরণ বা বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ হইতে বিরত থাকিবে।

বিষঘ্ন প্রতিষেধক ঔষধ জানা থাকিলে তাহাই ব্যবহার করিবে। বিষ বহিষ্করণে যত্নবান হইবে। ক্ষার জাতীয় বস্তু দ্বারা বিষাক্ত হইলে

নর্ম্মাল স্যালাইন সলিউসান শিরা মধ্যে প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য লক্ষণ গুলির প্রকাশ হইলে তাহাদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। হাত পা ঠাণ্ডা হইলে বোতলে গরম জল পুরিয়া তাহার উত্তাপ দিবে কিন্তু সাবধান যেন রোগীর অচৈতন্য অবস্থায় গাত্র না পুড়িয়া যায়। উগ্র কফি মুখ দিয়া বা গুহ্য দ্বার দিয়া প্রয়োগ করিবে। অচৈতন্যাবস্থায় শায়িত থাকিলে চর্ম্মের নিম্নে ইথার ষ্ট্রীকনিয়া ইঞ্জেক্‌সন এবং মুখ দিয়া এরোম্যাটিক স্পিরিট অব এমোনিয়া জলে মিশাইয়া প্রয়োগ করিবে। পেরিকর্ডিয়াল প্রদেশে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দিবে।

নিশ্বাস প্রশ্বাস কমিয়া আসিলে বা বন্ধ হইলে কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের বন্দোবস্ত করিবে এবং অক্সিজেনের শ্বাস গ্রহণ করিতে দিবে।

বিষ বহিষ্কারের পর স্নিগ্ধকারক পানীয় খাইতে দিবে যেমন দুধ, অলিভ অয়েল, ডিম্বের লালা।

প্রতিষেধক ঔষধের তালিকা।

বমনকারক ঔষধ সকল :—

১। এপোমর্ফাইন হাইড্রোক্লোরাইড ১/১০ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

২। ইপিকাক চূর্ণ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় জলের সহিত।

৩। লিকুইড একষ্ট্রাক্ট অব ইপিকাক জলের সহিত ২০ মিনিম মাত্রায়।

৪। এক টেবিল স্পুনফুল মাষ্টার্ড ৮ আউন্স জলের সহিত।

৫। সাধারণ লবণ এক টেবিলস্পুন পূর্ণ গরম জলের সহিত।

৬। জিঙ্ক সালফেট ৩০ গ্রেণ ৮ আউন্স গরম জলের সহিত।

যদি উপরোক্ত ঔষধ সকল পাইতে বিলম্ব হয় তাহা হইলে গলার মধ্যে সুড়সুড়ি দিলেও চলিতে পারে।

স্নিগ্ধকারক পানীয় :—

দুগ্ধ, অলিভ অয়েল, ঘন গ্রুল (১ আঃ ওটমিল ১০ আঃ জলে সিদ্ধ করিয়া প্রস্তুত হয়), ডিম্বের শ্বেত অংশ।

উত্তেজক সমূহ :—

১। ১/২ আঃ ব্রাণ্ডি জলের সহিত।

২। ষ্ট্রীকনাইন হাইড্রোক্লোরাইড ১/৬০ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্‌সন।

৩। ইথার ৩০—৬০ মিনিম হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সান।

৪। এরোমেটীক স্পিরিট অব এমোনিয়া ৬০ মিনিম জলের সহিত।

৫। এমোনিয়ার আঘ্রাণ।

৬। ২ আঃ কফি অর্দ্ধ পাইণ্ট জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া—

৭। মাষ্টার্ড পেপার ঈষদুষ্ণ জলের দ্বারা ভিজাইয়া—

রসায়নিক প্রতিষেধক :—

১। সাদা চক অথবা কলিচূণ ১/২ আঃ জলের সহিত মিশাইয়া—

২। সোডিয়াম বা পোট্যাসিয়াম বাইকার্ব্বনেট ১২০ জলের সহিত।

৩। ম্যাগ্নিসিয়া ১/৪ আঃ জলের সহিত মিশাইয়া—

৪। স্যাকারেটেড সলিউসান অব লাইম ১—২ ফ্লুইড ড্রাম জলের সহিত।

৫। সাইট্রিক বা টার্টারিক এসিড ২০ গ্রেণ জলের সহিত।

৬। ভিনিগার বা লেমন জুস ১ আঃ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া—

৭। হাইড্রেটেড্ ফেরিক অক্সাইড প্রয়োজনকালে ১/২ আঃ সলিউসান অব ফেরিক ক্লোরাইড ৮ আঃ জলে দিয়া ১/২ আঃ ম্যাগ্নিসিয়া অথবা ২ ফ্লুইড ড্রাম এমোনিয়া দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়।

৮। ২/১/২ গ্রেণ কপার সালফেট ২ বা ৩ আউন্স জলের সহিত।

৯। ফ্রেঞ্চ টার্পেণ্টাইন কিম্বা স্যানিটাস ৩০ মিনিম ১ আউন্স জলে মিশাইয়া প্রথম ঘণ্টায় ৫ বার প্রয়োগ করিতে হয়।

১০। পোট্যাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গানেট ৫ গ্রেণ ১/২পাইন্ট জলের সহিত।

১১। ট্যানিক এসিড ২০ গ্রেণ জলের সহিত।

শারীরিক প্রতিষেধক :—

১। এমিল নাইট্রেট ক্যাপসিউল ৩ মিনিম আঘ্রাণের জন্য।

২। এট্রোপিন সালফেট ১/৬০ গ্রেণ হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সন।

৩। মল বা গুহ্য দ্বার দিয়া ক্লোরাল হাইড্রেট ৪০ গ্রেণ ৩ আঃ জলের সহিত।

৪। ক্লোরোফর্ম্ম আঘ্রাণের জন্য।

৫। টিংচার ডিজিটালিস ২০ মিনিম মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সান।

৬। মর্ফাইন টার্টারেট ১—৩ গ্রেণ হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

৭। পাইলোকার্পিণ নাইট্রেট ১—৩ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

৮। পোট্যাসিয়াম ব্রোমাইড ৩০—৬০ গ্রেণ জলের সহিত মুখ দিয়া প্রয়োগ।

নর্ম্মাল স্যালাইন সলিউসান :—

সাধারণ লবণ ৪০ গ্রেণ এক পাইন্ট পরিশ্রুত জলের সহিত সাধারণতঃ শরীরের উত্তাপে প্রস্তুত হয়। সাবধান! পাকস্থলী ধৌত জল অথবা বমন, পরীক্ষার জন্য আলাদা রাখা উচিত।

কিরূপে ষ্টম্যাক টিউব ব্যবহার করিতে হয়।

১। টিউবের যে অংশ পাকস্থলীতে চালনা করিতে হইবে তাহা মাখন, গ্লিসারিণ অথবা ভেসিলিন মাখাইয়া লইতে হইবে।

২। রোগীকে তাহার মস্তক পশ্চাত দিকে হেলাইয়া রাখিতে বলিবে।

৩। গলার মধ্য দিয়া নলটী ধীরে ধীরে চালাইয়া দিতে হইবে এবং রোগীকে উহা গিলিতে বলিবে।

৪। গলনালীর মধ্যে নলটী পৌছিলে রোগীর মস্তক সম্মুখ দিকে হেলাইয়া লইবে।

৫। নলটী ঈষৎ উচ্চ করিয়া নলটী যে পর্য্যন্ত না পাকস্থলীতে পৌছায় সে পর্য্যন্ত চালাইতে থাকিবে।

নল পাকস্থলীতে পৌছিলে পর—

১। ইহার অপর অংশে একটী ফ্লানেল লাগাইবে এবং উহা রোগীর উপর রাখিয়া উহাতে ধীরে ধীরে জল ঢালিতে থাকিবে।

২। যখন পাকস্থলী জলপূর্ণ হইবে তখন মুখ ও ফানেলের মধ্যবর্ত্তী নলের অংশ এরূপভাবে চাপিয়া ধরিবে যাহাতে নলটীর ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়, তার পর নলের এই অংশকে নীচে নামাইয়া রোগীর পদ মধ্যে ধৃত পাত্রে রাখিবে তাহা হইলে বকযন্ত্র প্রণালীতে (Syphon action) পাকস্থলীর সমস্ত দ্রব্য বাহির হইয়া আসিবে।

৩। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাকস্থলী হইতে জল পরিষ্কার আকারে এবং গন্ধশূন্য অবস্থায় বাহির না হয় ততক্ষণ এইরূপ করিতে থাকিবে অর্থাৎ জল পুরিতেও বাহির করিতে থাকিবে।

৪। পরে কফি, স্নিগ্ধকারক পানীয়, ট্যানিক এসিড সলিউসান ইত্যাদি ষ্টম্যাক টিউব দ্বারা দিবে।

বিষ—লক্ষণ ও চিকিৎসা।

এসিটিক এসিড

লক্ষণসমূহ—মুখ ও জিহ্বা সাদা হয়।

শ্বাসে ভিনিগার বা সির্কার গন্ধ পাওয়া যায়।

বমন এবং বমনে ভিনিগারের গন্ধ বাহির হয়।

আক্ষেপ বা খেঁচুনি।

শ্বাস কষ্ট হইতেও পারে।

চিকিৎসা :—ষ্টম্যাক পাম্প ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সাবান জল, চক বা চুণের জল অথবা গরম জলে ম্যাগ্নিসিয়া দিয়া যত ইচ্ছা ব্যবহার করিতে দিবে।

পরে প্রচুর দুগ্ধ অথবা ১/৪ পাইন্ট জলে ১/৪ পাইন্ট অলিভ অয়েল দিয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

মর্ফিয়া ইনজেক্ট করিতে হইবে।

কার্ব্বলিক এসিড।

লক্ষণসমূহ :—১। মুখে, গলায় ও পেটে বেদনা, মুখ ও জিহ্বা সাদা।

২। অত্যন্ত পিপাসা।

৩। কথা বলিতে এবং গিলিতে কষ্ট।

৪। পরিবর্ত্তনশীল রক্ত, পাটল ও কৃষ্ণবর্ণের বমন।

৫। সাধারণতঃ কোষ্ঠ কাঠিন্য।

৬। প্রস্রাব সবুজ বা কৃষ্ণবর্ণের অথবা রুদ্ধ হয়।

৭। অচৈতন্যতা বা স্পর্শ জ্ঞানহীনতা।

৮। হঠাৎ শীতলাবস্থা আসিতে পারে।

চিকিৎসা :—

১। ব্রাণ্ডি, হুইস্কি অথবা রেক্টিফায়েড স্পিরিট জলের সহিত দিবে।

২। পাকস্থলী সালফেট দ্রব (যেমন সোডা সাল্ফ বা ম্যাগ সাল্ফ ১/২ আঃ ১ পাইন্ট জলে দ্রব করিয়া) দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে।

৩। ১/৪ পাইন্ট অলিভ অয়েল ১ পাইন্ট জলে, ডিম্বের লালা অথবা দুগ্ধ যত ইচ্ছা খাইতে দিবে।

৪। সোডিয়াম বা ম্যাগ সাল্‌ফ ১/২ আঃ গরম জলে গুলিয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

৫। যথেচ্ছা এলকোহল ব্যবহার করিতে দিবে এবং হাত পায়ে গরম সেক দিবে।

৬। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস করাইবে।

এসিড হাইড্রোসিয়ানিক (প্রুসিক এসিড) সায়ানাইডসঃ—

লক্ষণসমূহ ঃ

১। নিশ্বাসে তিক্ত বাদামের গন্ধ পাওয়া যাইতে পারে।

২। শিরোঘূর্ণন, পতনোদ্রেক।

৩। অচৈতন্যতা।

৪। হাঁপের সহিত শ্বাস প্রশ্বাস।

৫। আক্ষেপ হইতে পারে।

৬। অত্যন্ত শীতসাবস্থা, শরীর শীতল, চক্ষু স্থির ও উজ্জ্বল, অবয়বাদি স্থির, নাড়ীর গতি পাওয়া যায় না বলিলেই চলে।

চিকিৎসাঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব বা বমনকারক ঔষধ প্রয়োগের সময় থাকে না।

২। সর্ব্বদা শীতল জলের ঝাপ্‌টা দিবে।

৩। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস।

৪। এমোনিয়ার আঘ্রাণ।

৫। এট্রোপিন ১/৬০ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সান

৬। সদ্য প্রস্তুত অক্সাইড অব আয়রণ।

১৫ গ্রেণ আয়রণ সাল্‌ফেট, ২০ মিনিম টিংচার ফেরিক ক্লোরাইড

এক আউন্স জলে মিশাইবে; পরে ১ হইতে ২ ড্রাম ম্যাগ কার্ব্বনাস (পূর্ব্ব হইতে জলের সহিত মিশাইয়া ঘনতর অবস্থায়) যোগ করিবে। মিশাইয়া লইবে এবং প্রয়োগ করিবে।

খনিজ এসিড সকল :—হাইড্রোক্লোরিক, নাইট্রিক, সালফিউরিক।

ক্ষয়কারী বিষের লক্ষণ :—

১। মুখ, গলা ও পেটের যন্ত্রণা।

২। অত্যন্ত পিপাসা।

৩। কথা বলিতে বা গিলিতে কষ্ট।

৪। পরিবর্ত্তিত রক্ত বমন।

৫। সাধারণতঃ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং প্রস্রাব রোধ।

৬। আক্ষেপ হইতেও দেখা যায়।

৭। মানসিক আঘাত (Shock) লক্ষণসমূহ, যথা—অত্যন্ত শীতলতা, গাত্র ঠাণ্ডা, মুখ কৃষ্ণবর্ণ, নাড়ী দ্রুত, সূত্রবৎ, শ্বাস প্রশ্বাস কষ্টদায়ক।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টম্যাক পাম্প ব্যবহার করিবে না।

২। চুণ, সাবান, চক, পটাশ, সোডা ম্যাগ্নিসিয়া জলে গুলিয়া তদ্বারা এসিডকে নিষ্ক্রিয় করিয়া দিবে।

৩। অত্যল্প মাত্রায় মর্ফিন হাইপোডার্ম্মিক ইনজেক্সান দিবে।

৪। সমস্ত খাদ্য গুহ্যদ্বার দ্বারা প্রদান করিবে।

৫। পাকস্থলীতে ছিদ্র হইয়া যাইবার বিপদজনক অবস্থা অন্তর্হিত হইলে বার্লী ওয়াটার, ডিম্বের লালা ইত্যাদি খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতে দিবে।

একোনাইট :—

লক্ষণসমূহ—১। জিহ্বার অসাড়ত্ব, ঝিনঝিনা ধরা এবং মুখ দিয়া লালা নিঃসরণ।

২। বিবমিষা ও বমন ও আন্ত্রিক যন্ত্রণা।

৩। শ্বাসকষ্ট।

৪। দুর্ব্বল ও অসম গতি বিশিষ্ট নাড়ী।

৫। গাত্র ঠাণ্ডা ও ঘর্ম্মাক্ত।

৬। অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য পড়িতে পড়িতে চলা।

৭। মন পরিষ্কার থাকে।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। টিংচার ডিজিট্যালিস ২০ মিনিম।

৩। উত্তেজক দ্রব্য ব্যবহার।

৪। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস।

৫। সোজা চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিবে এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম।

৬। ষ্ট্রীকনিয়া ইঞ্জেক্সান।

এলকোহল :—

লক্ষণসমূহ।

১। নিশ্বাস ও বমনে এলকোহলের গন্ধ পাওয়া যায়।

২। মুখ রক্তবর্ণ।

৩। চক্ষু ছোট ও চক্ষুতারকা বিস্তৃত হয়।

৪। ঘর্ম্মাক্ত শরীর।

৫। শিরোঘূর্ণন, কম্পিত চলন।

৬। চিন্তায় এলোমেলো ভাব।

৭। আক্ষেপ আচ্ছন্নতা ও অচৈতন্যতা।

চিকিৎসা :—

১। এমন কার্ব্ব ৯০ গ্রেণ জলে গুলিয়া ব্যবহার।

২। এপোমর্ফাইন হাইড্রোক্লোর ১/১০ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

৩। রোগীকে জাগাইয়া রাখিবে, ঠাণ্ডা প্রয়োগে, ব্যাটারী ও গরম কফি সাহায্যে।

৪। কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা।

৫। হাত পায়ে গরম প্রয়োগ।

এমোনিয়া :—(কষ্টিক সোডা, কষ্টিক পটাশ ও ক্ষারসমূহ)

লক্ষণসমূহ—১। ক্ষয়কারী বিষ সমূহের ন্যায়।

২। কুন্থন ও যন্ত্রণার সহিত ভেদ।

৩। শরীর শীতল।

৪। চিন্তান্বিত ভাব।

৫। নাড়ী দ্রুত ও দুর্ব্বল।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টম্যাক পাম্প ও বমনকারক ঔষধ ব্যবহার করিবে না।

২। জলমিশ্রিত ভিনিগার বা শির্কা অথবা লেবুর রস দিয়া ক্ষারকে নিষ্ক্রিয় করিবে।

৩। দুধ, ডিম্বের লালা অথবা অলিভ অয়েল দিবে।

৪। মানসিক আঘাতের জন্য মর্ফিয়া হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ করিবে।

এন্টিপাইরিণ, এন্টিফেব্রিণ, ফিনাসিটিন,
এক্সালজিন, বিসর্সিন।

লক্ষণসমূহ:—১। বমন।

২। মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ।

৩। গাত্রচর্ম্ম ভিজা এবং কখন কখন হামের ন্যায় ফুস্কুড়ি দেখা যায়।

৪। নাড়ী মৃদু ও অসমগতি বিশিষ্ট বা হঠাৎ গতি বন্ধ হইয়া যায়।

চিকিৎসা:—

১। ইচ্ছামত এলকোহল প্রয়োগ দ্বারা উত্তেজিত করণ।

২। হস্ত পদে উত্তাপ প্রদান।

৩। ষ্ট্রীকনিয়া ১/৩০ গ্রেণ মাত্রায় হাইপোডার্ম্মিক ইঞ্জেক্সান।

এণ্টিমনি:—

লক্ষণসমূহ:—

১। পুড়িয়া যাইতেছে এরূপ উত্তাপ বোধ এবং গলা বদ্ধ হইয়া যাইতেছে এরূপ বোধ হওয়া।

২। বিবমিষা, ক্রমাগত ভেদ ও বমন।

৩। পাকস্থলী ও উদরে যন্ত্রণা।

৪। উরুতে খাল ধরা।

৫। পক্ষ্যাঘাত গ্রস্তের ন্যায় ভুল বকা।

৬। শীতলাবস্থা।

চিকিৎসা:—

১। প্রভূত গরম জল পান দ্বারা বমনের সহায়তা করা।

২। ষ্ট্রং চা, কফি কিম্বা অন্য কোন সঙ্কোচক মিশ্র যাহাতে ট্যানিন বিদ্যমান আছে।

৩। ডিম্বের এলবিউমিন অথবা দুগ্ধ যথেচ্ছারূপে।

৪। উত্তেজক দ্রব্য সকল।

আর্সেনিক এবং ইহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সকল
(হরিতাল, বর্ণশঙ্খ, মনঃশিলা)

লক্ষণসমূহ ঃ—

১। ২০ হইতে ৬০ মিনিটের মধ্যে গলার মধ্যে শুষ্কতা ও উত্তাপ এবং পাকস্থলীতে দগ্ধবৎ জ্বালা।

২। যদি বমন প্রায়ই রক্ত মিশ্রিত।

৩। পরে জলবৎ কলেরার ন্যায় ভেদ প্রায়ই রক্ত মিশ্রিত থাকে।

৪। পা এবং পেটে খাল ধরা।

৫। মানসিক হঠাৎ আঘাতের লক্ষণসমূহ, অত্যন্ত লাল কাঁটাযুক্ত জিহ্বা।

৬। প্রস্রাব রোধ।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টম্যাক টিউব বা বমনকারক ঔষধ প্রয়োগ।

২। টাট্‌কা তৈয়ারী ফেরিক হাইড্রেট। ১।১/৮ আঃ ফেরি পার-ক্লোরাইড ১ আঃ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে পরে ১/২ আঃ সোডিয়াম কার্ব্বনেট ১ গ্লাস জলে গুলিয়া মিশাইবে তাহা হইলে ইহা প্রস্তুত হয়।

৩। ডায়ালাইজেড আয়রণ ১ আউন্স মাত্রায় দেওয়া যাইতে পারে।

৪। দুগ্ধ, অলিভ অয়েল, ডিমের লালা ইত্যাদি পানীয়রূপে।

৫। উত্তেজক দ্রব্য সকল।

৬। ক্যাষ্টার অয়েল অধিক মাত্রায়।

চিকিৎসা ঃ—

১। ১ টেবিল চামচ পূর্ণ মাষ্টার্ড জলের সহিত।

২। তলপেটে গরম ফোমেণ্ট।

৩। ক্যাষ্টার অয়েল।

৪। শীতলাবস্থায় গরম জল বোতলে পুরিয়া অথবা গরম আচ্ছাদন।

৫। ব্রাণ্ডি ও জল মুখ দিয়া প্রয়োগ।

বেলেডোনি (এট্রাপিন ডাটিউরা)

১। গলা এবং গায়ের চামড়া শুষ্ক।

২। গাত্র চর্ম্ম ও মুখমণ্ডল রক্তাভ।

৩। শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি।

৪। নাড়ীর বেগ বৃদ্ধি।

৫। শ্বাস প্রশ্বাস মৃদু ও গভীর।

৬। চক্ষু তারকা অত্যন্ত প্রশস্ত।

৭। ভেদ।

৮। ভুলবকা।

প্রধানতঃ ড্যাটিউরা বিষে শীঘ্রই সমস্ত শরীরে জ্বালা চুলকানি দেখা দেয়।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমন কারক ঔষধ।

২। ১/২ গ্রেণ মাত্রায় পাইলোকার্পিণ নাইট্রেট ইনজেক্সান।

৩। ১/২ গ্রেণ মাত্রায় মার্ফিন সালফেট প্রয়োগ।

৪। ট্যানিক এসিড (রাসায়নিক প্রতিষেধক)

৫। কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের আশ্রয়।

৬। ক্যাষ্টার অয়েলএর মত জোলাপের ব্যবস্থা।

ক্যালোট্রপিস জাইগ্যান্টিয়া বা প্রোসিয়া।

(বাঙ্গালা আকন্দ,—শিশুহত্যা, আত্মহত্যা, গর্ভপাত ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হয়)

লক্ষণ সমূহ :—

১। মুখ এবং ওষ্ঠদ্বয় ফোস্কাযুক্ত।

২। বমন।

৩। ভেদ।

৪। তলপেটে অত্যন্ত বেদনা।

চিকিৎসা।

১। এক টেবিল চাম্‌চ পূর্ণ মাষ্টার্ড জলে দিয়া ব্যবহার করিতে দিবে।

২। তলপেটে গরম ফোমেণ্ট করিবে।

৩। ক্যাষ্টার অয়েল ব্যবহার করিতে দিবে।

৪। শীতলাবস্থায়—গরম জল পূর্ণ বোতল বা লেপ ব্যবহার।

৫। জল মিশ্রিত ব্রাণ্ডি মুখ দিয়া প্রয়োগ।

ক্যাম্ফর :—

লক্ষণ সমূহ:—

১। শ্বাসপ্রশ্বাসে কর্পূরের গন্ধ।

২। নাড়ী দুর্ব্বল।

৩। দৌর্ব্বল্য, শিরোঘূর্ণন, ভুলবকা, তন্দ্রালুতা।

৪। গাত্র চর্ম্ম শীতল ও চট্‌চটে।

৫। আক্ষেপ।

চিকিৎসা :

১। ষ্টম্যাক টিউব বা বমন কারক ঔষধ ব্যবহার।

২। স্যালাইনের জোলাপ মিশ্রিত প্রভৃত জলপান করিতে দিবে।

৩। গরম দুগ্ধ যত ইচ্ছা খাইতে পারে।

৪। মুখ দিয়া কোনরূপ স্পিরিট প্রদাণ নিষিদ্ধ।

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা (ভারতীয় গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস, মাজুন)

লক্ষণ সমূহঃ—

১। গান বা হাসিতে উত্তেজনা, দৃষ্টিভ্রম, অচৈতন্যতা।

২। গাত্র চর্ম্ম অসাড় বা ঝিনঝিনা যুক্ত।

৩। চক্ষু তারকা বিস্তৃত।

৪। মৃদু ও পূর্ণ নাড়ী।

৫। শিরোঘুর্ণন এবং পেশী সমুহের দৌর্ব্বল্য বা শক্তিহীনতা।

৬। তন্দ্রাবস্থা হইতে অচৈতন্যবস্থা।

চিকিৎসাঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা এপোমর্ফাইন হাইড্রোক্লোর।

২। সময়ে সময়ে মাথায় ইচ্ছানুরূপ শীতল জল দান।

৩। তন্দ্রা আসিলে চিমটী কাটিয়া, তোয়ালে ভিজাইয়া তদ্বারা আঘাত করিতে হইবে। রোগীকে লইয়া চতুর্দ্দিকে বেড়াইবে।

৪। কৃত্রিম শ্বাস্ প্রশ্বাসের ব্যবস্থা।

ক্যান্থারাইডিস।

লক্ষণ সমুহ :—

১। পাকস্থলী ও গলার মধ্যে দগ্ধবৎ যন্ত্রণা।

২। বমন ও পেটের অসুখ।

৩। লাল নিঃসরণ।

৪। পেরিটোনাইটিস।

৫। আক্ষেপ।

৬। সর্ব্বদা প্রস্রাবেচ্ছা কিন্তু অতাল্প রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব হওয়া ;

চিকিৎসা :—

১।প্রথমেই ষ্টম্যাক টিউব ব্যবহার করিবে।

২। ১/১০ গ্রেণ এপোমর্ফাইন হাইড্রোক্লোর প্রয়োগ।

৩। ঘন পানীয় যেমন ডিম্বের লালা বা বার্লী ওয়াটার।

৪। উত্তেজক দ্রব্য সকল।

৫। তৈল বা চর্ব্বি ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৬। প্রথমে কিড্নি স্থলে কাপ বসাইয়া পরে গরম জলে স্নান করাইবে।

কার্ব্বণ ডায়ক্সাইড, কার্ব্বণ মনক্সাইড, কোলগ্যাস—

লক্ষণ সমূহ :—

১। শিরো ঘূর্ণন এবং কর্ণে সঙ্গীত শব্দ।

২। ছাইয়ের মত বর্ণ বা কৃষ্ণবর্ণ।

৩। পেশী শক্তিহীন।

৪। শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃদ যন্ত্রের কার্য্য অত্যন্ত প্রবল।

৫। তারকা বিস্তৃত প্রতিক্রিয়া হীন।

৬। আক্ষেপ, অচৈতন্যতা অথবা শ্বাসরোধ।

চিকিৎসা :—

১। বিশুদ্ধ বায়ু।

২। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস।

৩। অক্সিজেনের শ্বাস গ্রহণ।

৪। ষ্ট্রিকনাইন।

৫। হৃদয়ে ইলেক্ট্রিসিটি।

৬। গরম জল পূর্ণ বোতলের উত্তাপ।

ক্লোর‍্যাল ঃ

লক্ষণ সমূহ ঃ—

১। গাত্র চর্ম্ম শীতল।

২। মুখ মণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ।

৩। গাত্রোত্তাপ সাধারণ অপেক্ষা নিম্নে।

৪। নাড়ীর গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু।

৫। গভীর অচৈতন্যাবস্থা।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমন কারক ঔষধ।

২। ষ্ট্রিকনাইন সাল্ফ প্রয়োগ।

৩। ইলেক্‌ট্রিসিটি।

৪। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস।

৫। বহিক উত্তাপ প্রয়োগ।

৬। রোগীকে জাগরিত করা।

কোকেইন ঃ

লক্ষণ সমূহ ঃ—

১। ফ্যাকাসে বর্ণ।

২। শিরোঘুর্ণন ও মূর্চ্ছা।

৩। নাড়ীর গতি ও শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত।

৪। কম্পন, আক্ষেপ ও দৃষ্টিভ্রম।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব ব্যবহার।

২। গরম ষ্ট্রং কফিতে অল্প এলকোহল মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা পাকস্থলী পুর্ণ করিবে।

৩। ষ্ট্রিকনাইন ইনজেক্সান করিবে।

৪। প্রয়োজন হইলে ক্লোরোফর্ম্মের আঘ্রাণে লইতে দিবে।

৫। এমিল নাইট্রাইট প্রতিষেধক ক্রিয়া বিশিষ্ট ঔষধ রূপে ব্যবস্থা করিবে।

তাম্রজাত সল্ট সমূহ।

লক্ষণ সমূহ :—

১।ধাতব আস্বাদ।

২। লাল নিঃসরণ।

৩। পাকশয় ও আন্ত্রিক বেদনা।

৪। শিরোঘূর্ণন ও শিরঃপীড়া।

৫। নাড়ী দ্রুত।

৬। স্রাবা ও প্রস্রাব বদ্ধতা।

৭। ভুলবকা ও খেঁচুান।

৮। অজ্ঞানতা।

চিকিৎসা :—

১। যদি বমন যথেষ্ট না হয় তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণে দুগ্ধ ও ডিম্ব খাইতে দিবে।

২। ষ্টম্যাক পাম্প ব্যবহার করিবে।

৩। ১ টেবল চামচ পূর্ণ জলে ১ড্রাম পোট্যাসিয়াম ফেরে সায়েনাইড মিশাইয়া খাইতে দিবে এবং প্রয়োজন হইলে পুনর্ব্বার ব্যবহার করিবে (ইহা রাসায়নিক প্রতিষেধক)

৪। ঘন ক্বাথের ন্যায় পানীয়ের ব্যবস্থা করিবে।

৫। বেদনার লাঘবের জন্য যথেচ্ছা ওপিয়ম ব্যবহার করিতে দিবে।

ডিজিট্যালিস।

লক্ষণ সমূহ :—

১। তলপেটের যন্ত্রণা, বমন ও ভেদ।

২। মাথাধরা, আলস্য, ভুলবকা ইত্যাদি।

৩ নাড়ী মৃদু, ছোট ও অসম গতি বিশিষ্ট।

৪। চক্ষু তারক বিস্তৃত।

৫। গাত্র চর্ম্ম শীতল ও চটচটে।

৬। মুত্র বদ্ধতা।

চিকিৎসা :--

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা এপোমর্ফিয়া হাইড্রোক্লোর।

২। ট্যানিক এসিড প্রয়োগ (রাসায়নিক প্রতিষেধক)

৩। ১/২০ মাত্রায় একোনাইট হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

৪। রোগীকে শোয়াইয়া রাখিবে।

ফর্ম্মালিন—

চিকিৎসা :—

ইহার প্রতিষেধক এমোনিয়া ব্যবহার করিবে। অল্প মাত্রায় লইয়া অনেক জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইউরোট্রোপিন জন্মিবে।

আইওডিন :—

লক্ষণসমূহ :—

১। মস্তকের সম্মুখভাগ বেদনা।

২। চক্ষু ও নাক দিয়া জল পড়া।

৩। লালা নিঃসরণ।

৪। মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে আওরাণি।

৫। বিষ পুরাতন হইলে স্তন ও অণ্ডকোষের হ্রাস হয়।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। সোডা বাইকার্ব্ব ২ ড্রাম মাত্রায় অধিক জলের সহিত ব্যবহার করিতে দিবে।

৩। দুগ্ধ, ডিম্ব অথবা ময়দা সিদ্ধ করিয়া ব্যবহার।

৪। যন্ত্রণা লাঘবের জন্য মর্ফিয়া সাল্ফ ব্যবহার করিতে দিবে আইয়োডিজম নিবারণার্থ ইহা এবং সোডিয়াম বাইকার্ব্ব অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিবে।

আইয়োডোফর্ম্ম :—

লক্ষণসমূহ :—

১। শিরঃঘূর্ণন।

২। পাকাশয় ও অন্ত্রে বেদনা।

৩। তাপাধিক্য।

৪। তন্দ্রালুতা, ভুলবকা ইত্যাদি।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। সোডা বাইকার্ব্ব অধিক মাত্রায় প্রভূত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া—

৩। দুগ্ধ, ডিম ইত্যাদি পানীয়রূপে।

কেরোসিন তৈল, প্যারাফিন তৈল, অথবা পেট্রোলিয়াম ঃ-

লক্ষণসমূহ :—অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল।

১। মুখমধ্যে, গলায় ও পাকস্থলীতে জ্বালা, অত্যন্ত পিপাসা,

শ্বাস-প্রশ্বাস বা বমনে পেট্রোলিয়মের গন্ধ।

২। ভেদ ও বমন।

৩। মানসিক আঘাত লক্ষণসমূহ গাত্র শীতল, ক্ষীণ নাড়ী এবং শ্বাস প্রশ্বাস।

৪। অচৈতন্যতা।

৫। হঠাৎ মৃত্যু ঘটিতে পারে।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। পরে ১/২ আঃ মাত্রায় ব্রাণ্ডি অথবা স্পিরিট এমন এরোম্যাট ড্রাম মাত্রায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে দিবে।

সীস ধাতুর সল্ট সমূহ ঃ—

১। ধাতব আস্বাদ।

২। প্রবল তৃষ্ণা।

৩। তলপেটে ফিক ব্যথা, বমনও হইতে পারে।

৪। কোষ্ঠ কাঠিন্য।

৫। বাহ্যের রং কাল।

৬। শিরোঘূর্ণন, তন্দ্রাবেশ, আক্ষেপ, মূর্চ্ছা।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব। বমনার্থ জিঙ্ক সাল্‌ফ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত ইহা এই বিষের প্রতিষেধক।

২। সালফিউরিক এসিড ডিল ৩০ মিনিম অথবা ম্যাগ সাল্‌ফ ১/২ আঃ অথবা সোডা সাল্‌ফ ১/২ আঃ মাত্রায় ব্যবহার করিতে দিবে।

৩। দুগ্ধ, ডিম্বের লাল ইত্যাদি তরল খাদ্য।

৪। ওপিয়াম বা মর্ফিয়া বেদনা নিবারণার্থ।

নক্সভমিকা, ষ্ট্রীকনাইন, ব্রুসিন (কুচিলা)—

লক্ষণসমূহ :—

১। শ্বাস রোধ হইতেছে বোধ হওয়া এবং মুখ কৃষ্ণাভযুক্ত।

২। ধনুষ্টঙ্কারবৎ আক্ষেপ, আক্ষেপ নিবারিত হইলে শরীর কমনীয় হয় বটে কিন্তু এই অবস্থা ক্ষণস্থায়ী হয়।

৩। জ্ঞান থাকে; নীলাভ বা কৃষ্ণাভযুক্ত হয়।

৪। শেষাবস্থা ব্যতীত চোয়ালের পেশী আক্রান্ত হয় না।

৫। অচৈতন্যতা যাহা পরে গভীর হয়। মৃদু অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস এবং দুই নিশ্বাসের মধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ ১/১০ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার উত্তম।

২। যদি বিষ খাইবার পরই ধরা পড়ে তাহা হইলে পাকস্থলী ধৌত করিবার পূর্ব্বে ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় পোট্যাসিয়াম দ্রব করিয়া প্রয়োগ করিবে।

৩। ট্যানিন ২০ গ্রেণ অথবা টিং আইয়োডিন ১/২ ড্রাম দ্রব করিয়া দিয়া তাহার পরই ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ ব্যবহার করিবে। প্রয়োজন হইলে প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর ২ ড্রাম পটাশ ব্রোমাইড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৪। ক্লোরোফর্ম্মের আঘ্রাণ।

৫। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস।

ওপিয়াম, মর্ফাইন, ক্লোরোডাইন, লডেনাম, কোডেইন—

লক্ষণসমূহ :—

১। মাথাধরা, নিদ্রালুতা।

২। স্পর্শজ্ঞানের হ্রাস।

৩। চক্ষু তারকা ছোট হইয়া পিনের বিন্দুতে পরিণত।

৪। শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর ও শব্দযুক্ত।

৫। মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে অথবা কৃষ্ণবর্ণ।

৬। পেশী শৈথিল্য।

৭। মৃদু গতিবিশিষ্ট নাড়ী।

৮। মূর্চ্ছা।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। গরম কফি।

৩। পোটাাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট ৫ গ্রেণ ৫ আঃ জলে দিয়া দিবে তার পর পাকস্থলী ইহা অপেক্ষা ক্ষীণ সলিউসান দিয়া উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে।

৪। ক্যাফিন, এট্রোপিণ অথবা ষ্ট্রীকনাইন হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

৫। রোগীকে জাগাইয়া রাখিবে এবং ইতস্ততঃ চলাইবে।

৬। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা।

৭। হাত পায়ে গরম প্রয়োগ।

৮। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস।

টোমেন বিষ—বিষাক্ত মৎস্য বিষাক্ত মাংস।

লক্ষণসমূহ :—

১। বমন ও ভেদ।

২। ফিক বেদনা।

৩। মাথাধরা।

৪। পেশীর অত্যন্ত দৌর্ব্বল্য।

৫। জিহ্বা ঘন লেপযুক্ত।

৬। শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি।

৭। নাড়ীর গতি দ্রুত।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। ক্ষীণ পার্ম্মাঙ্গানেট সলিউসান দ্বারা পাকস্থলী উত্তমরূপে ধৌত করিয়া দিবে।

৩। দ্রুত স্যালাইন প্রয়োগ।

৪। নর্ম্মাল স্যালাইন দ্রব দিয়া কোলন ধৌত করিয়া দিবে।

৫। হৃদকার্য্য থামিবার আশঙ্কা থাকিলে ষ্ট্রীকনাইন।

৬। বাহ্যিক তাপ এবং এলকোহল প্রয়োগ।

৭। যন্ত্রণায় মর্ফিয়া প্রয়োগ।

টার্পেণ্টাইন :—

লক্ষণসমূহ :—

১। শ্বাসপ্রশ্বাসে টার্পেণ্টাইনের গন্ধ।

২। চক্ষুতারকা ছোট।

৩। আক্ষেপ ও মূর্চ্ছা।

৪। মূত্রাশয় প্রদাহ, প্রস্রাবে ভায়োলেটের গন্ধযুক্ত।

চিকিৎসা ঃ—

১। ষ্টম্যাক টিউব অথবা বমনকারক ঔষধ।

২। ম্যাগ সাল্ফ ১ আঃ জলে মিশাইয়া।

৩। মর্ফাইন সাল্ফ ব্যবহার।

৪। দুগ্ধ, ডিমের লালা ইত্যাদি পানীয় সেবন।

সর্পদংশন :—

১। যন্ত্রণা, ফুলা ও আওরানি।

২। দৌর্ব্বল্য, ভগ্নোত্তম, ক্লান্তি।

৩। বমন।

৪। শীতল ঘর্ম্ম।

৫। অবসাঙ্গতা।

৬। অচৈন্যতা।

চিকিৎসা ঃ—

১। কতকগুলি বন্ধন শক্ত করিয়া "কাটাস্থল" হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বেশ করিয়া বন্ধন করিতে হইবে।

২। কাটা স্থান চিরিয়া দিয়া ষ্ট্রং নাইট্রিক এসড দিয়া অথবা লোহা গরম করিয়া পুড়াইয়া দিবে।

৩। ১/১০ গ্রেণ মাত্রায় ষ্ট্রীকনাইন নাইট্রেটের হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ।

৪। দংশিত স্থলের চতুর্দ্দিকে দুই তিন স্থলে পোটাসিয়াম পার্ম্মাঙ্গানেট ২ গ্রেণ মাত্রায় ইঞ্জেক্ট।

৫। এণ্টিভেনাম সিরাপের হাইপোডার্ম্মি প্রয়োগ।

৬। পূর্ণ মাত্রায় স্যালভোলেটাইলের প্রয়োগ করিবে।

যখন বিষ অজানিত হইবে।

চিকিৎসা :—

১। ষ্টমাক টিউব ব্যবহার করিবে (যেখানে ওষ্ঠ ও মুখ গাহ্বরের ক্ষয় দ্বারা ক্ষয়কারী বিষ বলিয়া বুঝা না যাইবে)

২। ডিম্বের লালা জলের সহিত, ১পাইণ্ট জলে ১/৪ পাইণ্ট অলিভ

অয়েল, দুধ ক্যান অথবা দুগ্ধ দিবে। তিসি বা ইসকগুল ভিজান দিবে।

৩। শীতলাবস্থায় ৩০ মিনিম ইথার অথবা ১ড্রাম ব্রাণ্ডি হাইপো-ডার্ম্মিক প্রয়োগ অথবা ১টেবিল চামচ পূর্ণ ব্রাণ্ডি জলের সহিত মুখ বা গুহ্য দ্বার দিয়া প্রয়োগ করিবে। গরম জল বোতলে পুরিয়া তাহার উত্তাপ এবং হৃদয়ের উপরিভাগে পায়ের ডিমায় মাষ্টার্ড প্লাষ্টার দিবে।

৪। যদি বুঝা যায় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস করাইবে;

৫। যন্ত্রণার জন্য মর্ফিন এর হাইপোডার্ম্মিক প্রয়োগ অথবা ওপি-য়ম মুখ দ্বারা প্রয়োগ করিবে।

৬। শেষে এক আউন্স ক্যাম্ফার অয়েল দিবে (যদি বিষ ক্ষয়কারী অথবা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক না হয়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পথ্য ব্যবস্থা।

অসুখের সময়ে ঔষধের ন্যায় পথ্যের প্রতি ও দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক। শারীরিক অবস্থা ও পরিপাক শক্তির উপর লক্ষ্য রাখিয়া পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদেশে রোগ হইলে যে সমস্ত পথ্য ব্যব-হৃত হয় তাহাদের প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল

সাগু।

একসের জলে দুই চামচ আন্দাজ সাগু দুইঘণ্টা ভিজাইয়া অগ্নিতে

সিদ্ধ করিবে। যখন সমস্ত সাগু গলিয়া যাইবে তখন উহা নামাইয়া ছাঁকিয়া লইলে সাগু প্রস্তুত হইবে। কিঞ্চিৎ লবণ, লেবুররস ও চিনি অথবা দুগ্ধ ওচিনি মিশাইয়া সেবন করিতে হয়।

এরোরুট।

প্রথমে অল্প পরিষ্কার জলে এরোরুট গুলিয়া লইবে। পরে উহাতে আন্দাজ মত জল মিশাইয়া ফুটাইয়া লইবে তাহার পর দুগ্ধ ও চিনি মিশাইয়া অল্প কাল, সিদ্ধ করিয়া লইবে।

সুজি।

অর্দ্ধসের জলে এক চামচ সুজি অগ্নিতে চড়াইয়া পুনঃ পুনঃ নাড়িতে হইবে। রীতিমত সিদ্ধ হইলে, নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া দুগ্ধ চিনি কিম্বা লেবুররস ও লবণ অথবা মৎস্য বা মাংসের জুষ সহ যোগে ব্যবস্থা করিবে। একরকম পথ্য খাইয়া রোগীর অরুচি হইলে এই পথ্য বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

যবের ক্বাথ।

একছটাক যবের দানা শীতল জলে ধৌত করিয়া একসের জলে মুখবদ্ধ পাত্রে ১৫ মিনিট সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা বালকদিগের প্রদাহিক জ্বরে, উদারাময়ে, আমাশয়ে, এবং যুবকদিগের রুগ্নাবস্থায় তৃষ্ণা নিবারণার্থ ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

তণ্ডুলের ক্বাথ।

একসের জলে একছটাক সরু পুরাতন চাউল কুড়ি মিনিট অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহা লবণ সহ যোগে সেবন করিতে হয়। ইহা স্নিগ্ধকর ও পুষ্টিকর। জ্বর, উদরাময় এবং অন্য প্রকার রোগে ব্যবহার্য্য।

অন্নের মণ্ড।

সরু পুরাতন চাউলের অন্ন প্রস্তুত করিতে যতক্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয় তাহা অপেক্ষা অধিকক্ষণ সিদ্ধ করিতে হইবে। যে পাত্রে সিদ্ধ করিবে তাহার মুখ আবৃত থাকা প্রয়োজন। সিদ্ধ অন্ন ছাঁকিয়া যে কাথ পাওয়া যাইবে তাহাতে লবণ, লেবুররস বা পোর্টওয়াইন অল্প মাত্রায় দিয়া টাইফয়েড বা সান্নিপতিক জ্বরে ব্যবস্থা করা যায়।

মাংসের যুষ।

কচি ছাগ বা কুক্কুট মাংস ১পোয়া উত্তমরূপে কুটীয়া ১॥০ পোয়া জলে ১০।১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ জল সহ মাংস ২।৩ ঘণ্টা মৃদু উত্তাপে রাখিবে। অর্দ্ধঘণ্টার অধিক জালে ফুটাইয়া নামাইবে। উহাতে যে চর্ব্বি ভাসিবে তাহা ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ লবণ সহ যোগে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। আবশ্যক হইলে ব্রাণ্ডি মিশা-ইয়া সেবন করাইতে হয়।

মাংস সার।

কচি ছাগ বা কুক্কুটের মাংস ✓॥০ সের কিঞ্চিৎ জল দিয়া উত্তমরূপে কুটিবে। পরে একটী মাটীর ভাঁড়ে ঐ মাংস রাখিয়া ময়দা দ্বারা ঐ ভাঁড়ের মুখে লেপ দিয়া বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিবে। ময়দা শুষ্ক হইলে একটী বড় হাঁড়িতে অর্দ্ধ হাঁড়ি জল দিয়া ঐ ভাঁড় তাহাতে রাখিবে এবং অগ্নির উত্তাপে ২।৩ ঘণ্টা সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ মাংস নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। ঐ সার ১তোলা পরিমাণ ২ঘণ্টা অন্তর রোগীকে সেবন করাইবে। ইহা অত্যন্ত বলকারক পথ্য।

দুগ্ধ রুটী।

পাউরুটীর ভিতরের কোমল অংশ লইয়া গরম জলে ৩ ঘণ্টা কাল

ভিজাইয়া রাখিবে। পরে ঐ জল সহ উহা অগ্নিতে চাপাইবে। অল্প গরম হইলে ঐ রুটী নামাইয়া লইবে। পরে শীতল হইলে দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে সেবন করিতে দিবে।

দুগ্ধ ডিম্ব।

একছটাক কুক্কুট ডিম্বের কুসুম তপ্ত দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া শর্করা সহযোগে পথ্য করিতে দিবে। ইহা লঘু পাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য।

খই মণ্ড।

প্রথমে খই উত্তমরূপে বাছিয়া লইয়া জলে খই ভিজাইয়া যখন খই বেশ গরম হইবে তখন মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া লবণ সহযোগে সেবন করিতে দিবে ইহা রোগ বিশেষে কোন কোন অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পানফলের মণ্ড।

অর্দ্ধপোয়া নরম পানিফল (খোলা বাদ) বাটীয়া অদ্ধসের জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইবার পর ঠাণ্ডা হইলে পরিষ্কার মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া অল্প দুগ্ধ ও শর্করা দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ আদ্রক রস মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিলে পরিপাক শক্তি বৰ্দ্ধিত হয়।

ছানার জল।

ইহা অত্যন্ত লঘুপাক ও পাকাশয় শীতল কারক। টাইফয়েড জ্বরে পেটের দোষ থাকিলে ইহা প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। একটী এনামেল পাত্রে দুগ্ধ জ্বালে চাপাইয়া উহা ফুটীতে আরম্ভ করিলে উহাতে ক্রমে ক্রমে পাতি লেবুর রস মিশাইতে থাকিবে। এইরূপে মিশাইতে মিশাইতে যখন দুগ্ধের বর্ণ ঈষৎ সবুজবর্ণ হইবে তখন লেবুররস দেওয়া বন্ধ করিবে

এবং পাত্রটী জ্বাল হইতে নামাইয়া লইবে। পরে পরিস্কৃত মোটা বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিয়া লইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ঐ পরিস্কৃত জলটী রোগীকে ব্যবহার করিতে দিতে হয়। ঠিকভাবে প্রস্তুত হইলে ইহা স্বচ্ছ সবুজাভ হইয়া থাকে।

পোরের ভাত।

খুব পুরাতন মিহি চাউল লইয়া উত্তমরূপে ঝাড়িয়া হাত বাছাই করতঃ বারম্বার পরিস্কৃত জলে ধুইয়া লইবে। যতক্ষণ না চাউল ধোয়া জল পরিষ্কার না হয় (নির্ম্মল না হয়) ততক্ষণ ধুইতে হইবে। এইরূপে ধুইয়া চাউল মৃৎপাত্রে রাখিয়া ঘুঁটের জ্বালে চাপাইয়া দিবে। অবশ্য জ্বালে চাপাইবার পূর্ব্বে পাত্রে সাধারণতঃ যেরূপ জলে ভাত রাঁধিতে হয় তাহা অপেক্ষা অধিক জল দিতে হইবে। এইরূপে ঘুঁটের জ্বালের অল্প আঁচে চাউল সুসিদ্ধ হইলে পাত্রটী নামাইয়া লইয়া ফেন গালিয়া লইলেই পোরের ভাত প্রস্তুত হইবে। ইহা অত্যন্ত লঘুপাক বলিয়া কোন কঠিন রোগারোগ্যের পর অথবা পরিপাক শক্তিরহানি জনিত ডিস্পেপ্সিয়া, অতিসারাদিতে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

বার্লির রুটি।

ময়দার রুটী অপেক্ষা ইহা লঘুপাচ্য বলিয়া রোগীর পক্ষে ইহার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ঠিক ময়দার রুটী প্রস্তুত প্রণালীর মত তবে সদ্য প্রস্তুত করিয়া লওয়াই প্রশস্ত।

সুজীর রুটী।

উপযুক্ত পরিমান সুজী লইয়া উহাতে জল দিয়া আঁট করিয়া মাখিয়া লইবে। পরে ঐ মাখা সুজীর পিণ্ডটী এক বা দুইঘণ্টা কাল জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে উহা জল হইতে তুলিয়া বেশ করিয়া খাসিয়া

লইয়া ছোট ছোট পেঁড়া বা নেচি করিয়া পাতলা পাতলা করিয়া বেলিয়া প্রস্তুত করিবে। পরে ময়দার রুটী যেরূপ চাটুতে ও অগ্নি-তাপে সেঁকিতে হয় সেইরূপে সেঁকিবে।

পানিফলের রুটী।

বার্লির রুটীর ন্যায় পানিফলের পালো বা আটা দ্বারা যে রুটী প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহাকে পানিফলের রুটী বলে। ইহার প্রস্তুত প্রণালীও বার্লির রুটির প্রস্তুত প্রণালীর ন্যায়। ইহা বিশিষ্ট বল-কারক ও লঘুপাচ্য বলিয়া রোগীর পথ্য হিসাবে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

পথ্য প্রস্তুত ও ব্যবস্থা সময়ে নিম্নলিখিত বিষয় গুলিতে দৃষ্টি রাখিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। বার্লী, সাগু ইত্যাদি একবার প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দিনরাত ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রোগীর পক্ষে অন্ততঃ সকালে বৈকালে দুইবার প্রস্তুত করিয়া লইবার ব্যবহার করা বিধেয়। পথ্য সর্ব্বদা আচ্ছাদিত রাখা ও যাহাতে মাছি বসিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। মাংসের জুস, ক্বাথ, ছানার জল ইত্যাদি যাহাতে প্রস্তুত করিয়া ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়। জ্বালের জন্য মৃৎপাত্র অভাবে এনামেল পাত্র (এনা-মেল উঠিয়া গেলে সে পাত্র বর্জ্জন করিবে) ব্যবহার করা উচিত।

দুগ্ধ মিশ্রিত সাগু, বা বার্লিতে লেবুররস দিয়া কদাচ পান করিবে না। পথ্যাদি রাখিবার পাত্র যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয় সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং পথ্যাদিতে যাহাতে মাছি, ওয়ানি ইত্যাদি বসিতে না পারে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। একবার রোগীকে পথ্য দিয়া অন্ততঃ দুইঘণ্টা সময় অতিবাহিত হইতে দেওয়া উচিত। ডালিম

বেদনা, ইত্যাদি রোগীর ব্যবহারের ব্যবস্থা হইলে যাহাতে উহাদের বীজ উদরস্থ না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সেই কারণ ডালিম, বেদানা ইত্যাদির রস করিয়া ছাঁকিয়া দিলে বীজ উদরস্থ হইবার আশঙ্কা থাকে না কিন্তু এরূপ স্থলে পানের পূর্ব্বেই রস প্রস্তুত করিয়া লওয়ার প্রয়োজন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সরল ইঞ্জেক্সান শিক্ষা।

ইঞ্জেক্সান চিকিৎসা কাহাকে বলে?

"ইন্‌জেক্‌সন" ইহা একটী ইংরাজি শব্দ। "ভিতরে নিক্ষেপ করা" ইহা এই শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। যন্ত্র সাহায্যে ঔষধ শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা রোগ প্রশমন বা নিরাময় করার চেষ্টাকে ইঞ্জেক্সান চিকিৎসা বলে।

এই ইঞ্জেক্সান চিকিৎসা প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত যথা সরল ও কৃত্রিম। শরীরের স্বাভাবিক ছিদ্রগুলির মধ্যে রবারের নল কিম্বা পিচকারী সাহায্যে ধৌত করা ও ঔষধ প্রয়োগ করাকে সরল ইঞ্জেক্সান বলে। নাসিকা, কর্ণ, মুত্রনালী, গুহ্যদ্বার ও যোনিদ্বারের মধ্যে এই উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে। নাসিকায় ইঞ্জেক্সান করাকে নেজ্যাল ডুস দেওয়া বলে। এইরূপে মুত্রনালী ধৌত করণের নাম ইউরিথ্রাল ওয়াস, গুহ্যদ্বার দিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাকে রেকট্যাল ইঞ্জেক্সান বলে এবং যোনিদ্বার ধৌত করাকে ভ্যাজাইন্যাল ডুস বলে। উপরোক্ত সকল প্রকার ইঞ্জেক্সানই সরল ইঞ্জেক্সানের অন্তর্গত। এই

সকল ইঞ্জেক্সান সহজ সাধ্য বলিয়া ঐ সম্বন্ধে ইহার মধ্যে কিছুই বিবৃত করা হইবে না।

ছিদ্র সমন্বিত ফাঁকা নলবৎ সূচীর সহযোগে পিচকারীর সাহায্যে রোগীর চামড়া ফুঁড়িয়া, পেশীভেদ করিয়া অথবা শিরা বিদ্ধ করিয়া শরীর মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করাকে কৃত্রিম ইঞ্জেক্সান বলে। যে স্থলে চর্ম্ম ফুঁড়িয়া ঔষধ প্রয়োগ করা হয় তাহাকে সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান বলে। পেশী ভেদ করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করাকে ইণ্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সান বলে এবং শিরা বিদ্ধ করিয়া শরীরাভ্যন্তরে ঔষধ প্রয়োগ করাকে ইণ্ট্রাভেনাস ইঞ্জেক্সান বলে। এই তিন প্রকার ইঞ্জেক্সানই কৃত্রিম ইঞ্জেক্সানের অন্তর্ভূক্ত। শরীরাভ্যন্তরে ঔষধ প্রয়োগ করতঃ রোগের চিকিৎসা করাই উভয়বিধ ইঞ্জেক্সান চিকিৎসার উদ্দেশ্য বলিয়া জানিবে।

ইঞ্জেক্সান চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা।

প্রশ্ন হইতে পারে যে যখন ঔষধ সেবন দ্বারাই রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে তখন শরীর বিদ্ধ করতঃ রোগীকে কষ্ট দিয়া ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগ চিকিৎসা করার প্রয়োজনীয়তা কি? বিশেষতঃ যখন এই উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রয়োগ নৈপুণ্যের প্রয়োজন এবং বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে রোগীর সমূহ বিপদ হইবার সম্ভাবনা? অধুনা অনেকগুলি আশু ফল এমন ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে যেগুলি সেবন করাইলে কোনই ফল পাওয়া যায় না এবং ইহারা রক্তের সহিত মিশিতে না পারিলে এই শ্রেণীর ঔষধগুলির রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা আদৌ প্রকাশ পায় না। আবার কতকগুলি এমন ঔষধ আছে যাহারা পরিপাক হয় না কিম্বা পাকযন্ত্র হইতে দেহে ব্যাপ্ত হইবার অবকাশ পায় না এবং অবিকৃত অবস্থায় শরীর হইতে মলের সহিত বহির্গত হইয়া যায়।

কিন্তু এই সকল ঔষধই আবার ইঞ্জেক্সানরূপে ব্যবহৃত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ হইতে দেখা যায়।

আবার কতকগুলি এরূপ ঔষধ আছে যাহারা পাকস্থলীতে পাকস্থলী নিঃসৃত রসের প্রভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। পরিপাককালীন এই পরিবর্ত্তনের জন্য ঔষধগুলির গুণের ব্যত্যয় হয় কিন্তু কৃত্রিম ইঞ্জেক্সানের সাহায্যে প্রথমেই রক্তের সহিত মিলাইতে পারিলে উক্ত ঔষধগুলি বিশেষ কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

আবার কতকগুলি এমন ঔষধ আছে যাহা খাইতে অত্যন্ত বিস্বাদ অথবা যাহা পাকস্থলী গ্রহণে সহজে সমর্থ হয় না, খাইবামাত্র বমন বা বমনদ্রেক হয়। এরূপ স্থলে ইঞ্জেক্সান চিকিৎসার সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। এতদ্ভিন্ন অতি ক্ষিপ্র ফল লাভের প্রয়োজন হইলে এবং শরীরে ঔষধের আশু ব্যাপ্তির প্রয়োজন হইলে সেই সময়ে ইন্‌জেক্‌সান চিকিৎসার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইন্‌-জেক্সান চিকিৎসা আশুকরী বা আশু ফলপ্রদ বলিয়া অতি শীঘ্র ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়; সেবন করাইলে প্রথমে পাকস্থলীতে পরিপাক হইয়া পরে রক্তের সহিত মিশিয়া তবে কার্য্যকরী হয় বলিয়া এত শীঘ্র ফললাভ করা কখনও সম্ভবে না।

ইঞ্জেক্সান চিকিৎসার লাভ।

এই প্রণালী অবলম্বিত হইলে নানাপ্রকার লাভ বা সুবিধা হয়। নিম্নে সেইগুলির উল্লেখ করা হইল।

১। যে সমস্ত ঔষধ খাইতে একান্ত বিস্বাদযুক্ত এমন কি যাহা খাইলে বমনের উদ্রেক হয় তাহাও এ প্রণালীতে অতি সহজে শরীর মধ্যে গৃহীত হইয়া ফল প্রসব করিতে সমর্থ হয়।

২। এই প্রণালীতে ঔষধ প্রদত্ত হইলে ঔষধের তীব্রতা জন্য পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে না এবং পাক যন্ত্রের বিক্ষেপ জনিত পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৩। রোগের প্রতিবিধানের জন্য প্রদত্ত প্রতিবিধান-শক্তি-সম্পন্ন ঔষধ পাচক রসের দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়ায় পরিবর্ত্তিত হইয়া ভিন্ন গুণ-সম্পন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে না।

৪। এই উপায়ে ঔষধ ব্যবহৃত হইলে সেবন অপেক্ষা সত্বর ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

৫। এই উপায়ে ব্যবহৃত ঔষধ আপনার ক্রিয়া প্রকাশের পর সত্বর দেহ হইতে নিক্রান্ত হয়। সেবিত ঔষধ নিক্রান্ত হইতে দেরী হওয়ার জন্য দেহে সঞ্চিত ঔষধের মাত্রা সময় সময় অধিক হইয়া পড়ে ও তজ্জন্য বিষক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই উপায়ে ঔষধ গ্রহণে সেইরূপ বিপদের আশঙ্কা অনেক কম।

ইঞ্জেক্সান প্রণালীর অসুবিধা।

ইণ্টার মাস্কুলার ইঞ্জেক্সানে যদি ইঞ্জেক্সান দিবার স্থান স্থির করিতে ভুল হয় তাহা হইলে অনেক সময় ক্ষতি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে গ্লুটিয়াল প্যাডে ইঞ্জেক্সান করিবার সময় (অর্থাৎ পাছার চর্ব্বিযুক্ত মাংসল অংশে ইঞ্জেক্সান সময়ে) যদি পেশী ভেদ করিয়া ঔষধ চালনা করা হয় তাহা হইলে রক্তে ঔষধ সহজে মিলিতে পারে না ; সেই কারণ সময় সময় সেই পেশী পাকিয়া উঠে।

ইঞ্জেক্সান প্রয়োগকালীন কোন স্নায়ু (নার্ভ) কিম্বা হাড়ে স্থচ বিঁধিলেও অনিষ্ট হইয়া থাকে সেজন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

যদি সম্পূর্ণ ঔষধটী সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হইয়া ইহার যৎসামান্য

অংশও ভাসমান গুড়া অবস্থায় থাকে অথবা যদি ঔষধটী সম্পূর্ণরূপ ষ্টেরিল বা রোগ বীজাণু মুক্ত না হয় তাহা হইলে বিপদের বিশেষ আশঙ্কা থাকে। ঔষধ সম্পূর্ণ দ্রব না হইলে ভাসমান গুঁড়া পেশীর মধ্যে প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া স্থানটীকে পাকাইয়া তুলিতে পারে এবং প্রদাহ পরিণামে বিষাক্ত পচনে (Gangrene) পরিণত হইতে পারে। ঔষধ দ্রবটী রোগ-বীজাণুমুক্ত না হইলে স্থানটী জীবানুবিষে বিষাক্ত হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে।

ইঞ্জেক্সানের জন্ম যে সূচ ব্যবহার করিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন। মরিচালাগা অথবা অপরিশোধিত সূচ ব্যবহারের ফলে রোগীর ধনুষ্টঙ্কার হওয়াও বিচিত্র নহে। মরিচা ধরা সূচ দিয়া ঔষধ প্রয়োগকালে উহা দেহাভ্যন্তরে ভাঙ্গিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। শিরার মধ্যে ঔষধ প্রয়োগের স্থান নির্ব্বাচন করার বিপদ অপেক্ষা কৃত অল্প। ইহাতে স্নায়ু কিম্বা হাড়ে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই বটে, তত্রাচ এই প্রণালীতে ইঞ্জেক্সান করিতে অন্যান্য প্রণালীর ইঞ্জেক্সানে যতটা সাবধান হওয়ার প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা আরও অনেক সাবধানতার প্রয়োজন। ইহাতে যদি প্রয়োগের ঔষধে সামান্য পরিমাণও গুঁড়া অমিশ্রিত বা ভাসমান অবস্থায় থাকিয়া যায় কিম্বা পিচকারীর মধ্যে যদি একটীও বায়ুর বুদ্বুদ থাকিয়া যায় তাহা হইলে ঐ গুড়া কিম্বা বায়ু শিরার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তের সহিত হৃদযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইলে রোগীর প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিবার সম্ভাবনা।

আবার কতকগুলি এমন ঔষধ আছে যেগুলি শিরায় প্রবেশ করান নিষিদ্ধ। সেগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিবৃত করা হইবে। শিরার মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইলে অত্যন্ত ধীরতার প্রয়োজন। কারণ ঔষধ দ্রুত প্রক্ষিপ্ত হইলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। ইঞ্জেক্সান

প্রণালীতে চিকিৎসা করিতে হইলে ঔষধের মাত্রা সম্বন্ধেও অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার বিশেষ প্রয়োজন।

ইঞ্জেক্সান দিবার "এম্পূল" (বায়ুশূন্য ঔষধপূর্ণ কাচের শিশি) কিম্বা ট্যাবলেটগুলি নূতন প্রস্তুত, টাটকা এবং সম্পূর্ণভাবে রোগ-জীবাণু-শূন্য হওয়ার একান্ত আবশ্যক এবং প্রত্যেক ডোজের মাত্রাও নির্দ্দিষ্ট ওজনের হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ল্যাবরেটারীতে প্রস্তুত এম্পূল বা হাইপোডার্ম্মিক ট্যাবলেট ব্যবহার করা এবং ইঞ্জেক্সান কালীন পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা ও লিখিত মত সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। এই সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক ইঞ্জেক্সান করিলে অধিকাংশ স্থলে সেবনাপেক্ষা সুফল পাওয়া যায়।

ইঞ্জেক্সানে সিরিঞ্জ নির্ব্বাচন।

ইঞ্জেক্সানের জন্য সম্পূর্ণ কাচনির্ম্মিত পিচকারী (All glass Aseptic syringe) ব্যবহার করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। রেকর্ড সিরিঞ্জও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই পিচকারী সাধারণতঃ তিনটী অংশে বিভক্ত হয় যথা (১) নজল ও ব্যারেল অর্থাৎ যে ফাঁপা নলের মধ্যে ঔষধ থাকে বা রাখা হয় (২) পিষ্টন অর্থাৎ পিচকারীর পশ্চাৎ-ভাগের হাতলে সংলগ্ন যে দণ্ড টানিয়া পিচকারীর মধ্যে ঔষধ লওয়া হয় এবং পরে যাহার সাহায্যে শরীর মধ্যে ঔষধ প্রবেশ করান হয় (৩) নিডল বা সূচ ইহারা অতি সূক্ষ্ম মধ্য ফাঁপা এবং অত্যন্ত ধারাল অগ্র-ভাগযুক্ত হয়।

ইঞ্জেক্সানের পূর্ব্বে সিরিঞ্জ ও সূচ সম্পূর্ণরূপে বীজাণুমুক্ত ও পরিস্কৃত থাকা একান্ত প্রয়োজন। সূচ নির্ব্বাচন সময়ে ধারাল অগ্রভাগযুক্ত ও শক্ত সূচ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিতে হয়। সাবধান মরিচা পড়া সূচ কদাচ

ব্যবহার করিবে না কারণ ইহাতে নানাপ্রকার বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সম্পূর্ণ কাচ নির্ম্মিত সিরিঞ্জ বা অল গ্ল্যাস আসেপ্‌টিক সিরিঞ্জ পার্ক-ডেভিস, বারোজ ওয়েলকাম ও জার্ম্মাণীর দুই একটী কোম্পানী খুব মজবুতভাবে প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল সিরিঞ্জ বা পিচকারী খুব সহজেই সিদ্ধ করিয়া রোগ বীজাণু মুক্ত করা যায়। নিম্নে রোগ-বীজাণু মুক্ত করিবার বিভিন্ন উপায়গুলি প্রদত্ত হইল।

রোগ-বীজাণু মুক্তির বিভিন্ন উপায়।

১। প্রথমে সিরিঞ্জের বিভিন্ন অংশগুলি খুলিয়া পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া উক্ত ঠাণ্ডা জলকে সিদ্ধ করিলেই ষ্টেরিলাইজ বা রোগ-বীজাণু মুক্ত করা হইবে। পরে ঐ ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা ফরসেপ বা সাঁড়াশীর সাহায্যে সিরিঞ্জের ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি জুড়িয়া লইয়া তাহার পর সিরিঞ্জ ব্যবহার করিতে হয়।

২। ফুটন্ত অলিভ অয়েল সিরিঞ্জে বারম্বার টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দিলে এবং ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত সূচটী উক্ত তৈলে ভাল করিয়া ডুবাইয়া লইলে সিরিঞ্জ উত্তমরূপে ষ্টেরিলাইজ বা রোগ-বীজাণু মুক্ত করা হয়।

৩। শতকরা ৯০ শক্তি সম্পন্ন এলকোহল অথবা রেকৃটিফায়েড স্পিরিটেও সিরিঞ্জ ও নিডেল ধৌত করিয়া লইলে তাহাতেও বেশ কাজ চলিয়া যায়। কিন্তু যে সমস্ত জিনিষ এলকোহল সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায় সেই সমস্ত জিনিষ ব্যবহার কালীন সিরিঞ্জ জলে ফুটাইয়া ষ্টেরিলাইজ বা রোগ-বীজাণু মুক্ত করাই বিধি। ইহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে ভ্যাসারম্যান্স টেষ্ট বা ভ্যাসারম্যান আবিষ্কৃত

উপায়ে রোগী উপদংশ বিষ দুষ্ট কিনা জানিবার জন্য দেহস্থ রক্ত সংগ্রহ করিবার জন্য যে সিরিঞ্জ বা পিচকারী ব্যবহৃত হয় তাহা এলকোহলে পরিষ্কৃত করা উচিত নহে।

যে স্থানে ইঞ্জেক্সান করিতে হইবে সে স্থানের ত্বক সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্করণ প্রণালী।

যে স্থানে ইঞ্জেক্সান করিতে হইবে সে স্থানের ত্বক সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও জীবাণুমুক্ত হওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে সেই স্থানের ত্বককে জল ও কার্ব্বলিক সাবান দিয়া ধুইয়া এবং সর্ব্বেণ্ট তুলা দ্বারা ঐ স্থলের জল শুকাইয়া লইবে তৎপরে উক্ত স্থানটী রেকৃটিফায়েড স্পিরিট দিয়া ধুইবে অথবা টিংচার আইয়োডিন দিয়া মুছিয়া লইবে। কিন্তু ইণ্ট্রাভেনাস বা শিরায় ইঞ্জেক্সান কালীন আইয়োডিন ব্যবহার প্রশস্ত নহে কারণ তাহাতে অনেক সময় শিরা পরিষ্কার দেখা যায় না।

ইঞ্জেক্সান কারীর হস্ত বিশোধন।

হস্ত বিশোধিত না থাকিলে হস্তের রোগ-জীবাণু সিরিঞ্জে সংক্রামিত হইতে পারে। সেজন্য ইঞ্জেক্সানের পূর্ব্বে হস্ত পরিশোধিত করিয়া লওয়া চিকিৎসকের পক্ষে কর্ত্তব্য।

ইঞ্জেক্সানের ঔষধ।

সম্পূর্ণ পরিশোধিত ও রোগ-জীবাণুমুক্ত, সম্পূর্ণ দ্রব ও অমিশ্রিত গুঁড়া বর্জ্জিত হওয়ার প্রয়োজন। সেইজন্য নিজে ঔষধ প্রস্তুতের চেষ্টা না করিয়া বিশ্বস্ত জায়গায় প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহার করিলে কোনও প্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

সিরিঞ্জ বা পিচকারীতে ঔষধ পুরিবার উপায়।

প্রথমে এম্পুল অর্থাৎ ঔষধ পূর্ণ বায়ুশূন্য শিশিটী বেশ করিয়া নাড়িয়া লইয়া তাহার পরে এম্পুলের মুখটী ভাঙ্গিয়া পিচকারীর স্চ দিয়া তাহার মধ্য হইতে ঔষধ টানিয়া লইবে। এইরূপে ঔষধ টানিয়া লইলে পর অনেক সময়ে পিচকারী মধ্যে কতকগুলি বুদ্বুদ ভাসিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বুদ্বুদ গুলিই বায়ু। পিষ্টনটী একটু টানিয়া সিরিঞ্জের নল উর্দ্ধমুখ করিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বুদ্বুদ-গুলি অন্তহিত হয়। তারপর সিরিঞ্জটী উল্টাইয়া লইয়া পিষ্টনে আস্তে আস্তে চাপ দিলে সিরিঞ্জ হইতে দুইতিন ফোঁটা ঔষধ পড়িয়া যাইবে। এইরূপে দুইতিন ফোঁটা ঔষধ ফেলিয়া দিলেই শিরায় আর বায়ু প্রবেশের আশঙ্কা থাকেনা

রক্তের সহিত বায়ু মিলিত হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ পাইতে পারে। সেই কারণে পিচকারীর মধ্যে যাহাতে বিন্দু পরিমাণে বায়ুও না থাকে সে জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ইঞ্জেক্সানের পরে সাবধানতা।

ইঞ্জেক্সান হইয়া গেলে পর স্চ টানিয়া বাহির করিয়া ঐ ছিদ্র পথ বন্ধ করিতে যেন কদাচ ভুল না হয়; সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত কারণ ঐ ছিদ্র পথে শরীরে রোগ-বীজাণু প্রবেশ করিয়া অনেক অনর্থ ঘটাইতে পারে এবং সময় সময় ছিদ্র পথ দিয়া রক্তস্রাব ও হইতে দেখা যায়। এবসর্ব্বেণ্ট তুলা কলোডিয়ান কিম্বা টিংচার বেঞ্জোইন কম্পাউণ্ডে ভিজাইয়া উক্ত ছিদ্রপরি লাগাইয়া দিলেই ছিদ্রপথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

ইঞ্জেক্সানের পর ঐ স্থানে প্রদাহ হইলে বোরিক কম্প্রেস অথবা নুনের পুঁটলীর সেক দিলে ভাল হয়। কখন কখন লিনিমেণ্ট

আইয়োডিন অথবা টিংচার আইয়োডিন ব্যবহার করিতে হয়। যদি কখন দৈব দুর্ব্বিপাকে ঐ স্থানটী পাকিয়া উঠে তাহা হইলে অস্ত্রোপচার করিয়া পুঁজ বাহির করিয়া দিয়া এনটিসেপ্‌টিক ড্রেসিং দিয়া ক্ষত স্থান ড্রেস করিয়া দিলে উহা আরোগ্য হইয়া যায়।

ইঞ্জেক্সানের কৌশল।

সাব কিউটেনাস ইঞ্জেক্সান করিবার কৌশল—বাহুর কিম্বা পেটের চামড়ার তলাতেই সাধারণতঃ এই ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে। বাহুর উল্টা পিঠই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান। উরুদেশ তলপেট ও নিম্ন বাহুর বাহিরের দিকেও এই ইঞ্জেক্সান করা যাইতে পারে।

ইনজেক্‌সান করিবার সময়ে দক্ষিণ হস্তে পিচকারীটী লইয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে ইনজেক্‌সানের স্থানের চর্ম্ম টানিয়া ধরিবে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত চর্ম্মের নিম্নে সূচীভেদ করিবে; সূচী যেন এরিওলার টিস্যু ভেদ করতঃ ডীপ ফাসিয়া পর্য্যন্ত পৌছায়। তাহার পর অতি ধীরে পিষ্টনে চাপ দিয়া ঔষধ দ্রব শরীর মধ্যে প্রক্ষেপ করিবে। ঔষধ প্রয়োগকালীন কোন শিরা বা স্নায়ু সূচ দ্বারা আহত না হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঔষধ প্রক্ষেপের পর ক্ষিপ্রতার সহিত সূচী দেহ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া ঐ ছিদ্র পথ অঙ্গুলি দ্বারা এরূপভাবে চাপিয়া ধরিবে যেন উক্ত পথ দিয়া তরল ঔষধ বাহির হইতে না পারে।

ইণ্ট্রামাস্কুলার ইনজেক্‌সান—সাধারণতঃ পেশী বহুল স্থানেই ইণ্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সান দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু পেশী বহুল স্থানগুলির মধ্যেও ফলাফলের তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন গ্লুটিয়াল পেশীতে ইঞ্জেক্ট করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায় লাম্বার কিম্বা ডেল্টয়েড পেশীতে ইঞ্জেক্ট করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া

যায়। হস্ত পদ সঞ্চালন জন্য এই দুই পেশীর অধিক ব্যবহার হয় বলিয়া গ্লুটিয়াল পেশী অপেক্ষা এই দুই পেশীতে রক্ত চলাচল অধিক হইয়া থাকে। সেই কারণে এই দুই স্থানে প্রক্ষিপ্ত ঔষধের ক্রিয়া অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া থাকে। কখন কখন স্ক্যাপুলার পেশী ও পায়ের পেশীতে (calf) এই প্রণালীতে ইঞ্জেক্ট করা হয় কিন্তু প্রথমোক্ত তিন পেশীই এই প্রণালীতে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রথমে ইনজেক্সানের জন্য পেশী নির্ব্বাচন করিয়া তদুপরি চাম্‌ড়াকে ষ্টেরিলাইজ করিয়া লইবে। তারপর পিচকারীতে ঔষধ পুরিয়া লইয়া বায়ু বাহির করিয়া দিবার উপায়ে পিষ্টনে ঈষৎ চাপ দিয়া দুই এক ফোঁটা ঔষধ বাহির করিয়া দিবে। তৎপরে পেশীর মধ্যে সূচ প্রবেশ করাইয়া ধীরে ধীরে পিষ্টনে চাপ দিয়া ঔষধ প্রক্ষেপ করিতে হইবে। এইরূপ করিতে কোন শিরা কিম্বা স্নায়ু কিম্বা হাড়ে যাহাতে সূচ দ্বারা কোনও রূপে আঘাত না লাগে তজ্জন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার একান্ত প্রয়োজন।

এই প্রণালীতে ইনজেক্সানের জন্য যে সূচ ব্যবহৃত হইবে তাহা যেন অত্যন্ত সরু অথবা নমনীয় না হয়। সূচ শক্ত ও মজবুত হওয়ার একান্ত প্রয়োজন।

ইণ্ট্রাভেনাস ইনজেকসান—এই প্রণালীতে হৃদযন্ত্রে রক্ত ফিরিয়া যাইবার শিরায় (ভেনে) ঔষধ প্রক্ষেপ করা হইয়া থাকে। এই প্রণালীর ইনজেক্সান দুই প্রকারে হইয়া থাকে। এক প্রকারে সূচী দ্বারা চর্ম্ম ভেদ করিয়া শিরার মধ্যে সূচী প্রবিষ্ট করিয়া তারপর শিরায় ঔষধ প্রক্ষেপ করা হয়। অন্য প্রকারে ছুরিকা দ্বারা চামড়া কাটিয়া ভেন বা শিরা বাহির করতঃ তাহার ভিতর সূচী চালাইয়া দিয়া তন্মধ্যে ঔষধ প্রক্ষেপ করা। প্রথম বর্ণিত প্রকারে সোডি এন্টিমনিটার্ট,

ইউরিয়া ষ্টিবামাইন, কুইনাইন, বাই হাইড্রোক্লোর প্রভৃতির ইনজেক্‌সান ও দ্বিতীয় প্রকারে কলেরা রোগে সেলাইন ইনজেক্‌সান দেওয়া হইয়া থাকে। হাতের কনুয়ের সম্মুখে মিডিয়ান কেফালিক কিম্বা মিডিয়ান ব্যাসিলিক শিরাতেই সচরাচর এই ইনজেক্‌সান করা হয়। হাতের শিরাতে ইনজেক্‌সানের সুবিধা না পাইলে পায়ের শিরা বাছিয়া লইতে হইবে। ইনজেক্‌সান দিবার পূর্ব্বে ঐ স্থানের চামড়া পরিস্কার করিয়া লইবে। কিন্তু এস্থলে টিংচার আইয়োডিন ব্যবহার করা উচিত নহে কারণ আইয়োডিনের দাগ চামড়ার উপর পড়ে বলিয়া অনেক সময়ে ভেন স্পষ্ট দেখা যায় না।

ভেনটীকে ফুলাইয়া স্পষ্ট করিবার জন্য ইনজেক্‌সানের স্থানের কিঞ্চিৎ উপরে একটী রবার ব্যাণ্ড অথবা কাপড়ের পটী দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিবে। তাহার পর সূচটী আস্তে আস্তে ভেনের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। শিরা বিদ্ধ হইলে সূচী দিয়া পিচকারীতে রক্ত আসে। যতক্ষণ পিচ-কারীতে রক্ত না আসে ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে ভেন বিদ্ধ হয় নাই। কখন কখন ভেন বিদ্ধ হইলেও ঘন রক্ত দ্বারা সূচীমুখ বন্ধ হইয়া গিয়া পিচকারীতে রক্ত উঠিতে পারে না, সেরূপ স্থলে পিষ্টনটী অল্প উপরে টানিলেই রক্ত আসিয়া থাকে। ইহাতেও রক্ত না আসিলে বুঝিতে হয় সূচী শিরা ভেদ করে নাই নতুবা শিরার উভয় দিক ভেদ করিয়া সূচীমুখ শিরার বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। শিরা বিদ্ধ হইলে বন্ধনটী খুলিয়া দিবে। শিরা ঠিকমত বিদ্ধ হইলে ধীরে ধীরে পিষ্টন চাপিয়া খুব ধীরে ঔষধ প্রক্ষেপ করিবে। সূচী বাহির করিয়া লইবার পর কলোডিয়ন কিম্বা টিংচার বেঞ্জোইন কোঃ দিয়া ছিদ্রমুখ বন্ধ করিয়া দিবে। ইণ্ট্রা-ভেনাস ইনজেক্‌সানের অনেক ঔষধ মাংসপেশীর পক্ষে এমনই উত্তেজক যে যদি সেই ঔষধের দুই এক ফোঁটাও শিরার বাহিরে মাংসপেশীর মধ্যে

পতিত হয় তাহা হইলে সেইস্থানে ভয়ানক প্রদাহ উপস্থিত করে। এমন কি সেস্থান পাকিয়া উঠিতে কিম্বা পচিয়া যাইতেও পারে। সুতরাং অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্বাবধানে ইনজেক্‌সান প্রণালীতে বিশেষ দক্ষতা লাভ না করিলে এই প্রণালীতে ইনজেক্‌সান করা সম্পূর্ণ অনুচিত। এই প্রণালীতে ইনজেক্‌সান করিতে হইলে ঔষধ অতি ধীরে শিরার মধ্যে প্রক্ষেপ করিতে হয়। সামান্য ক্ষিপ্রতার সহিত ঔষধ প্রয়োগে হৃৎপিণ্ডের বিপর্য্যয় ঘটে এমন কি হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সম্পূর্ণ স্থগিত হইয়া মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নহে।

ইঞ্জেক্সানে ব্যবহৃত ঔষধের গুণাগুণ।

এসিড কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড।

ইহা ম্যালেরিয়া-জীবাণু নাশক ও টনিক ধর্ম্মাত্মক ঔষধ। যেস্থলে কুইনাইন সেবন করিলে বমন হইয়া যায় অথবা ম্যালেরিয়া জ্বরের ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট, অলজিড্‌ অথবা সেরিব্রাল টাইপে যখন অতি শীঘ্র কুইনাইনের ক্রিয়া প্রকাশের প্রয়োজন হয় তখন এই কুইনাইন ইঞ্জেক্সান করিতে হয়।

সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সানে কদাচ কুইনাইন ব্যবহার করিবে না। উহাতে সেইস্থানে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং পচন আরম্ভ হইয়া পূঁজের উৎপত্তি হয় এবং রোগীও এই সমস্ত কারণে অনর্থক কষ্ট পাইয়া থাকে।

কুইনাইনের ইণ্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সানই প্রশস্ত এবং তজ্জন্য গ্লুটিয়াল অথবা ডেল্টয়েড মাংস পেশীতে ইঞ্জেক্সান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু গ্লুটিয়াল পেশীতে ইঞ্জেক্সান করিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে বহু চর্ব্বি

বিশিষ্ট গ্লুটিয়াল প্যাডে যেন ঔষধ প্রয়োগ করা না হয় অথবা ইনজেক্সান কালে সূচ যেন সায়াটিক নার্ভ বা ইলিয়াথে আঘাত না করে। অত্যন্ত দুর্ব্বল বা রুগ্ন লোককে এই ইঞ্জেক্সান দিলে ইঞ্জেক্সান স্থলে প্রদাহ হইয়া ক্ষত হইতে পারে বলিয়া অত্যন্ত রুগ্ন বা দুর্ব্বল লোককে এই ইঞ্জেক্সান দেওয়া নিষিদ্ধ।

সেরিব্রাল ম্যালেরিয়াতে মিডিয়ান বেসালিক কিম্বা কেফালিক ভেন বাছিয়া লইয়া ইণ্ট্রাভেনাস ইঞ্জেক্সান করিয়া কুইনাইন প্রয়োগ বিধেয়। ঔষধ সমপরিমাণ নর্ম্মাল সেলাইন সলিউসানের সহিত মিশাইয়া লইয়া অতি সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে ইঞ্জেক্ট করিতে হইবে। এই ইঞ্জেক্সানের পূর্ব্বে তিন চারি ফোঁটা এড্রিনালিন ক্লোরাইড সলিউ-সান ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান দিবে। ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান জন্য এক সি, সি (কিউবিক সেণ্টিমিটার) ঔষধ দ্রবে ২ গ্রাম, ৪ গ্রাম, ৩ গ্রেণ, ৫ গ্রেণ, ও ১০ গ্রেণ এবং ২ সি, সিতে ৬ গ্রাম, ৫ গ্রেণ, ও ১০ গ্রেণ এবং ৩ সিসিতে ১০ গ্রেণ কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

এসিড কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড উইথ ইউরিথেন।

কুইনাইন প্রয়োগের পর যাহাতে পেশীর প্রদাহ হইতে না পারে তজ্জন্য ইউরেথেন নামক বেদনা নাশক ঔষধ মিশাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। যেখানে কুইনাইন ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান দেওয়ার প্রয়োজন হইলেও পেশীর প্রদাহ হইবার ভয়ে ইনজেক্‌সান দেওয়া হয় না সে স্থলেও এই ঔষধ ব্যবহার চলিতে পারে। ইহার ইণ্ট্রামা-স্কুলার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

এক সি, সি ঔষধ দ্রবে, ৩, ৫, ১০ গ্রেণ।
২ সি, সি দ্রবে ৫ ও ১০ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

এসিড কুইনাইন ডাইড্রোব্রোমাইড।

যে সকল স্থলে রোগীর কুইনাইন সেবনের পরে অত্যন্ত বমনেচ্ছা হয় বা মাথা ঘোরে বা অন্যান্য সিঙ্কোনা-বিষ লক্ষণ প্রকাশ পায় সেই সকল স্থলে হাইড্রোব্রোমিক এসিড সহযোগে কুইনাইন প্রয়োগ করিলে এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং কুইনাইনও সহ্য হয়। কেবল এইরূপ স্বভাব বিশিষ্ট রোগীর জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই ঔষধের ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান দেওয়াই বিধি।

দুই সি,সি আম্পূলে ৫ গ্রেণ করিয়া ঔষধ থাকে।

এপোমর্ফিন হাইড্রোক্লোরাইড।

ইহা বমন কারক, ঘর্ম্মাকারক অবসাদক। মাদক ও বিষাক্ত দ্রব্য সেবন জনিত বিষক্রিয়া নিবারণোদ্দেশ্যে যে স্থলে বমন করাইবার প্রয়োজন হয় সে স্থলে এই ঔষধের সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান প্রয়োগে দুই এক মিনিটের মধ্যেই বমন হইয়া যায়।

অন্ননালীতে কোন ভুক্ত বস্তু আটকাইয়া গেলে তাহা বাহির করিবার জন্য এই ঔষধ সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সানরূপে ব্যবহার করিলে প্রায়ই সুফল পাওয়া যায় কারণ বমনের বেগের সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত অন্ননালী-রোধক বস্তুও বাহির হইয়া আসে।

মৃগী, অনিদ্রা প্রভিতি রোগে নিদ্রা আনয়নের জন্য অবসাদকরূপে এই ঔষধের ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হয়। এরূপস্থলে একটী আম্পুলের অর্দ্ধেকটুকু ঔষধমাত্র ব্যবহার করা উচিত। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে অথবা শিশু হইলে ইহার ইন্‌জেক্‌সানের পূর্ব্বে ষ্ট্রিকনিয়া প্রদান করিতে হয়।

এই ঔষধ সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সানরূপে ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। প্রতি সি, সিতে ১/১৫ গ্রেণ ঔষধ থাকে।

এড্রিনালীন ক্লোরাইড সলিউসান।

ইহা রক্ত রোধক, হৃৎপিণ্ডের বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। এই ঔষধ প্রসিদ্ধ জাপানী ডাক্তার টাকামিন দ্বারা প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। ইহা সুপ্রারিনাল গ্রন্থি নিঃসৃত রসের মূল উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়; হৃৎপিণ্ডের উত্তেজক ও বলকারকরূপে ইহার প্রথম ব্যবহার হইয়া থাকে।

অস্ত্রোপচারের পর অস্ত্রোপচার জনিত অতিরিক্ত দুর্ব্বলতায় অথবা ভয়ে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইবার উপক্রম হইলে তিন চারি ফোঁটা এড্রিনালিন সলিউসান ২০ ফোঁটা নর্ম্মাল স্যালাইন সলিউসানের সহিত মিশাইয়া ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকসান করিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। এড্রিনালিন রক্ত রোধক, হৃৎপিণ্ডের বলকারক ও আক্ষেপ নিবারক। রক্ত বমন ও রক্ত প্রস্রাবে ইহা ব্যবহার করিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। নাসা হইতে রক্তস্রাব হইলে তুলার গজ এই ঔষধে সিক্ত করিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। চক্ষুরমধ্যে রক্তজন্মিয়া প্রদাহ উপস্থিত হইলে ২ আঃ জলে ১৫।২০ ফোঁটা এই ঔষধ দিয়া চক্ষু ধৌত করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। দমকা কাসি, হাঁপানি, হে ফিভার প্রোটীন এনাফিল্যাক্সিস জনিত হাঁপানি, আমবাত সিরাম এনাফিল্যাক্সিস প্রভৃতি রোগ আরোগ্য করিতে ইহা অদ্বিতীয় কারণ ইহা ভেগাস স্নায়ুর অবসাদ ও সিমপ্যাথাটিক স্নায়ুর উত্তেজনা সাধন করে।

রিকেট্স ও অস্থিওমাইলেসিয়া রোগে ইহা ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। ইহার প্লীহা সঙ্কোচনের গুণ থাকায় আজকাল ম্যালেরিয়া রোগে ইহার ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনেক সময়ে ম্যালেরিয়া বিষ প্লীহার মধ্যে লুকাইত থাকে সে সময়ে বাহিরে রোগের কোন চিহ্ন বিদ্যমান না থাকিলেও রোগ প্রকাশের সুবিধাজনক অবস্থার উপস্থিত

হইলেই রোগী পুনরায় এই রোগে আক্রান্ত হয়। এইরূপ স্থলে এড্রিনালিন ইঞ্জেক্ট করিলে প্লীহা সঙ্কোচনের ফলে প্লীহাস্থ রক্ত শরীরে ছড়াইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়ার বীজাণুগুলিও বাহির হইয়া পড়ে। তখন কুইনাইন সেবন করিলে এই বিষ নষ্ট হয়। সেইজন্য পুরাতন ম্যালেরিয়া শরীর হইতে একেবারে দূর করিতে হইলে প্রথমে এড্রিনালিন ও পরে কুইনাইন ব্যবহার করিতে হয়।

এই সমস্ত রোগে তিন হইতে পাঁচ ফোঁটা এড্রিনালিন সলিউসান সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান করিলেই আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

শীঘ্র ফললাভের ইচ্ছা থাকিলে ইণ্ট্রাভেনাস এবং ইণ্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সানরূপে ব্যবহার করিতে হয়।

প্রতি আম্পূল ১/২ সি, সি করিয়া হয়; ১ সি, সি আম্পূলও পাওয়া যায়।

এড্রিনো টুইট্রিণ।

এড্রিনালিনের সহিত পিটুইটারী সহযোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইহা ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানী, মুত্রাশয়ের রোগজন্য, হৃদযন্ত্রের বিকলতা, শ্বাস কষ্ট, হৃদযন্ত্রের দুর্ব্বলতা, অস্ত্রোপচারের পর অন্ত্র সমূহের অক্ষমতা প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী।

এক সি, সি { ১/২ সি, সি পোষ্ট পিটুইটারী
১/২ সি, সি এড্রিনালিন ১ : ১০০০

যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

এট্রোপিন সালফেট।

ইহা বেদনা নিবারক, ঘর্ম্ম নিবারক, অবসাদক ও লালানিঃসরণ রোধক। মর্ফিয়া ক্লোরোডাইন, একোনাইট, পাইলোকার্পিণ, জেল-

সেমিন, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড, বেঙ্গের ছাতা প্রভৃতি সেবনে বিষ ক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দিলে তখন এট্রোপিণ সালফেট্ ইন্‌জেক্‌সান দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় কারণ এই সকল দ্রব্যের বিষক্রিয়ায় শরীরে যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ করে এট্রোপিণে ঠিক তাহার বিপরীত ক্রিয়া করিবার শক্তি আছে। থাইসিস্ রোগে যখন রাত্রে অত্যধিক ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে থাকে তখন এট্রোপিণ ইন্‌জেক্‌সানে ঐরূপ ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। নিউ-মোনিয়া, হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটীশ, হুপিং কাফ প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োগ অত্যন্ত উপকারী। এই ঔষধের সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান হয়।

এক সি, সিতে ১/১০০ ও ১/২০০ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

এট্রোপিণ ও ষ্ট্রীকনাইন।

থাইসিস রোগীর রাত্রিকালীন অত্যধিক ঘর্ম্ম রোধার্থ ষ্ট্রীকনিয়া সহযোগে এট্রোপিণ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বহুদিন স্থায়ী নিউমোনিয়া ও ব্রঙ্কাইটীশ রোগেও ইহার প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ। এই ঔষধের সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

এক সি, সিতে { ১/১০০ গ্রেণ এট্রোপিণ
১/৬০ গ্রেণ ষ্ট্রিকনাইন যুক্ত }

আম্পূল পাওয়া যায়।

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড।

ইহা রক্ত রোধক, পরিবর্ত্তক ও এনাফিল্যাক্সিস রোধক। শরীরে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত পীড়া সমূহে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যক্ষ্মা, শিশুদিগের তড়কা, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগে ইহা অত্যন্ত ফলপ্রদ ও উপকারী ঔষধ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের

মতে শরীরে ক্যালসিয়মের অভাবে কানে পুঁজ, নাকে ঘা; পাকস্থলী ও অন্ত্রের ক্ষতে, পায়ে পুরাতন ঘা, খোস পাঁচড়া, যক্ষ্মায় রক্তপাত, কালাজ্বর-গ্রস্ত রোগীর রোগীর মুখক্ষত, শিশুদিগের তড়কা, স্প্রু প্রভৃতি রোগ মানবশরীর আক্রমণে সমর্থ হয়। সেই কারণ উপরোক্ত রোগসমূহে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। হে ফিবার, হাঁপানী, পুরাতন কাশি, আমবাত ও সিরাম প্রয়োগের ফলে অসুস্থতা প্রভৃতিতেও এনাফিল্যাক্সিস রোধক হিসাবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডই একমাত্র মহৌষধ। রক্ত রোধক বলিয়া সর্ব্বপ্রকার রক্তস্রাব নিবারণার্থ ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি।

রক্ত উদ্গারে ৫ হইতে ১০ সি, সি পর্য্যন্ত ইণ্ট্রাভেনাস ইন্জেক্সান দিনে দুই তিন বার দিবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাশে রক্ত একেবারে বন্ধ না হয় ততদিন এই ব্যবস্থা। অন্ত্রের যক্ষ্মায় যে পেটের অসুখ হয় তাহাতে বার বার মল নিঃসরণ হইতে থাকে। ঐরূপ মল নিঃসরণ বন্ধ করিতে প্রতিদিন ১০ সি, সি মাত্রায় ইহার ইন্জেক্সান দিবে।

পাঁচ পারসেণ্ট সলিউসান হিসাবে ১, ২, ৫, ও ১০ সি, সির অাম্পুল পাওয়া যায়।

দশ পারসেণ্ট সলিউসান ১, ২, ৩, ৫, ও ১০ সি, সি ঔষধ থাকে।

ক্যাম্ফর ইন অয়েল।

ইহার ক্রিয়ায় হৃদয়ে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়া থাকে ইহা বেদনা নিবারক ও আক্ষেপকারক, যে কোন রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইবার উপক্রম দেখিলে এই ঔষধের ইন্জেক্সানে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ডাঃ সিবার নিউমোনিয়া রোগে হৃদয়ের উত্তেজকরূপে ইহার ব্যবহারের

প্রচলন করেন। তাঁহার মতে নিউমোনিয়া রোগকে সমূলে বিনাশ করিবার ক্ষমতা ইহাতে আছে। কলেরা রোগে শীতলাবস্থায় এই ঔষধ আশু ফলপ্রদ। ডাঃ সেপিং এর মতে এই ঔষধ দ্বারা রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার উত্তেজনা হয় বলিয়া সকল রোগের শীতলাবস্থায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। ডাঃ সেলিং কোল গ্যাসের প্রভাবে মৃতপ্রায় রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগে দুই তিন মিনিট মধ্যে সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রয়োগ বিধি।

তৈলটী একটু তপ্ত করিয়া লইয়া সেই গরম তৈল আস্তে আস্তে পেটের চামড়ার তলায় ইন্‌জেকসান করিতে হয়।

১ সি, সিতে ১।১৴২ ও ৩ গ্রেণ

২ সি, সিতে ৬ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

ক্যাম্ফর ইন ইথার।

ক্যাম্ফর ইন অয়েলের সকল গুণই ইহাতে বিদ্যমান আছে তবে ইহার ক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত ঔষধ অপেক্ষা অনেক শীঘ্র হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

এই ইন্‌জেকসান সাবকিউটেনাস এবং ইন্ট্রাভেনাস উভয় প্রকারেই হইয়া থাকে।

এক সি, সিতে ১ গ্রেণ ও ২ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

ক্যাফিন সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট্

এই ঔষধ মূত্রকারক, হৃদয় ও মস্তিষ্কের উত্তেজক। ইহা হৃদয়ের মূত্রগ্রন্থির, মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের উত্তেজনা সাধন করে বলিয়া অত্যধিক স্নায়ু দৌর্ব্বল্য, ড্রপ্‌সি, হার্টফেলিওর, কোল্যাপ্স প্রভৃতি রোগে এই

ঔষধের প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হৃৎপিণ্ডের রোগজনিত ড্রপ্সিতে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী কারণ ইহা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের ও মুত্রগ্রন্থির উত্তেজনা সাধিত হয়। তজ্জন্য হৃৎপিণ্ড সবল হয় ও মুত্র-গ্রন্থির উত্তেজনা দ্বারা মুত্র নিঃসরণে সহায়তা করে। কলেরা রোগে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে এই ঔষধ প্রয়োগে আশু প্রস্রাব হইবার সম্ভাবনা।

ইহা বেদনাপহারক বলিয়া মাথাধরা, আধকপালে, স্নায়ুশূল ও বাত বেদনাতে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

সাবকিউটেনাস ইন্জেক্সানরূপে এই ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ২॥০ গ্রেণ

২ সি, সিতে ৫ ও ৭॥০ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

ক্যাফিন সোডিয়াম স্যালিসিলেট।

ইহা বেদনা নিবারক ও অবসাদক। স্যালিসিলেট ও ক্যাফিন সহ-যোগে ইহা প্রস্তুত বলিয়া বাত, স্নায়ুশূল ও শিরঃ পীড়াতে বেদনা নিবা-রণার্থ এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

এণ্ডোকার্ডাইটীশ, পেরিকার্ডাইটীশ প্রভৃতি হৃদরোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সানরূপে ইহা ব্যবহৃত হয়।

১ সি, সিতে ৩ গ্রেণ এবং

২ সি, সিতে ৬ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

ডিজিট্যালিন।

ইহা হৃদয়ের বলবিধায়ক, উত্তেজক ও মুত্রকারক। ইহা হৃদয়ের পেশীগুলির সঙ্কোচন-শক্তি বৃদ্ধি করে ও পেশীগুলীকে সবল করে বলিয়া

হৃদরোগে ইহার প্রয়োগে মহোপকার সাধিত হয়। এই জন্য মাইওকার্ডাইটীস, পেরিকার্ডাইটীস, এণ্ডোকার্ডাটীস, প্রভৃতি হৃদরোগে ইহা অত্যন্ত ফলদায়ক হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে রোগীর মূত্রে এলবিউমিন থাকে কিম্বা হৃদযন্ত্রে চর্ব্বির আধিক্য হেতু হৃদযন্ত্র বিকল হয় সে ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে।

এই ঔষধ সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সানরূপে ব্যবহৃত হয়।

প্রতি সি, সিতে ১/১০০ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

সিঙ্কোনিন বাই হাইড্রোক্লোরাইড।

ইহা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক। সিঙ্কোনা বৃক্ষের ত্বক হইতে কুইনাইন বাহির করিবার পর এই কুইনাইন চিকিৎসা জগতে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকরূপে পরিচিত হয় কিন্তু তখন সিঙ্কোনা ত্বকের অন্যান্য এলকালয়েডগুলি যথা সিঙ্কোনা, সিঙ্কোনিডাইন, কুইনিডিন প্রভৃতির ও যে এই ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান তাহা জানা ছিল না। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে কুইনাইনের অভাব হইলে চিকিৎসা জগতে এই সকল এলকালেয়েড লইয়া পরীক্ষা চলে পরে অনেক গবেষণার পর ইহা প্রমাণিত হয় যে যে সকল ম্যালেরিয়ার কুইনাইনেও প্রতিবিধান হয় না তাহাদেরও সিঙ্কোনিন বাই হাইড্রোক্লোর দ্বারা প্রতিবিধান হইয়া থাকে। ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সানে সিঙ্কোনিন কুইনাইন অপেক্ষা অল্প বেদনাদায়ক এবং ইহার বিষ ক্রিয়াও কম।

প্রয়োগবিধি।

সপ্তাহে দুইবার ৫ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান দেওয়াই বিধি।

১ সি, সিতে ৫ গ্রেণ।

২ সি, সিতে ৭।১/২ ও ১০ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

এমিটিন হাইড্রোক্লোরাইড।

ইহা এমিবিক রক্ত আমাশয় নাশক। ইপিকাক বৃক্ষের মূল হইতে এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। স্যারলিওনার্ড রজার্স এই ঔষধ প্রথমে রক্ত আমাশয়ে ব্যবহার করেন। এমিবাজাত রক্ত আমাশয়েই এই ঔষধ ফলপ্রদ অন্য কোন প্রকার রক্ত আমাশয়ে ইহা কার্য্যকরী হয় না। নূতন এমিবিক রক্ত আমাশয়ে ইহা ইন্দ্রজালের ন্যায় কার্য্যকরী হইলেও পুরাতন কঠিন রোগে ইহা সেরূপ কার্য্যকরী হয় না। ক্যাটার‍্যাল জাণ্ডস ও লিভারের নানা প্রকার বেদনায় ইহার ব্যবহারে উপকার দর্শে। এমিটিন পিত্তঃনিঃসারক বলিয়া যাহাদের যকৃতের ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় না তাহাদের পক্ষে এমিটিন বিশেষ উপকারী। ইহা রক্তরোধক বলিয়া নানা প্রকার রক্তস্রাবে এমিটিনের প্রয়োগ বিশেষ ফলদায়ক। কাশরক্ত, রক্তবমনের অথবা নাসা হইতে রক্তস্রাবে এমিটিন প্রয়োগ দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

প্রয়োগবিধি।

এই ঔষধের সাবকিউটেনাস ও ইন্ট্রামাস্কুলার উভয়বিধি ইন্‌জেক্‌সানই হইয়া থাকে।

১/২ সি, সিতে ১/৪, ১/৩, ১/২ গ্রেণ।

১সি, সিতে ১/২ ও ১ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

ইথিল ইষ্টার মর্হুইক এসিড।

যক্ষ্মা ও কুষ্ঠ এই দুই রোগের জীবাণু নাশ করা অত্যন্ত কঠিন কারণ এই দুই রোগের জীবাণুর গায়ে এমন একটী আবরণ আছে যাহা সাধারণ অম্লক্ষার ভেদে সমর্থ হয় না কেবল মাত্র আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিড জাতীয় অম্লক্ষারই ভেদ করিতে সমর্থ হয়। বহু পরীক্ষায়

পর সার লিওনার্ড আবিষ্কার করেন যে কডলিভার অয়েল হইতে প্রস্তুত ইথিল ইষ্টার অব মর্হুইক এসিড নামক পদার্থ যক্ষ্মা জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে। এই আবিষ্কারের পর অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত ডাক্তারেরা পরীক্ষান্তে ডাঃ লিওনার্ডের অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন।

ডাক্তার ফিলিপ হ্যারি রিকেট্স্ রোগে এই ঔষধ দিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধের ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

১ সি, সি ও ২ সি, সি আম্পূল পাওয়া যায়।

এগ্রো টুইট্রিণ

ইহা রক্তরোধক ও প্রসবের পর রক্তস্রাব রোধক। ইহা আর্গট ও পিটুইটারী সহযোগে প্রস্তুত হয়। ইহা শুদ্ধ আর্গট বা শুদ্ধ পিটুইটারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ঔষধ। গর্ভস্রাব বা প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব নিবারণে ইহা অদ্বিতীয় ক্ষমতা সম্পন্ন। অতিরিক্ত রক্তস্রাব, ফাইব্রোমেটা প্রভৃতি রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

প্রয়োগ বিধি।

এই ঔষধ সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সানরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১ সি, সি { ১/২ সি, সিতে ১/১০০ গ্রেণ আর্গট ও
১/২ সি, সি পোষ্ট পিটুইটারী যুক্ত

আম্পূল পাওয়া যায়।

আর্গটিন সাইট্রাস।

ইহা রক্তরোধক ও প্রসবকারক। ইহা ইউটেরাসের পেশী সমূহের সঙ্কোচক বলিয়া প্রস্রাবের পর রক্তস্রাব বন্ধ করিবার জন্য আর্গটিন সাইট্রাস ইঞ্জেক্সান অতীব সুফলপ্রদ। ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত রক্তস্রাব ও জরায়ুর ফাইব্রয়ড টিউমারে আর্গটীন ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। জরায়ুর

ক্রিয়াহীনতার জন্য প্রসবে বিলম্ব ঘটিলে আর্গটের ব্যবহার চলিতে পারে বটে কিন্তু অন্য কোন কারণে প্রসবের ব্যাঘাত ঘটিলে আর্গট ব্যবহার বিধেয় নহে। এইজন্য বিলম্বিত প্রসবে আর্গট ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

১ সি, সি আম্পুলে ১/১০০ গ্রেণ ঔষধ থাকে।

ফেরি ক্যাকোডিলেট।

ইহা রক্তজনক ও পুষ্টিকারক। এই ঔষধ লৌহ ও আর্সেনিক উভয়ের সহযোগে প্রস্তুত। শরীরস্থ দুর্ব্বল মৃতপ্রায় হিমোগ্লবিনগুলিকে সবল ও সঞ্জীবিত করিবার জন্য লৌহ ও আর্সেনিক উভয়েরই প্রয়োজন হইলে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রক্তহীনতা দূরীকরণার্থ ও ইহার বহুল ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে। প্রতি সি, সিতে ১ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

কুইনাইন এট ফেরি ক্যাকোডিলেট।

ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া রোগী রক্তহীন হইয়া যায়, তখন তাহাকে দেখিলেই তাহার রক্তশূন্য অবস্থা বেশ বুঝা যায়। সেই সময় এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল লাভ হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

এই ঔষধের ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকসান হইয়া থাকে।

এক সি, সিতে তিন গ্রেণ কুইনাইন ও ১ গ্রেণ ফেরি ক্যাফোডিলাস যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

ক্যালোমেল উইথ ক্রিয়ো ক্যাম্ফর এণ্ড এলবোলিন।

ইহা বিশেষ শক্তিশালী উপদংশ-বিশ নাশক ঔষধ। বর্ত্তমান সময়ে উপদংশ রোগ চিকিৎসার্থ নিওস্থালভার্স ন বা তজ্জাতীয় আর্সেনিক ঘটীত ঔষধ সমূহের ব্যবহারের বহুল প্রচলন সত্বেও মার্কারি ঘটীত ঔষধের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে।

এমন অনেক রোগী আছে যাহাদের আর্সেনিক একেবারেই সহ্য হয় না আবার এমন রোগী আছে যাহারা আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া তাহাদের আর্সেনিক সহ্য করিবার ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পায় যে আর্সেনিক আর তাহাদের শরীরে কার্য্যকরী হয় না। এই সকল স্থানে মার্কারির প্রয়োগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু মার্কারির ইন্‌জেকসানে রোগী সাধারণতঃ যন্ত্রণা বোধ করে। সেই কারণ ক্রিয়ো ক্যাম্ফর ও এল-বোলিন যোগে এই ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকসানে বেদনা উৎপন্ন হয় না এবং মার্কারি ব্যবহারের অন্যান্য অন্তরায় জনক কারণও বিদূরিত হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকসান হইয়া থাকে। ১ হইতে ৩ সি সি, পর্য্যন্ত মাত্রায় ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রথমে মাত্র ১ সি, সি ব্যবহার করিতে হইবে। সপ্তাহে দুইবার ইন্‌জেকসান দেওয়ার নিয়ম আছে; তবে মুখ হইতে লালা নিঃসরণ হইতে আরম্ভ করিলে কিছুদিন ইন্‌জেকসান বন্ধ রাখিবে।

প্রতি সি, সিতে ৩/৪ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

গ্রে অয়েল।

ইহাও উপদংশ বিষ নাশক। বিশোধিত খনিজ পারদ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া গ্রে অয়েল প্রস্তুত হইয়া থাকে। উপদংশ বিষনাশকরূপে ইহার ব্যবহারের প্রচলন আছে। কিন্তু ইহার ইন্‌জেকসান অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক।

প্রয়োগ বিধি।

প্রয়োগের পূর্ব্বে এই ঔষধ একটু গরম করিয়া লওয়ার প্রয়োজন কারণ ঈষদুষ্ণ অবস্থায় ইহা সহজেই পিচকারী হইতে শরীরে প্রবাহিত হইতে পারে। গরম করিয়া তারপর আম্পুলটী উত্তমরূপে নাড়িয়া লওয়ার প্রয়োজন। তাহা হইলে পারদ তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশিয়া যায়। প্রথমে অর্দ্ধ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে মাত্রা বাড়াইয়া ২ সি, সি, পর্য্যন্ত ঔষধ দেওয়া যায়। ইহার প্রতি আম্পুলে ১ সি সি, ঔষধ থাকে।

ইথিলেষ্টার চালমুগ্রীক এসিড, ক্রিয়োজোট, ক্যাম্ফর এণ্ড অলিভ অয়েল (ই, সি, সি, ও)

ঔষধগুলির প্রথম অক্ষর লইয়া এই ঔষধকে ই সি, সি, ও বলা হইয়া থাকে। ইহা কুষ্ঠ নাশক। ইহা চালমুগ্‌রার তৈলের সহিত ক্রিয়োজোট, কর্পূর, অলিভ অয়েল মিশাইয়া প্রস্তুত।

চালমুগরা সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে, কুষ্ঠ, একজিমা লুপাস ও স্ক্রফিউলা রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডাক্তার মুর বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেন যে চালমুগরার সহিত কর্পূর, ক্রিয়োজোটাদি ব্যব-

হার করিলে কুষ্ঠের বিশেষ উপকার দর্শে। এই জন্য তাহার আবিষ্কৃত এই ই সি, সি, ও কুষ্ঠরোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই ঔষধে কুষ্ঠরোগ প্রভূত পরিমাণে প্রশমিত হয়।

প্রয়োগবিধি।

ইহার ইন্ট্রামাস্কুলার অথবা সাবকিউটেনাস ইন্জেক্সান হইয়া থাকে। প্রথমে অর্দ্ধ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া ১/৪ সি, সি মাত্রায় বাড়াইয়া ৫ সি, সি পর্য্যন্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১, ২, ৩, বা ৮ সি, সি ঔষধ পূর্ণ আম্পুল পাওয়া যায় এবং ২৫, ৫০ ও ১০০ সি, সি ঔষধ পূর্ণ রবার ক্যাপযুক্ত শিশিও পাওয়া যায়।

ইথিলেষ্টার চালমুগ্রীক এসিড থাইমল এণ্ড অলিভ অয়েল ই, টি, ও

এই ঔষধটীরও ঔষধগুলি আদ্যক্ষর লইয়া ই, টি, ও নামকরণ করা হইয়াছে। ইহাও ডাঃ মুরের আবিষ্কৃত এবং কুষ্ঠ নাশক বলিয়া পরিচিত। ইহাতে কর্পূর নাই এবং ক্রিয়োজোটের পরিবর্ত্তে থাইমল ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে ই, সি, সি, ও হইতেও শীঘ্র ফল পাওয়া যায় কিন্তু ইন্জেক্সানের পর ইন্জেক্সান স্থানে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে।

প্রয়োগবিধি।

ইহার ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্জেক্সান হইয়া থাকে। ইহাও প্রথমে ১/২ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া ১/৪ সি, সি পরিমাণে বৃদ্ধি করতঃ ৫ সি, সি পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১, ২, ৩, ও ৪ সি, সি ঔষধ যুক্ত আম্পুল ও ২৫, ৫০ ও ১০০ সি, সি ঔষধ পূর্ণ রবার ক্যাপযুক্ত শিশিতে করিয়া ঔষধ পাওয়া যায়।

হেক্সামিন।

ইহা জীবাণু নাশক, পরিশোধক ও বিষহর। ইহার অপর নাম ইউরোট্রোপিন। এই ঔষধটী মূত্রাশয় ও মূত্রানলীর পীড়াতে পরিশোধক-রূপে বহুদিন হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সিসটাইটীস, পাইলাইটীস, ইউরিথ্রাইটীস, প্রষ্টাইটীস প্রভৃতি মূত্রাশয়ের পীড়াতে বিষহর ও স্থানীয় পরিশোধকরূপে এই ঔষধটী বিশেষ উপকারী। হেক্‌সা-মিন রক্তের সহিত মিশিয়া দেহে সঞ্চারিত হইলে যে দেহ সর্ব্বপ্রকার রোগ-জীবাণু প্রকোপ হইতে রক্ষা পায় এই তত্ত্ব সম্প্রতি বিজ্ঞান জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। হেক্‌সামিনের প্রভাবে আক্রমণ কারী জীবাণু সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হইলেও আর যে বৃদ্ধি পাইবার সুযোগ পায় না ইহা নিশ্চয়। এই কারণে পিত্তকোষের পীড়া, কর্ণ-রোগ, ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা, ব্রঙ্কাইটীস, চর্ম্মরোগে, সেপ্‌টিসিমিয়া ও সন্তান সম্ভবা নারীর ক্রমাগত বমন প্রভৃতি উপসর্গে ইহার ব্যবহার ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রয়োগবিধি।

তিন চারি দিন অন্তর এই ঔষধের ইন্‌ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সান করিতে হয়। চল্লিশ পারসেণ্ট সলিউসানের পাঁচ হইতে দশ সি, সি পর্য্যন্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

৪০ পারসেণ্ট সলিউসানের ৫ ও ১০ সি, সি আম্পুল পাওয়া যায়।

পারদ ঘটিত হাইড্রাগ বেন্‌জোয়েট, হাইড্রাগ স্যালিসিলেট ও হাইড্রাগ বিন আইয়োডাইড এই তিনটী ঔষধ এখনও উপদংশ জীবাণু নাশক-রূপে প্রভূত প্রচলিত ও আদৃত। অধুনা স্যালভার্সান ও তজ্জাতীয় ঔষধ উপদংশ রোগে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও পারদ

ঘটিত ঔষধের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই পরন্তু অনেক স্থলে প্রয়োজনীয় বলিয়াই অনুভূত হয়। বিষনাশ করিতে স্যালভার্সনের ক্ষমতায় কুলাইতেছে না এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। আবার এমন বহুরোগীও আছে যাহাদের দেহে আর্সেনিক ঘটিত কোন ঔষধ বিশেষতঃ স্যালভার্সন জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে। এই সকল স্থলে পারদ ঘটিত ঔষধই একমাত্র ভরসা। স্যালভার্সনের সহযোগে পাল্টা ঔষধরূপে পারদ ঘটীত ঔষধ ব্যবহারে অনেক সময় বেশ সুন্দর ফল পাওয়া যায়। উপরোক্ত ঔষধ তিনটীর মধ্যে হাইড্রাগ বেন্জোয়েট ও হাইড্রাগ বিন আয়োডাইড সহজে দ্রবনীয় নহে। হাই-ড্রাগ স্যালিসিলেটের বিষক্রিয়া কম হইলেও ইহার বেদনাহর গুণ থাকায় অন্যান্য পারদ ঘটীত ঔষধ আপেক্ষা ইহা কম বেদনাদায়ক। ইহার সহিত ক্রিয়োক্যাম্ফার যোগ করিলে তাহার ইন্‌জেক্‌সান প্রায় বেদনাহীন হয়। অদ্রবনীয় পারদ ঘটিত ঔষধ গুলির একটী দোষ দেখা যায়। ইহারা সর্ব্বত্র সমান শক্তি সম্পন্ন হয় না। শরীরের মধ্যে মিশিয়া কার্য্য দেখাইতেও ইহাদের অধিক সময় লাগে। সেই কারণ পারদের বিষ ক্রিয়া অধিক দিন শরীরে বিদ্যমান থাকে।

হাইড্রাগ বেঞ্জোয়েট।

উপরোক্ত পারদ ঘটিত উপদংশ বিষঘ্ন ঔষধ তিনটীর মধ্যে ইহা একটী এবং ইহা সহজে দ্রবনীয় নহে। অদ্রবনীয় পারদ ঘটিত ঔষধগুলির দোষ ইহাতেও বিদ্যমান।

প্রয়োগবিধি।

এই ঔষধ ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সানরূপে ব্যবহৃত হয়। এক সি, সিতে ১/৬ গ্রেণ ও ১/১ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

হাইড্রাগ স্যালিসিলেট
(ক্রিয়োক্যাম্ফর ও এলবোলিনযুক্ত)
প্রয়োগবিধি ও মাত্রা।

সপ্তাহে একবার এই ঔষধ ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সানে ব্যবহৃত হয়. ১/২ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বাড়াইয়া ১ সি, সি পর্য্যন্ত ব্যবহার চলে।

প্রতি সি, সিতে ১ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

হাইড্রাগ বিন আইয়োডাইড।

আইয়োডাইড যুক্ত পারদ বলিয়া ইহা উপদংশিকবিষে অধিক উপযোগী। একই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া পারদ ও আইয়োডাইড ব্যবহারের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার ব্যবহারেরও অন্তরায় আছে। ইহা ক্ষিপ্র শরীরে মিশিয়া যায় বলিয়া একসঙ্গে অধিক মাত্রার প্রয়োগ সম্ভব নহে। সেইজন্য প্রত্যেক ইনজেক্‌সানে ঔষধের মাত্রার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার একান্ত প্রয়োজন। ইহার মাত্রা অল্প বলিয়া ঘন ঘন ইন্‌জেক্‌সান এমন কি প্রত্যহ ইন্‌জেক্‌সানের প্রয়োজন হয় বলিয়া অনেক রোগী নারাজ হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহারও ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেকসান হইয়া থাকে। এক সি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বাড়াইয়া তিন সি, সি পর্য্যন্ত ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ১/৬, ১/৩ ও ২/৩ গ্রেণ এবং

২ সি, সিতে ২।১/২ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

হাইয়োসাইন হাইড্রোব্রোমাইড।

ইহা মাদক, অবসাদক, নিদ্রাকারক ও মস্তিষ্কের-উত্তেজনা নিবারক। ইহাকে স্কপোল এমিন হাইড্রোব্রোমাইডও বলে। মস্তিষ্কের উত্তেজনা নিবারিত করিয়া নিদ্রানয়নের উদ্দেশ্যে ইহা ম্যানিয়া, এপিলেপ্সি, ডিলিরিয়াম, নিদ্রাহীনতা, উন্মত্ততা, কোরিয়া, প্রসবের পর উন্মত্ততা, প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। মস্তিষ্কের উত্তেজনার জন্য যে কোন রোগে রোগী যখন ভুল বকিতে থাকে, চিৎকার করিতে থাকে কিম্বা আদৌ নিদ্রা যাইতে সমর্থ হয় না তখন এই ঔষধ ইঞ্জেক্সান করিলে রোগী সহজেই সুস্থ হইয়া সুখে নিদ্রা যায়। ইহা অবসাদক ও শ্বাস-প্রশ্বাস-গতি হ্রাস করে বলিয়া সাবধানতার সহিত এই ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

প্রয়োগ বিধি।

সাধারণতঃ ইহার সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে। ইহার মাত্রা ১/২০০ গ্রেণ হইতে ১/১০০ গ্রেণ পর্য্যন্ত।

প্রতি সি, সিতে ১/১০০ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

আয়রণ আর্সেনাইট।

রক্তবর্দ্ধক, পরিবর্ত্তক ও জ্বর নিবারক। লৌহ ও আর্সেনিক উভয়েরই রক্তজনন শক্তি আছে। সেই জন্য রুগ্ন ও দুর্ব্বল হিমোগ্লোবিনকে নব শক্তি দান করিবার ক্ষমতা উভয় দ্রব্যেই বর্ত্তমান। নির্ব্বীর্য্য রক্তকে বীর্য্যবান করিতে এবং নব রক্ত সৃজন করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিতে ইহাদের ক্ষমতা আশ্চর্য্যজনক। সেজন্য যে সমস্ত পীড়ায় আর্সেনিক কিম্বা লৌহ প্রযুক্ত হইয়া থাকে সে সমস্ত পীড়ায় ইহার প্রয়োগ অতীব ফলদায়ক। রক্তহীনতা, ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, উপদংশ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া দেহস্থ রক্তের বীর্য্যহীন অবস্থা হইলে, স্ক্রফিউলা, পেনেগ্রা প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ ফল দর্শে।

প্রয়োগ বিধি ও মাত্রা।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হয়। ১/২ সি, সি, হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বাড়াইয়া ১ সি, সি পর্য্যন্ত ইন্‌জেক্‌সান করা যায়।

এক সি,সিতে ১ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

আয়রণ আর্সেনাইট উইথ নিউক্লিন।

ইহাও পূর্ব্বোক্ত ঔষধের গুণসম্পন্ন এবং ঠিক পূর্ব্বোক্ত ঔষধের ন্যায় রোগ সমূহে ও অবস্থায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহারও ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ১ গ্রেণ ঔষধযুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

আয়রণ আর্সেনাইট উইথ ষ্ট্রীকনাইন।

ইহাও আয়রণ আর্সেনাইটের তুল্য গুণসম্পন্ন বলিয়া উহার ব্যবহারানুরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে। ১ সি, সিতে ১ গ্রেণ আয়রণ আর্সেনাইট ও ১/৬০ গ্রেণ ষ্ট্রীকনাইন যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

আয়রণ সাইট্রেট্।

যে সমস্ত রক্তহীন রোগীর লৌহের প্রয়োজন হইলেও আর্সেনিক সহ্য করিবার ক্ষমতা নাই তাহাদিগের উপর আয়রণ আর্সেনাইটের পরিবর্ত্তে আয়রণ সাইট্রেট প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত। প্রস্রাবে এলবিউমিন থাকিলে আর্সেনিক দেওয়া বিধেয় নহে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

প্রতি সি, সিতে ২ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

আইয়োডিন সলিউসান।

সর্ব্বপ্রকার সেপ্টিক অবস্থা নিবারণ করিতে, শরীরস্থ রক্তের শ্বেত কণিকা বৃদ্ধি করিতে ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ। এনসেফালিটিস লেথার্জিকা রোগের ইহা মহৌষধ। পূর্ব্বে কালাজ্বরে রক্তের শ্বেতকণিকা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে টি, সি, সি, ও ব্যবহৃত হইত কিন্তু উহা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া উহার পরিবর্ত্তে আইয়োডিন সলিউসান ব্যবহৃত হয় কারণ আইয়োডিন ব্যবহারে কোন জ্বালা যন্ত্রণা নাই।

প্রয়োগ বিধি ও মাত্রা।

ইহার ইণ্ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে। প্রথমে ১ সি, সিতে ৩ ফোঁটা আইয়োডিন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বাড়াইয়া ১০ ফোঁটা পর্য্যন্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ৩, ৫ ও ১০ মিনিম ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

মর্ফিন সালফেট।

ইহা বেদনাহর, নিদ্রাকর্ষক ও মাদক। বেদনা নিবারণার্থ মর্ফিয়ার সদৃশ ঔষধ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। হঠাৎ আঘাত জনিত তীব্র বেদনা, নূতন ক্ষতের অসহ্য বেদনা, মূত্রাশ্মরী, পিত্তশীলা প্রভৃতি শূল বেদনা (কলিক) স্নায়ব বেদনা, (নিউর্যালজিয়া) প্রভৃতি রোগে যাতনা নিবারণার্থ ব্যবহৃত হয়। নিদ্রাহীনতা, মস্তিষ্কের উত্তেজনা ও ক্ষণিক উন্মত্ততা নিবারণার্থ ইহা নিদ্রাকারকরূপে ব্যবহৃত হয়। ফুসফুসের জলীয় স্ফীতি থাকিলে কিম্বা মূত্রে এলবিউমিন থাকিলে এবং সর্ব্বাবস্থার শিশু-

দিগের পক্ষে মর্ফিয়া প্রয়োগ অবিধেয়। মর্ফিয়ায় মাদকতা গুণ বিদ্যমান থাকায় বারম্বার ইন্‌জেক্‌সানে নেশা হইবার সম্ভাবনা সেইজন্য যে সকল স্থলে রোগীকে আবিষ্ট রাখার প্রয়োজন সে সকল স্থল ব্যতীত অন্য স্থলে বারম্বার মর্ফিয়ার ইন্‌জেক্‌সান করা উচিত নহে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ১/৪ গ্রেণ, ১/৩ গ্রেণ ও ১/২ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

মর্ফিণ সাল্‌ফ উইথ এট্রোপিন।

মর্ফিয়া ব্যবহার করিয়া কখন কখন বমনেচ্ছা ও কোষ্ঠ কাঠিন্য উপস্থিত হয়। কিন্তু এট্রোপিন সহযোগে মর্ফিয়া ব্যবহার করিলে এই সকলের প্রতিরোধ হয়। ইহার প্রয়োগে রোগীকে অজ্ঞান করিবার প্রয়োজন হইলে ইহার ব্যবহারের পূর্ব্বে এক মাত্রা এট্রোপিন ইন্‌জেক্‌সান করিয়া লইলে অনেক সুবিধা হয়। অল্প ইথার ব্যবহারেও কার্য্যসিদ্ধি হয়। জ্ঞান হওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অস্ত্রোপচারের বেদনা অনুভূত হয় না এবং ইথার প্রয়োগ হেতু বমন বহুল পরিমাণে কম হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান ব্যবহৃত হয়।

এক সি, সিতে যথাক্রমে ১/৪ গ্রেণ মর্ফিন ও ১/২০০ গ্রেণ এট্রোপিন
১/৩ গ্রেণ মর্ফিন ও ১/১৫০ গ্রেণ এট্রোপিন
ও ১/৪ গ্রেণ মর্ফিন ও ১/১০০ গ্রেণ এট্রোপিন
যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

মাস্ক ইন ইথার।

ইহা হৃদযন্ত্রের উত্তেজক, কামোদ্দীপক ও মূত্রকারক। যখন অত্যন্ত দুর্ব্বলতা বশতঃ হৃদযন্ত্র প্রায় অবল হইয়া আসে, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হয়, বুকে হৃদস্পন্দন অতিরিক্ত হইতে থাকে তখন এই ঔষধের ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্জেক্সানে অত্যন্ত উপকার দর্শে। টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, প্রভৃতি রোগে যখন হৃদযন্ত্রের দুর্ব্বলতা অত্যন্ত অধিক হয় তখন এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করা যায়।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্জেক্সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ১/৪ গ্রেণ ও ১/২ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ড একস্ট্রাক্ট (পোষ্টিরিয়ার)

ইহা জরায়ু সঙ্কোচক, হৃৎপিণ্ডের বলকারক, রক্তরোধক ও মূত্রকারক। পিটুইট্রিন অতি উৎকৃষ্ট জরায়ু সঙ্কোচক ঔষধ। জরায়ুর ক্রিয়ার ক্ষীণতার জন্য যে স্থলে বিলম্বিত প্রসবের সম্ভাবনা দেখা যায় সে স্থলে পিটুইটারী ইনেজেক্সানে জরায়ুর সঙ্কোচন ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া প্রসব ক্রিয়া সহজ হয়। প্রসবের পর অত্যধিক রক্তস্রাব বন্ধ করিতেও ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কলেরা রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেলে পুনরায় সহজে প্রস্রাব নিঃসরণ করাইতে হইলে ইহার তুল্য ঔষধ আর নাই। কাডি ও রিন্যাল রোগে মূত্রাশয়ের ক্রিয়া ক্ষীণ হইলে ইহার ব্যবহারে মূত্রাশয় পুনরায় সবল ও ক্রিয়াশীল হয়। ইহার প্রয়োগে ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধি পায় এবং ধমনীতে দ্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালিত হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সান দেওয়া হইয়া থাকে

১ সি, সিতে ১/২ সি, সি ও ১ সি, সি ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

পোট্যাসিয়াম এন্টিমনি টার্ট।

কালাজ্বর, ইয়স, বিলহার জিয়াসিস প্রভৃতি রোগে এই ঔষধ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার বিষক্রিয়া সোডিয়াম এন্টীমনি টার্ট হইতে অধিক বলিয়া সচরাচর ইহা ব্যবহৃত না হইয়া সোডিয়াম এন্টীমনি টার্টই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তবে যে সকল স্থলে সোডিয়াম এন্টিমনি টার্টের ক্রিয়ায় রোগ-জীবাণু অভ্যস্ত হইয়া পড়ে সেই সকল ক্ষেত্রে পোট্যাসিয়াম এন্টীমনি টার্টের ব্যবহার হইয়া থাকে এবং ইহার ব্যবহারেও অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

২ পারসেণ্ট ঔষধ যুক্ত সলিউসান পূর্ণ ১ সি, সি ও ২ সি, সি আম্পূল পাওয়া যায়।

রিডিষ্টিল্ড একোয়া।

কুয়ার জল কিম্বা কলের জল কেবলমাত্র ফুটাইয়া ব্যবহৃত করা উচিত নহে। তাহাতে খনিজ বা অন্য প্রকার বস্তু জলের সহিত থাকিয়া যাইতে পারে বলিয়া রোগীরও অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে। সেই জন্য বিশুদ্ধ পরিশ্রুত জল অত্যন্ত সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পুনরায় পরিশ্রুত করা আবশ্যক, এইরূপে দুইবার যত্নের সহিত পরিশ্রুত হইলে সেই জল ইঞ্জেক্সানের জন্য নির্ভয়ে ব্যবহার করা যায়।

২, ৩, ৫, ১০, ১৫, ২০, সি, সি আম্পূল পাওয়া যায়।

স্কোপল এমিন হাইড্রোক্লোরাইড।

ইহা স্নায়ুর উত্তেজনা নিবারক ও নিদ্রাকর্ষক। মস্তিষ্কের অত্যধিক উত্তেজনা হেতু নিদ্রাহীনতা, মানসিক বিকার, উন্মত্ততা প্রভৃতি রোগে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

এই ঔষধের সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ১/২০০ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

ষ্টেরিলাইজ্‌ড নর্ম্মাল সলিউসান।

এই সলিউসান শরীরের ভেনের মধ্যে, গুহ্যদ্বার মধ্যে কিম্বা চামড়ার তলায় ইঞ্জেক্ট করিলে কোল্যাপ্স বা হিমাঙ্গ অবস্থায় অথবা কলেরায় রক্তে জলীয়াংশের অভাবে হস্তপদাদিতে খিল ধরা প্রভৃতি উপসর্গের প্রতিকার করে। ইউরিমিয়া, এক্লাম্পসিয়া, প্রসবের পর অতিরিক্ত রক্তস্রাব, অস্ত্রোপচারের পর রক্তপাত জনিত দুর্ব্বলতা প্রভৃতিতে স্যালাইন ইন্‌জেক্‌সানে প্রভূত উপকার সাধিত হয়। অটো ইন্‌টক্সিকেসান এবং টক্সিমিক অবস্থায় ইহার প্রয়োগে মূত্রাশয় ক্রিয়াশীল হইয়া দেহজাত বিষ নির্গত করিয়া দিতে সাহায্য করে। হিমাঙ্গ অবস্থায় যাহাতে রক্তের চাপ কমিয়া না গিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তজ্জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। নর্ম্যাল স্যালাইন সলিউসান কলেরা রোগেও প্রভূত উপকারী হইয়া থাকে। সময়ে প্রয়োগ করিতে পারিলে ইহা কলেরায় অব্যর্থ কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সোডিয়াম ক্লোরাইড বা বিশুদ্ধ লবণ আমাদের দেহ গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। ইহা রক্তের জলীয়াংশের উপাদানরূপে আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে। এক পাইণ্ট পরিস্রুত জলে ৮০ গ্রেণ পরিশুদ্ধ লবণ প্রদান করিলে নর্ম্যাল স্যালিউসান প্রস্তুত হয়। এই সলিউসান দেহস্থ রক্তের সহিত

সমান অসমোটিক প্রেসারের হয় বলিয়া ইহাকে আইসোটোনিক সলিউসান বলে।

ফুসফুসের স্ফীতি থাকিলে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

১০, ১৫, ও ২০ সি, সির আম্পুল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম এন্টিমনি টার্ট।

ইহা কালাজ্বর বীজাণুর ধ্বংশ কারক। এন্টিমনি কালাজ্বর ও অনান্য সর্ব্বপ্রকার লিসম্যান জীবাণু ঘটিত রোগের মহৌষধ; ফাইলেরিয়া রোগেও ইহার প্রয়োগ সুফলপ্রদ। সম্প্রতি কালাজ্বরের প্রায় সকল বিশেষজ্ঞই একবাক্যে স্বীকার করেন যে এন্টিমনি কালাজ্বর জীবাণু সবংশে নিধনে সম্যক সমর্থ। সোডিয়াম এন্টীমনি টার্ট সহজে ও সফলতার সহিত ব্যবহার করা যায় বলিয়া অন্যান্য এন্টীমনি ঘটিত ঔষধ অপেক্ষা ইহার প্রচলন অধিক।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে। ইন্জেক্সান কালে বিশেষ সবাধানতার প্রয়োজন। কারণ সিরিঞ্জ বাহির করিয়া লইবার সময় যদি এক আধ ফোঁটা ঔষধও পেশীর মধ্যে পড়িয়া যায় তাহা হইলে সেই স্থানে অত্যন্ত প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং পেশীটী পাকিয়া উঠিবারও সম্ভাবনা থাকে।

দুই পার্সেণ্ট সলিউসানের ১ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ মাত্রা হিসাবে বাড়াইয়া পাঁচ সি, সি পর্য্যন্ত ইন্জেক্সান করা যায়।

১ পার্সেণ্ট সলিউসানের ১ ও ২ সি, সি ও।

২ পার্সেণ্ট সলিউসানের ১/২, ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ সি, সি ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম এন্টিমনি টার্ট উইথ ইউরিথেন।

পেশীর প্রদাহ উৎপাদন করে বলিয়া এন্টীমনি পেশী মধ্যে ইঞ্জেক্ট করা চলে না ও সধরেণতঃ ইহার ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে। কিন্তু শিশুদিগের ভেন খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর অথবা তন্মধ্যে ইন্‌জেক্‌সানের সুবিধা হয় না। সেই জন্য ইউরিথেন অথবা ক্রিয়ো ক্যাম্ফর সাহায্যে সোডিয়াম এন্টিমনি টার্টকে ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সানের উপযোগী করিয়া লওয়া হয় এবং উহা এই সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হয়।

দুই পার্সেণ্ট সলিউসান যুক্ত ১ ও ২ সি, সি আম্পূল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম এন্টিমনি টার্ট উইথ এলবোলিন এণ্ড ক্রিয়ো ক্যাম্ফর।

ইহার ব্যবহারের স্থলের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ২ পার্সেণ্ট সলিউসান যুক্ত ১/২. ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ সি, সি আম্পূল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম ক্যাকোডিলেট।

ইহা আর্সেনিক ঘটীত পুষ্টিকারক ঔষধ। আর্সেনিক ঘটীত সাধারণ ঔষধের ন্যায় ইহার বিষ ক্রিয়া প্রবল হয় না পরন্তু ঔষধ মধ্যস্থ আর্সেনিক শারীরাভ্যন্তরে ধীরে ধীরে মুক্তি লাভ করে বলিয়া অন্যান্য আর্সেনিক ঘটীত ঔষধ অপেক্ষা এই ঔষধস্থ আর্সেনিক রোগীর দেহে অনেক বেশী পরিমাণে প্রয়োগ করা চলে। সেই জন্য রক্তাল্পতা ম্যালেরিয়া, নিউরাস্থানিয়া, প্যারালিসিস, এজিট্যানস, প্রভৃতি রোগে ইহা ব্যবহার হয়। নানা প্রকার চর্ম্মোরোগে ও হাঁপানিতে ইহার ব্যবহারে উত্তম ফললাভ হয়। এই সমস্ত রোগের জন্য ৩/৪ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল ব্যবহারই বিধেয়।

১ সি, সিতে ২১১/২ গ্রেণ ও ৩ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল উপদংশ রোগের চিকিৎসাতে ব্যবহৃত হয়। একবার পারদ ঘটিত ঔষধ ও একবার এই ঔষধ এইরূপে ব্যবহার করিলে উপদংশ রোগ অতি সহজে আরোগ্য হয়।

যে সব ম্যালেরিয়া কুইনাইনে আরোগ্য হয় না সেই সব ম্যালেরিয়াতে উপদংশের মাত্রায় এই ঔষধ ব্যবহার করিলে বিশেষ ফললাভ হয়।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

৩/৪, ২১১/২ ও ৩ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম গ্লিসিরোফস্ফেট্।

ইহা স্নায়ু দৌর্ব্বল্য নাশক, বলকারক ও দেহকোষ সৃষ্টিকারক। শরীরে ফস্ফারাসের অভাবজনিত সকল রোগে উপকারক। ফস্ফারাস স্নায়ু ও মস্তিষ্কের পোষক। সেইজন্য সর্ব্বপ্রকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে ও মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যে ইহা আশু উপকারক। নিউর্যালজিয়া, লাম্বেগো, রক্তহীনতা ও ফস্ফেটোরিয়া প্রভৃতি রোগে ইহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্‌সান হয়।

১ সি, সিতে ১১/২ ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম গাইনোকার্ডেট

সোডিয়াম হিডনোকার্পেট ও সোডিয়াম সয়েট।

এই ঔষধ দুইটী কুষ্ঠরোগ নাশক। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই চালমুগ্‌রাঘটিত ঔষধ কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

কিন্তু চালমুগ্‌রা ঘটিত ঔষধ খাইলে বমনোদ্রেক হয়। ডাক্তার স্যার লিওনার্ড রজার্স প্রথমে সোডিয়াম গাইনোকার্ডেট নামক চালমুগরার যৌগিক রসায়নিক লবণ প্রস্তুত করেন এবং পরে সয়াবিন নামক সিম-জাতীয় ফলের তৈল হইতে সোডিয়াম সয়েট নামক যৌগিক রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি করেন। উভয় ঔষধই কুষ্ঠরোগে ব্যবহার করিয়া উত্তম ফললাভ করা গিয়াছে।

প্রয়োগ বিধি।

এই দুই ঔষধের ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে। ৩ পার্সেণ্ট সলিউসানের ১, ২, ৩ ও ৫ সি, সি আম্পূল পাওয়া যায় এবং ১০ ও ৩০ সি সি যুক্ত রবার ক্যাপযুক্ত শিশি পাওয়া যায়।

সোডিয়াম মার্হুয়েট।

কুষ্ঠ ও যক্ষ্মারোগের জীবাণুগুলির এইরূপ একটা গাত্রাবরণ আছে যাহা ভেদ করিয়া কোন এসিডাই ক্রিয়া করিতে পারে না। প্রথমে ডাক্তার লিওনার্ড রজার্স কুষ্ঠরোগ জীবাণুর উপর আন স্যাচুরেটেড ফ্যাটী এসিড সমূহের ক্রিয়া দর্শনে যক্ষ্মা জীবাণুর উপরও এই এসিড সমূহের ক্রিয়া ফলবতী হইবার আশা করিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। বহু গবেষণায় আবিষ্কার করেন যে কর্ড মৎস্যের চর্ব্বি হইতে প্রাপ্ত মোর্হুইক এসিড ও তাহা হইতে প্রস্তুত যৌগিক লবণ সোডিয়াম মোর্হুয়েট যক্ষ্মা-জীবাণু ধ্বংশের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। এই আবিষ্কারের পর বহু স্থানের ডাক্তারেরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস, ইন্ট্রামাস্কুলার ও ইন্ট্রাভেনাস ত্রিবিধ ইন্‌-জেক্‌সানই হইয়া থাকে।

মাত্রা।

প্রথম মাত্রা সাধারণতঃ অর্দ্ধ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া ১/২ সি, সি মাত্রা বাড়াইয়া ৪ সি, সি পর্য্যন্ত ইন্‌জেক্‌সান করা হয়। ইঞ্জেক্সানের পর প্রবল প্রতিক্রিয়া থামিয়া রোগী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে পর দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করিতে হয়। ইন্‌জেক্‌সানের পর জ্বর হয়। এই জ্বর থামিয়া না গেলে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ নিষিদ্ধ। এই কারণে অনেক সময়ে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইন্‌জেক্‌সান স্থগিত রাখার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

৩ পার্সেণ্ট সলিউসানের ১, ২, ৩ ও ৫ সি, সি আম্পূল পাওয়া যায় এবং ১০, ২৫ সি, সি রবার ক্যাপযুক্ত শিশি পাওয়া যায়।

সোডিয়াম মনোমিথিল আর্সেনেট।

ইহা বলকারক, রক্তশোধক ও পরিবর্ত্তক। ইহা এলোপ্যাথিক ঔষধাবলীর অন্তর্গত আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ। এই সিরিজের আর্সেনিক অণু রাসায়নিক সংযোগে কার্ব্বণ অণুর সহিত মিলিত থাকায় ইহার বিষ-ক্রিয়া আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ অপেক্ষা কম। ইহা সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগে, যক্ষ্মা, রক্তহীনতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও রক্তের শ্বেত কণিকার অভাব জনিত রোগ সমূহে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধ।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে। প্রথমে ১/৬ গ্রেণ মাত্রায় আরম্ভ করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ ১৷১/২ গ্রেণ প্যর্যন্ত ইন্‌জেক্‌সান করা যাইতে পারে। রেটিনার কোনরূপ দোষ থাকিলে, মূত্রাশয়, যকৃত ও রক্ত চলাচলের নলীর কোন পীড়া থাকিলে এই ঔষধ প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

১ সি, সিতে ১/৬ গ্রেণ, ১/২ গ্রেণ, ৩/৪ গ্রেণ ও ১১/২ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

ষ্ট্রোফ্যানথিন।

ডাক্তার ফ্রেজার সর্ব্বপ্রথম ডিজিট্যালিসের পরিবর্ত্তে নিউক্রাইটীস রোগে হৃদযন্ত্রের বলবিধানার্থ ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শরীরে সঞ্চিত হইয়াও কোনরূপে বিষক্রিয়া না করায় এবং একমাত্রা ঔষধের ক্রিয়া বহুক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় হৃদরোগে এই ঔষধের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডিজিট্যালিসের দোষ সমূহ ইহাতে বিদ্যমান নাই এবং অনেক স্থলে ডিজিট্যালিসের ব্যবহার নানা কারণে নিষিদ্ধ বিশেষতঃ সেই সেইস্থলে এই ঔষধ খুব আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইন্ট্রাভেনাস বা ইন্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ১/৩০ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

ষ্ট্রিকনিন সালফেট্।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াবন্ধ হইবার উপক্রম করিলে এই ঔষধের ব্যবহারে পুনরায় হৃদপিণ্ডে উত্তেজনার সঞ্চার হয় বলিয়া কলেরা ও সর্পদংশনের ফলস্বরূপ হৃদপিণ্ডের অবসাদ দেখা দিলে ইহার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়। উপযুক্ত সময়ে ইহার প্রয়োগ দ্বারা অনেক আসন্ন রোগী মৃত্যুর করাল কবল হইতে অব্যাহতি লাভে সমর্থ হইয়াছে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

১ সি. সিতে ১/১০০, ১/৬০ ও ১/৩০ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

ষ্ট্রিক্নিয়া এণ্ড ডিজিট্যালিন।

এই ঔষধও হৃদপিণ্ডের অবসন্নাবস্থায় উত্তেজক বলিয়া কলেরা ও সর্পদংশনে হার্টফেলিওরের সম্ভাবনা দেখিলে হৃদযন্ত্রকে কিছু সময়ের জন্য স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ষ্ট্রিকনিয়া ১/৬০ গ্রেণ ও ডিজিটাালিন ১/১০০ গ্রেণ এবং ষ্ট্রিকনিয়া ১/১০০ গ্রেণ ও ডিজিট্যালিন ১/১০০ গ্রেণ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম থিয়োসালফেট্।

স্যালভার্সান প্রয়োগের ফলস্বরূপ চর্ম্মরোগ দেখা দিলে ইহার প্রয়োগ দ্বারা উপকার সাধিত হয়। ইহা আমবাত, নানাপ্রকার চর্ম্ম-রোগ ও স্ফোটকে ব্যবহৃত হয়। ডাক্তার লান্‌জে ইহা হাইড্রোসিয়ানিক এসিড বিষের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করার উপদেশ দেন।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রাভাস্কুলার ইন্‌জেক্সান হইয়া থাকে।

১ সি, সিতে ৯/২০ গ্রাম ও ১/২ গ্রাম ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

সোডিয়াম স্যালিসিলেট।

ইহা বাতঘ্ন, বেদনা নিবারক ও জ্বর নাশক। বাত ও তজ্জনিত বেদনা নিবারণ করিতে ইহার ন্যায় ঔষধ আর নাই। স্ফীতি জনিত

বাত জ্বরে ইহার ব্যবহারে জ্বরের প্রকোপ প্রশমিত হয়, রোগ, বেদনা ও শরীরের স্ফীতি অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু জ্বরের বেগ প্রবল থাকিলে ইহাতে কোন ফল দর্শে না। সেরূপ স্থলে জ্বর কমিয়া আসিলে ইহা ব্যবহার করিতে হয়। কোন কোন স্থলে পুরাতন ম্যালেরিয়ায় ইহা কুইনাইন অপেক্ষা অধিক ফলদায়ক হইয়া থাকে। পাথুরী রোগে পাথর গলাইবার উদ্দেশ্যে ইহা সময় সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্নায়ু-শূল লাম্বেগো ও সায়াটিকা রোগে ইহার সমতুল্য ঔষধ বিরল।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইন্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্‌সান হইয়া থাকে।

নিষেধঃ—হৃদরোগে বা মুত্রাশয়ের বিকার থাকিলে অথবা ঔষধ প্রয়োগের ফলে কান ভোঁ ভোঁ করিতে থাকিলে, মাথা ঘুরিলে কিম্বা দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

১ সি, সিতে ১গ্রেণ

২ সি, সিতে ২গ্রেণ ও ৫গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

স্পার্টিন সালফেট্।

ইহা মুত্রকারক বলিয়া সর্ব্বপ্রকার শোথ রোগে ইহা মুত্রকারক ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হয়। হৃদরোগের ফলে শোথ দেখা দিলে ইহার প্রয়োগে খুব উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাইটস্ ডিজিসের প্রথমাবস্থায় অথবা রোগের বেগ প্রবল থাকিলে ইহার প্রয়োগ নিষিদ্ধ। হাঁপানির টান নিবারণোদ্দেশে সময়ে সময়ে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

এই ঔষধের ইন্ট্রামাস্কুলার অথবা ইন্ট্রাভেনাস ইন্‌জেক্সান হইয়া যায়।

১ সি, সিতে ১/২ গ্রেণ ঔষধ যুক্ত আম্পুল পাওয়া যায়।

অয়েল টার্পেণ্টাইন, ক্যাম্ফার, ক্রিয়োজোট এণ্ড অলিভ অয়েল টি, সি, সি, ও

কালাজ্বর চিকিৎসায় ডাক্তার মুর সর্ব্বপ্রথমে এই সকল ঔষধের সংমিশ্রণে উৎপন্ন এই ঔষধের প্রবর্ত্তন করেন। ইহাই ঔষধ গুলির আদ্যক্ষর দ্বারা টি, সি, সি, ও নামে পরিচিত। কালাজ্বরে ভুগিয়া যখন রোগী এরূপ অবস্থায় আসে যখন তাহার রক্তস্থ শ্বেত কণিকা বৃদ্ধির একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে তখন এই ঔষধ গ্লুটিয়াল মাসেলে ইঞ্জেক্ট করিলে প্রভূত ফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার প্রয়োগের পর প্রয়োগ স্থলে অত্যন্ত প্রদাহ হয় এবং যন্ত্রণাদায়ক স্ফোটক উৎপন্ন হয় বলিয়া রোগী বিশেস আপত্তি করে।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার ইণ্ট্রামাস্কুলার ইন্‌জেক্সান হইয়া থাকে। ৪।৫ দিন অন্তর ইন্‌জেক্সান দিতে হয়। ১/২ সি, সি হইতে আরম্ভ করিয়া ৩ সি, সি পর্য্যন্ত ঔষধ ব্যবহার করা চলে।

১ ও ২ সি, সি আম্পুল ও ১০ ও ২৫ সি, সি রবার ক্যাপ যুক্ত শিশি পাওয়া যায়।

ভ্যালেরিয়ান।

ইহা স্নায়ুর উত্তেজনা নিবারক ও স্নায়ু বলবর্দ্ধক। যখন স্নায়ুর অত্যধিক উত্তেজনার ফলে হিষ্টিরিয়া, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয় তখন এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। টিটেনাস রোগে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ।

প্রয়োগ বিধি।

ইহার সাবকিউটেনাস বা ইন্ট্রামাস্কুলার ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

১/২ ও ১ সি, সি ঔষধ যুক্ত আম্পূল পাওয়া যায়।

ইউরিয়া এণ্ড কুইনাইন ডাইড্রোক্লোরাইড।

ইহা বেদনা নিবারক ও যন্ত্রণাজ্ঞান নাশক বলিয়া অস্ত্রোপচারের পূর্ব্বে যন্ত্রণাবোধ লোপ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রয়োগ বিধি।

১ পার্সেণ্ট সলিউসানের ৫ সি, সি আম্পুল পাওয়া যায়।

এফিড্রিন হাইড্রোক্লোর।

ইহা চীনদেশীয় ঔষধি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আবিষ্কারের পর হইতে সম্প্রতি চিকিৎসা জগতে ইহার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। যে যে স্থলে এড্রিন্যালিন প্রযুক্ত হয় ইহাও সেই সেইস্থানে প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহারে এড্রিন্যালিনের অপেক্ষা সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। এড্রিন্যালিনের তুলনায় ইহার ক্রিয়া শরীরে অধিক কাল-স্থায়ী হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভেক্সিন।

আমরা জীবাণু বিজ্ঞানের পর্য্যালোচনা কালে দেখিতে পাই যে যদিও রোগ-বীজাণু হইতে বহু প্রকার বিভিন্ন রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও রোগের প্রকরণের অনুপাতে রোগ-বীজাণুর সংখ্যা অধিক নহে। এক প্রকারের বীজাণু হইতে নানা প্রকার উপ

সর্গ সমন্বিত বিভিন্ন প্রকারের রোগ দেখা গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস বীজাণুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বীজাণু হইতে ব্রঙ্কাইটিস, টন্সিলাইটীস, অটাইটীস, ম্যাষ্টোডাইটীস, এণ্ডোকার্ডাইটীস, আরথ্রাইটীস, পেরিটোনাইটীস, লিম্ফ্যাঞ্জাইটীস, এরিসিপিলাস, সেপ্টিসিমিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন উপসর্গ বিশিষ্ট বিভিন্ন রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। যদিও উপাসর্গানুযায়ী রোগগুলির বিচার করিলে ইহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন রোগ এবং ইহাদের নিদান ও বিভিন্ন প্রকারের তত্রাচ জীবাণু তত্ত্বেরদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এসমস্তগুলিই এক বলা যাইতে পারে। এইরূপ বিচার করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর প্রত্যেকেই নানা উপসর্গ সমন্বিত বহু রোগের সৃষ্টিকর্ত্তা। জীবাণু ঘটিত রোগ সমূহের চিকিৎসা করিবার জন্য ভেক্সিন ইঞ্জেক্সান দিবার প্রথা প্রচলিত আছে। আধুনিক চিকিৎসকগণ এই জীবাণু ঘটিত রোগগুলির বিনাশ করিতে এবং বিস্তৃতি নিবারণোদ্দেশে রোগ উৎপাদক বীজাণু হইতে ভেক্সিন বা টিকা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

এই টিকা বা ভেক্সিন কি ?

রোগ-বীজাণুকে বিজ্ঞানাগারে তাহাদের বৃদ্ধির অনুকুল অবস্থায় রাখিয়া উহাদিগকে বহুল পরিমানে বর্দ্ধিত করিয়া লইয়া ঐ সমস্ত জীবাণুকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মারিয়া ফেলিয়া উহাদের সহিত পরিশ্রুত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ লাবণিক দ্রব উপযুক্ত মাত্রায় মিশাইয়া লইলেই উহা ভেক্সিনে পরিণত হয়। এক একমাত্রা ঔষধ দ্রবে রোগজীবাণুর সংখ্যানুপাতে ভেক্সিনের মাত্রা ও শক্তি নির্ণীত হয়।

ভেক্সিন চিকিসার ইতিহাস।

বিখ্যাত চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার ভেক্সিন চিকিৎসার প্রথম আবিষ্কা-

রক। তিনি আবিষ্কার করেন যে গো-বসন্তের বীজ মানব শরীরে সঞ্চারিত করিয়া দিলে ঐ দেহ বসন্ত রোগ নষ্ট ও প্রতিষেধের ক্ষমতা অর্জ্জন করে। ১৭৮৯ খৃঃঅব্দে তিনি ইহা আবিষ্কারে সমর্থ হন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পর মহামতি পাস্তর তাহার আবিষ্কারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগতকে চমৎকৃত করিয়া দেন। তিনি প্রদর্শন করেন যে আনথ্রাক্স রোগের মৃত জীবাণু হইতে প্রস্তুত ভেক্সিন ব্যবহার করিয়া সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বহু পশুকে নিশ্চিত রোগাক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা করা যায়।

ইহার পর ১৮৯০ খৃঃ অব্দে জাপানী ডাক্তার কিটাসাটো ও তদীয় জার্মাণ গুরু বেরিং প্রভৃতির রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাকে সাহায্য করিবার জন্য নূতন উপায়ে ডিপথিরিয়া রোগের জীবাণুনাশক সিরাম আবিষ্কার করেন। ডিপথিরিয়া রোগনাশক এই সিরামের অত্যদ্ভুত রোগনাশক ক্ষমতা দর্শন করিয়া চিকিৎসকগণের মনে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে সিরাম-চিকিৎসার সাহায্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই ধারণা বদলাইয়া গেল এবং জানা গেল সিরামের ক্রিয়া যে অন্য পূঁজকারক রোগ বীজাণু গুলির উপর তেমন ফলদায়ক হয় না। ইহার কিছুদিন পরেই প্রমাণিত হইল যে বীজাণু বিষ দুই প্রকারের যথা অন্তর্বিষ ও বহির্বিষ। পরে কক্, পাস্তর, ইয়ার্সিন, রাইট, রো, নগুচ, লোয়সোঁ, ভুমা, ম্যাসডেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ জীবাণু বিষ ও তাহাদের প্রতিষেধক লইয়া গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিয়া অনেক নূতন তথ্য ও রোগনাশক ও প্রতিষেধক ভেক্সিন ও সিরাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন।

ভেক্সিনের কার্য্যপ্রণালী।

পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশলে আমাদের জীবদেহ এরূপে

গঠিত যে কোনও রোগ-জীবাণু কর্ত্তৃক আমাদের দেহ আক্রান্ত হইলে আমাদের দেহস্থ রক্ত ও তন্তুকোষগুলি আত্মরক্ষার্থ চেষ্টা পায় এবং সেই চেষ্টার ফলে রক্তের সিরাম বা জলীয় অংশে লাইসিন, এগ্লুটিন, প্রেসিপিটিন, আপসোনিন প্রভৃতি রোগ বিষের বিরুদ্ধ গুণ সম্পন্ন পদার্থ সকল উৎপন্ন হয়। যদি আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে এই সকল রোগ বিষের বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন পদার্থ উৎপাদন শক্তি প্রভূত পরিমাণে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের রোগ বীজাণু আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না পরন্তু রোগ বীজাণুগুলি বিপরীত ধর্ম্মাত্মক পদার্থের প্রভাবে শরীরের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়। ইহা শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। গবেষণায় ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে মৃত বা বিনষ্ট রোগজীবাণুকে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেও দেহস্থ রক্ত ও তন্তুকোষ গুলি স্বাভাবিক নিয়মে রোগ বিষের বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন পদার্থ উৎপাদন করিতে থাকে। মৃত জীবাণুগুলি সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেহে যথেষ্ট জীবাণু ঘাতক পদার্থের সৃষ্টি হওয়ায় দেহের এমন একটী অবস্থা হয় যে তখন সজীব জীবাণু কোনও ক্রমে দেহে সঞ্চারিত হইলেও তাহা সহজেই বিনাশ করিবার ক্ষমতা দেহে থাকে। এই জন্য সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব কালে সেই রোগের প্রতিষেধক টিকা সুস্থ দেহেও লইবার বিধি প্রচলিত হইয়াছে।

রোগ জীবাণু কোনও বিশিষ্ট স্থানে আক্রমণ করিলে ঐ আক্রান্ত স্থান হইতে দূরে অবস্থিত সুস্থ তন্তুকোষে সেই রোগের মৃত জীবাণু হইতে প্রস্তুত ভেক্সিন ইন্‌জেক্‌সান করিলে সেই সুস্থ তন্তুতে উদ্ভূত রোগ বিষের বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক পদার্থ সমূহ রক্ত মধ্যে প্রবাহিত হইয়া অসুস্থ কোষে প্রবেশ করে এবং সেই স্থানের রোগ জীবাণুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে দেহ জীবাণুর আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ

করে। এই কারণে রোগনাশক ভেক্‌সিন ব্যবহারের প্রচলন হইয়াছে। ইতাতেই দেখা যাইতেছে ভেক্‌সিন চিকিৎসা দুই প্রকারের যথা রোগ প্রতিষেধক ও রোগ প্রতিকারক। চিকিৎসার্থ যে সমস্ত ভেক্‌সিন ব্যবহৃত হয় প্রকারভেদে তাহারাও সংখ্যায় দুইটী (১) ষ্টক ভেক্‌সিন (২) অটো ভেক্‌সিন। পরীক্ষার দ্বারা রোগীর দেহে যে শ্রেণীর রোগ জীবাণুর অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে ঠিক তাহারই অনুরূপ রোগ জীবাণু অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত হইয়া ভেক্‌সিন আকারে প্রস্তুত করিয়া রোগীর ব্যবহারের জন্য তৈয়ারি রাখিলে সেই ভেক্‌সিনকে ষ্টক ভেক্‌সিন বলে।

রোগীর নিজ দেহ হইতে সংগৃহীত রোগ জীবাণুকে পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করিয়া তাহা হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ভেক্‌সিন প্রস্তুত করিলে তাহাকে "অটো ভেকসিন" বলে। এই দুই প্রকার ভেকসি-নের মধ্যে রোগ প্রশমনের জন্য অটো ভেকসিনের ব্যবহার অধিকতর বিজ্ঞান সম্মত। কারণ ইহা ব্যবহার করিলে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণুর প্রতিবিষ যে নিশ্চিতরূপে ব্যবহৃত হইল সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে ইহার অনেক অন্তরায় আছে। এই ভেকসিন প্রস্তুত করিতে কালবিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা উপযুক্ত স্থানে ভেকসিন প্রস্তুতের জন্য প্রেরণ করিতে কিছু সময় লাগে। তাহার পর পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জীবাণু বৃদ্ধির অবকাশ দিবার জন্য অন্ততঃ ১৮ ঘণ্টা সময় লাগে। যদি পরীক্ষায় এই বৃদ্ধি প্রাপ্ত জীবাণুগুলি দুই তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন জীবাণুর সমাবেশ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় (অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটে) তাহা হইলে আবার প্রত্যেকটী ভিন্ন জীবাণু সম্পূর্ণ আলাহিদা ভাবে আবার বহুল পরিমাণে উৎপাদনের জন্য কালচার করিবার প্রয়োজন হয়। এজন্য আরও সময়ের আবশ্যক অনিবার্য্য হইয়া

পড়েই মূল জীবাণু বিষে যে অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন জীবাণু রহিয়াছে জীবাণুর সেই সংখ্যানুপাতের পরিমাণ স্থির করিয়া পরিমাণ মত ভেকসিন লইয়া সম্মিলিত ভেক্‌সিন প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার পর নব প্রস্তুত ভেকসিন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কি না তাহা জানিবার জন্য পরীক্ষা করিতে হয়। ইহাতে এত সময় লাগে যে ততক্ষণ সময় বিনা চিকিৎসায় অতিবাহিত হইলে রোগ এত বৃদ্ধি পাইতে পারে যে তখন তাহা চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়। সেজন্য রোগ নির্দ্দেশিত হইবামাত্র কোনও বিশ্বস্ত ল্যাবরেটারীর প্রস্তুত ষ্টক ভেক্সিন হইতে অনুরূপ ভেক্সিন লইয়া একটী কি দুইটী ইঞ্জেক্সান দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইতিমধ্যে প্রয়োজন হইলে অটো ভেক্‌সিন প্রস্তুত করিবার জন্য রোগীর দেহ হইতে রোগ-বীজাণুর সংগ্রহ করিয়া ল্যাবরেটারীতে পাঠাইয়া দিলে অটো ভেক্‌সিন প্রস্তুত ও প্রয়োগ সহজ হইবে। স্মরণ রাখা উচিত যে রোগ আক্রমণের অনতিকাল পরে ভেক্‌সিন প্রয়োগ করিলেই অধিকতর সুফল পাওয়া যায় এবং অধিকাংশ স্থলে দীর্ঘসূত্রতার ফল অত্যন্ত খারাপ হইয়া থাকে।

ষ্টক ভেক্সিনের প্রকার ভেদ।

ষ্টক ভেক্সিন তিন প্রকারের :—

(১) সিম্পল বা সরল।

(২) মিক্সড বা মিশ্র।

(৩) পলিভেলাণ্ট বা এক শ্রেণীর অথচ বিভিন্ন মূর্ত্তি বিশিষ্ট রোগ বীজাণুর সমাবেশ।

একই শ্রেণীর ও একই মূর্ত্তির রোগ-জীবাণু যে সমস্ত রোগ উৎপাদন করে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সেই এক শ্রেণীর একই মূর্ত্তির রোগ-জীবাণু

হইতে প্রস্তুত ভেক্সিনকে সিম্পল ভেক্সিন বলে যেমন—টিউবারকিউলীন বা টিউবারকিউলার ভেক্সিন। ইহা একই শ্রেণীর ও একই মুত্তির রোগ-জীবাণু হইতে প্রস্তুত; এই জীবাণুর নাম টিউবার্কেল জার্ম্ম।

বিজ্ঞান জগতে একই শ্রেণীর রোগ-জীবাণু ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয় যথা ষ্টেফাইলোকক্কাস নাশক রোগ-জীবাণু ত্রিমুর্ত্তি বিশিষ্ট। এই তিনটী রূপ যথাক্রমে অরাস (সোণালী) অলবাস (সাদা) ও সাইট্রাস (লেবুর রং) এই নাম করণগুলি রোগ-জীবাণুর বর্ণ ভেদে হইয়াছে। এইরূপে দেখা যায় ষ্টেপ্টোকক্কাস পাঁচ প্রকার ভিন্ন মুত্তিতে আত্ম প্রকাশ করে। এইগুলি যথাক্রমে ভিরিডানস, হেইমোলিটিকাস, পাইওজেনিস, মিউকোসাস ও ফেকলিস। নিউমোক্কাসের ও চারি প্রকার ভেদ।

এই সমস্ত রোগ-জীবাণু যেগুলি ভিন্ন ভিন্ন মুত্তিতে আত্ম প্রকাশ করে সেইগুলি হইতে বেশ ফলপ্রদ ষ্টক ভেক্সিন করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন মুত্তিগুলির সমবায়েই ভেক্সিন প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ সমবায়ে প্রস্তুত ভেক্সিনকে পলিভেলাণ্ট ভেক্সিন বলে। আবার ইহাও দেখা যায় যে দুই তিন প্রকার ভিন্ন শ্রেণীর রোগ-জীবাণু সম্মিলিত আক্রমণে এক বিশেষ রোগের উৎপত্তি হয় যথা সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটীস, প্রভৃতি; স্ফোটক প্রভৃতি পুঁজ উৎপাদক রোগ সমুহ অনেক সময়েই দুই বা ততোধিক রোগ-বীজাণুর সমাবেশে উৎপন্ন হয়। কাজে-কাজেই এই সকল রোগে মিশ্রিত ভেক্সিন ব্যবহারই বিধি।

সংক্রামক রোগাক্রমণ নিবারণার্থ ষ্টক ভেক্সিন।

যে কোন রোগ সংক্রামকরূপে প্রকাশিত হইলে সেই সময়ে আমাদের দেহের রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার মানসে প্রতিষেধকরূপে ষ্টক ভেক্সিন ব্যবহার করিয়া প্রভুত ফললাভ করা যায়। ইহাকেই

প্রোফিল্যাক্‌টিক ভ্যাক্সিনেশান বলে। নিম্নলিখিত রোগ সমুহের আক্রমণ সম্ভাবনা দূরীকরণার্থ রোগ প্রতিষেধক টীকার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

(১) টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড (২) প্লেগ (৩) কলেরা (৪) মাল্টা ফিভার (৫) ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রী (৬) নাসিকা বা গলনালীর ঝিল্লীর প্রদাহ বা ক্যাটার (৭) হে ফিভার (৮) স্কারলেট ফিভার (৯) হুপিং কফ্ (১০) জলাতঙ্ক (১১) এনথ্র্যাক্‌স (১২) কলাইর আক্রমণ।

ভেকসিন ইন্‌জেকসানে অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটী বিষয় :—

(১) ভেকসিন টিউবের গায়ে ভেকসিনের নাম, শক্তি এবং কতদিন পর্য্যন্ত উহা কার্য্যকরী থাকিবে তাহা লিখা থাকে। এখানে নাম বলিতে ভেক্‌সিনের নাম, শক্তি বলিতে প্রতি সি, সিতে কত মিলিয়ান জীবাণু আছে তাহাই বুঝায়। ভেক্‌সিন অধিক দিনের পুরাতন হইলে উহার কার্য্যকরী ক্ষমতার হ্রাস বা লোপ হইয়া যায়। সেইজন্য পুরাতন ভেক্‌-সিন ব্যবহার করা উচিত নহে।

(২) রোগীর অবস্থা ও তন্তুকোষগুলির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা দর্শন করিয়া ভেক্‌সিনের মাত্রা নির্দ্দেশ করিতে হয়। সুতরাং বহু দর্শিতা ও অভিজ্ঞতাই ইহার এক মাত্র পথ প্রদর্শক। তবে প্রতিদিন ভেক্‌সিন ইঞ্জেক্ট করা বিধেয় নহে। অনেক স্থলেই ৫—১০ দিন অন্তর ভেক্‌সিন ইন্‌জেক্ট করা হয়। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ২—১০ দিন অন্তরও ইন্‌জেক্ট করা হইয়া থাকে।

শরীরের উত্তাপ, নাড়ীর বেগ, ও প্রকৃতি, আক্রান্তস্থানের বেদনা ও স্ফীতির পরিমাণ, রোগ যাতনা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঔষধের মাত্রা নির্ণয় করিতে হয়।

নিম্নে প্রদত্ত চার্টটীর প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ভেক্সিন সম্বন্ধে মোটামুটী জ্ঞান লাভের সহায়তা করিতে পারে।

ভেক্সিনের নাম	আপেক্ষিক বিষাক্ততা	মাত্রা	কতদিন অন্তর ব্যবহার চলে
(১) বি কোলাই	অত্যন্ত বিষাক্ত	৫—১৫ মিলিয়ন	২—৫ দিন অবস্থা বিশেষে ১০দিন
(২) নিউমোকক্কাস	কোলাই হইতে কম বিষাক্ত	১০—৫০ মিলিয়ন	১॥—২দিন নূতন আক্রমণে, ১০দিন পুরাতন আক্রমণে
(৩) ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	২ হইতে কম বিষাক্ত	২০—৬০ মিলিয়ন	৭—১৪দিন (সাধারণতঃ); কোন কোন স্থলে ১দিন
(৪) ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস	৩ হইতে কম বিষাক্ত	১০০—১০০০ মিলিয়ন	৭—১৪ দিন
(৫) গণোকক্কাস	৪ হইতে কম বিষাক্ত	১০—১০০ মিলিয়ন	৭—১৪দিন, কোন কোন স্থলে ৩ দিন

সাধারণতঃ যে সমস্ত সিম্পল বা অবিমিশ্র ষ্টক ভেক্সিন সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে নিম্নে তাহাদের নাম, গুণ, মাত্রা ইত্যাদির বিষয় লিখিত হইল।

একনি ভেক্সিন সিম্পল্—একনি ভলগ্যারিস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির একনির স্ফোটক হইতে গৃহীত রস হইতে রোগ-জীবাণু সংগ্রহ করিয়া বায়ুহীন যন্ত্রে ঐ জীবাণুর পুষ্টির উপায় বিধান করতঃ বহু সুপুষ্ট জীবাণু মারিয়া এই ভেক্সিন প্রস্তুত হয়। এই ভেক্সিন প্যাপিউলার রকমভেদে বেশী ফলদায়ক। একনি ইণ্ডিউরেটা ও সিসটিক রকমভেদে এই ভেক্সিনে উত্তম ফল পাওয়া যায়। কিন্তু পাষ্টিউলার রকমভেদে তেমন

সুফল পাওয়া যায় না: সে ক্ষেত্রে মিক্সড্ একনি ভেক্সিনই অধিক ফলপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধিঃ—একনি রোগ দুরারোগ্য। এই রোগ চিকিৎসায় ধৈর্য্যের একান্ত প্রয়োজন; বহুদিন ধরিয়া ভেক্সিন ব্যবহার না করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না। প্রথনবার ৩—৫ মিলিয়ন রোগ-বীজাণু সমন্বিত ভেক্সিন ইন্‌জেক্ট করিতে হয়। দ্বিতীয় মাত্রা ৫—৭ দিন পর প্রদান করিতে হয়। সাধারণতঃ দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশত ও দুইশত মিলিয়ন রোগ-বীজাণু সমন্বিত ভেক্সিন পাওয়া যায়। এই ভেক্সিনের সাবকিউটেনাস ইন্‌জেক্সান হইয়া থাকে।

বিকোলাই ভেক্সিন সিম্পল—মুত্রনালী, জননেন্দ্রিয় অথবা তলপেটের রোগাক্রান্ত-স্থান হইতে ব্যাসিলাস্ কোলাই কমিউনিস্ নামক জীবাণু সংগ্রহ করিয়া এই ভেক্সিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুত্রাশয় ও মূত্রপিণ্ড পিত্তাশয়. জরায়ু প্রভৃতি স্থান ব্যাসিলাস্ কোলাই দ্বারা আক্রান্ত হইলে, জ্বর সমন্বিত ব্যাসিলিউরিয়া, জ্বরহীন ব্যাসিলিউরিয়া, সিষ্টাইটিস্, কোলিসিষ্টাইটিস্. রেক্ট্যাল ও এশ্চিও রেক্ট্যাল এবসেস, পাইলাইটিস্. প্রষ্টেটাইটিস্, কোলাইটিস্ প্রভৃতি কোলাই বিষ ঘটিত সকল প্রকার রোগে এই ভেক্সিনের প্রয়োগে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধিঃ—প্রথম আক্রমণ কালে রোগ প্রভাব অত্যন্ত তীব্র থাকিলে প্রথম মাত্রা অল্প শক্তি সম্পন্ন হওয়াই বিধেয়। সাধারণতঃ ৫ মিলিয়ন শক্তির ভেক্সিনই প্রথম মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, মিলিয়ন শক্তি সম্পন্ন ভেক্সিন পাওয়া যায়।

এই ভেক্সিনের সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে।

গণোকক্কাস ভেক্সিন সিম্পল—সদ্য সংগৃহীত গণোকক্কাস বীজাণু

হইতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই ভেক্সিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। নূতন ও পুরাতন গণোরিয়া এবং গণোরিয়া ঘটিত আর্থ্রাইটিস, সিষ্টাইটিস, প্রষ্টেটাইটিস, অর্কাইটিস, সেরভিসাইটিস, আইরাইটীস প্রভৃতি রোগে এই ভেক্সিনের প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি :—নূতন আক্রমণে রোগের তীব্রাবস্থায় ১০—১৫ মিলিয়ন শক্তি সম্পন্ন ভেক্সিন ব্যবহার করিতে হয়। পুরাতন রোগে ১০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেক্সিন ইঞ্জেক্ট করিতে হয়। সাধারণতঃ তিন হইতে ৫ দিন অন্তর ভেক্সিন প্রয়োগ করিতে হয়। পরের ইঞ্জেক্সানে পূর্ব্বের ইঞ্জেক্সানের ভেকসিন হইতে অধিক জীবাণু বিশিষ্ট ভেকসিন প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপে যে পর্য্যন্ত না রোগ সারিয়া যায় অথবা ইঞ্জেকসানের কুফল দেখা দিতে আরম্ভ করে সে পর্য্যন্ত ভেকসিনের শক্তি বাড়াইয়া যাইতে হয়। কিন্তু ইঞ্জেকসানের প্রতিক্রিয়া খুব প্রবল ভাবে প্রকাশিত হইলে ভেকসিনের শক্তি বৃদ্ধি করা উচিত নহে। ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০, ২০০০, মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেকসিন পাওয়া যায়। এই ভেকসিনের ইন্ট্রামাস্কিউলার ইঞ্জেকসান হইয়া থাকে।

সাবধান—রোগীর জ্বর থাকিলে সে সময় ইঞ্জেকসান প্রদান করিবে না। যাহাতে জ্বরের বিরাম হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে শয্যাশায়ী রাখিয়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিবে।

পাইও সায়েনিয়াস্ ভেকসিন—ব্যাসিলাস পাইও সায়েনিয়াস্ জীবাণু হইতে এই ভেকসিন প্রস্তুত হয়। যে সব স্থলে ব্যাসিলাস্ পাইও সাইয়েনাসের আক্রমণ ফলে চর্ম্মক্ষত অথবা অস্ত্রোপচারের পর নলি ঘা জন্মে সে সমস্ত ক্ষেত্রে এই ভেকসিন প্রয়োগ করাই বিধি।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি :—প্রতি সি, সিতে ১০—১০০ মিলিয়ন জীবাণু

সমন্বিত ঔষধ প্রয়োজনানুসারে প্রথম মাত্রারূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার সাবকিউটেনাস্ ইঞ্জেকসান প্রয়োগ করিতে হয়। ৫, ১০, ২০, ৫০, ও ১০০ মিলিয়ন শক্তি সম্পন্ন ভেকসিন পাওয়া যায়।

নিউমোকক্কাস ভেকসিন—এই ভেকসিন ডিপ্লোকক্কাস্ নিউমোনিয়া নামক জীবাণু হইতে প্রস্তুত করা হয়। ডিপ্লোকক্কাস নিউমনিয়া নামক জীবাণুর আক্রমণের ফলে মানব দেহে যে সমস্ত রোগের সঞ্চার হয় (যেমন লোবার নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, এণ্ডোকার্ডাইটীস পেরিকার্ডাইটীস, অটাইটীস, সেপ্টিক আর্থ্রাইটীস প্রভৃতি) তাহাদের প্রতিকারার্থ এই ভেকসিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু নিউমোনিয়ার প্রথম আক্রমণে, রোগীর যক্ষ্মা থাকিলে কিম্বা এলবিউমিনোরিয়া রোগ থাকিলে ইহার প্রয়োগ বিধেয় নহে। গর্ভিণীর পঞ্চম মাস গর্ভের পর এবং হৃদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কম মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত। প্রতিষেধকরূপে নিউমোনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে ইহার টীকাও হইয়া থাকে।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি :—রোগ প্রতিকারার্থ প্রথম মাত্রায় সাধারণতঃ ২৫০ মিলিয়ন বীজাণু সমন্বিত ঔষধ ব্যবহার হয়। পরে ক্রমশঃ মাত্রা বাড়াইয়া ১০০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ তিন দিন অন্তর ঔষধ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহার সাবকিউটেনাস ইঞ্জেকসান হইয়া থাকে।

রোগ প্রতিষেধার্থ প্রতি সি, সিতে ২৫০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ এক সপ্তাহ অন্তর দুই কি তিনবার প্রয়োগ করিলে রোগ সংক্রামতার সময়ে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কমিয়া যায়। এই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা একবার অর্জ্জিত হইলে তিনমাস পর্য্যন্ত ইহার ক্রিয়া বলবৎ থাকে।

২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ও ১০০ মিলিয়ন রোগ-জীবাণু সমন্বিত আম্পূল পাওয়া যায়।

ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াস ভেকসিন ঃ—এই ভেকসিন এই জীবাণু দুষ্ট রোগীর শরীর হইতে সংগ্রহ করতঃ বৈজ্ঞানিক নিয়মে বিশেষ সাবধানতার সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে সকল স্থলে সোণালী রংয়ের ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস জীবাণু রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হয় সেই সকল স্থলে এই ভেক্সিন ব্যবহার করা সঙ্গত। ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াস জীবাণু স্ফোটক, কার্ব্বাঙ্কল, অঞ্জনী, আঙ্গুলহাড়া, একজিমা, গণ্ডস্ফীতি, নালী ঘা প্রভৃতি রোগে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। এই জন্য এই সমস্ত রোগে এই ভেক্সিনের প্রয়োগ বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি ঃ—সাধারণতঃ প্রথম মাত্রায় এক সি, সি ঔষধে এক মিলিয়ন জীবাণু থাকাই বাঞ্ছনীয়। পর মাত্রায় এক সি, সিতে আড়াইশত মিলিয়ন জীবাণু থাকিলে ভাল হয়। প্রথম মাত্রা প্রয়োগের পর তিন চারিদিন অপেক্ষা করিয়া পরে দ্বিতীয় মাত্রা প্রয়োগ করাই বিধি। পরে রোগের অবস্থা বুঝিয়া পর মাত্রা গুলির প্রয়োগ নির্দ্দেশ করিবে।

এই ভেক্সিন সাবকিউটেনাস প্রয়োগ করাই বিধি ১, ২, ২॥০, ৫, ৭॥০, ১০, ১৫, ৩০ শত মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেক্সিন পাওয়া যায়।

ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস এলবাস—পূর্ব্বোক্ত রোগ সমুদয়ে যদি সোণালী অর্থাৎ ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াসের পরিবর্ত্তে শ্বেত অর্থাৎ ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস এলবাস জীবাণু রোগ কারক জীবাণুরূপে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে সেই সমস্ত স্থলে ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস এলবাস নামক ভেক্সিন

প্রয়োগই বিধি। ইহার প্রয়োগ বিধি, মাত্রা ইত্যাদি সকল বিষয়ই ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াসের অনুরূপ।

ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস এরিসিপেলেটিস—এরিসিপিলাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ হইতে এই জীবাণু সংগ্রহ করিয়া এই ভেক্সিন প্রস্তুত হয়। সাধারণ ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণু হইতে প্রস্তুত ভেক্সিনের দ্বারা এরিসিপিলাস ও বিবর্দ্ধমান সেলুলাইটীস প্রভৃতি রোগে এই ভেক্‌সিন বিশেষ ফলপ্রদ হয় না বলিয়া এরিসিপিলাস রোগোৎপাদক শক্তিশালী ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণু হইতে ইহা প্রস্তুত করা হয় এবং এই দুই রোগে ইহা অত্যন্ত উপকারিতা দৃষ্ট হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি :—প্রথম মাত্রায় এক মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ ব্যবহার করা উচিত। প্রতিক্রিয়া অধিক না হইলে ইহার ২৪ ঘণ্টা পরে ২ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ দ্বিতীয় ইঞ্জেক্‌সানরূপে ব্যবহার করিতে হয়। রোগ আক্রমণ খুব প্রবল হইলে প্রথম মাত্রায় ৫ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ ব্যবহার হইতে পারে। এই ভেকসিনের সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্‌সান হইয়া থাকে। ১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেকসিন পাওয়া যায়।

ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস পাইয়োনিস্—এই ভেকসিন এই নামীয় জীবাণু হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস জীবাণু সংঘটিত স্ফোটক, লিম্ফ্যান্‌জাইটীস্, সেলুলাইটীস, পাইয়োমিয়া পিউয়ারপারাল সেপসিস্, পেরিটোনাইটিস্, ফ্লেগম্যাসিয়া এলবাডোলেন্স, এণ্ডোকার্ডাইটীস, জিঞ্জিভাইটিস, পাইয়োরিয়া, ফলিকিউলার টন্সিলাইটিস, রিউম্যাটিজম্ প্রভৃতি রোগে এই ভেকসিনের প্রয়োগে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধি :—প্রথম মাত্রায় ২৫—৫০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রথম ইঞ্জেক্‌সানের পর রোগীর

অবস্থা রোগের তীব্রতাও ঔষধের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করিয়া দিনের ব্যবধানও ঔষধের শক্তি স্থির করিতে হইবে; অভিজ্ঞতাই এক্ষেত্রে একমাত্র পথ প্রদর্শক।

১, ২, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ২০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ঔষধ পাওয়া যায়। ইহার সাবকিউটেনাস্ প্রয়োগ হইয়া থাকে।

রোগ প্রতিকারার্থ টীকা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে রোগ-বিস্তার নিবারণ কল্পে রোগ-জীবাণু মারিয়া তাহা হইতে ভেকসিন প্রস্তুত করিয়া তাহার টীকা প্রয়োগ দ্বারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল প্রকার প্রতিষেধক টীকার মধ্যে কলেরা ও টাইফয়েড রোগের প্রতিরোধার্থ- টীকায় প্রয়োগে যেরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে এরূপ আর কোনও টীকার পাওয়া যায় নাই। এই কারণেই এই দুই রোগের টিকা অন্যান্য রোগের টীকা হইতে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত।

কলেরা ভেকসিন—এই ভেকসিন প্রস্তুত করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি বিশিষ্ট ও ভিন্নরূপ উগ্রতা সম্পন্ন চার পাঁচ প্রকারের কলেরা রোগ জীবাণু ব্যবহৃত হয়। ইহা প্রস্তুত কালীন যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন। বীজাণু গুলিকে তাহাদের রোগবিস্তার ক্ষমতা বিহীন করিবার জন্য যে তাপ প্রয়োগ করিতে হয় তাহা সামান্য অধিক হইলেও কলেরা ভেকসিনের ক্ষমতা অনেক হ্রাস প্রাপ্ত হয়। অনেক সময়ে অনেক স্থলেই এই ভেকসিনের কার্য্যকারিতার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধিঃ—১২০০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেকসিনই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ দুইটী ইঞ্জেক্সান দিতে হয়। পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রথম মাত্রা ১/২ সি, সি ও দ্বিতীয় মাত্রায়

১ সি, সি ঔষধ দিতে হয়। প্রথম ইঞ্জেক্সানের ছয় সাত দিন পরে দ্বিতীয় ইঞ্জেক্সান দিতে হয়। ইঞ্জেক্সানের পর প্রায় এক বৎসর কাল দেহের এই রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা থাকে। শিশুদিগের মাত্রা ইহার অর্দ্ধেক বা তদাপেক্ষা কম। বাহুতেই সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান দ্বারাই বিধি। এই ভেক্সিন ১২, ও ৬ হাজার মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত পাওয়া যায়।

টাইফেয়ড ভেক্সিন—এই ভেক্সিনের রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতার প্রভূত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে এবং পরীক্ষায় ইহার প্রতিষেধক ক্ষমতা নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া আজকাল প্রায় সকল উন্নতি-শীল রাষ্ট্রে সাময়িক আইনের বলে ইহার টীকা লওয়া বাধ্যতা মূলক হইয়াছে। কিন্তু কোনস্থলেই ইহার দেওয়ার জন্য কোনরূপ কুফল দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ব্যবহার করিতে করিতে এই টীকার আর একটী গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই টীকায় রোগ নাশক ক্ষমতাও বিদ্যমান আছে। রোগ নাশকরূপে ব্যবহার করিতে হইলে অবশ্য ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন শক্তি সমন্বিত ভেক্সিন ব্যবহার করিতে হয়।

মাত্রা ও প্রয়োগ বিধিঃ—প্রতিষেধকরূপে ব্যবহৃত হইলে সাধারণতঃ দুইবার টীকা লওয়া প্রয়োজন, প্রথম মাত্রার ১/২ সি, সি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া তাহার ৬।৭ দিন পর ১ সি, সি ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এক সি, সিতে একহাজার মিলিয়ন রোগ-জীবাণু সমন্বিত ভেক্সিন ব্যবহৃত হয়।

ইহার সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান হইয়া থাকে। তিন মাত্রা ইঞ্জেক্সান করিলে এই রোগের সংক্রামকতা যতই প্রবল হউক না কেন ইঞ্জেক্সান প্রাপ্ত লোকের একবৎসর রোগাক্রমণের কোন ভয় থাকে না।

রোগ নাশক টীকার দশ হইতে দুইশত মিলিয়ন রোগ-জীবাণু সমন্বিত

ভেক্সিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইঞ্জেক্সানের মধ্যে তিনদিন ব্যবধান থাকা প্রয়োজন। ইহারও সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্সান করিতে হয়। ইহার জন্য ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেক্সিন পাওয়া যায়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মিশ্র ভেক্সিন।

অনেক সময়ে বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর আক্রমণের ফলে একটী রোগ হইতেও দেখা যায়। সাধারণতঃ ঐ রোগটী হইলে বিভিন্ন প্রকারের জীবাণুর আক্রমণ-ফল বলিয়াই বুঝা যায়। সর্দ্দি, নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি সর্দ্দি জাতীয় রোগ এবং ঘা, ফোড়া প্রভৃতি পূঁজ জাতীয় রোগগুলি এইরূপ রোগের দৃষ্টান্তস্থল। এই সমস্ত রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে হইলে এরূপ একটী ভেকসিন ব্যবহারের প্রায়াজন যাহাতে অক্রেমণকারী রোগ-জীবাণু গুলির ধ্বংস সাধনকারী গুণ বিদ্যমান থাকে। এইরূপ ভেকসিনকেই মিশ্র ভেকসিন বলা হয়। সচরাচর যে সকল মিশ্র ভেকসিন বিক্রয়ার্থ পাওয়া যায় —তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একনি ১, ২ ও ৩।

এক্নি রোগ হইলে সাধারণতঃ মূল এক্নি জীবাণুর সহিত আনুসঙ্গিক উপসর্গরূপে আরও তিন শ্রেণীর ষ্ট্যাফাইলো ককাস দেখা যায়। সেইজন্য এই ভেকসিন এই সকলের মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মিশ্রণের ক্রম প্রতি সি, সি ঔষধ দ্রবে যথাক্রমে—

	নং ১	নং ২	নং ৩
বি একনি	২৫ মিলিয়ন	৫০ মিলিয়ন	১০০ মিলিয়ন
ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস (অরিয়াস)	২৫০ „	৫০০ „	১০০০ „
ষ্ট্যাফাইলো এলবাস্	১২৫ „	২৫০ „	৫০০ „
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	২॥০ „	৫ „	১০ „

কোরাইজা ১, ২ ও ৩।

সর্দ্দি রোগে এই ভেকসিন ব্যবহৃত হয়। ইহাতে নিম্ন লিখিত জীবাণু বিদ্যমান আছে। এক সি, সি ঔষধ দ্রবে মিশ্রণের ক্রম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	নং ১	নং ২	নং ৩
বি কোরাইজা	০	০	০
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস্	৫ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন	২০ মিলিয়ন
নিউমোকক্কাস্	৫ „	১০ „	২০ „
ষ্ট্যাফাইলো অরিয়াস্	২৫০ „	৪০০ „	১০০০ „

ক্যাটারাল ১, ২ ও ৩

এই ঔষধ সর্দ্দি, কাসি, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতিতে বিশেষ উপকারী।

এক সি, সি ঔষধ দ্রবে যথাক্রমে—

	১ নং	২ নং	৩ নং
নিউমোকক্কাস	৫ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন	২০ মিলিয়ন
বি ইনফ্লুয়েঞ্জা	৫ „	১০ „	২০ „
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	৫ „	১০ „	২০ „
ডিপথিরয়েড	৫ „	১০ „	২০ „
মাইক্রোকক্কাস ক্যাটারালিস	৫০ „	১০০ „	২০০ „
ষ্ট্যাফাইলো এলবাস	১০০ „	২০০ „	৪০০ „
ষ্ট্যাফাইলো অরিয়াস	১৫০ „	৩০০ „	৬০০ „

একৃজিমা ১, ২ ও ৩।

একজিমা নামক ঘায়ে এই ভেকসিন প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। এক সি, সি ঔষধ দ্রবে যথাক্রমে জীবাণু শক্তি বিদ্যমান থাকে :—

	১ নং	২ নং	৩ নং
বি, কোলাই	১ মিলিয়ন	২॥০ মিলিয়ন	৫ মিলিয়ন
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	২॥০ "	৫ "	১০ "
ষ্ট্যাফাইলো অরিয়াস্	১০০ "	২০০ "	৪০০ "
ষ্ট্যাফাইলো এলবাস	১৫০ "	২৫০ "	৫০০ "

গণোকক্কাস্ মিক্সড্ ১, ২ ও ৩।

যদিও গণোরিয়া রোগ গণোকক্কাস জীবাণুর আক্রমণ ফলেই উৎপন্ন হয় তথাপি তাহার সহিত আনুসঙ্গিক উপসর্গরূপে আরও কয়েকটী পূঁজ উৎপাদক রোগ-জীবাণু বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। সেই কারণে এই রোগে পূঁজ নির্গমণ বন্ধ করিতে হইলে এই ভেক্সিন ব্যবহার করিতে হয়। এক সি, সি ঔষধে নিম্ন লিখিত শক্তিতে রোগ-জীবাণুর ক্রম বিদ্যমান থাকে।

	১ নং	২ নং	৩ নং
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	১০ মিলিয়ন	২০ মিলিয়ন	৫০ মিলিয়ন
ডিপ্‌থিরয়েড	১০ "	২০ "	৫০
বি, কোলাই	১০ "	২০ "	৫০
গণোকক্কাস	৫০ "	১০০ "	২০০
ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস এলবাস	২৫০ "	৬০০ "	১০০০
মাইক্রো ক্যাটারালিস্	২৫ "	৫০ "	১০০

ইনফেক্সান ১, ২ ও ৩।

যে সমস্ত রোগের পূঁজ একটী প্রধান উপসর্গ এবং যাহারা সহ-

জেই সেপ্টিক অবস্থা লাভ করে সেই সমস্ত রোগে এই ভেক্সিনের প্রয়োগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। প্রতি সি, সি ঔষধ দ্রবে নিম্ন লিখিত শক্তিতে রোগ-জীবাণু বিদ্যমান থাকে।

	১ নং	২ নং	৩ নং
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	৫ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন	২০ মিলিয়ন
বি, কোলাই	৫ ”	১০ ”	২০ ”
ষ্ট্যাফাইলো অরিয়াস্	২৫০ ”	৫০০ ”	১০০ ”

ইনফ্লুয়েঞ্জা ১, ২ ও ৩।

যদিও ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ-ইনফ্লুয়েঞ্জি নামক জীবাণুর আক্রমণ ফলেই উপস্থিত হয় তথাপি ইহার আনুসঙ্গিক উৎপাত রূপে আরও কয়েকটী জীবাণুকে এই রোগে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। সেইজন্য ভেক্সিন ও এই সমস্ত জীবাণু থাকা উচিত। এই ভেক্সিনে নম্বরানুযায়ী নিম্ন-লিখিত পরিমাণে জীবাণু বিদ্যমান থাকে।

	১ নং	২ নং	৩ নং
বি, ইনফ্লুয়েঞ্জি	২॥০ মিলিয়ন	৫ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	২ ”	৫ ”	১০ ”
নিউমো কক্কাস	২ ”	৫ ”	১০ ”
মাইক্রোকক্কাস ক্যাটার‍্যালিস	২৫ ”	৫০ ”	১০০ ”
ষ্ট্যাফাইলো অরিয়াস্	১০০ ”	২০০ ”	৪০০ ”

পারটুসিস্ ১, ২ ও ৩।

ঘুংরি কাস হুপিং কাস প্রভৃতি দুরারোগ্য কাসি সমুহে এই ভেক্সিন খুব উপকারী। প্রতি সি, সি ঔষধ দ্রবে নিম্নলিখিত শক্তিতে রোগ-জীবাণু বিদ্যমান থাকে।

	১ নং	২ নং	৩ নং
বি, ইনফ্লুয়েঞ্জা	২॥০ মিলিয়ন	৫ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন
নিউমো কক্কাস	৫ ”	১০ ”	২০ ”
ষ্ট্রেপ্টো কক্কাস	৫ ”	১০ ”	২০ ”
মাইক্রো কক্কাস ক্যাটার‍্যালিস	২৫ ”	৫০ ”	১০০ ”
ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস অরিয়াস	১০০ ”	২৫০ ”	৫০০ ”
বি, পারটুসিস	২৫০ ”	৫০০ ”	১০০০ ”

পাইয়োরিয়া এলভিয়োলেরিস্।

দাঁতের গোড়া ফুলিলে ও মাড়ি হইতে পূঁজ নির্গত হইলে সচরাচর ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস, নিউমোকক্কাস, মাইক্রোকক্কাস ক্যাটারেলিস নামক জীবাণু বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং উহাদের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারিলেই পাইয়োরিয়া রোগ নিরাময় হয়। এই ভেক্সিনের প্রতি সি, সিতে নিম্নলিখিত পরিমাণে জীবাণু বিদ্যমান থাকে।

	১ নং	২ নং	৩ নং
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	৫ মিলিয়ন	১০ মিলিয়ন	২০ মিলিয়ন
মাইক্রোকক্কাস ক্যাটারেলিস	৫০ ”	১০০ ”	২০০ ”
ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস	২৫০ ”	৫০০ ”	১০০০ ”
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	২৫ ”	৫০ ”	১০০ ”

ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস (মিক্সড্)

যে সমস্ত ফোড়া, ঘা প্রভৃতি ষ্ট্যাফাইলো কক্কাসের আক্রমণের ফলে উৎপন্ন হয় সাধারণতঃ এই সমস্তগুলি নানা জাতীয় ষ্ট্যাফাইলো কক্কাসের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত স্থলে ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস মিকসড্ ভেকসিন ব্যবহৃত হয়। ইহা সাধারণতঃ ২০০, ৫০০, ১০০০ ও ২০০০ মিলিয়ন শক্তি সমন্বিত ভেকসিন পাওয়া যায়।

ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস কাম ষ্ট্যাফাইলো ১, ২ ও ৩।

যে সমস্ত সপূঁজ স্ফোটকাদি ষ্ট্রেপ্টো ও ষ্টাফাইলো এতদুভয়ের আক্রমণ ফলে উৎপন্ন বলিয়া সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে এই ভেকসিন ব্যবহারই বিধি। প্রতি সি, সি ঔষধ দ্রবে নিম্নলিখিত মাত্রায় রোগ-জীবাণু থাকে :—

	১ নং	২ নং	৩ নং
ষ্টাফাইলো অরিয়াস্	১৫০ মিলিয়ন	৩০০ মিলিয়ন	৬০০ মিলিয়ন
ষ্টাফাইলো সাইট্রাস	১৫০ "	৩০০ "	৬০০ "
ষ্ট্যাফাইলো এলবাস	২০০ "	৪০০ "	৮০০ "

ইউরিথ্রাইটীস্ কম্বাইণ্ড।

গণোরিয়া রোগের আক্রমণের পর মুত্রসালীর পীড়াতে যখন পূঁজ নির্গম উপসর্গরূপে দেখা দেয়, তখন প্রায়ই গণোকক্কাস বীজাণুর সহিত আরও অনেকগুলি পূঁজ উৎপাদনকারী রোগ-জীবাণু মুত্রনালীতে আশ্রয় লাভ করে। সে সমস্ত ক্ষেত্রে পূঁজ পড়া বন্ধ করিতে হইলে কেবল গণোকক্কাস ভেকসিনের দ্বারা সম্ভব পর হয় না পরন্তু ইউরিথ্রাইটীস ভেকসিন প্রয়োগে খুব সুন্দর ফল পাওয়া যায়। এই ভেকসিনের প্রতি সি, সিতে নিম্নলিখিত পরিমাণে রোগ-জীবাণু বিদ্যমান থাকে।

গণোকক্কাস	১০০০ মিলিয়ন
ষ্ট্যাফাইলো এলবাস্	১০০০ মিলিয়ন
ষ্ট্যাফাইলো অরিয়াস	১০০০ "
ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস	২৫০ "
বি, কোলাই	৫০০ "

এম, ক্যাটারালিস্ ১০০ "
বি, সিউডো ডিপ্থিরিয়া ২০০ "

এদেশীয় অনেক বিখ্যাত ল্যাবরেটারীতে মিশ্র ভেক্সিন প্রস্তুত করিয়া মিক্সড্ ভেক্সিন স্পেশ্যাল নামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাদের প্রথম, দ্বিতীয় করিয়া ষষ্ঠ মাত্রা যথাক্রমে ইঞ্জেক্সান করিতে হয়। এই ভেক্সিনগুলি নিম্নলিখিত নামে বিক্রীত হয়ঃ—এন্টীকোলাইটাস্ ভেক্সিন, এক্‌জমা ভেক্সিন, কার্ব্বঙ্কল ভেক্সিন, ক্যাটার‍্যাল ভেক্সিন, একজিমা ভেকসিন, এরিসিপেলাস ভেকসিন, গণোকক্কাস ভেকসিন, পারটুসিস্ ভেকসিন, পিয়োরপ্যারাল সেপ্টিসিমিয়া ভেকসিন, ষ্ট্রেপ্টোকাস ষ্ট্যাফাইলো ভেকসিন, ইউরিথ্রাইটিস ভেকসিন।

ডিটক্সিকেটেড ভেক্সিন।

যদিও ষ্টক ভেকসিনগুলি সাধারণতঃ বেশ কার্য্যকরী হয় তথাপি কতকগুলি দোষের জন্য ব্যবহারক্ষেত্রে আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না। অনেক স্থলে জীবাণুগুলির বিষ ক্ষতিকারক না হয় এরূপ মাত্রার প্রয়োগে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয় না। ভেকসিনের এই দোষটা গণোকক্কাস জীবাণুর স্থলে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। এই কারণে ডাঃ ড্যানিয়েল টম্‌সন্ বহু গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে মানব দেহে রোগ নিবারণ ক্ষমতাকে জাগ্রত করিতে জীবাণুর ষ্ট্রোমা বা প্রোটিন অংশ টক্সিন অংশ অপেক্ষা অধিক ক্রিয়াশীল। সেইজন্য টক্সিন বা বিষের ভাগ বাদ দিয়া প্রোটিন অংশ লইয়া ভেক্সিন প্রস্তুত করিলে অধিক মাত্রায় ভেকসিন প্রয়োগ সম্ভব হইবে এবং ভেকসিনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বর্দ্ধিত হইবে। ১৯২২ খৃঃঅব্দে টম্‌সন্ ডিটক্সিকেটেড্ বা বিষহীন ভেকসিন প্রস্তুত

করিতে সমর্থ হন এবং ডাঃ অসমণ্ড ঐ প্রণালীকে আরও উন্নত করেন। গণোরিয়া রোগে ডিটক্সিকেটেড্ ভেকসিন ব্যবহারে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। ডিটক্সিকেটেড্ ভেকসিনের প্রথম মাত্রায় ৫০০০ মিলিয়ন জীবাণুসমন্বিত ভেকসিন ব্যবহার্য্য।

গণোকক্কাস ভেকসিন (পলিভেলেণ্ট) ১ নং ৫০০০, ২নং ৭৫০০, ৩নং ১০০০০, ৪নং ১৫০০০, ৫নং ২০০০০, ৬নং ২৫০০০, ৭নং ৩০০০০, ৮নং ৪০০০০, ৯নং ৫০০০০ মিলিয়ন জীবাণু সমন্বিত ভেকসিন পাওয়া যায়।

বি কোলাই ভেকসিন (পলিভেলেণ্ট) ১নং ৫০০০, ২নং ৭৫০০, ৩নং ১০০০০, ৪নং ২০০০০, ৫নং ৩০০০০, ৬নং ৫০০০০ মিলিয়ন জীবাণু শক্তি সমন্বিত ভেকসিন পাওয়া যায়। সপ্তাহে দুইবার এই ইঞ্জেকসান প্রয়োগ করা হয়। দীর্ঘকাল স্থায়ী দুরারোগ্য ব্যাধিতে ৬টার অধিক ইঞ্জেকসানের প্রয়োজন হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সিরাম চিকিৎসা।

রোগজীবাণুগুলির মধ্যে কতকগুলি অন্তর্ব্বাহী ও অন্যগুলি বহির্ব্বাহী বিষ নিঃসরণ দ্বারা ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে; এইজন্য রোগজীবাণুগুলিকে দুইভাগে বিভাগ করা হইয়া থাকে। যে সমস্ত জীবাণু দেহ হইতে বহির্ব্বাহী বিষ নিঃসারিত হয়, সেই সকল জীবাণু ঘটিত রোগে এক মাত্র সিরাম ব্যবহারেই রোগ উপশমিত হইয়া থাকে। ডিপ্থিরিয়া ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ এই প্রকার জীবাণু ঘটিত বলিয়া রোগ বৃদ্ধি

পাইলে সিরাম চিকিৎসায় বেশ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই প্রকার জীবাণুঘটিত রোগের উৎপত্তিকালে ভেকসিন ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

সিরাম চিকিৎসার একটী প্রধান বিঘ্ন এই যে একবার কোন ব্যক্তির দেহে সিরাম ব্যবহৃত হইবার পর পুনরায় সিরাম ব্যবহার কালীন বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। এমন কি প্রথম ইঞ্জেকসানের সময়েও স্থলে "সিরাম সিক্‌নেস্" বা সিরাম জনিত পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই সিরাম সিক্‌নেসের বিভিন্ন উপসর্গ গুলির মধ্যে আমবাত, বাতকণ্ডু, গ্রন্থিবেদনা, প্রভৃতিই প্রধান। সময় সময় চক্ষু দিয়া জলপড়া, মুখফোলা, শরীরে ঘামের মত গুটী উঠা প্রভৃতি উপসর্গেরও প্রকাশ দেখা যায়। দ্বিতীয়বার ইঞ্জেকসানের পর এই উপসর্গগুলি এত সামান্য হয় না, অনেক সময়ে উপসর্গগুলিও বেশ সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। এই অবস্থার ইংরাজী নাম "এনাফিল্যাকসিস"। ইহাতে রোগীর দেহে আক্ষেপ, কম্প, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার ব্যাঘাত এমন কি হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত হইয়া রোগীর মৃত্যু সংঘটন হইতেও দেখা যায়। এইজন্য এনাফিল্যাকসিসের লক্ষণ সামান্যভাবে প্রকাশিত হইলেই ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা এড্রিন্যালিন সলিউসান ইঞ্জেক্ট করা বিধেয়। এই ঔষধ দুইটীতে এনাফিল্যাকটিক শকের তীব্রতার হ্রাস সাধন করিবার ক্ষমতা আছে।

জীবাণু বিষকে প্রতিহত করিবার ক্ষমতা মানব শরীরে বিদ্যমান আছে। কিন্তু নানা কারণে জীবনী শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িলে বিকল দেহযন্ত্র হইতে যে পরিমাণ প্রতিবিষ বা এন্টিটক্‌সিন উৎপন্ন হয় তাহা অনেক সময়ে জীবাণু বিষ বা টক্‌সিনের সহিত প্রতিযোগিতা

করিয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য রোগীর দেহস্থ ঐ স্বতোৎপন্ন এন্টী-টক্সিনকে সাহায্য করিবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে অন্য জীবদেহে প্রস্তুত এন্টিটক্সিন সিরাম ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে প্রস্তুত প্রতি বিষ রোগীর দেহে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া জীবাণু বিষকে এমন ভাবে দুর্ব্বল করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শরীরে স্বতোৎপন্ন বিষ প্রবলতর হইয়া উঠিয়া জীবাণু বিষকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে পারে এই উদ্দেশ্যেই ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে।

অন্য জীবদেহে কৃত্রিম উপায়ে জীবাণু বিষ নাশক প্রতিবিষ পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া লইয়া সেই জীবের রক্ত হইতে সিরাম পৃথক করিয়া লইলেই এন্টিটক্সিক সিরাম প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরে মাত্রা নিরূপণ করিয়া অনুরূপ রোগগ্রস্ত মানবের দেহে সঞ্চারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সিরাম প্রস্তুত প্রণালী—সুস্থ অশ্বাদি ইতর প্রাণীর দেহ মধ্যে কোন বিশেষ রোগ-জীবাণু নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় প্রবেশ করাইয়া সেই ইতর প্রাণীর দেহে কৃত্রিম উপায়ে প্রতি বিষ উৎপাদনের তাড়না সঞ্চার করা হয়। ক্রমে ক্রমে বিষের মাত্রা বাড়াইয়া এমন অবস্থায় আনা হয় যখন প্রাণঘাতী মাত্রার বহুগুণ বেশী বিষেও প্রাণীটী রোগাভি-ভূত হইয়া পড়ে না। তখন নিজ দেহ রক্তজাত প্রতিবিষ জীবাণু দেহ হইতে উৎপন্ন বিষকে প্রয়োজন মত যে কেবল নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা নহে পরন্তু বহুল পরিমাণে অতিরিক্ত মাত্রাতেই এই প্রতি বিষ প্রাণীটীর দেহে সঞ্চারিত হয়। তখন উক্ত পশুর দেহ হইতে প্রতিবিষ মিশ্রিত রক্ত বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং রক্ত কণিকা গুলিকে আলাদা করিয়া প্রতিবিষ সমন্বিত সিরামটী গ্রহণ করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহারের জন্য বায়ুশূন্য কাঁচের আধারে রাখিয়া দেওয়া হয়।

ভেকসিন ও সিরামের কার্য্য প্রণালী:—ভেকসিন মানব দেহেই প্রতিবিষ সঞ্চারের চেষ্টাকে প্রদীপ্ত করে কিন্তু সিরাম অন্যত্র প্রস্তুত প্রতিবিষ বাহির হইতে দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সংক্রমিত জীবাণু বিষকে দুর্ব্বল ও নষ্ট করিবার উপায় করিয়া দেয়।

সিরাম ব্যবহারে দ্রষ্টব্য বিষয়:—কতদিন পর্য্যন্ত সিরামের রোগ নাশক শক্তি পূর্ণতেজে থাকে তাহা সিরামের লেবেল ও প্যাকিং বাক্সের উপর লিখিত থাকে, উহা দেখিয়া সিরাম ব্যবহার করিতে হয়, কারণ পুরাতন সিরামের রোগ নাশক ক্ষমতা হ্রাস পায়; সেইজন্য লেবেলে লিখিত তারিখ অতিবাহিত হইয়া গেলে সে সিরাম ব্যবহার করিবে না। সিরাম ষ্টেরিলাইজড্ শিশিতে একেবারে বদ্ধ অবস্থায় থাকে। যদি শিশি সম্পূর্ণ বদ্ধ অবস্থায় ছিল না বলিয়া সন্দেহ হয় তাহা হইলে সে সিরাম ব্যবহার করা উচিত নহে। সিরামের শিশির লেবেলে মাত্রা লেখা থাকে, তাহা দেখিয়া সিরাম ব্যবহার কর্ত্তব্য।

টিটেনাস্ বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ হইবার সম্ভাবনা অনুমিত হইবামাত্রই সিরাম প্রয়োগ করিবে, কারণ সিরাম প্রয়োগে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে কোনই ফল হয় না। ডিপথিরিয়া রোগ ধরা পড়িবারমাত্রই সিরাম ব্যবহার করিবে নচেৎ বিলম্বে প্রাণসংশয় হইতে পারে। এই সিরামই ডিপথিরিয়া রোগে একমাত্র প্রতিষেধক ঔষধ। পীড়া প্রকাশ পাইবামাত্র এই ঔষধ ইঞ্জেক্সান করিলে ক্বচিৎ রোগীর মৃত্যু ঘটে। পীড়ার যত পরিণতিতে ইন্জেক্সান করা হয়, ইন্জেক্সানের ফলও ততই ক্ষীণ ভাবে প্রকাশিত হয়।

নর্ম্মাল হর্স সিরাম—সুস্থ অশ্বের টাট্কা রক্ত হইতে রক্ত কণিকা গুলিকে পৃথক করিয়া শুধু রক্তের জলীয়াংশ অর্থাৎ সিরামকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাতাসের ক্রিয়া হইতে রক্ষা করিয়া এই সিরাম প্রস্তুত হয়।

এই সিরাম ক্ষেত্র বিশেষে পান বা ইঞ্জেক্ট করান হয়। হিমোফাইলা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহার ইঞ্জেক্সান মহোপকারী পাকযন্ত্রের ক্ষতে কিম্বা মুখ দিয়া রক্ত উঠা, রক্ত বমন প্রভৃতি রোগে ইহা পান করিলে রক্ত মোক্ষণ অনেক সময়ে বন্ধ হয়। রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করিতে ইহার ইঞ্জেকসান ও অনেক সময়ে বেশ সুফল দায়ক হয়। রক্তহীনতা দূর করিতেও সিরামের ব্যবহার প্রচলিত আছে।

নর্ম্মাল গোট সিরাম—ইহা অশ্বের পরিবর্ত্তে সুস্থ ছাগলের দেহের রক্ত হইতে প্রস্তুত হয়। যক্ষ্মা-জীবাণু ছাগরক্তে বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ছাগলের এই যক্ষ্মাঘ্ন গুণ এদেশের ঋষিরা অবগত ছিলেন বলিয়াই যক্ষ্মা রোগীর ছাগ সহিত বাস ও শয়নাদি এবং ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। যক্ষ্মা রোগে রক্ত মোক্ষণ বন্ধ করিতে বর্ত্তমানে নর্ম্মাল গোট সিরামে আশাতীত ফল পাওয়া যাইতেছে। সেইজন্য এই সিরামের প্রভূত প্রচার হইতেছে।

এন্টি ডিসেন্ট্রী সিরাম—এমিবিক ডিসেন্ট্রি বা এমিবা কীট জনিত রক্তামশায়ের প্রকার ভেদে এমিটিন, বিস্‌মাথ অথবা কুর্চ্চির প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু এই সমস্ত ঔষধ জীবাণু ঘটিত আমাশয়ে অর্থাৎ ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রিতে একেবারে ফলপ্রদ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ জাপানী ডাক্তার সিগা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এন্টিডিসেন্ট্রী সিরামই সেইস্থলে মহৌষধের কার্য্য করে। ইহার ইঞ্জেকসানের সঙ্গে সঙ্গে দাস্তের সংখ্যা কম হইতে দেখা যায় এবং কয়েকদিনের মধ্যে পীড়া আরোগ্য হয়। এই ঔষধ ৫, ১০ ও ২৫ সি, সি মাত্রায় পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ১০ সি, সি প্রথম প্রয়োগ করাই বিধি।

এন্টী ডিপ্‌থিরিয়া সিরাম—একমাত্র এই সিরাম দ্বারাই ডিপ্‌থিরিয়া রোগের প্রতিকার সম্ভব। এই সিরাম আবিষ্কারের পূর্ব্বে শতকরা ৯৫

জন এই রোগগ্রস্থ রোগীর মৃত্যু ঘটীত। এই সিরামের ব্যবহারের প্রচলন হইবার পর শতকরা ৫ জন ও মারা যায় কিনা সন্দেহ। তবে পীড়ার প্রকাশ মাত্রই এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পীড়া যত পরিণতি লাভ করিবে ঔষধের ক্রিয়াও তত ক্ষীণ হইবে। ইঞ্জেক্‌সানের ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যেই ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়।

রোগের গুরুত্বানুয়ায়ী ঔষধের ক্রম নির্দ্দিষ্ট হয়। সচারাচর ২ হইতে ৬ হাজার ইউনিট পর্য্যন্ত ইঞ্জেক্‌সান হইয়া থাকে। কিন্তু যদি রোগ প্রকাশ পাওয়ার পরও ৪।৫ দিন ঔষধ প্রয়োগ না হয় তাহা হইলে ২০ হইতে ৩০ হাজার ইউনিট পর্য্যন্ত প্রথম মাত্রায় প্রয়োগ হইতে পারে। যদি রোগ বেশ পরিণতি প্রাপ্ত হয় তাহা হইলে প্রথম ইঞ্জেক্‌সানের কয়েক ঘণ্টা পর আবার ইঞ্জেক্‌সান দিবে। তবে অনেক স্থলে প্রথম মাত্রার প্রয়োগ ঠিকভাবে হইলে চব্বিশ ঘণ্টা পর দ্বিতীয় মাত্রার প্রয়োগ হয়। সেইজন্য রোগীর অবস্থা দেখিয়া ইঞ্জেক্‌সানের ব্যবস্থা করিতে হয়। রোগের লক্ষণ কমিয়া আসিলে ও ২ হাজার ইউনিট মাত্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত ইঞ্জেক্‌সান করিতে হইবে। সাধারণতঃ উদর প্রদেশে সাবকিউটেনাস ইঞ্জেক্‌সান করিলেই চলে। তবে সংঘাতিক অবস্থায় ইণ্ট্রাভেনাস ইঞ্জেক্‌সান করিবার প্রয়োজন হয়।

এই সিরাম রোগ আক্রমণের সম্ভাবনা নিরোধ করিতে টিকা রূপেও ব্যবহৃত হয়। বাড়ীতে কাহারও ডিপথিরিয়া হইলে বাড়ীর অন্যান্য অধিকবাসীর প্রতিষেধক টিকা লওয়া কর্ত্তব্য। প্রতিষেধার্থ ৫ শত ইউনিট সিরাম ইঞ্জেক্ট করাই বিধি। সুস্থ শরীরে এই মাত্রায় ইঞ্জেকসান হইলে তিন সপ্তাহ কাল রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে না।

এন্টি ষ্ট্রেপ্টোককাস সিরাম—ষ্ট্রেপ্টোককাস জীবাণুর প্রকার ভেদে

এই সিরাম ও নানা প্রকারের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পলিভেলেণ্ট বা মিশ্র, এরিসিপেলেটীক বা বিসর্প রোগ হইতে সংগৃহীত জীবাণু হইতে প্রস্তুত সিরামই প্রধান। ইহাদের মধ্যে পলিভেলেণ্ট সিরাম ষ্ট্রেপ্টো-কক্কাস জীবাণু জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। ইহা ১০—২৫ সি, সি মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয়।

এরিসিপেলাস রোগে কিন্তু এরিসিপেলাটিস নামক এই সিরামের প্রকরণই বিশেষ ফলপ্রদ। সেইরূপ প্রসবের পর সূতিকা জ্বরে পিউ-য়ার পারেল ষ্ট্রেপ্টো জীবাণু হইতে প্রস্তুত সিরামই অধিক ফলপ্রদ। মাত্রা উভয় প্রকারেরই ১০ হইতে ২৫ সি, সি।

ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস জীবাণু জনিত রোগে এন্টী-ষ্ট্যাফাইলো কক্কাস সিরাম, মেনিঙ্গো কক্কাস সিরাম, প্লেগ রোগে এন্টী প্লেগ সিরাম ও ধনুষ্টঙ্কার রোগে এন্টি টিটেনাস্ সিরামের ব্যবহার প্রচলিত আছে। গুরুতর আঘাত অথবা ক্ষতাদিস্থানে ময়লা লাগার জন্য ধনুষ্টঙ্কার রোগের আশঙ্কা হইলে ৫ শত হইতে ১৫ শত ইউনিট পর্য্যন্ত সিরামের সাবকিউটেনাস্ ইঞ্জেকসান চলে। প্রথম ইঞ্জেকসানের পর দশদিন পরে আবার ৫ শত ইউনিট ইঞ্জেকসান করিবে। গাড়ীচাপা পড়িয়া আঘাত লাগিলে ইহার ইঞ্জেকসান দেওয়া কর্ত্তব্য।

গ্ল্যাণ্ডুলার চিকিৎসা।

গ্ল্যাণ্ডুলার চিকিৎসাই আয়ুর্ব্বিজ্ঞানের চরম কীর্ত্তি। লিভার বা যকৃত, কিডনি বা মূত্রকোষ, স্পিলীন বা প্লীহা প্রভৃতি টিসু নির্ম্মিত দেহ যন্ত্রগুলি গ্ল্যাণ্ডগুলিই মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। এই গ্ল্যাণ্ডগুলির মুখ খোলা। ইহারা নালীর সাহায্যে শরীরের অন্যান্য স্থান হইতে রসাদি গ্রহণ ও বর্জ্জন করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে মুত্রাশয়ের কাজ

শরীরের বিষাক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অংশ শুষিয়া লইয়া দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া এবং যকৃতের কার্য্য একপ্রকার তরল রস নিঃসরণ করিয়া পরিপাকাদির সহায়তা করা। এইরূপ নালীযুক্ত গ্ল্যাণ্ডগুলি ভিন্ন দেহের মধ্যে ইতস্ততঃ অনেকগুলি ছোট বড় গ্ল্যাণ্ড আছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নালীযুক্ত ও কতকগুলি নালীহীন বা বদ্ধ। থাইরইড, পিটুইটারী, পিনিয়েল, এড্রিনাল, থাইমাস প্রভৃতি শেষোক্ত প্রকারের গ্ল্যাণ্ড। ইহাদের কার্য্য পণ্ডিত মণ্ডলী বহুদিন পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠিতে সমর্থ হন নাই বলিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ঐ গ্ল্যাণ্ডগুলি নিরর্থক বলিয়াই অনুমিত হইত। দেহতত্ত্ব বিদ্‌গণ অনেক পরীক্ষার পর এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন যে এই সমস্ত বদ্ধ গ্ল্যাণ্ডগুলির প্রত্যেকে রক্তের মধ্যে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের রস ঢালিয়া দেয়, যাহার বিন্দু মাত্র কম বেশীতে দেহ পরিণতির আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। বর্ত্তমানের অর্গ্যানো থেরাপি বা গ্ল্যাণ্ড চিকিৎসা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে দেহ বৃদ্ধি নিয়মিত করা পিটুইটারি গ্ল্যাণ্ডের একটী প্রধান কার্য্য এই গ্ল্যাণ্ড হইতে যে রস নির্গত হয় তাহার মাত্রা অধিক হইলে শিশুর অতিকায় বিপুল দেহ হয় এবং মাত্রা কম হইলে শিশুর বৃদ্ধি কমিয়া শিশু বামনাবতারে পরিণত হয়। এইরূপে থাইরইড গ্ল্যাণ্ডের রস কম নির্গত হইলে শিশু নির্ব্বোধ হয় এবং রসের মাত্রাধিক্য হইলে গলগণ্ড রোগ দেখা দেয়। এড্রিনাল রসের অভাব ঘটালে শরীর অলস কর্ম্মোৎসাহহীন হয় এবং এডিসন্স ডিজিজ নামক রোগ দেখা দিতে পারে। অণ্ডকোষ এবং গর্ভকোষ এর অন্তঃনিঃসারী রস সাহায্যে অকালে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে পুনরায় যৌবনদান আজকাল সম্ভবপর হইয়াছে। আইলেট অব ল্যাঙ্গর হ্যান্স নামক গ্ল্যাণ্ড হইতে নির্গত ইনসুলিন শর্করাকে পরিপাক করে। ইহার রস নির্গম স্বাভাবিক না হইলে

শর্করা পরিপাক সম্পুর্ণ না হওয়াতে রক্তে শর্করা বৃদ্ধি পায় এবং বহুমূত্র রোগের সৃষ্টি হয়। অধুনা আবিষ্কৃত বহুমূত্র রোগের অব্যর্থ মহৌষধ ইনসুলিন এই গ্ল্যাণ্ডের নিঃসারিত বস্তু।

ইহাও দেখা গিয়াছে যে যখন গ্ল্যাণ্ডের রস নির্গম স্বাভাবিক না হয় তখন অন্য জীব হইতে গৃহীত সেই গ্ল্যাণ্ডের সার পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে গ্ল্যাণ্ড আবার স্বাভাবিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এইরূপে অনুরূপ গ্ল্যাণ্ড হইতে গৃহীত সারপদার্থ প্রদান করিয়া মানব দেহস্থ বিকল গ্ল্যাণ্ডকে আত্ম উত্তেজিত করিয়া স্বাভাবিক ভাবে আত্ম কার্য্যে পুনর্নিয়োগই গ্ল্যাণ্ড চিকিৎসার মূলতত্ব। ১৮৮৯ খৃঃ এই গ্ল্যাণ্ড চিকিৎসা আরম্ভ হয়। পরে বহু বৈজ্ঞানিক নিত্য নূতন পরীক্ষা দ্বারা এই রস বিজ্ঞানে নব নব তথ্য সমূহ আবিষ্কার করিয়া গ্ল্যাণ্ড চিকিৎসাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিকগণ গবেষণার ফলে ইহাও অবগত হইয়াছেন যে অনেকগুলি গ্রন্থি পরস্পরের সহিত একযোগে সংযুক্ত বলিয়া একটীর রস প্রবাহ ক্ষুণ্ণ হইলে অপরটীও আপনার স্বাভাবিক ক্রিয়া পরিচালনে অসমর্থ হয়। এই পরস্পর আপেক্ষিকতা হইতে প্লুরি গ্ল্যাণ্ডুলার অর্থাৎ গ্ল্যাণ্ড সমবায়ে চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

সহজ ডাক্তারী শিক্ষা

হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

উনবিংশ পরিচ্ছেদঃ

ঔষধের মাত্রা ও ব্যবহারের নিয়ম।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের তিন প্রকারে আভ্যন্তরীক ব্যবহার হইয়া থাকে এবং বাহ্যপ্রয়োগের জন্য অমিশ্র আরক ব্যবহৃত হয়।

আভ্যন্তরীক ব্যবহার :— টিংচার বা আরক পরিষ্কার জলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী যথা—বৃক্ষ লতাদির মুল, পত্র ও বল্কল, ফল প্রভৃতি এলকোহলে ভিজাইয়া অমিশ্র মুল আরক বা মাদার টিংচার প্রস্তুত হয়। উহার ১ ফোঁটা ৯ ফোঁটা এলকোহলে মিশাইলে প্রথম দশমিক ক্রম এবং ৯৯ ফোঁটা এলকোহলে মিশাইলে প্রথম শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। আবার এই প্রথম দশম বা শত-তমিক ক্রমের এক ফোঁটা ৯ বা ৯৯ ফোঁটা এলকোহলে মিশাইয়া দ্বিতীয় দশমিক বা শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়। এইরূপে তৃতীয় ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ ক্রম প্রস্তুত হয়।

গ্লোবিউল বা পিলিউল সুগার অব মিল্ক দ্বারা প্রস্তুত হয়। যে ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন সেই ঔষধ দ্বারা উহা উত্তমরূপে ভিজাইয়া লইতে হয়। ইহা বিদেশে ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক।

ট্রিটুরেশন বা চূর্ণ :—যে সমস্ত কঠিন দ্রব্য এলকোহলে দ্রব হয় না তাহা খলে চূর্ণ করিয়া সুগার অব মিল্কের সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হয়। উপরোক্ত এই তিন প্রকারে ঔষধের আভ্যন্তরীক প্রয়োগ হইয়া থাকে। বাহ্যপ্রয়োগের জন্য অমিশ্র আরক বা মাদার টিংচার ব্যবহৃত হয়। উহার সহিত ৯ ভাগ পরিষ্কার জল মিশাইলে লোশন এবং ঐ পরিমাণ অলিভ অয়েল, খাঁটি নারিকেল তৈল বা মাখন মিশাইলে মলম প্রস্তুত হয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রার বিশেষ কিছু ইতর বিশেষ নাই। পূর্ণবয়স্কের পক্ষে গ্লোবিউল ৪।৫টী, পিল ১টী, আরক ১ বিন্দু, বালকের পক্ষে ইহার অর্দ্ধেক মাত্রা এবং শিশুদের জন্য এক তৃতীয় বা চতুর্থাংশ মাত্রায় প্রয়োগ হইয়া থাকে। ঔষধ সর্ব্বদা পরিস্কৃত পাত্রে বা পরিষ্কার জলের সহিত মুখ পরিষ্কার করিয়া সেবন করিতে হয়। আরক ব্যবহার করিতে হইলে পরিষ্কৃত পাত্রে পরিষ্কার জলের সহিত সেব্য। গ্লোবিউল, পাউডার বা পিল কাগজের সাহায্যে মুখে ফেলিয়া সেবন করিতে হয়। বটীকা বা আরক ভাগ করিতে হইলে ২।৩ কাঁচ্চা জলে বটীকা বা আরক মিশাইয়া তাহা দুই তিন বারে সেবন করিতে হয়।

সাধারণতঃ রোগের প্রথমাবস্থায় নিম্নক্রম এবং রোগের পুরাতন অবস্থায় উচ্চক্রমের ঔষধ ব্যবহৃত হয়। স্থল ও পাত্রবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। একপাত্রে একবার এক ঔষধ রাখিলে তাহাতে অন্য ঔষধ রাখা উচিত নহে। দুর্গন্ধ বা সুগন্ধ বিশিষ্ট পাত্রে অথবা রৌদ্রে ঔষধ রাখা উচিত নয়। ঔষধ প্রদানকালে হস্ত সুপরিস্কৃত থাকার একান্ত প্রয়োজন। মাদকদ্রব্য সেবনের অভ্যাস থাকিলে ঔষধ সেবনের আধঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক মতে দুই বা ততোধিক ঔষধ একত্র মিলাইয়া খাওয়াই বার নিয়ম নাই। কলেরা প্রভৃতি কঠিন পীড়ায় ১৫ মিনিট বা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায় এমন কি ৫ মিনিট অন্তরও ঔষধ দেওয়া চলে। পীড়ার গতি অনুসারে ও প্রয়োজন মত কখন ১৫মিনিট অন্তর, কখন দিনে ২।৩ বার কখন সপ্তাহে একবার কখন বা মাসে একবারও ঔষধের প্রয়োগ হইয়া থাকে। হোমিওপ্যাথিক মতে জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ বিবেচনা ও মনোযোগ সাপেক্ষ। বিশেষ না বুঝিলে ও অসুখের লক্ষণের সহিত ঔষধের লক্ষণ মিলাইয়া ঔষধ না দিলে উহা প্রায়ই কার্য্য করে না।

জ্বর।

জ্বরকালে অত্যন্তরীব অতিশয় শীতবোধ ও গরমে অত্যন্ত অসুখ বোধ করিলে, বক্ষে চাপ বোধ হইলে, বমনদ্বেগ থাকিলে জিহ্বা হরিদ্রা বর্ণের থাকিলে "ইপিক্যাক" দেওয়া যায়। অতিশয় শীতবোধ হইলে, হাত পা অবশ, মাথা ঘোরা কোষ্ঠবদ্ধতার সহিত জ্বর থাকিলে জ্বরের বিজ্বর অবস্থায় "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়। একে একে শীত ও উষ্ণ বোধ, কম্প দিয়া জ্বর আসা, অতিশয় দৌর্ব্বল্য, পেট জ্বালা, বেদনা, বুকে চাপবোধ, শ্বাসবোধ, মুখে তিক্তাস্বাদ জ্বরকালে দাহমান উত্তাপ, অতিশয় পিপাসাও অস্থিরতা, এই সমস্ত লক্ষণ যুক্ত রোগে "আর্সেনিক" ব্যবস্থা।

আর্সেনিক কুইনাইনের দোষ নিবারণ করে। এইজন্য বিজ্বর অবস্থায় ৪ ঘণ্টা অন্তর এক একবার "আর্সেনিক" সেবনের ব্যবস্থা করিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। বৈকাল বেলা জ্বর অতিতৃষ্ণা বা তৃষ্ণাশূন্যতা, শ্লেষ্মা বা পিত্ত বমন, সর্ব্বদা শীতবোধ হইলে "পলসিটিলা" দেওয়া যাইতে পারে।

রোগী পাণ্ডুবর্ণ, প্রথমে উত্তাপ ও পরে শীতবোধ, উষ্ণাবস্থায় অল্প পিপাসা, দুষ্টক্ষুধা, যকৃত ও প্লীহা স্ফীতি, পিত্ত ও আঠাযুক্ত উদরাময় থাকিলে "চায়না" ব্যবহার করা যায়।

শীত অল্পক্ষণ স্থায়ী হইলে, অতিশয় মাথাধরা থাকিলে, পুরাতন জ্বরে এবং শীতলাবস্থায় পিপাসা থাকিলে "নেট্রাম মিউরিয়াটিকাম্" দেওয়া হয়। ইহা ৩০ ক্রমের ব্যবহার করা উচিত।

জ্বরের সময়ে অতিশয় ভেদ, অতি দৌর্ব্বল্য, অধিকক্ষণ স্থায়ী শীত এবং নাড়ীর ক্ষীণতা, সূক্ষ্মতা ও দ্রুতগামিতা থাকিলে "ভেরেট্রাম" দেওয়া কর্ত্তব্য। শীতবোধ, বুকে হুল ফোটার ন্যায় বেদনা, প্লীহাস্থানে বেদনা, মাথাধরা, শীতাবস্থায় মাথা ভারী ও কাসির উদ্রেক থাকিলে "ব্রাইও-নিয়ার" প্রয়োগ হয়।

গাত্রবেদনা, শীতের আগে পিপাসা, উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত পিপাসার হ্রাস ও হাত পা ঠাণ্ডা হওয়া ও মস্তক উষ্ণ থাকা এরূপ লক্ষণে "আর্ণিকা" দেওয়া যায়। অতিশয় শিরঃপীড়া, অতিশয় শীত বা উষ্ণতা, মস্তকে রক্তাধিক্য, মুখ ও চক্ষুর রক্তবর্ণতা ও কর্ণের পার্শ্বে ধপ ধপ শব্দ এ সমস্ত লক্ষণে "বেলেডোনা" দেওয়া কর্ত্তব্য।

সামান্য প্রদাহযুক্ত জ্বর. নাড়ীর পূর্ণতা ও দ্রুততা থাকিলে, মস্তক ও ঘাড়ে অতিশয় বেদনা থাকিলে, শীত ও উষ্ণতা থাকিলে ও শীঘ্র শীঘ্র হাঁচি হইতে থাকিলে "একোনাইট" ব্যবহৃত হয়। জ্বরাবস্থায় দুই বা একঘণ্টা অন্তর সেবনে নাড়ীর গতিমৃদু হয় এবং ঘর্ম্ম হয় কিন্তু বিজ্বর অবস্থায় ইহা সেবন করান উচিত নয়। সামান্য বিরামযুক্ত জ্বরে "সিড্রন" অতিশয় উপকারী ; ইহা প্রকৃত জ্বরঘ্ন ঔষধ।

যকৃৎ প্রদাহ ও বৃদ্ধি।

যকৃত চাপিয়া ধরার ন্যায় বেদনা, চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা বা মল সাদা হইলে "মার্কিউরিয়াস সল" দেওয়া যায়, যকৃত বৃদ্ধি ও শক্ত বোধ, জ্বালাবৎ বেদনা, চাপিয়া ধরিলে বেদনা বৃদ্ধি

এমতাবস্থায় "ব্রাইওনিয়া" দিবে। মদ্যপান বশতঃ বা অতিশয় বলকারক খাদ্যজন্য হইলে ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে "নক্সভমিকা" দেওয়া যায়। যকৃৎ অত্যন্ত কঠিন হইলে ও পুরাতন জ্বর থাকিলে "আর্শেনিক" দেওয়া যায়। অধিক পরিমাণে ক্যালোমেল ব্যবহার জনিত এইরূপ হইলে "চায়না" ও "নাইট্রিক এসিড" ব্যবহার্য্য। কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটফাঁপায় নক্সভমিকায় উপকার না দর্শিলে "লাইকোপোডিয়ম" ব্যবহার্য্য।

ঠাণ্ডা লাগিয়া পিত্ত ভেদ ও বমন হইলে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের পক্ষে "ক্যামোমিলা" উপকারী; পুরাতন অবস্থায় "ক্যালকেরিয়া" ও "সালফার" দেওয়া যায় এবং প্রদাহযুক্ত হইলে ও জ্বর থাকিলে কিম্বা রোগের তরুণ অবস্থায় "একোনাইট" ব্যবস্থা করা উচিত।

প্লীহা।

অতিশয় দুর্ব্বলাবস্থায় জ্বর থাকিলে ও প্রদাহাবস্থায় "একোনাইট" ব্যবহার করিবে। ম্যালেরিয়া জ্বর থাকিলে "আর্শেনিক", মৃদু জ্বর ও প্লীহা থাকিলে "নেট্রাম মিউর" ব্যবহার্য্য; প্লীহার বেদনা থাকিলে "আর্ণিকা" ও প্লীহা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে "মার্কিউরিয়াস বিন আইওডেটাস" ব্যবহার্য্য। প্লীহা বৃদ্ধি ও কামড়ানী থাকিলে "সিয়ানোথাস" মাদার টিংচার ২।৩ ফেঁাটা মাত্রায় প্রত্যহ ৩বার সেবন করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কঠিনাবস্থায় প্লীহার উপর সিয়ানোথাস্ মাদার টিংচার ১০ ফেঁাটা ২ আঃ জলে মিশ্রিত করিয়া একখানা নেকড়া ভিজাইয়া লাগাইলে প্লীহা নরম হয়। প্লীহার উপর টিংচার আইয়োডিনের বাহ্যিক প্রয়োগে উপকার দর্শে।

হাম।

জ্বরাবস্থায় অতি তৃষ্ণা, অস্থিরতা ও সর্দ্দি থাকিলে "একোনাইট"

দেওয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থায় "বেলেডোনা" প্রয়োগ করিলে সবিশেষ উপকার পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শুষ্ক কাসি, মাথাধরা, ঢোঁক গিলিতে গলায় লাগা, চক্ষু রক্তবর্ণ থাকিলে "বেলেডোনা" ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় বা সর্দ্দি পাকিয়া গেলে, নাসিকা হইতে হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা বাহির হইলে, কাসি থাকিলে, মুখ শুষ্কতা সত্ত্বেও পিপাসা-হীনতা থাকিলে, ঘাম ভাল করিয়া বাহির না হইলে, মুখের তিক্ততা বা বিস্বাদ বোধ থাকিলে "পলসেটিলা" দেওয়া যায়। কিন্তু পেটের ব্যায়ারাম থাকিলে ও রাত্রিকালে অধিক দাস্ত হইলে "পল্‌সিটিলা" ব্যবস্থা করা উচিত নহে।

গলক্ষত, চক্ষুর প্রদাহ ও আমাশয়ের মত থাকিলে "মার্কিউরিয়াস" এবং ঘাম ভালরূপ বাহির না হইলে "জেলসিমিয়াম্" বা "ব্রাইওনিয়া" ব্যবহৃত হয়।

প্রলাপ প্রভৃতি উপস্থিত হইলে "বেলেডোনা" ব্যবহার্য্য। বক্ষবেদনা, জ্বর ও কাসি থাকিলে "ফস্ফারাস" ব্যবহৃত হয়। ঘাম বসিয়া গেলে বা বসিবার উপক্রম দেখিলে "সালফার" দেওয়া কর্ত্তব্য।

সর্দ্দি।

যাহাদের বারমাসই সর্দ্দি হয়, তাহাদের পক্ষে একমাস প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দুইবার করিয়া "ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব" সেবন করা উচিত। সর্দ্দিজ্বরে "একোনইট" ও "বেলেডোনা" ব্যবহৃত হয়। মস্তকে সর্দ্দিবোধ, নাসিকা হইতে জলপড়া, চক্ষু ও নাসায় কামড়ানির ন্যায় জ্বালা ও হাঁচি থাকিলে "আর্সেনিক" কিন্তু আহারে অনিচ্ছা ও গাঢ় হলুদবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হইলে "পলসিটিলা" ব্যবহার্য্য। সাধারণ সর্দ্দিতে

"একোনাইট" ও "নক্সভমিকা" পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগিয়া যে সর্দ্দি হয় তাহার প্রথমাবস্থায় "ক্যাম্ফর" ২।৩ ফোঁটা ও "জেলসিমিয়াম্" ব্যবহার্য্য।

উদরাময় বা পেটের ব্যায়রাম।

তৈলাক্ত খাদ্যজন্য অপাক হইয়া পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে, মল সাদা বা হলুদবর্ণ ও রাত্রে বৃদ্ধি হইলে "পলসিটিলা" কিন্তু গুরু. পাক দ্রব্য ভোজন জনিত হইলে "নক্সভমিকা" ব্যবহার্য্য। অতিশয় ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে "স্পীরিট ক্যাম্ফর" বা "ডালকামারা" ব্যবহৃত হয়। বেদনা-হীন, অতি দুর্ব্বল এবং ভুক্তদ্রব্য অজীর্ণাবস্থায় নির্গত হইলে "চায়না" ব্যবহার করিবে। পিত্তাধিক্যজনিত পেটবেদনা, বমনোদ্বেগ ও ক্ষুধা-মান্দ্য থাকিলে "ক্যামোমিলা" ও "মার্কিউরিয়াস" পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হয়। শূলবেদনাযুক্ত হইলে "ক্যামোমিলা" ও "কলোসিন্থ" ব্যবহারে উপকার দর্শে। রোগের পুরাতন অবস্থায় "আর্সেনিকে" সবিশেষ উপকার দর্শে। পেট গড় গড় করিয়া পাত্‌লা জলের ন্যায় ভেদ হইলে "পডোফিলাম" ব্যব-হারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

অপাক।

তৈলাক্ত ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত হইলে "পলসিটিলা" ব্যবহারে উপকার হয়। মানসিক চিন্তা, অপরিপাক, পেটবেদনা খিলধরা খাওয়ার পর পেটফাঁপা বা কোষ্ঠবদ্ধতা ঘটিলে "নক্সভমিকা" ব্যবহার্য্য। পেট-বেদনা, পেটচাপিয়া ধরিলে শান্তি, কোষ্ঠবদ্ধতা, বাহ্যের চেষ্টা শূন্যতা ঘটিলে "ব্রাইওনিয়া" ব্যবস্থা করিতে হয়। অতিশয় পেট ফাঁপা ও কোষ্ঠ-বদ্ধতা বা উদরময় হইলে "কার্ব্বভেজিটেবিলিস" দিতে হয়। দুর্ব্বলতা, অম্লোদগার ও নিদ্রালুতা থাকিলে বিশেষতঃ বৃদ্ধদিগের হইলে "লাইকো-

পোডিয়াম” ব্যবহার করিতে হয়। জিহ্বার আস্বাদ মন্দ হইলে, মুখে বার বার জল উঠিলে এবং বাহ্যের মল সাদা হইলে, “মার্কিউরিয়াস” দিবে। বমনোদ্রেক থাকিলে “ইপিক্যাক্” বা “এন্টীমনি টার্টারিকাম্” দেওয়া যায়।

ক্ষুধামান্দ্য ও খাদ্যে অনিচ্ছা থাকিলে, উদ্গার ও শ্লেষ্মা বমন হইলে “এন্টীম-ক্রুড” ব্যবহার করিতে হয়। অন্যান্য ঔষধে কিঞ্চিৎ উপকার দর্শিলে রোগের পুরাতন অবস্থায় “সালফার” ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

পরিপাক শক্তির অল্পতা হেতু অপাক হইলে প্রথমতঃ ক্ষুধার মাত্রাপেক্ষা অল্প আহার করিয়া পরিপাক শক্তিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া লওয়া উচিত। পরে হজম শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে আহার মাত্রা বৃদ্ধি করা উচিত। সোডা লিমনেড ইত্যাদিতে সাময়িক উপকার দর্শিলেও অধিক দিন ব্যবহারে আর উপকার পাওয়া যায় না।

ওলাউঠা।

প্রথমাবস্থায় জলবৎ ভেদ হইতে আরম্ভ হইলে “স্পিরিট ক্যাম্ফর” দিলে উপকার হয়। পেটকামড়ানি বর্ত্তমান থাকিলে ও খাদ্য দ্রব্য অপাক অবস্থায় নির্গত হইলে “চায়না” দিবে।

হঠাৎ অত্যন্ত ভেদ ও বমন হইতে থাকিলে “ভেরেট্রাম” ব্যবহারে উপকার হয়। প্রতি ভেদের পরই ঔষধ ব্যবহার করিবে। খিলধরা অবস্থায় ভেদ বন্ধ হইয়া গেলে পর পেট গড় গড় করিতে থাকিলে “কিউপ্রাম এসিটিকাম” বা “কিউপ্রাম মেট” ব্যবস্থা করা উচিত। অতিশয় বমন মাত্র থাকিলে “ইপিক্যাক্” ব্যবস্থা করিবে। মুখশ্রীর বিবর্ণতা, নাড়ীর বিলুপ্ততা অথবা বসিয়া যাওয়া, হস্তপদের শীতলতা ইত্যাদির লক্ষণে “কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস”, “আর্সেনিক” বা ”হাইড্রোসিয়ানিক এসিড” ব্যবস্থা

করিবে। যখন নাড়ী পাওয়া যায় না, রোগী অতিশয় ছট্ ফট্ করে, বিছানায় এপাস ও পাস করিতে থাকে, অতিশয় পিপাসা থাকে কিন্তু অল্প জল পানেই তৃপ্তি পায় ও পশ্চাৎ বমন করে, গা, হাত, পা বরফের মতন শীতল হয়, চক্ষু কোটর গত হয় তখন "আর্সেনিক" দিবে। রোগীর নাড়ী পাওয়া যায় না, মুখ কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যায়, জীবনের আশা অল্প হয়, ঘর্ম্ম হইতে থাকে এরূপ অবস্থায় "কার্ব্ব ভেজিটেবিলিস্" দিবে। রোগী স্থির হইয়া পড়িয়া থাকে, নাড়ী পাওয়া যায় না, মৃত্যু অতি সন্নিকট, শ্বাস কষ্ট হইতে থাকে এমন অবস্থায় "হাইড্রোসিয়ানিক এসিড" প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। ইহাতে রোগীর ধাতু সবল হয়, শরীরের উত্তাপ পুনরায় অনুভূত হইতে আরম্ভ হয় এবং জীবনের আশা হয়। শ্বাস কষ্ট নিবন্ধন "সিকেলি" বা "কিউপ্রাম" দেওয়া যায়। অতিশয় পেটবেদনা থাকিলে ও নাড়ী এলোমেলো হইলে "একোনাইট" দিবে। আরোগ্যাবস্থায় দুর্ব্বলতার নিবারণ জন্য "চায়না", "সালফার" বা "ফস্ফরিক "এসিডের"ব্যবস্থা করিবে। অতিশয় হিক্কা থাকিলে"ইগ্নেসিয়া""ক্রডমিকা", "সিকিউটা" প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। ভেদবমন থামিয়া গিয়া যদি প্রস্রাব না হয় অথচ মুত্রকোষ পূর্ণ থাকে তাহা হইলে "ক্যাম্থারাইডিজ" ব্যবস্থা করিবে। ইহাতেও প্রস্রাব না হইলে "টেরিবিস্থিনি" ব্যবস্থা করিবে। ইহার সহিত জ্বর থাকিলে "একোনাইট" দিবে। বিকারাবস্থায় "বেলেডোনা" "হাইওসায়েমাস" ও ষ্ট্রামোনিয়ম" বিবেচনা পূর্ব্বক দিবে। ওলাউঠা রোগে"আর্সেনিক"৩য় ক্রম বা ৩০ ক্রম, "কার্ব্বভেজ"ও "কিউপ্রাম" ১২ বা ৩০ ক্রম এবং "ভেরেট্রাম" ১২ ক্রম ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য। পীড়ার প্রাক্কালে ও পিপাসায় রোগীকে পরিষ্কার শীতল জল বা বরফ দিতে ত্রুটি করিবে না। রোগীর গৃহ ও বিছানা পরিষ্কার রাখিবে। রোগীর মনে যাহাতে ভয় না হয় তাহা করিবে। রোগীকে স্থির ভাবে শায়িত রাখিবার

চেষ্টা করিবে। বাহ্যে ও বমনের জন্য পুনঃ পুনঃ উঠিয়া যাইতে দিবে না, সরার ব্যবস্থা করিবে। দুর্গন্ধ নাশের জন্য ফিনাইল বা চুণ ব্যবহার করিবে। রোগীর গৃহে বায়ু চলাচলের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। রোগের অবস্থায় কোন পথ্যাই ব্যবস্থা করিবে না। তৃষ্ণা নিবারণার্থ শীতল জল বা বরফ ব্যবহার করিতে দিবে। খিল ধরিলে গরম জল বোতলে পুরিয়া অথবা ফ্লানেল গরম করিয়া তাহার সেক দিবে। বেশী ঘর্ম্ম হইলে শরীরে এরোরুট মর্দ্দন করিবে। একটু আরোগ্য হইলে জল এরোরুট, জল বার্লি, ডাবের জল সামান্য পরিমাণে দিবে। ক্রমে উহা সহ্য হইলে, মল ঘন ও হরিদ্রাবর্ণের হইলে এবং বিশেষ কোন উপদ্রব না থাকিলে গাঙ্কালের ঝোল, জীবিত মৎসের ঝোল, অন্নমণ্ড ইত্যাদি লঘু পথ্য দিবে। এই সকল সহ্য হইলে এবং ভালরূপ ক্ষুধা হইলে অন্ন পথ্য করিতে দিবে।

রক্ত আমাশয়।

অতিশয় কোৎপাড়া, রক্তমিশ্রিত সাদা আম, মুত্রের অল্পতা ও কষ্টকর ভাব থাকিলে "মার্কিউরিয়াস-সল" দিবে। রক্ত বাহ্যে হইতে থাকিলে মার্কিউরিয়াস-কর" দিবে। অতিশয় বেদনায় কলোসিন্থ ও অধিক রক্তস্রাব থাকিলে, "হেমোমেলিস" দিবে। মলে দুর্গন্ধ থাকিলে, অগ্রে আম পরে রক্ত নির্গত হইলে "ইপিক্যাকের" ব্যবস্থা করিবে। অতিশয় তৃষ্ণা থাকিলে "পলসেটীলা" দিবে। এই রোগে খাদ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আলু ও অন্যান্য তরকারী বর্জ্জন করিবে এবং ফলমুল আহার করিতে দিবে না। এরোরুট, ঘোল, খইমণ্ড, সিঙ্গি বা মাগুর মাছের ঝোল, বার্লি, বেদানার রস, দুধ উৎকৃষ্ট পথ্য। ফ্লানেল দিয়া পেট ঢাকিয়া রাখিবে।

শ্বাসকাস বা হাঁপানি।

কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস নির্গম, বক্ষে ভার বোধ অতিশয় দুর্ব্বলতা, বৈকালে বা রাত্রে পীড়ার বৃদ্ধি, শয়নে অক্ষমতা, আক্ষেপ জনিত হাঁপানি এবং গলা ও বুক চাপা থাকিলে "আর্সেনিক" ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে, গাঁজলাযুক্ত প্রচুর কফ নির্গত হইলে "ইপিক্যাকের" ব্যবস্থা করা উচিত।

"লোবেলিয়া" হাঁপানির একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহাতে হাঁপানির ফিট নিবারিত হয়। অম্ল ও অজীর্ণ দোষ থাকিলে পেট গরম হইয়া হাঁপানি হইলে"নক্সভমিকা"ব্যবহার করিবে। হাঁপানির আরম্ভাবস্থায় "নক্সভমিকায়" যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। হাঁচি, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট ও তরল শ্লেষ্মা স্রাব হইলে "কেলি আইওডাইড" ব্যবহার করিবে।

লঘুপাক দ্রব আহার করা উচিত এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শেষ আহার সমাধা করা উচিত। শীতল অথবা ঈষদুষ্ণ জলে স্নান কর্ত্তব্য। ধুতুরা পাতা তামাকের ন্যায় কলিকায় সাজিয়া ধুমপাম করিলে হাঁপের টানের আশু উপশম হয়।

ব্রণ।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ হইলে "আর্ণিকা" দিবে। লাল ও জ্বালাযুক্ত ব্রণ হইলে "বেলেডোনা" ব্যবস্থা করিবে। ব্রণে পূঁজ হইতে আরম্ভ হইলে"হিপার সালফার" ব্যবহার করিবে। পুনঃ পুনঃ ব্রণ হইলে "সালফার" ব্যবহার করিবে।

শূল বেদনা।

যদি অত্যন্ত বেদনা জন্য রোগী সম্মুখ দিকে হেলিয়া পড়ে এবং তৎসহ যদি পেটের পীড়া থাকে তাহা হইলে "কলোসিন্থ" ব্যবস্থেয়। পিত্তশূল বেদনায় "ক্যামোমিলা,""নক্সভমিকা" বা "ডায়স্কোরিয়া" দেওয়া চলে। পেট

কাঁপিয়া থাকিলে "নক্সভমিকা," "চায়না" বা "পলসিটিলা" দিবে। পেট ফুলিয়া থাকিলেও কিছুতেই উপকার না হইলে "কলিন্‌সোনিয়া" ও "আইরিস ভার্সিকোলএর" ব্যবস্থা করিবে।

বমন।

মাথাঘোরা, অতি ভোজন, অজীর্ণ, অম্ল রোগ, ক্রিমি, গর্ভাবস্থায়, ওলাউঠা ও স্নায়ুর উত্তেজনা জনিত বমন সম্ভব।

বমনেচ্ছা বা বমন, শ্লেষ্মা মিশ্রিত বা জলবৎ বমন, পিত্তমিশ্রিত বমন, উকি উঠা ও পেট বেদনা থাকিলে "ইপিক্যাকের" ব্যবস্থা করিবে। স্নায়বিক বমন, আহারে অনিচ্ছা ও গা বমিরভাব থাকিলে "এণ্টিম টার্ট" বা "এন্টীম ক্রুড" ব্যবস্থা করিবে। অতিশয় ববন, বমনেচ্ছা, অবিরত উকি উঠা, দুর্ব্বলতা, জলপান মাত্রই বমন হইলে "আর্সেনিক" ব্যবহার্য্য। জলপান করার কিছুক্ষণ পরে বমন হইলে "ফস্ফরাস" দিবে। পীড়ার পুরাতনাবস্থায় ক্রমান্বয়ে বমন হইলে "ক্রিয়োজোট" দিবে। অম্ল জনিত বমন ও পেট বেদনা থাকিলে "নক্সভমিকা," গর্ভাবস্থায় বমন হইলে "ইপিক্যাক" ও "সিপিয়া" ব্যবহার করিবে। গাড়ী, পাল্কী, জাহাজ বা নৌকায় আরোহণ করিতে বমন হইলে "নক্সভমিকা", "পেট্রোলিয়ম" বা "ককিউলাস" ব্যবহার করিবে আঘাত জনিত বমনে "আর্ণিকা", পিত্তবমনে "ইপিক্যাক", পডোফাইলাম," বা "ব্রাইওনিয়া" উপকারী।

ইহাতে সামান্য আহার ও পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিতে হয়। বরফ খণ্ড চুষিলে বমনে উপকার দর্শে। ডাবের জল বা ঠাণ্ডা জলপানে অনেক সময়ে উপকার দর্শে।

হিক্কা।

সামান্য কারণে হিক্কা হইলে শীতল জলপানে বন্ধ হয়। কিছুক্ষণ

শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে হিক্কা নিবারিত হয়। লবঙ্গ বা গোলমরিচ পোড়াইয়া তাহার ধূমের আঘ্রাণ লইলে হিক্কা নিবারিত হয়। ঔষধের আবশ্যক হইলে 'বেলেডোনা', 'নক্সভমিকা' বা 'সিকিউটার' ব্যবস্থা করিবে। পীড়ার পুরবতনাবস্থায় মুখে জল উঠা এবং তাহা অম্ল সংযুক্ত হইলে 'ক্যালকেরিয়া' প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিতে দিবে। যদ্যপি অপাক জন্য ও মদ্যপান জনিত হয় তবে 'নক্সভমিকা', অপাক তৈলাক্ত দ্রব্য ভোজন জনিত হইতে 'পলসিটিলা' কিন্তু পেট ফঁাপিয়া থাকিলে বেদনা থাকিলে এবং মুখে জল উঠিলে 'লাইকোপোডিয়মের' ব্যবস্থা করিবে

ক্রিমি।

ক্রিমি সচরাচর তিন প্রকার যথা—সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমি লম্বা ও গোলাকার ক্রিমি এবং ফিতার ন্যায় ক্রিমি। সকল প্রকার ক্রিমিতেই 'সিনা' মহৌষধ বলিয়া গণ্য হয়। নাক চুলকান, নিদ্রাকালে এপাস ওপাস করা, নিদ্রিতাবস্থায় কথা কহা, গা বমি বমি করা, বমন ও পেট কামড়ানি থাকিলে 'সিনার' ব্যবহার হয়। লম্বা গোলাকার ক্রিমি থাকিলে, মলের বর্ণ সাদা হইলে, পেট টানিয়া ধরিলে এবং রত্রিকালে অস্থিরতা থাকিলে 'মার্কিউরিয়াস-সল' ব্যবস্থা করিবে। এ অবস্থায় 'স্যাণ্টোনাইন', 'ইগ্নেসিয়া' ও 'সালফার' ব্যবহৃত হইতে পারে।

ফিতার ন্যায় ক্রিমিতে 'ফিলিক্সম্যাস' দুইবার করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। 'লাইকোপোডিয়াম' ৩০ ক্রম দুই দিনে ক্রিমি নষ্ট করে, তবে বালকদিগের সূত্র খণ্ডবৎ ক্রিমিতে কেবল 'সিনা' ব্যবস্থা করিবে। যুবকদিগের সরলান্ত্রে অত্যন্ত উত্তেজনা থাকিলে এবং মাথাঘোরা ও অনিদ্রা থাকিলে 'টিউক্রিয়াম' ব্যবস্থা করিবে বালকদিগের ক্রিমি ও তজ্জন্য

পেটের পীড়া হইলে 'চায়না' দিবে সূত্রবৎ ক্রিমিতে লবণ জলের পিচকারী দিলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

ফোঁড়া।

অতিশয় ফুলা ও বেদনা থাকিলে 'বেলেডোনা' এবং পূঁজ হইতে আরম্ভ হইলে 'হিপার সালফার' ব্যবহার করিবে। লাল চক্‌চকে বা গলদেশের গ্রন্থীতে হইলে 'মার্কিউরিযাস-সল' প্রদান করিবে এই ঔষধে কখন কখন পূঁজ হওয়া বন্ধ হয় এবং ফোড়া শুকাইয়া যায় এবং পূঁজ হইলে শীঘ্র পাকিয়া আরোগ্য হয়। যদি পাতলা পূঁজ হইয়া থাকে, যদি শীঘ্র পাকিয়া যায় কিন্তু শীঘ্র শুষ্ক না হয় তাহা হইলে 'সাইলিসিয়ার' ব্যবস্থা করিবে।

মুখের ঘা।

যদি জিহ্বা ফুলিয়া ক্ষত হয়, দাঁতের গোড়া হইতে রক্ত পড়ে মুখে দুর্গন্ধ হয় বা লাল নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা হইলে 'মার্কিউরিয়াস্ সল' দিবসে তিনবার ব্যবস্থা করিবে।

মুখ ও জিহ্বা লাল হইয়া হাজিয়া যাওয়ার ন্যায় হইলে এবং পাতলা মল নির্গত হইতে থাকিলে 'বোর‍্যাক্স' দিবে। এই ঔষধ জলে মিলাইয়া জিহ্বা ও মুখে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। ইহাতে 'সালফার', 'নাইট্রিক এসিড' ও 'নক্সাভমিকাও' কখন কখন ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদিগের ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া।

প্রথম ঋতু ইইতে বিলম্ব হইলে 'পালসিটিলা' দেওয়া যায়। শরীরের রক্তহীনতা জন্য ঋতু না হইলে 'ফেরম' ও 'সালফার' ব্যবস্থা করা উচিত। রক্ত সঞ্চালনের অবস্থা মন্দ হইলে এবং জ্বর থাকিলে 'একোনাইট' দেওয়া কর্ত্তব্য। একবার ঋতু কালীন অতি রজঃ অন্যবার অল্প রজঃ ও তৎসহ পৃষ্ঠে ও তলপেটে বেদনা থাকিলে 'বোর‍্যাক্স' ৫গ্রেণ পরিষ্কৃত জলে মিশাইয়া

দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে। কিছু বাহির হওয়ার ন্যায় বেদনা থাকিলে ও চাপ চাপ রক্ত অথবা রক্তস্রাব বাহির হইলে 'সিকেলি কর্নিউ-টাস' ব্যবস্থা করিবে। পূর্ণ বেদনার মত বেদনা হইলে 'ককিউলাস' সেবন করান বিধেয়। ঋতু কালীন বেদনায় 'বেলেডোনা','প্ল্যাটীনা' বা 'ইগ্নেসিয়ার' ব্যবস্থা করিবে। অতিশয় রক্তস্রাব ও তজ্জনিত দুর্ব্বলতা থাকিলে ও কাল রংয়ের ঘন রক্ত নির্গত হইলে 'চায়না' ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অল্প অল্প রক্ত স্রাব হইলে ও পেটে বেদনা থাকিলে 'পালসিটিলা' দিবে। শীঘ্র শীঘ্র ঋতু হইলে 'ক্যালাকেরিয়া' দিতে হইবে। অল্প রজঃ, পেট কসিয়া ধরার ন্যায় বেদনা হইলে 'পডোফাইলাম' ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। অতিরিক্ত রক্তস্রাব থাকিলে 'বেলেডোনা' 'নক্সভমিকা','ইগ্নেসিয়া','প্লাটীনা', 'সিপিয়া' এই কয়েকটী ঔষধের একটী মনোনিত করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

ক্ষুধা।

শারীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য জনিত ক্ষুধামান্দ্য ঘটিলে 'চায়না'ব্যবস্থা করা উচিত। একাকী অবস্থান, অসময়ে আহার, অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন ও প্রাতে ক্ষুধামান্দ্য হইলে 'নক্সভমিকা' দিবে। কিন্তু গুরুপাক দ্রব্য, মাংস চর্ব্বি, তৈলাক্ত দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন জন্য ক্ষুধা রহিত হইলে 'পলসিটিলা' প্রয়োগ করিবে।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

মাথাভার, তলপেটে চাপ বোধ, অতি কষ্টে গুটিলা মল নির্গত হইলে এবং অরুচি লক্ষণরূপে থাকিলে 'নক্সভমিকা' দিবে পুরাতন অবস্থায় অর্শের সূচনায় 'সালফার' ব্যবস্থা করিবে। পেট ফাঁপিয়া হইলে'লাইকোপোডিয়াম' এবং সামান্য অবস্থায় দুর্ব্বলতা থাকিলে 'হাইড্রোষ্টিস্' ব্যবহার করিবে। 'ব্রাইওনিয়া'ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বালকদিগের জন্য পর্য্যায়ক্রমে অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর 'বেলেডোনা' ও 'একোনাইট' ব্যবস্থা করা যায়। মুখ স্ফীত ও রক্তবর্ণ হইলে 'বেলেডোনা' ব্যবহৃত অপাক জন্য হইলে এবং পেটকামড়ানি ও বেদনা থাকিলে 'ক্যামোমিলা' এবং ক্রিমি জনিত হইলে 'সিনা' বা 'ইগ্নেসিয়া' দিবে। খিলধরা থাকিলে 'কিউপ্রাম' ও 'ভিরেট্রাম' এবং ভয় হেতু হইলে'ওপিয়ম'এর ব্যবস্থা করিবে। মূর্চ্ছা অপনোদনের জন্য মুখে শীতল জলের ঝাপটার ও মাথায় শীতল জল দিবে।

কাসি।

শুষ্ক এবং বিরক্তিজনক কাসি, রাত্রিতে বৃদ্ধি ও তজ্জন্য মস্তকে বেদনা থাকিলে 'বেলেডোনার' ব্যবস্থা করিবে। বুকে বেদনা পার্শ্বদেশ চাপিয়া ধরা, গলা খুস খুস করা, কাশিতে কাশিতে বুক ও পার্শ্ব বেদনা করা এবং কাস শুষ্কতা ঘটিলে 'ব্রাইওনিয়া' দিবে। রাত্রে অত্যন্ত বৃদ্ধি, গলা ঘড় ঘড় করা এবং সর্দ্দিজন্য বমন হইলে 'ইপিকাক' দিবে। অতি সহজে গয়ের উঠিলে কিন্তু রাত্রিকালে শুষ্কতা হইলে 'পালসিটিলা' প্রয়োগ করিবে। দুর্ব্বলতা, হাঁপানির মত রাত্রিকালে শ্বাস কষ্ট ও বুক টানিয়া ধরা এই লক্ষণ গুলি বিদ্যমান থাকিলে'আর্সেনিকের'ব্যবস্থা করিবে। আহারের পর কাসি হইলে 'নক্সভমিকা' দিবে। অতিশয় কাসিও গলক্ষত থাকিলে বিশেষতঃ হলুদ বর্ণের শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিলে 'মার্কিউরিয়াস-সল' দিবে। এবং বুক বেদনা যুক্ত পুরাতন কাসিতে 'ফস-ফরস' দিবে। এই রোগে রাত্রে হিম বা ঠাণ্ডা লাগান, পায়ে ঠাণ্ডা লাগান ও ভিজা কাপড় পরা অতিশশয় অপকারী।

ঘুংড়ি কাসি।

অতি তৃষ্ণা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বা অতিশয় উত্তাপ ও শুষ্ক কাসি থাকিলে

'একোনাইট' দিবে। রোগের প্রথমাবস্থায় 'একোনাইট' ও 'স্পঞ্জিয়া' পর্যায় ক্রমে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অতিশয় শ্লেষ্মা, ঘড় ঘড় শব্দ থাকিলে ও শ্লেষ্মা সহজে উঠিয়া যায় এরূপ হইলে 'হিপার সালফার' দিবে। উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট ঘং ঘং করিয়া কাসি, শব্দ যুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস ও তৎসঙ্গে নিশ্বাস বন্ধের ভাব থাকিলে 'স্পঞ্জিয়া' বা 'আইওডিন' এবং শুষ্ক কাস, মাথাধরা ও গলক্ষত বিদ্যমান থাকিলে 'বেলেডোনার' ব্যবস্থা করা যায়।

শোথ।

হৃদপিণ্ডের পীড়া জনিত শোথ হইলে 'ডিজিটেলিস' দিবে। নূতন অবস্থায়, তলপেটে হইলে এবং জ্বর থাকিলে 'এপিস' 'মেলিফিকা' অথবা 'আর্সেনিক' দিবে। বুকে হইলে 'আর্সেনিক' 'ব্রাইওনিয়া' বা 'ডিজিটেলিস' দিবে; মুখে হইলে 'এপিস' বা 'আর্সেনিক' এবং হস্তে হইলে 'এপিস' ও 'চায়না' ব্যবহার করিবে।

পুড়িয়া গেলে।

পুড়িয়া যাওয়া মাত্র 'ক্যান্থারিস' ২য় ক্রম জলে মিশাইয়া তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে লাগাইলে জ্বালা যন্ত্রণা নিবারিত হয় এবং ফোস্কা উঠে না। কখন কখন 'আর্নিকা' আমিশ্র আরক ও 'ক্যান্থারিস' ৬ষ্ঠ ক্রম খাইতে দেওয়া হয়। ঘা হইলে 'ক্যালেণ্ডিউলা' বা 'আর্টিকাইউরেন্স' তৈলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

শিশুদের দাঁত উঠার সময় অসুখে।

দন্তোদগমকালে সাধারণতঃ শিশুরা একটু খিট খিটে হয়, প্রায় কাঁদিতে থাকে এবং পেটের ব্যায়ারামও হইয়া থাকে। উপরোক্ত লক্ষণ সহ জলের মত ভেদ থাকিলে 'ক্যামোমিলা' দিবে। অনেক সময়ে এরূপ ভেদ

ও বমন হইতে থাকে যে কলেরা বলিয়া ভ্রম হয়। নানা রঙ্গের ভেদ ইহতে থাকিলে এবং জ্বর বিদ্যমান থাকিলে 'ক্যামোমিলায়' সুন্দর ফল দর্শে। কিন্তু জ্বর না হইয়া জ্বরবোধ হইলে 'একোনাইট' দিবে। মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে বা মূর্চ্ছা হইলে 'বেলেডোনা' এবং ক্রিমি জন্য হইলে 'সিনা' দিবে। দাঁত উঠিতে বা হাঁটিতে বিলম্ব হইলে তাহার প্রতিকারার্থ 'ক্যাল্কেরিয়া' দিবে।

কর্ণ বেদনা।

কর্ণে অত্যন্ত বেদনা হইলে, কান ফুলিলে ও অত্যন্ত উত্তাপ যুক্ত হইলে হইলে 'পালসিটিলা' বা 'মার্কিউরিয়াস' ব্যবস্থা করিবে। ফুলিয়া প্রদাহ যুক্ত হইলে, ফুলিলে, উত্তাপ যুক্ত বা বেদনা যুক্ত হইলে 'বেলেডোনা' ও 'একোনাইট' পর্য্যায় ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে। কান হইতে গাঢ় দুর্গন্ধ যুক্ত রক্ত মিশ্রিত পূঁজ নির্গত হইলে 'মার্কিউরিয়াস সল' সেবন করিতে দিবে এবং একভাগ 'কার্ব্বলিক' 'এসিড' একশত ভাগ উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ দুইবার কানে পিচকারী দিবে। যদ্যপি পূঁজ জলবৎ হয় তবে 'পালসিটিলা' দিবে এবং হলুদ বর্ণের দুর্গন্ধ বিশিষ্ট পূঁজ নির্গত হইলে কেবলমাত্র 'অরাম' প্রয়োগ করিবে।

মুখ বেদনা।

মুখ স্ফীত, উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইলে এবং শরীরে অস্থিরতা থাকিলে 'একোনাইট' ব্যবহার করিতে দিবে। যদ্যপি অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকে ও সময়ে সময়ে বেদনা উপস্থিত হয় তাহা হইলে 'আর্সেনিক' দেওয়া বিধি। চক্ষের নীচে দপ্‌দপানি বেদনা থাকিলে এবং তাহা গাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে 'বেলেডোনা' ব্যবহার করিবে এবং দুর্ব্বলতা বশতঃ পীড়া উপস্থিত হইলে বা জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে এবং উহার সহিত ক্ষুধা মান্দ্য বর্ত্তমান থাকিলে 'চায়না' ব্যবহার করিতে দিবে।

প্রমেহ (গণোরিয়া)

রোগের সূত্রপাতাবস্থায় মূত্রনালীতে জ্বালাও প্রদাহের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে 'একোনাইট' ব্যবহার করিতে দিবে। প্রস্রাব অল্প ফোঁটা ফোঁটা ও সাদা রঙ্গের ধাতু নির্গম হইলে বা ধাতু নির্গম বন্ধ হইয়া দ্বিতীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে 'ক্যানাবিস' প্রয়োগ করিবে। বেদনা যুক্ত প্রমেহ, মুত্রাধারে বেদনা এবং রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাবে 'ক্যান্থারাইডিস' প্রয়োগ করিবে। প্রস্রা-বধারে যন্ত্রণা ও লালবর্ণ হওয়া প্রচুর পূযস্রাব, পূনঃ পূনঃ মুত্রত্যাগেচ্ছা এবং হরিদ্রা বর্ণের ধাতু নির্গম হইলে 'কোপেইবা' দিবে। হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট ধাতু ক্ষরণ হইলে এবং তাহা রাত্রিকালে বৃদ্ধি ও রক্ত নির্গত হইলে 'মার্কু-উরিয়াস' ব্যবহার করিতে দিবে। তবে যাবতীয় পুরাতন অবস্থায় 'সাল-ফার' ব্যবহার করা উচিত ও দীর্ঘকাল যাবত পীড়ার চিকিৎসা করিতে হয়।

মাড়ী স্ফীতি।

মাড়ী উত্তপ্ত ও রক্তবর্ণ হইলে ও জ্বর বোধ থাকিলে 'বেলেডোনা' ও 'একোনাইট' পর্য্যায় ক্রমে দিলে সবিশেষ উপকার দর্শে। মাড়ী ফুলিয়া শক্ত ও বেদনা যুক্ত হইলে 'মার্কিউরিয়াস' দিবে। দপদপানি সহ বেদনা ও পুঁজের উপক্রম হইলে 'সাইলিসিয়া' দিবে।

দন্ত শূল।

জ্বালা ও দপদপানি বেদনা হইলে 'একোনাইট' বা 'বেলেডোনা' দেওয়া কর্ত্তব্য। মাড়ী ফুলিয়া অত্যন্ত জ্বালা হইলে, দন্ত নষ্ট হইলে অথবা চর্ব্বণ কালে বেদনা অনুভূত হইলে 'ক্রিয়োজোট' দিবে। দন্তক্ষয় জনিত হইলে এই ঔষধে তুলা ভিজাইয়া উহা ঐ দন্তের গোড়ায় দিলে উপকার দর্শে। রাত্রিতে বৃদ্ধি ও স্পর্শ অসহ্য বোধ হইলে 'ব্রাইওনিয়া' ও 'মার্কিউরিয়াস ভাইভাস' সেবনে উপকার দর্শে। বালক ও স্ত্রীলোকদিগের শূল বিদ্ধবৎ

বেদনা বোধ হইলেও মুখ ফুলিলে 'ক্যামোমিলা' দিবে। কিন্তু স্নায়বিক উত্তেজনা অথবা ঠাণ্ডা লাগা নিবন্ধন হইলে 'কফিয়া' প্রদান করিবে।

ক্ষত বা ঘা।

ক্ষত স্থানের চতুর্দ্দিক লাল ও বেদনা যুক্ত হইলে 'বেলেডোনা' দিবে। পুরাতন ও সামান্য ঘা হইলে 'সাইলিসিয়া' দিবে। ক্ষত গভীর ও উহার চারিধার উচ্চ হইলে 'কেলিবাইক্রোমিকাম'দিবে। এই ঔষধ সাড়ে চার আঃ জলে মিশাইয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া ফেলিবে। ঘা স্ফীত হইলে এবং জ্বালা ও পুঁজ থাকিলে, অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত ও পচা হইলে 'আর্সেনিক' দিবে। শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য 'হিপার সালফার', 'ক্যালকেরিয়া' ও 'সালফার' ব্যবহারই বিধি। মুখ, চোখ বা অন্য কোন শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ঘা হইলে 'হাইড্রাষ্টিস' সেবন ও বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে। ইহাতে ঘা সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতে হয়। ৪০ ফোঁটা 'ক্যালেণ্ডুলা মাদার' অর্দ্ধপোয়া জলে মিশাইয়া ঘায়ে লাগাইলে উপকার দর্শে।

আঙ্গুল হাড়া।

অঙ্গুলীর ক্ষতস্থান অতিশয় বেদনা যুক্ত উত্তপ্ত, স্ফীত, দপ্‌দপানি যুক্ত, বেদনাযুক্ত ও লালবর্ণ হইলে 'বেলেডোনা' পুঁজ হইলে ও যন্ত্রণা থাকিলে 'মার্কিউরিয়াস-সল' ও 'বেলেডোনা' এবং পুঁজ গাঢ় হইলে হিপার সাকফার' দেওয়া উচিত। এরূপ অবস্থায় অস্ত্রোপচারে বিশেষ উপকার দর্শে।

আঘাত।

আঘাত লাগিয়া চর্ম্ম উঠিয়া মাংস থেঁতলাইয়া গেলে 'ক্যালেণ্ডুলা মাদার' দ্বারা ন্যাকড়া ভিজাইয়া উহার উপর বাঁধিয়া দিবে। গভীর ভাবে কাটিয়া ও ফুঁড়িয়া গেলে 'লিডম্' ঐ নিয়মে বাহ্যিক প্রয়োগ করিবে; কিন্তু

ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মত হইলে টিংচার 'আর্ণিকার' বাহ্যিক আভ্যন্তরীক প্রয়োগ করা উচিত। সন্ধিচ্যুতি জনিত রক্তস্রাব নিবারণ করিতে হইলে 'হ্যামোমেলিস' ও টিংচার 'আর্ণিকা' বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীক প্রয়োগ কর্ত্তব্য। রক্ত বন্ধ করণোদ্দেশ্যে আঘাত স্থান ধৌত করিয়া শিরা বাঁধিয়া দিবে।

গলক্ষত।

গলার ভিতর রক্তবর্ণ শুষ্কবোধ ও গিলিতে বেদনা বোধ করিলে 'বেলেডোনা' দিবে কিন্তু যদ্যপি ঘা হইয়া যায় ও ফুলিয়া উঠে তাহা হইলে 'মার্কিউরিয়াস' ও 'বেলেডোনা' পর্য্যায় ক্রমে দিবে। এরূপ অবস্থায় 'ল্যাকেসিস' ও উত্তম ঔষধ।

অনিদ্রা।

বেদনার জন্য ঘুম না হইলে 'একোনাইট', 'কফিয়া', 'হায়োসায়েমাস' বা 'বেলেডোনা' দিবে। মানসিক শোক বা উত্তেজনা জনিত অনিদ্রায় 'ইগ্নেসিয়া' দিবে কিন্তু সামান্য অসুখ বশতঃ অনিদ্রায় 'জেলসিমিয়াম' ১ বা ২ ফোঁটা সেবন করিতে দিবে।

বাত।

প্রবল বাত ও তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে 'একোনাইট' দিবে। পেশীতে বেদনা এবং উহা নড়াচড়ায় বৃদ্ধি হইলে অথবা ঠাণ্ডা ও হিম লাগিয়া বাত হইলে 'ব্রাইওনিয়া' প্রদান করিবে। পেশী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাঁটে বেদনা হইলে জলে ভিজিয়া বাত হইলে ও চলিয়া বেড়াইলে সেই বেদনার উপশম হইলে 'রসটক্স' দিবে। প্রবল বেদনা কমিয়া গেলে 'সালফার' দিবে। প্রস্রাবের দোষ থাকিলে 'কল্‌চিকাম' হৃদপিণ্ডের পীড়া থাকিলে 'ডিজিটেলিস' প্রদান করিবে।

পেশীতে বেদনা।

পেশীতে বাতের ন্যায় বেদনা ও অবসন্নতা বোধ হইলে 'ভিরেট্রাম ভিরিডি' দিবে। অতিশয় শারীরিক পরিশ্রম জনিত বেদনা হইলে 'আর্ণিকা' দিবে। প্রদাহ যুক্ত অবস্থায় 'রসটক্স' দিবে। 'সিমিসিফিউগা'ও এই পীড়ার উত্তম ঔষধ।

পক্ষ্যাঘাত।

কম্পসহ পক্ষ্যাঘাত হইলে 'মার্কিউরিয়াস সল' ও 'রসটক্স' পর্য্যায়ক্রমে দিবে। মুখের অবশতায় 'কষ্টিকাম', 'একোনাইট' ও 'ইগ্নেসিয়া' ব্যবহার করা যায়। সর্ব্বশরীরে পক্ষ্যাঘাত হইলে 'ফস্ফারাস' ও 'কোনায়াম' অথবা 'বেরাইটাকার্ব্ব' ব্যবস্থা করিবে। বালকদিগের হইলে 'জেলসিমিয়ম' 'বেলে-ডোনা' ও 'সিকেলি' ব্যবহার করিবে। কোমর হইতে পা পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইলে 'ফস্ফারাস' ও 'ষ্ট্রিকনিয়া' দিবে কিন্তু বাত জনিত পক্ষ্যাঘাত হইলে 'রসটক্সে' বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

ক্ষয়কাস।

ক্ষয়কাস হইবার সম্ভাবনা দেখিলে 'ক্যাল্কেরিয়া'ও 'সালফার' সেবনার্থ প্রয়োগ করিবে। পথ্যরূপে কডলিভার অয়েল ব্যবহার করিতে দিবে। এই কডলিভার ২ ড্রাম পরিমাণে দিবসে দুইবার দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া খাইলে সবিশেষ উপকার দর্শে। রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে 'হ্যামোমেলিস্','ইপিক্যাক' ও আর্ণিকার 'ব্যবস্থা' করিবে। অপাক থাকিলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া কষ্টবোধ হইলে এবং অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তিবোধ করিলে 'ক্যাল্কেরিয়া' প্রয়োগ করিবে। অত্যন্ত শুষ্ক কাসি, হলুদ বর্ণের দুর্গন্ধ বিশিষ্ট গয়ের, শ্বাসকষ্ট, পেটের পীড়া ও বলক্ষয়কারী অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে 'ফস্ফারাস' দিলে উপকার দর্শে। রক্তহীনতা, উদরাময়, অতিশয় ক্ষীণতা ও

পা ফুলায় 'ফেরাম' দিবে। রাত্রে কাসি বৃদ্ধি হইলে এবং শয়ন অবস্থার উপ-শম বোধ করিলে 'হায়োসায়মাস' দেওয়া যায়। মাথা ও বুক ছিঁড়িয়া পড়ে এরূপ জোর কাস থাকিলে, পার্শ্ব বেদনা ও নিশ্বাস বোধের ভাব থাকিলে 'ব্রাইওনিয়া' দিবে। বুক চাপিয়া ধরা, কাটিয়া যাওয়ার ন্যায় জ্বালা ও বল-ক্ষয়কারী উদরাময় থাকিলে 'আর্সেনিক' দিবে। এই রোগ চিকিৎসায় মধ্যে মধ্যে 'একোনাইট' দিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়। ইহাতে রক্তাধিক্য ও প্রদাহ নিবারণ করা যায়। পূঁজ নির্গম, বলক্ষয়কারী ঘর্ম্ম, পেটফাঁপা ও অজীর্ণ দোষ থাকিলে 'লাইকোপোডিয়াম' দিবে।

এই রোগে দুগ্ধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর অথচ লঘুপাচ্য আহারের ব্যবস্থা করিবে; গরম কাপড়, ফ্লানেল প্রভৃতি গাত্র বস্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে দিবে এবং হাত,পা বেশী গরম রাখিবার ব্যবস্থা করিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল না হইলে বা জ্বর অধিক না থাকিলে প্রত্যহ স্নান করিতে দিবে। তবে স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে গাত্রমার্জ্জন করিয়াই জামা গয়ে দিবে। স্নান নিষিদ্ধ হইলেও গরম জলে বদ্ধ গৃহমধ্যে গাত্র মুছাইয়া দিয়া জামা পরাইয়া দিবে। অল্প অল্প ব্যায়াম ও শুষ্ক, উত্তম বায়ু চলাচল যুক্ত উন্মুক্ত গৃহে বাস করিতে দিবে।

দাদ।

এই রোগ 'রসটক্স' ও সালফার 'সেবনে' প্রায় আরোগ্য হইতে দেখা যায়। অনেকে এই রোগে 'সিপিয়া'ও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ধনুষ্টঙ্কার।

ক্রিমি জন্য ধনুষ্টঙ্কার হইলে 'ইগ্নেসিয়া'বা 'সিনা'প্রয়োগে উপকার দর্শে। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে 'একোনাইট' দিবে। অধিক রক্তস্রাব বশতঃ হইলে 'হ্যামোমেলিস' ব্যবহার করিবে। 'ক্যামোমিলা' ও 'কোনায়াম' ইহার পক্ষে

সুন্দর ফলদায়ক ঔষধ। কিন্তু আঘাতজনিত হইলে 'নক্সভমিকা', 'ষ্ট্রীকনিয়া', 'একোনাইট', 'বেলেডোনা', ও হাইড্রোসিয়ানিক এসিড অবস্থানুসারে প্রয়োগে উপকার দর্শে।

মূর্চ্ছা বা হিষ্টিরিয়া।

অজ্ঞানের ভাব থাকিলে, মাথাধরা থাকিলে, বুক চাপিয়া ধরার ভাব থাকিলে বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে 'মাস্ক' ও 'ইগ্নেসিয়া' ব্যবহার করিবে। হিষ্টিরিয়া রোগে ঋতুর দোষ থাকিলে 'পালসিটিলা' ও 'নক্স-মাকৃসেটা' প্রয়োগে উপকার দর্শে। মুখ রক্তবর্ণ থাকিলে 'বেলেডোনার' ব্যবস্থা করিবে। স্নায়বিক উত্তেজনা জনিত হইলে 'হায়োসায়েমাস' দিবে কিন্তু পেট বেদনা বা পেট কাঁপা থাকিলে 'ককিউলাস' ও 'এসাফিটিডা' প্রয়োগ করিবে।

পাণ্ডুরোগ বা ন্যাবা।

প্রদাহযুক্ত পাণ্ডু হইলে ও যকৃতে বেদনা থাকিলে 'একোনাইট' দিবে। মদ্যপান জনিত পাণ্ডু হইলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা ও যকৃতে বেদনা থাকিলে 'নক্সভমিকা' দিবে। রোগ পুরাতন হইলে 'ফস্ফারাস', 'চায়না' 'সালফার' ব্যবহার করিতে দিবে। 'মার্কিউরিয়াস' সর্ব্বপ্রকার পাণ্ডুরোগের মহৌষধ। চেলিডোনিয়মও ইহার পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া গণ্য হয়।

হিক্কা।

অতিশয় মদ্যপান জনিত সামান্য হিক্কা হইলে কিন্তু আহারের অনিয়মে উক্ত পীড়া জন্মিলে 'নক্সভমিকা' দিবে। প্রবল হিক্কা ও মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ হইলে 'বেলেডোনা' ও 'হায়োসায়মাস' দিবে। উচ্চ শব্দ যুক্ত হিক্কায় 'সায়কিউটা' প্রয়োগ করিবে। নড়িতে চড়িতে গেলে হিক্কা হইলে 'কার্ব্বভে-জিটেবিলিস' দিবে। জলপান ও তামাক খাওয়ার জন্য হইলে এবং পুনঃ

পুনঃ হিক্কা হইয়া শ্বাস বন্ধের ভাব থাকিলে 'পালসিটিলা' ব্যবস্থেয়। আহারের পর হিক্কা হইয়া পেট বেদনা ধরিলে 'ফস্ফারাস' দিবে। ক্রিমি জন্য হিক্কা অনুমিত হইলে 'সিনা' দিবে ও 'একোনাইট', 'ইগ্নেসিয়া' বা 'সালফার' সময়ে সময়ে ব্যবস্থা করিয়া দেখিবে।

বুকজ্বালা।

এই রোগে 'নক্সভমিকা' দিবসে ৩।৪ বার দিলে বিলক্ষণ উপকার দর্শে। 'সালফার', 'পালসিটিলা', 'বিসমাথ' ও ক্যাপসিকাম ও অবস্থানুসারে দেওয়া যাইতে পারে।

রক্তস্রাব।

মূত্রস্থলী বা মূত্রগ্রন্থি হইতে রক্ত নির্গত হইলে 'ক্যান্থারিস', 'টেরিবিন্থিনা' ও 'হ্যামোমেলিস' অমিশ্র আরক দেওয়া যায় এবং অন্ত্র হইতে বা গুহ্যদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে 'টেরিবিন্থিনা', 'হ্যামোমিলিস', 'ইপিক্যাক' ও 'আর্সেনিক' দিলে উপকার পাওয়া যায়।

অর্শ।

কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে 'নক্সভমিকা' ও 'সালফার' পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করা উচিত। মলদ্বারে যন্ত্রাণানুভব করিলে ও রক্তস্রাব থাকিলে 'ইক্সিউলাস' দিবে। অবিশ্রামে ও অসাড়ে রক্তস্রাব হইলে 'হ্যামোমিলিস' দিবে। পুরাতন অর্শে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে আর্সেনিক দিবে। কিন্তু অর্শে পুঁজ হইলে 'মার্কিউরিয়াস' ব্যবহার করিতে দিবে।

রক্ত বমন।

যদি বমনের রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় অর্থাৎ শিরার রক্ত নির্গত হয় তাহা হইলে 'হ্যামোমিলিস' দিবে। বুকে বেদনা থাকিলে ও দুর্ব্বলতা বশতঃ

এই রোগ হইলে 'ফস্ফারাস' ও 'ইপিক্যাক' ব্যবহৃত হয়। আঘাত লাগিয়া রক্ত বমন হইলে 'আর্ণিকায়' উপকার দর্শে। এই রোগে জোরে কথা, কোঁথ দেওয়া, গান করা বা বাঁশী বাজান উচিত নহে এবং পুষ্টিকর ও সহজ পাচ্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত।

চুল উঠিয়া যাওয়া।

'এন্টীমোনিয়ম ক্রুডম', 'ক্যালকেরিয়া', 'গ্র্যাফাইটিস', 'হিপার সালফার' ও 'সাইলিসিয়া' এই কয়েকটী ঔষধ এই রোগে ব্যবহৃত হয়।

টাইফয়েড ফিবার (বিকার জ্বর)

রোগের প্রারম্ভাবস্থায় টিংচার 'ব্যাপটিসিয়া' ফলপ্রদ। রোগ বেশী প্রকাশ হইলেও ইহার সহিত উদরাময় বর্ত্তমান থাকিলে 'ইপিক্যাক্' ও 'আর্সেনিক' পর্য্যায়ক্রমে প্রত্যেক ঘণ্টায় প্রয়োগ করা উচিত। অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে মলত্যাগ হইলে 'ভেরেট্রাম' প্রয়োগে উপকার দর্শে। অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে 'রসটক্স', 'মিউরিয়াটিক এসিড' বা 'আর্সেনিক' ব্যবস্থা করিবে। পেট হইতে রক্তস্রাব হইলে 'টেরিবিন্থিনা' বা 'নাইট্রিক এসিড' প্রয়োগ করিবে। কাসি, বুকে বেদনা প্রভৃতি অবস্থায় 'ফস্ফারাস' ও 'ব্রাইওনিয়া' সবিশেষ উপকারী। মাথাঘোরা চক্ষু রক্তবর্ণ হওয়া ও মাথাধরা প্রভৃতি মস্তিষ্কের পীড়া বর্ত্তমান থাকিলে 'হায়োসায়মাস', 'বেলেডোনা' বা 'ওপিয়াম' দিবে।

টাইফাস্ জ্বর।

ইহাও বিকার জ্বর, ইহাতে পেটের পীড়া থাকে না, মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ থাকে এবং শক্তির হ্রাস হয়। এই রোগের অধিকাংশ অবস্থাতেই 'একোনাইট','ব্রাইওনিয়া','ব্যাপ্টিসিয়া','জেলসিমিয়ম', 'রসটক্স'ও 'আর্সে-

নিক' ব্যবহৃত হয়। অতিশয় দুর্ব্বল অবস্থায় 'ফস্ফরিক এসিড' ও 'আর্সে-নিক দিবে। নাড়ী পাওয়া যায় না এরূপ অবস্থায় 'কার্ব্বভেজিটেবিলিস' ব্যবস্থা করিবে। মস্তিষ্কের পীড়ায় 'হায়োসায়মাস', 'বেলেডোনা', ও 'ওপিয়াম', এবং সাধারণ টাইফাস জ্বরে 'রসটক্স' ও 'ব্রাইওনিয়া' দিবে। ইহাতে জ্বরাবস্থায় জল সাগু এবং পেটের পীড়া না থাকিলে দুগ্ধ ও মাংসের জুষ দেওয়া যাইতে পারে।

বসন্ত।

প্রথব অবস্থায় জ্বর থাকিলে, গাত্রের উত্তাপ, চর্ম্মের শুষ্কতা নাড়ী দ্রুত হইলে ও গাত্র বেদনা থাকিলে 'একোনাইট' এবং গুটী বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত 'বেলেডোনা' দেওয়া যায় কিন্তু জ্বরের সর্ব্বাবস্থায় 'একোনাইট' দেওয়া যায়।

'এন্টীমোনিয়ম টার্টারিকাম্' এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। বসন্ত হইবে ইহা স্থির করিতে পারিলে গাত্রোত্তাপ, জ্বর বমনোদ্বেগ বা বমন হইলেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

যখন গুটীকা উৎপন্ন হইয়া পূঁজ উৎপন্ন হয় তখন 'মার্কিউরিয়াস সল' ব্যবহার করিবে। মস্তিষ্কের অবস্থা মন্দ হইলে ও চক্ষে আলো অসহ্য হইলে 'বেলেডোনা' দিবে।

অনিদ্রা ও অস্থিরতা থাকিলে 'কফিয়া', মুখমণ্ডল স্ফীত হইলে 'এপিস' দেওয়া যায়। যদি হঠাৎ গুটিকা বসিয়া গিয়া রোগীর অবস্থা মন্দ দাঁড়ায় বা উদরাময় আসে, চর্ম্ম শীতল বোধ হয় তাহা হইলে 'ক্যাম্ফর' ২।৩ ফোঁটা ১০।১৫ মিনিট অন্তর বার বার সেবন করিতে দিবে এবং যতক্ষণ চর্ম্ম উষ্ণ ও গুটিকা বাহির না হয় ততক্ষণ এইরূপ করিবে। যখন পীড়া অনিয়মিত হইয়া পড়ে গুটিকা বসিয়া যাওয়ার মত হয় ভিতরে

লসিকা স্ফটীকবৎ স্বচ্ছ বা হলুদবর্ণ না হইয়া সবুজ বা কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং পচিতে আরম্ভ হয় তখন 'আর্সেনিকের পরিবর্ত্তে' 'সালফার' দেওয়া উচিত। 'সালফার' প্রয়োগ ব্যর্থ হইলে 'কার্ব্বভেজিটেবিলিস' 'নাইট্রিক এসিড' বা 'আর্সেনিক' প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। রোগীর গৃহে পরিষ্কার বায়ু সঞ্চালিত হওয়া আবশ্যক, বিছানা ও পরিচ্ছদ পরিষ্কৃত ও নরম হওয়া উচিত। জ্বরকালে জল সাগু, এরোরুট, বালি প্রভৃতি পথ্য দেওয়া উচিত।

নিউমোনিয়া।

প্রথব অবস্থায় যখন জ্বর থাকে, বুক ও পৃষ্ঠদেশের উপরিভাগ ভারি বোধ হয় বিশেষতঃ বুকের উপর অঙ্গুলের দ্বারা আঘাত করিলে থপ থপ শব্দ ও ক্রেপিটেশন শুনিতে পাওয়া যায়, তখন 'একোনাইট' ও 'ফস্ফারাস' পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত। এইরূপ অবস্থায় ফুস ফুসাবরণে প্রদাহ থাকিলে 'ব্রাইওনিয়া' পর্য্যায়ক্রমে দিলে উপকার হয়। বায়ুনালীর অবস্থা মন্দ থাকিলে অথবা কাসি থাকিলে 'এন্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম' ও ফস্ফারাস পর্য্যায়ক্রমে দিবে। রোগী বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল হইলে 'আর্সেনিক' বা 'নাইট্রিক এসিড' এবং অধিকদিনের পুরাতন হইলে 'সালফার' ব্যবস্থা করিবে। পচন আরম্ভ হইলে 'কার্ব্বভেজিটেবিলিস','আর্সেনিক' ও 'ল্যাকেসিস' দিবে। বক্ষে গমের ভূষির বা মসিনার পুলটিস দিলে উপকার হয়। ডাঃ সালজারের মতে 'ব্রাইওনিয়া' ও 'ফস্ফারাস' এই রোগের অবার্থ ঔষধ। দুগ্ধ ও পুষ্টিকর লঘুপাক দ্রব্য পথ্যের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত।

খোস, পাঁচড়া।

দিবসে দুইবার সালফার সেবনে খোস পাঁচড়া শীঘ্র আরোগ্য হয়।

খোস পাঁচড়া দিবসে অন্ততঃ ছুইবার গরম নিমপাতার জল দিয়া ধুইবে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে কারণ পাঁচড়ার রস লাগিয়াই রোগের প্রসার হইয়া থাকে।

চক্ষু প্রদাহ।

সর্দ্দির জন্য চক্ষে প্রদাহ হইলে 'একোনাইট' ও 'বেলেডোনা' পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার করিবে। ঘা হইলে 'হিপার সালফার' বা 'নাইট্রিক এসিড' প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গম্ভীর পীড়ার জন্য চক্ষু প্রদাহে 'নাইট্রিক এসিড' 'মার্কিউরিয়াস' ও 'অরাম' প্রয়োগ করিবে। চক্ষু অত্যন্ত ফুলিলে ও তাহাতে জল পড়া থাকিলে 'ইউফ্রেসিয়া' দিবে।

সর্পাঘাত।

সর্পাঘাত হইলে'এমোনিয়া' খাওয়াইবে ও ক্ষতমুখে 'এমোনিয়া' প্রদান করিবে। রোগীকে 'আর্সেনিক' খাইতে দিবে ও দষ্ট স্থানের উপরে ও নীচে বাঁধিয়া রক্ত চলাচল বন্ধ করিবে। কামড়াইবা মাত্র দষ্টস্থান পুড়াইয়া দিলেও উপকার হয়।

উপদংশ ও বাগী।

'মার্কিউরিয়াস-সল' উপদংশের প্রথমাবস্থায় বিশেষ উপকারী। জ্বর থাকিলে 'একোনাইট' প্রয়োগ করিবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় 'মার্কিউরিয়াস বিন আইওডাইড' দিবে।

অতিশয় পারা ব্যবহারের জন্য হইলে 'নাইট্রিক এসিড'প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য অবস্থায় 'কেলি বাইক্রমিকাম', 'কেলি হাইড্রো আইয়োডিকাম্' ও 'আর্সেনিক' প্রয়োগ বিধেয়। এই পীড়া অতিশয় মন্দ হইয়া পচিতে আরম্ভ হইলে 'আর্সেনিক' প্রদান করা যায়। বাগী হইলে 'মার্কিউরিয়াস সল' ও 'হিপার সালফার' অতিশয় উপকারী।

হুপিং কফ্।

এই পীড়াতে তিনটী বিভিন্ন অবস্থা লক্ষ্য হয়। প্রথম ঠাণ্ডাবোধ করা, দ্বিতীয় বার বার কাসি, নিশ্বাস রুদ্ধের ভাব প্রাপ্তি ও হুপিং শব্দ বিশিষ্ট কাসি ভোগ করা এবং তৃতীয় হুপিং থামিয়া গিয়া প্রচুর গয়ের উঠা। তন্মধ্যে প্রথমাবস্থায় যদি শুষ্ক কাসি থাকে, মাথায় বুকে বেদনা হয় তবে 'ব্রাইওনিয়া' ও যদি গলা ঘড় ঘড় করে তাহা হইলে 'হিপারসালফার'ব্যবস্থা করিবে। দ্বিতীয়াবস্থায় হাঁপানির মত হইলে ও বমন হইলে 'ইপিক্যাক' এবং স্বরভঙ্গ ও শ্লেষ্মা অধিক হইলে 'ড্রসেরা' প্রয়োগ করিবে। তৃতীয়াবস্থায় অধিক শ্লেষ্মা উঠিলে 'পালসিটিলা' দিবে। ক্রুপের মত কাসি, ছটফটানি, সর্ব্বশরীরে কম্প ও ফুসফুসের বায়ু নালী বন্ধ হইয়া শ্বাসরোধ বশতঃ হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভাবনা হইলে 'কিউপ্রাম' ও হঠাৎ অতিশয় বিরক্তি জনক কাসি হইলে 'বেলেডোনা' ব্যবহার করিবে।

পিত্তাধিক্য বশতঃ মাথাধরা।

বমনোদ্বেগ, পিত্ত ও অম্ল বমন, জিহ্বায় তিক্তাস্বাদ, অতিশয় তৃষ্ণা, ক্ষুধামান্দ্য, মাথাধরা, জিহ্বাফাটা ও কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে 'মার্কিউরিয়াস' ও 'নক্সভমিকা' ২ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। আহারের অনিয়মে হইলে 'পালসিটিলা' প্রদান করিবে।

মাথাধরা।

পিত্ত জন্য, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে, স্নায়ুর উত্তেজনা হইলে, সর্দ্দি বসিয়া গিয়া মস্তকের সম্মুখভাগে বেদনা ও ভারিবোধ হইলে এবং নসিকা বন্ধ প্রায় হইলে 'নক্সভমিকা' দিবে। যগুপি কর্ত্তনবৎ বা বিদ্ধ করণবৎ প্রখর বেদনা থাকে, গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হয় কিম্বা ঐ বেদনা একদিকে হয় তাহা হইলে

'ব্রাইওনিয়া' দিবে। এই অবস্থায় গা বমি বমি থাকিলে 'ইপিক্যাক' দিবে। স্ত্রীলোকদিগের ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে 'ক্যামোমিলা' দিবে।

যদি সর্দ্দি একেবারে বসিয়া যায় পরে মাথাধরে তাহা হইলে প্রথমে 'একোনাইট' পরে 'বেলেডোনা' ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার হয়। মস্তকে রক্তাধিক্য হইলে কর্ণের সম্মুখে ধপ্‌ধপানি অথবা রৌদ্র লাগিয়া হইলে 'বেলেডোনা' দেওয়া উচিত। সর্দ্দি জন্ম হইলে 'মার্কিউরিয়াস'এবং স্নায়বিক উত্তেজনা বশতঃ হইলে 'ইগ্নেসিয়া' ও 'কাফয়া' দিবে। এই অবস্থায় 'জেলসিমিয়াম' ও 'সাইলিসিয়া' কখন কখন ব্যবহৃত হয়।

নারাঙ্গা।

কোন স্থান ফোস্কার ন্যায় স্ফীত হইলে বা জ্বালা ও উত্তাপ যুক্ত হইলে এবং মাথাধরা ও অস্থিরতা থাকিলে 'বেলেডোনা' দিবে। জ্বর থাকিলে চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তাপ যুক্ত থাকিলে 'রসটক্স' ও 'একোনাইট' দিবে। 'এপিস' এই রোগের উত্তম ঔষধ।

গর্ভাবস্থায় শারীরিক গোলযোগ।

গর্ভাবস্থায় নানাপ্রকার শারীরিক স্বাভাবিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য ঘটে সেই সকল বৈলক্ষণ্য দূর করিবার জন্ম নিম্নে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রদত্ত হইল।

রজোনিঃসরণ।

গর্ভাবস্থায় ও কোন কোন স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। এই পীড়ার শীঘ্র শান্তি আবশ্যক। গর্ভাবস্থায় রজোনিঃসরণ দেখা গেলে 'ককিউলা' ৩০ ক্রমের ১ফোঁটা ২ আঃ জলে মিশাইয়া উহা ৪ঘণ্টা অন্তর দিবসে তিনবার সেবন করিতে দিবে। ২।৩ দিন এইরূপ ব্যবহারে উপকার না হইলে 'ফস্ফারাস' ৩০ ক্রম ঐ নিয়মে ব্যবহার করিতে দিবে।

বিবমিষা ও বমন।

গর্ভাবস্থায় কাহার কাহার বিবমিষা বা বমনের উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সামান্য হইলে প্রতিকারের প্রয়োজন হয় না কিন্তু অতিরিক্ত হইলে শীঘ্র উহার প্রতিকার আবশ্যক। 'ইপিক্যাক' ৩০ ক্রম ১ ফোঁটা কিঞ্চিৎ জলে মিশাইয়া দিনে দুইবার সেবনে উপকার দর্শে। যদ্যপি প্রতি আহারের পর বমনেচ্ছা বা বমন হয়, তাহা হইলে 'পালসিটিলা' ৩০ ক্রম ঐ নিয়মে ব্যবস্থা করিবে। এই অবস্থায় 'নক্সভমিকা' ৩০ক্রম অথবা 'সিপিয়া' ৩০ ক্রম ব্যবস্থা হইতে পারে।

কোষ্ঠবদ্ধতা।

গর্ভাবস্থায় যদি কোষ্ঠ পরিষ্কার না হয় তাহা হইলে প্রতিদিন রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একগ্লাস শীতল জল পান করিলে কোষ্ঠবদ্ধতার সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতেও উপকার না হইলে 'নক্সভমিকা' ৩০, 'ব্রাইওনিয়া' ৩০ অথবা 'সালফার' ৩০ এক ফোঁটা লইয়া কিঞ্চিৎ জলে মিশাইয়া তাহার অর্দ্ধ ভাগ শয়নের পূর্ব্বে একবার সেবন করাইবে। প্রথমে 'নক্সভমিকা' দিয়া ফল না পাইলে একে একে অবশিষ্ট ঔষধ দিবে।

উদরাময়।

গর্ভাবস্থায় উদরাময় দৃষ্ট হইলে 'পালসিটিলা', 'ক্যামোমিলা', 'ডালকামারা' অথবা 'সালফার' লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিবে। প্রথমে 'ক্যামোমিলা' ও "পালসিটিলা" দিয়া উপকার না পাইলে পরে অন্য ঔষধ প্রজোয্য। উপরোক্ত সকল ঔষধই ৩০ ক্রম ব্যবহার করা উচিত।

বুকজ্বালা।

এই রোগে "নক্সভমিকা" ৩০ ক্রম অর্দ্ধ ফোঁটা মাত্রায় দিবসে ২৩ বার

করিয়া দুই তিন দিন সেবন করাইবে। ইহাতে ফল না পাইলে লক্ষণানুসারে "পালসিটিলা" ও "সালফার" ব্যবস্থা করিবে।

কটি ও কুক্ষি বেদনা।

যতক্ষণ পীড়ার উপশম না হয় ততক্ষণ "ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব" ৬ক্রম ১/৩ ফোঁটা মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর একবার সেবন করাইবে। যদি অঙ্গ সঞ্চালনে বেদনার অনুভূতি উপলব্ধি হয় তাহা হইলে "সিকেলকর" ৬ ক্রম পূর্ব্ব নিয়মে প্রজোয্য।

জ্বর।

গর্ভাবস্থায় প্রথম প্রথম অল্প অল্প জ্বর হইলে ও প্রতিকারের আবশ্যক হয় না। তবে যদি জ্বর কিছুতেই না ছাড়ে তাহা হইলে "একোনাইট" ৩০ ক্রম ১/৩ ফোঁটা মাত্রায় ৬ ঘণ্টা অন্তর একবার সেবন করিতে দিবে।

হৃদ স্পন্দন।

প্রথম গর্ভিনী হইলে প্রায়ই হৃদ স্পন্দন কষ্ট পাইতে দেখা যায় যাহার এই কষ্ট দায়ক পীড়া উপস্থিত হয় তাহাকে "পালসিটিলা" ৩০ ক্রম ১/২ ফোঁটা মাত্রায় প্রতিদিন দুইবার সেবন করিতে দিবে।

অনিদ্রা।

রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে "কফি" ৬ ক্রম ১/২ ফোঁটা মাত্রায় সেবন করিতে দিবে।

কাসি।

শুষ্ক কাসির উপদ্রবে "একোনাইট" ৬ ক্রম ১/৩ ফোঁটা মাত্রায় ৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। ৫।৬ বার সেবনে উপকার না দর্শিলে "নক্সভমিকা" ১২ ক্রম এই নিয়মে দিবে।

স্ফীতি।

গর্ভাবস্থায় কোন কোন স্ত্রীলোকের হাত, পা ক্রমে উরুদেশ পর্য্যন্ত স্ফীত হয়। ইহাতে "ব্রাইওনিয়া" ৩০ক্রম ১/৩ফোঁটা মাত্রায় দিবসে দুইবার সেবন করিতে দিবে। ইহাতে উপকার না দর্শিলে "সালফার" ৩০ ক্রম ঐ নিয়মে ব্যবস্থা করিবে।

শিরঃপীড়া।

কোন কোন স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় প্রথমেই শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাতে "বেলেডোনা" ৩০ ক্রম ১/৩ ফোঁটা মাত্রায় ব্যবহার করিয়া উপকার না পাইলে "নক্সভমিকা" ৩০ ক্রম ঐ নিয়মে ব্যবস্থা করিবে।

গর্ভপাত।

গর্ভের সূত্রপাত হইতে ৬ মাসের মধ্যে প্রসব হইলে তাহাকে গর্ভপাত বলা যায়। যাহাদের একবার গর্ভপাত হইয়াছে তাহাদের পুনর্ব্বার গর্ভপা-তের অধিক সম্ভাবনা। গর্ভপাত হইবার অনেক কারণ আছে, তন্মধ্যে মাত্র উত্তেজক কারণ গুলির উল্লেখ করিতেছি :—

গর্ভাবস্থায় উদরাময়, কোনরূপ আঘাত লাগা, কোন গুরু বস্তু উঠাইতে চেষ্টা করা, গর্ভাবস্থায় সহবাস, যানবাহনে গমনাগমন, মানসিক বৃত্তির উত্তেজনা, রাগ, শোক, ভয়ের আধিক্য, জর বা কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়া, স্রাবের ঔষধ সেবন ইত্যাদি কারণে গর্ভপাত হইয়া থাকে।

৩।৪ মাস গর্ভকালে গর্ভস্রাবের উপক্রম হইলে ঠিক প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে, ঘন ঘন বেদনা ও বেদনার ক্রম বৃদ্ধি হইতে থাকে, জরায়ু ও জরায়ু মুখ ক্রম বিস্তৃত ও যোনি হইতে রক্ত মিশ্রিত রস নির্গত হইতে থাকে। ইহার সমস্ত লক্ষণ প্রসব বেদনার পূর্ব্ব লক্ষণের ন্যায়। গর্ভপাত যদি সহজে বন্ধ না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ সাংঘাতিক

হইয়া উঠে। গর্ভপাত হইলে এত অধিক রক্তস্রাব হয় যে অতি অল্পকাল মধ্যেই গর্ভিনীও দুর্ব্বল অবসন্ন হইয়া পড়ে। গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে ঔষধ সেবন একান্ত প্রয়োজন।

১। গর্ভপাত নিবারণের পক্ষে "স্যাবাইনা" ৬ঠ একটী মহৌষধ। গর্ভপাতের উপক্রম দেখিলেই এই ঔষধ সেবন করা উচিত। ইহাতে প্রায়ই গর্ভপাত নিবারিত হয় তবে প্রসব বেদনার পূর্ব্ব লক্ষণে এই ঔষধ সেবন করা অনুচিত। ১/২ ফোঁটা মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তর এই ঔষধ সেবন করান উচিত।

২। যে সকল স্ত্রীলোকের শরীর বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট এবং যাহাদের রজো-বাহুল্য পীড়া থাকে এবং স্তন, কটী ও কুক্ষিদেশে বেদনা বোধ হয়, মস্তক ভার হয় ও মস্তকে রক্তাধিক্য হয় তাহাদিগকে "ক্যালকেরিয়া" ৩০ ক্রম সেবন করান উচিত। এক তৃতীয়াংশ ফোঁটা মাত্রায় একবার মাত্র।

৩। শ্বেত নির্গম ও শূল বেদনার পীড়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক যে স্বাভাব-তই নম্র ও শান্ত এবং সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও চিন্তিত থাকে তাহার জন্য ৩০ ক্রমের "সিপিয়া" ১/৩ ফোটা মাত্রায় একদিন একবার সেবন করিতে দিবে। যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভপাত ইহবার অধিক সম্ভাবনা তাহাদিগের পক্ষে "ক্যালকেরিয়ার" "সহিত সিপিয়া" এইরূপ নিয়মে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করান ব্যবস্থা।

৪। যদি কোন বাহ্যিক আঘাত লাগান জন্য গর্ভপাতের উপক্রম হয় তবে "আর্ণিকা" ৬ ঠ উপরোক্ত নিয়মে সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

৫। কোনরূপ ভারি বস্তু উঠাইতে বা টানিতে গিয়া গর্ভপাতের সম্ভা-বনা হইলে "রসটক্স" ৬ ঠ উপরোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করা উচিত।

৬। গর্ভপাত জনিত অতিরিক্ত রক্তস্রাব, আক্ষেপ, নাড়ীর গতি দ্রুত জরায়ু ও মল ভাণ্ডে অতিশয় বেদনা এবং কম্পন, বমনেচ্ছা ও শরীর অবসন্ন

হইলে "ইপিক্যাক" ৩য় ১ নং এর ঔষধের নিয়মে সেবন করাইবে।

৭। ৬ নং ঔষধ সেবন করাইয়াও উপকার না পাইলে "সিকেলকর" ৩য় সেবন করান উচিত। কিন্তু উপরের ঔষধটী অন্ততঃ ৪৫ বার সেবনে ফল না পাইলে তবে পশ্চাতের ঔষধ দিবে।

৮। গর্ভপাতের উপক্রমে প্রসব বেদনার পূর্ব্বলক্ষণাদি প্রকাশিত হইলে এবং তৎসহ হস্ত, পদ, মস্তক ও শরীরের মাংস পেশীতে আক্ষেপ জন্মিলে এবং রোগী অজ্ঞান ও প্রলাপী হইলে "হায়োসায়েমাস" ৬ঠ উপরের নিয়মে প্রজুয্য।

৯। প্রসব বেদনায় অস্থির হইয়া রোগী চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করে, সর্ব্বদা মল ও মূত্রত্যাগের ইচ্ছা হয়, বেদনা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে লাল বা কাল্‌চে রক্ত নির্গত হইতে থাকে, রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয় কান ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে ও ইহার সহিত মূর্চ্ছাও হয় তাহা হইলে "ক্যামোমিলা" ১২ প্রয়োগ করিবে। এরূপ অবস্থায় উদরের উপর ও যোনি মুখে শীতল জলের পটী সর্ব্বদা দিবে, রোগীর গৃহে বায়ু চলাচলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে এবং গৃহ শীতল ও পরিষ্কার রাখিবে। রোগীকে উঠিতে ও হাঁটিতে দিবে না, একেবারে শয়নাবস্থায়ও রাখিবে না, অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় বালিস সাজাইয়া তাহার উপর ঠেসান দিয়া শয়ন করান আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনার কারণ বর্জ্জন করিবে এবং ক্ষুধার সময়ে লঘুপাক দ্রব্য পথ্য করিবে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বাইওকেমিক চিকিৎসা।

এই প্রণালীর আবিষ্কার কর্ত্তা ডাঃ মেডিস্‌সুলার ওল্ডেনবার্গ সহরের

জুসেন্লাম নামক স্থানে ২১শে আগষ্ট তারিখে ১৮২১ খৃঃঅব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সাধারণ চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নের পর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়া বাইওকেমিক মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন এবং বহু দুরারোগ্য রোগীর রোগ নিরাময় করিয়া বহুদুর পর্য্যন্ত তাঁহার খ্যাতি বিস্তারে সক্ষম হন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত এই চিকিৎসা প্রণালী অধুনা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বিস্তার লাভ করিতেছে। বাইওকেমিক এই কথাটী গ্রীক "বাইওস" অর্থে জীবন ও "কেমিক" অর্থে বৈজ্ঞানিক অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক জীবন রক্ষা বুঝায়। এবং এইজন্য বাইওকেমিষ্ট্রী অর্থে বৈজ্ঞানিক জীবন রক্ষা প্রণালী বুঝায়। আমাদের এই জীব দেহ অর্গ্যানিক ও ইনর্গ্যানিক অর্থাৎ জীবন্ত ও ধাতব পদার্থের সংযোগে গঠিত। এই জীব দেহে ধাতব পদার্থের অভাব বা তাহাদের অনিয়মিত পরিপোষণই পীড়া বা শরীরে রোগোৎপত্তির কারণ বলিয়া এই প্রণালীতে বিবেচিত হইয়াছে। জীব দেহে জান্তব পদার্থের অভাব ঘটে না। ভিন্ন ভিন্ন পার্থিব পদার্থের অভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে রোগ উৎপত্তি হইয়া থাকে।

দেহ দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করিলে আমরা ঐ ভস্ম হইতে ক্ষার, সোডা, চুণ, লবণ, লৌহ প্রভৃতি পার্থিব পদার্থ পাইয়া থাকি। আমাদের এই দেহের শতকরা ৫ ভাগ পার্থিব পদার্থ ও অবশিষ্ট ৯৫ ভাগ জল। ডাক্তার মলেস্কটের মতে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল প্রয়োজনানুরূপ পার্থিব পদার্থ গ্রহণ করতঃ তাহাদের গঠন, পরিবর্দ্ধন ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে পার্থিব পদার্থই আমাদের শরীরকে গঠন, বর্দ্ধন ও শক্তি প্রদান করে, জান্তব পদার্থ অবশ্যই ইহাদের সহায়ক হইয়া থাকে কিন্তু তাহার অভাব ঘটে না বলিয়াই কেবলমাত্র পার্থিব পদার্থের উল্লেখ করা

হইতেছে। এই পার্থিব পদার্থের অভাবেই ব্যাধি আসে। যে পরিমাণে যে পার্থিব পদার্থের অভাবে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে শরীরে সেই পদার্থ ঠিক সেই পরিমাণে প্রয়োগ করিতে পারিলে অর্থাৎ সেই পার্থিব পদার্থের ঠিক সেই অভাব পূরণে সক্ষম হইলেই রোগারোগ্য হইয়া থাকে ইহাই বাইও-কেমিক চিকিৎসার ভিত্তি; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাইওকেমিক অর্থে রাসায়নিক প্রণালীতে জীবন রক্ষা করা। মানবের আহার্য্য দ্রব্যে বিভিন্ন প্রকার পার্থিব লবণ বিদ্যমান থাকে এবং সেই সকল লবণ পাকক্রিয়ার সহায়তায় শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রক্ত, অস্থি, মজ্জা, মাংস, স্নায়ুতন্ত্র প্রভৃতির অভাব পূরণ ও বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হয়।

বাইওকেমিক ঔষধ প্রয়োগের উপায়।

রোগের কারণ অনুধাবন করতঃ রোগ লক্ষণের সহিত ঔষধের কার্য্যকারিতার লক্ষণগুলি ঠিকভাবে মিলাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে ধীরভাবে বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিতে হইবে কোন্ বা কোন্ কোন্ পদার্থের অর্থাৎ লাবণিক পদার্থের অভাবে রোগোৎপত্তি হইয়াছে তাহা সম্যক নির্ণয় করতঃ সেই বা সেই সেই লাবণিক পদার্থ সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিতে হইবে।

ঔষধের মাত্রা :—বাইওকেমিক ঔষধ সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হয় কারণ দেহের অংশ সমূহে ও রক্তে পার্থিব লাবণিক পদার্থ সকল সূক্ষ্ম মাত্রায় বিদ্যমান থাকে বলিয়া তাহাদের অভাব ঘটিলে সূক্ষ্ম মাত্রায় সেই পদার্থ ঔষধরূপে প্রয়োগ করিলে তাহা শরীরের রক্তের সহিত মিশিয়া ঐ অভাব পূরণে সমর্থ হয়। সুতরাং বেশী পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগে বেশী লাভের বা শীঘ্র আরোগ্যর কোনও সম্ভাবনা নাই। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত নিয়মে ঔষধ প্রয়োগ করা হয় :—নব জাত শিশুদিগের ১ গ্রেণ

বালক বালিকার জন্য ২ বা ৩ গ্রেণ এবং বয়স্কদিগের জন্য ৪ বা ৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কোন্ স্থলে কিরূপ শক্তির ঔষধ ব্যবহার্য্য :—সচারাচর নূতন পীড়ায় 3x বা 6x শক্তির ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু লক্ষণ ও রোগবিশেষে উপযুক্ত বিবেচিত হইলে 12x অথবা 30x শক্তির ঔষধও ব্যবহৃত হয়। রোগের পুরাতন বা ক্রনিক অবস্থায় 100x বা 200X শক্তির ঔষধ ব্যবহৃত হয়। রোগের প্রথম অবস্থায় উচ্চ ক্রম বা শক্তির ঔষধ ব্যবহার বিধেয় নহে। উচ্চ ক্রম বা শক্তির ঔষধ দিবসে একবার বা দুইবারের অধিক ব্যবহার করা যুক্তি যুক্ত নহে। তরুণ পীড়ায় ২ বা ৩ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ প্রয়োগ বিধেয়। পীড়া বৃদ্ধি হইলে অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ও ঔষধ প্রয়োগ করা যায়।

ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ :—পূর্ব্বে ঔষধের অভ্যন্তরীক প্রয়োগ প্রণালীর উল্লেখ করা হইয়াছে কিন্তু বাইওকেমিক ঔষধের যেমন অভ্যন্তরীক প্রয়োগ হয় সেইরূপ বাহ্যিক প্রয়োগেরও ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ ব্যথা, আঘাত জনিত কাটিয়া যাওয়া বা থেঁৎলাইয়া যাওয়া, ঘা, খোস, পাঁচড়া, চক্ষু পীড়া, কর্ণ রোগ প্রভৃতি স্থলে ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। গরম জল, ভেস্‌লিন, গ্লিসারিন প্রভৃতির সহিত মিশাইয়া ঔষধের বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়।

বাইওকেমিক ঔষধাবলীর গুণাগুণ।

নিম্নে দ্বাদশটী বাইওকেমিক ঔষধের গুণাবলী প্রদত্ত হইল :—

১। ফেরম্ ফস্ফরিকাম—ইহাকে ইংরাজীতে ফস্ফেট অব অয়রণ বলে এবং সংক্ষেপে ইহাকে ফেরম ফস বলে, ইংরাজীতে ইহার জন্য F.P. সাংকেতিক চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহৃত হয়। আমাদের রক্ত কণিকা সমুহে আয়রণ সল্ট যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। মাংস পেশীর অ্যভ্যন্তরীক কোষ সমূহে

আয়রণ সণ্টের অভাব হইলে মাংস পেশী সমুহে শিথিলতা প্রাপ্ত হয় ও তজ্জন্য রক্তাধিক্য বা রক্তাল্পতা জনিত ব্যাধি প্রকাশ পায়। ফেরম ফস্ শিথিল মাংস পেশী ও কোষ সমুহের অভাব পূরণ করিয়া উহাদিগকে পূর্ব্ববৎ কার্য্যক্ষম করে। রক্তহীনতা, স্থাবা, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, রক্তাধিক্য হেতু কর্ণে বেদনা, নাসা হইতে রক্তপাত, গলমধ্যে বেদনা যুক্ত প্রদাহ, ডিপথিরিয়া, চক্ষু উঠা, রক্ত দাস্ত, রক্তামাশয়, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয়, শ্বাসনালীর প্রদাহ, কাসি, সর্দ্দি যুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, দন্ত ও গ্রন্থি সমুহের স্ফীতত‍া, বাত প্রভৃতি রোগের ফেরম-ফস বিশেষ উপকারী ঔষধ।

২। ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ফরিকাম—ইংরাজীতে ইহাকে ফস্ফেট অব ম্যাগ্নিসিয়া বলে, সংক্ষেপে ইহাকে ম্যাগ্ ফস্ বলে এবং ইহার জন্য M,F. সাংকেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ম্যাগ্ ফস্ আমাদের অস্থি, মেরুমজ্জা, স্নায়ু মণ্ডল, পেশী সমুহ ও মস্তিষ্কে বিদ্যমান আছে। ইহারা অভাবে স্নায়ু মণ্ডল ও পেশী সমুহের সঙ্কোচন হয়। এই জন্য মস্তিষ্কের পীড়া, দন্তরোগ, পেশী সমুহের স্ফীতি ও যন্ত্রণা, সায়েটিকা, বাত, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বুক ধড় ফড় করা, হাঁপানি, কাস প্রভৃতি রোগে ম্যাগফসে প্রভূত ফল দর্শে।

৩। ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা—ইংরাজীতে ইহাকে ফ্লোরাইড অব লাইম বলে। সংক্ষেপে ইহাকে ক্যালফ্লোর বলে এবং ইহার জন্য C. F. সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা আমাদের পেরিয়ষ্টিয়ম, এনামেল অব টিথ্ এবং মাংস পেশীর স্থিতিস্থাপক তন্তু মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ইহার অভাবে মাংস পেশী সমুহের শিথিলতা, শিরা ও ধমনীর স্ফীত ভাব অর্শ, অস্থি ও দন্তের আবরণ জনিত পীড়া, গ্ল্যাণ্ডিউলার টিউমার, গ্রন্থি স্ফীতি ও কাঠিন্য প্রভৃতি রোগোৎপত্তি হয়।

ইহা দাঁতের এনামেল ক্ষয়, মাড়ী স্ফীতি, কোষ্ঠ কাঠিন্য অর্শ, জরায়ু

স্থানচ্যুত হওয়ার জন্য বেদনা, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, অস্থির ভিতর বেদনা, গেঁটে বাত, নাসিকার অস্থির পীড়া, মস্তিষ্কে ঘা, ফোড়া, ক্ষয়কাস প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

৪। ক্যালকেরিয়া ফস্ফরিকাম—ইহার ইংরাজী নাম ফস্ফেট অব লাইম এবং সংক্ষিপ্ত নাম ক্যাল্ ফস্। ইংরাজীতে ইহার জন্য C. P. সাঙ্কেতিক চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্যালকেরিয়া-ফস্ শরীরস্থ পেশী কোষগুলির মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং নূতন পেশী কোষ সমূহের গঠনে সহায়তা করে। ইহার অভাবে শারীরিক পুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে এবং শরীরে ক্ষয় আরম্ভ হয়। ইহা অস্থির দৃঢ়তা সাধন করে ও ক্রম বৃদ্ধির সহায়তা করে। বালক বালিকাদিগের রিকেটস্ রোগে, দন্তোদ্গমে বিলম্ব হইলে, রক্তহীনতা রোগে দুর্ব্বলতা, অস্থি জনিত পীড়া, ক্ষয়কাশ, মেরুদণ্ডের বক্রতা ও বেদনা, পাথুরী বহুমূত্র, অতিরিক্ত ঋতুস্রাব, বাতব্যাধি, হস্ত পদাদির দুর্ব্বলতা ও কম্পন প্রভৃতি রোগে ক্যাল্ ফস্ বিশেষ উপকারী।

৫। ক্যালকেরিয়া সালফিউরিকাম—ইহার ইংরাজী নাম সালফেট অব লাইম এবং সংক্ষেপে ইহাকে ক্যাল সাল্ফ বলা হয়। C. S. ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা শরীরের পুষ্টি সাধন করে এবং পূঁজ নিবারণে সহায়তা করে। আঘাত লাগিয়া কাটিয়া গিয়া পূঁজ হইলে, ফোড়া হইতে ক্রমাগত পূঁজ নির্গত হইতে থাকিলে বা পুরাতন ক্ষতে পূঁজ থাকিলে ক্যাল সাল্ফ ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। গাঢ় হরিদ্রাবর্ণের সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি রোগে পূঁজের মত সর্দ্দি নির্গত হইতে থাকিলে এই ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৬। কেলি মিউরিয়াটিকাম্—ইংরাজীতে ইহাকে ক্লোরাইড অব অব পটাশ বলে এবং সংক্ষেপে ইহাকে কেলি মিউ বলা হয়। K. M.

ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা শরীরের রক্ত, মাংস পেশী ও স্নায়ু মণ্ডলে বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থির স্ফীতি, বাত ব্যাধি জনিত হস্ত পদাদির গাঁটে বেদনা ও স্ফীতি কর্ণমূলের স্ফীতি, ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া পুরাতন কাস, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি রোগে সাদা বর্ণের গাঢ় সর্দ্দি নির্গত হইলে, প্রমেহ ও শ্বেত প্রদরে সাদা শ্লেষ্মাবৎ স্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ইহাতে উপকার দর্শে।

৭। কেলি ফস্ফরিকাম—ইহার ইংরাজী নাম পোট্যাসিয়াম ফস্ফেট, সংক্ষেপে ইহাকে কেলি ফস্ বলে। K. P. ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন-রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার অস্তিত্ব আমাদের মস্তিষ্কে, মাংস পেশীতে, স্নায়ু মণ্ডলে, রক্তে, রক্তের রসভাগে, ও কোষ মধ্যে বিদ্যমান আছে। ইহার অভাবে মস্তিষ্ক ও স্নায়বিক পীড়া সমূহ প্রকাশ পায়। ইহা শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য, চিন্তা, ভয় জনিত মস্তিষ্কের যন্ত্রণা, শিরঃপীড়া, স্মৃতি শক্তির হ্রাস, ধাতু দৌর্ব্বল্য, সায়েটিকা, গর্ভাশয়ে বেদনা, অনিয়মিত, দুর্গন্ধ যুক্ত কাল বর্ণের ঋতুস্রাব স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য জনিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি রোগের মহৌষধ।

৮। কেলি সালফিউরিকাম্—ইহার ইংরাজী নাম পোট্যাসিয়াম সালফেট্; সংক্ষেপে ইহাকে কেলি সাল্ফ বলে। K. S. ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। শরীরস্থ যে সমস্ত কোষে আয়রণ বা লৌহ ও সল্ট লবণ বিদ্যমান থাকে সেই সকল কোষেই কেলি সাল্ফ বিদ্যমান আছে দেখা যায়। কেলি সাল্ফ অক্সিজেন বাষ্পকে কোষ সমূহে স্থানান্তরিত করিতে সহায়তা করে বালয়া শিরোঘূর্ণন, হৃৎস্পন্দন, শিরঃপীড়া, দন্ত ও কর্ণশূল, ব্রঙ্কাইটিস, হুপিংকফ, হাঁপানি ও অন্যান্য শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগ, প্রমেহ, মূত্রনালী বা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের পীড়া প্রভৃতিতে উপকারী ঔষধ।

৯। নেট্রাম্ মিউরিয়াটিকাম্—ইংরাজীতে ইহাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলে এবং সংক্ষেপে নেট্রাম মিউ বলে। N. M. ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা শরীর রক্ষার্থে বিশেষ উপকারী। আমরা যে জল পান করি অথবা খাদ্যের জলীয় ভাগ যাহা পাকপ্রণালীতে প্রবিষ্ট হয় তাহা নেট্রাম মিউরিয়াটিকাম সাহায্যে রক্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোষ সমুহের আদ্রতার সমতা রক্ষা করে। তন্তুগুলির এই লাবণিক পদার্থের অভাব ঘটিলে অম্ল, অজীর্ণ, উদরাময়, কোষ্ঠ কাঠিন্য, অর্শ, জরায়ু ও জননেন্দ্রিয়ের পীড়া, শিরঃপড়া, দৃষ্টিহীনতা, যকৃৎ, প্লীহা, ও রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যাধির সৃষ্টি করে।

১০। নেট্রাম ফস্ফরিকাম—ইহার ইংরাজী নাম সোডিয়াম ফস্ফেট, সংক্ষেপে ইহাকে নেট্রাম ফস্ বলে। N. P. ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা রক্তকণিকা, তন্তু, পেশীও স্নায়ু সমুহে বিদ্যমান থাকে। ইহা ফ্যাটি দ্রব্যগুলিকে তরল করিয়া দেয় বলিয়া অধিক তৈল বা ঘৃত ভোজন জনিত অম্ল, অজীর্ণ, অম্ল জনিত শূল বেদনা, তরল দাস্ত বা কোষ্ঠ কাঠিন্য, অম্ল জনিত শ্বাস যন্ত্রের পীড়া, শিরপীড়া, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বেদনা, বাত, শিশুদিগের দুগ্ধ বমন প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী :

১১। নেট্রাম সালফিউরিকাম্—ইহার ইংরাজী নাম সোডিয়াম সালফেট; সংক্ষেপে ইহাকে নেট্রাম সাল্ফ বলে। N. S. ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা শরীর মধ্যস্থ কোষ সমুহের তরল পদার্থে বিদ্যমান আছে। ইহার ক্রিয়া নেট্রাম মিউরিয়াটিকামের ঠিক বিপরীত। ইহা অনাবশ্যক দূষিত জলীয় পদার্থেকে কোষ সমুহ হইতে বাহির করিয়া দিবার সহায়তা করে বলিয়া পিত্তাধিকা জনিত ও যকৃৎ বিকৃতি জন্য শোথ, পিত্তশীলা, পিত্ত বমন, উদরী, বহুমুত্র, শ্লেষ্মা জনিত পীড়া প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী হইয়া থাকে।

১২। সাইলিসিয়া—ইহার ইংরাজী নাম সিলিকা, সংক্ষেপে ইহাকে সিল্ বলে। ইহার ইংরাজী সাঙ্কেতিক চিহ্ন Sil। ইহা সংযোজক তন্ত্র অস্থি গ্রন্থি, উপত্বক, কেশ ও নখের একটী প্রধান উপদান। ইহা পূঁযোৎপত্তির মহৌষধ। চর্ম্মরোগ, কার্ব্বাঙ্কল অস্থি ও অস্থি আবরণের কোড়া, আঙ্গুলহাড়া, শিরঃপীড়া ও হৃৎপিণ্ডের পীড়ার মহৌষধ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রোগ ও চিকিৎসা।

জ্বর।

শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি জ্বরের বিশিষ্ট লক্ষণ। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইয়া নাড়ীর গতি চঞ্চল হয়। স্নায়বিক ক্রিয়ার বৈষম্য হেতু প্রথম অবস্থায় শীত, শরীরের নানা স্থানে বেদনা, মাথার যন্ত্রণা, হাই উঠা চক্ষুজ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে থাকে। লক্ষণ ভেদে জ্বরের নানাপ্রকার নাম করণ করা হয়।

সাধারণ জ্বর।

এই জ্বরে গাত্রের উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়, কখন কখন ১০৩,১০৪ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধির পূর্ব্বে চোখ ছল ছল করা, হাই উঠা. শীত বোধ করা, মাথাধরা, নাক দিয়া জলবৎ সর্দ্দি পড়া, পুনঃ পুনঃ হাঁচি হওয়া প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। ঠাণ্ডা লাগান, বৃষ্টিতে ভিজা, ভিজা কাপড়ে থাকা, অতিরিক্ত স্নানাদি, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনিয়মিত ভোজন, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি কারণে এই জ্বর প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা :—সামান্য জ্বরে ফেরম্-ফস্ 3x বা 6x বিশেষ ফলদায়ক, নাক দিয়া কাঁচা জল পড়িলে ফেরম্-ফস্ 3x বা 6x ও নেট্রাম মিউর 6x বা 12x ৩ ঘণ্টা অন্তর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। কোষ্ঠ কাঠিন্য ও জিহ্বা লেপাবৃত থাকিলে কেলি মিউর 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য—জ্বরের প্রকোপ অধিক হইলে দুধ বা দুধ সাগু, প্রকোপ কমিলে রুটী ব্যবস্থেয়। পথ্য সহজ পাচ্য হওয়ার দরকার।

সবিরাম জ্বর।

এই প্রকার জ্বরে সর্ব্বক্ষণ জ্বর থাকে না, জ্বর উপভোগের পর কিছুক্ষণ জ্বরের বিরাম উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বর এই পর্য্যায় ভুক্ত। সাধারণতঃ এই জ্বর ১ বা ২ দিন অন্তর হইয়া থাকে। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে খুব শীত অনুভূত হয় হস্ত পদাদি শীতল থাকে, মাথার যন্ত্রণা থাকে এবং কম্প দিয়া জ্বর আসে। ইহাতে শরীরের উত্তাপ ১০৬।১০৭ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। কিছুক্ষণ জ্বর ভোগের পর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িয়া যায়। সবিরাম জ্বরে এই লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণে প্লীহা যকৃতাদি পীড়িত হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা—শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি সহ নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত থাকিলে ফেরম্ ফস্ 3x বা 6x ও নেট্রাম সাল্‌ফ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ২ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

সান্নিপাতিক জ্বর।

ইহা এক প্রকার সংক্রামক জ্বর। এই জ্বরে সচারাচর পেটের দোষ থাকে বলিয়া ইহাকে আন্ত্রিক জ্বরও বলা হয়। প্রথমে সামান্য এক জ্বর প্রকাশ পায়। এই জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি হইলেও জ্বরের একেবারে বিরাম প্রায়ই দেখা যায় না। পরে অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রকাশ পায় এবং দুই

তিন দিনের মধ্যেই রোগী শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। ইহাতে মুখ মণ্ডল মলিন, জিহ্বা অপরিষ্কার, নাড়ী পূর্ণ ও দ্রুত, প্রবল জ্বর প্রকাশ পায়। দিনে দুই তিনবার জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। গাত্রের উত্তাপ ১০৫।১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠে এবং কমের সময়ে ১০১, ১০০ বা ৯৯ পর্য্যন্ত নামে কিন্তু একেবারে বিচ্ছেদ হয় না। মূত্র অল্প ও রক্ত বর্ণ, রাত্রে অস্থিরতার বৃদ্ধি, প্রলাপ, সময় সময় অজ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ পায়। পেটের ফাঁপ সাধারণতঃ বিদ্যমান থাকে। এই জ্বরের ভোগকাল ১৪ হইতে ৪১ দিন

চিকিৎসা—ইহাতে কেলি ফস্ উত্তম ঔষধ। জ্বরের উত্তাপ কম পড়িলে ফেরম ফস্ 3x বা 6x তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। উদরাময় থাকিলে ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ 6x বা 12x ও কোলি সাল্‌ফ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। সজ্ঞাহীন অবস্থায় নেট্রাম মিউর ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য—রোগীকে লঘু তরল পদার্থ পথ্য করিতে দিবে। ছানার জল, বেদানার রস, মিছারীর জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে।

অবিরাম জ্বর।

ইহাতেও জ্বরের বিচ্ছেদ হয় না। অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রথমে সবিরাম আকারে প্রকাশ পাইয়া পরে অবিরাম আকার ধারণ করে। এই জ্বরের ভোগ কাল ১ হইতে ৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত। এই জ্বর ১২ ঘণ্টা ভোগের পর কিছুক্ষণ কম পড়ে পুনরায় বাড়িতে থাকে। ইহা মধ্যাহ্নে আরম্ভ হইয়া মধ্য রাত্রে কমে অথবা মধ্য রাত্রে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্নে কমে। মাথাধরা, অনিদ্রা, উদরে বেদনা, পিত্তবমন, জিহ্বা সাদা লেপাবৃত থাকা প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা— ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x নেট্রাম মিউর 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতে দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে কেলি মিউর 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য—দুধসাগু বা বালি, বেদানার রস, কমলালেবুর রস প্রভৃতি লঘু জলীয় পদার্থের ব্যবস্থা করা উচিত।

যকৃত

যকৃতের পীড়া শৈশবাবস্থায় অধিক হইয়া থাকে। ইহার প্রধান লক্ষণ তরল ভেদ বা রক্তামাশায়। কাদার ন্যায় মলের রং, শরীর জীর্ণ শীর্ণ ও কখন কখন কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে। কৃষ্ণ বর্ণের গুট্‌লে মল ও জিহ্বা ও মুখ মধ্যে ক্ষত প্রভৃতি লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা—যকৃতে বেদনা থাকিলে, কোষ্ঠবদ্ধতা ও কাদার ন্যায় দাস্ত হইলে কেলিমিউর 3x বা 6xএর ব্যবস্থা করিবে। সবুজবর্ণ পিত্তমিশ্রিত বমি ও দাস্ত হইলে নেট্রাম সাল্‌ফ ব্যবস্থা করিবে।

ডেঙ্গুজ্বর

এই জ্বর হঠাৎ প্রকাশ পায়। ইহা বহু ব্যাপক এবং অল্পকাল স্থায়ী। ইহাতে শিরঃপীড়া, অঙ্গ, পেশী সমূহে অসহ্য বেদনা, অস্থি সন্ধি, কুঁচকী, অণ্ডকোষ, ও গলদেশের গ্রন্থিগুলির স্ফীতি রোগীর অস্থিরতা বৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ এই জ্বর ৩।৪ দিন স্থায়ী হয়। জ্বর সরিয়া গেলে প্রায়ই গায়ে র‍্যাস বা ফুস্কুড়ি বৎ বাহির হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথমাবস্থায় ফেরমফস 3x বা 6x ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থেয়। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ, হাত পায় কামড়ানি প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ 3x বা 6x পূর্ব্বে ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়।

পথ্য :—জ্বর থাকা কালীন সাগু, বার্লী, এরোরুট প্রভৃতির লঘু পথ্য দিবে। জ্বর বিচ্ছেদ হইলে রুটীর ব্যবস্থা করিবে। গুরুপাক বা শ্লেষ্মা বর্দ্ধক খাদ্য অনিষ্টকর জানিবে।

ইনফ্লুয়েঞ্জা

এই রোগের প্রথমাবস্থায় পুনঃ পুনঃ হাঁচি, কপালে তীব্র বেদনা, চক্ষু দিয়া জল পড়া. নাক দিয়া শ্লেষ্মা নির্গম, চক্ষুজ্বালা সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ, হাত পা কামড়ানি, কাসি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়। ইহা রোগীকে অত্যন্ত দুর্ব্বল করিয়া ফেলে।

চিকিৎসা :—রোগের প্রথমাবস্থায় সর্দ্দি ও জ্বরের জন্য ফেরম্ ফস্ 3x বা 6x দিবে। নাক মুখ দিয়া জলবৎ শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকিলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x পূর্ব্বে ঔষধের সহিত পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে। সর্দ্দি গাঢ় হইয়া পূঁজের ন্যায় হইলে ফেরম্ ফস্ 3x বা 6x ক্যাল-কেরিয়া সাল্‌ফ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর দিবে। মাথার অত্যন্ত যন্ত্রণা ও অস্থিরতা থাকিলে নেট্রাম সাল্‌ফ 12x বা 30x দিবে।

পথ্য :—জ্বর থাকা পর্য্যন্ত সাগু, বার্লি, এরোরুট প্রভৃতি লঘু পথ্য দিবে। রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে মাংসের ক্বাথ দেওয়া চলে। জ্বর একেবারে ত্যাগ হইযা গেলে ৪।৫ দিন রুটী দিয়া পরে ভাত দেওয়া উচিত।

উদরাময়

অপরিমিত আহার, অধিক পরিমাণে তৈলাক্ত, ঘৃতাক্ত বা মসলা যুক্ত দ্রব্য আহার, বাসী, পচা, খাদ্য বা মাংস ভক্ষণ, রাত্রি জাগরণ, অত্যধিক চা পান প্রভৃতি কারণে এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—আহারে অনিচ্ছা, পেটফাঁপা, পেট বেদনা, আহারান্তে

পেট ভার বোধ হওয়া, তরল দাস্ত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে ফেরম্ ফস্ 3x বা 6x দিবে। মুখে জল উঠা, কোষ্ঠবদ্ধতা হেতু পেটে বেদনা, গুরুপাক খাদ্য ভক্ষণে অক্ষমতা, কর্দ্দমবৎ দাস্ত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে কেলি মিউর 3x বা 6x দিবে অতিরিক্ত অম্ল হেতু উদরাময়ে নেট্রাম ফস্ 3x বা 6x দিবে। জলবৎ তরল দাস্ত ও দাস্তের পূর্ব্বে পেটে বেদনা অনুভব করিলে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ 6x বা 12x এবং পুরাতন উদরাময়ে নেট্রাম সাল্ফ 3x বা 6x দিবে।

পথ্য :—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অতি ভোজন, বা অধিক মসলা যুক্ত খাদ্য ভোজন নিষিদ্ধ। পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন, কাঁচকলা ও ছোট জীবিত মৎস্যের ঝোল সহ খাইতে দিবে। কাঁচকলার মণ্ড, ভাতের মণ্ড পুরাতন উদরাময়ে বিশেষ উপকারী।

শূল বেদনা

অনিয়মিত ও অপরিমিত গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অতিরিক্ত ঝাল ভক্ষণ, মদ্যাদি উত্তেজক দ্রব্য পান প্রভৃতি এই রোগোৎপত্তির কারণ। এই রোগে পেটের মধ্যে নাড়ীর পার্শ্বে বৃহদন্ত্রের মধ্যে মোচড়ান বা কামড়ান বৎ তীব্র বেদনা অনুভূত হয়। শূল বহু প্রকারের হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—সর্ব্বপ্রকার শূল বেদনায় ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ 3x বা 6x বিশেষ উপকারী। অম্ল জনিত শূল বেদনায় নেট্রাম ফস্ 3x বা 6x ও ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ঈষদুষ্ণ জল সহ দুই ঘণ্টা অন্তর সেব্য। পাকস্থলীর যন্ত্রণা, ও শ্লেষ্মা বমন হইলে নেট্রাম মিউর 6x বা 30x দিবে। উদরে সূচিবিদ্ধ বৎ যন্ত্রণা ও ঢেকুর না উঠা হেতু কষ্ট অনুভূত হইলে ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ 3x বা 6x দিবে। বায়ু জনিত শূল ও তাহার সহিত কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে নেট্রাম সাল্ফ 3x বা 6x এবং পাথুরী জনিত শূল বেদনার ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ 3x বা 6x বিশেষ উপকারী।

অপথ্য—মাংস, পাকা মাছ, ঝাল, অম্বল ও গুরুপাক ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

দুগ্ধ বমন।

পাকাশয়ের দোষ হেতু, অতিরিক্ত দুগ্ধ পান জনিত, দূষিত দুগ্ধ পান জন্য অথবা মাতার অম্ল রোগ থাকিলে স্তন্যপায়ী শিশুদিদের দুগ্ধ বমন হইয়া থাকে।

চিকিৎসা— দুগ্ধপান মাত্রেই বমন ও বমনের পর অবসন্নতা পেট কামড়ানি, পাতলা বাহ্যে থাকিলে নেট্রাম সাল্‌ফ 3x বা 6x ও নেট্রাম ফস্‌ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। শুদ্ধ দুগ্ধ বমনে সাইলিসিয়া 6x বা 12x বিশেষ উপকারী।

সাবধানতা:—বমন বেশী হইলে বা পেট কামড়াইলে বা ফাঁপিলে স্তন্য দুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিবে। তৎপরিবর্ত্তে গো বা ছাগী দুগ্ধে অধিক পরিমাণে জল বা বার্লি মিশাইয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিতে দিবে। ঈষদুষ্ণ সরিষার তৈল পেটের উপর মালিশ করিয়া দিলে পেটের ফাঁপেও পেট কামাড়ানিতে উপকার দর্শে।

ঘুংড়ী কাশি

শিশু ও অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। বায়ুনালী ও উহার উপরিভাগে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি প্রদাহিত হইয়া উহাতে আঠার ন্যায় শ্লেষ্মার সঞ্চার হয় ও স্ফীত হয়। ইহাকেই প্রকৃত ঘুংড়ী বলে। হিম বা ঠাণ্ডা লাগা, অন্ধকার স্যাঁত সেঁতে মাটীতে শয়ন প্রভৃতি কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা:—প্রকৃত ঘুংড়ী কাসিতে ক্যালকেরিয়া ফস্‌ 3x বা 6x বিশেষ উপকারী। কাশির সহিত জ্বর ভাব থাকিলে ফেরম ফস্‌ 6x বা

12x ও ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মা তরল করিবার জন্য 'কেলি মিউর 3x বা 6x দিবে।

সর্দ্দি

চিকিৎসা :—সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় জলবৎ তরল শ্লেষ্মাস্রাব ও তৎসহ পুনঃ পুনঃ হাঁচি হইলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x দিবে। সর্দ্দি পাকিয়া হরিদ্রাবর্ণের হইলে কেলি সাল্ফ 3x বা 6x এবং সর্দ্দি পুরাতন ও দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে সাইলিসিয়া 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিবে। সর্দ্দি জনিত নাকের ভিতর ঘা হইলে নেট্রাম ফস্ 3x বা 6x ও ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে। নাসিকার ভিতর ঘা হইলে নেট্রাম সাল্ফ 1x বা 3x দশ গ্রেণ বিশুদ্ধ ভেসলিনে মিশাইয়া লাগাইলে উপকার দর্শে।

হুপিং কফ

এই রোগ শিশুদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথমে সামান্য কাসি সর্দ্দি হইয়া পরে ভয়ানক টান ও শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যায়। ইহা ভয়ানক কষ্ট দায়ক ও সংক্রামক ব্যাধি। কাশিতে কাশিতে মুখ, চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠে ও দম বন্ধ হইয়া যাওয়ার মত হয়।

চিকিৎসা :—ইহার প্রথমাবস্থায় ফেরম ফস্ 3x বা 6x পরে টান বেশী হইলে ও কাশিতে কাশিতে মুখ চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে ও শ্লেষ্মার পরিমাণ অল্প হইলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x ও ম্যাগ্নিসিয়া ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। জিহ্বা লেপবৃাত হইয়া থাকিলে ও গাঢ় সাদা শ্লেষ্মা নির্গত হইতে থাকিলে কেলি মিউর 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিবে।

শ্বাস নালী প্রদাহ

তাপের সহসা পরিবর্ত্তন, ঠাণ্ডায় কর্ম্ম করা, উত্তেজক পদার্থের ঘ্রাণ, অস্বাস্থ্যকর স্থলে বাস, প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্রে শারীরাবৃত রাখা, দৌর্ব্বল্য, মজ্জাগত পীড়া, ফুসফুসের পুরাতন পীড়া প্রভৃতি কারণে ব্রংকিয়াই নামক শ্বাস নালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর তরুণ প্রদাহ, তৎসহ জ্বর, শ্বাস কষ্ট, প্রথমে অল্প পরে অধিক শ্লেষ্মাস্রাব হইলে তরুণ ব্রংকাইটীস বলে। তরুণ অবস্থায় নিয়মিত চিকিৎসা করিলে রোগ আরোগ্য হয়। রোগ পুরাতনহইলে ভয়ানক কষ্টদায়ক ও দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে রোগী কাশিতে থাকিলে ও কফ নির্গত হয় না। পুরাতন অবস্থায় বায়ু নলী ভুজগুলি বন্ধ হইয়া কচিৎ রোগীর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসা :—ব্রংকাইটীসে কেলি সাল্ফ বিশেষ উপকারী ঔষধ। ইহার তরুণ অবস্থায় 6x, 12x বা 30x এর ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। পীড়ার পুরাতন অবস্থায় 100x বা 200x উপকারী। জ্বর ভাব থাকিলে কেলি সাল্ফ 6x, 12x বা 30x ফেরম ফস্ 3x, 6x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে সেব্য। কাশি কষ্টদায়ক হইলেও শ্লেষ্মা নির্গত না হইলে কেলি সাল্ফ 6x, 12x বা 30x ও ম্যাগ্নেসিয়া ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে দিবে। পুরাতন ব্রংকাইটীসে সাদা ফেনা যুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x সেব্য।

হাঁপানি

হাঁপানি অতিশয় কষ্টদায়ক ব্যাধি। এই রোগে শ্বাস-প্রশ্বাস করা বিশেষ কষ্ট কর। ইহাতে রোগীর বক্ষে চাপ বোধ হয় এবং দম বন্ধ হইয়া আসে। ফুসফুসে প্রয়োজন মত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া এই টান ও শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা :—ম্যাগ্ ফস্ 3x, 6x বা 12x ও কেলি ফস্ 6x, 12x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে ২ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে দিলে শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়, হাঁপানির টান ও পেটের ফাঁপ কমিয়া যায়। ঋতু পরিবর্ত্তনে হাঁপানির বৃদ্ধি হইলে কেলি সাল্ফ 6x, 12x বা 30x ও নেট্রাম মিউর 6x, 12x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। অধিকাংশ হাঁপানির রোগীর দাস্ত খোলসা হয় না। দাস্ত কঠিন বা অনিয়মিত হইলে নেট্রাম ফস্ 6x বা 12x ব্যবস্থেয়। সাদা ফেনা যুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে নেট্রাম মিউর ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাপথ্য :—পেটের গোলমাল যাহাতে না হয় সেইজন্য লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। পথ্য যাহাতে নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত এবং রাত্রির পূর্ব্বেই শেষ আহার সমাধা করা উচিত।

ফুস্ ফুস প্রদাহ

এই পীড়ায় ফুসফুসের প্রদাহের সহিত কাসি ও জ্বর বিদ্যমান থাকে। ইহাতে জ্বর ১০৫।১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে। জ্বর প্রায় সমভাবেই থাকে তবে সকাল ও সন্ধ্যায় কিছু কম থাকে। রোগের বৃদ্ধির সহিত নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক অপেক্ষা দ্রুত হয় পীড়া বৃদ্ধি হইলে শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা :—রোগের প্রথমাবস্থায় ফেরাম্ ফস 3x বা 6x দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মা উঠিতে আরম্ভ করিলে 'ফেরম ফস্' 3x বা 6x ও কেলি মিউর6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে সেবনের ব্যবস্থা করিবে। শ্লেষ্মা আঠার ন্যায় চটচটে হইলে কেলি ফস্ 6x বা 12x দিবে। সাদা অল্প ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা নির্গত হইলে ও অল্প কাসি থাকিলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x সেবন করিতে দিবে।

ক্ষয়কাস বা যক্ষ্মা

এই সাংঘাতিক পীড়া একবার প্রকাশ পাইলে আরোগ্যের আশা থাকে না। ইহাতে ফুসফুসে এক প্রকার গুটী উৎপন্ন হয়, পরে উহাতে ক্ষত ও পূঁজ হয়। পীড়ার প্রথমে শুষ্ক খুসখুসে কাশি, হাঁপের ন্যায় অল্প টান বুকে বেদনা, গাত্রে সর্ব্বদাই জ্বর থাকে। কখন কখন রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা-স্রাব হইতে থাকে। ক্রমে পরিপাক শক্তির হ্রাস হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং ফুসফুস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা :—শুষ্ক কাস, জ্বর, বুকে বেদনা ও মুখ দিয়া অল্প অল্প রক্ত উঠিলে কালি ফস 3x, 6x বা 12x ও ফেরাম ফস 6x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। কাশ বৃদ্ধি হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া ফস 6x বা 30x বিশেষ উপকারী। রক্ত বেশী পরিমাণে উঠিতে থাকিলে বা অধিক সর্দ্দি নির্গত হইলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x ও ফেরাম ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করা উচিত। দুর্ব্বলতা জন্য কেলি ফস্ ব্যবহার করিবে।

পথ্য :—পথ্য লঘু ও পুষ্টিকর হওয়ার প্রয়োজন। অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম বা ছোট মুর্গীর জুস বিশেষ উপকারী। গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ রীতিমত সেবন করা দরকার। গাত্র সর্ব্বদা আবৃত রাখা উচিত। উন্মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও গাত্র আবরিত করিয়া আচ্ছাদিত স্থানে উন্মুক্ত বায়ুতে শয়ন উপকারী।

শিরঃপীড়া

নানা কারণে শিরঃপীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রক্ত সঞ্চালনাধিক্য হেতু শিরঃপীড়া, বায়ু জনিত শিরঃপীড়া, স্নায়বিক শিরঃপীড়া, সর্দ্দি জনিত শিরঃপীড়া, অম্লজনিত শিরঃপীড়া, যকৃতের গোলমালে শিরঃপীড়াই উল্লেখ যোগ্য।

চিকিৎসা :—রৌদ্র লাগিয়া শিঃরপীড়া হইলে ফেরাম ফস 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে। স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অবসন্নতা, ও শোক জনিত মানসিক যন্ত্রণায় কেলি ফস্ 6x বা 12x ও ক্যালকেরিয়া ফস 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে সেবন করিতে দিবে। অম্লজনিত শিরঃপীড়ায় নেট্রাম ফস্ 3x বা 12x উপকারী। ঠাণ্ডা লাগা হেতু সর্দ্দি হইয়া শিরঃপীড়া হইলে বা রক্তাধিক্যহেতু মস্তিষ্কের ভিতর দপ্ দপ্ করিলে, ও মুখ চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলে ফেরাম ফস্ 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে। মস্তিষ্কের শূন্যতা অনুভূত হইলে, চিত্ত অস্থির থাকিলে, পাঠে বা কোন কাজ কর্ম্মে মন দিতে অক্ষম হইলে সাইলিসিয়া 6x, 12x বা 30x বিশেষ উপকারী। লিভারের গোলমাল জনিত শিরঃপীড়ায় কেলি মিউর 6x বা 12x সেবন করিতে দিবে।

সর্দ্দি গর্ম্মি

হঠাৎ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ লাগিয়া এই রোগ জন্মায়। প্রথমে রোগের লক্ষণগুলি সামান্য প্রকাশ পায়, পরে ক্রম বৃদ্ধি সহকারে মস্তিষ্কের ক্রিয়া লুপ্ত হইয়া রোগী অচৈতন্য হইয়া পড়ে। প্রথম অবস্থায় অল্প ঘর্ম্ম পরে রোগের পূর্ণ প্রকাশে প্রচুর ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

চিকিৎসা :—মস্তিষ্কে অতিশয় যন্ত্রণা হইলে এবং হঠাৎ সজ্ঞা রহিত হইয়া পড়িলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x ও কেলি ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে দুইঘণ্টা অন্তর সেব্য। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, মুখাকৃতি বিকৃত, দৃষ্টি স্থির এই সব লক্ষণে ফেরাম ফস্ 3x বা 6x ও কেলি ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে এক ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে।

ধনুষ্টঙ্কার

স্নায়ু মণ্ডলীর পীড়া হইতে অথবা অভিঘাত হইতে ধনুষ্টঙ্কার হইয়া

থাকে। কাঁটা ফুটিয়া কোন স্থান কাটিয়া গিয়া বা কোন স্থানে আঘাত লাগিয়া এই রোগ প্রকাশ পায়। সাধারণতঃ ৪ হইতে ৯ দিনের মধ্যেই রোগের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বালক বালিকার পক্ষে এই রোগ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। প্রসবের পর নাড়ী কাটায় দোষ হইলে শিশু বা প্রসূতির ধনুষ্টঙ্কার হইবার সম্ভাবনা; এইরূপ ধনুষ্টঙ্কারে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না।

চিকিৎসা:—সর্ব্বপ্রকার ধনুষ্টঙ্কার রোগে ম্যাগ ফস্ 3x বা 6x ও ক্যাল্ ফস 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করা হয়। আক্ষেপ নিবারণার্থ কেলি ফস্ 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিবে।

ক্রিমি

ক্রিমি তিন প্রকার যথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুত্র খণ্ডবৎ, লম্বা গোল কেঁচোর ন্যায় ও ফিতার মত। অন্ত্রের মধ্যে ইহারা বাস করে এবং শরীরে নানা উপসর্গের সৃষ্টি করে।

চিকিৎসা:—নেট্রাম ফস্ 3x বা 6x সর্ব্বপ্রকার ক্রিমির মহৌষধ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুত্র খণ্ডবৎ শ্বেতবর্ণের ক্রিমির পক্ষে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x ও কেলি মিউর 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। ক্রিমির জন্য পেটের গোলামাল হইলে ফেরাম ফস্ 3x বা 6x ব্যবহার করিবে।

পাণ্ডু বা কামলা

যকৃতের বিকৃতিই এই রোগোৎপত্তির কারণ। এই রোগে শরীর হরিদ্রা, কাল বা ফ্যাকাসে হয় চক্ষু হরিদ্রা বর্ণের হয়,প্রস্রাব হরিদ্রা বর্ণের ও পরিমাণে অল্প নাড়ী দুর্ব্বল ও দ্রুত গতি বিশিষ্ট হয় এবং কখন কখন জ্বরও বর্ত্তমান থাকে।

চিকিৎসা—সর্ব্বপ্রকার কামলা রোগে নেট্রাম সাল্ফ 3x বা 6x বিশেষ

উপকারী। জিহ্বা লেপাবৃত, কোষ্ঠবদ্ধতা, ও মধ্যে মধ্যে শ্বেতবর্ণের দাস্ত হইলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x ও কেলি সাল্ফ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

অর্শ

এই রোগে গুহ্যদেশের শিরাগুলি বর্দ্ধিতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উহাতে মাংসাঙ্কুর জন্মায় এবং এই মাংসাঙ্কুর বা বলি হইতে রক্তস্রাব হয় ও সময় সময় খুবই যন্ত্রণা হয়। অর্শ দুই প্রকারের হয় যথা অন্তর বলি ও বাহির বলি। অন্তর বলিতে গুহ্যদ্বারের মধ্যে বলি জন্মায় ও সাধারণতঃ রক্তস্রাবী হইয়া থাকে। বাহির বলিতে বলি গুহ্যের বাহিরে থাকে এবং রক্তস্রাবী না ও হইতে পারে।

চিকিৎসা—সর্ব্বপ্রকার অর্শে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3x বা 6x বিশেষ উপকারী। লালবর্ণ টাট্‌কা রক্তস্রাব ও তৎসহ প্রদাহ থাকিলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x ও ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। গুহ্যদ্বারে অথবা বাহির বলিতে যন্ত্রণা হইলে ম্যাগ্ ফস্ 3x বা 6x ও কাল বর্ণের রক্তস্রাব হইলে কেলি মিউর 3x, 6x বা 30x বিশেষ উপকারী। পুরাতন অর্শে ক্যালকেরিয়া ফ্লোরিকা 100x বা 200x সেবন করিতে দিবে।

বাহ্যে প্রয়োগ:—বেদনা ও টাটানি থাকিলে বা রক্তস্রাব হইলে ফেরাম ফস 3x বা 9x গরম জলে ১০ বা ১৫ গ্রেণ মিশাইয়া পিচকারী সাহায্যে গুহ্য মধ্যে প্রবেশ করাইলে অথবা বিশুদ্ধ ভেসালিন মিশাইয়া লাগাইলে বেদনার উপশম হয় ও রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

বাগী

উপদংশ বা প্রমেহ রোগ হইতে বাগী হইয়া থাকে। এই রোগে কুচকির গ্রন্থিগুলি স্ফীত ও প্রদাহ যুক্ত হয় ও ক্রমশঃ পুঁজ জন্মে। গর্ম্মির

পীড়া ইইতে বাগী হইলে অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়।

চিকিৎসা :—রোগের প্রথমাবস্থায় সামান্য যন্ত্রণা ও জ্বরভাব থাকিলে ফেরাম ফস্ 3x বা 6x দিবে। বাগী পাকাইতে হইলে সাইলিসিয়া 6x বা 30x এর ব্যবস্থা করিবে। বাগী পাকিলে ক্যালকেরিয়া সাল্ফ 6x বা 30x এর ব্যবস্থা করিবে।

প্রমেহ

ইহা স্পর্শ-সংক্রামক রোগ। ইহাতে মুত্রনালীর প্রদাহ ও স্রাব নির্গম হইতে থাকে। সচরাচর অপবিত্র সংসর্গ দোষে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। ইহা স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে হইয়া থাকে। ইহার প্রথমাবস্থায় মুত্রনালীর মধ্যে সুড় সুড় করিতে থাকে, পরে স্বচ্ছ পাত্‌লা শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। পরে মুত্রত্যাগে অতিশয় জ্বালা ও যন্ত্রণা, অনৈচ্ছিক লিঙ্গোচ্ছাস, মুত্রনালীর মুখ বন্ধ ইত্যাদি উপসর্গ সমুদহ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা :—মুত্রনালীতে প্রদাহ. পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবেচ্ছা, প্রস্রাবনালী সুড় সুড় করা ইত্যাদি লক্ষণে কেলি মিউর 3x, 6x বা 30x ও নেট্রাম মিউর 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহারে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। মুত্রথলিতে প্রদাহ, অবিরাম প্রস্রাব, রক্ত মুত্র থাকিলে কেলি ফস্ 3x বা 6x ও ফেরাম ফস 6x, 12x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে দিবে। প্রস্রাবের সহিত ধাতুক্ষরণ হইতে থাকিলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x ও কেলি ফস 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

ধাতুদৌর্ব্বল্য

যৌবনের প্রারম্ভে অনৈসর্গিক উপায়ে বীর্য্যপাত, অতিরিক্ত স্ত্রী সংসর্গ অথবা পুরাতন প্রমেহ রোগ হইতে ধাতু দৌর্ব্বল্য পীড়া জন্মিয়া থাকে।

পুরুষাঙ্গের পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা. অনিয়মিত ভোজন, অধিক দিন রোগ ভোগ ইত্যাদি কারণে ও ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্মিয়া থাকে।

চিকিৎসা :—সর্ব্বপ্রকার ধাতুদৌর্ব্বল্য, মনে একাগ্রতার অভাব, মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, স্মৃতি শক্তির অভাব ও দুর্ব্বলতা জনিত শিরঃপীড়ায় কেলি ফস 6x বা 30x বিশেষ উপকারী। জ্বরভাব, আলস্যতা, অজীর্ণতা, কর্ম্মে আলস্য প্রভৃতি উপসর্গ থাকিলে কেলি ফস্ 6x বা 30x ও ফেরাম ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। রক্তহীনতা, চক্ষু কোটর গত ও দুর্ব্বলতা থাকিলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x ও ক্যালকেরিয়া ফস 3x বা 6x বিশেষ উপকারী।

বহুমুত্র

এই রোগে মুহুর্মুহু মুত্রত্যাগ করিতে হয় এবং মুত্রের পরিমাণ ও অধিক হয়। বহুমুত্র রোগ আবার দুই প্রকারের হয় (১) মুত্র অধিক হইলেও শর্করাধিক্য থাকে না (২) শর্করার অংশ অধিক থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের বহুমুত্র রোগে ক্ষুধা ও পিপাসা অধিক হয় এবং রোগ পুরাতন হইলে অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠ কাঠিন্য, হস্তপদের জ্বালা, হস্তপদের স্ফীতি, ক্ষীণতা, দৌর্ব্বল্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা :—বহুমুত্র রোগে নেট্রাম সাল্‌ফ 3x বা 6x বিশেষ উপকারী। প্রস্রাবের আধিক্য, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকিলে নেট্রাম সাল্‌ফ 3x বা 6x ও কেলি ফস 6x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। প্রস্রাবে শর্করার অংশ বেশী পরিমাণে থাকিলে কেলি মিউর 3x, 6x বা 30x ও নেট্রাম সাল্‌ফ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। শর্করা বিহীন বহুমুত্র থাকিলে ও আনুসঙ্গিক দুর্ব্বলতা ও পিপাসার আধিক্য হইলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x ও কেলি ফস 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে সেবনের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্য :—বহুমূত্র রোগীর চিনি বা মিষ্ট ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ। অন্নের পরিবর্ত্তে ভুষিযুক্ত আটার রুটি, কচি মাংস প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবে।

চক্ষুপ্রদাহ বা চোখ উঠা

চোখ উঠিলে অক্ষিগোলক ও উহার চতুঃপার্শ্বস্থ অংশ প্রদাহযুক্ত ও লালবর্ণ হয়। ইহাতে চক্ষু কর কর করা, চক্ষু হইতে জল পড়া, পিচুটী পড়া, যন্ত্রণা হওয়া, চুলকানিবৎ অনুভূতি, আলোক অসহ্য হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। কখন কখন শিরঃপীড়া ও অল্প পরিমাণে জ্বর ও বিদ্যমান থাকে।

চিকিৎসা :—চক্ষু লালবর্ণ,রৌদ্র সহ্য করিতে অক্ষম, চক্ষু কর কর করা, ও চক্ষু দিয়া সাদা, হরিদ্রা বা সবুজ বর্ণের পিচুটী নির্গত হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে কেলি মিউর 3x বা 6x ও ফেরাম ফস 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। পিচুটী গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ পুঁজের ন্যায় হইলে নেট্রাম ফস 3x বা 6x ও সাইলিসিয়া 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে সেব্য। চক্ষে আলোক স্পর্শে যন্ত্রণা ও বেদনা অনুভূত হইলে ম্যাগ ফস্ 6x বা 12x ব্যবস্থা করিবে।

বাহ্য প্রয়োগ :—১০ হইতে ১৫ গ্রেণ ফেরাম্ ফস্ অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ গরম জলে গুলিয়া তদ্বারা দিনে ২।৩ বার চক্ষু ধৌত করিলে চক্ষের করকরানি ও বেদনার উপশম হয়।

কর্ণরোগ

ইহাতে কর্ণের মধ্যদেশ প্রদাহযুক্ত হইয়া লালবর্ণ ও স্ফীত হয় এবং কর্ণ মধ্যে বেদনা ও কটকটানি জন্য রোগী অত্যন্ত কাতর ও অস্থির হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা :—ঠাণ্ডা লাগিয়া খোঁচা লাগিয়া বা ফুস্কুড়ি হইয়া বেদনা, কটকটানি, দপদপানি প্রভৃতি হইলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x ও সাইলিসিয়া 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। কর্ণমূল-গ্রন্থি প্রদাহে ক্যালকেরিয়া সাল্ফ 3x বা 6x ও শ্রবণ শক্তির হীনতায় কেলি মিউর 3x বা 6x বিশেষ উপকারী।

বাহ্য প্রয়োগ :—কর্ণ গহ্বরে পূঁজ থাকিলে অল্প উষ্ণজল লইয়া পিচকারী করিয়া ধৌত করিয়া দিয়া পরে পরিষ্কার তুলা দ্বারা ভাল করিয়া মুছিয়া সাইলিসিয়া বা কেলি মিউর 3x, 6x বা 12 x এর গুঁড়া অল্প পরিমাণে কাণের মধ্যে দিয়া তুলা দ্বারা কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিয়া রাখিলে যন্ত্রণা উপশম হয় ও পূঁজ পড়া বন্ধ হয়।

দন্তশূল

দন্তশূল অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগ। ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত দন্ত হইতে, দন্তের মধ্যস্থিত শিরার প্রদাহ হইতে অথবা দন্তের মাড়ী ফুলিয়া প্রদাহযুক্ত হইয়া উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এই অবস্থায় শীতল জল বা হাওয়া লাগিলে যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা :—দাঁতের গোড়া ফোলা, দাঁত মাজিতে বা অল্প চাপে দাঁত দিয়া রক্তপড়া, দাঁতের গোড়ায় ঘা প্রভৃতি থাকিলে ক্যালকেরিয়া সাল্ফ 3x, 6x বা 30x ও কেলি ফস্ 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। শীতলজল বা বাতাস লাগিয়া দাঁত কন্ কন্ করিতে থাকিলে ম্যাগ ফস্ 3x, 6x বা 30x ব্যবহার করিবে। ম্যাগ ফস্ 3x ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া কুলকুচা করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। দাঁতের যন্ত্রণা আছে ও তাহার সহিত গাল গলা ফুলিলে কেলি মিউর 3x বা 6x ও ফেরাম্ ফস্ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

দাঁত উঠা

শিশুদের প্রথম দাঁত উঠিবার সময় জ্বরভাব, পেটের অসুখ, খিটখিটে

মেজাজ ইত্যাদি উপসর্গের আসিয়া থাকে। সাধারণতঃ দাঁত উঠিবার পর এই সকল উপসর্গের বিরাম হয়।

চিকিৎসা :—দাঁত উঠিবার সময়ে ক্যালকেরিয়া ফস্ 6x বা 12x ব্যবহারে দন্তোদ্গমের সহায়তা করে। অজীর্ণ বা উদরাময় থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x বা 6x ও নেট্রাম ফস্ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। মাড়ীতে বেদনা ও জ্বরভাব থাকিলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। মুখ দিয়া লাল পড়িতে থাকিলে নেট্রাম মিউর 3x বা 6x প্রয়োগ করিবে।

খোস, পাচ্ড়া, চুলকানি

ইহারা স্পর্শ-সংক্রামক রোগ। একজনের হইলে তাহার সংস্পর্শীয় সকলেরই হইয়া থাকে। ক্ষত পরিষ্কার রাখিলে শীঘ্র শুকাইয়া সারিয়া যায় নচেৎ ঘা বৃদ্ধি পায় ও অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়। প্রত্যহ নিমপাতার জল বা সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া দিলে পরিষ্কার থাকে ও শীঘ্র আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা :—খোসের সহিত অধিক পূঁজ থাকিলে সাইলিসিয়া 3x বা 6x ও নেট্রাম সাল্ফ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। দুর্গন্ধযুক্ত পাঁচড়া, চুলকানি ও নানারূপ চর্ম্ম পীড়ায় কেলি মিউর 3x বা 6x ব্যবস্থেয়।

বাহ্য প্রয়োগ :—প্রথমে নিমপাতার জলে বা কার্ব্বলিক সাবান দ্বারা ধুইয়া নেট্রাম সাল্ফ 3x বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল বা ভেসিলিনে মিশাইয়া মলমবৎ পাঁচড়া স্থানে লাগাইলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে।

ঋতু বা রজঃস্রাব

আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধানদেশে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা ১২—১৪

বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে তাহাদের জরায়ু দ্বার উদ্ভিন্ন হইয়া তন্মোধ্য হইতে পাতলা টাটকা রক্তস্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ স্রাব প্রতি মাসে ৩—৬ দিন যাবৎ হইয়া থাকে। এই স্রাব স্ত্রীলোকের ঋতু বা রজঃস্রাব বলিয়া পরিচিত। ইহা সাধারণতঃ প্রতি মাসে একবার করিয়া হয় বলিয়া অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের মাসিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্রাব নিয়মিত হইলে ২৮ দিন অন্তর হইয়া থাকে। প্রতি ঋতু কালীন মোট এক হইতে দেড় পোয়া পর্য্যন্ত রক্তস্রাব হয়; ইহার অধিক স্রাব হইলে ঋতু পীড়া বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। সাধারণতঃ রক্তহীনতা ও দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন ও গর্ভসঞ্চার হইলে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকে। রজঃদোষ তিন প্রকারের হয়; যথা অল্পরজঃ, অতিরজঃ ও কষ্টরজঃ। স্বল্পরজঃ দোষ ঘটিলে স্রাব অল্প পরিমাণে হয় অথবা স্রাব অধিক দিন বন্ধ থাকে। এই দোষের চিকিৎসা নিম্নে দেওয়া হইল। অল্প স্রাব হইলে বা স্রাব অনেক দিন বন্ধ থাকিয়া ফ্যাকাসে জলবৎ দুর্গন্ধযুক্ত হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x বা 6x ও কেলি মিউর 6x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে দিনে ৪ বার সেবন করিতে দিবে। ঋতুর পূর্ব্বে তলপেট টন্‌টন্ করা, কোমর ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা বোধ করা, চাপচাপ রক্ত নিঃসৃত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে ম্যাগ ফস্ 6x বা 30x ঈষদুষ্ণ জল সহ সেব্য। ঋতুকালীন স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ে জ্বালা, অতিশয় মানসিক অবসন্নতা ও দৌর্ব্বল্য বোধ হইলে নেট্রাম মিউর 6x বা 30x বিশেষ উপকারী।

অতিরজঃ—ইহাতে ঋতুকালে জরায়ু হইতে প্রচুর স্রাব হয় অথবা স্রাব বহুদিন স্থায়ী হয়। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে অধিক পরিমাণে ঋতুস্রাব হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। রোগীণীর বয়স [illegible] হইলেও তাহা পুনঃ পুনঃ ঋতু হইলে বা অধিক পরিমাণে স্রাব হইলে ফেরাম্ ফস্ 3x, 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিবে। কাল্‌চে রংয়ের দুর্গন্ধযুক্ত অধিক পরিমাণে স্রাব হইলে এবং ঋতুকালে শিরঃপীড়া ও তৎসহ অব-

সন্নতা থাকিলে কেলি ফস্ 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে। নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে ঋতু হইলে ও ঋতু রক্তসহ চাপচাপ শ্লেষ্মা খণ্ডবৎ নির্গত হইলে ও পেটে বেদনা অনুভূত হইলে ম্যাগ্ ফস্ 6x, 12x বা 30x ঈষদুষ্ণ জল সহ সেব্য।

কষ্টরজঃ—ইহাতে রজঃ প্রবর্ত্তনের ২।৩ দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমাগত ১০।১২ দিন পর্য্যন্ত পৃষ্ঠদেশে, কোমরে ও ডিম্বকোষে অধিক বেদনা হইয়া থাকে। এই বেদনা সময়ে সময়ে এরূপ প্রবল হয় যে রোগিণী ছট্ ফট করিতে থাকে ও শয্যাশায়ী হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় আহারে অনিচ্ছা, তলপেটে বেদনা, শিরঃপীড়া, প্রভৃতি উপসর্গ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্রাব লাল, মাছ ধোয়া জলের ন্যায় অথবা খড়িগোলা জলের ন্যায় হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ঃ—প্রথম অবস্থায় বেদনা অনুভূত হইলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x দিবে। স্রাবসহ অসহ্য বেদনা হইলে ম্যাগ্ ফস্ 3x, 6x বা 12x ও ফেরাম্ ফস্ 3x, 6x বা 12x ঈষদুষ্ণ জলসহ ২ঘণ্টা অন্তর ব্যবস্থা করিবে। ঘোরকাল আল্কাতরার ন্যায় রক্তস্রাব হইলে কেলি মিউর 3x বা 6x ও ম্যাগ্ ফস্ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে।

শ্বেত প্রদর

এই রোগে যোনি দ্বার দিয়া তরল স্বচ্ছ শ্লেষ্মাবৎ রস নির্গত হইতে থাকে। এই রোগ পুরাতন হইলে এই স্রাব পূজবৎ গাঢ় ও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের হইয়া থাকে। অজীর্ণ, রক্তদুষ্টি, ঠাণ্ডা লাগা ইত্যাদি কারণে এই রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ঃ—সর্ব্ব প্রকার প্রদর রোগে কেলি মিউর 3x, 6x বা 30x বিশেষ উপকারী। লালাবৎ সাদা স্রাব হইতে থাকিলে ও দুর্ব্বলতা অনু-

ভূত হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। জলবৎ তরল স্রাব ও উহাতে জ্বালা থাকিলে নেট্রাম মিউর 6x, 12x বা 30x দিবে। স্রাবের বর্ণ সবুজ হইলে নেট্রাম সাল্ফ 6x বা 12x ও হরিদ্রা বর্ণের স্রাব হইলেও দুর্ব্বলতা থাকিলে কেলি ফস্ 3x, 6x বা 30x এর ব্যবস্থা করিবে।

সুতিকা জ্বর

প্রসবান্তে জরায়ুর শিরা প্রদাহযুক্ত হইয়া যে অবিরাম জ্বরের উৎপত্তি হয় তাহাকে সুতিকা জ্বর বলে। এই রোগে প্রথমাবস্থায় সুচিকিৎসা না হইলে পরে ভয়ানক আকার ধারণ করে।

চিকিৎসাঃ—সুতিকা জ্বরের প্রথমাবস্থায় ফেরাম্ ফস্ 3x, 6x বা 30x ও কেলি মিউর 6x বা 30x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়। অজীর্ণতা বিদ্যমান থাকিলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x ও ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x এর পর্য্যায় ক্রমে ব্যবস্থা করিতে হইবে।

হাম

ইহা স্পর্শ সাংক্রামক রোগ। প্রথমে জ্বর, সর্দ্দি, কাসি হইয়া ২।৩ দিনের মধ্যেই রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সকল প্রকাশ পায় এই পীড়কা সকল বাহির হইবার পর ৩।৪ দিন মধ্যেই মিলাইয়া যায়। সাধারণতঃ শিশুরা ইহাতে আক্রান্ত হয়।

চিকিৎসাঃ—রোগের প্রথমাবস্থায় প্রবল জ্বর ও তৎসহ সর্দ্দি বর্ত্তমান থাকিলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে। পূঁজ হইতে আরম্ভ করিলে নেট্রাম মিউর 3x, 6x বা 12x ব্যবস্থা করিবে। হাম বসিয়া যাইবার লক্ষণ দেখিলে কেলি সাল্ফ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে।

বসন্ত

ইহা প্রবল সংক্রামক রোগ। ইহাতে প্রথমে প্রবল জ্বর ও সর্ব্বশরীর বেদনা হয় পরে ৪।৫ দিন মধ্যেই পীড়কা প্রকাশ পায়। প্রথমে মুখে ও গলায় পরে সর্ব্বশরীরে পীড়কা দেখা দেয়। পীড়কা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরের হ্রাস হয় এবং ইহার ৭।৮ দিন পরে পীড়কা গুলি জল পূর্ণ হয় ও ৯।১০ দিনের মধ্যেই পূঁজ হয়।

চিকিৎসাঃ—প্রথম অবস্থায় ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x ও কেলি মিউর 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। পূঁজ হইতে আরম্ভ হইলে নেট্রাম ফস্ 12x বা 30x ব্যবস্থা করিবে। শুকাইয়া খুস্কি উঠিতে আরম্ভ করিলে কেলি ফস্ 3x বা 6x এর ব্যবস্থা করিবে।

ওলাউঠা

ইহা একপ্রকার সাংঘাতিক ব্যাপক সংক্রামক রোগ। ইহা কঠিনাকার ধারণ করিলে ৬ হইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই রোগের পূর্ণ বিকাশ হইলে রোগীর চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ ও বমন হয়, শীতল চট্‌চটে আঠাযুক্ত ঘাম হইতে থাকে, নাড়ী ক্ষীণ, প্রস্রাব বন্ধ, প্রবল পিপাসা, চক্ষু কোটরগত ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

চিকিৎসাঃ—ইহার প্রথমাবস্থায় পিত্তভেদ ও বমন লক্ষণে নেট্রাম সাল্‌ফ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। দুর্গন্ধযুক্ত চাউল ধোয়া জলের ন্যায় ভেদ, নাড়ী ক্ষীণ হইলে কেলি ফস্ 3x বা 6x ও ফেরাম্ ফস্ 3x, 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। হাত পায়ে খিল ধরা, তরল ভেদ ও নাড়ী অতি মৃদু থাকিলে ম্যাগ ফস্ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। দুর্গন্ধযুক্ত জলবৎ হরিদ্রা বর্ণের লক্ষণে ক্যালকেরিয়া ফস্ 3x, 6x বা 12x ব্যবস্থা করিবে। এই রোগের প্রাদুর্ভাব সময়ে দৈনিক ১ বা ২ বার নেট্রাম সাল্‌ফ 12x বা 30x সেবন করিলে কলেরার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

রক্তামাশয়

ইহা অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যাধি। ইহাতে পেটের যন্ত্রণা, কামড়ানি, কন্‌কনানি সহ মুহুর্মুহু বাহ্যের বেগ, অত্যল্প আম ও রক্ত মিশ্রিত বাহ্যে হইয়া থাকে। ইহার সহিত প্রায়ই জ্বর থাকে।

চিকিৎসাঃ—রোগের প্রথমাবস্থায় কেলি মিউর 3x বা 6x ও ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। পেট কামড়ানি ও পেটের যন্ত্রণা বেশী হইলে ম্যাগ্ ফস্ 3x বা 6x ও কেলি মিউর 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন রক্তামাশয় স্থলে 100x বা 200x ক্রমের পূর্ব্বোক্ত ঔষধ লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা করিবে।

রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা

কঠিন পীড়ার পর অথবা স্ত্রীলোকদিগের প্রসবান্তে রক্তহীনতা ও দুর্ব্বলতা দেখা যায়। রক্তহীনতা জন্য দৌর্ব্বল্য আপনি আসিয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ—রক্তহীনতা ও দেহে রক্তকণিকার অভাব হইলেও দুর্ব্বলতায় ফেরাম্ ফস্ 3x, 6x বা 30x দৈনিক ৩ বা ৪ বার ব্যবস্থা করিবে। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, হৃদ যন্ত্রের দুর্ব্বলতা হেতু মস্তিষ্কের পীড়া, বুক ধড়ফড়ানি ইত্যাদিতে কেলি ফস্ 3x, 6x বা 12x বিশেষ উপকারী।

দাদ

ইহাও সংক্রামক ব্যাধির পর্য্যায় ভুক্ত। অপরিচ্ছন্নতা জন্য এই রোগের উৎপত্তি ও প্রসার হইয়া থাকে। প্রথমে গাত্র চর্ম্মের উপর ফুস্কুড়ির ন্যায় বাহির হয় ও চুলকাইতে থাকে। চুলকাইলে ইহা হইতে রস নির্গত হয়। পরে মধ্য ভাগ প্লেন অর্থাৎ ফুস্কুড়ি শূন্য হইয়া অঙ্গুরীর ন্যায় গোলাকারে এই ফুস্কুড়ি বাহির হয় এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে।

চিকিৎসাঃ—এই রোগে নেট্রাম সাল্‌ফ 6x বা 12x ও নেট্রাম মিউর

6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে দিবে।

বাহ্য প্রয়োগঃ—দাদের উপরিভাগ নিমপাতার জলে উত্তমরূপে ধুইয়া নেট্রাম সালফ 3x বা 6x বিশুদ্ধ ভেসিলিনে মিশাইয়া লাগাইলে শীঘ্র উপকার দর্শে।

স্ফোটক

শরীরের কোন স্থান ফুলিয়া প্রদাহ যুক্ত হইলে তাহাকে ফোড়া বলে। ফোড়া দুই প্রকারের হইয়া থাকে, তরুণ ও পুরাতন। তরুণ ফোড়ার আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ ও বেদনা যুক্ত হয় এবং পূঁজ রক্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত যন্ত্রাণা হইতে থাকে। পুরাতন ফোড়া তরুণ ফোড়ার ন্যায় কষ্টদায়ক নহে। দেহের ভিতর ও উপর সকল স্থানেই ফোড়া হইতে পারে। স্থান ও কারণের প্রভেদে ফোড়ার ভিন্ন ভিন্ন নাম করণ হইয়া থাকে।

চিকিৎসাঃ—আক্রান্ত স্থান স্ফীত, লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত হইলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x দিবে। প্রদাহ থাকিলে ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x ও কেলি মিউর 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে দিবে। ফোড়া পাকিবার উপক্রম হইলে সাইলিসিয়া 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিলে ফোড়া শীঘ্র পাকিয়া গিয়া ফাটিয়া পূঁজ বাহির হইবার সহায়তা করে। বেশী দিন ধরিয়া পূঁজ নির্গত হইতে থাকিলে ক্যালকেরিয়া সাল্‌ফ 3x বা 6x ব্যবহারে শীঘ্র ফোড়া শুকাইয়া যায়। পুরাতন ফোড়া নালী ঘা, অধিক দিন ধরিয়া পূঁজ স্রাবের পর ক্ষত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে নেট্রাম সাল্‌ফ 3x বা 6x এ বিশেষ উপকার দর্শে।

বাহ্য প্রয়োগঃ—আক্রান্ত স্থান লাল হইয়া উঠিলে মসিনা বা তুলা গরম জলে ডুবাইয়া নিংড়াইয়া পুলটিস দিলে উপকার দর্শে। ফোড়ার

মুখ হইলে তোপমারী ভিজাইয়া পুলটিস দিলে শীঘ্র ফোড়া ফাটীয়া পূঁজ বাহির হয়।

হৃৎস্পন্দন

হৃৎস্পন্দন জীবিতাবস্থার পরিচায়ক। অতিশয় আনন্দ, ভয়, মানসিক চিন্তা, শোক, পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে, হঠাৎ রজঃরোধ হইলে, অতিরিক্ত মদ্যপান করিলে অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নিবন্ধন যে হৃৎস্পন্দনের আধিক্য হয় তাহাকেই হৃৎস্পন্দন পীড়া বলে। এই রোগ প্রবল হইলে হঠাৎ মৃত্যুর সম্ভবনা থাকে।

চিকিৎসাঃ—স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হেতু হৃৎস্পন্দন হইলে কেলি ফস্ 6x বা 12x দিবে। মানসিক চিন্তা, হঠাৎ রজঃরোধ প্রভৃতি কারণে হৃৎস্পন্দন পীড়ায় ফেরাম্ ফস্ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। পুরাতন হৃৎস্পন্দন পীড়ায় সাইলিসিয়া 100x বা 200x ব্যবস্থা করিবে। শোথ রোগ জনিত দুর্ব্বলতা ও হৃৎস্পন্দন রোগে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিবে।

প্রসব বেদনা

সন্তান প্রসব সময়ে গর্ভবতীর যে বেদনা উপস্থিত হয় তাহাকেই প্রসব বেদনা বলে। সাধারণতঃ সন্তান প্রসবের পর এই বেদনার উপশম হয়। কোন কোন গর্ভিণী ইহাতে অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে এবং সেই কারণে এই অবস্থাতেই চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসাঃ—প্রসব বেদনা আরম্ভ হইলে কেলি ফস্ 3x বা 6x প্রতি ঘণ্টায় এক মাত্রা সেবন করাইলে প্রসবে বিলম্ব হয় না। বেদনা ক্ষণিক আসিয়া চলিয়া গেলে এবং ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ হইলে, পেটে মোচড় দেওয়ার ন্যায় যন্ত্রণা হইলে ম্যাগ ফস্ 3x বা 6x ব্যবস্থা করিবে। প্রসূতির

দাস্ত নিয়মিত না হইলে কেলি ফস 3x, 6x বা 30x ক্যালকেরিয়া ফ্লোর 3x বা 6x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিলে সুপ্রসব হয় ও প্রসবের পর বেদনা ও দুর্ব্বলতা থাকে না। গর্ভাবস্থায় প্রসূতির পাকস্থলীর দুর্ব্বলতা থাকিলে, অজীর্ণ, ভুক্ত দ্রব্যের বমন ইত্যাদি লক্ষণে ফেরাম্ ফস 3x বা 6x বিশেষ উপকারী। প্রসবের এক মাস পূর্ব্বে হইতে কেলি ফস্ 3x বা 6x ব্যবহার করাইলে প্রসবের সময় কষ্ট পায় না।

মূর্চ্ছা

স্নায়ু মণ্ডলীর উচ্ছৃঙ্খলতা বা দুর্ব্বলতা হেতু এই রোগ হইয়া থাকে। পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ অধিক দৃষ্ট হয়। এই রোগের প্রকোপে জ্ঞান ও বাক শক্তি লুপ্ত হয় এবং রোগী মাটীতে পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে।

চিকিৎসাঃ—হিষ্টিরিয়ার প্রধান ঔষধ কেলি ফস্। ঋতুর গোলমাল হেতু হিষ্টিরিয়া হইলে নেট্রাম মিউর 6x বা 12x ও কেলি মিউর 6x বা 12x পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। রোগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইলে কেলি ফস্ 6x বা 12x প্রত্যহ ৩ বার করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

শোথ

সর্ব্বশরীরে বা অঙ্গবিশেষে জলীয়পদার্থ সঞ্চারিত হইয়া ফুলিলে তাহাকে শোথ বলা হয়। দেহের বিভিন্ন অংশের শোথের বিভিন্ন নাম করণ করা হয়। অন্ত্রাবরণ মধ্যে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইলে উহাকে উদরী বা জ্রলোদরী বলে। পুরাতন ম্যালেরিয়া, উদরাময়, সুতিকা রোগ, মূত্র যন্ত্রের পীড়া, অতিরিক্ত পান দোষ, প্লীহা বা যকৃতের বিবৃদ্ধি ইত্যাদিতে শোথ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—পুরাতন পীড়ায় রক্তহীনতা জন্য হস্ত পদাদির শোথে ক্যাল-কেরিয়া ফস 6X বা 12x ও নেট্রাম সাল্ফ 6X বা 30X এর পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। উদরে জল সঞ্চিত হইয়া উদরী হইলে বা অণ্ডকোষের মধ্যে জল সঞ্চিত হইয়া হাইড্রোসিল হইলে কেলি মিউর 3x বা 6x ও নেট্রামসাল্ফ 6X বা 30X পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করিবে। মস্তিকে জলীয় পদার্থ সঞ্চিত হইলে ক্যালকেরিয়া ফস্ 6X বা 12X এর ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রদ।

টনসিলাইটীস

এই রোগে গলদেশের অভ্যন্তরীক দুই পার্শ্বস্থ গ্রন্থি দুইটী স্ফীত হয়, খাদ্য দ্রব্য গলাধঃকরণ করিতে বা ঢোক গিলিতে বেদনা বোধ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত হয় এবং গলার স্বর অস্পষ্ট হয়।

চিকিৎসা :—রোগের প্রথমাবস্থায় গলার বেদনা, গলার অভ্যন্তর আরক্ত ভাব ও জ্বর ভাব থাকিলে ফেরাম ফস্ 3X, 6x বা 12x ব্যবস্থা করিবে। টনসিল্ স্ফীত ও তাহার উপর ধূসর বর্ণের বিন্দু ও জিহ্বা সাদা লেপযুক্ত থাকিলে কেলি মিউর 3x বা 6x দিবে। রোগের পুরাতন অবস্থায় টন-সিল স্ফীত থাকিলে ক্যালকেরিয়া ফস্ 6x বা 12x এর ব্যবস্থা করিবে।

বাহ্য প্রয়োগ :—ফেরাম ফস্ 3x ঈষদুষ্ণ জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা মুখ গহ্বর ও গার্গল দ্বারা গলনালী ধৌত করিলে বেদনার উপশম হয়

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সহজ হাকিমি চিকিৎসা।

নিম্নে কতকগুলি রোগের নাম ও তাহাদের প্রত্যেকের সহিত হাকিমি শাস্ত্রসঙ্গত ঔষধগুলি লিখিত হইল।

অগ্নিমান্দ্য—একসিকি পরিমাণ যোয়ানের সহিত ৵০ আনা ওজনে সৈন্ধব লবণ সেবন করিলে মন্দাগ্নির বিনাশ হয়।

ক্রিমি—মধুসহ নারিকেলের জল পান করিলে ক্রিমি নাশ হয়।

কোষ্টবদ্ধতা—পুরাতন তেঁতুল ও মিছরি একত্রে রাত্রে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে ঐ জল পান করিলে দাস্ত পরিষ্কার হয়।

অর্শ—হরতকী চূর্ণ গুড়ের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে অর্শে উপকার হয়।

বাত—হরিদ্রা, সোরা ও সৈন্ধব লবণ একত্রে বাটিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে বাতে উপকার দর্শে।

আগুনে পোড়া—আগুনে পুড়িয়া গেলে দগ্ধ স্থানে গোল আলু বাটীয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারিত হয়। আলু বাটীবার সময় জল দেওয়া নিষিদ্ধ।

ধাতু দৌর্ব্বল্য—কালতিল ও আমলকী চূর্ণ প্রত্যেকটী আধ তোলা পরিমাণে লইয়া সন্ধ্যাকালে খাইলে পুরুষত্ব বৃদ্ধি হয়।

মেহরোগ—কাবাব চিনি চূর্ণ ১ মাষা, গঁদ ১ মাষা একত্র সেবন করিলে মেহরোগ আরোগ্য হয়।

বাগরোগ—স্ত্রীসহবাস কালীন লিঙ্গের কোন স্থান ছিড়িয়া বা ফাটীয়া গেলে প্রস্রাব ধরিয়া ধুইলে ভাল হয়।

পাঁচড়া ঘা—নারিকেল তৈল ও কর্পূর অগ্নিতে ফুটাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে পাঁচড়ায় লাগাইলে তৎক্ষণাৎ ঘায়ের টাটানি ও জ্বালা দূর হয়।

ছুলি—বেলা কুচার পাতার রস ও সরিষার তৈল রৌদ্রে গরম করিয়া লাগাইলে ছুলি আরোগ্য হয়।

নখকুনি—নখকুনি পাকিলে বা বেদনা হইলে তুঁতের জল দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়।

জিহ্বার ঘা—জলের সহিত কর্পূর গুলিয়া জিহ্বা ধৌত করিলে উহার ঘা আরোগ্য হয়।

কাস ও শ্বাস—মধুর সহিত আদার রস মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কাস ও শ্বাস রোগের উপকার হয়।

যক্ষ্মা—অর্দ্ধ তোলা মিছরি একছটাক ছাগ দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা রোগ আরোগ্য হয়।

রক্তপিত্ত—এই রোগে পিপ্পলী চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া সেবন করিলে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

স্বরভঙ্গ—যষ্ঠিমধু ও মধু একত্র করিয়া লেহন করিলে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

মূর্চ্ছা—মধুর সহিত ত্রিফলা চূর্ণ সেবন করিলে মূর্চ্ছা রোগ বিনষ্ট হয়।

দাহ—ধনিয়ার চাল বাটিয়া তাহা চিনির পানার সহিত মিশাইয়া সেবন করিলে দাহ রোগ বিনিষ্ট হয়।

রক্ত পরিষ্কারক ঔষধ :—প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা হরিদ্রা ও ইক্ষুগুড় একত্রে সেবন করিলে কিম্বা অনন্ত মূল সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার ও দেহ বলবান হইয়া থাকে।

কাটিয়া যাওয়া— কোন স্থান কাটিবামাত্র ক্ষত স্থানে চিনি দিলে তৎক্ষণাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয় এবং উহাতে আর কোন যন্ত্রণা থাকে না।

বাগী—যজ্ঞ ডুমুরের আঠা বাগীতে দিলে বাগী বসিয়া যায়।

দন্তরোগ—তুঁতিয়া পুড়াইয়া দন্তে দিলে দন্তরোগ বিনষ্ট হয়।

পা ফাটা— তৈলসিক্ত জলন্ত শলিতা দ্বারা রাত্রিকালে ফাটা স্থানে আঘাত করিলে পা ফাটা নিবারিত হয়।

সুখ প্রসব—কোমরে লজ্জালুলতার শিকড় বন্ধন করিলে সুখে প্রসব হইয়া থাকে।

পোষ্টাই ঔষধ—চিনির সহিত পুরাতন শিমুল মূলের রস সেবন করিলে দেহে বলাধান হয়।

হাত পা জ্বালা—কলম্বি শাকের রস পান করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার দর্শে।

প্রদর—যজ্ঞ ডুমুরের রস ১ তোলা ও কাঁচা (জ্বাল না দেওয়া) দুগ্ধ অর্দ্ধপোয়া একত্র করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবনে উপকার দর্শে।

বহুমূত্র—মাষকলাই চূর্ণ, যষ্টিমধু ও মধু এই তিন দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক সেবন করিলে বহুমূত্র রোগ আরোগ্য হয়।

অজীর্ণ—বিট্‌ লবণ ৵ আনা ও জাঙ্গি হরতকী ৵ আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রশান্ত হয়।

পাণ্ডু ও কমলা—হরীতকী ও গুড় এই দুই দ্রব্য প্রত্যহ সেবনে এই রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

তৃষ্ণা কিছু মৌরী একখণ্ড পরিষ্কৃত বস্ত্রে পুটুলী করিয়া বাঁধিয়া ঐ পুটলি জলে ভিজাইয়া সেই পুটলী পুনঃ পুনঃ চুষিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

শ্লীপদ বা গোদ—হরিদ্রা চূর্ণের সহিত গুড় ও গো মুত্র সেবন করিলে শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হয়।

অম্লপিত্ত—এই রোগে প্রত্যহ প্রভাতে কিছু খাইবার পূর্ব্বে গুটীকৃত চাউল মুখে দিয়া কিঞ্চিৎ জলসহ গিলিয়া খাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

হিক্কা—কিঞ্চিৎ মধুর সহিত কলাগাছের শিকড়ের রস ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে আশু হিক্কা নিবারিত হয়।

আমবাত—একছটাক গরম জলে অর্দ্ধ তোলা চিরেতা ভিজাইয়া

রাখিয়া পরে সেই জল পান করিলে আমবাত আরোগ্য হয়।

উন্মাদ—দেশী কুমড়ার রস গুড়ের সহিত সেবন করিলে উন্মাদ রোগ সারিয়া যায়।

চক্ষুরোগ—হরিতকী ঘৃতে ভাজিয়া জলের সহিত বাটীয়া চক্ষের বাহিরে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

পিত্তজ্বর—রাত্রিতে শীতল জলে ধনে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল চিনিসহ পান করিলে পিত্তজ্বর, ও তজ্জনিত হাত, পা, চক্ষু ও গা জ্বালা আরোগ্য হয়।

কর্ণশূল—চানা গরম করিয়া কাণে দিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়।

পারার ঘা—কৈলা বাছুরের চোনা অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ প্রত্যহ পান করিলে দূষিত রক্ত পরিষ্কার হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়, এক মাসের মধ্যে শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হয় এবং শরীর পারা বর্জ্জিত হয়।

রাতকানা—দেশী পানের রস প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এক ফোঁটা করিয়া চোখে দিলে রাতকানা রোগ আরোগ্য হয়।

মাথার টাক—পুরাতন সজিনা গাছের ছালের রস টাকের উপর মাখিলে টাকরোগ আরোগ্য হয় এবং টাকের উপর চুল গজায়।

একশিরা—সফলা চালতা গাছের দক্ষিণ দিকের শিকড় মাদুলি দ্বারা ধারণ করিলে একশিরা রোগ আরোগ্য হয়।

জ্বর—আমলকি, চিতা, হরতকী, পিপুল ও সৈন্ধব লবণ চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত ঐ মিশ্রিত চূর্ণের এক আনা হইতে দুই আনা পরিমাণ সেবন করিবে। এই ঔষধ সর্ব্বজ্বর হর, দাস্ত কারক, রুচি বিধায়ক, শ্লেষ্মাপহারক, অগ্নি ও পরিপাক শক্তি বর্দ্ধক।

নাকের ঘা—জাতি বা চামেলী ফুলের পাতা গবা ঘৃতে ভাজিয়া সেই ঘৃত নাকের ভিতর ঘায়ে লাগাইলে ঘা অতি সত্বর আরোগ্য হয়।

চক্ষে ছানি—প্রত্যহ সকালে চক্ষে বাসি হুঁকার জলের ঝাপটা মারিলে চক্ষের ছানি, ঝাপসা দেখা, জলপড়া, অধিক পিচুটী পড়া প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

মুখে দুর্গন্ধ—যোয়ান, ধনে, যষ্টিমধু ও মৌরী প্রত্যেকটী এক তোলা ও মিছরী ৪ তোলা একত্রে চূর্ণ করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে উহার দুই আনা ওজনে লইয়া গরম জলসহ সেবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

অনিদ্রা—টাটকা শুষনি শাকের ঝোল খাইলে উত্তম নিদ্রা হইয়া থাকে এবং অনিদ্রা নিবারিত হয়।

দন্তরোগ—তুঁতিয়া পোড়াইয়া চূর্ণ করতঃ উহা সমভাগ হীরাকস্ চুর্ণের সহিত মিশাইয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে দাঁতের গোড়া ফুলা আরোগ্য হয় ও নড়া দাঁত শক্ত হয়।

মুখ ব্রণ—পানে খাইবার চূণ অল্প ব্রণে লাগাইলে শীঘ্রই ব্রণ সারিয়া যায় ও উহার ব্যথা নিবারিত হয়।

স্ত্রীলোকের জলভাঙ্গা—পানের সহিত প্রত্যহ জায়ফল বা জয়িত্রী খাইলে প্রমেহ পীড়ার যন্ত্রণা নিবারিত হয় এবং স্ত্রীলোকের জলভঙ্গা রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সহজ মুষ্টিযোগ ও টোট্‌কা ঔষধ শিক্ষা।

নবজ্বর।

আদা ও বিল্বপত্র সম পরিমাণে লইয়া জল দ্বারা পরিষ্কাররূপে ধৌত করিয়া পেষণ করতঃ একছটাক রস বাহির করিবে। উক্ত রস একটু

গরম করিয়া তাহাতে অর্দ্ধ আনা ওজনে সৈন্ধব লবণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিতে দিলে জ্বর ও শরীর বেদনা উপশমিত হইবে এবং কোষ্ঠ সরল হইবে।

পিত্তজ্বর।

ধনে ও পলতা ছেঁচিয়া লইয়া জলে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিবার পর ঐ জল ছাঁকিয়া লইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিবে। এই ঔষধ দুইদিন সেবন করিলে নূতন পৈত্তিক জ্বর আরোগ্য হয়।

পালাজ্বর

রবিবারে আপাঙ্গের মূল সাতগাছি লালরঙ্গের সূত্রদ্বারা কোমরে ধারণ করিলে পালাজ্বর বিনষ্ট হয়।

জীর্ণজ্বর—শিউলিপাতা, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া কলাপাতায় জড়াইয়া অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ তাহার রস আধছটাক প্রাতে ও সন্ধ্যায় পান করিবে। ইহা জীর্ণজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা বিনাশক।

বিষম জ্বর—পলতার রস ২ তোলা গ্রহণ করতঃ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে বিষম জ্বর প্রশান্ত হয়।

প্লীহসংযুক্ত জ্বর—আদার রস ও গোমূত্র সমভাগে দুই তোলা করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে প্লীহাসংযুক্ত জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বর—তুলসী পাতার রস ১ তোলা ও বেলপাতার রস ১ তোলা একত্রে কিঞ্চিৎ মধুসহ পান করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর তজ্জনিত শরীরে বেদনা, পিপাসা ও শীতকম্প উপশমিত হয়। দিবসে তিনবার সেব্য।

আমাশয়—জীরাভাজা চূর্ণ ৪।৫ রত্তি, ৭।৮ ফোঁটা মধুর সহিত প্রাতে বৈকালে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে আমদোষের নিবৃত্তি হইয়া বাহ্যের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হয়।

অর্শ—তিলবাটা মাখনসহ সেবনে অর্শের আশ্চর্য্য উপকার দর্শে।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণ—হরিতকী, পিপুল, বিট লবণ ও জোয়ান চূর্ণ করতঃ সমভাগে লইয়া ৵আনা মাত্রায় মধ্যাহ্ন ও রাত্রের আহারের পর গরম জলের সহিত সেবন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ও কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে।

পাণ্ডুরোগ—পলতার রস এক কাঁচ্চা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে জ্বর, দাহ, অরুচি, কণ্ঠশোষ, যকৃত, বেদনা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডু ও কামলায় এক সপ্তাহ মধ্যে আশ্চর্য্য ফল দেয়।

যক্ষ্মারোগ—শুঁঠ, মরিচ ও পিপুল চূর্ণ করতঃ সমপরিমাণে লইয়া ৵ আনা ওজনে মধুর সহিত প্রাতে ও সন্ধ্যায় লেহন করিলে যক্ষ্মাকাস ভাল হয়।

কাসরোগ—হরিতকী, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ সমভাগে /• আনা পরিমাণে লইয়া ইক্ষু গুড়সহ সেবন করিলে কাস ও শ্লেষ্মা নষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি করে।

উন্মাদ রোগ—২টী হরিতকী ২ টা আমলকী ২টী বহেড়া পূর্ব্ব রাত্রে একপোয়া জলে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ২ তোলা মিছরীর সঙ্গে পান করিলে সর্ব্ববিধ উন্মাদ রোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

অরোচক—সৈন্ধব লবণসহ আদা ভক্ষণ করিবে। উহা রুচি জনক ও অগ্ন্যুদ্দীপ্তি কারক।

সর্দ্দিরোগ—হরিতকী চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে সর্দ্দিরোগ আরোগ্য হয়।

স্বরভঙ্গ—কুলপাতা ঘৃতে ভাজিয়া তাহার চূর্ণ একআনা ওজনে লইয়া মধু মিশাইয়া প্রত্যহ ২।৩ বার অবলেহন করিলে এই রোগ ভাল হয়।

তৃষ্ণারোগ—মৌরীর পুটুলী করিয়া মিছরির জলে ভিজাইয়া পুনঃ পুনঃ চুষিলে তৃষ্ণা রোগে শান্তি হয়।

গাত্রদাহ—মিছিরির সরবৎ, ডাবের জল, মৌরী ভিজান জল ইত্যাদি পান করিলে গাত্র দাহের নিবৃত্তি হয়।

বাতব্যাধি—বেলপাতার রস ১ তোলা, আদার রস ১ তোলা ও সৈন্ধব লবণ সিকিতোলা একত্রে প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ বাত বেদনা ধ্বংশ হয়।

অপস্মার বা হিষ্টিরিয়া—বচের চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করতঃ দগ্ধান্ন সেবন করিলে বহুকালের ঘোরতর অপস্মার আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

শ্বাসরোগ—বচের চূর্ণ একআনা মধুর সহিত লেহন করিলে হাঁপানির শান্তি হয়।

গুল্মরোগ—মরিচ পিপুল, শুঁঠ, হরিতকী ও সৈন্ধব ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ৵ আনা মাত্রায় প্রাতে ও রাত্রে উষ্ণ জলের সহিত সেবনে গুল্মরোগ আরোগ্য হয়।

আমবাত—সৈন্ধব লবণের পুটুলী করিয়া অগ্নির উত্তাপে গরম করতঃ পুনঃ পুনঃ সেক দিলে আমবাত বেদনার উপশম হয়।

সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, শুষ্ঠি ৪ ভাগ, ও হরিতকী ১২ ভাগ লইয়া চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইয়া।• এক সিকি মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমবাত, গ্রন্থিশূল, প্লীহা ও অনাহ শীঘ্র বিদূরিত হয়।

পিত্তশূল—গুড় সিকিতোলা, হরিতকী সিকিতোলা বাটিয়া জলের সহিত পাতলা করিয়া প্রয়োগ করিলে পিত্তশূল রোগ ভাল হয়।

হৃদরোগ—অর্জ্জুন বৃক্ষের ছাল চূর্ণ ⁄ আনা মাত্রায় প্রাতে ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ অথবা গুড়ের পানার সহিত সেবনে হৃদরোগ, রক্ত ও জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়।

প্রমেহ—হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সমভাগে একসিকি ওজনের মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত লেহন করিলে প্রমেহের উপকার হয়।

বহুমুত্র—যজ্ঞ ডুমুর বীজের চূর্ণ ।৴০ আনা মাত্রায় মধুর সহিত প্রত্যহ তিনবার করিয়া সেবন করিলে বহুমুত্রের পীড়া বিনষ্ট হয়।

রক্তগুল্ম—হিং, জাঙ্গী হরিতকী, শুঁঠ ও সোহাগার খৈ সমভাগে লইয়া ৵০ ওজনের মাত্রায় রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে শীতল জলের সহিত সেবন করিলে এই রোগে আশু উপকার দর্শে।

প্লীহা—গোবৎসের চোনা প্রত্যহ সেবনে প্লীহা রোগ আরোগ্য হয়।

শোথ—বিল্ব পত্রের রস ছাঁকিয়া অর্দ্ধছটাক লইয়া উহার সহিত ত্রিকুট চূর্ণ (শুঁঠ, মরিচ, পিপুল) ৵০ মিশ্রিত করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে সপ্তাহ কাল মধ্যেই ত্রৈদোষিক শোথ রোগ শান্তি হয়।

গর্ম্মি—হাতিশুঁড়া গাছের পাতা ও শিকড় হুকার জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে অসাধ্য উপদংশ রোগেও উপকার দর্শে।

ছুলি—সাদা চন্দন ঘসায় সোহাগার খৈ মিশাইয়া সপ্তাহ কাল ছুলির উপর মালিশ করিলে ছুলির উপশম হয়।

বাধক—উলট কম্বলের মূলের ছাল ৵০ আনা ও গোলমরিচ ৯টী জল দ্বারা বাটিয়া ঋতুর তিন দিবস প্রাতে ও বৈকালে সেবন করিলে বাধক বেদনার উপশম হয়।

কর্ণরোগ—রশুন, আদা ও সজিনার রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণরোগ আরোগ্য হয়।

দন্তরোগ—গোলমরিচ, শ্বেতসর্ষপ একত্র পিসিয়া দাঁতের গোড়ায় লাগাইলে দন্তশূল রোগে বিশেষ উপকার হয়।

রক্তপ্রদর—যষ্টিমধু ॥০ আনা ও চিনি ॥০ আনা একত্র বাটিয়া চাউল ধোয়া জলের সহিত প্রাতে পান করিলে রক্তপ্রদর রোগ নষ্ট হয়।

পাঁচড়া—গাঁজা সর্ষপ তৈলে ফুটাইয়া সেই তৈল লাগাইলে পাঁচড়ার উপশম হয়।

স্ফোটক—চিনি ও চূণে একত্র মিশাইয়া প্রলেপ দিলে ফোড়া বসিয়া যায়। নিমপাতা ও মাখন একত্রে বাটিয়া ফোড়ায় দিলে ফোড়া কাটিয়া যায়।

রসায়ন—যষ্টিমধু চূর্ণ ৴৹ আনা মাত্রায় ১৵৹ পোয়া দুগ্ধের সহিত প্রত্যহ সেবন করিবে। ইহা পরমায়ু প্রদ, রসায়ন, রোগ নাশক, বল, বর্ণ, স্বর ও অগ্নি বর্দ্ধক।

বাজী করণ—শিমূল বৃক্ষের মূল চূর্ণ ও তালমূলী চূর্ণ সমভাগে লইয়া চারিআনা মাত্রায় দুগ্ধ ও মিছরীর সহিত সেবনে শুক্রতারল্য বিদূরিত হয়। ইহা বলবীর্য্য ও শুক্র বর্দ্ধক।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, আমলকী ও শতমূলী ইহাদের চূর্ণ করতঃ সমভাগে তিন আনা মাত্রায় লইয়া মধুর সহিত লেহন করিলে এবং লেহনের পর ১৷৹ পোয়া গরম দুগ্ধ পান করিলে শিথিলেন্দ্রিয় অশীতিপর বৃদ্ধও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়।

অম্লশূল—প্রত্যহ প্রত্যুষে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল ও আহারের আধঘণ্টা পূর্ব্বে ১৷৹ গরম জল পান করিলে অম্লশূল রোগে বিশেষ উপকার দর্শে।

পোড়া ঘা—পুড়িবামাত্র সেইস্থানে কেরোসিন দিলে শীঘ্র জ্বালা নিবারিত হয় এবং ফোস্কা পড়ে না।

কাটা ঘা—দুর্ব্বা ও গাঁদাফুল ফিটকারী ভিজান জলে বাটীয়া কাটা স্থানে লাগাইলে রক্ত পতন বন্ধ হইয়া যায় ও কাটা জোড়া লাগে।

কোষ্টবদ্ধতা—জাঙ্গী হরিতকী ।৹ আনা ও সৈন্ধব লবণ ।৹ আনা একত্রে রাত্রে আহারান্তে গরম জলসহ সেবন করিলে প্রাতঃকালে একবার পরিষ্কার দাস্ত হইবে। যাহাদের অত্যধিক কোষ্ট কাঠিন্যের ধাত তাহারা জাঙ্গী হরিতকী পরিমাণে দ্বিগুণ পর্য্যন্ত লইতে পারেন।

সহজ দ্রব্য গুণ শিক্ষা।

ফল।

কাঁচা আম—ত্রিদোষ বর্দ্ধক।

পাকা আম—ত্রিদোষ নাশক, পুষ্টিকারক, ধাতু, কান্তি ও তৃপ্তি বর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও শ্রান্তি নিবারক।

আম্‌সী ও আমচুর— মল ভেদক, বায়ু ও কফ নাশক।

আমসত্ব—তৃষ্ণা, বমি ও বায়ু পিত্ত নাশক।

কাঁঠাল—গুরুপাক, মল রোধক, বল, বীর্য্য; পুষ্টি, শুক্র ও কফ বর্দ্ধক রক্তপিত্ত, দাহ, শোথ ইত্যাদি রোগে উপকারী।

নারিকেল—গুরুপাক ও পিত্ত বর্দ্ধক।

ডাবের জল—তৃষ্ণা, দাহ ও অম্লপিত্তে উপকারী।

পেয়ারা—গুরুপাক, পিত্ত ও বায়ু নাশক।

ন্যাসপাতি—গুরুপাক, বায়ু নাশক ও শুক্র বর্দ্ধক।

আতাফল—বল ও মাংস বর্দ্ধক, রক্তপিত্ত ও বায়ু রোগে উপকারী।

কলা—শুক্র বর্দ্ধক, মাংস বর্দ্ধক, মেহ ও চক্ষুরোগ নাশক।

শাঁক আলু—শীতল ও ত্রিদোষ নাশক।

কৎবেল—মল রোধক, বাত ও শুক্র বর্দ্ধক, কফ, ব্রণ ও শ্বাস কাসে হিতকর, বমি, হৃদ্রোগ ও বিষ দোষ নাশক।

কাঁচাবেল—অগ্নি বর্দ্ধক, মল রোধক, কফ ও পিত্ত নাশক, জ্বরাতি-সারে হিতকর।

পাকাবেল—গুরুপাক ও ত্রিদোষ বর্দ্ধক।

বড়ফুটি—দাহ, বমি, মুত্রকৃচ্ছ্রতা ও পাথরী রোগে উপকারক।

কচিশশা—মুত্রকারক, বল নাশক, রক্তপিত্ত ও বমনে হিতকারী

খিরাই—গুরুপাক, শুক্র বর্দ্ধক, বাত জনক, কফঃ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি রোগে উপকারী।

তরমুজ—পিত্ত বর্দ্ধক, কফঃ ও বায়ু নাশক।

পেঁপে—অগ্নি বর্দ্ধক, কফ পিত্ত নাশক, চক্ষুর হিতকর, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস, বাতরক্ত, কামলা, মুত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মেহ ও স্বরভঙ্গ রোগে হিতকর।

তালশাঁস—গুরুপাক ও ত্রিদোষ কারক।

পাকাতাল—গুরুপাক, বল ও শুক্র বর্দ্ধক।

খেজুর রস—অগ্নি, বল শুক্র ও মুত্র বর্দ্ধক, বাত ও শ্লেষ্মা নাশক।

খেজুর—গুরুপাক, তৃপ্তি, পুষ্টি, বল ও শুক্র বর্দ্ধক, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু, বমন, জ্বর, অতিসার, শ্বাস, কাস, মূর্চ্ছা, মদাত্যয় ও বাত পিত্তজ অন্যান্য রোগে হিতকর।

কালজাম—বাত, কফ ও বহুমুত্রে হিতকারী।

গোলাপজাম—রুচিকর, শীতল ও গুরুপাক।

আনারস—ক্রিমি নাশক ও রস বর্দ্ধক।

জামরুল—গুরুপাক, বাত ও কফ নাশক।

মিষ্ট ডালিম—লঘুপাক শুক্র, বল মেধাজনক, মুখ বিশোধক, ত্রিদোষ নাশক, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, অতিসার ও গ্রহণী রোগে উপকারী।

বড়মিষ্ট কুল—গুরুপাক, শুক্র ও পুষ্টি বর্দ্ধক, মল ভেদক, দাহ, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও ক্ষত ক্ষীণ রোগে হিতকর।

ছোট পাকা কুল—বাত ও পিত্ত নাশক।

চালতা—গুরুপাক, মল রোধক ও বিষদোষ নাশক।

জলপাই—লঘুপাক, অগ্নি বর্দ্ধক, কফঃ ও বায়ু নাশক।

কাঁচা তেঁতুল—রক্তপিত্ত, আমদোষ বর্দ্ধক, বায়ু ও শূল রোগে উপকারী।

পাকা তেঁতুল—লঘুপাক, অগ্নি বর্দ্ধক, মল নিঃসারক, কফঃ ও বায়ু প্রশমক।

আমলকি—লঘুপাক, ত্রিদোষঘ্ন, জরা ব্যাধি বিনাশক, দাহ, বমি, মেহ, শোথ ও অম্ল পিত্ত রোগে হিতকারী।

কিস্‌মিস্, মনক্কা—অম্ল, গুরুপাক, মল মুত্র কারক, পুষ্টিকর, শুক্র বর্দ্ধক, কফ পিত্তনাশক, চক্ষুর হিতকর, জ্বর, তৃষ্ণা, বাত রক্ত, কামলা, মুত্রকৃচ্ছ্র রক্তপিত্ত, মেহ, শোথ, মদাত্যয় ও স্বরভঙ্গ রোগে উপকারী।

বাদাম—গুরুপাক, শুক্র ও কফ বর্দ্ধক, রক্তপিত্তে অনিষ্টকর।

পেস্তা—পুষ্টি, বল ও শুক্র বর্দ্ধক, উষ্ণ বীর্য্য।

আঙ্গুর—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, দাহ জ্বর, শ্বাস, ও বমন রোগে হিতকর।

পানিফল—গুরুপাক, মল রোধক, বাত ও পিত্ত নাশক, শুক্র বর্দ্ধক, দাহ, শ্রম ও রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।

কমলালেবু—রুচি ও বল বর্দ্ধক, বায়ু, কৃমি, ও শূল রোগ প্রশমক।

কাগজিলেবু—পাচক, রুচি ও অগ্নি বর্দ্ধক, চক্ষুরোগ, উদররোগ, কণ্ঠ-রোগ, গুল্ম, অজীর্ণ, শূল, জ্বর, কাস, বমি, তৃষ্ণা, বিসূচিকা, ও বায়ু বিকারে হিতকর।

পাতিলেবু—পাচক, লঘুপাক, বাতশ্লেষ্মা ওবমন নাশক, অম্ল পিত্ত কারক।

হরিতকী—অগ্নিবর্দ্ধক, কোষ্ঠ পরিষ্কারক, পুষ্টি, মেধা, আয়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, ত্রিদোষ নাশক, বাত, কাস, প্লীহা, যকৃৎ, হিক্কা, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, বিষমজ্বর, কামলা, পাণ্ডু, প্রমেহ, পাথরী, মুত্রকৃচ্ছ্র, ও মুত্রাঘাত রোগে হিতকর, উপবাসী, কৃশ, পথ শ্রান্ত, রুক্ষ ও পিত্ত প্রধান ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির ও গর্ভিনীদিগের হরিতকী সেবন নিষিদ্ধ।

তরকারী।

লাউ—শুক্র, বল ও কফ বর্দ্ধক, পিত্তনাশক, ধাতু পোষক ও গুরু-পাক।

সিম—গুরুপাক, অগ্নি, বল ও শুক্র ক্ষয় কারক।

শ্বেত সিম—শ্লেষ্মা, পিত্ত, ও ব্রণ দোষ নাশক।

বারমেসে গাছের বেগুণ—ত্রিদোষ নাশক ও রক্তপিত্ত প্রশমক।

বেগুণ—লঘুপাক, বল, পুষ্টি, রক্ত, অগ্নি ও শুক্র বর্দ্ধক, বায়ু, জ্বর, কফঃ, হিক্কা, শ্বাস কাস ও অরুচি রোগে হিতকর।

শ্বেত ডিম্বাকৃতি বেগুণ—অর্শ রোগে হিতকর।

পটোল—পাচক, অগ্নি ও শুক্র বর্দ্ধক, সারক, কফঃ, পিত্ত কণ্ডু, কৃমি, জ্বর, ও রক্তদোষ, নাশক।

উচ্ছে ও করলা—অগ্নি বর্দ্ধক, শুক্র নাশক, কফঃ, পিত্ত, বায়ু, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কামলা ও প্রমেহ রোগে হিতকারী।

ঝিঙ্গা—ত্রিদোষ নাশক, মল রোধক অথচ পেট ফাঁপায় উপকারী।

কাঁকরোল—মুখ শোধক, বিষ দোষ ও সর্পভয় বিনাশক।

ঢেঁরস—মূত্রকারক, পাথরী নাশক, জ্বর, কাস ও কৃমি প্রশমক।

মূলা—গুরুপাক ত্রিদোষ নাশক, উদরস্তম্ভনকর।

সজিনা—অগ্নি, শুক্র ও রক্তপিত্ত বর্দ্ধক। বাত শ্লেষ্মা ও মুখের জড়তা নাশক ও চক্ষুর হিতকারী।

কুষ্মাণ্ড (চাল কুমড়া) গুরুপাক, পুষ্টি, শুক্র ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধক, রক্তপিত্ত ও বায়ু নাশক।

মিষ্ট কুমড়া—কফঃ শুক্র ও পুষ্টি বর্দ্ধক বায়ু ও পিত্ত নাশক।

গোলআলু—গুরুপাক, কফঃ নাশক, বায়ু বর্দ্ধক ও রক্তদুষ্টি কারক।

শ্বেত আলু—মুখের জড়তা নাশক, কফ ও বায়ুর উপশম কারক।

ওলকচু—অর্শঘ্ন, পাচক, শ্বাস কাস, কফ, বায়ু, ক্রমি, গুল্ম, গ্রহণী ও প্লীহা রোগে হিতকর, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত, দদ্রু রোগ অনিষ্টকারী। অপর সকল রোগেই সুপথ্য।

মানকচু—রক্তপিত্ত ও শোথ নাশক।

কাঁচকলা—মল রোধক, বল বৰ্দ্ধক ও পুষ্টি কারক।

ফুলকপি—গুরুপাক, পুষ্টি, বল ও বায়ু বৰ্দ্ধক।

বাঁধাকপি—গুরুপাক, উদরের স্তম্ভনকারক, বল ও পুষ্টি বৰ্দ্ধক, বাত শ্লেষ্মা প্রকোপ বিধায়ক।

শাক।

পুঁইশাক—মেদ, বল, পুষ্টি, শুক্র, শ্লেষ্মা, নিদ্রা ও আলস্য বৰ্দ্ধক, বাত ও পিত্ত নাশক।

কচুশাক—কফঃ ও রক্ত বৰ্দ্ধক ও বায়ু নাশক।

মুলাশাক— তৈল ও ঘৃত দ্বারা সিদ্ধ করিয়া পাক করিলে ত্রিদোষ নাশক, কিন্তু সুসিদ্ধ না হইলে কফঃ বৰ্দ্ধক।

চুকাপালং—বায়ু নাশক, চিনি মিশ্রিত চুকাপালং পিত্ত ও কফঃ রোগে হিতকর।

কলাইশাক—লঘুপাক, বায়ু পিত্ত ও কফঃ নাশক।

মটরশাক—বায়ু বৰ্দ্ধক, কফ, ও পিত্ত নাশক।

সর্ষপশাক—সকল শাক হইতে নিকৃষ্ট।

গন্ধ ভাদালিয়া—সারক, বলকারক, শুক্র বৰ্দ্ধক, বেদনা নাশক, ভগ্ন সংযোজক, বাত, কফঃ, অর্শ, শোথ ও বাত রক্ত রোগে উপকারী।

থালকুনী বা থুলকুড়ী—সারক, কাস নাশক, রসায়ণ, মেহ, প্লীহা, অপস্মার, মেদ, গোদ, গলগণ্ড, পাণ্ডু, ক্রমি, অর্শ ও যোনি রোগ নাশক।

হেলেঞ্চা, মালঞ্চা—প্লীহা, অর্শ, বাতরক্ত, রক্তদোষ ও পিত্ত বিকৃতিতে হিতকর।

পাটশাক—কৃমি ও রক্তপিত্ত নাশক ও কোষ্ঠ পরিষ্কারক।

নিমপাতা—বাত বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পিত্ত, কৃমি, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ ও অরুচি রোগ নাশক।

দাউল।

কাঁচামুগ—লঘুপাক, সারক, ঈষৎ বায়ু বর্দ্ধক মলরোধক, জ্বর ও চক্ষু রোগে হিতকর।

ভাজামুগ—কাঁচা মুগের তুল্য গুণযুক্ত কিন্তু মলভেদক।

মটর—বায়ু বর্দ্ধক, পুষ্টিকর, কফঃ পিত্ত নাশক।

বুটের বা ছোলার—উদরের স্তব্ধতা কারক, বায়ু বর্দ্ধক, রক্তপিত্ত, কফঃ ও জ্বর রোগে হিতকর।

খেসারি—অত্যন্ত বায়ু বর্দ্ধক, খঞ্জতা, পঙ্গু, শূল, ভ্রম, দাহ, অর্শ ও হৃদ্রোগ উৎপাদক পিত্ত ও শ্লেষ্মার উপকারক।

মসুরি—মলরোধক, বায়ু জনক, শূল, গুল্ম ও গ্রহণী রোগ বর্দ্ধক, রক্তপিত্ত, জ্বর ও মুত্রকৃচ্ছ্রে হিতকর।

অড়হর—গুরুপাক, মলরোধক, ঈষৎ বায়ু বর্দ্ধক, কফঃ ও পিত্ত নাশক, জ্বর, গুল্ম, মুখব্রণ, কাস, বমি, হৃদ্রোগ ও অর্শ রোগে হিতকর।

মাষকলাই—গুরুপাক, মলভেদক, রুচি, বল, পুষ্টি, শুক্র, স্তন্য, মেদ, কফঃ ও পিত্তবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত প্রকোপক, বায়ু, অর্শ, শূল ও কন্ধ রোগে হিতকর।

মৎস্য ও মাংস।

রোহিত মৎস্য—অগ্নি, বল, বীর্য্য ও শুক্র বর্দ্ধক, বায়ু ও সর্ব্বপ্রকার বাত ব্যাধিতে উপকারী।

রোহিতমৎস্যের মুড়া—শিরোরোগ, চক্ষুরোগ ও নাসারোগে উপকারী

কাতলা মাছ—গুরুপাক হইলেও ত্রিদোষ শান্তিকারক।

ইলিশ—অগ্নি, শুক্র, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক ও বায়ুনাশক।

কৈ—লঘুপাক, বায়ুনাশক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক।

খল্‌সে—লঘুপাক, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধক, শূলরোগ ও আমদোষ প্রশমক।

শিঙ্গি—লঘুপাক, শুক্র ও বল বর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

মাগুর—লঘুপাক, শুক্র, বল ও রক্তবর্দ্ধক, মলরোধক, জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, প্লীহা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা ও বাতব্যাধিতে উপকারক।

চিংড়ী—গুরুপাক, রুচি, বল, শুক্র ও কফবর্দ্ধক; মেদরোগী ও রক্ত পিত্তের পক্ষে হিতকর।

টেংরা—অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক।

ভেট্‌কি—বাত, পিত্ত নাশক, শ্লেষ্মা ও আমবাতজনক।

পুঁটী—শুক্রবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক, মুখ ও কণ্ঠরোগ প্রশমক।

মৌরোলা—লঘুপাক, পুষ্টি, বল, শুক্র, স্তন্য ও শ্লেষ্মাবর্দ্ধক।

মাছের ডিম—অতীব শুক্রবর্দ্ধক, কফ, মেদ ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

কচি পাঁঠার মাংস—লঘুপাক, বলকারক ও প্রমেহ নাশক।

মুর্গীর মাংস—গুরুপাক, বল, পুষ্টি, শুক্র ও কফবর্দ্ধক।

হাঁসের মাংস—গুরুপাক, শুক্র, বল, পুষ্টি ও কফজনক, বায়ুনাশক স্বর পরিষ্কারক, তিমির রোগে (চক্ষে কম দেখা বা ঝাপ্‌সা দেখা) হিতকর।

হংসী ও মুর্গীর ডিম—লঘুপাক ও সদ্যবলবর্দ্ধক। অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, শুক্রক্ষয়, কাস, হৃদ্রোগ ও ক্ষতরোগে উপকারী।

দুগ্ধ ও দধি।

গাভীর দুগ্ধ—বল, পুষ্টি, মেধা, বুদ্ধি ও আয়ুবর্দ্ধক, জরাব্যাধি বিনাশক, বাতপিত্ত, রক্তদোষ ও বিষদোষ নাশক।

ছাগ দুগ্ধ—লঘুপাক, মলরোধক, ত্রিদোষ নাশক, পিত্ত, জ্বর, কাস, ক্ষয় ও রক্তদোষ নিবারক।

মহিষ দুগ্ধ—গুরুপাক, বল, শুক্র, কফ ও নিদ্রাবর্দ্ধক। রক্তপিত্ত ও দাহরোগে হিতকর।

দুধের সর—পুষ্টি, বল, শুক্র, রতিশক্তি ও কফবর্দ্ধক, বায়ু ও রক্তপিত্ত নাশক।

ঈষৎ অম্লদধি—গুরুপাক, অগ্নি, বল, শুক্র, মেদ, শোথ, কফ, ও রক্ত-পিত্তকারক, মুত্রকৃচ্ছ্র, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও কৃশতা নাশক।

চিঁড়া, মুড়ি খৈ।

চিঁড়া—উদরের গুরুতাকারক, কফজনক, ও কামোদ্দীপক।

মুড়ি—লঘুপাক, পিত্তবর্দ্ধক ও কফনাশক।

খৈ—লঘুপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও পিত্তনাশক, তৃষ্ণা, বমন, অতিসার, জ্বর, কাস, মেহ ও মেদরোগে উপকারক।

মিষ্ট।

ইক্ষু—গুরুপাক, শুক্র, কৃমি, কফ, পুষ্টি, কান্তি ও বলবর্দ্ধক বায়ু ও পিত্ত নাশক।

গুড়—গুরুপাক, কফ, কৃমি ও বলবর্দ্ধক এবং বাতপিত্ত নাশক।

চিনি—বল ও শুক্র বর্দ্ধক, বমন, মূর্চ্ছা, ভ্রম, জ্বর, কাস ও রক্ত-পিত্তে হিতকর।

মিছরি—চিনির তুল্য গুণবিশিষ্ট কেবল কিছু উৎকৃষ্ট ও স্নিগ্ধকর।

মুখশোধক।

পান—মলভেদক, বলবর্দ্ধক, শ্লেষ্মা ও বায়ু নাশক কিন্তু জ্বর, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা ও মত্ততা রোগে অনিষ্টকর।

সুপারি—অগ্নিবর্দ্ধক, কৃমি, কফ ও পিত্ত নাশক।

চূণ—বাতশ্লেষ্মা নাশক, শূল, অম্লপিত্ত, কৃমি, ব্রণ ও বেদনা নাশক।

খয়ের—পাচক, পিত্ত ও কফনাশক, দন্তের হিতকর, কুষ্ঠ, বিসর্প, কাস, রক্তস্রাব, শোথ, পাণ্ডু, ব্রণ, অরুচি, মেদদোষ, কৃমি, মেহ, জ্বর, শ্বেতী ও পাণ্ডুরোগে হিতকর।

বড় এলাচ—আগ্নেয়, ইহা রক্তপিত্ত, বমন, শিরোরোগ, বস্তিরোগ, মুখরোগ, মুত্রবন্ধ, তৃষ্ণা, সর্দ্দি, কফ ও বায়ুনাশক।

ছোট এলাচ—মূত্ররোধ, মুত্রকৃচ্ছ, শ্বাস, অর্শ, কাস ও কফ রোগে হিতকর।

লবঙ্গ—লঘু আগ্নেয় এবং তৃষ্ণা, সর্দ্দি, উদরাধ্মান, মলবদ্ধ, শূল, কাস, হিক্কা এবং ক্ষয় নিবারক।

দারুচিনি—কফ, শুক্র ও আমবাত নাশক।

বিষের টোট্‌কা চিকিৎসা।

কুকুর কামড়াইলে—যজ্ঞডুম্বুর চেলুনি জলে বাটিয়া সেবন করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

মাকড়ষার গরলের ঔষধ—(১) হরিদ্রা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষব্রণ ও গরল বিনষ্ট হয়। (২) ডালিমের শিকড়, গোলমরিচ ও শ্বেতচন্দন সমভাগে লইয়া বাটিয়া ২।৩ দিন প্রলেপ দিলে গরলে উপকার পাওয়া যায়।

জোঁক কামড়াইলে—হলুদ গোলা জল দষ্টস্থানে দিলে বিষ নষ্ট হয়।

মৌমাছি ও বোল্‌তা কামড়াইলে—(১) মশা, ডাঁশ, মৌমাছি, বোল্‌তা ও ভীমরুল কামড়াইলে দষ্টস্থানে সৈন্ধব লবণ মালিস করিলে ভাল হয়। (২) কাঁচা পাথুরিয়া কয়লা ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ উহাদের বিষ বিনষ্ট হয়। (৩) হুড়হুড়ে পাতার রস দ্বারা দষ্টস্থান পুনঃ পুনঃ মালিস করিলে বিষ নষ্ট হয়। (৪) পুরাতন কাগজ জলে ভিজাইয়া দষ্টস্থানে দিলে জ্বালা নিবারিত হয়।

বিড়াল বা ইন্দুর কামড়াইলে—লৌহ গরম করিয়া অথবা খেংরা কাটী পুড়াইয়া দষ্টস্থানে তিনবার ছাঁকা দিবে এবং পরিহিত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবে, তাহা হইলেই বিষ নষ্ট হইবে।

বিছা কামড়াইলে—জলে হিং বা আফিম পেষণ করিয়া দিলে অথবা দষ্টস্থানে আকন্দ আঠার প্রলেপ দিলে ক্ষণমাত্রে বিষ বিনষ্ট হয়।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা।

নমামি জগদুৎপত্তি-স্থিতি-সংহার কারণম্।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং ত্রৈলোক্য শরণং শিবম্॥

যিনি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, স্বর্গাপবর্গের একমাত্র দ্বাররূপী, সেই ত্রিলোকশরণ শিবকে প্রণাম করি।

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধিনিদানং শমনং তথা।
বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ সায়ুর্ব্বেদ উচ্যতে॥

যাহাতে আয়ুর শুভাশুভ, ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও শান্তি বিধানোপায় বর্ণিত আছে সেই শাস্ত্রই ঋষিগণ দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত হয়।

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা, দক্ষপ্রজাপতিকে এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করেন। তার পর তাঁহার নিকট হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাঁহাদের নিকট হইতে ইন্দ্র, ইন্দ্রের নিকট হইতে আত্রেয় এবং আত্রেয়ের নিকট হইতে অগ্নিবেশ, ভেড়, জাতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীত এই শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং মূলমুত্তমম্।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফললাভের উপায়ই আরোগ্য কিন্তু ব্যাধি সেই আরোগ্য কুশল এবং প্রাণ পর্য্যন্ত ধ্বংস করে। ধাতু সকলের সমভাবে অবস্থিতির নাম স্বাস্থ্য, বৈষম্যের নাম রোগ; আরোগ্যের অন্য নাম সুখ এবং ব্যাধির অন্য নাম দুঃখ।

ব্যাধি চারি প্রকার যথা—শারীরিক, মানসিক, আগন্তুক ও সহজ। তন্মধ্যে জ্বর, কুষ্ঠাদি শারীরিক, ক্রোধ দ্বেষাদি মানসিক, অভিশাপোৎপন্ন ব্যাধিকে আগন্তুক এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদিকে সহজব্যাধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আমাদের শরীরের মধ্যে একশত একপ্রকার মৃত্যু অবস্থান করিতেছে; তন্মধ্যে একটী কালসংযুক্ত ও একশতটা আগন্তুক। এই আগন্তুক মৃত্যু সকল ঔষধ ও জপহোমাদি দ্বারা উপশম প্রাপ্ত হয় কিন্তু কালসংযুক্ত মৃত্যু কোনরূপেই নিবারিত হয় না এবং স্বয়ং ধন্বন্তরীও এই মৃত্যু নিবারণে অক্ষম।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠাগত ও ইন্দ্রিয় অবশ না হইবে সে পর্য্যন্ত

চিকিৎসা করাই কর্ত্তব্য, যেহেতু সময়ের গতি কিছুতেই বুঝিয়া উঠা যায় না। রোগোৎপত্তি মাত্রেই চিকিৎসা করাইবে কেন না অল্প পীড়াও কালে মহাবিকারে পরিণত হইতে পারে। যেমন ক্ষুদ্র বৃক্ষকে অনয়াসে ছিন্ন করা যায় বটে কিন্তু সেই বৃক্ষই বৃহৎ হইলে অতি প্রযত্নেও তাহা ছেদন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ব্যাধি সকলের পক্ষেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

অচ্যুতানন্দগোবিন্দনামোচ্চারণভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং॥

ধন্বন্তরী বৈদ্যনাথ স্বয়ং বলিয়াছেন "আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে অচ্যুতানন্দ গোবিন্দের নামোচ্চারণরূপ মহৌষধে সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয়।" অতএব সেই মহৌষধি ভগবন্নাম স্মরণপূর্ব্বক তৎপ্রদর্শিত পথে রোগ প্রতিকারোপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রোগী চিকিৎসায় প্রযত্নবান হওয়া সকল ভিষকেরই প্রধান কর্ত্তব্য।

নাড়ী পরীক্ষা।

নাড়ীতত্ত্ববেত্তাগণ স্থির করিয়াছেন যে মনুষ্যশরীর মধ্যে স্থূল ও সূক্ষ্ম লইয়া সর্ব্বসমেত ৩৫০০০০০০ সাড়ে তিন কোটী নাড়ী অবস্থান করে। ইহাদের মূলস্থান নাভি; তথা হইতে তির্য্যক্‌ভাবে ঊর্দ্ধ ও অধোগামী হইয়া ইহারা শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই সাড়ে তিনকোটী নাড়ীর মধ্যে ৭২০০০ নাড়ীকে স্থূল ধমনী বলে এবং ইহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্যবিষয় বহন করে। এই বাহাত্তর হাজার স্থূল নাড়ীর মধ্যে সাত শত সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নাড়ী আছে; ভুক্ত সামগ্রীর সারভূত অগ্নিপক্ক রস ঐ সছিদ্র ধমনীদ্বারা বাহিত হইয়া সর্ব্বশরীর পোষণ করে। ঐ সাতশত ধমনীর মধ্যে কেবল একটীমাত্র পরীক্ষা

করিবে। পুরুষের দক্ষিণ হস্তগত ও দক্ষিণপদগত এবং স্ত্রীলোকের বামহস্তগত ও বামপদগত যে নাড়ী তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সাধ্য এবং অসাধ্য সমস্ত রোগের প্রকাশ করে। ঐ নাড়ীর নাম সুষুম্না; উহা সমস্ত নাড়ীর গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। হৃৎপিণ্ড হইতে শোণিত সমুহ বায়ু সহযোগে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে ধমনীতে যে বেগ উপস্থিত হয় তাহাকেই নাড়ীর গতি বলে। সুস্থ অবস্থায় নাড়ী মহীলতার ন্যায় গতি বিশিষ্ট হয় এবং জড়তা রহিত হয় সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধতাময়ী ও মৃদুগতি মধ্যাহ্নে উষ্ণ এবং সায়াহ্নে তীব্রগতিযুক্ত হইয়া থাকে। তৈলাদি মর্দ্দন করিলে, নিদ্রিতাবস্থায়, নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরে, ভোজনকালে অথবা ভোজনের পরই কদাচ নাড়ী পরীক্ষা করিবে না।

বায়ু-প্রকোপে নাড়ীর গতি জলৌকা ও সর্পের ন্যায় বক্র হয়। বাতরোগে নাড়ী কখন চঞ্চল কখন মন্দগতি বিশিষ্ট হয়। পিত্তপ্রকোপে নাড়ী বেগে স্পন্দিত হইয়া থাকে। কফপ্রকোপে নাড়ীর গতি হংস ও পারাবতের ন্যায় এবং ত্রিদোষ প্রকোপে নাড়ী কখন মন্দগতি, কখন স্থির কখন বা বেগগামিনী হইয়া হইয়া থাকে। জ্বর প্রকোপে নাড়ী উষ্ণ ও বেগবতী হইয়া থাকে। বায়ু জনিত জ্বরে নাড়ী বক্র গতিযুক্ত হয়; সহজ বাত্তালা নাড়ী সৌম্য, সূক্ষ্ম, স্থির ও মন্দগতি ভাবাপন্ন ও তীব্র বাতলা নাড়ী স্থূল, কঠিন ও দ্রুত গতিযুক্ত হয়। পিত্তজ্বরে নাড়ী তীব্রগতি বিশিষ্ট, সরল গতিযুক্ত ও বেগবতী হয়। শ্লেষ্মা প্রকোপ জনিত জ্বরে তন্তু সমান সূক্ষ্মরূপা, মৃদুগতি ও শীতল নাড়ী হইয়া থাকে। বাত পিত্ত জনিত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, দোলায়মান, স্থূল ও কঠিন হয়। বাত শ্লেষ্মা জ্বরে বাতের অধিক প্রকোপ থাকিলে নাড়ী বেগবাহী কর্কশস্পর্শী হয়। শ্লেষ্মা রহিত বাতে মহা-

রুক্ষা ও পিত্তসন্নিভা হইয়া থাকে এবং পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও স্থির অর্থাৎ বেগবতী অথচ শিথিলস্পন্দ হইয়া থাকে।

বিসূচিকা রোগে অভিভূত হইলে নাড়ী ভেকের ন্যায় গতি বিশিষ্ট হয়; এই রোগে কখন নাড়ীর স্পন্দন অনুভূত হয় কখন বা হয় না। অজীর্ণ রোগে নাড়ীর কোমলত্ব থাকে না। জড়প্রায় হয় এবং উহার গতি কখন স্থির কখন বা দ্রুতগতি এবং কখন বা দোষ রহিত দৃষ্ট হয়। গ্রহণী রোগ জন্মিলে পাদস্থিত নাড়ীর গতি হংসের গতির ন্যায় মন্দ মন্দ এবং করস্থ নাড়ীর গতি ভেকের গতির ন্যায় হয়। এ অবস্থায় রোগী অগ্নিমান্দ্য জন্মে। বাত জনিত শূল রোগে বায়ু গতির প্রবলতা থাকাতে নাড়ীর গতি সর্ব্বদা বক্রগামিনী হয়, পিত্ত জনিত শূলে নাড়ী জ্বালাময় এবং অধ্মানবান শূলে নাড়ীর গতিতে পুষ্টি অনুভূত হইয়া থাকে। পাণ্ডুরোগে নাড়ীর সূক্ষ্মতা ও দ্রুতগতি হয়, অর্শরোগে নাড়ী তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্ম, বক্র ও দ্রুতগামী হয়। যাবতীয় মূর্চ্ছা রোগে নাড়ী সূক্ষ্ম হয় এবং বায়ুর প্রাধান্য বশতঃ তদনুরূপ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কাস রোগে নাড়ী চঞ্চল ও ক্ষীণ, হিক্কা রোগে দ্রুত গতিযুক্ত ও কম্পমান, অতিসারে অত্যন্ত মৃদু ও শীতল, ক্রিমি রোগে ক্ষীণ ও জড়তাপন্ন, ক্ষয় ও যক্ষ্মারোগে তন্তুবৎ সূক্ষ্ম ও মৃদু হয়।

জ্বরোৎপত্তিঃ।

মিথ্যাহার বিহারাভ্যাং দোষা হ্যামাশয়াশ্রয়াঃ।
বহির্নিরস্য কোষ্ঠাগ্নিং জ্বরদাঃ স্যুঃ রসানুগাঃ॥

অবিহিত আহার বিহার দ্বারা বাত, পিত্ত, কফঃ ইহার কোনটী, কোন দুইটী বা তিনটী কুপিত (দোষযুক্ত) হইলে আমাশয় নামক স্থানে গমন করতঃ আমশয়ের আমরসকে দূষিত করে ও কোষ্ঠের

অগ্নিকে বাহিরে নিক্ষিপ্ত করিয়া জ্বর উৎপাদন করে। অগ্নি এইরূপে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়াই ত্বক্ উত্তপ্ত হয়।

জ্বরের পূর্ব্ব লক্ষণ—পরিশ্রম ভিন্ন ক্লান্তি বোধ, চিত্তের অস্থিরতা ও অপ্রফুল্লতা, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা, অক্ষিযুগলের সজলতা, আতপাদিতে বারম্বার ইচ্ছা ও বারংবার দ্বেষ, হাই উঠা, শরীর ব্যাথা, শরীরে ভারবোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, শীতবোধ কোষ্ঠবদ্ধতা, ইহার সকলগুলি অথবা কতকগুলি জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া অভিহিত হয় (১) বাতিক জ্বরের পূর্ব্বে উপরোক্ত লক্ষণগুলির সহিত অত্যন্ত জৃম্ভা (হাই উঠা) (২) পিত্তজ্বরের পূর্ব্বে অত্যন্ত নেত্রদাহ (৩) কফ জ্বর হইবার পূর্ব্বে অত্যন্ত অরুচি উপস্থিত হয় (৪) বাতপিত্ত জ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও নেত্রদাহ (৫) বাত শ্লেষ্মা জ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা ও অন্নে অরুচি (৬) পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরের পূর্ব্বে চক্ষুদাহ ও অন্নে অরুচি এবং (৭) সন্নিপাতিক জ্বরের পূর্ব্বে জৃম্ভা, চক্ষুদাহ ও অন্নে অরুচি ইহার সকল লক্ষণগুলিই প্রকাশ পায়. পূর্ব্ব লিখিত পূর্ব্ব লক্ষণগুলির যে সমস্ত লক্ষণই সকল সময় প্রকাশ পায় তাহা নহে তবে যে রোগে পূর্ব্ব লক্ষণ, রোগাবস্থা ও রোগের উপদ্রব সমুদায় প্রবলবেগে প্রকাশ পায় তাহা দুশ্চিকিৎস্য বলিয়া জানিতে হইবে; আর লক্ষণাদি হীনশক্তিতে প্রকাশ পাইলে রোগ সুসাধ্য জানিবে।

জ্বরেয় পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পাইলে লঙ্ঘনই তাহার প্রধান চিচিৎসা। পূর্ব্ব লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইলে দৈনন্দিন আহার বিহারে জ্বর সাংঘাতিক আকার ধারণের সম্ভাবনা এবং কুপথ্য করিলে জ্বর সান্নিপাতিক আকার ধারণের সম্ভাবনা। পরন্ত একটু সাবধনতার সহিত লঙ্ঘন দিলে রস পরিপাক হইয়া জ্বরাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেই আদা, পান ও বিল্বপত্র মিলাইয়া আধছটাক

রস লইয়া মধুসহ প্রতিদিন দুইবার মকরধ্বজ সেবন করিলে প্রায়ই জ্বর আসে না। জ্বর প্রকাশ হইলেও প্রবলাবস্থা বা সন্নিপাতিক অবস্থা আসিবে না। পূর্ব্ব লক্ষণ দৃষ্টে কোন জাতীয় জ্বর তাহা একরূপ নিরূপণ করা যাইতে পারে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন জ্বরের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ ও তাহাদের চিকিৎসা প্রদত্ত হইল।

জ্বরের উপদ্রব—(১) শ্বাস (২) মূর্চ্ছা (৩) অরুচি (৪) বমি (৫) তৃষ্ণা (৬) অতিসার (৭) কোষ্ঠবদ্ধতা (৮) হিক্কা (৯) কাস (১০) দাহ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব বলিয়া গণ্য হয়।

জ্বরের সাধারণ চিকিৎসা

পীড়া অল্প দোষ বিশিষ্ট হইলে ঔষধাদির সাহায্য ভিন্ন কেবল লঙ্ঘন অর্থাৎ উপবাস দ্বারাই প্রশমিতহয়।

আমযুক্ত দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ) আমাশয়স্থ হইয়া অগ্নিমান্দ্য জন্মায় এবং শরীরের রসবহ এবং ঘর্ম্মবহ পথ সকলকে অবরোধ করিয়া জ্বরোৎপাদন করে। এই জন্যই নবজ্বরে উপবাস দেওয়া উচিত। লঙ্ঘনে দোষের পরিপাক, জ্বরনাশ অগ্নিবৃদ্ধি ও শরীরের লঘুতা জন্মায়। অতএব জ্বরের প্রথমাবস্থায় দুইদিন লঙ্ঘন পরে লঘুপথ্য (এরোরুট, বার্লি, মুগ বা মুসুরীর জুস, কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে খই বাতাসা, মিশ্রি প্রভৃতি) ব্যবস্থা করিবে। কিন্তু শিশু অতিবৃদ্ধ, গর্ভিনীকে ও দুর্ব্বলকে লঙ্ঘন না দিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক লঘুপথ্য দিবে।

জ্বরের অপকাবস্থায় লঙ্ঘন ও লঘুপথ্য ব্যবস্থেয়। সাধারণতঃ জ্বরের অপকাবস্থায় অর্থাৎ ৬ দিন গত না হইলে মকরধ্বজ ভিন্ন বিশেষ ঔষধ পত্র দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আজকাল এত বেশী দিন অপেক্ষা করিতে সাহসে কুলায় না, কারণ অনেক সময়ে ২।৩ দিবসের

জ্বরে লোক মারা যাইতে দেখা যায়। রোগ যদি অতি ভয়ঙ্কর বা আশু মারাত্মক হইবার সম্ভবনা থাকে তাহা হইলে প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। কোনরূপ পেটের অসুখ না থাকিলে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে বা বাহ্যে উত্তমরূপে পরিষ্কার না হইলে নিম্নলিখিত উপায়ে জোলাপ দিতে হইবে। জোলাপ দিবার পূর্ব্বে লঙ্ঘন এবং বেলপাতার রস, তুলসীপাতার রস, পানের রসসহ মকর-ধ্বজ সেবন দ্বারা আমরস ও কফের পরিপাক করাইয়া লইতে হইবে।

বিরেচন বিধি :—(১) আরোগ্য পঞ্চকং—হরিতকী, সোঁদাল, কটকী, তেউরী এবং আমলকী এই পাঁচটী একত্রে দুই তোলা, বত্রিশ তোলা জলেসিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইলে যে কষায় প্রস্তুত হয় তাহাই আরোগ্য পঞ্চক। ঐ কাথে কিঞ্চিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক বা দুইবার পান করিবে। একদিন সেবনে ২।৩ বার ভেদ হইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গেলে আর দ্বিতীয় দিন এই পাচন সেবন করিবার প্রয়োজন নাই নতুবা পরদিন ও এই পাচন সেবন করিতে হইবে।

মাত্রা :—১৬ বৎসর বা তদূর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের জন্য ঐ কাথের অর্দ্ধপোয়া তন্নিম্ন বয়স্কদিগকে উহার অর্দ্ধেক এবং ৮ বৎসর ও তন্নিম্ন বয়স্কদিগের তাহার অর্দ্ধেক সেবন করাইতে হইবে। ঔষধাদির মাত্রা এইরূপই হয়।

এরণ্ড তৈলং ত্রিফলা কাথেন দ্বিগুণেন বা।
যুক্তং পীতং পয়োভির্ব্বা ন চিরেণ বিরিচ্যতে ॥

(২) এরণ্ড তৈল (ক্যাষ্টার অয়েল) দ্বিগুণ ত্রিফলার কাথের সহিত বা গরম দুগ্ধের সহিত (বা কেবল গরম জলের সহিত) রাত্রি শেষে সেবন করিলে শীঘ্রই নিশ্চয় ৪।৫ বার দাস্ত হইয়া যাইবে। পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির

পক্ষে অর্দ্ধছটাক তৈলই যথেষ্ট। অন্যান্যের জন্য পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় ঔষধ ব্যবহারে করিতে হইবে। এই জোলাপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট জানিবে।

(৩) হরিতকী চূর্ণ ২ তোলা বা তেউড়ী মূল।০ আনা ও চিনি।০ আনা গরম জলসহ মিশাইয়া প্রাতে সেবন করিবে অথবা শাস্ত্রোক্ত হরিতকী খণ্ড, ইচ্ছাভেদী রস প্রভৃতি বিরেচক ঔষধ বিবেচনা পূর্ব্বক সেবন করাইবে।

বমন বিধিঃ—বাভট বলিয়াছেন, আহার ও স্নানাদি করিয়া জ্বর হইলে রোগী যদি শিশু, দুর্ব্বল ও গর্ভিনী না হয় তাহা হইলে তাহাকে বমন করাইবে। একপোয়া বা দেড়পোয়া উষ্ণ জলে কিছু সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া উক্ত জল পান করাইবে, পরে গলায় অঙ্গুলী প্রবেশ করাইলেই বমন হইবে। বমন করাইয়া পরে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। আজকাল বমন করাইবার রীতি একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা অনেক সময়ে বেশ সুফল পাওয়া যায় এবং অজীর্ণ অন্ন ও জল উঠিয়া যায়। এইরূপে শরীর শোধিত হইলে পর ঔষধে শীঘ্রই সুফল দর্শিবে।

বাত জ্বরের লক্ষণ।

বাতিক জ্বরে কম্প, বিষমবেগ অর্থাৎ জ্বর আগমনের ও জ্বরবৃদ্ধি কালের বিষমতা ও উষ্ণাদির বিষমতা, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষ, অনিদ্রা, হাঁচি না হওয়া, গাত্রের রুক্ষতা' সমস্ত গাত্রে বিশেষতঃ মস্তকে ও হৃদয়ে অধিক বেদনা, আধ্মান, জৃম্ভা (হাই উঠা) এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়। বাত জ্বরে সাধারণতঃ কম্প দিয়া জ্বর আসে এবং অন্য দিন বৈকালে কম্প না হইয়াই জ্বর আসে। প্রথম দিনে জ্বর বেগ খুব বেশী হয় কিন্তু জ্বর ছড়িয়া যায় কিন্তু অন্য দিন জ্বর কম হইলেও জ্বর ছাড়িয়া যায় না।

বাত জ্বরের চিকিৎসা:—(১) পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দাস্ত পরিষ্কার করিয়া মকরধ্বজ পিপুল মূল, শুলঞ্চ ও শুঁঠের মিলিত কাথের সহিত দিবসে ২।৩ বার সেবন করিলেই বাতিক জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। কিন্তু পেটের অসুখ থাকিলে জীরা চূর্ণ ও মধুসহ মকরধ্বজ সেব্য।

কাথ প্রস্তুতের নিয়ম:—অনুক্ত স্থলে কাথ দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা লইয়া ১৬ গুণ অর্থাৎ ৩২ তোলা জলসহ জাল দিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইলে কাথ বা পাচন প্রস্তুত হয়। কাথ সর্ব্বত্রই এই নিয়মে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) জ্বরে গাত্র বেদনা, মাথাভার বিশেষতঃ দাস্ত অপরিষ্কার থাকিলে মকরধ্বজ প্রতি দিন ৩।৪ বার বেলপাতার রস, আদার রস, ও মধুসহ সেবনে অচিরেই জ্বর ও গাত্র বেদনার শান্তি হয়।

(৩) বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী এই পাঁচটী গাছের মূলের ছালের কাথের (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কাথ প্রস্তুত করিতে হইবে) সহিত মকরধ্বজ উপযুক্ত মাত্রায় ২।৩ বার সেবনে বাতিক জ্বরে একদিনেই শান্তিলাভ ও দুইদিনে একেবারে আরোগ্য হইবার খুব সম্ভাবনা। কাথের অবশিষ্টাংশ, ঔষধ সেবনের ৩ ঘণ্টার মধ্যে, ২।৩ বারে সেবন করিয়া ফেলিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—সকল প্রকার জ্বরের তরুণাবস্থায় অর্থাৎ যত দিন রস পরিপাক না হয় ততদিন মকরধ্বজ কষায় সহ সেবন করিবে না। তরুণাবস্থায় অনুপানের স্বরস (দ্রব্য গুলি থেঁত করিয়া নিংড়াইলে তাহা হইতে যে রস বাহির হয় তাহাকেই স্বরস কহে) সহ মকরধ্বজ সেব্য।

(৪) উক্ত প্রকারে মকরধ্বজ প্রয়োগ করিলে বাতিক জ্বর নিশ্চয়ই সারিবে। যদি দুইদিন ব্যবহারে সম্পূর্ণ প্রতিকার না হয় তবে জ্বরের

প্রকোপ নিশ্চয় কমাইবে কোনরূপ উপসর্গ আসিতে দিবে না এবং বিকারের ভয় দূরীভূত হইবে। তিনদিন পরে সর্ব্বজ্বর কুলান্তক অমৃতারিষ্ট পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অর্দ্ধ আউন্স পরিমাণে দুইবার সেবন করিবে। বেলা ২।৩ টায় সময় হিঙ্গুলেশ্বর ১ বটি (কম্প থাকিলে) ইক্ষুচিনি ও মধুসহ সেব্য; কম্প না থাকিলে মধু ও পানের রস সহ সেব্য। ইহাতেই জ্বর সারিবে। না সারিলে প্রাতে ৬ টায় মৃত্যুঞ্জয় রস ১ বটী শেফালিকা পাতার রস ও মধুসহ সেব্য। প্রাতে ৮ টায় অমৃতারিষ্ট ২ তোলা মাত্রায় সেব্য। বৈকালে ৩ টায় হিঙ্গুলেশ্বর গুলঞ্চের রসসহ ও ৫ টায় হিঙ্গুলেশ্বর ১ বটী গুলঞ্চের রসসহ সেব্য। রাত্রিতে মকরধ্বজ ১ রতি বড় এলাচি বাটা ও মিস্রিসহ সেব্য।

হিঙ্গুলেশ্বর বাতিক জ্বরের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ কিন্তু রোগীর বল ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উপর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দুর্ব্বল হইলে ১ টীর অধিক হিঙ্গুলেশ্বর দিবে না।

ইহাতেও উপকার না হইলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলির সঙ্গে প্রাতে ৮টায় সৌভাগ্য বটী ১টী শেফালিকা পাতার রস, সৈন্ধব লবণসহ সেব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রেমিটেণ্ট টাইপের জ্বরে ভোগকাল উত্তীর্ণ না হইলে জ্বর আরোগ্য হয় না তবে উপরোক্তরূপে চিকিৎসা চলিলে উপসর্গ আসিতে পারে না, অতএব জ্বরের সান্নিপাতিক অবস্থা আসিবার কোনই ভয় থাকে না। তাড়াতাড়ি আরোগ্য করিবার জন্ত অত্যন্ত তেজস্কর ঔষধাদি কখন ও ব্যবহার করিতে দিবে না। এই জাতীয় জ্বরের সময়ই অত্যুৎকৃষ্ট চিকিৎসক ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে কিন্তু কোন উপসর্গ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

পিত্ত জ্বরের লক্ষণ।

পিত্তজ্বরে তীক্ষ্ণ, জ্বর বেগ, অতিসারবৎ তরল মল ভেদ, অল্প নিদ্রা বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ ও নাসিকায় ক্ষত হওয়া, ঘর্ম্ম নির্গম, প্রলাপ কথন, মল মূত্র ও নেত্রের পীতবর্ণ, শিরোঘূর্ণন এই সমস্ত বা কতক-গুলি লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। ইহাতে হাত, পা ও চোখে অত্যন্ত জ্বালা হয় এবং কফ মিশ্রিত পিত্ত অথবা শুধু পিত্তই বমন হইতে থাকে। এই জ্বর সাধারণতঃ মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

পিত্ত জ্বরের চিকিৎসা :—(১) জ্বরের বেগ তীব্র হইলে এবং পিপাসা ও গাত্র দাহ থাকিলে ধনিয়ার জল ও পটল পাতার রস অথবা পটলের রস ও মধু কিম্বা বেদানার রস ও মধু অথবা ধনি-য়ার জল, গুলঞ্চের রস ও মধুসহ উপযুক্ত মাত্রায় দিনে ২।৩ বার মকরধ্বজ সেবন, করিলে আশ্চর্য্য ফললাভ হয়।

(২) ক্ষেত পাপ্‌ড়া, রক্ত চন্দন, বালা, শুঁঠ, মুথা ও বেনার মূল সমভাগে দুই তোলা লইয়া চার সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া সেই জল মধ্যে মধ্যে পান করিলে দারুণ পিপাসা ও নিবারিত হয়। ইহাই ষড়ঙ্গ পানীয়। অভাবে নির্ম্মল জল ফুটাইয়া শীতল করতঃ পানার্থ ব্যবহার করিতে দিবে। পিত্ত জ্বরে বরফ বেশ উপকারী। পিত্ত জ্বরে বমন নিবার-ণার্থ খই ২০ তোলা, মিশ্রি ৫ তোলা একপোয়া জলে ভিজাইয়া রাখিয়া মিশ্রি গলিয়া গেলে ছাঁকিয়া তাহাতে লেবুর রস ও অল্প গোলাপজল দিয়া পান করাইলে সকল জ্বরেই বমন নিবারিত হয়। ইহাতে ও বমন নিবারিত না হইলে ৩ তোলা পরিমাণ দুই বৎসরের পুরাতন তেঁতুল পিণ্ডাকৃতি করিয়া পাথরের বাটীতে একপোয়া জলে

ভিজাইয়া রাখিয়া জল রঞ্জিত হইলে তেঁতুল ফেলিয়া দিয়া ঐ জল অল্প চিনিসহ পান করিলে সকল প্রকার বমন নিবারিত হইবে। জ্বরের প্রবলাবস্থায় একখানি নেকড়া ভাঁজ করিয়া শীতল জল বা গোলাপজলে ভিজাইয়া কপালে পটী দিবে এবং শুকাইয়া গেলে পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া দিবে। তালুর চুল কামাইয়া ঐরূপ করা যাইতে পারে তাহাতে মাথায় রক্তাধিক্য নিবারিত হয়।

(৩) দ্রাক্ষা, হরিতকী, মুথা, কটকী ও ক্ষেত পাপড়া ইহাদের ক্বাথে সোঁদালের আঠার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিতে দিলে পিত্তজ্বর মুখ শোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ও পিপাসা নিবারিত হয়। ভেদক বলিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে ব্যবহার করাইবে না।

(৪) মকরধ্বজে জ্বরের শান্তি না হইলে প্রাতে ৬ টায় অমৃতারিষ্ট ১/২ আঃ ৬ টায় সৌভাগ্য বটী ১টী শিউলিপাতার রস ও মধু বা রক্তচন্দন ও মধুসহ সেব্য। বৈকালে ৫ টায় ১/২ আঃ অমৃতারিষ্ট সেব্য। ইহাতেও উপকার না হইলে প্রাতে ৬ টায় জয়াবটী ১ টী অমৃতারিষ্টের সহিত সেবা ঐরূপ প্রাতে ৯ টায় ও বৈকাল ৫ টায় জয়াবটী ও অমৃতারিষ্ট একত্রে সেবা।

পিত্ত জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ থাকিলে ২ তোলা ধনিয়া ৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে সেই জল চিনিসহ পানে উপকার দর্শে।

পথ্য—সাগু, বার্লি পালো প্রভৃতি।

কফ জ্বরের লক্ষণ।

কফ জ্বরে স্তৈমিত্য (শরীর আর্দ্র বস্ত্রবৎ প্রতীতি) জ্বরের মন্দ বেগ, আলস্য, মুখ মাধুর্য্য, মল মূত্র ও নেত্রের শুক্ল বর্ণতা, শরীরের স্তব্ধতা, ভুক্ত ব্যক্তির ন্যায় অন্নে অনভিলাষ, গাত্রের নাত্যুষ্ণতা, বমন-

ভাব. রোমাঞ্চ, অতি নিদ্রা, প্রতিশ্যায় (মুখ ও নাসিকা হইতে কফ স্রাব) অরুচি, কাস এই লক্ষণগুলি দৃষ্ট হয়।

কফ জ্বর চিকিৎসা—(১)কাস হইলে, সর্দ্দি লাগিলে কাস ও সর্দ্দি, সংযুক্ত জ্বরে তুলসীপাতার রস, আদার রস, পানের রস সমপরিমাণে এককাঁচ্চা আন্দাজ লইয়া অল্প সৈন্ধব বা মধুসহ মকরধ্বজ প্রত্যহ ২।৩ বার সেবনে অত্যাশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

(২) বাসকপাতার রস, আদার রস ও মধুসহ মকরধ্বজ ২।৩ বার সেবনে কফ জ্বর, কাস সংযুক্ত জ্বর ও সর্দ্দি কাসের বিশেষ উপকার দর্শে।

(৩) বাসক, কন্টীকারী ও গুলঞ্চের ক্কাথ ও মধুসহ মকরধ্বজ সেবনে কফ জ্বর ও আনুসঙ্গিক কাস নিশ্চয় আরোগ্য হয়।

(৪) হরিতকী, আমলকী, বহেড়া, পল্‌তা, বাসক, গুলঞ্চ, কট্‌কী ও বচ ইহাদের ক্কাথের সহিত মধু মিশাইয়া মকরধ্বজ সেবনে কফ জ্বর নিশ্চয় আরোগ্য হয়। ইহাতেও জ্বর না সারিলে প্রাতে ৬ টায় অমৃতারিষ্ট ১ আঃ ৮ টায় মৃত্যুঞ্জয় রস ১ বটী তুলসীপাতার রস ও পানের রসসহ সেব্য। বৈকালে ৬টায় মৃতুঞ্জয় রস ১টী বটী শিউলি-পাতার রস ও পানের রসসহ সেব্য। রাত্রি ৮ টায় মৃত্যুঞ্জয় রস ১ বটী পানের রস ও মিশ্রিসহ সেব্য।

পথ্যাদি—প্রথম ২।১ দিন উপবাস পরে খৈ, মিশ্রি, আদা, সাগু বার্লি ও মিশ্রি ব্যবহার্য্য।

জ্বর বিকার।

জ্বর বিশেষ প্রবলাকার ধারণ করিলে তাহাকে জ্বর বিকার বলে। বাত পিত্ত জ্বর, বাত শ্লেষ্ম জ্বর, পিত্ত শ্লেষ্ম ও ত্রিদোষজ জ্বর এই চারি প্রকার জ্বরই জ্বর বিকার নামে পরিচিত।

বাত পিত্ত জ্বরের লক্ষণ—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শিরোঘূর্ণন, দাহ, অনিদ্রা, মস্তক বেদনা, ওষ্ঠ ও মুখের শোথ, বমন, রোমাঞ্চ, অরুচি, অন্ধকার দর্শন, সন্ধি স্থলে ভগ্নবৎ বেদনা, ও ঘন ঘন হাই তোলা।

বাত শ্লেষ্মা জ্বরের লক্ষণ—স্তৈমিত্য (শরীরে আর্দ্রবস্ত্রাবৃতবৎ প্রতীতি) সন্ধি স্থলে ভগ্নবৎ বেদনা, নিদ্রাধিক্য, শিরো বেদনা, প্রতিশ্যায়, কাস, সর্ব্ব-শরীরে ঘর্ম্ম, সন্তাপ জ্বরের মধ্য বেগ ইত্যাদি।

পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরের লক্ষণ—মুখ শ্লেষ্মা দ্বারা লিপ্ত ও পিত্ত দ্বারা তিক্ত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, তৃষ্ণা, অরুচি, মুহুর্মুহু দাহ ও শীত।

সান্নিপাতিক বা ত্রিদোষজ বিকারের লক্ষণ—ক্ষণে দাহ ক্ষণে শীত, সন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুর্দ্বয় ঘোলা রক্তবর্ণ, বক্রীভূত ও স্রাবযুক্ত, কর্ণে নানা প্রকার শব্দ ও বেদনা, কণ্ঠে ধান্যাদির শূক (সূক্ষ্ম অগ্রভাগ) আবৃত বোধ, তন্দ্রা, মোহ, প্রলাপ ভাষণ, কাস, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও গোজিহ্বা সদৃশ খরস্পর্শ, অঙ্গ শিথিল, কফ সংযুক্ত রক্ত ও পিত্তের বমন, ইতস্ততঃ মস্তক চালনা, তৃষ্ণা, নিদ্রারাহিত্য, হৃদয়ে বেদনা, অতি অল্প পরিমাণে দীর্ঘকালান্তে মল মূত্র ও ঘর্ম্মের নির্গম, দোষ পূর্ণত্ব হেতু শরীরের নাতিকৃশত্ব, কণ্ঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, রক্ত বা শ্যামবর্ণের কোঠের (বোলতা দষ্টস্থানের ন্যায় শোথের মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উৎপত্তি, বাক-রোধ, মুখ নাসিকাদিতে পাক (ক্ষত) উদরের গুরুতা ও দীর্ঘকালে দোষের পরিপাক ইত্যাদি।

এই সমস্ত লক্ষণ—প্রকাশ পাইলে রোগ দুসাধ্য জানিবে।

বিকারে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়—অতি তৃষ্ণা, মস্তক গরম, মস্তকে রক্তাধিক্য, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রলাপ, জিহ্বা কণ্টকবৎ, লেপ-যুক্ত ও অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, মল আলকাতরার ন্যায় কাল ও দুর্গন্ধযুক্ত, সর্ব্বদা অস্থিরতা, মস্তক ইতস্ততঃ সঞ্চালন, বাক্য রোধ, পরিচিত

ব্যক্তিকেও চিনিতে না পারা, মোহ, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, নাড়ীর বক্রতা, মৃদুগতি ও ক্ষীণতা ইত্যাদি। এই জাতীয় জ্বরের ৪১ দিন পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বিকারের চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন। বিকারাবস্থায় চক্ষু লাল হইলে কপালদেশে শীতলজলে বা বরফজলে বা গোলাপজলে নেক্‌ড়া ভিজাইয়া লাগাইয়া দিয়া ঐ নেক্‌ড়া সর্ব্বদা ভিজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। জ্বর অধিক থাকিলে মাথা নেড়া করিয়া আইসব্যাগ বা গোলাপ জলের পটি দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে বুক, হাত, পা বা শরীরের অন্য কোনস্থানে ঠাণ্ডা লাগিলে অনিষ্ট হইবে। চক্ষু সাদা হইয়া উঠিলে এবং রোগী তন্দ্রাভিভূত হইলে তালুর চুল নেড়া করিয়া দিয়া যে পর্য্যন্ত না এই উপদ্রব দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্যান্ত মস্তিষ্কে আদার রসের পটি দিবে। চক্ষুর তারা অপেক্ষাকৃত বড় হইলে এবং মাথার জ্বালা যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে এবং রোগী প্রলাপ বকিতে থাকিলে লাউয়ের বীজের শাঁস ২ তোলা, সোরা ১ তোলা স্তন্যদুগ্ধের সহিত মিশাইয়া তালুতে পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে। মধ্যে মধ্যে বুকে পুরাতন ঘৃত মালিস করিয়া আকন্দ পাতার সেক দিলে ভাল হয়। কফ প্রবল থাকিলে সর্ব্বদাই এরূপ করিতে হইবে। ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়া না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে। মালিসের পর বুকটী তুলা বা ফ্লানেল দ্বারা জড়াইয়া রাখিতে হইবে। ঘরে বায়ু চলাচলের বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। কোন প্রকারে যেন হিম বা ঠাণ্ডা না লাগিতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বদা গাত্র আবৃত রাখিতে হইবে। পেট পরিষ্কার রাখা অনেকের মত হইলেও জ্বরের প্রবলাবস্থায় জোলাপ ব্যবহার অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। জোলাপ দিতে হইলে রোগীর বল, অগ্নি, দোষ ও

বয়স বিবেচনা করিয়া এরূপস্থলে ঔষধের মাত্রা নিরূপণ করিতে হইবে। এলাচীর চূর্ণ ও মধুসহ মকরধ্বজ এবং অমৃতারিষ্ট পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় সেবন করিতে হইবে। জোলাপ দেওয়ার পরও বাহ্যে হইতে থাকিলে বাহ্যে বন্ধ করিবার জন্য ঔষধ দিতে হইবে। তখন ধনিয়ার জল ও শুণ্ঠিচূর্ণ সহ মকরধ্বজ বা বালা, আতইচ, মুথা, বেলশুঁঠ ও ধনের কাথ সহ মকরধ্বজ সেবন করাইবে। ইহা পাচক ও অগ্নিকর। ইহাতে উপশম না হইলে ধারক ঔষধ ব্যবহার করিতে হইবে। সিদ্ধপ্রাণেশ্বর এবং আনন্দভৈরব জীরাভাজার গুঁড়া ও মধুর সহিত সেব্য। কিন্তু হঠাৎ দোষসংযুক্ত মলাদি বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে না। অমৃতারিষ্ট প্রতিদিন ২ বার ও মকধ্বজ প্রত্যহ ২ বার প্রথম হইতে চলিলে প্রায়ই প্রবলাবস্থা আসিতে পারে না কারণ এই দুইটী ঔষধই ত্রি-দোষঘ্ন ও জ্বরের মহৌষধ। যে জ্বরে যে দোষের আধিক্য দেখিবে, মকরধ্বজ ১ রতি মাত্রায় সেই দোষঘ্ন অনুপান সহ সেবন করাইতে হইবে। এইরূপ ঔষধ সেবন সত্ত্বেও সাংঘাতিক অবস্থা উপস্থিত হইলে প্রাতে ৬টায় অমৃতারিষ্ট ২॥• তোলা মাত্রায় সেবন করাইতে হইবে। প্রাতে ৯টায় মহালক্ষ্মীবিলাস ১ বটী পানের রস্ ও সৈন্ধবসহ সেবন করাইবে। মধ্যাহ্নে ১২টা বা ১টায় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ১ বটী আদার রস ও সৈন্ধবের সহিত সৈব্য। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার মহালক্ষ্মীবিলাস ১ বটী পানের রস ও মিশ্রি সহ সেব্য। রাত্রে ১১।১২টার সময় বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ১ বটী আদার রস ও মধু সহ সেব্য। এইরূপে দুইদিন ঔষধের ব্যবস্থা করিলে বিকার কাটিয়া যাইবার খুব সম্ভাবনা। দুইদিন ঔষধ চলিবার পর যদি কোন উপকার না দর্শে তাহা হইলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরবের সঙ্গে ১ রতি মকরধ্বজ প্রতিবারে যোগ করিয়া

দিতে হইবে। অন্যান্য ঔষধ সমভাবেই চলিবে। ইহাতে বিশেষ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা।

যখন রোগীর হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং নাড়ী ডুবিয়া যায় তখন প্রতিবার ১ রতি মকরধ্বজ ও অর্দ্ধরতি কস্তুরী একত্র মিশাইয়া দিবসে ৪।৫ বার আদার রস ও মধুসহ সেবন করাইবে। যখন নাড়ী উঠিবে এবং শরীর গরম হইবে তখন বৃহৎ কস্তুরীভৈরব দুইবার ব্যবহার করিতে হইবে এবং পূর্ব্বোক্ত মকরধ্বজ ও কস্তুরীও দিবসে মাত্র এক বার ব্যবহার করিতে হইবে। রোগী আরোগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ঔষধ সেবন ক্রমে কমাইতে হইবে। নিউমোনিয়া বা ফুস্ফুসের প্রদাহ জন্মিলে বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, মহালক্ষ্মীবিলাস পূর্ব্বোক্ত অনুপানে এবং বসন্ততিলক বাসকপাতার রস পিপুলচুর্ণসহ ৩ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইতে হইবে এবং পুরাতন ঘৃত বক্ষে মালিস করিয়া আকন্দ পাতার সেক দিবে পরে ফ্লানেল জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। পানের জন্য পরিষ্কার জল ফুটাইয়া, ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া তাহাই ব্যবহার করিতে দিবে।

বিকারের চিকিৎসায় ক্রিমির জন্যও সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন। ক্রিমি আছে সন্দেহ হইলে প্রাতে আনারস পাতার রস আধঝিনুক, কাশীর চিনি ।• চারি আনা সহ মকরধ্বজ ১ রতি বা ক্রিমিমুদ্গর রস ১ বটী সেবন করাইবে।

জ্বরের উপদ্রবের চিকিৎসা।

শ্বাস, মূর্চ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার, মলবদ্ধতা, হিক্কা, কাস ও দাহ এই দশটী জ্বরের উপদ্রব। সাধারণতঃ জ্বরের শান্তি হইলেই উপদ্রবেরও শান্তি হয়। সেই কারণ উপদ্রবের শান্তি করিবার চেষ্টা না

করিয়া মূল ব্যাধির ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আশু বিপজ্জনক উপদ্রবের শান্তির চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্বাস—পিপুল মূল, কট্‌ফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে উগ্রশ্বাস প্রশমিত হয়। বহেড়া বীজের শাঁসচূর্ণ ৶৹ আনা, পিপুলচূর্ণ ২ রতি মধু সহ মিলাইয়া সেবনে শ্বাসে উপকার দর্শে। বৃহতী, কণ্টকারী, দুরলভা, পটোলপত্র কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কট্‌কী, শটী ও শোলমঙ্গীর বীজ এই দশাঙ্গ ক্বাথ শ্বাস নিবারক।

মূর্চ্ছা—জ্বরে মূর্চ্ছা হইলে আদার রসের নস্য লইবে এবং চক্ষুতে শীতল জলসেক করিবে। সৈন্ধব, মনঃশিলা, ও মরিচ চূর্ণ মধুর সহিত মিলাইয়া তাহার অঞ্জন দিবে।

অরুচি—জ্বরে অরুচি উপস্থিত হইলে সৈন্ধব লবণের সহিত আদার রস গরম করিয়া মুখে রাখিতে হইবে অথবা সৈন্ধবের সহিত টাবা লেবুর কেশর মুখে রাখিতে হইবে।

বমন—জ্বরে বমন নিবারণের জন্য গুলঞ্চের ক্বাথ ও মধুসহ মকর-ধ্বজ সেবন করিতে হইবে। বরফের খণ্ড মুখে ধারণ করিলেও বমন ও হিক্কা আশু নিবারিত হয়। টাট্‌কা মুড়ি ভিজান জল বা পোড়া রুটীর জল সেবনে বমন নিবারিত হয়। ক্ষেত্‌পাপড়া ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া ২।৩ বার সেবন করাইলে নিশ্চয় বমির বেগ ক্ষান্ত হয়। ইহাতেও শান্তি না হইলে বড় এলাচীচূর্ণ ২ রতি মাত্রায় জলের সহিত পুনঃ পুনঃ সেবন করিতে দিবে।

তৃষ্ণা—জ্বরে তৃষ্ণা হইলে তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

অতিসার—জ্বরে অতিসার উপস্থিত হইলে জ্বরাতিসারের ন্যায়

চিকিৎসার প্রয়োজন। বিকার চিকিৎসার মধ্যেই উদরাময়ের চিকিৎসার বর্ণনা আছে।

মলবদ্ধতা—জ্বরে এই উপদ্রব উপস্থিত হইলে বায়ুর অনুলোমক ও শান্তিকর ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অবস্থায় ত্রিফলার কাথের সহিত মকরধ্বজ বিশেষ উপকারী। এইরূপ অবস্থায় গুহ্যে ময়নাফলাদির বর্ত্তি প্রয়োগে মল নির্গত হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলেই আম ও মল নির্গত হইয়া শরীর নিরাময় হয়। অনেকে এই অবস্থায় জোলাপের সাহায্যে মল নির্গম করাইয়া থাকেন। ডাক্তারেরা এই অবস্থায় গ্লিসারিণের পিচকারী বা এনিমার ব্যবস্থা করেন। তিসির পুলটিস তৈয়ার করিয়া উদরে বার বার লাগাইলে পেটফাঁপা ও কোষ্ঠবদ্ধতা প্রশমিত হয়।

হিক্কা—জ্বরে হিক্কা হইলে ভাস্কর লবণ ৪ ঘণ্টা অন্তর ৵৹ আনা মাত্রায় গরম জল সহ সেব্য। অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করতঃ তাহা জল দ্বারা নিবাইয়া সেই জল পান করিলে হিক্কা ও বমি নিবারিত হয়। চিনির সহিত শুঠি চূর্ণের নস্য কিম্বা নাসিকায় হিঙ্গুর ধূম দিলেই হিক্কা নিবারিত হয়। শুষ্ক অশ্ব-পুরীষের ধূম গ্রহণে সান্নিপাতিক হিক্কাও নিবারিত হয়। তেলাপোকার নাড়ীর অর্দ্ধাংশ গোলমরিচ সহ পেষণ করিয়া শীতল জল সহ সিকি রতি পরিমাণে ২।৩ বার সেবন করাইলে প্রবল হিক্কাও আশু প্রশমিত হয়।

কাস—জ্বরে কাস উপস্থিত হইলে চন্দ্রামৃত রস মধুসহ মাড়িয়া বারম্বার লেহন করিতে দিলে আশু উপকার দর্শে। বাসক পাতার রস, তুলসী পাতার রস, আদার রস সহ মকরধ্বজ ২।৩ বার সেবন করাইলেই সর্ব্বপ্রকার কাস আশু প্রশমিত হয়। শুদ্ধ বাসকের রস মধু সহ পান করিলে কাসোপদ্রব নিবারিত হয়।

দাহ—জ্বরে দাহ উপস্থিত হইলে ষড়ঙ্গ পানীয় প্রভৃতি জ্বর চিকিৎসোক্ত পাচন ও ঔষধের ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাদি—বিকারের রোগীকে গুরুপাক দ্রব্য বা কফবর্দ্ধক দ্রব্য কদাচ দিবে না। অধিক স্নান নিষিদ্ধ। এরোরুট, বার্লি, সাগু, বেদানা, দুই একখানা ইক্ষু ইত্যাদির পথ্য দিবে। কেহ কেহ পেটের অসুখ না থাকিলে দুধসাগুও দিয়া থাকেন। জ্বরত্যাগ হইলে ৪।৫দিন পরে রোগী বেশ সুস্থ থাকিলে অন্নের ব্যবস্থা করিবে। প্রাতে অন্ন ও বৈকালে দুধসাগুর ব্যবস্থা করিবে। পরে সহ্য হইলে দুইবেলা ভাত বা অন্য পথ্যের ব্যবস্থা করা যায়।

বিষমজ্বর ও তাহার কারণ।

বিধিমত চিকিৎসা না করিয়া যদি কোন উগ্রবীর্য্য ঔষধ দ্বারা জ্বর বন্ধ করা যায় তাহা হইলে জ্বরোৎপাদক দোষগুলি সমূলে বিনষ্ট না হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকে পরে আহার বিহার দোষে উহা প্রবল হইয়া কোন ধাতুকে আশ্রয় করতঃ বিষমজ্বর উৎপাদন করে। ইহাই সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক তৃতীয়ক ও চতুর্থকাদি নামে অভিহিত হয়। দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত, রক্তস্থ হইয়া সতত, মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক এবং অস্থি মজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে।

সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বরই সান্নিপাতিক অর্থাৎ ত্রিদোষোৎপন্ন, তাহাদের মধ্যে যে জ্বরে যে দোষের আধিক্য দেখা যায় সেই দোষেরই চিকিৎসা করিতে হয়। কিন্তু অন্যান্য দোষেরও গৌণভাবে চিকিৎসা না করিলে রোগ আরোগ্য করা দুষ্কর।

সন্তত জ্বরের চিকিৎসা—এই জ্বর অনেকদিন একজ্বর অবস্থায় থাকে।

পরে বিচ্ছেদ হইয়া আবার আক্রমণ করে। ইহার ভোগ অনেক দিন হইতে পারে। প্রথম হইতেই এই জ্বর উপস্থিত হইলে তাহাকে রেমিটেণ্ট জ্বর বলে এবং কোন জ্বরের পরিণামে হইলে তাহাকে বিষম জ্বর বলিয়া থাকে। প্রথম হইতে সন্তত জ্বর উপস্থিত হইলে এবং বাতপ্রধান থাকিলে বাতজ্বরের চিকিৎসা, পিত্তপ্রধান থাকিলে পিত্তজ্বরের এবং কফঃপ্রধান থাকিলে কফঃজ্বরের চিকিৎসা চালাইতে হইবে। ঐরূপে চিকিৎসা চালাইয়া ৮ দিনে জ্বর শান্তি না হইলে জ্বর বিকারের চিকিৎসা করিতে হইবে। ২১ দিন পর্য্যন্ত এইরূপ চিকিৎসায় জ্বর না সারিলে পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা করিতে হইবে। শীঘ্র জ্বর সারাইবার পক্ষে নিম্ন লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা বিশেষ উপকারী।

প্রাতে ৬টায় /২॥০ তোলা অমৃতারিষ্ট সেব্য। বৃহৎ কস্তুরীভৈরব ২ বটী ও মকরধ্বজ ২ রতি একত্র মিশাইয়া ৪টী পুরিয়া করতঃ বেলা ৮টা হইতে ৪ঘণ্টা অন্তর ঐ পুরিয়ার একটা আদার রস মিশ্রিসহ সেবন করাইলে জ্বর দুইদিনে আরোগ্য হইবে। তৃতীয়ক (পালাজ্বর) ও চতুর্থক জ্বরের চিকিৎসা ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসার ন্যায়।

পুরাতন জ্বর চিকিৎসা।

অন্য জ্বরের পরিণামে যে সন্তত জ্বর উপস্থিত হয় সেইপ্রকার বিষমজ্বর এবং প্রথম হইতে যে সন্তত জ্বর উপস্থিত হইয়া ২১ দিনের পরও ভোগ হইতে থাকে তাহারাই পুরাতন জ্বরাখ্যা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদেরই চিকিৎসা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

প্রথমতঃ এইপ্রকার জ্বরে বিরেচক ঔষধ দ্বারা জোলাপ দিয়া লইতে হয় এবং আবশ্যক হইলে বমন করানও আবশ্যক হয়। ইহার পর প্রত্যহ তিনবার অমৃতারিষ্ট অর্দ্ধআউন্স মাত্রায় সেবন করিতে হইবে। ইহা ত্রি-

দোষঘ্ন বলিয়া অধিকদিন ব্যবহারে যকৃতের ক্রিয়া ভাল করে এবং শরীরের দূষিত রক্ত বিনষ্ট করিয়া বিশুদ্ধ রক্তোৎপাদন করতঃ বিষমজ্বরকে অতি সুন্দররূপে আরোগ্য করে। তবে কেবলমাত্র এই ঔষধ ব্যবহার করিলেই চলিবে না সঙ্গে সঙ্গে মকরধ্বজও ব্যবহার করিতে হইবে। মকরধ্বজও ত্রিদোষঘ্ন। এবং যখন যে দোষের প্রশমক অনুপান সহ ব্যবহার করা যায় তখন সেই দোষই ইহার দ্বারা প্রশমিত হয়। সেইজন্য বাতপ্রধান বিষমজ্বরে শুঁঠ,গুলঞ্চ ও পিপুল ইহাদের কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ দিবসে একবার ও রাত্রে একবার সেবন করিতে হইবে। সেইরূপ পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে গুলঞ্চের রস সহ অথবা শিউলী পাতার রস ও পটোল বা পটোল পাতার রস সহ দিবসে দুইবার সেবনে পিত্তপ্রধান বিষমজ্বরে উপকার দর্শিবে। কফপ্রধান বিষমজ্বরে বাসকপাতার রস, তুলসী পাতার রস ও আদার রস সহ অথবা গুলঞ্চ ও বাসকের কাথ সহ মকরধ্বজ দিবসে দুই বার সেব্য। এইরূপে ঔষধ ব্যবহারে যদি ১৫।২০ দিনেও জ্বর আরোগ্য না হয় তবে দাস্যাদি পাচন প্রাতে ৬টায়, সুদর্শন চূর্ণ বা জ্বরভৈরব চূর্ণ বেলা ৯টায় বয়স, দোষ ও অগ্নি বিবেচনা পূর্ব্বক ৵০ হইতে।০ আনা পরিমাণে অর্দ্ধ ছটাক শিউলীপাতার রস ও মধুসহ সেব্য। জ্বর বিচ্ছেদে অথবা জ্বরের তাপ যখন কম থাকিবে তখন জ্বরান্তকযোগ ১বটী শিউলীপাতার রস গুলঞ্চের রস ও মধু সহ সেব্য। বৈকালে ৫টায় জ্বর যদি মৃদু থাকে, বায়ু চড়া থাকে, রাত্রে নিদ্রা কম হয় অথবা যকৃতের বা প্লীহার বেদনা থাকে তবে পিপুলমূল চূর্ণ ও মধুসহ নয়পদী জ্বর চূড়ামণি ১বটী সেব্য। আর যদি কফের প্রকোপ বেশী থাকে, একটু কাসও থাকে তবে শ্রীজয়মঙ্গল রস ১বটী জীরাচূর্ণ ও মধুসহ অথবা ৭০ ভাবনার সর্ব্বজ্বরহর লৌহ ১ বটী পুরাতন গুড় ও পিপুলচূর্ণ সহ সেব্য। জ্বরের সহিত উদরাময় থাকিলে পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ ১বটী পিপুল চূর্ণ, হিঙ্গু ও জীরা ভাজা চূর্ণ প্রত্যেকটি ১ রতি

পরিমাণে লইয়া মধুসহ সেব্য। শোথ থাকিলে এই অনুপান সহ শ্বেত পুন র্ণবার রস অৰ্দ্ধ ছটাক মিশাইয়া পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ ১ বটী সেব্য। ইহাতেও উদরাময়ের শান্তি না হইলে প্রাতে ৮টায় আনন্দভৈরব রস ১বটী জীরাভাজা চুর্ণ ৵০ আনা ও মধু সহ সেব্য। উদরাময় থাকিলে সৌভাগ্য বটী ও সুদর্শন চুর্ণ বা জ্বরভৈরব চুর্ণের পরিবর্ত্তে মৃত্যুঞ্জয় রস প্রত্যহ ৩ বটী কাগজীলেবুর রস ও সৈন্ধব সহ এবং দাস্বাদি পাচনের পরিবর্ত্তে অমৃতারিষ্ট ১।০ তোলা মাত্রায় সেব্য। কিন্তু এই রোগে অমৃতারিষ্ট ও মকরধ্বজ বিশেষ ফলপ্রদ হইতে প্রায়ই দেখা যায়।

জীর্ণ জ্বর।

জীর্ণজ্বরের লক্ষণ, নিদান ও চিকিৎসা ঠিক বিষম জ্বরের ন্যায়। পুরাতন বিষম জ্বর ও জীর্ণজ্বরে জ্বরভৈরব তৈল বা মহাকিরাতাদি তৈল শরীরে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পথ্যাদি :—বিষমজ্বরের প্রকোপ বেশী থাকিলে জ্বর হ্রাস না হওয়া পর্য্যন্ত অন্নাদি ভক্ষণ করিতে নাই, তখন নবজ্বরের পথ্যাদির মতই ইহার পথ্য। কিন্তু জ্বরের বেগ হ্রাস প্রাপ্ত হইলে জীর্ণজ্বরে প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, ক্ষুদ্র শুভ্র মৎস্যের ঝোল, মুগের ডাল, ভাল তরকারীর ডাল্না বৈকালে দুধ সাগু বা দুধ ও আটার রুটী বা তরকারী ও আটার রুটী ব্যবস্থেয়। শীতল জলে স্নান, অধিক পরিশ্রম, দিবানিদ্রা, রৌদ্রসেবা ও মৈথুন নিষিদ্ধ। একপাতে দুধ ও মৎস্য খাওয়া নিষিদ্ধ।

ম্যালেরিয়া জ্বর।

ম্যালেরিয়া জ্বর শীত ও কম্প দিয়া আরম্ভ হয়। জ্বরের সময় অত্যন্ত জ্বালাপোড়া করে, শিরঃবেদনা হয় এবং জ্বর ছাড়িবার সময়ে প্রভূত ঘাম হয়

এই জ্বরের বিষ শরীরে একবার প্রবেশ করিলে ইহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুষ্কর। ইহাতে রোগী বার বার জ্বরাক্রান্ত হইয়া হতাশ হইয়া পড়ে; তখন যাহা ইচ্ছা তাহাই খায় এবং চিকিৎসায়ও আর আস্থা থাকে না। এইরূপে যকৃত শক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা বর্দ্ধিত হয় এবং রোগী ক্রমে ক্রমে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

চিকিৎসা :—যখন জ্বর কমিতে থাকে বা ছাড়িয়া যায় সেই বিরাম অবস্থায় অমৃতারিষ্ট ১।০ তোলার সহিত জ্বরান্তকযোগ বয়সানুযায়ী ১, ।।০ বা সিকি বটী দুইঘণ্টা অন্তর তিনবার সেবন করিতে হইবে। এইরূপে আরও দুইদিন ঐরূপ অবস্থায় তিনবার করিয়া সেব্য। রোগী একেবারে বিজ্বর হইলে অন্নপথ্য করিতে দিবে। কিন্তু প্রতিদিন প্রাতে অমৃতারিষ্ট সহ জ্বরান্তকযোগ বটী দুই সপ্তাহকাল সেবন করিতে হইবে। ইহাতে জ্বর বন্ধ না হইলে প্রাতে ঐ ঔষধ ও বেলা ৩টায় ৭০ ভাবনার সর্ব্বজ্বরহর লৌহ ১ বটী অর্দ্ধছটাক শিউলীপাতার রস, পিপুল চূর্ণ ৩ রতি ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতেও উপকার না হইলে প্রাতে ও ৩টায় সর্ব্বজ্বর-হর লৌহ ঐ অনুপানে এবং বেলা ৮।৯ টার সময় জ্বর ভৈরব চূর্ণ বা সুদর্শন চূর্ণ ১ মাত্রা গরমজল সহ সেবন করিতে দিবে।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধগুলির ব্যবস্থা করিয়া প্লীহা যকৃতের জন্য বয়স্কদিগের জন্য অভয়া লবণ ।।০ ও বালকদিগের জন্য গুড়পিপ্পলী ৵০ বা ।০আনা মাত্রায় প্রাতে গরমজলসহ ব্যবস্থা করিবে। পেটের অসুখ থাকিলে অভয়ালবণের পরিবর্ত্তে মহাশঙ্খ দ্রাবক ৩ ফোটা করিয়া পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি প্রাতে ও বৈকালে জলসহ সেবন করিবে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া যখন রোগীর রক্ত খারাপ হইয়া যায় তখন অমৃতারিষ্টের পরিবর্ত্তে সারিবাদ্যারিষ্ট সেবন করান উচিত।

পথ্যাদি—পুরাতন জ্বরের ন্যায়।

প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর।

প্লীহা উদরের বামপার্শ্বে ও যকৃৎ দক্ষিণপার্শ্বে পঞ্জরের নীচে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরই প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধির প্রধান কারণ। এই রোগে নাড়ীতে সর্ব্বদাই জ্বর থাকে এবং সেই জ্বর সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠে। প্রথম হইতে ভালরূপ চিকিৎসা করিলে এই রোগ নিরাময় হইতে পারে বটে কিন্তু ইহাতে দীর্ঘকাল চিকিৎসার প্রয়োজন। কুচিকিৎসায় সাময়িক উন্নতি দেখা গেলেও প্রায়ই শেষে কুফল প্রসূত হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—এই রোগে পঞ্চানন রস, বৃহৎ লোকনাথ রস, অমৃতারিষ্ট মকরধ্বজ, জ্বরান্তক যোগ উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অনুপানসহ ব্যবহৃত হইলে আশ্চর্য্য ফল দর্শায়। ইহাতে প্রাতে ৬টায় ও বৈকাল ৫টায় অমৃতারিষ্ট সেবন করিতে দিবে; প্রাতে ৮টায় বৃহৎ লোকনাথ রস ২ রতি গুলঞ্চের রস ও মধুসহ এবং রাত্রি ৮টায় পঞ্চানন রস ১ বটী দারুহরিদ্রা ঘষা ২তোলা ও মধু সহ সেব্য। বেলা ৪টায় মকরধ্বজ পুরাতন গুড়, পিপুল চূর্ণ, মধু বা মনসাপাতার রস ২ফোঁটা ও আদার রস সহ প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে। একমাস এই নিয়মে ঔষধ ব্যবহার করিলে প্লীহা, ও যকৃৎ রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। এই রোগে যাহাতে প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে জাঙ্গী হরিতকী চূর্ণ ।০ আনা ও বিটলবণ ⁄০ আনা মকরধ্বজ সহ সেবন করাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবে এবং প্লীহা ও যকৃৎ উভয়েরই উপকার দর্শিবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ঔষধ ব্যবহারেও যদি উপকার না হয় তাহা হইলে প্রাতে অমৃতারিষ্টের পরিবর্ত্তে অভয়া লবণ ।০ আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গরমজল সহ এবং ৮টায় ৭০ ভাবনার বৃহৎ সর্ব্ব-জ্বরহর লৌহ বা জয়মঙ্গল রস বা নয়পদী জ্বর চূড়ামণি পুরাতন গুড় ও

পিপুলচুর্ণ সহ বৃহৎ লোকনাথ রসের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করাইবে, অন্যান্য ঔষধ পূর্ব্বনিয়মে চলিবে।

বালক-বালিকাদিগের পক্ষে বৃহৎ গুড়পিপ্পলী এই রোগে উত্তম ঔষধ, মাত্রা ৵০ আনা, কিন্তু উদরাময় থাকিলে অভয়া লবণ বা গুড়পিপলী না দিয়া মহাশঙ্খ দ্রাবক ১ বা ২ ফোঁটা (৮ হইতে ১৫ বৎসর বয়স্ক ২ ফোঁটা, ৮ বৎসরের নিম্নে ১ ফোঁটা) মাত্রায় অর্দ্ধছটাক শীতলজল সহ দুইবার ও পুটপাক বিষমজ্বরান্তক লৌহ ভাজা জীরা চুর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। প্লীহা জ্বরের সঙ্গে পেটের অসুখ থাকিলে বা আমাশয় থাকিলে মহাশঙ্খদ্রাবক অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে। যকৃতের জন্য যকৃদরি লৌহ ও চিত্রকাদি লৌহ অতি উত্তম ঔষধ। যকৃতের বেদনা থাকিলে যকৃৎ স্থলে তার্পিণ তৈল মালিস করিয়া উষ্ণজলের স্বেদ দিলে উপকারী হয় বা তিসির পুলটিস প্রতিদিন গরম গরম ৩.৪ বার লাগাইলে বেশ উপকার হয়।

জ্বরে শোথ থাকিলে শ্বেত পুনর্ণবার রস ও মধুসহ মকরধ্বজ সেবনীয়। পুনর্ণবারিষ্ট শোথের বিশেষ উপকারী। শোথ সংযুক্ত প্লীহা ও যকৃৎ-রোগীর পক্ষে ইহা একটি মহৌষধ কারণ কোষ্ঠশুদ্ধি ও প্রস্রাব হইলে এই রোগের প্রভূত শান্তি হয়।

পথ্যাদি:—জ্বরের প্রবলাবস্থায় নূতন জ্বরের পথ্যাদি এবং অল্প জ্বর থাকিলে বিষমজ্বরোক্ত পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে। সকলপ্রকার ভাজা দ্রব্য ও উগ্রবীর্য্য দ্রব্যাদি সেবন নিষিদ্ধ। পেটের অসুখ থাকিলে দুগ্ধ দিবে না নতুবা বকা দুগ্ধ উপকার ব্যতীত অপকার করে না তবে মৎস্য ও দুগ্ধ একপাতে ভোজন নিষিদ্ধ। দুগ্ধের সহিত কিছু চুণের জল মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। অধিক পরিশ্রম, অনিদ্রা, রাত্রিজাগরণ, ও মৈথুন একেবারে নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় মদ্য ব্যবহারে অনেক সময়ে যকৃৎ পাকিয়া উঠে।

হামজ্বর।

এই জ্বরের প্রথমাবস্থায় অত্যন্ত গাত্র বেদনা থাকে এবং সাধারণতঃ এই জ্বরে কোন প্রকারের ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না। তবে যাহাতে কাস ও উদরাময় উপদ্রবরূপে উপস্থিত না হয় সেদিক বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হামজ্বরে মকরধ্বজ ভিন্ন অন্য কোন ঔষধ ব্যবহার করা উচিত নহে। এই জ্বরে যে যে অবস্থায় যে যে অনুপানসহ মকরধ্বজ ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত গাত্র বেদনা থাকিলে বেলপাতার রস, আদার রস ও মধুসহ মকরধ্বজ দিবে, ইহাতে উপসর্গ ও শ্লেষ্মার উপকার হইবে।

একটু কাস দেখা দিলে বাসকপাতার রস, তুলসীপাতার রস ও মধুসহ মকরধ্বজ দিবে। উদরাময় থাকিলে মুথার রস ও মধুসহ, রক্তামাশয় বা সাদা আমাশয়ে কুটজের রস ও মধুসহ অথবা ডালিমের কুঁড়ি ও মধুসহ মকরধ্বজ দিবে। রোগীর বক্ষঃ স্থলে সর্ব্বদা গরম রাখিতে হইবে নতুবা নিউমোনিয়া বা ফুস ফুস প্রদাহ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। কাস দেখা দিলেই বক্ষে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিতে দিবে। হাম মিলাইয়া যাইবার পর ও জ্বর প্রবলাবস্থায় থাকিলে অবস্থানুসারে সাধারণ জ্বরের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে।

বসন্ত।

নানা কারণে পিত্ত ও শ্লেষ্মা দূষিত হইয়া শোনিতের সহিত মিলিত হইয়া দেহে মসূরের মত যে ফুস্কুড়ি উৎপাদন করে তাহাকে মসূরিকা বা বসন্ত রোগ বলে। বসন্ত হইবার আগে দেহ বিবর্ণ হয়, চর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, গাত্রে বেদনা হয়, আহারে অনিচ্ছা, জ্বর ও কণ্ডু উপস্থিত হয়। পিত্ত জনিত বসন্ত রোগে ফুস্কুড়িগুলি রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ

মিশ্রবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। তরল মল নির্গম, তৃষ্ণা ও জ্বর হয় এবং রোগী যাতনায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া থাকে। নিম্বাদির ক্বাথ, খদির ও নিম্বের প্রলেপ এই মসূরিকার বিলক্ষণ শান্তি কর।

বাতিক বসন্ত রোগে ফুস্কুড়িগুলি কঠিন ও কৃষ্ণ পীত মিশ্রিত বর্ণযুক্ত হয়। দেহে কম্প ও বেদনা এবং রোগীর তৃষ্ণা, অরুচি, কাস প্রভৃতি শীঘ্রই উপস্থিত হয়। দশমূলাদি ক্বাথ এই মসূরিকার শান্তিকর হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক বসন্ত রোগে ফুস্কুড়িগুলি শ্বেতবর্ণ, কণ্ডুযুক্ত ও স্থূল হয় এবং ইহাতে রোগীর স্তৈমিত্য জন্মে এবং শ্লেষ্মা হেতু দেহের গুরুত্ব, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতি উপস্থিত হয়। দুরালভাদির ক্বাথ শিরীষ ও যজ্ঞ ডুম্বুরের প্রলেপ শ্লৈষ্মিক মসূরিকার শান্তিকর। সন্নিপাতিক বসন্তে ফুস্কুড়িগুলি চিপিটকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যভাগ নিম্ন হয় এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। এই ফুস্কুড়িগুলি অনেক বিলম্বে পাকে এবং পূঁজ নির্গত হইতে থাকে। রসাদির ক্বাথ, খদিরাষ্টক, সর্ব্বতো ভদ্র রস, দুর্লভ রস, ইন্দুকলা বটী ও এলাদ্যরিষ্ট এই মসূরিকা নিরাময় করে।

শুক্লবর্ণ জল বিম্বের ন্যায় ফুস্কুড়ি উৎপন্ন হইলে এবং তাহা ফাটিয়া জল পড়িলে অর্থাৎ জলের ন্যায় রস নির্গত হইলে তাহাকে জল বসন্ত বা পানি বসন্ত বা ত্বকগত মসূরিকা বলে। কজ্জলী বা মকরধ্বজ বসন্তে যেরূপ হিতকর অন্য কোন ঔষধ সেরূপ নহে। ইহা যেমন বসন্ত রোগ প্রতিষেধক সেইরূপ বসন্ত রোগ বিনাশক। বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রত্যেকের ১ রতি মাত্রায় মকরধ্বজ উচ্ছেপাতার রস ও মধুসহ অথবা বেলপাতার রস কিম্বা তুলসীপাতার রস ও মধুসহ ব্যবহারে বসন্তের ভয় থাকে না। এই রোগের অনেক উপসর্গেই মকরধ্বজ ব্যবহৃত হয় এবং রোগের মগ্নাবস্থায় মৃগনাভিসহ মকরধ্বজ ইহার একমাত্র ঔষধ।

নাসাজ্বর।

বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া মস্তকে রক্ত উঠিয়া সেই রক্ত নাসার মধ্যে সঞ্চিত হইয়া নাসা ও নাসাজ্বর উপস্থিত হয়। কাহারও নাসিকার মধ্যে রশুনের গোলার ন্যায় স্ফোটক হয় কাহারও তাহা হয় না। মস্তিষ্কে রক্ত উঠিয়া এই রোগ হয় বলিয়া রুক্ষ ক্রিয়া ইহাতে হিতকরী নয়। জ্বর থাকিলে দুই একদিন অন্নাহার ও স্নান বন্ধ দেওয়াই যথেষ্ট। রশুনের গোলার ন্যায় স্ফোটক হইলে উহা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলেই সকল উপসর্গের অবসান হয়। এইরূপ মোক্ষণের পরই স্নান করা বা মস্তকে জল দেওয়া উচিত। জ্বর থাকিলে বা প্রবল মাথাধরা থাকিলে শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণসহ মকরধ্বজ ব্যবহার করিবে। নাসাজ্বরে অমৃতারিষ্ট ও মহৌষধ। চন্দ্রামৃত লৌহ, চন্দনাদি লৌহ তুলসীপাতার রস ও মিশ্রিসহ এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। চিত্রক হরিতকী এই রোগের সর্ব্বপ্রধান ও অব্যর্থ মহৌষধ। নাসা মিলাইয়া যাওয়ার পরও যদি জ্বর প্রবল থাকে তাহা হইলে অবস্থানুসারে সাধারণ জ্বরের চিকিৎসা করিতে হইবে।

অন্যান্য জ্বর।

শ্লীপদ জ্বরে (গোদ জনিত জ্বরে) এরণ্ড তৈল দ্বারা মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিবে এবং শ্বেত পুনর্ণবা, ত্রিফলা ও পিপুল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ বা ক্বাথসহ মকরধ্বজ প্রত্যহ তিনবার সেব্য। নিত্যানন্দ রস, সারিবাদ্যরিষ্ট, কামেশ্বর মোদক এই রোগের মহৌষধ। এই সকল ঔষধ নিয়মিত সেবন, কোষ্ঠ শুদ্ধি এবং স্ফীত পদে নিম্নলিখিত প্রলেপ দিলে বেশ উপকার দর্শে। ধুতুরার শিকড়, ধুতুরাপাতার রস, শ্বেত পুনর্ণবা, এরণ্ডমূল, শুঁঠ নিসিন্দাপত্র ও শ্বেত সর্ষপ কাঁজির সহিত বাটীয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ

দিলে উপকার হয়। কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য হরিতকী খণ্ড বা সুকুমার মোদক এর ব্যবস্থা করিবে।

একশিরা, বা বৃদ্ধি জ্বরে পূর্ণিমা, আমাবস্যা প্রভৃতি জো (জোয়ার) উপলক্ষে একটী অণ্ডকোষ বৃদ্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে জ্বর ও হইয়া থাকে। এই জ্বরে মকরধ্বজ শ্বেত পুনর্ণবার রস, ত্রিফলা চূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। নিত্যানন্দ রস, সারিবাদ্যারিষ্ট ও কামেশ্বর মোদক এই পীড়ায় মহৌষধ। এই সকল ঔষধ ৩।৫ মাস ব্যবহারে ও না সারিলে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন। এই রোগে প্রত্যহ কোষ্ঠ শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। লেঙ্গট ব্যবহারে এই রোগ অনেকটা প্রশমিত থাকে। নিত্য কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্য হরিতকী ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পথ্যাদিঃ—প্রাতে সুসিদ্ধ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, তরকারী ইত্যাদি ও বৈকালে আটার রুটি ও তরকারী। কফ বদ্ধক খাদ্য নিষিদ্ধ। অধিক পথ পর্য্যাটন, অশ্বারোহন, ব্যায়াম, মৈথুন, উপবাস, ও দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ। পূর্ণিমা, আমাবস্যার নিশিপালন এবং একাদশীর উপবাস করা কর্ত্তব্য। করিলে উপদ্রবের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা থাকে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অতিসার রোগের লক্ষণ।

নানাবিধ গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, সংযোগ বিরুদ্ধদ্রব্য ভোজন, অপরিষ্কৃত ও দূষিত জলপান, ভয়, শোক, উপর্য্যপরি আকণ্ঠ ভোজন, মলমূত্রের বেগ ধারণ এই সকল কারণে মুহুর্মুহু তরল ভেদ হইলে তাহাকে অতিসার

কহে। ইহার সহিত রক্ত যোগ থাকিলে তাহাকে রক্তাতিসার এবং জ্বর যোগ থাকিলে তাহাকে জ্বরাতিসার কহে। এই ত্রিবিধি অতিসারেই পেটের কাম্‌ড়ানি, কন্‌কনানি ও শূলনি বিদ্যমান থাকে।

চিকিৎসা :—জায়ফল বটীকা নাভিদেশে প্রলেপ দিলে অতি দুশ্চিকিৎস্য অতিসার ও নিবারিত হয়। কুটজ পুটপাক রস, আনন্দ ভৈরব রস ও কর্পূর রস এই রোগে বিশেষ উপকারী। নারায়ণ চূর্ণ রক্তাতিসারের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই রোগে স্নান, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, গুরুসিদ্ধ বা অতি ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নি সন্তাপ একেবারে বর্জ্জনীয়।

গ্রহণী রোগের লক্ষণ।

অতিসার রোগের সম্পূর্ণ শান্তি না হইলে, তাহার উপশম না হইতে হইতেই পথ্যাদি করিলে, মন্দাগ্নিবান ব্যক্তি অতি ভোজন করিলে অগ্নি পুনর্ব্বার সংদুষিত হইয়া গ্রহণী নামক নাড়ীকে দূষিত করিয়া ফেলে বলিয়াই গ্রহণী রোগের উৎপত্তি হয়। বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মাজ, ত্রিদোষজ ও সংগ্রহ ভেদে গ্রহণী পাঁচ প্রকার। বাতজগ্রহণীতে সহজে অন্ন পরিপাক হয় না, কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক হয় অন্নে অস্পৃহা, তৃষ্ণা, কৃশতা ও দুর্ব্বলতা, মুখের বৈরস্য, মনের অবসাদ, বিবিধ রসযুক্ত দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছা, পার্শ্ব, উরু, বক্ষ ও গ্রীবাতে বেদনা, অম্লপাক, কর্ণে নানাবিধ শব্দ, মলদ্বারে বেদনা, দৃষ্টিশক্তির হীনতা, আহার্য্য বস্তু জীর্ণ হইলে উদরে বেদনা, আহার করিলেই স্বাস্থ্যানুভূতি ও কখন শুষ্ক কখন বা অপক্ক তরল ফেনযুক্ত মল পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। ইহাতে শ্বাস, কাস, প্লীহাদি রোগ ও জন্মিবার সম্ভাবনা। পিত্ত জনিত গ্রহণীতে মলের রং পীত ও নীলাভ, কোষ্ঠ প্রদেশে ও হৃদয়ে দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, সর্ব্বদা অম্ল দুর্গন্ধযুক্ত উদ্গার উঠা শ্লেষ্মা জনিত গ্রহণীতে বমি, অরুচি, মুখমাধুর্য্য, মুখের লিপ্ততা, হৃদয়ের ও উদরের গুরুত্ব, নাসাস্রাব, মধুর

উদ্গার ও শ্লেষ্মাদি মিশ্রিত অপক্ক মল নির্গত হয় এবং রোগীকে শীঘ্র দুর্ব্বল অলস ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ত্রিদোষজ গ্রহণীতে উপরোক্ত ত্রিবিধ গ্রহণীর লক্ষণই বিদ্যমান থাকে। সংগ্রহ গ্রহণী নির্ণয় করা দুসাধ্য এবং উহা বিশেষরূপে উপশমিত হয় না। এই রোগ দিবাভাগে প্রবল ও রাত্রিতে শান্ত হয়, মল তরল, শ্বেতবর্ণ, পিচ্ছিল, স্নেহযুক্ত ও অপক হয়। প্রত্যহ বা ১০।১২।১৫ দিন পরে কিম্বা মাসান্তে ঐরূপ মল নির্গত হইয়া থাকে এবং নির্গম সময়ে গুহ্যদেশে ও কটিতে বেদনা অনুভূত হয়।

চিকিৎসা:—লঙ্ঘনাদি দ্বারা প্রথমে ইহার আম পাক করাইতে হয়। তক্র ইহাতে বিশেষ উপকারী। ইহাতে গ্রহণী মিহির তৈল অভ্যঙ্গ করিতে হয়। বৃহল্লবঙ্গাদ্য চূর্ণ, কামেশ্বর মোদক ও নৃপতি বল্লভ রস ইহাতে সেবন করাইতে হয়। সংগ্রহ গ্রহণীর পক্ষে মদনানন্দ মোদক ব্যবহার্য্য।

ক্রিমি রোগের লক্ষণ।

অজীর্ণাবস্থায় পিষ্টক ভোজন, গুড়, শাকসব্জী, মধুর দ্রব্য ও অম্ল দ্রব্য ইত্যাদি ভোজন, শ্রমাভাব, দিবানিদ্রা, বিরুদ্ধ ভোজন ইত্যাদি নানাবিধ কারণে ক্রিমি রোগ উৎপন্ন হয়। উদরের বেদনা বা কামড়ানি, গা বমি বমি করা, মুখে জল উঠা, গাত্র কুণ্ডু, মধ্যে মধ্যে মল বন্ধ থাকা, নিদ্রাবস্থায় দাঁত কড়মড় করা, পেটফাঁপা, নাসাগ্র ভাগ চুলকান, চক্ষু ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করা, নিদ্রাবস্থায় বকা এই সমস্ত ক্রিমি রোগের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিমি হইয়া অধিক কাল স্থায়ী হইলে ক্রিমি শূল হইয়া থাকে।

চিকিৎসা:—বিড়ঙ্গ চূর্ণ ক্রিমির উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া ইহাকে ক্রিমি ঘাতিনী বলা হয়। বিড়ঙ্গঘৃত সেবন করিলে বাহ্যাভ্যন্তরজ সমস্ত ক্রিমি নষ্ট হয়। বিড়ঙ্গঘৃত পারিভদ্রাবলেহ ও ক্রিমি মুদ্গর রস এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

রক্ত পিত্ত রোগের লক্ষণ।

অধিক রৌদ্র সম্ভোগ, গুরু পরিশ্রম, শোক, অতিসঙ্গম, উষ্ণ, ক্ষার, তীক্ষ্ণ অম্ল, কটু প্রভৃতি আস্বাদযুক্ত দ্রব্য অধিক ভোজনাদি কারণে পিত্ত দগ্ধ হইয়া রক্তের সহিত যোগ হইলেই তাহাকে ঋষিগণ রক্ত পিত্ত রোগ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাতে রক্ত বমন, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব, বক্ষঃ স্থল ভার, জ্বর, অরুচি, দেহ শীর্ণ, দুর্ব্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। যদি রোগীর মলদ্বার বা লিঙ্গদ্বার এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসা, মুখ ও লোমকূপ এই সকল দ্বার দিয়া শোনিত স্রাব হয় তাহা ঊর্দ্ধগ জনিতই হউক বা অধোগ জনিতই হউক রোগীর মৃত্যু সন্নিকট জানিবে।

চিকিৎসা :—রোগী বলবান ও আহার ক্ষম হইলে প্রথমেই রক্ত বন্ধ করিতে নাই। এই রোগে বাসক ছালের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রায় দেখা যায় না। ইহাতে এলাদি গুড়িকা, দূর্ব্বাদ্য ঘৃত ও কুষ্মাণ্ডঘৃত ব্যবহার ব্যবহার করিতে হয়। কপর্দ্দক রস, রসামৃত রস, রক্ত পিত্তান্তক রস, অর্কেশ্বর রস ও শর্করাদি লৌহ এই রোগে সবিশেষ উপকারী।

অর্শ রোগ।

রুক্ষ ও লঘুভোজন, উপবাস, মদ্যপান, অগ্নিসন্তাপ, পরিশ্রমবর্জ্জন, দিবানিদ্রা, আলস্য প্রভৃতি কারণে অর্শরোগ উৎপন্ন হয়। পিতামাতার এই রোগ থাকিলে সন্তানে প্রায়ই এই রোগ হইতে দেখা যায়। গুহ্য নাড়ীতে তিনটী শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় আবর্ত্ত আছে তাহাকেই বলি বলে। গুহ্যদ্বার সমীপস্থ বলিকে বাহ্য বলি বলে, মধ্যের বলিকে মধ্যবলি ও তদূর্দ্ধ বলিকে অন্তব লি বলা হয়। বলিত্রয়ে যে মাংসাঙ্কুর জন্মে তাহাকে অর্শ বলা হয়। সর্ব্বপ্রকার বায়ু, পিত্ত, কফ, ত্বক, মাংস, রক্ত, মেদ প্রভৃতি কুপিত হইয়া অর্শরোগ জন্মায়। অতএব তাহা অতিশয় কষ্ট-

দায়ক, বহুরোগোৎপাদক এবং দুশ্চিকিৎস্য। অর্শ হইতে না জন্মিতে পারে এমন রোগই নাই। "অর্শাংসি বহুবিঘ্নানি বহুরোগ করানি চঃ।"

চিকিৎসাঃ—যে সকল খাদ্য, ঔষধ ও অনুপান বায়ুর অনুলোম সাধন করতঃ অগ্নির দীপ্তি ও বলবৃদ্ধি করিয়া পিত্তপ্রশমন করে তাহাই অর্শরোগের পক্ষে হিতকর। অর্শে গেঁজ জন্মিলে মনসাসীজের আঠার সহিত কিঞ্চিৎ হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বলির গেঁজের মুখে লাগাইয়া দিলে গেঁজটী খসিয়া পড়ে। ঘা হইলে বহুরের ননী প্রযোজ্য কিন্তু ঘা করিয়া লওয়া উচিত নহে।

গাঁদা ফুলের পাতার রস ১ তোলা ও কাশীর চিনি অর্দ্ধতোলাসহ মকরধ্বজ দিবসে দুইবার সেবন করিলে অর্শের বিশেষ উপকার হয়। অর্শ রোগে রক্তস্রাব হইতে থাকিলে মাখন মিশ্রিসহ অথবা কৃষ্ণতিলের শাঁস বাটীয়া মিশ্রিসহ মকরধ্বজ ২।৩ বার সেবনে বেশ ফল দর্শে। রক্তস্রাব খুব বেশী পরিমাণে হইলে নাগ কেশরের রেণু ⁄১০ আনা ও মাখন মিশ্রি প্রত্যেকটা ।০ আনা সহ মকরধ্বজ সেবন করিলে অর্শের রক্তপাত আশু নিবারিত হয়। ইহার ন্যায় ঔষধ অর্শের আর নাই। অর্শ রোগে কোষ্ঠ বদ্ধতা থাকিলে ওলকচু চূর্ণ ⁄১০ আনা বা ।০ আনা ও মিশ্রিসহ মকরধ্বজ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় ও অর্শের উপকার দর্শে। যমানীর চূর্ণ ও বিট লবণ বাটিয়া শীতল জলসহ বা ঘোলসহ মকরধ্বজ সেবনে উপকার দর্শে। সচরাচর এই রোগে জোলাপ দেওয়া ভাল নহে, গ্লিসারিনের পিচকারী দেওয়াও বরং ভাল। প্রত্যহ একমুষ্টি বা অর্দ্ধমুষ্টি কাঁচা চাউল খাইলেও রক্তস্রাব বন্ধ হয়। প্রাণদা গুড়িকা, বৃহৎ চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা, বহুশাল গুড় এই রোগে সর্ব্বদা ব্যবহৃত মহৌষধ। পূর্ব্বোক্ত দুইটীর অনুপান হরিতকী ভিজান জল ও মিশ্রি। অর্শোহরি মণ্ডুর ও শূরণ মোদকও এই রোগে মহৌষধ।

ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সর্দ্দি জ্বর।

সর্দ্দি জ্বর সামান্য হইলেও ইহা হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, কাস রোগ এমন কি ক্ষয় রোগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সর্দ্দি হইলে মোটা বা গরম বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদিত ও পায়ে মোজা দিয়া সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু ও মুক্ত আলোতে থাকিবে। সর্দ্দি হইবার উপক্রম হইয়াছে, মাথা ভার হইয়াছে নাক ছেচিতেছে, গলা খুস খুস করিতেছে, অনবরত হাঁচি হইতেছে সেই সময় চন্দ্রামৃত রস বা কফ চিন্তামনি ১ বটী মিশ্রিসহ চুষিয়া খাইলে আর সর্দ্দি হইবে না। সর্দ্দি হইবার উপক্রমে নস্য গ্রহণে ও চা বা গরম জল পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

তুলসীপাতার রস, পানের রস ও সৈন্ধব লবণ সহ ১ রতি মকরধ্বজ সেবনে সর্দ্দি, কাসি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রশমিত হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা হইলে পানের রস, আদার রস ও তুলসীপাতার রসসহ মকরধ্বজ ও চন্দ্রামৃত রস বা কফ চিন্তামনি দিবসে ৩।৪ বার সেব্য। মুক্ত বাতাস ও আলো এই রোগে বিশেষ উপকারী এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম এই রোগে বিশেষ প্রয়োজন। ইনফ্লুয়েঞ্জায় লক্ষ্মীবিলাস রস, কফকেতু ও কফচিন্তামনি প্রসিদ্ধ মহৌষধ। ইহার ১ বটী পান ও আদার রস ও সৈন্ধব বা পিপুল চূর্ণ ও মধুসহ সেব্য। পান ও বাসকপাতার রসের সহিত চন্দ্রামৃত রস ১ বটী ও মৃত্যুঞ্জয় রস ৩ বটী ৩ বার সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। সর্দ্দিতে কদাচ স্ত্রীসহবাস করিবে না।

পথ্য :—লঙ্ঘন ও লঘুপথ্য বিশেষ উপকারী। সাগু, এরোরুট প্রভৃতি পথ্য করিবে। জ্বর ত্যাগের দুইদিন পরে অন্ন পথ্য বিধেয়।

কাস রোগ।

কাস রোগ পাঁচ প্রকার যথা বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্ষতজ ও ক্ষয়জ। বাতজ কাসে শ্লেষ্মা রহিত শুষ্ককাস, গাঢ় অল্প কফ নির্গম, স্বর ভঙ্গ ইত্যাদি,

উপস্থিত হয়। পিত্তজ কাসে বক্ষে দাহ, মুখ শোষ ও মুখের তিক্ততা জ্বর লক্ষণ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ কাসে কাসকালে গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গম, মুখ সর্ব্বদা কফ লিপ্ত থাকে। বিশেষ কোন কারণে বক্ষঃ ক্ষত হইলে বায়ু সেই ক্ষতকে অবলম্বন করিয়া যে কাস উৎপাদন করে তাহাকে ক্ষতজ কাস বলে। এই কাসে প্রথমে শুষ্ক কাস হয় পরে রক্ত পড়িতে থাকে, শেষে কবুতরের কুজনের ন্যায় বক্ষে শব্দ হয়। ক্ষয়জ কাসে রোগীর দেহে শূল বিদ্ধবৎ বেদনা, জ্বর, দাহ, মোহ ও দুর্ব্বলতা, ধাতু শোষ জন্য বলের হ্রাস মাংসের ক্ষীণতা ও কাসের সহিত পুঁজ মিশ্রিত শোনিত নির্গত হয়। অনিয়মিত ও অসময়ে ভোজন, অতিরিক্ত সহবাস, মলমুত্রের বেগ ধারণ ইত্যাদি কারণে অগ্নি দুষিত হইয়া বায়ু, পিত্ত, কফ দুষিত হইলেই এই ক্ষয়জ কাস জন্মাইয়া থাকে। জড়তা নিবন্ধন বৃদ্ধাবস্থায় যে কাস হয় তাহা সম্পুর্ণরূপে প্রশমিত না হইলেও সুচিকিৎসা দ্বারা যাপ্য অবস্থায় থাকে এবং উপসর্গগুলি কমিয়া যায়। এই কাসে চ্যবণ প্রাসই মহৌষধ।

চিকিৎসা :—মুখে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট গঁদ ও মিশ্রি বা লবঙ্গ, কাবাব চিনি রাখিলে কাসের উপকার হয়। প্রবল কাসের সময় তালীশাদি চূর্ণ লেহন করিলে কাস প্রশমিত হয়। বৃহৎ খদির বটিকা মুখে রাখিলে কাস তৎক্ষণাৎ দমিত হয়।

যষ্টিমধুর ক্বাথ বা চুর্ণ সহ মকরধ্বজ সেবনে কাস রোগে উপকার হয়। বাসকের রস, আদার রস, পানের রস লোহাদাগ করিয়া মকরধ্বজ সেবনে বিশেষ উপকার হয়। পিপুল চুর্ণ ও বচচুর্ণ সহ মকরধ্বজ সেবনেও ঐরূপ ফল হয়। কণ্টকারির ক্বাথ বা বাসকের ক্বাথসহ মকরধ্বজ সেবনে অনেক প্রকার কাস প্রশমিত হয়।

কাস পুরাতন হইলে অথবা মধ্যে মধ্যে কাসে কষ্ট পাইতে থাকিলে চ্যবনপ্রাস অর্দ্ধতোলা ২ ফোঁটা মধুসহ সেবন করিয়া ছাগী দুগ্ধ অভাবে গো-

দুগ্ধ পান করিবে। অথবা শুদ্ধ ২ কৌটা মধুসহ প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে চ্যবনপ্রাস সেব্য। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে চ্যবনপ্রাস সহ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট সেবন করিলে কোষ্ঠ শুদ্ধিও কাসের উপকার হইবে। মহাদ্রাক্ষারিষ্ট সেবন করিলে একবেলা চ্যবনপ্রাস এবং অন্যবেলা ১আঃ অরিষ্ট সেব্য।

চন্দ্রামৃত রস মিশ্রিসহ চুষিয়া খাইলে বা বাসকপাতার রস ও মধুসহ সেবন করিলে অথবা বাসক, গুলঞ্চ, বমন হাটী মুথা কন্টকারী প্রভৃতির কাথ সহ সেবনে সর্ব্ববিধ কাস প্রশমিত হয়। ইহাতেও কাসের উপশম না পাইলে কণকাসব সেবনে নিশ্চয় উপকার দর্শে। কাস লক্ষী বিলাস রস, শৃঙ্গারাভ্র ও অত্যধিক কফে সার্ব্বভৌম রস এই রোগের মহৌষধ অনুপান আদার রস, পানের রস ও মধু।

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস ও বসন্ততিলক ক্ষতজ কাসের প্রধান ঔষধ। অনুপান বাসকপাতার রস, তুলসীপাতার রস ও মধু। কাসের সহিত জ্বর বিদ্যমান থাকিলে সাধারণতঃ কাসের শান্তি হইলে জ্বরের ও শান্তি হয়; তথাপি জ্বর নিবারণার্থ বৃহৎ সর্ব্বজ্বর হর লৌহ বা শ্রীজয়মঙ্গল রস ব্যবহার করা উচিত।

জ্বর না থাকিলে এবং রোগ পুরাতন হইলে এবং বায়ু পিত্ত প্রধান হইলে বৃহৎসার চন্দনাদি তৈল বক্ষে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে বক্ষদেশের গাঢ় শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। কাস রোগে ইহা উৎকৃষ্ট

কফ রোগ।

কাস নাই অথচ সর্ব্বদাই কফ পড়িতেছে, কফে দুর্গন্ধ হইয়াছে এরূপ অবস্থায় চ্যবনপ্রাস ও মকরধ্বজ নিয়ম মত সেবন করিতে হইবে। ঊর্দ্ধ শ্লেষ্মার দোষ থাকিলে নারদীয় মহালক্ষী বিলাস পানের রস, আদার রস ও

মধুসহ সেবন করিবে। কফশ্রিত বায়ুতেও ঐ নারদীয় মহালক্ষী বিলাস বিশেষ উপকারী। উর্দ্ধ শ্লেষ্মায় ভৃঙ্গরাজ তৈল বা বৃহৎ দশ মূল তৈল ও মাথায় মাখিতে হইবে ও মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যায় ও প্রাতে ঐ তৈল দ্বারা নাস গ্রহণ করিবে।

পথ্যাপথ্য :—প্রতিশ্যায় রোগের ন্যায় কাস ও কফ রোগের পথ্যাদি জানিবে। শাক, অম্বল, দধি, মাষকলাইয়ের ডাল, কলা, ব্যায়াম, মৈথুন প্রভৃতি একেবারে নিষিদ্ধ। স্নান করিতে হইলে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করিতে হইবে। কাস রোগীর গাত্রে সর্ব্বদা ফ্লানেলের জামা রাখা কর্ত্তব্য। কফ রোগীর শ্মশ্রু রাখা ও ছাগ সেবা স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

যক্ষ্মা রোগ।

অতি মৈথুন বা শুক্র ক্ষয়, বিষম আহার, মল মূত্রের বেগ ধারণ, অতি বলবানের সহিত মল্লযুদ্ধাদি, অতি ধাতু ক্ষয় কর কর্ম্ম এই সকল বায়ু, পিত্ত কফ এই তিন দোষকে কুপিত করিয়া যক্ষ্মা রোগে উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ কফ দোষে রস বাহী শিরা রুদ্ধ হইলে এবং অতিশয় সহবাস দ্বারা শুক্র ক্ষয় হইলে ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় তাহাতেই এই রোগ জন্মিয়া, ক্রমে ক্রমে রোগীকে একেবারে শুষ্ক করিয়া ফেলে। ইহা মানুষকে এইরূপ শুষ্ক করে বলিয়াই ইহাকে সাধারণতঃ শোষ ও ক্ষয় রোগ বলিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে চণ্ড রাজার এই পীড়া জন্মিয়া ছিল বলিয়া ইহাকে রাজ যক্ষ্মা ও বলে। যক্ষ্মা জন্মিবার পূর্ব্বে কাস ও মন্দাগ্নি জন্মে, বমি হয় মুখ হইতে কফ স্রাব হয়, পীনাস বা নাসাস্রাব হয়, নয়ন শ্বেতবর্ণ হয়, নিদ্রার আধিক্য জন্মে গাত্র ভাঙ্গিতে থাকে, তালু শোষ হয়, মাংস ভক্ষণে ও মৈথুনে অতিশয় বাসনা জন্মে। যক্ষ্মা জন্মিলে সাধারণতঃ হাত পা জ্বালা করে, স্কন্ধ ও পার্শ্বদেশে দাহ বোধ হয় এবং সর্ব্বদা দেহে জ্বর বিদ্যমান থাকে। কাহার ও কাহার ও মতে কাস, জ্বর ও রক্ত পিত্ত এই তিনটীই যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ। কেহ

কেহ বলেন পিত্ত জনিত যক্ষ্মায় জ্বর, তাপ, অতিসার ও রক্তাগম, বাত জনিত যক্ষ্মায়—স্বরভঙ্গ, স্কন্দ ও পার্শ্বে সংকোচ এবং শূল ও কফ জনিত যক্ষ্মায় মস্তিষ্কের গুরুত্ব, অন্নাদিতে অরুচি, কাস ও কণ্ঠ ভেদ, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত লক্ষণগুলির মধ্যে যে কোনরূপ লক্ষণযুক্ত হউক না কেন রোগী দুর্ব্বল ও মাংস হীন হইলে তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিবে এবং সর্ব্ব লক্ষণযুক্ত হইয়া ও যদি রোগীর দেহে বল ও মাংস থাকে তাহা হইলেও তাহাকে চিকিৎসা করা যায়। যে রোগী ক্ষীণ হইয়া ও অধিক ভোজন করে কিম্বা অতিসার গ্রস্ত কিম্বা রোগীর কোষে বা উদরে শোথ হইয়াছে তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত এবং যে রোগীর নেত্র শ্বেতবর্ণ হয়, অন্নে দ্বেষ জন্মে ঊর্দ্ধ শ্বাস দ্বারা কষ্ট পায় এবং অতি ক্লেশে প্রস্রাব করে অথচ ভুরি প্রমাণ প্রস্রাব হয় সে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। লোভ শূন্য, সবল, দুঃসহ ক্রিয়াদি সহ্য সমর্থ এবং যাহার দেহে অবিচ্ছেদে জ্বর না থাকে ও দেহ কৃশ না হয় তাহারাই চিকিৎসা যোগ্য।

চিকিৎসা :—ইহাতে সাধারণতঃ লবঙ্গাদি চুর্ণ, ত্রয়োদশাঙ্গ কষায়, বৃহদ্বাসাবলেহ, যক্ষ্মান্তক লৌহ, কণক সুন্দর রস, বৃহৎ ক্ষয় কেশরী, মহারাজ মৃগাঙ্ক, রত্ন গর্ভ পোট্টলী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রস, অজাপঞ্চক ঘৃত ও সার চন্দনাদি তৈল ব্যবস্থা করা যায়।

পথ্যাদি :—পুরাতন সূক্ষ্ম তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, মুগের ডাল, জাঙ্গল পশু পক্ষীর মাংসের জুস, ছাগী দুগ্ধ, ছাগ মাংসের যুষ, কই মাগুর প্রভৃতির ঝোল কিসমিস, আঙ্গুর, বেদনা প্রভৃতি। অন্য বেলা সাগু, এরোরুট প্রভৃতি লঘু-পথ্য। বক্ষঃ স্থল সর্ব্বদা ফ্লানেল দ্বারা আবৃত রাখিবে। সহবাস একেবারে নিষিদ্ধ।

হঁপানি বা শ্বাস কাস।

আহার বিহার দোষে প্রাণ ও উদান বায়ু কুপিত হইয়া উহা কফ কর্ত্তৃক রুদ্ধমার্গ হইয়া সম্পূর্ণরূপে বাহির হইতে না পারিলেই শ্বাস কৃচ্ছতা জন্মায় তাহাতেই রোগী হাঁপাইতে থাকে। হাঁপাইতে থাকে বলিয়া এই রোগের নাম হাঁপানি হইয়াছে। ইহা অতীব কষ্টকর দুরারোগ্য রোগ।

চিকিৎসা :—এই রোগে নিম্নলিখিত নিয়মে মাসাবধি কাল ঔষধ সেবনে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। প্রাতে ৬ টার সময় চ্যবনপ্রাস অৰ্দ্ধ তোলা ২ ফোটা মধুসহ সেবন করতঃ অৰ্দ্ধ পোয়া ছাগী দুগ্ধ অভাবে গো দুগ্ধ পান করিবে। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে আহারের আধঘণ্টা পরে মকরধ্বজ ১রতি আপাংয়ের কচিপাতা বাটীয়া তাহার ⁄০ আনা ও গোল মরিচ বাটা ⁄০ আনা একত্র ২ তোলা জলসহ সেব্য। এই ঔষধ সেবনার্থ পূর্ব্বেই মকরধ্বজ খল করতঃ আপাংপাতা ও গোল মরিচ বাটা জলসহ মিশাইতে হইবে। পরে সেবনই ব্যবস্থা। এইরূপে ঔষধ সেবনে মাসাবধি কাল পরে ব্যায়রাম সারিয়া গেলে মকরধ্বজ সেবন করিবার প্রয়োজন থাকিবে না, তবে যতদিন ইচ্ছা চাবনপ্রাশ সেবন করিতে পারে। ইহাতে উপকার না হইলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা করিতে হইবে।

হরিতকী চুর্ণ বা কণক ধুতুরার পাতা কল্কিতে ভরিয়া তাহাতে আগুন দিয়া তাহার ধুম পানে প্রবল শ্বাসেও আশু উপকার দর্শে। পুরাতন গুড় ও সরিষার তৈল মিশাইয়া কয়েকদিন লেহন করিলে শ্বাসের দারুণ যন্ত্রণার প্রশমিত হয়। পুরাতন তেঁতুলের সরবৎ চিনিসহ সেবনে উপকার দর্শে। তিন চারিটি বহেড়ার বিচির শাঁস ও মধুর সহিত উপযুক্ত মাত্রায় মকরধ্বজ সেবনে প্রবল শ্বাস যন্ত্রণার আশু নিবারণ হয়। পিপুল চুর্ণ বা বড় এলাচী চুর্ণ ও মধুসহ মকরধবজ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

ভোরে ও সন্ধ্যায় বক্ষে বৃহৎ সার চন্দনাদি তৈল মালিস করিতে হইবে এবং মহাভৃঙ্গরাজ তৈল মাথায় দিতে হইবে ও মধ্যে মধ্যে নাস লইবে। কফ শুষ্ক হইয়া বক্ষঃ স্থলে থাকিলে এবং শ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে বোধ হইলে বৃহৎ চন্দনাদি তৈলের ৩।৪ ফোঁটা গরম দুগ্ধসহ পান করিতে দিবে ইহাতে কফ তরল হইয়া উঠিয়া যাইবে। কণকাসব অদ্ধ আঃ ঠাণ্ডা জলসহ সেবনে এই রোগে উপকার দর্শে। কণক শার্করীয় ৫ হইতে ৩০ ফোঁটা গরম দুধের সহিত এই রোগে মহোপকারী হইয়া থাকে। এই রোগে ভার্গী গুড়, শ্বাস কুঠার রস, শ্বাস কাস চিন্তামণি, বৃহৎ বাত চিন্তামনি সর্ব্বদা উপকার দর্শে। চ্যবনপ্রাশে উপকার না হইলে ভার্গী গুড়, সেব্য।

পথ্যাদি :—কফ ও প্রতিশ্যায় রোগের ন্যায়। শাক, অম্বল, দধি, বোয়াল মাছ, মাংস, মসুরী ও মাস কলাইয়ের ডাল সেবন নিষিদ্ধ।

বক্ষঃ বেদনা ও হৃদকম্প।

যে কোন কারণেই বক্ষঃ বেদনা হউক না কেন উপযুক্ত সময়ে তাহার চিকিৎসা না হইলে দীর্ঘকালান্তে উহা ক্ষয় রোগে পরিণত হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা :—বেদনা স্থানে তার্পিণ তৈলে মাখাইয়া উষ্ণ জলে ফ্লানেল ভিজাইয়া নিংড়াইয়া তাহার স্বেদ দিতে হয়। এইরূপ রাত্রে দুই তিনবার দিবে। কফ জনিত বেদনা হইলে বেদনা স্থলে বৃহৎ দশমূল তৈল মর্দ্দনে উপকার দর্শে। কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এরণ্ড তৈল বা হরিতকী খণ্ড দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আদার রস ও মিশ্রিসহ দশমূলের কাথ ও পিপুল চূর্ণসহ মকরধ্বজ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। চ্যবনপ্রাশ, কুষ্মাণ্ড খণ্ড, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, অর্জ্জুন ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় অবস্থানুযায়ী সেবনে বিশেষ ফল লাভ হয়।

অজীর্ণ, ক্রিমি, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, ধাতু দৌর্ব্বল্য ও অতিশয় চিন্তা প্রভৃতি কারণে হৃদপিণ্ড স্পন্দিত হয়। হঠাৎ বন্দুক বা কামানের আওয়াজ শুনিলে, চমকিয়া উঠিলে, হৃদপিণ্ডের যেমন অবস্থা হয় এই পীড়ায়ও সেইরূপ অনুভূত হয় ও হৃদপিণ্ড থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠে। অজীর্ণ ও ক্রিমি জন্য এই পীড়া উপস্থিত হইলে অজীর্ণ ও ক্রিমি রোগাধিকারোক্ত চিকিৎসা করিতে হইবে। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা, শারীরিক দুর্ব্বলতা, ধাতু দৌর্ব্বল্য, রক্তপাত, ভয় ও চিন্তার জন্য হৃৎপিণ্ডের এই অবস্থা হইলে অর্জ্জুন ছালের রস ও মধুসহ মকরধ্বজে প্রভূত উপকার দর্শে। যোগেন্দ্র রস ও বৃহৎ হৃদয়ার্ণব রস অর্জ্জুন ছাল বা আমলকীর রস ও মধুসহ ১ বটী সেবনে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। অর্জ্জুন ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত ও অমৃত প্রাস ঘৃত এই রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অর্দ্ধতোলা ঘৃত অর্দ্ধপোয়া গো দুগ্ধ ও।০ আনা চিনিসহ প্রাতে ও বৈকালে সেব্য। এক আউন্স মাত্রায় অশ্বগন্ধারিষ্ট সেবন বিশেষ উপকার দর্শে। অশ্বগন্ধারিষ্ট ধাতু দৌর্ব্বল্য জনিত সকল পীড়াতেই উপকার দর্শে।

পথ্যাদি :—পুষ্টিকর লঘুপাক আহারই বিধি। চিন্তা, ভয় অধিক পরিশ্রম ও সহবাস নিষিদ্ধ।

উন্মাদ।

অযোগ্য আহার বিহার দ্বারা বায়ু, পিত্ত, কফ কুপিত হইয়া বুদ্ধি ও স্মৃতি নাশ করিয়া, মানুষের চিত্ত ও মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া যে বুদ্ধি ভ্রম, চিত্তের বিক্ষেপ ও অস্থিরতা জন্মায় তাহাকেই উন্মাদ রোগ বলে। দুগ্ধ মৎস্যাদি সংযোগ বিরুদ্ধ আহার, অপবিত্র ভোজন, দেবতা, গুরু ও দ্বিজগণের অবমাননা ও তজ্জনিত মনস্তাপ ও তাহাদের অভিশাপ, অতিশয় ভয়, অতিশয় হর্ষ, ধাতুক্ষয়, চিত্তবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ প্রভৃতিতে চিত্তের বিকৃতি জন্মা-

ইয়া উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। যাহাদের মনের বল নাই এবং যাহারা সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট নহে সচরাচর তাহাদেরই এই রোগ হইয়া থাকে। মনের বল বৃদ্ধি নানারোগের প্রতিষেধক।

চিকিৎসা :—কোষ্ঠ পরিষ্কার না থাকিলে এরণ্ড তৈল অথবা অন্য কোষ্ঠ শুদ্ধি ঔষধ দ্বারা মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠ শুদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। এই রোগের চিকিৎসা দ্বিবিধ যথা (১) বাতজ ও পিত্তজ উন্মাদের চিকিৎসায় স্নিগ্ধ ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হইবে। আর (২) কফাশ্রিত বায়ুর জন্য উন্মাদের চিকিৎসায় রুক্ষ ঔষধাদি ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাতজ ও পিত্তজ উন্মাদ চিকিৎসা :—শতমূলীর রস বা ত্রিফলার জল ও মিশ্রিসহ মকরধ্বজ দুইবেলা সেব্য। ব্রহ্ম তালুতে ও রগে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিবে। যাহাতে রোগীর চিত্তের স্থিরতা জন্মে, বুদ্ধি স্থির হয় ও মন প্রফুল্ল থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবে। পূর্ব্বোক্ত ঔষধে উপকার না হইলে নিম্নোক্ত ঔষধে অনেক সময়ে বেশ সুফল দর্শে।

প্রাতে—৬ টার সময় অশ্বগন্ধারিষ্ট ১ কাঁচ্চা শীতল জলসহ প্রত্যহ সেব্য ৮ টার সময় মহাচৈতস ঘৃত, চারি আনা চিনি ও একছটাক গরম গো দুগ্ধসহ সেব্য। মধ্যাহ্নে ২।৩ টার সময় কফানুবন্ধ বায়ু হইলে কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ও পিত্তানুবন্ধ বায়ু হইলে চিন্তামনি চতুর্ম্মুখ ১ বটী শত মূলীর রস ও মিশ্রিসহ সেব্য। বৈকালে পিত্তানুবন্ধ বায়ু হইলে যোগেন্দ্র রস ও কফানুবন্ধ বায়ু হইলে বৃহৎ বাত চিন্তামনি ১ বটী বড় এলাচীর চূর্ণ ✓০ আনা ৫।৬ ফোটা মধুসহ মিলাইয়া কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা জলসহ সেব্য। ভোরে ও সন্ধ্যায় মধ্যম নারায়ণ তৈল ১ ঘণ্টা ধরিয়া মাথায় মালিশ করিতে হইবে। যাহারা শুক্র ক্ষয় জনিত উন্মাদ রোগ গ্রস্ত হয় তাহাদিগের জন্য বিষ্ণু তৈল ব্যবস্থা করিবে। এই দুই তৈলে উপশম না হইলে মহা নারায়ণ তৈল অথবা হিমসাগর তৈল ব্যবস্থা করিবে।

পথ্যাদি :—এই রোগে বায়ু নাশক, পুষ্টিকর ও স্নিগ্ধ পথ্যের ব্যবস্থা করিবে। দুগ্ধ, ঘৃত, কাঁচা মুগের ডাল, ভাল তরকারী, জীবিত মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি সুপথ্য। রোগীকে প্রত্যহ উষ্ণ গো দুগ্ধ পান করিতে দিবে কিন্তু কদাচ একপাতে মৎস্য ও দুগ্ধ খাইতে দিবে না। শাক, অম্বল, দধি, তিক্ত প্রধান বায়ু বর্দ্ধক দ্রব্যাদি ক্ষুধা, ও তৃষ্ণার বেগ ধারণ ও উষ্ণ দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ। আশ্বাস দান ও মধ্যে মধ্যে ভয় প্রদর্শন ও প্রয়োজনে বন্ধন করা কর্ত্তব্য।

কফাশ্রিত উন্মাদ চিকিৎসা :—ইহাতে রুক্ষ স্বেদ ও রুক্ষ ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হইবে। ভোরে ও সন্ধ্যাকালে বালুর সেদ অর্থাৎ বালু গরম করিয়া উহার স্বেদ মাথায় দিতে হইবে। ভোরে ৬ টায় অশ্বগন্ধারিষ্ট ১ কাঁচ্চা মাত্রায় সেব্য। প্রাতে ৮ টায় নারদীয় মহালক্ষ্মী বিলাস ১ বটী পানের রস, আদার রস ও মধুসহ সেব্য। বৈকালে ৫ টায় ষড়্গুণ বলি জারিত মকরধ্বজ ১ রতি ৵০ আনা বড় এলাচী চূর্ণ ও মধুসহ সেবা। অথবা এই অনুপাতে বৃহৎ বাত চিন্তামণি সেব্য। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ত্রিকুটের কবল এবং সাদা নস্য গ্রহণ করা বিধেয়। ভোরে ও সন্ধ্যায় বৃহৎ দশ মূল তৈল বা মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল মাথায় মালিশ করিতে হইবে। এই প্রকার উন্মাদ রোগে স্নিগ্ধ আহার যেমন দুগ্ধ ঘৃতাদি নিষিদ্ধ। রোগী যে পরিমাণে অন্ন আহার করিতে পারে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ অন্ন অল্প মুসুরীর ডালের ঝোল ইত্যাদি দ্বারা খাইতে দিবে। জল খাওয়ার জন্য চাউল ভাজা প্রভৃতি দিবে তাহাও বেশী নহে। কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখার জন্য মধ্যে মধ্যে জোলাপ দিবে। রোগী যাহাতে সবল না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রোগীকে দুর্ব্বল করাই উদ্দেশ্য জানিবে। মূর্চ্ছা (হিষ্টিরিয়া) অপস্মার (মৃগী) রোগের চিকিৎসা ও পথ্যাদি উন্মাদ রোগের ন্যায়। হিষ্টিরিয়া রোগে রসরাজ রসই প্রধান ঔষধ ইহা বেড়েলা মূলের রস ও মিশ্রিসহ

সেব্য। বৈকালে ৫ টায় যোগেন্দ্র রস বা বৃহৎ বাত চিন্তামণি সেব্য। রোগী স্ত্রীলোক হইলে ও জরায়ুর দোষ থাকিলে অশোক ঘৃত ব্যবহার করাইয়া জরায়ু দোষ সংশোধন করিতে হইবে। রোগীর ক্রিমি দোষ থাকিলে ক্রিমি ঘাতিনী বটীকা বা ক্রিমি মুদ্গার রস পলাশ বীজ চূর্ণ ও মধু অথবা আনারসের পাতার কচি অংশের রস ও কাশীর চিনিসহ সেব্য। অন্যান্য বিষয় উন্মাদ রোগ চিকিৎসার ন্যায়।

ব্যাতব্যাধি।

অতিরিক্ত সহবাস, দেশকাল ও সংযোগ বিরুদ্ধ নানাবিধ অহিতাচার অতিশয় বমন বিরেচনাদি, অধিক রক্তস্রাব, অতিশয় ধাতুক্ষয়, অতিশয় শোক, শোক বা চিন্তা দ্বারা কৃশতা, হৃদয়াদি মর্ম্মস্থলে আঘাত প্রভৃতি কারণে প্রবৃদ্ধ দুষ্ট বায়ু দেহের মূল স্রোতঃ সমুহকে পূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বা একাঙ্গে বাতব্যাধি উৎপাদন করে। বাতব্যাধি অনেক প্রকার। যে সকল সাধারণ নিয়ম অবলম্বন করিয়া এই কঠিন রোগ চিকিৎসা করিতে হইবে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চিকিৎসাঃ—এই রোগে অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক তৈল মর্দ্দন, ঘৃত পান, উষ্ণ স্বেদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই রোগগ্রস্ত রোগীগণের কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকার প্রয়োজন। রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে অর্দ্ধছটাক এরণ্ডতৈলদ্বারা জোলাপ দিতে হইবে এবং দুর্ব্বল হইলে পিচকারী প্রয়োগ দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ত্রিকটুর কবল করিবে। (পিপুল, শুণ্ঠি ও গোলমরিচ সমভাগে মিশাইলে তাহাকে ত্রিকটু বলে উহা সৈন্ধব আদার রসসহ মুখে রাখিতে হইবে এবং কুলি করিতে হইবে। এইরূপ ৫ মিনিট কাল জোরে মুখ ধুইবার সময় প্রতিদিন যত পারা যায় লাল নিঃস্রাব করিতে হইবে। ইহাকেই ত্রিকটুর কবল করা বলে।)

কবল করিবার পর মাষ বলাদি পাচন সেবন করিতে হইবে। ভোরে সন্ধ্যায় সময় অবস্থানুসারে বৃহৎ বাতরাজ, কুব্জ প্রসারনী, সপ্তপ্রস্থ মহামাষ, মহারাজ প্রসারনী, মধ্যম নারায়ণ, হিমসাগর, বৃহদ্বিষ্ণু প্রভৃতি তৈল রোগযুক্ত স্থানে মালিশ করিয়া বালুকা, সৈন্ধব লবণ, মাষকলাই, তিসি বা ভুষী পোট্টলীবদ্ধ করিয়া অগ্নিতে গরম করিয়া আকন্দ পাতা অগ্নিতে গরম করিয়া স্বেদ দিবে। স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ দ্বারা অঙ্গ ও কোষ্ঠ কোমল হয়, শুষ্ক ধাতু পরিপুষ্ট হয়। ইহাতেই বাতের বিশেষ উপকার দর্শে। কোন স্থান বক্র বা স্তব্ধ হইয়া গেলে এইরূপে মালিশ ও স্বেদ দিলে বক্র বা স্তব্ধ স্থান সোজা ও কর্ম্মঠ হইয়া আসিবে। বাতব্যাধি দ্বারা মুখ পীড়িত হইলে নস্য প্রয়োগ দ্বারা শ্লেষ্মা নিঃসরণ করিতে হইবে। সকল প্রকার বাত ব্যাধিতে প্রাতে ৬ টায় সারিবাদ্যারিষ্ট ও ৮ টার সময় বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত অর্দ্ধতোলা চিনি ।০ আনা অর্দ্ধপোয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সেব্য। প্রাতে ১০ টার সময় বৃহৎ বাত গজাঙ্কুশ ১ বটী আদার রস, এরণ্ড মূলের রস ও সৈন্ধবসহ সেব্য। বৈকালে ৬ টার সময় বৃহৎ বাতচিন্তামণি ১ বটী বড়এলাচির চূর্ণ ও মধুসহ অথবা এরণ্ড মূলের রস ও মিশ্রিসহ সেব্য। রোগীর রোগ সাধ্য হইলে এই অবস্থায় নিশ্চয়ই রোগ প্রশমিত হইবে। বাতব্যাধিতে শ্লেষ্মানুবন্ধ থাকিলে মহামাষ তৈলের বদলে কুব্জ প্রসারনী তৈল মালিশ করিলে শীঘ্র ফল হয়; অঙ্গের বক্রতা বা স্তব্ধতা থাকিলেও এই তৈল প্রয়োজ্য। বাতব্যাধিতে পিত্তানুবন্ধ থাকিলে অথবা শুক্রক্ষয় জনিত বাতব্যাধি হইলে বৃহৎ বিষ্ণু তৈল মালিশ ও কাল চতুর্ম্মুখের পরিবর্ত্তে ত্রিফলার জল ও মধুসহ চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ ও বৃহৎ বাত চিন্তামণির পরিবর্ত্তে যোগেন্দ্র রস এলাচির চূর্ণ ও মধুসহ প্রয়োগে অপেক্ষা কৃত সত্বর ফল পাওয়া যায়। বায়ুর প্রকোপ, মলের কঠিনতা ও বিকৃতি জন্মিলে 'বৃহৎ বিষ্ণু তৈল ব্যবহার না করিয়া মধ্যম নারয়ণ ব্যবহার করিলে উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া যায়। বাত

ব্যাধিতে চিত্তবিকার জন্মিলে হিমসাগর তৈল মালিশ করিতে হয়।

পথ্যাদি :—পুষ্টিকর খাদ্য, মাংসাদি গুরুপাক আহার ইত্যাদি বাতব্যাধিতে সুপথ্য। কিন্তু সর্ব্বদাই কোষ্ঠ ও অগ্নির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অগ্নিবৃদ্ধি করতঃ মাংসাদি গুরু আহার বিধেয়।

এই ব্যবস্থার যে যে স্থলে এরণ্ড মূল এর উল্লেখ আছে সকল স্থলেই উহা পাতি ভেরেণ্ডার মূল বুঝিতে হইবে।

আমবাত।

আমরা যাহা আহার করি, তাহা পক্কাশয়ে যাইয়া পিত্তের উষ্মা দ্বারা পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে যে রস উৎপন্ন হয় তাহাকেই আম রস বলে। এই আম রস আবার রসরক্তাদি উষ্মায় পরিপক্ক হইলে রস রক্তাদি ধাতুরূপে পরিণত হয়। কিন্তু যকৃতের অবস্থা বিকৃত হইলে বা অগ্নিমান্দ্য থাকিলে পিত্তের উষ্মা কমিয়া যায়; পিত্তের উত্তাপ অল্প থাকা প্রযুক্ত ঐ অপরিপক্ক আমরসকে আমাশয় ও সন্ধি স্থলে লইয়া যায় এবং কফাদি কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রদুষ্ট হইয়া শিরাধমনীতে গমন করতঃ তাহাদিগকে ক্লেদযুক্ত করে। এই আমরসই আমবাত উৎপাদন করে। এই রোগে অঙ্গমর্দ্দ, অরুচি, তৃষ্ণা, আলস্য, শরীরের গুরুতা, জ্বর, এবং শোথ বিদ্যমান থাকে। ইহাতে হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ, ত্রিক, জানু ও উরু বেদনার সহিত শোথ উৎপাদন করে। আমরস যে স্থানে অবস্থিতি করে সেই স্থান বৃশ্চিক দংশনবৎ ব্যথায় ব্যথিত হয়। এই পীড়ায় অগ্নিমান্দ্য, মুত্রবাহুল্য, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রব বিদ্যমান থাকে।

চিকিৎসা :—এই রোগে শঙ্কর স্বেদ ও বালুকা স্বেদ দিতে হয়। রাস্নাপঞ্চক, অলম্বুষাদি চূর্ণ, বৈশ্বানর চুর্ণ, আম গজসিংহ মোদক, বৃহদ্ যোগরাজ গুগ্‌গুল ও বাত গজেন্দ্রসিংহ এই রোগে ব্যবস্থা করা যায়।

পথ্যাদি ঃ—প্রাতে পুরাতন তণ্ডুলের সুসিদ্ধ অন্ন, পটোল, মানকচু, ডুমুর, কাঁচকলা প্রভৃতির তরকারী, শুভ্রা মৎস্যের ঝোল ও রাত্রে আটার রুটি সেব্য। জ্বর বা অত্যন্ত বেদনা থাকিলে দুই বেলাই রুটী সেব্য। লঙ্কা মরিচ, কফ জনক খাদ্য, অধিক মিষ্ট, শীতল বায়ু সেবন এবং মদ্যপান নিষিদ্ধ।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

শীতপিত্ত, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ।

শীত বায়ুর সংস্পর্শে কফ ও বায়ু দূষিত হইয়া পিত্তের সহিত মিলিত হইলে গাত্রে বোলতা দংশনের ন্যায় শোথ জন্মে। ইহাকেই শীত পিত্ত বলে। ইহাতে অতিশয় কণ্ডু থাকে এবং কখন কখন বমি, জ্বর ও দাহ বিদ্যমান থাকে। শীত পিত্তে বায়ুর আধিক্য দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসা ঃ—কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে অর্দ্ধছটাক এরণ্ড তৈল ব্যবস্থেয়। মধ্যে মধ্যে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে কোষ্ঠশুদ্ধি গরম জলসহ অথবা ত্রিফলা ১ তোলা গুগ্‌গুলু ৷৶৹ আনা ও পিপুল ৵৹ আনা বাটিয়া সেবন করিতে দিবে। প্রাতে ৬ টায় ২ কাঁচ্চা সারিবাদ্যারিষ্ট ৭ টায় পঞ্চতিক্ত ঘৃত, পঞ্চতিক্তঘৃত গুগ্‌গুলু অথবা মহাতিক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা, অর্দ্ধপোয়া দুগ্ধসহ সেব্য; ৯৷টার সময় বৃহৎ হরিদ্রা খণ্ড ।৹—৷৹ আনা উষ্ণদুগ্ধ বা জলসহ সেব্য। বৈকালে বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি লৌহ বা অমৃতাঙ্কুর লৌহ, পটোলের রস ও মধুসহ সেব্য। রোগাক্রান্ত স্থানে প্রাতে ও বৈকালে বাসারুদ্র তৈল মালিশ করিতে হইবে। রাত্রে খাওয়ার পর মহাশঙ্খবটী বৃহৎ অগ্নি কুমার রস বা ভাস্কর লবণ ঠাণ্ডা জলসহ সেব্য। মধ্যে মধ্যে মকরধ্বজ বা বৃহৎ বাত চিন্তামণি গুলঞ্চের রসসহ

সেব্য। শীত পিত্ত রোগ অচিকিৎসিত রাখিলে ক্রমে উহা বাত রক্তে পরিণত হয়।

বাত রক্ত ও কুষ্ঠ :—বিরুদ্ধ ভোজন (দুগ্ধ ও মৎস্য একপাকে ভোজন) পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইবার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার ভোজন, দিবানিদ্রা, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, অধিক মৎস্য, মাংস ভোজন ও পাপাচরণ ইত্যাদি কারণে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগ জন্মে। নিদান একরূপ হইলে ও বাতরক্ত ও কুষ্ঠ সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাধি, একটীর সহিত অন্যটীর কোন সম্বন্ধ নাই।

বাতরক্ত ও কুষ্ঠের লক্ষণ :—শরীরের স্থানে স্থানে চাকা চাকা দাগ, দদ্রুর ন্যায় ঈষৎ স্ফীত শোথোৎপত্তি, শরীরের বিবর্ণতা প্রভৃতি বাতরক্তের লক্ষণ। কুষ্ঠ রোগ অষ্টাদশ প্রকার তন্মোধ্যে একাদশটীকে ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ও অপর সাতটীকে মহাকুষ্ঠ বলে। রস, রক্ত, মাংস আশ্রয় করিয়া যে কুষ্ঠ হয় তাহা চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়; মেদ আশ্রয় করিয়া যে কুষ্ঠ হয় উহা আরোগ্য হয় না কেবল চিকিৎসায় যাপ্য থাকে, ত্রিদোষ জনিত কুষ্ঠ মজ্জা ও অস্থি আশ্রয় পূর্ব্বক উৎপন্ন হইলে এবং সেই ক্ষতে কীট অথবা জ্বালা উপস্থিত হইলে তাহা চিকিৎসার অসাধ্য; আর যে কুষ্ঠে কোন কোন অঙ্গ খসিয়া পড়ে এবং কুষ্ঠ স্থানে ফাটিয়া যায় এবং চক্ষু শোনিত বর্ণ বিকৃত হয় সেই কুষ্ঠ রোগীর মৃত্যু অনিবার্য্য।

চিকিৎসা :—চিকিৎসার প্রারম্ভে এবং মধ্যে মধ্যে বিরেচন বিধেয়। বাসক, গুলঞ্চ ও আরগ্বধ (সোঁদালের গুড়) ইহাদের ক্বাথে ১ তোলা এরণ্ড তৈল মিশাইয়া পান করিলে বেশ দাস্ত পরিষ্কার হইবে এবং মূল ব্যাধি ও প্রশমিত হইবে। মন্‌ছাল, হরিতাল, মরিচ, চাল মুগরার তৈল ও আকন্দের আঠা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রশমিত হয়।

প্রাতে ৬ টায় সময় সারিবাদ্যারিষ্ট বা সারিবাদি সালসা ২কাঁচ্চা মাত্রায়

সেব্য অভাবে বৃহৎ অমৃতাদি পাচন বা নবকাষ্টিক পাচন ঐ সময়ে সেব্য। উপমাত্রা বৈকালে ৫ টায় সময় সেব্য। প্রাতে ৮টায় সময় বৃহৎ গুড়ূচ্যাদি লৌহ ১ বটী গুলঞ্চের রস ও মিশ্রি অথবা মৌরী, ধনের জল ও মিশ্রিসহ সেব্য। বৈকালে মকরধ্বজ ১ রতি মাত্রায় ত্রিফলার জল ও মধুসহ সেব্য। প্রথমাবস্থায় এরূপ চিকিৎসায় রোগ প্রশমিত হইবার কথা। এই ঔষধে উপকার না হইলে রোগের মধ্যাবস্থায় ভোরে ও সন্ধ্যায় সময় বাসা রুদ্র তৈল (চনার পাকের) বা গুড়ূচ্যাদি তৈল এক ঘণ্টা ধরিয়া মালিশ করিতে হইবে। ত্বক বিবর্ণ থাকিলে বৃহৎ সোমারাজী তৈল ব্যবহার করিতে হইবে। এই তৈলে ও কার্য্য না করিলে কন্দর্পসার তৈল উক্ত প্রকারে মালিশ করিতে হইবে। আর তরুণাবাস্থায় যে যে ঔষধের কথা বলা হইয়াছে তাহার সঙ্গে প্রাতে অমৃতাঙ্কুর লৌহ ১ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ৪ রতি পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ঘৃত ও মধুসহ মাড়িয়া গো দুগ্ধ সহ সেব্য। বৈকালে মকরধ্বজের পরিবর্ত্তে মাণিক্য রস ১ রতি মাত্রায় ঘৃত ও মধুসহ সেব্য। প্রাতে পঞ্চতিক্ত ঘৃত গুগ্‌গুলু বা মহাতিক্ত ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় অর্দ্ধপোয়া ঈষদুষ্ণ গো দুগ্ধ সহ সেব্য। একঘণ্টা অন্তর অন্তর ঔষধ সেবন করিতে হইবে। সারিবাদি সালসা ও কন্দর্পসার তৈল এই রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ ইহা মনে রাখিতে হইবে।

প্রমেহ।

মূত্র নালীর দ্বারা ক্ষরিত হইয়া যে সকল রোগ প্রকাশ পায় তাহাদিগকেই মেহ বা প্রমেহ বলে। বস্তিগত কফঃ, মেদ, মাংস ও শরীরস্থ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া কফজ মেহ রোগ উৎপাদন করে। উষ্ণ বীর্য্য দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত প্রকুপিত হইয়া মেদ, মাংস ও শরীরজ ক্লেদ পদার্থকে দূষিত করিয়া পিত্তজ মেহ জন্মায়। আবার কফ ও পিত্ত ক্ষীণ হইলে বায়ু

প্রবলতর ও প্রকুপিত হইয়া বসা, মজ্জা, ওজঃ প্রভৃতি ধাতুকে বস্তি মুখে আনিয়া বাতিক মেহ উৎপাদন করে। পিত্তজ মেহ ৬ প্রকার, বাতজ মেহ চারি প্রকার ও কফজ মেহ দশ প্রকার। সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ বিশ প্রকার মেহ রোগ বা প্রমেহ রোগ আছে।

চিকিৎসা ঃ—সর্ব্বপ্রকার মেহরই চন্দনাসব অতি উৎকৃষ্ট মহৌষধ। অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে এইটী সর্ব্বদাই ১ কাঁচ্চা মাত্রায় প্রাতে সেবন করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত সকল প্রকার মেহে মকরধ্বজের ব্যবহার বিধিঃ—

(১) পালিধার (পালিধা মান্দারের) রস ও মধুসহ (২) নিমের ছালের রস ও মধুসহ (৩) কাঁচা শিমুলের রস মধুসহ (৪) কাঁচা হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রার রস ও মধুসহ (৫) কেশুরিয়ার রস ও মধুসহ (৬) ত্রিফলা, সোন্দালের আঠা ও মধুসহ ১ রতি মকরধ্বজ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। ঐ সকল অনুপানে মকরধ্বজ ব্যবহার করিয়া ও যদি মেহ না সারে তাহা হইলে মকরধ্বজ ও চন্দনাসব ও নিম্ন লিখিত ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

প্রথমাবস্থায় ভোরে ৬ টায় চন্দনাসব ১ কাঁচ্চা মাত্রায় সেব্য। বেলা ৮ টায় প্রমেহারি চূর্ণ ।৵০ আনা মাত্রায় কাঁচা হরিদ্রার রস ওমধুসহ সেব্য। প্রস্রাবের জ্বালা থাকিলে এই ঔষধে বিনষ্ট হইবে। বৈকাল ৫টায় স্বল্প বঙ্গেশ্বর উপরোক্ত মকরধ্বজের কোন একটী অনুপান সহ সেব্য। ইহাতে ও রোগ না সারিলে রাত্রে ৮ টায় স্বর্ণবঙ্গ ১ রতি যজ্ঞডুমুরের রস বা শিমুলের রস বা কেশুরের রস অর্দ্ধতোলা ও মধু ।৵০ আনা সহ সেব্য। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে কর্পূর রস ১বটী চুণের জল ও মিশ্রিসহ সেব্য।

রোগ যদি অতি দূষিত হয় এবং ইহাতে ও না সারে তাহা হইলে স্বল্প বঙ্গেশ্বরের পরিবর্ত্তে বৃহৎ বঙ্গেশ্বর অথবা (প্রস্রাবের আধিক্য থাকিলে বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস বা বৃহৎ সোমনাথ রস ১ বটী স্বল্প বঙ্গেশ্বরের অনুপান সহ সেব্য। দূষিত স্ত্রীসংসর্গে প্রমেহ জন্মিলে চন্দনাসবের পরিবর্ত্তে সারিবাদ্য-

রিষ্ট ১ আঃ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ ২।৩ সপ্তাহ ব্যবহারে ও রোগ না সারিলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ গুলির সহিত বৈকালে ৬ টায় বৃহৎ প্রমেহ গজসিংহ ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ১ ছটাক গো দুগ্ধ ও।০ আনা চিনি সহ সেব্য এবং ভোরে ও সন্ধ্যাকালে প্রমেহ মিহির তৈল তলপেটে ও লিঙ্গ-মূলে মালিশ করিতে হইবে। এই সকলে ও ফল না দর্শিলে বঙ্গেশ্বরাদির পরিবর্ত্তে প্রমেহারি রস বা বসন্ত কুসুমাকর রস ১ বটী তিলশাঁস বাটা, দুধের সর ও মিশ্রিসহ সেব্য। অন্যান্য ঔষধ এই সঙ্গে সেব্য। পিত্তজ ও বাতজ প্রমেহ যাপ্য অবস্থায় থাকে সেইজন্য মধ্যে মধ্যে ঔষধাদি সেবন করিতে হইবে।

স্বপ্নদোষ বা শুক্রমেহ রোগ।

ছাত্র জীবনে অহিতাচার ও অত্যাচার করিতে করিতে বীর্য্যের অবস্থা এত পাতলা হইয়া যায় এবং ত্বকের স্পর্শ শক্তি ও ধারণা শক্তি এত কমিয়া যায় যে নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞাত সারে বীর্য্য স্খলন হইয়া যায় ক্রমে মলমূত্র ত্যাগ কালে বা সামান্য উত্তেজনায় এমন কি স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন বা স্মরণ মাত্রেই রেতঃ পাত হইয়া থাকে। বীর্য্য দূষিত হইয়াই মেহ রোগ উৎপন্ন হয় এবং বীর্য্যের এইরূপ তরলাবস্থাও বীর্য্যের দূষিতাবস্থা। এইজন্যই শাস্ত্রকারগণ স্বপ্ন দোষের ভিন্ন আখ্যা বা চিকিৎসার উল্লেখ করেন নাই। গুহ্যদ্বারে ক্রিমি জন্য সুড় সুড় করা, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরোঘূর্ণণ, শিরঃপীড়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে নীল মণ্ডলোৎপত্তি, দৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা সকল কার্য্যে নৈরাশ্য এই সকল লক্ষণ এই রোগের নিত্য সহচর। এই পীড়া অধিক দিন স্থায়ী হইলে ধ্বজভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা :—এই রোগে ঔষধ অপেক্ষা মানসিক চিকিৎসাই বেশী ফল প্রসূ হইয়া থাকে। সৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকা, সৎচিন্তা, সদালাপ ইত্যাদি

দ্বারা মন পবিত্র রাখিলে রোগও শীঘ্র সারিয়া যায়। এই রোগে ঔষধ অন্ততঃ দুইমাস কাল সেবন করিতে হয়। প্রাতে ৬ টার সময় সপ্তাস্রিযোগ এক আনা মাত্রায় জলসহ সেবা, সন্ধ্যায় ৶৹ আনা মাত্রায় মদনান্দ মোদক সেবানান্তে ঠাণ্ডা জল পান করিবে। রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে কর্পূর রস ১ ফটী চুণের জল ১ তোলা, কর্পূর ১ রতি ও মিশ্রি ৶৹ আনা সহ সেবন করিবে।

পথ্যাদি ঃ—উগ্রবীর্য্য ও উত্তেজক দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ। পুষ্টিকর ও সুপাচ্য দ্রব্যই এই রোগে সুপথ্য। এই রোগে ফল বিশেষ উপকারী। কাঁচামুগ, বুট ও অড়হরের ডাল উপকারী। গুড় ভিজান, বুট ভিজান, মুগ ভিজান, ইক্ষু, আম, কাঁটাল, কলা, অনারস প্রভৃতি ফলাদি এবং দুগ্ধ, ছানা, মুড়ি, খৈ জল খাবারের জন্য উত্তম খাদ্য।

মাংস, ডিম্ব, পেঁয়াজ, রশোন, মাসকলাই, মসুর ডাল সর্ষপ, অধিক মরিচ, লবণ, অধিক মিষ্ট, লুচি, কচুরী প্রভৃতি মিষ্টান্ন, ভাজা, পোড়া আহার্য্য নিষিদ্ধ।

বহুমুত্র।

অধিক পরিমাণে শুক্রক্ষয় হইলে এবং প্রমেহাদি রোগ অধিক দিন স্থায়ী হইয়া শরীরের ওজঃ ধাতু নষ্ট করিয়া ফেলিলে ক্রমে বহুমুত্র রোগ উপস্থিত হয়। এই রোগে সর্ব্বশরীরের রক্ত ও বীর্য্য ও অন্যান্য জলীয় ভাগ বিকৃত হইয়া স্থানচ্যুত হয় এবং মুত্রমার্গ দ্বারা অধিক পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগীর মুত্র গন্ধ বিহীন ও স্বচ্ছ হয়। রোগী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মুখ ও তালুর শোষ হয় অত্যন্ত দাহ ও পিপাসা থাকে। ইহা অতি কঠিন রোগ শরীরের রক্ত জল হইয়া যায় বলিয়া শরীরের মাংসে ক্ষত হয় অথবা ক্ষত হইলে শীঘ্র সারে না। সেই কারণ পৃষ্ঠাঘাত বা অন্য কোন

প্রকারের দুষ্টব্রণ দ্বারা রোগী আক্রান্ত হইলে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

চিকিৎসা :—অহিফেন সেবন ও প্রাতে ও বৈকালে ৪।৫ মাইল পথ ভ্রমণই এই রোগের প্রধান ঔষধ। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বিশেষ উপকারী।

প্রাতে ৬ টায় বৃহৎ সোমনাথ রস ১ বটী যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ বা রস ও মধু সহ সেব্য। প্রাতে ৮ টায় সময় কদল্যাদি ঘৃত অৰ্দ্ধ তোলা মাত্রায় এক ছটাক গো দুগ্ধ সহ সেব্য। বৈকালে মহাসোমেশ্বর রস ১ বটী কালজামের বীজের চূর্ণ ও মধুসহ ও রাত্রে জম্বাদ্যারিষ্ট ১ আউন্স মাত্রায় সেব্য। মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল এবং তলপেটে প্রমেহ মিহির তৈল মালিশ করিবে। ইহাতে রোগী আরোগ্য না হইলে বৃহৎ সোমনাথ রসের পরিবর্ত্তে বসন্ত কুসুমাকর রস যজ্ঞডুমুরের চূর্ণ বা রসসহ সেব্য।

পথ্যাদি :—প্রাতে পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন, পক্ষী ও ছাগ মাংসাদি (গরম মশলা না দিয়া) ননী বা মাটা তোলা দুগ্ধ, কাচামুগ বা ছোলার ডাল, মোচা কাঁচকলা, তিক্তশাক, পটোল প্রভৃতি সুপাচ্য তরকারী খাইবে। বৈকালে গমের বা বুটের ছাতুর রুটী ও তরকারী বা ছাগ মাংস। কালজাম এই রোগে বিশেষ হিতকর। কলার থোড়, ভাড়ালী, পক্ক কলা, কাঁচকলা প্রভৃতি কলার সমস্ত দ্রব্যই বহুমূত্র রোগে বিশেষ উপকারী। এই রোগে শুক্রক্ষয় একেবারে বর্জ্জনীয়।

সুতিকা রোগ।

প্রসবের পরে অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রসূতির সূতিকা রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য প্রাচীন কালে নিয়ম ছিল এই দেড় বৎসর কাল স্ত্রী স্বামী গৃহে শয়ন করিবে না এবং আহার বিহার অতি সাবধানে

করিবে। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই এই নিয়ম প্রতিপালন করেন না বটে কিন্তু প্রসূতির শরীর যে কি প্রকার হইয়া যায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না; কোন কোন স্থলে দৃশ্যতঃ প্রসূতি কোন রোগে আক্রান্ত না হইলেও তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায় এবং ক্রমে অতি অল্প বয়সেই বৃদ্ধাত্ব প্রাপ্ত হয় এবং প্রসূতির দুর্ব্বলতা ক্রমে সন্তান সন্ততিতে বর্ত্তে। সে যাহা হউক দেড় বৎসর অপেক্ষা না করিলেও অন্ততঃ পুনবায় ঋতু না হওয়া পর্য্যন্ত প্রসূতির কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতেই হইবে। সূতিকা ক্ষেত্রে অঙ্গ বেদনা, জ্বর, কম্প, পিপাসা, গাত্রের গৌরব, শোষ, শূল ও অতিসার হইলেই তাহাকে সূতিকা রোগ বলে।

প্রসবের পর হইতেই যাহাতে শরীরের সূতিকা রসটী শুষ্ক হয় এমন ভাবে অগ্নির স্বেদ ও আহারাদি করিবে। সূতিকা গৃহে যাহাতে শরীরে ঠাণ্ডা না লাগে তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সর্ব্বদা অগ্নির স্বেদ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু ঘরে যেন ধোঁয়া না হইতে পারে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রসবের পর প্রসূতিকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করান কিছুতেই উচিৎ নয়। গরম জল দ্বারা শরীরটী ধৌত করিতে হইবে, কদাচ ঠাণ্ডা জল লাগাইবে না।

গোল মরিচ, কালজীরা, টালিয়া তৎসহ খারফল (কচু বিশেষ) বাটীয়া ঘৃত মিশাইয়া তাহা দ্বারাই পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ অন্ন এক বেলা ও বৈকালে বার্লী বা দুধবার্লী খাইতে দিবে। এইরূপে দুই চারি দিন গেলে পর এক বেলা ভাত ও অন্য বেলা রুটি খাইতে দিবে।

বৈকালে ১ রতি মাত্রায় মকরধ্বজ আদার রস ও মধুসহ প্রত্যহ সেবন করিতে দিবে ও প্রাতে মহালক্ষ্মী বিলাস ১ বটী আদার রস ও মধুসহ সেব্য। এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ও সাবধানে থাকিলে রস শুকাইবা যাইবে এবং সূতিকা রোগ হইবার সম্ভবনা থাকিবে না। তত্রাচ যদি কোন

কারণে কোন রোগ জন্মে তাহা হইলে নিম্নলিখিত চিকিৎসা করিতে হইবে।

সূতিকা জ্বরের চিকিৎসা :—প্রাতে সূতিকা সুন্দর ১ বটী ৫।৭ ফোঁটা মধুসহ সেব্য। ইহাতে ও জ্বর না সারিলে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সঙ্গে বৃহৎ সূতিকার রস ১ বটী পিপুলের চূর্ণ ও মধু বা পেটের অসুখ থাকিলে জীরাভাজা চূর্ণ ও মধুসহ সেব্য।

জ্বরের সঙ্গে পেটের অসুখ থাকিলে প্রাতে ৭ টায় সূতিকা সুন্দর ১ বটী অর্দ্ধ তোলা মধুসহ মিশাইয়া সেব্য। সন্ধ্যাবেলা শ্রীমদনানন্দ মোদক ।৵০ আনা মাত্রায় ৩.৪ ফোঁটা মধুসহ সেব্য পরে শীতল জল পান করিবে। তাহাতে ও উপকার না হইলে তৎসহ সৌভাগ্য শুণ্ঠী মোদক বা জীরাকাদি মোদক অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ৩।৪ ফোঁটা মধু ও জলসহ প্রাতে ৯ টায় সেব্য এবং জীরাকাদ্যরিষ্ট ২কাঁচ্চা মাত্রায় মধ্যাহ্নে আহারের পর সেব্য। বৈকালে ৬টায় বৃহৎ বাত চিন্তামণি ১ বটী বড় এলাচীর চূর্ণ ও মধুসহ সেব্য।

পথ্যাদি :—বিষমাশন, অপক্ক দ্রব্যাদি, গুরুপাক দ্রব্য, অজীর্ণাবস্থায় ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। রোগের প্রবলাবস্থায় জল বালি বা জল সাগু সেব্য। পুরাতন হইলে একবেলা পুরাতন চাউলের অন্ন কাঁচামুগের ডাল, ভাল তরকারী ও শুশ্রামৎস্যের ঝোল সেব্য। বৈকালে জল বালি বা জল সাগু ব্যবস্থেয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—পুরুষের যেমন মধ্যে মধ্যে রসায়ন ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য সেইরূপ স্ত্রীলোকদের ও সুস্থাবস্থায় মধ্যে মধ্যে অশোক ঘৃত অশোকারিষ্ট বা সারিবাদ্যরিষ্ট সেবন করা বিধেয়। যাহারা এইরূপ করেন তাহাদের শরীর প্রায়ই বেশ সুস্থ থাকে।

বালরোগ

প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধ দূষিত হইয়া সেই দুগ্ধ পান করিয়া শিশুর পীড়া

হইলে মহাগন্ধক বা লবঙ্গ চতুঃসম কাঁচাবেল পোড়া ও ইক্ষুগুড় অথবা ডালিমের কুঁড়ি ও মধুসহ সেব্য। ইহাতে ও না সারিলে প্রাতে বড় বুট প্রমাণ জীরাকাদি মোদক ঠাণ্ডা জলসহ ও বৈকালে পথ্যের পর ভাস্কর লবণ অৰ্দ্ধ আনা মাত্রায় খাওয়াইলে ছেলের "দুধহাগা" ৪।৫ দিনের মধ্যেই অতি সুন্দররূপে সারিয়া যায়। পরে দুষিত দুগ্ধ না খাওয়াইয়া ছাগী দুগ্ধ খাইতে দিলে ভাল হয়। জ্বরাদি হইলে বাল রস ১ বটী ও কুমার কল্যাণ রস ১ বটী প্রাতে ও বৈকালে উপযুক্ত মাত্রায় যথাক্রমে মুথার রস ও তুলসীপাতার রসসহ সেবন করিলেই সারিয়া যাইবে। না সারিলে উপযুক্ত মাত্রায় জ্বরাদি রোগে উল্লিখিত ঔষধের সকল গুলিই অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তবে মাত্রা সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ পূর্ণ মাত্রার চারি ভাগের একভাগ বা তিন ভাগের একভাগ মাত্রাই বিধেয়।

শিশুর রোগ হইলে প্রসূতির লঙ্ঘন ও লঘুপথ্য এবং স্নানাদি বিষয়ে নিয়ম প্রতি পালন করিতে হইবে।

প্রদর রোগ।

এই রোগে অপত্যমার্গ দ্বারা অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গমন হয় সেই কারণ এই রোগকে প্রদর বলে। বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণে ভোজন, ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার পূর্ব্বে পুনরায় ভোজন, গর্ভপাত, অতি মৈথুন, অত্যধিক শকটাদি আরোহণে ভ্রমণ, শোক, অতি কৃষতা, গুরু পদার্থের দ্বারা আঘাত এবং দিবানিদ্রা, প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রকুপিত হইয়া শরীরস্থ রক্ত ও পিত্তকে দূষিত করে; ঐ দূষিত রক্ত পরিপাক হইয়া মাংসাদিরূপে পরিণত না হওয়ায় রক্তের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হয়; পরে ঐ কুপিত বায়ু গর্ভাশয়গত রক্তবাহী শিরা সকল দ্বারা ঐ দূষিত রক্ত গর্ভাশয়ে নীত হয় এবং এই রোগ প্রবর্ত্তিত করে। প্রদর রোগোৎপত্তির ইহাই কারণ।

আজকাল অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরই এই রোগ হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহারা লজ্জা বশতঃ অনেক স্থলেই এই রোগ গোপন করিয়া দুঃসাধ্য বা অসাধ্য অবস্থায় পরিণত করিয়া ফেলে। সাধারণতঃ এই রোগ উপস্থিত হইলে অঙ্গমর্দ্দ, পার্শ্ব, কটি, বস্তি প্রভৃতি স্থানে বেদনা, দুর্ব্বলতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা অবসাদ, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, তন্দ্রা প্রভৃতি উপদ্রব দ্বারা রোগিণী আক্রান্ত হয়।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের মধ্যে যে দোষটী প্রদরের সহিত সংসৃষ্ট তদনুসারে প্রদরের সংজ্ঞা হয়; যথা বাতিক প্রদর, পৈত্তিক প্রদর, শ্লৈষ্মিক প্রদর ও সন্নিপাতিক প্রদর। এই বিভিন্ন দোষের সংশ্রবের দ্বারা রক্ত, শ্বেত. নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট এবং মাংস ধৌত জলের ন্যায় বিভিন্ন প্রকারের স্রাব হয়।

চিকিৎসা :—অত্যধিক রক্তস্রাবে প্রদরান্তক রস বা ধাত্র্যাদি চূর্ণ কুশ মূল ও আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত বা কচি কলার রসের সহিত বা দুর্ব্বার রস ও মধুসহ সেবনে রক্তস্রাব প্রশমিত হয়। এই ঔষধের সহিত পূর্ব্বোক্ত অনুপানের দ্বারা মকরধ্বজ ব্যবহার করিলে রোগ নষ্ট ও রোগিণীর বল রক্ষা হইবে। এমতাবস্থায় শিলাজুত বটী ও উক্ত অনুপানে বিশেষ উপকারক।

সর্ব্বপ্রকার রক্ত প্রদরে বিশেষতঃ বেদনার সহিত রক্তস্রাব হইলে অশোকারিষ্টের দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কটি, পার্শ্ব ও নাভির নিম্নদেশ বেদনা এবং রক্ত, শ্বেত, পীত, নীল ও মাংস ধোয়া জলের ন্যায় স্রাব হইতেছে এমতাবস্থয়ে প্রদরাদি লৌহ বা মকরধ্বজের সহিত দার্ব্ব্যাদি পাচন অনুপানের ন্যায় ব্যবহরে করিলে আশাতীত ফল পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় সারিবাদ্যরিষ্ট ও বিশেষ উকারী।

শ্বেত প্রদরে সারিবাদ্যরিষ্ট একটী প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধ।

পুষ্যানুগ লৌহ, মকরধ্বজ, অশোক ঘৃত, শীত কল্যাণ ঘৃত, শ্বেত প্রদরান্তক চূর্ণ প্রভৃতি ঔষধ কয়টী শ্বেত প্রদরে বিশেষ উপকারী।

শ্বেত, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট স্রাবে এবং তৎসহ পার্শ্ব, কোটি ও যোনি শূল থাকিলে অশোক ঘৃতের দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। শ্বেত, পীত, নীল, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণের স্রাবে পুষ্যানুগ চূর্ণ তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে ফল হয়। এমতাবস্থায় সারিবাদ্যরিষ্ট ও বিশেষ উপকারী।

শীত কল্যাণ ঘৃত পুরাতন প্রদরের একটী মহৌষধ এবং উৎকৃষ্ট রসায়ণ। ইহা সেবনে প্রদর জনিত জ্বর, কামলা, পাণ্ডু, অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব গুলি দূরীভূত হইয়া রোগিনী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সবল হয়।

রক্ত প্রদরের চিকিৎসা—প্রাতে ধাত্র্যাদি চূর্ণ ।৵০ আনা মাত্রায় কুশমূল ও তণ্ডুলোদক সহ সেব্য ; বেলা ৯টায় অশোকারিষ্ট ২।।০ তোলা মাত্রায় সেব্য। বেলা ৩টায় মকরধ্বজ ১রতি গুড়ূচির রসের সহিত সেব্য। বৈকালে ৬টায় শিলাজুত বটী কচি কলার রসের সহিত সেব্য। প্রদরের প্রথমাবস্থায় ঘৃত ব্যবহার করা সঙ্গত নহে। রোগ একটু পুরাতন হইলে অশোক ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় অর্দ্ধপোয়া গরম দুগ্ধ সহ প্রাতে সেব্য।

শ্বেত প্রদরের চিকিৎসা :—প্রাতে সারিবাদ্যরিষ্ট ২।।০ তোলা মাত্রায় সেব্য; বেলা ৯ টায় শ্বেত প্রদরান্তক চূর্ণ বা পুষ্যানুগ চূর্ণ ।৵০ আনা মাত্রায় তণ্ডুলোদক সহ সেব্য। বেলা ৩ টায় প্রদরারি লৌহ কুশমূল তণ্ডুলোদক সহ সেব্য। বেলা ৬ টায় শীত কল্যাণ ঘৃত অর্দ্ধতোলা একছটাক গরম দুগ্ধসহ সেব্য।

বার্দ্ধক্য জনিত দুর্ব্বলতা।

বৃদ্ধাবস্থায় শরীরে বিশেষ কোন অসুখ না থাকিলেও মধ্যে মধ্যে শরীর খারাপ বোধ হয়। সাধারণতঃ ইহা দুর্ব্বলতা নিবন্ধন হইয়া থকে। এরূপ

অবস্থায় নিম্নলিখিত ভাবে ঔষধের ব্যবস্থা করিলে ফল পাওয়া যায়।

প্রাতে মকরধ্বজ ১ রতি মাখন ও মিশ্রি, বেদনার রস ও মিশ্রি, অথবা পটলের রস ও মিশ্রিসহ সেবন করিবে। বৈকালে বড় এলাচী চূর্ণ ও মধু সহ মকরধ্বজ সেব্য।

সুনিদ্রার অভাব হইলে, বায়ু প্রবল থাকিলে, বুক, হাত, পা কাঁপিলে মন খারাপ থাকিলে বা হুহু করিলে, প্রাতে বেদনার রস ও মধুসহ এবং বৈকালে ত্রিফলার জল ও মিশ্রিসহ মকরধ্বজ ১ রতি পরিমাণে অথবা কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখ ১ বটী সেব্য। যদি ইহাতে ও বায়ুর প্রকোপ না প্রশমিত হয় তাহা হইলে শতমূলীর রস ও মধুসহ ২।৩ বার মকরধ্বজ সেব্য। ইহাতে রোগে ফল না দর্শিলে মকরধ্বজের পরিবর্ত্তে বৃহৎ বাতচিন্তামণি ১বটী বৈকালে পূর্ব্বোক্ত মকরধ্বজের অনুপান সহ সেব্য। ভোরে ও সন্ধ্যায় মস্তকে ত্রিশতী প্রসারিণী তৈল বা পুষ্পরাজ প্রসারণী তৈল একটু একটু মাখিতে হইবে।

কফাধিক্য থাকিলে মকরধ্বজ তুলসীপাতার রস বা পানের রস ও মধু সহ সেব্য।

পিত্তাধিক্যে—প্রাতে ধনে, মৌরী ও মিশ্রি ভিজান জল সহ বা গুড়ূচীর রস ও মিশ্রিসহ মকরধ্বজ সেব্য। হাতে ও পায়ে মধ্যে মধ্যে গুড়ূচ্যাদি তৈল ও মালিশ করিতে পারা যায়।

কফাশ্রিত বায়ুতে বড় এলাচীর চূর্ণ ও মধুসহ মকরধ্বজ সেব্য। বৃদ্ধাবস্থায় মকরধ্বজ, সিদ্ধ মকরধ্বজ, বৃহৎ বাতচিন্তামণি ও ত্রিশতি প্রসারিণী তৈলই প্রকৃত মহৌষধ।

নেত্র রোগ।

অধিক অগ্নি সন্তাপ, অতিরিক্ত রৌদ্রভোগ, রাত্রি জাগরণ, অধিক স্বেদ

নির্গম, দূরদর্শন, চক্ষে ধূলি, কর্দ্দম ও কীটাদি প্রবেশ, বমন বোধ, অধিক বমন, নিশিতে দ্রবীভূত অন্ন ভোজন, বেগ ধারণ, মস্তকে আঘাত, অনবরত ক্রন্দন, মদ্যপান, অত্যন্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, বাস্প বোধ এবং সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন ইত্যাদি কারণে নেত্র রোগের উৎপত্তি হয়। নেত্র রোগ উপস্থিত হইলেই চিকিৎসা করিবে কারণ ব্যাধি পুরাতন হইলে আরোগ্যের সম্ভাবনা অল্প হইয়া আসে।

জ্বরের ন্যায় এই রোগে ও চারি দিন আমাবস্থা থাকে বলিয়া ঔষধাদি না করিয়া লঙ্ঘন দেওয়াই উচিত।

কণিজ ঝকাদির প্রলেপ, বিল্বাঞ্জন, বৃহদ্বাসাদির ক্বাথ, ব্রণ শুক্রহরী বর্ত্তি চন্দ্রোদয় বর্ত্তি, দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তি, নাগার্জ্জুনাঞ্জন, মহাত্রিফলাদি ঘৃত, ভৃঙ্গরাজ তৈল, সপ্তামৃত লৌহ ও নয়নচন্দ্র লৌহ ব্যবহার করিলে সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ শীঘ্রই আরোগ্য হয়।

বাত রোগ।

উপবাস, শীতল ও রুক্ষদ্রব্য ভক্ষণ, অতিরিক্ত সহবাস, রাত্রি জাগরণ অতিরিক্ত বমন, অতিরিক্ত বিরেচন, অতিরিক্ত ব্যায়াম, ও একেবারে ব্যায়াম ত্যাগ, উপদংশ, অত্যন্ত লম্ফ প্রদান, অধিক সন্তরণ, উচ্চস্থান হইতে পতন, অধিক গাত্র সঞ্চালন, মুত্রাদির বেগ রোধ ও মর্ম্মস্থানে আঘাত প্রভৃতি কারণে বায়ু প্রবর্দ্ধিত হইয়া শূন্যগর্ভ শিরা ও ধমণীতে প্রবিষ্ট হয়, পরিশেষে নানারূপ অঙ্গ ব্যাপী পীড়া উৎপাদন করে। সন্ধিস্থলে সঙ্কোচ বোধ, পঙ্গুত্ব, কুব্জত্ব, খঞ্জত্ব, দেহ শোষ, শিরঃ বেদনা, নিদ্রানাশ, মস্তক বসিয়া যাওয়া, নাসিকা চেপ্টা হওয়া, পৃষ্ঠে নানারূপ বেদনা, হস্তে বেদনা, চক্ষু কোটর সংলগ্ন হওয়া, শরীরের অসারকতা, চক্ষু ও মুখের ব্যাদানতা, মল ও

মুত্র রোধ, উদর স্ফীতি, খাদ্যে অনিচ্ছা, গুল্ম, শোথ, অর্শ, গাত্রাদি কম্পন প্রভৃতি নানারূপ লক্ষণ এই রোগে দৃষ্ট হয়।

চিকিৎসাঃ—এই রোগে স্বাদু অম্ল লবণ রসযুক্ত স্নিগ্ধদ্রব্য সেবন, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নিগ্ধবস্তি প্রয়োগ উপকারী এবং স্বল্পরাস্নাদি পাচন, ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু, চিন্তামণি চতুর্ম্মুখ, বৃহৎ বাত গজাঙ্কুশ, যোগেন্দ্র রস, বাতারি রস, চিন্তামণি রস ও ও বৃহৎ বাত চিন্তামণি সেবন করিলে এবং ত্রিবিধ বিষ্ণু তৈল ও নারায়ণ তৈল, হিমসাগর, মহারাজ প্রসারণী, বৃহন্মাষ ও শ্রীগোপাল তৈল যথাবিধি প্রয়োগ করিলে অথবা বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবন করিলে শরীরস্থ বায়ু প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত রোগের শান্তির কারণ হয়।

রসায়ণ ও বাজীকরণ।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে ঔষধ দ্বারা বিবিধ ব্যাধির শান্তি হয় এবং জরা (অকাল বার্দ্ধক্য) ইত্যাদি অপনোদন করিয়া বল বীর্য্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাকেই রসায়ণ বলে।

যাহারা বাজীকরণ ঔষধ সেবন করে না অথচ নিয়ত মৈথুনাসক্ত তাহাদের অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হেতু ধ্বজভঙ্গাদি রোগ হয়। বাজীকরণ বিহীন হইয়া অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস করিলে গ্লানি, কম্প, অবসাদ, ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, উপদংশ, জ্বর, অর্শ, সর্ব্বধাতুর ক্ষীণতা, বাতজ রোগ সকল ও ধ্বজভঙ্গ জন্মিয়া থাকে। অতএব সুস্থ ও অসুস্থাবস্থায় ২৫ হইতে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই রসায়ণ ও বাজীকরণাধিকারোক্ত ২।১ টী ঔষধ পরিবর্ত্তন করিয়া সকলেরই সেবন করা কর্ত্তব্য।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিশেষ বীর্য্য বর্দ্ধক ও বীর্য্য স্তম্ভক। প্রাচীন শিমুল বৃক্ষের মূলের রস, চারা শিমুল মূল চুর্ণ, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস বা চুর্ণ, আলকুশী বীজ চুর্ণ, অশ্বগন্ধা চুর্ণ। সুধু এই সকলের কোন

একটী সমপরিমাণে চিনি ও একছটাক গো দুগ্ধসহ সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়। অথবা এই সকলের অর্দ্ধ তোলা লইয়া অন্যান্য বাজীকরণ ও রসায়নাদিকারের ঔষধ সহ মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করা উচিত। কামদেব ঘৃত ইহার আশ্চর্য্য মহৌষধ।

এই অধিকারের অন্যান্য ঔষধঃ—শ্রীমদানান্দ মোদক, কামেশ্বর মোদক বৃহৎ চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ, মকরধ্বজ রসায়ণ, মকরধ্বজ রস, বসন্ত কুসুমাকর রস, সিদ্ধ মকরধ্বজ, চ্যবণ প্রাস, অমৃত প্রাস ঘৃত, বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত, কামদেব ঘৃত, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস, অশ্বগন্ধারিষ্ট, অশ্বগন্ধা তৈল, শ্রীগোপাল তৈল। কেবল মাত্র কামদেব ঘৃত উপযুক্ত সময়ে সেবনেও বিশেষ সুফল লাভ করা যায়।

ধ্বজভঙ্গ ঃ—রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল সেবন করিলে এবং ধর্ম্মানুগত হইয়া যথা শাস্ত্র স্ত্রীসংসর্গ করিলে এই ভয়াবহ ও দুরারোগ্য রোগ জন্মিবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না।

অনেকের ধারণা এই রোগ জন্মিলে আর সারে না। কিন্তু ৩।৪ মাস, কোন কোন স্থলে ৫।৬ মাস ধরিয়া ক্রমাগত মূল্যবান ঔষধ সেবন করিলে, সহবাসে বিরহিত হইয়া নিয়মিত ভাবে চলিলে এবং পুষ্টি কারক, রুচিকর উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে রোগী যদি অতি বৃদ্ধ না হয় তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলেই রোগ আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

রোগ সমুৎপন্ন হইলে ঔষধ সেবনের সহিত শ্রীগোপাল তৈল স্থানীয় মালিশরূপে ব্যবহৃত হইলে অনেক স্থলেই অতি শীঘ্র সুফল লাভ করা যায়। তবে সহবাস একেবারে নিষিদ্ধ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

গো চিকিৎসা।

গো দুগ্ধ বৃদ্ধির উপায়ঃ—(১) নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা নিরূপিত সময়ে দোহন না করিলে দুগ্ধ কম হইবার সম্ভাবনা।

(২) প্রসবের একপক্ষ কাল পরে তণ্ডুল ও লাউ একত্র সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে গরুর দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়।

(৩) প্রত্যহ খেঁসারির ডাউল ভিজাইয়া গরুকে খাইতে দিলে গো দুগ্ধের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়। (৪) বংশ পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধছটাক যোয়ান অর্দ্ধছটাক ইক্ষু গুড় সহ খাওয়াইলে দুগ্ধের পরিমাণ অনেক বর্দ্ধিত হয়।

গরুর অঙ্গে আঘাত লাগিলেঃ—সম পরিমাণ সোরা ও নিশাদল জলের সহিত গুলিয়া আহত স্থলে সপ্তাহ কাল প্রয়োগ করিলে আঘাত জনিত বেদনা আরোগ্য হয়।

পেট কামড়াইলে—এই রোগ উপস্থিত হইলে কখন কখন বাহ্যে বন্ধ হয় কেবল প্রস্রাব হয় কখন বা প্রস্রাব ও বন্ধ হয়। এই রোগে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয় বলিয়া গরু পা ছড়াইয়া ছটফট করিতে থাকে।

চিকিৎসাঃ— ইন্দ্রযব তিনতোলা, সোমরাজ—তিনতোলা বৈচির শিকড়ের ছাল তিনতোলা সমস্ত একত্র মর্দ্দন করতঃ তিনবার সেবন করাইবে। ইহাতে গরুর পেট কামড়ানির উপশম হয়।

কদম পাতার রস আধপোয়া ও গুড় একছটাক একত্র করিয়া সেবন

বরাইলেও পেট কামড়ানির উপশম হয়। গরুর বাহ্যে বন্ধ হইলে ডাবের জল দুইসের গরম করিয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে।

ঘুঁটী:—গরুর শরীরের স্থানে স্থানে লোম উঠিয়া গেলে তাহাকে ঘুঁটী লাগা বলে। এই রোগ বাছুরের শরীরে অধিক দৃষ্ট হয়। প্রথমে মুখে হইয়া পরে সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়; এই রোগযুক্ত স্থান শুভ্রবর্ণ ও কিঞ্চিৎ স্ফীত হইয়া উঠে।

চিকিৎসা:—যে যে স্থানে লোম উঠিয়া গিয়াছে সেই সেই স্থানে ঘর নিকোনা বাসী নেতা অথবা ঘুঁটের ছাই ঘষিয়া দিলে উপকার দর্শে।

ফুলা:—গরুর শরীরের কোন স্থান ফুলিলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে লৌহ পুড়াইয়া দাগ দিবে। শকটাদি টানিয়া গরুর স্কন্দ ফুলিলে মোঁদ পাতা বাটীয়া গরম করতঃ ঐ স্থলে লাগাইবে অথবা স্ফীত স্থলে শামুখের জল দিলে ও আরোগ্য হয়।

উদর স্ফীতি।

গুড় অর্দ্ধপোয়া, কাঁচা হরিদ্রা চূর্ণ একছটাক এই দুই দ্রব্য একত্র করতঃ খাওয়াইয়া দিলে গরুর বাহ্যে ও প্রস্রাব হয় এবং পেট ফাঁপা আরোগ্য হইয়া থাকে।

বাঁটে ঘা।

সচরাচর বাঁট ফাটিয়া গিয়া বাঁটে ঘা হয়। বাঁট অল্প অল্প ফাটিলে জল দ্বারা ধুইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ মাখন লাগাইয়া দিলে আরেগ্যে হয়।

শিংঙ্গ ভাঙ্গা।

গরুর শিং ভাঙ্গিয়া গেলে ঘুঁটের ছাই গুড়াইয়া লাগাইয়া দিলে আরোগ্য হয়।

বেঙ্গা।

রোগের লক্ষণ ঃ—এই রোগে গরুর আহার বন্ধ হয়, গরু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জাবর কাটে না, কান ঝুলিয়া পড়ে কানের ও জিহ্বার শিরা কৃষ্ণবর্ণ হয়, শিরগুলি মোটা ও গা ঠাণ্ডা হয়, শরীরে কাঁটা দেয় ও কম্প হইয়া থাকে।

চিকিৎসা ঃ—ডুম্বুর পাতার দ্বারা গরুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে এবং ডুম্বুর পাতা খাওয়াইলে নীরোগ হয়। কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থায় ব্যতীত ইহাতে ফল দর্শে না।

মাস্তে।

গরুর শরীরের কোন স্থানে ঘা হইয়া পোকা জন্মিলে সেই স্থানে পাটের বীচি বাটিয়া দিলে পোকা মরিয়া যায়।

সকালে উঠিয়া জল না ছুঁইয়া একটানে হুড়হুড়ের শিকড় তুলিয়া ঐ শিকড় গলায় বাঁধিয়া দিলে গায়ের সমস্ত পোকা বহির্গত বা বিনষ্ট হইয়া যায়।

নুটী।

গরুর নুটী লাগিলে গরু বারম্বার কাশে ও হাঁচে।

চিকিৎসা ঃ—শিং দুইটীর মধ্যভাগে যে গর্ত্ত আছে তথায় দুই বা তিন দিন সর্ষপ দিলেই আরোগ্য হয়।

আগুনে পোড়া ঘা।

গরুর শরীরের কোন স্থান আগুণে পুড়িয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে কলার পচা এঁটে বান্ধিয়া দিতে হয়, তাহা হইলে সমস্ত যন্ত্রণার শান্তি হয় ও ক্ষত হইবার আশঙ্কা থাকে না।

পুড়িয়া যাইবামাত্র চুণের জল ও নারিকেল তৈল সমভাগে মিশাইয়া তাহাতে তুলা ভিজাইয়া দগ্ধ স্থানে দিতে হইবে এবং ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা উহা আবৃত করিয়া দিবে।

ছানি।

অনেক গরুর চক্ষুতে ছানি পড়িতে দেখা যায়। উহার আশু প্রতিকার না করিলে আরোগ্যের আশা অল্প।

চিকিৎসা ঃ—ঢোলাপাতা পরিষ্কার করিয়া লইয়া (যেন উহাতে কীটাদি বা ধুলা না থাকে) উহার রস চক্ষুতে দিলে ছানি আরোগ্য হয়।

সুতিকা রোগ।

প্রসবের পর গাভীর যে কম্প জ্বর হয় যাহা দুগ্ধ জ্বর বলিয়া পরিচিত তাহাকেই গাভীর সুতিকা রোগ বলে। প্রত্যহ অর্দ্ধপোয়া মদ খাওয়াইয়া দিলেই এই রোগ দূর হয়।

রক্ত দাস্ত।

মাতৃহারা বাছুরের রক্ত দাস্ত হইলে একপোয়া কাঁচা দুগ্ধের সঙ্গে মুড়ি ভিজাইয়া ৪।৫ দিন সেবন করাইলে উপকার দর্শে।

ছয়মাস বয়স্ক বাছুরের রক্ত দাস্ত হইলে গরম ভাতের সঙ্গে ঘুঁটীয়ার ছাই সামান্য পরিমাণ মিশাইয়া খাওয়াইলে উপকার দর্শে।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

জল চিকিৎসা।

কেবল মাত্র জল ব্যবহার করিয়া (প্রয়োজনানুসারে শরীরের ভিতর ও বাহিরে) রোগ নিরাময়ের উপায়কে "জল চিকিৎসা" বলে। যদিও এই চিকিৎসার সাহায্যে অনেক রোগেরই প্রতিকার করা যায় তথাপি ইহা সর্ব্বরোগ চিকিৎসার উপায় নহে।

সাধারণতঃ ইহা অন্ত প্যাথি বা চিকিৎসা প্রণালীর সহায়ক রূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সাধারণ অজ্ঞ লোকের দ্বারা এই চিকিৎসা প্রণালীতে উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিক। সেই কারণ কতকগুলি সহজ সাধ্য চিকিৎসোপায় মাত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইলে।

ডাক্তার প্রেস্‌নিজ বহুকাল পূর্ব্বে গ্রাফেণ্‌বার্গ পর্ব্বত শীর্ষে বিশিষ্ট স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ার মধ্যে সামর্থ্যোপযুক্ত ব্যায়াম ও জল চিকিৎসার সাহায্যে যে সকল উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক রোগ আরোগ্য করিয়া সমস্ত ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ছিলেন তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সাধারণতঃ জল চিকিৎসার চারিটী বিভিন্ন পরিচ্ছেদ দৃষ্ট হইত; উহাদের মধ্যে প্রথম (১) ঘর্ম্মোৎপাদন। রোগীকে অতি প্রত্যুষে (রাত্রি ৪ টার সময়) জাগরিত করিয়া তাহার রাত্রিবাস খুলিয়া তাহাকে লেপ বা পশমী গাত্রাবরণে মুখ ও মাথা বাদ দিয়া উত্তমরূপে আচ্ছাদন করা হইত। পরে মস্তকে একখানি গামছা জড়াইয়া দেওয়া হইত এবং রোগীকে ক্যাম্প খাটে শুয়াইয়া তাহার দেহোপরি আরও বস্ত্র দেওয়া হইত। ঘরের বাতাসের উত্তাপ কিছু কম করা হইত। এইরূপ অবস্থায়

রোগীর ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইলেই ঘরের জানালা খুলিয়া দিয়া বিশুদ্ধ বায়ু আসিবার উপায় করা হইত এবং রোগীকে জলপান করান হইত। ১/৩ টাম্বলার গ্লাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া ১ গ্লাস পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। ইহাতে ঘর্ম্ম অত্যন্ত হইত এবং এই অবস্থায় ১ হইতে ৩ ঘণ্টা রাখা হইত। এই উপায়ে ঘর্ম্ম না হইলে সমুদয় গাত্র বস্ত্র অপসারিত করিয়া একখানি চাদর ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে নিংড়াইয়া উহা রোগীর শরীরে জড়াইয়া দিয়া তদুপরি শুষ্ক বস্ত্রের আচ্ছাদন দেওয়া হইত। ইহাতে শীঘ্রই ঘর্ম্ম হইতে আরম্ভ হইত। এইরূপে ঘর্ম্মোৎপাদনের সময় অতিবাহিত হইবার পর পদদ্বয় আবরণোন্মুক্ত করিয়া জুতা মোজা পরিয়া গাত্রাবরণ আলগা ভাবে রাখিয়া নিকটস্থ স্নানাগারে যাইত। এই স্থানে ২০।৩০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট চৌবাচ্ছায় ঠাণ্ডা (উত্তাপ ৪৫—৫২ ডিগ্রী ফারেণ হীট্) ঝরণার জল প্রবাহিত হইত এবং ইহার গভীরতাও সন্তরণোপযুক্ত ছিল। এই স্থানে গাত্রাবরণ তীরে রাখিয়া প্রথমে মাথা ও বুক উত্তমরূপে জলসিক্ত করিয়া উহাতে ঝম্প প্রদান করিত; ইহাই দ্বিতীয় উপায়। এইস্থানে ১০ মিনিট সন্তরণাদি বা তদুপযুক্ত ব্যায়াম করিতে হইত এবং উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন করিত। পরে এস্থান হইতে বাহির হইবা চাদর এবং মস্তকাবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া নিজ গৃহে যাইয়া শীঘ্র গাত্র মার্জ্জন দ্বারা গাত্র শুষ্ক করতঃ পোষাক পরিয়া বাহিরে গিয়া খোলা জায়গায় ব্যায়াম ও জলপান করিতে হইত পরে ফিরিয়া আসিয়া প্রাতরাস গ্রহণ করিত। কিন্তু রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে তাহাকে স্নানের টবের মধ্যে ৬ ইঞ্চি জল দিয়া তাহার মধ্যে বসান হইত। এই জলের উত্তাপ ৫৬—৬০ এবং কখন কখন ৬৩ ডিগ্রী হইত। রোগীর মাথা এবং বুক উত্তমরূপে জলসিক্ত করিয়া টবের মধ্যে ৫।৬ মিনিট বসাইয়া রাখা

হইত। এই সময়ে সে গাত্র মার্জ্জন করতঃ গাত্র পরিষ্কার করিত এবং এই সময়ে তাহার কাঁধ বা মাথার উপর ঈষদুষ্ণ বা শীতল জল ঢালিয়া দেওয়া হইত। যাহাদের শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন অথবা অত্যন্ত গরম গাত্র বস্ত্র ব্যবহার জন্য চর্ম্মের দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন এইরূপ স্নান সহ্য না হইত তাহাদের কেবল মাত্র শীতল জলে গাত্র ধোয়ান হইত এই সময়ে স্পঞ্জ বা হাতের চেটো দ্বারা গা রগড়ান হইত এবং উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন দ্বারা ইহার উপকারিতা বর্দ্ধিত হইত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রোগীকে কাহার কাহার মতে ২৫ এবং কাহর মত ১২ গ্লাসপূর্ণ ৪৬—৫৩ ডিগ্রী উত্তপ্ত জল পান করান হইত। ইহার প্রতি গ্লাসের পরিমাণ অর্দ্ধপাইন্ট ছিল। ঘর্ম্মোৎপাদন কালে শায়িত অবস্থায়, স্নানের পর ইতস্ততঃ ভ্রমণ কালীন, প্রাতরাস ও মধ্যাহ্নে ভোজন সময়ের মধ্যে, আহার কালে এবং মধ্যাহ্ন ভোজানের ২।৩ ঘণ্টা পর ও বৈকালে জলপান করান হইত। প্রাতরাসের পূর্ব্বে এবং ব্যায়াম কালে জলপানই প্রশস্ত ছিল। রোগীর ক্ষুধা জল পানের মাত্রা এবং বারের নির্দ্দেশ করিত।

ইহার চতুর্থ পরিচ্ছেদে ডুশিং ব্যবহৃত হইত। ইহা প্রাতরাসের এক ঘণ্টা পর ও মধ্যাহ্ন ভোজনের তিন ঘণ্টা পর ব্যবহৃত হইত। ইহাতে নির্ঝর হইতে সারাসারি জল লইয়া নল দ্বারা ১০, ১৫, ১৮ এবং ২০ ফিট উচ্চ হইতে ৩।৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ধারায় রোগ দুষ্ট শরীরাংশের উপর ফেলা হইত। তবে পাকস্থলীর খোলের উপর অথবা চক্ষের উপর অথবা রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে ডুসিং প্রথা ব্যবহৃত হইত না। মস্তকে লইতে হইলে প্রথমে হস্তদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পরে লইতে হইত এবং চক্ষু ডুসিং এর প্রয়োজন হইলে সমতলভাবে হাত রাখিয়া বেগ প্রতিহত করতঃ প্রত্যাবৃত জল বেগে চক্ষু ডুশ করা হইত। প্রথমে ঘাড়ে, পরে পিঠে ও শরীরের অন্যান্য অংশে ডুসিং এর প্রয়োগ হইত। বাত ও

গেঁটে বাতে ইহার প্রয়োগ যেমন সুখকর তেমই দ্রুত কার্য্যকারী হইত।

সিট বাথ বা সিজ বাথ—সমুদয় শারীরিক স্থানীয় জল প্রয়োগের মধ্যে ডাঃ প্রেস্‌নিজের সিট বাথ বা হিপ্ বাথই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহা এরূপভাবে প্রস্তুত যে রোগী ইহার মধ্যে বসিতে পারে কিন্তু বসিলে তাহার পদদ্বয় অর্দ্ধ নমিতভাবে ইহার বাহিরে থাকে এবং ইহার একদিক উচ্চ থাকায় মাথা বা পিঠ দিয়া হেলান দেওয়া যায়। ইহার জল নাভির উচ্চে উঠিবে না এবং শরীরের যে যে অংশ জল মগ্ন না থাকিবে তাহাই উত্তমরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকিবে। ইহার মধ্যস্থ জলের উত্তাপ শরীরের উত্তাপের সমান হইলেই জল বদল করিতে হয়।

জননেন্দ্রিয়ের দৌর্ব্বল্য বা উত্তেজনার অভাব, স্বপ্নদোষ, পুরুষত্বহানি ইত্যাদির জন্য ১০ বা ১৫ মিনিট অবস্থানই যথেষ্ট। যদি প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় যেমন মস্তক এবং বক্ষঃ বেদনায়, জ্বরে, লিভার এবং প্লীহার আক্ষেপ জনিত পুরাতন পেটের গোলমালে, গ্রহণীতে, দুরারোগ্য রক্তাতিসারে রোগীকে পুরা এক ঘণ্টা অবস্থান করিতে হয়। পুরাতন শিরোরোগে দুই ঘণ্টা অবস্থানের প্রয়োজন। মস্তিষ্কে অথবা বক্ষ যন্ত্রে বেদনায় এবং স্নায়বিক উত্তেজনা জনিত জ্বরে এই বাথ এবং শরীরে ভিজা চাদর জড়াইয়া তদুপরি গরম কাপড় আচ্ছাদন এই দুই প্রথাই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে জলপান করিতে হয় এই বাথে অবস্থান কালীন জলনিমগ্ন শরীর সমস্তক্ষণ জোরে ঘর্ষণের প্রয়োজন। বাথ সাঙ্গ হইলে ঐ নিমজ্জিত ঠাণ্ডা অংশ বেশ করিয়া ঘর্ষণ করার প্রয়োজন।

ফুটবাথ—ডাঃ বিগেল বলিয়াছেন ফুটবাথ শরীরের উপরাংশের যন্ত্রণা নিবারণার্থ প্রতিক্রিয়া দ্বারা উপকার করিয়া থাকে। এরূপ কথিত আছে যে দাঁতের বা মাথার যন্ত্রণা (যে কারণেই হউক) যদি বিদ্ধবৎ অনুভূত

হয়, মস্তকে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চালন এবং চক্ষুর আওরানিতে ঠাণ্ডা জলের ফুট বাথে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উপকার পাওয়া যায় তবে যন্ত্রণাযুক্ত স্থানে শীতল জলের পটী লাগাইতে হয়। টবের জল ২।৩ ইঞ্চির বেশী হইবে না এবং দাঁত কণকণানির পক্ষে এক ইঞ্চি থাকিলেই যথেষ্ট। ডাঃ বিগেল বলেন এই উপায়ে এই রোগ আধ ঘণ্টার মধ্যেই দমিত হইয়া থাকে।

ফুটবাথ লইবার পূর্ব্বে রোগীর ব্যায়াম করার প্রয়োজন এবং পা ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত পা ডুবান নিষিদ্ধ। পা ডুবাইয়া রাখা কালীন সর্ব্ব-ক্ষণ পদদ্বয় পরস্পর ঘর্ষণ করার প্রয়োজন। যখন শরীরের উন্নতি বিধানার্থ ফুটবাথ লওয়া হয় তখন টবের জলে পায়ের গাঁইট পর্যান্ত ডুবার প্রয়োজন এবং কাহার মতে ১০ মিনিট এবং কাহার মতে জল যে পর্য্যন্ত না শরীরে সমান উত্তপ্ত হয় অর্থাৎ অর্দ্ধঘণ্টা বাথ লওয়ার প্রয়োজন। জরায়ুর রক্তস্রাবে রোগিণীকে জলের মধ্যে এরূপভাবে বসাইতে হইবে যাহাতে তাহার জঙ্ঘা পর্য্যন্ত জল মগ্ন থাকে কিন্তু পায়ের নিম্নাংশ জলের বাহিরে থাকে। ইহা এরূপ রক্তস্রাবে বিশেষ ফলপ্রদ।

ঠাণ্ডা হেড্ বাথ—মাথাধরা ও চক্ষুরোগে এই বাথ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। টেবিলে হেলান দিয়া এই বাথ লইতে হয়। একটী উপযুক্ত পাত্রে জল রাখিয়া প্রথমে মস্তকের একধার পরে অন্যধার এবং শেষে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ ডুবাইতে হয়। এইরূপে প্রতি বার পাঁচ মিনিট করিয়া ডুবাইয়া রাখিতে হয়।

যখন শীতাপ হ্রাস বা স্থৈর্য্যসম্পাদনার্থ ঠাণ্ডা জলের পটী ব্যবহৃত হয় তখন অল্পক্ষণ অন্তর (১৫ মিনিট বা অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর) উহা বদল করার প্রয়োজন অর্থাৎ উহা উষত্তপ্ত হইলেই বদলাইতে হইবে।

উত্তেজনা সম্পাদনার্থ জল ব্যবহার করিতে হইলে অনেকগুলি ভাঁজযুক্ত বস্ত্র খণ্ড জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া গাত্র চর্ম্ম এবং ঐ বস্ত্র খণ্ড

ইহাদের মধ্যে একটুও ফাঁক না থাকে এরূপ অবস্থায় ঐ ভাঁজ করা বস্ত্র খণ্ড বসাইয়া দিতে হইবে এবং ইহার উপর শুষ্ক তুলা দিয়া এরূপ ভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে যাহাতে উহাতে হাওয়া প্রবেশ করিতে না পারে এবং জল ও বাষ্পে পরিণত না হইতে পারে। ইহা ফোমেণ্টের কাজ করে এবং ফোমেণ্ট দ্বারা যে সকল রোগে উপকার দর্শে ইহাতেও সেই সকল রোগে উপকার দর্শিয়া থাকে।

কিছু সময় অন্তর বারম্বার শীতল জলে মুখ গহ্বর ধৌত করিলে মুখ গহ্বর ও কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির উপকার সাধিত হয় এবং লালা নিস্রাবক গ্রন্থিগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে এবং কোন কোন স্থলে মস্তকে বাত গ্রস্থ রোগীর যন্ত্রণার লাঘব করে।

নাসা দ্বারা জল টানিয়া লইয়া নাসিকা ধৌত করিলে পুরাতন নাসা গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগে হাঁচি ও মাথাধরায় উপকার দর্শে। এই সকল রোগে সঙ্গে সঙ্গে কপালে ফোমেণ্ট করার প্রয়োজন। সবিরাম জ্বরের প্রবল জ্বরাবস্থায় যখন গাত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, প্রবল তৃষ্ণা থাকে শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত ও কষ্টকর হয়, নাড়ী দ্রুত ও পূর্ণ এবং সময়ে সময়ে বাধাপ্রাপ্ত থাকে, সাধারণতঃ উত্তেজক ঔষধ অসহ্য হয়, মস্তিষ্ক অত্যন্ত উত্তেজিত থাকে এমন কি প্রলাপ বকিতে থাকে, গাত্রে কিছু মাত্র আচ্ছাদন সহ্য করিতে পারে না, শীতল বাতাস পাইবার জন্য হাঁপাইতে থাকে শীতল পানীয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে সেই সময়ে ডাক্তারেরা শীতল জলে ডুবাইয়া অথবা শীতল জল ঢালিয়া রোগীকে স্নান করাইয়া দিয়া প্রভূত উপকার পাইয়া থাকেন। সবিরাম জ্বর চিকিৎসায় যে সময়ে শরীরে ঘর্ম্ম থাকে না উত্তাপ একভাবেই থাকে, নাড়ী দ্রুত থাকে, তৃষ্ণা থাকে কিন্তু ক্ষুধা থাকে না সেই সময়ে জ্বরের প্রাবল্যের পূর্ব্বে শীতল জল ঢালিয়া স্নান করাইয়া দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এইরূপে শীতল জলে স্নান দ্বারা পৈত্তিক অবিরাম জ্বরেও উপকার পাওয়া যায় এবং ডাঃ ডিক্‌সনের মতে এইরূপ শীতল জলে স্নানকে জ্বরাপহারক উপায় সকলের মধ্যে একটী প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য করা উচিত। ক্লান্তি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য এবং প্রভূত ঘর্ম্ম থাকিলে এই উপায় অবলম্বন করা নিষিদ্ধ।

টাইফাস জ্বরে শীতল জলে স্নান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। ডাঃ কারি কিরূপে ইহা ব্যবহার করিতে হইবে নিম্নে তাহার বিবৃতি দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন যে যে সময়ে রোগীর যন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয় অথবা ঠিক যে সময়ে যন্ত্রণা লাঘব হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ে শীতল জল দিয়া বা ঢালিয়া স্নান করান সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা জনক ও বিপদাশঙ্কা হীন।

এই কারণেই তিনি বৈকালে ৬ টা হইতে ৯ টার মধ্যে স্নান করান প্রশস্ত বলিয়া বোধ করিতেন। কিন্তু ইহা দিবসের সর্ব্বসময়েই নিঃশঙ্কচিত্তে করান যাইতে পারে যে সময়ে কম্প বা শীতানুভূতি থাকে না, যে সময়ে গাত্রোত্তাপ স্বাভাবিক হইতে অধিক থাকে ও একভাবেই থাকে এবং সাধারণতঃ যে সময়ে ঘর্ম্ম হয় না বা ঘর্ম্ম অনুভূত হয় না।

শীতল জল বিভিন্ন প্রকারে টাইফাস রোগীর শরীরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জলে নিমজ্জিত করা, জল ঢালিয়া দেওয়া, ধারাকারে জল দেওয়া উপর হইতে নীচে তোড়ে জল দেওয়া ইত্যাদির প্রত্যেকগুলিই শরীরে বা শরীরের স্থান বিশেষ পরীক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিষ্টার সায়ারস্থ মিঃ ষ্টালার্ড এই সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :।

(১) শীতল জলে চাদর ভিজাইয়া শরীরাবৃত করতঃ তদুপরি গরম

কাপড় জড়াইয়া থাকা যাহাকে "ওয়েটসিট" বলিয়া অভিহিত করা হয় তাহা-রই ন্যায়সঙ্গত প্রয়োগ জ্বরের অনেক কষ্টকর লক্ষণের প্রশমন করে।

(২) যদ্যপি ইহা রোগের প্রারম্ভেই ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে অনেক স্থলেই রোগের আর বৃদ্ধি হয় না।

(৩) যদি রোগ প্রকাশ হইবার পরও ইহা ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে রোগের ভোগকাল কমিয়া আসে।

(৪) সাধারণতঃ জ্বরের জটীলতা এই চিকিৎসার পক্ষেই মত দেয় বিপক্ষে দেয় না।

(৫) এই চিকিৎসায় মাংসের স্কাপ, দুধ এবং জল ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়।

(৬) জ্বরের প্রথম লক্ষণগুলি অপসৃত হইবার চিহ্ন স্বরূপ শরীরের উত্তাপ কমিয়া যায়, গাত্র ভিজা ভিজা বোধ হয়, তৃষ্ণার হ্রাস এবং জিহ্বার অবস্থার উন্নতি হয়। এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হইলে এই চিকিৎসা বন্ধ করিবে এবং উৎকৃষ্টতর পথ্যের ব্যবস্থা করিবে।

(৭) টাইফাস জ্বরে বিশেষ ভাবে আক্রান্ত কতকগুলি রোগী ১ পক্ষ-কালের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়া দুর্ব্বল অবস্থায় উপনীত হইয়া ইতস্ততঃ হাটীতে সক্ষম হইয়াছেন।

টাইফয়েড জ্বরেও শীতল জলে স্নান বিশেষ উপকারী বলিয়া ত পন্ন হইয়াছে। মেরিল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটির ডাঃ এন, আর স্মিথ তাঁহার মেডিক্যাল এণ্ড সার্জ্জিক্যাল এসেজে লিখিয়াছেন যে তাঁহার পিতা ডাঃ এন, স্মিথ টাইফয়েড রোগীর বিছানা চাদর নামাইয়া দিয়া রোগীর মাথায়, মুখে ও শরীরে এক পাইণ্ট হইতে ১ গ্যালন পর্য্যন্ত শীতল জলের ঝাপট মারিতেন যাহাতে শরীরস্থ চাদর এবং বিছানা সম্পূর্ণ ভিজিয়া যাইত। যদি রোগীর শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকিত তাহা হইলে তাহাকে একপাশ

করিয়া তাহার পিঠেও জলের ঝাপটা দেওয়া হইত; যাই বিছানা ও গায়ের চাদর শুখাইতে আরম্ভ করিত এবং মাথায় ও চক্ষে উত্তাপের পুনরাগমন আরম্ভ হইত অমনি আবার জলের ঝাপ্‌টা দেওয়া হইত, এইরূপে শরীরের উত্তাপের হ্রাস সাধন করা হইত।

শীতল জলে কাপড় ভিজাইয়া ঘাড়ের পশ্চাৎ দিকে অথবা অণ্ড-কোষের উপর লাগাইলে নাক হইতে রক্তস্রাব বন্ধ হয়। ডারউইন বলিয়াছেন যে বয়স্ক ব্যাক্তিদের অতিরিক্ত পান দোষে, লিভার বৃদ্ধি বা বেদনা হইলেই নাসা হইতে রক্তস্রাব হইয়া থাকে বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। কিঞ্চিৎ লবণ শীতল জলে শীঘ্র করিয়া মিশাইয়া তাহাতে মস্তক ডুবাইলে এই রোগের প্রতিকার হয়। অনেক ডাক্তারই বলিয়াছেন যে গয়েরের সহিত রক্ত উঠা রোগে শীতল জলে ডুবিয়া স্নান করিলে বিশেষ উপ-কার হয়।

ভেপার বাথ :—ইহা গরম হাওয়া, জলীয় বাষ্প অথবা জলীয় হাওয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। রোমানেরা গরম হাওয়া এবং বাষ্প দ্বারা তুরস্কীয়েরা গরম শুষ্ক হওয়া দ্বারা এবং রাশিয়ানেরা গরম বাষ্প দ্বারা এই বাথ দিয়া থাকে। ইহা শরীরকে তাজা রাখে ও শরীরে বলাধান করে, শরীরের কাম্‌ড়ানি ও আলস্য দূর করে এবং কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করে।

যাহাদের গাত্র শুষ্ক ও কর্কশ এবং যাহাদের হজম শক্তি মন্দ এরূপ যুবক ও বৃদ্ধের পক্ষে ভেপার বাথ অতীব সুফল প্রদ।

বিভিন্ন প্রকারের শোথ রোগ ভেপার বাথ এর সাহায্যে কৃত-কার্য্যতার সহিত চিকিৎসা করা যায়। যে কারণেই এই রোগ হউক না কেন সর্ব্বস্থলে না হউক অধিকাংশ স্থলেই গাত্র চর্ম্মের ক্রিয়া প্রতি-রুদ্ধ হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে।

ভেপার বাথে ইহার প্রতিকার করে গাত্র চর্ম্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে। কেন্টীস্ প্লুরিসি রোগ ভেপার বাথের সাহায্যে কৃতকার্য্যতার সহিত আরোগ্য করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রথম সপ্তাহে প্রত্যহ, দ্বিতীয় সপ্তাহে একদিন অন্তর এবং পরে সপ্তাহে একদিন উহাকে এই বাথ দিতেন এবং চিকিৎসার শেষভাগে সপ্তাহে দুইবার শীতল জলে স্নান করাইতেন।

এম্ রাপো নিউর‍্যালজিয়া, কোরিয়া, আক্ষেপ যাহা মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য নহে, হিষ্টিরিয়া, হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস্ রোগে ভেপার বাথ বিশেষ বিশেষ উপকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ডাঃ মার্শ, ডাবলিন হস্পিটাল রিপোর্ট ৫ম ভলুমে লিখিয়াছেন যে টিটেনাস রোগে এই চিকিৎসা দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। লেড্ কলিক্ হইতে উদ্ভূত পক্ষাঘাত রোগে ভেপার বাথ দ্বারা বেশ উপকার পাওয়া যায়।

পেশীর স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস হইয়া দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ভেপার বাথের সাহায্যে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়। চর্ম্মরোগে ভেপার বাথের মূল্য খুব বেশী।

নিয়োপলিটান ডাক্তার কার্জিও তাঁহার লিখিত এবি নোলের নিকট বিখ্যাত পত্রে লিখিয়াছেন "একটী ১৭ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক যাহার তখনও পর্য্যন্ত ঋতু প্রবর্ত্তিত হয় নাই তাহার গাত্রচর্ম্ম এরূপ কর্কশ ও দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল যে তাহা চামড়ার ন্যায় বা কাষ্ঠবৎ অনুভূত হইত। ঘাড় হইতে ইহার রোগে আরম্ভ হয় পরে সমস্ত শরীর এমন কি ঠোঁট ও জিহ্বা ও এইরূপ হইয়া গিয়াছিল। রোগিণী যে পরিমাণ জলপান করিত তাহা অপেক্ষা তাহার প্রস্রাব অনেক অধিক হইত। গাত্রচর্ম্ম নরম করিবার জন্য চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল এবং টাট্‌কা জলে স্নান করান

হইতে লাগিল। সপ্তম দিনে দেখা গেল যে ইহাতে রোগের বৃদ্ধি হইল। ইহার পর তাহাকে ভেপার বাথ দেওয়া হইতে লাগিল। ষষ্ঠ বাথের দিন বগলে চক্ষে এবং উরুর পশ্চাতে ঈষৎ ঘর্ম্মহইতে দেখা গেল। ক্রমশঃ চর্ম্ম কিঞ্চিৎ মোলায়েম হইল বটে কিন্তু শক্ত সেইরূপই রহিল। অব- শেষে বিংশ বাথে সমস্ত শরীরে প্রভুত ঘর্ম্ম হইতে থাকিল এবং প্রথমে উরুদেশ কোমল হইল। এইরূপে চিকিৎসিত হইয়া পাঁচ মাস পরে রোগিণী সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিল। এই চিকিৎসা কালীন কেবল মাত্র মার্কারির আভ্যন্তরীক প্রয়োগ হইয়াছিল। সিফিলিস জনিত দাগ বা ঘায়ের চিকিৎসার জন্য গরম জলীয়-বাস্প ও গন্ধক এবং পারদ ধূম দ্বারা পর্য্যায়ক্রমে চিকিৎসিত হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।”

কতকগুলি চর্ম্ম রোগ যাহা অনারোগ্য বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে তাহারা ও গন্ধকের বাস্পে দ্বারা বাথ লইয়া আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

এই ভেপার বাথও জল চিকিৎসার অন্তর্ভূক্ত; সেই কারণেই উপরে ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিত বর্ণিত হইল।